Κύριλλος Α΄ Ἱεροσολύμων (যেরুশালেমের সাধু সিরিল)
Κατηχήσεις (ধর্মশিক্ষা)

গ্রীক পাঠ্যের লিংক

Translation : Sadhu Benedict Moth

Copyright © Sadhu Benedict Moth 2020-2025

AsramScriptorium বাইবেল - উপাসনা - খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণ

AsramSoftware - Donations

Maheshwarapasha - Khulna - Bangladesh

First digital edition : July 11, 2020

Version 1.2 (April, 2025)

AsramScriptorium সময় সময় বইগুলিকে সংশোধন ক'রে উচ্চতর Version নম্বর সহ পুনরায় আপলোড করে। সময় সময় শেষ সংস্করণ চেক করুন।

আপনি যদি বাঁমে বা ডানে বইয়ের সূচীপত্র (Bookmarks) না দেখতে পান, তাহলে এখানে ক্লিক করুন।

যেরুশালেমের সাধু সিরিল

ধর্মশিক্ষা

সাধু বেনেডিক্ট মঠ

সূচীপত্র

সঙ্কেতাবলি

ছবি

ভূমিকা

সাধু সিরিলের সংক্ষিপ্ত জীবনী

‘ধর্মশিক্ষা’

ধর্মশিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি

শব্দার্থ

তৎকালীন উপাসনা-রীতি

যেরুশালেমের সাধু সিরিলের ধর্মশিক্ষা

প্রারম্ভিক ধর্মশিক্ষা

আলোপ্রত্যাশীদের ধর্মশিক্ষা

১ম ধর্মশিক্ষা

২য় ধর্মশিক্ষা

৩য় ধর্মশিক্ষা

৪র্থ ধর্মশিক্ষা

৫ম ধর্মশিক্ষা

৬ষ্ঠ ধর্মশিক্ষা

৭ম ধর্মশিক্ষা

৮ম ধর্মশিক্ষা

৯ম ধর্মশিক্ষা

১০ম ধর্মশিক্ষা

১১শ ধর্মশিক্ষা

১২শ ধর্মশিক্ষা

১৩শ ধর্মশিক্ষা

১৪শ ধর্মশিক্ষা

১৫শ ধর্মশিক্ষা

১৬শ ধর্মশিক্ষা

১৭শ ধর্মশিক্ষা

১৮শ ধর্মশিক্ষা

রহস্যগুলি বিষয়ক পঞ্চ ধর্মশিক্ষা

১৯শ ধর্মশিক্ষা

২০শ ধর্মশিক্ষা

২১শ ধর্মশিক্ষা

২২শ ধর্মশিক্ষা

২৩শ ধর্মশিক্ষা

সঙ্কেতাবলি

পুরাতন নিয়ম

আদি (আদিপুস্তক)
যাত্রা (যাত্রাপুস্তক)
লেবীয় (লেবীয় পুস্তক)
গণনা (গণনা পুস্তক)
দ্বিঃবিঃ (দ্বিতীয় বিবরণ)
১ শামু (শামুয়েল—১ম পুস্তক)
২ শামু (শামুয়েল—২য় পুস্তক)
১ রাজা (রাজাবলি—১ম পুস্তক)
২ রাজা (রাজাবলি—২য় পুস্তক)
১ বংশ (বংশাবলি—১ম পুস্তক)
২ বংশ (বংশাবলি—২য় পুস্তক)
নেহে (নেহেমিয়া)
যোব
সাম (সামসঙ্গীত-মালা)
প্রবচন (প্রবচনমালা)
উপ (উপদেশক)
পরমগীত (পরম গীত)
প্রজ্ঞা (প্রজ্ঞা পুস্তক)
সিরা (বেন সিরা)
ইশা (ইশাইয়া)
যেরে (যেরেমিয়া)
বিলাপ (বিলাপ-গাথা)
এজে (এজেকিয়েল)
দা (দানিয়েল)
যোয়েল

আমোস

হোশেয়া

ওবাদিয়া

যোনা

মিখা

নাহূম

হাবা (হাবাকুক)

জেফা (জেফানিয়া)

হগয়

জাখা (জাখারিয়া)

মালা (মালাখি)

নূতন নিয়ম

মথি (মথি-রচিত সুসমাচার)

মার্ক (মার্ক-রচিত সুসমাচার)

লুক (লুক-রচিত সুসমাচার)

যোহন (যোহন-রচিত সুসমাচার)

প্রেরিত (প্রেরিতদের কার্যবিবরণী)

রো (রোমীয়দের কাছে পলের পত্র)

১ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র)

২ করি (করিন্থীয়দের কাছে পলের ২য় পত্র)

গা (গালাতীয়দের কাছে পলের পত্র)

এফে (এফেসীয়দের কাছে পলের পত্র)

ফিলি (ফিলিপ্পীয়দের কাছে পলের পত্র)

কল (কলসীয়দের কাছে পলের পত্র)

১ থে (থেসালোনিকীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র)

২ থে (থেসালোনিকীয়দের কাছে পলের ২য় পত্র)

১ তি (তিমথির কাছে পলের ১ম পত্র)

২ তি (তিমথির কাছে পলের ২য় পত্র)

হিব্রু (হিব্রুদের কাছে পত্র)
যাকোব
১ পি (পিতরের ১ম পত্র)
২ পি (পিতরের ২য় পত্র)
১ যোহন (যোহনের ১ম পত্র)
প্রকাশ (ঐশপ্রকাশ পুস্তক)

ছবি

এখানে কেবল যেরুশালেমের পবিত্র সমাধি মহাগির্জা সম্পর্কিত নানা ছবি প্রদর্শিত।
কিদ্রোন, গেথসেমানি, ও জৈতুন পর্বতের জন্য এ লিংগুলো ব্যবহার্য:
কিদ্রোন খরস্রোত ও উপত্যকা, গেথসেমানি বাগান, জৈতুন পর্বত

ebook-এ ছবিগুলো ডবল ক্লিক করলে সেগুলো পুরো আকারে দেখা যেতে পারবে।

যেরুশালেমের পবিত্র সমাধি মহাগির্জা যা রোম-সম্রাট কনস্তান্তিনুস ৩২৬ সালে সেই স্থানে নির্মাণ করান যেখানে প্রভুকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল (মথি ২৭:৩৩)।
এই মহাগির্জায় সাধু সিরিলের ধর্মশিক্ষাগুলো পরিবেশিত হয়।

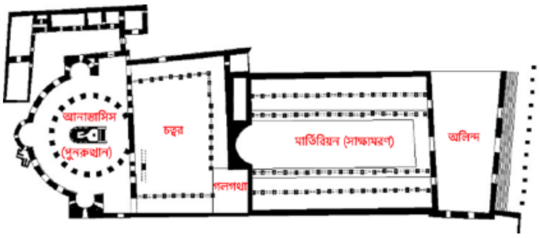

সাধু সিরিলের সময়ে (৪র্থ শতাব্দীতে) মহাগির্জাটির নকশা।

পরবর্তীকালে গির্জাটি কয়েক বার সংস্কার করা হয় ও বৃহত্তরও করা হয়।

বর্তমান মহাগির্জাটির বিস্তারিত তথ্য এ লিংকে পাওয়া যায়।

'আনাস্তাসিস' (পুনরুত্থান) নামক গোলাকার পুণ্যালয় যা পবিত্র সমাধি মহাগির্জার অভ্যন্তরে অবস্থিত। তার মধ্যে রয়েছ সেই সমাধিগুহা (কবর) যেখানে প্রভু যিশুর দেহ সমাহিত হয়েছিল (মথি ২৭:৬০ ও অন্যত্র) ও যার কথা সাধু সিরিল নানা ধর্মশিক্ষায় (উদাহরণ স্বরূপ, 'রহস্যগুলি বিষয়ক ২য় ধর্মশিক্ষা' এর ৪ অনুচ্ছেদে) উল্লেখ করেন।

আরিমাথেয়া-বাসী যোসেফ প্রভুর দেহকে ক্রুশ থেকে নামাবার পর এই পাথরখানির উপরে শুইয়ে নির্মল একটা ক্ষোম-কাপড়ে জড়িয়ে নিয়েছিলেন (মথি ২৭:৫৯ ও অন্যত্র)।

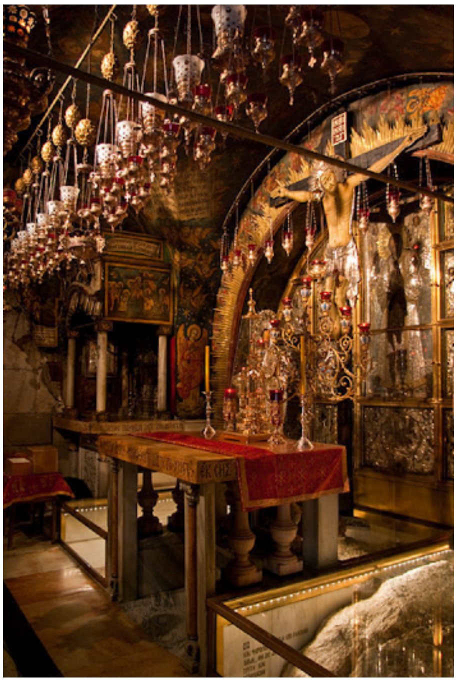

পবিত্র সমাধি মহাগির্জার ভিতরে যে নানা পুণ্যালয় রয়েছে, সেগুলোর একটি হল 'গলগথা' পুণ্যালয়। পুণ্যালয়টি ঠিক সেই স্থানেই নির্মিত যেখানে প্রভু যিশুকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল (মথি ২৭:৩৩)। ছবির ডান পাশে নিচের অংশটি শ্বেত রঙে যে পাথর একটি কাচের বাক্সতে দেখা যায়, সেটিই গলগথা উচ্চস্থানের একটি পাথর বিশেষ।

ভূমিকা

সাধু সিরিলের সংক্ষিপ্ত জীবনী

সাধু সিরিল ৩১৩ থেকে ৩১৫ সালের মধ্যে রোম সাম্রাজ্যের অধীনস্থ পালেস্তিনা অঞ্চলের অজানা স্থানে জন্মগ্রহণ করেন; জন্মতারিখ সম্পর্কে এবং তাঁর জীবনের প্রথম বছরগুলি তিনি কীভাবে কাটান সে সম্পর্কেও আমাদের কাছে সঠিক তথ্য নেই।

তিনি ৩৩৫ সালে পরিসেবক পদে, ও ৩৪৫ সালে প্রবীণ (অর্থাৎ পুরোহিত) পদে নিযুক্ত হন। তিনি প্রবীণ থাকাকালেই সম্ভবত তাঁকে ধর্মশিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব দান করা হয়, এমন দায়িত্ব যা তিনি উত্তম রূপে পালন করেন।

৩৫০ সালে তিনি যেরুশালেমের বিশপ পদে উন্নীত হন, কিন্তু নানা কারণে তাঁকে বারবার যেরুশালেম থেকে নির্বাসিত করা হয়।

তিনি সম্ভবত ১৮ই মার্চ ৩৮৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

‘ধর্মশিক্ষা’

তাঁর সর্বাধিক বিখ্যাত রচনা হল ২৪টি উপদেশ যা ৩৪৮ বা ৩৫৯ সালে পরিবেশিত হয়।

উপদেশগুলো সমষ্টিগতভাবে “ধর্মশিক্ষা” বা “যেরুশালেমের ধর্মশিক্ষা” বলে পরিচিত। সেই ২৪টা উপদেশ এভাবে বিভক্ত:

- **“প্রারম্ভিক ধর্মশিক্ষা”**: এই প্রথম ধর্মশিক্ষা দীক্ষাপ্রাপ্ত ও দীক্ষাপ্রার্থী উভয় শ্রোতাদের লক্ষ করে ও খ্রিষ্টীয় দীক্ষা গ্রহণ যে কেমন গুরুপূর্ণ পদক্ষেপ এবিষয় ব্যাখ্যা করে। ধর্মশিক্ষাটি যেরুশালেমের পবিত্র সমাধি মহাগির্জার অন্তর্ভুক্ত “মার্তিরিয়ন” (সাক্ষ্যমরণ) নামক স্থানে পরিবেশিত হয় (উপরে, ছবি দ্রঃ)।

• **“আলোপ্রত্যাশীদের ধর্মশিক্ষা”:** এই ১৮টা উপদেশ কেবল আলোপ্রত্যাশীদের অর্থাৎ বাপ্তিস্মপ্রার্থীদের উদ্দেশ করে, ও পাস্কাপর্বের আগেকার প্রস্তুতিকালে পরিবেশিত। এগুলোর মধ্যে প্রথম যে ৫টা ধর্মশিক্ষা (১-৫), সেগুলো নানা সাধারণ ধর্মীয় বিষয়ে কেন্দ্রীভূত, ও বাকি ১৩টা (৬-১৮) বিশ্বাস-সূত্র বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে। এই ১৮টা ধর্মশিক্ষাও যেরুশালেমের পবিত্র সমাধি মহাগির্জার অন্তর্ভুক্ত “মার্তিরিয়ন” (সাক্ষ্যমরণ) নামক স্থানে পরিবেশিত হয় (উপরে, ছবি দ্রঃ)।

বিশ্বাস-সূত্রে সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা এমন জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, আনুমানিক ৫০ বছর পর, ৪০৪ সালে, আকুইলেইয়ার প্রবীণ (অর্থাৎ পুরোহিত) রুফিনুস নিজের ‘প্রেরিতদের বিশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা’ রচনা করতে গিয়ে সেই ব্যাখ্যার উপরে যথেষ্টই নির্ভর করেন (রুফিনুসের উল্লিখিত পুস্তক এখানে পাওয়া যায়)।

• **“রহস্যগুলি বিষয়ক পঞ্চ ধর্মশিক্ষা”:** পাস্কার রাত্রিজাগরণী অনুষ্ঠানে উপরোল্লিখিত প্রার্থীদের খ্রিষ্টীয় দীক্ষার সাক্রামেন্তত্রয় দেওয়া হত, তাই বাকি ৫টা ধর্মশিক্ষা (১৯-২৩) পাস্কার পর সপ্তাহে মহাগির্জার অভ্যন্তরে অবস্থিত “আনাস্তাসিস” (পুনরুত্থান) নামক পুণ্যালয়ে পরিবেশিত হল (উপরে, ছবি দ্রঃ)।

সুতরাং এ ৫টা ধর্মশিক্ষা “সদ্য-আলোপ্রাপ্তদের” অর্থাৎ সদ্যদীক্ষিতদেরই লক্ষ করে, অর্থাৎ তাদেরই লক্ষ করে যারা প্রার্থী হিসেবে পাস্কার আগে সেই ১৮টা ধর্মশিক্ষায় যোগ দিয়েছিল ও পাস্কা রাতে খ্রিষ্টীয় দীক্ষার সাক্রামেন্তত্রয় গ্রহণ করেছিল তথা বাপ্তিস্ম, দৃঢ়ীকরণ ও এউখারিস্তিয়া। রহস্যগুলিকে (অর্থাৎ সাক্রামেন্তত্রয়কে) কেন্দ্র করে বিধায় এ ৫টা ধর্মশিক্ষা “রহস্যগুলি বিষয়ক পঞ্চ ধর্মশিক্ষা” বলে অভিহিত।

লক্ষণীয় বিষয়: এমনটি হতে পারে যে এই ৫টি ধর্মশিক্ষা সাধু সিরিলের নয় বরং হয় অজানা ব্যক্তিত্বের, না হয় যেরুশালেমের বিশপ-পদে সাধু সিরিলের উত্তরসূরী জন-এরই উপদেশ। বিষয়টি আপাতত অমিমাংসিত হওয়ায় আমরা প্রচলিত মত অনুসারে ধরে নেব, ৫টি ধর্মশিক্ষা সাধু সিরিলেরই।

ধর্মশিক্ষক হিসাবে সাধু সিরিল

ধর্মশিক্ষক হিসাবে সাধু সিরিল দু’টো বিষয়ের উপর নির্ভর করেন তথা বাইবেল ও মণ্ডলীর প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ততা।

বাইবেল : তিনি যা কিছু শেখান, তা সবই বাইবেলের উপরে নির্ভর করে। এমনকি তিনি একাধিকবার শ্রোতাদের স্পষ্টই বলেন যে, তিনি নিজের কোন অভিমতের কথা প্রচার করতে চান না; সুতরাং, তারা যদি তাঁর একটামাত্র কথাও শোনে যা বাইবেল দ্বারা সমর্থিত নয়, তবে তারা যেন তাঁর সেই কথা বর্জন করে।

কিন্তু বাইবেলের উপর নির্ভর করা বলতে কি বোঝায়? লুক-সুসমাচার বলে, "মোশি ও সকল নবী থেকে শুরু করে তিনি [যিশু] সমস্ত শাস্ত্রে তাঁর নিজের বিষয়ে যে সকল কথা আছে, তার অর্থ তাঁদের বুঝিয়ে দিলেন" (লুক ২৪:২৭); এবং কয়েক পদের পরে, "মোশির বিধানে, নবী-পুস্তকাবলিতে এবং সামসঙ্গীত-মালায় আমার সম্বন্ধে যা কিছু লেখা আছে, সেই সমস্ত কিছু পূর্ণতা লাভ করা প্রয়োজন" (লুক ২৪:৪৪)। সুসমাচারের এ দু'টো বচনই বিশেষভাবে প্রথম শতাব্দী থেকে মণ্ডলীর আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মীয় গবেষণা চিহ্নিত করে আসছিল, এবং সাধু সিরিল নিজের প্রচারে ঠিক এ বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত করেন; অর্থাৎ তিনি পুরাতন নিয়মেও যিশুর পরিচয় পান, তাঁর কাছে পুরাতন নিয়ম হলো যিশু সংক্রান্ত পূর্বঘোষণা।

মণ্ডলীর পরম্পরাগত শিক্ষাভাণ্ডর : উপরে যা বলা হয়েছে, তা এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, অর্থাৎ সাধু সিরিল নিজের অভিমত নয়, মণ্ডলীরই শিক্ষা প্রদান করতে নিযুক্ত। সুতরাং শ্রোতাগণ যদি তাঁর প্রচারিত কথা **মণ্ডলী দ্বারাও** সমর্থিত না দেখে, তবে তারা যেন তাঁর সেই ব্যাখ্যা গ্রাহ্য না করে। কেননা মণ্ডলীর পরম্পরাগত শিক্ষা পালন না করলেই সেই ভ্রান্তমতের উৎপত্তি হয় যা মণ্ডলীকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে। তেমনটা প্রমাণ করার জন্য ও ভক্তদের রক্ষার লক্ষ্যে তিনি সেকালের ভ্রান্তমতপন্থীদের কথা বিস্তারিত ভাবে উপস্থাপন করেন: মণ্ডলীর শিক্ষার বদলে নিজেদের অভিমতকে প্রাধান্য দেওয়ায় তারা নকল নবী ও খ্রিষ্টবৈরী পর্যায়ে পতিত হল।

ধর্মশিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি

ধর্মশিক্ষাগুলো প্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কে এও লক্ষণীয় যে, "আলোপ্রত্যাশীদের ধর্মশিক্ষাগুলো" ও "রহস্যগুলি বিষয়ক পঞ্চ ধর্মশিক্ষা" প্রদানের পদ্ধতি কিছুটা ভিন্ন—

১। **"আলোপ্রত্যাশীদের ধর্মশিক্ষা" :** সাধু সিরিল উপদেশের বিষয়বস্তু, প্রধানত বিশ্বাস-সূত্রকে, তাত্ত্বিক ভাবে উপস্থাপন করে সেটির নানা দিক তুলে ধরে ব্যাখ্যা করেন। এতে শ্রোতামণ্ডলী বিষয়বস্তু সম্পর্কে সূক্ষ্ম জ্ঞান লাভ করেন।

২। **"রহস্যগুলি বিষয়ক পঞ্চ ধর্মশিক্ষা" :** শ্রোতামণ্ডলী সম্প্রতিকালে যে বাপ্তিস্ম ও খ্রিষ্টের দেহরক্ত গ্রহণ করেছেন, সাধু সিরিল তা রহস্যময় ঐশ্বরিক ঘটবা বলে উপস্থাপন ও ব্যাখ্যা ক'রে সেই রহস্যগুলোর আন্তর অভিজ্ঞতা করতে ও সেই অনুসারে জীবন যাপন করতে শ্রোতাদের প্রেরণা দেন।

পদ্ধতি দু'টো যে সত্যিই কিছুটা ভিন্ন, তা সুধী পাঠক / পাঠিকা তখনই উপলব্ধি করবেন যখন ধর্মশিক্ষাগুলো পাঠ করবেন। লক্ষ করা যাবে, **আলোপ্রত্যাশীদের ধর্মশিক্ষাসমূহ** তাত্ত্বিক, এবং **রহস্যগুলি বিষয়ক পঞ্চ ধর্মশিক্ষা** শ্রোতাদের ব্যক্তিময় অভিজ্ঞাতা স্পর্শ করে। বলা যেতে পারে, পাস্কাপর্বের আগে **আলোপ্রত্যাশীদের ধর্মশিক্ষার** সময়ে প্রার্থীরা শিক্ষাটি শোনার সাথে সাথে কিছুটা আলোও পান; পাস্কা-রাতে খ্রিষ্টীয় দীক্ষার সাক্রামেন্তত্রয় গ্রহণের পরেই তাঁরা পবিত্র আত্মার আলোর পূর্ণতা লাভের ফলে 'দেখতে' পান; এই 'শোনা' ও 'দেখা' ধারণাটি সাধু সিরিল নিজেই রহস্যগুলি বিষয়ক ১ম ধর্মশিক্ষার শুরুতে তুলে ধরেন; তিনি বলেন "হে মণ্ডলীর নবজাত ও কাঙ্ক্ষিত সন্তানেরা, বেশ কিছু দিন ধরেই আমি এই আত্মিক ও স্বর্গীয় রহস্যগুলো বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে আকাঙ্ক্ষা করে আসছি। কিন্তু, যেহেতু আমি ভালই জানতাম যে, কানের চেয়ে চোখই অধিক বিশ্বাসযোগ্য, সেজন্য এই বর্তমান ক্ষণের জন্য অপেক্ষা করলাম।"

স্মরণযোগ্য বিষয় : সাধু সিরিলের প্রায় একই সময়ে মিলানের বিশপ সাধু আম্ব্রোজও নিজের "রহস্যগুলি প্রসঙ্গ" নামক ধর্মশিক্ষা প্রদান করেন যা **রহস্যগুলি বিষয়ক পঞ্চ ধর্মশিক্ষার** সদৃশ (সাধু আম্ব্রোজের উল্লিখিত পুস্তক এখানে পাওয়া যায়)।

শব্দার্থ

- **'রহস্য'**। নূতন নিয়মে, বিশেষভাবে প্রেরিতদূত পলের পত্রাবলিতে, 'রহস্য' শব্দটি ঈশ্বরের এমন পরিকল্পনা বা কর্মক্রিয়া বোঝায় যা মানুষের কাছে গুপ্ত ও রহস্যময়। লাতিন উপাসনা-রীতিতে "রহস্য" শব্দের পাশাপাশি সাক্রামেন্ত শব্দও ব্যবহৃত ছিল।

- **'প্রতীক'**। সাধু সিরিলের ভাষায় যেমন 'রহস্য' শব্দটি বিশেষ অর্থ বহন করে, তেমনি 'প্রতীক' শব্দটা এমন অর্থ বহন করে যা আজকালের অর্থ থেকে ভিন্ন। 'প্রতীক'

হল অদৃশ্য ঈশ্বরের গুপ্ত ও রহস্যময় কাজের দৃশ্য দিক। উদাহরণ যোগে বাপ্তিস্মের কথা ধরা যাক: 'রহস্য' হিসাবে বাপ্তিস্ম প্রদান করে নবজন্ম, পবিত্র আত্মাকে, পরিত্রাণ ও ইত্যাদি ঐশ্বরিক, অদৃশ্য ও রহস্যময় বাস্তবতা; এবং বাপ্তিস্ম রহস্যের 'প্রতীক' হল পার্থিব সেই সমস্ত কিছু যা সেই ঐশ্বরিক, অদৃশ্য ও রহস্যময় বাস্তবতার দিকে অঙুলি নির্দেশ করে যেমন জল, তেল, শুভ্র পোশাক ইত্যাদি উপাদান। একই প্রকারে, পার্থিব রুটি ও আঙুররস হল ঐশ্বরিক ও রহস্যময় খ্রিষ্টের দেহ ও রক্তের প্রতীক। প্রতীকগুলো পার্থিব ইন্দ্রিয়গুলোতে উপলব্ধ, কিন্তু রহস্যটি কেবল বিশ্বাসেই উপলব্ধ।

এবিষয়ে সাধু সিরিলের নিজের বাণী শোনা যাক, "আমার সঙ্গে … প্রতীক থেকে সত্যের দিকে এগিয়ে চল" (রহস্যগুলি বিষয়ক ১ম ধর্মশিক্ষা ৩), অর্থাৎ পার্থিব অবস্থা ছেড়ে ঐশ্বরিক অবস্থার দিকে (ঐশ পরিত্রাণেরই দিকে) এগিয়ে যাও। আরও, "সেই মলমে প্রতীকাকারে তোমার কপাল … লেপন করা হয়; আর এইভাবে দেহ এ দৃশ্য মলমে [অর্থাৎ প্রতীকে] অভিষিক্ত হতে হতে আত্মা জীবনদায়ী পবিত্র আত্মা দ্বারা পবিত্রিত হয়" (রহস্যগুলি বিষয়ক ৩য় ধর্মশিক্ষা ৩)। দেখা যাচ্ছে, পার্থিব উপাদান হিসাবে প্রতীকটা পবিত্রিত করার ক্ষমতা রাখে না, পবিত্র আত্মাই পবিত্রিত করার ক্ষমতার অধিকারী।

- 'অনুকরণ'। শেষ ভোজের সময়ে যিশু বলেছিলেন, 'আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর' (লুক ২২:১৯ ও অন্যত্র)। একই প্রকারে যিশু জলে নেমেছিলেন ও বলেছিলেন, 'জল ও আত্মা থেকে জন্ম না নিলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না' (যোহন ৩:৫)। 'অনুকরণ' প্রক্রিয়াটি ঠিক এধরনের বাণীর উপর ভিত্তি করে। প্রতীকের বেলায় যা উপরে বলা হয়েছে, তা এবেলায়ও প্রযোজ্য। অর্থাৎ, মানব-প্রক্রিয়া হিসাবে অনুকরণটার কোনো কর্মশক্তি নেই, কিন্ত বিশ্বাস এসে উপস্থিত হলেই আমরা এবিষয়ে নিশ্চিত যে, অনুকরণ প্রক্রিয়া হতে হতে পবিত্র আত্মা সেই 'রহস্য' এর বাস্তবতা প্রদান করেন। সাধু সিরিলের নিজের বাণীই বিষয়টি আরও স্পষ্ট করুক: 'প্রতীকে রয়েছে অনুকরণ, বাস্তবে রয়েছে পরিত্রাণ। (…) আমরা যেন অনুকরণের মধ্য দিয়ে তাঁর যন্ত্রণাভোগের সহভাগী হয়ে পরিত্রাণ বাস্তবরূপেই লাভ করতে পারি' (রহস্যগুলি বিষয়ক ২য় ধর্মশিক্ষা ৫)।

- **'যাজক ও প্রবীণ'**। পুরাতন নিয়মে এঁরা ছিলেন উপাসনা-কর্মে নিযুক্ত সেবাকর্মী। খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রথম শতাব্দীগুলোতে যে ঐশতত্ত্ব প্রচলিত ছিল, সেটি অনুসারে পুরাতন

নিয়মের ব্যবস্থা ও ব্যক্তিত্ব সমূহ নূতন নিয়মের ব্যবস্থা ও ব্যক্তিত্ব সমূহের পূর্বচ্ছবি বলে পরিগণিত ছিল। তাই বিশপ সিরিলের ভাষায় যাজক বলতে বিশপ বোঝায় (রহস্যগুলি বিষয়ক ৫ম ধর্মশিক্ষা ২ ও অন্যত্রও দ্রঃ)।

- **'বাপ্তিস্মালয়'**। খ্রিষ্টমণ্ডলীর আদিকালে (ও বিশপ সিরিলের সময়েও) দীক্ষাপ্রার্থীরা জলে নেমেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করত। যে স্থানে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হত সেটির নাম ছিল বাপ্তিস্মালয় (রহস্যগুলি বিষয়ক ১ম ধর্মশিক্ষা ২)। সেটির অবকাঠামো এমন যা গির্জার কাছাকাছি স্থানে বা ভিতরে অবস্থিত, আর তার অভ্যন্তরে থাকত জলকুণ্ড। ছবিতে প্রদর্শিত যে বাপ্তিস্মালয়, তা ৪র্থ শতাব্দীর নির্মাণকাজ (ধ্বংসাবশেষ) যা ইতালির কানোসা শহরে অবস্থিত। ছবিতে জলকুণ্ডের একটি অংশও প্রদর্শিত

- **'জলকুণ্ড'**। বাপ্তিস্মালয়তে যে স্থানে প্রার্থীরা জলে নামত, সেটির নাম ছিল জলকুণ্ড। জলকুণ্ডটি আকারে বড় হলে তবে দীক্ষার্থীরা জলকুণ্ডের এক দিকে নেমে অপর দিকে পার হত যেখানে তাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতেন বিশপ; কিন্তু জলকুণ্ডটি ছোট হলে তবে তারা যে স্থানে নামত সেই একই স্থান থেকে বের হত (রহস্যগুলি বিষয়ক ২য় ধর্মশিক্ষা ৪ ও ৩ ধর্মশিক্ষা ১)।

তৎকালীন উপাসনা-রীতি

একথা স্বীকার্য যে, ৪র্থ শতাব্দীর উপাসনা-রীতি সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্য পাবার জন্য "যেরুশালেমের ধর্মশিক্ষা" অধিক গুরুত্বপূর্ণ লেখা। সুধী পাঠক / পাঠিকা নিজেও লেখাটি পড়ে তাতে সম্মতি জানাবেন বৈকি।

উপরোল্লিখিত সাধু আম্ব্রোজ-রচিত "রহস্যগুলি প্রসঙ্গ" এর সঙ্গে তুলনা করে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়, তথা, এউখারিস্তীয় অনুষ্ঠানে (মিসায়) কীভাবে রুটি ও আঙুররস খ্রিষ্টের দেহরক্ত হয়। দেখা যাচ্ছে যে, যেরুশালেমে (সুতরাং সেই সমস্ত স্থানীয় মণ্ডলীতেও যেখানে উপাসনা-রীতি গ্রীক বা সিরীয় ভাষায় পরিবেশিত হত) তারা "এপিক্লেসিস" অর্থাৎ আহ্বান (বা মিনতি) নামক প্রার্থনার উপর জোর দিত; "এপিক্লেসিস" প্রার্থনায় অনুষ্ঠাতা মণ্ডলীর হয়ে ঈশ্বরকে মিনতি জানান যেন পবিত্র আত্মাকে প্রেরণের ফলে রুটি ও আঙুররস খ্রিষ্টের দেহ ও রক্ত হয়। সাধু সিরিলের

নিজের কথায়: …ঈশ্বর যেন রুটি ও আঙুররসের উপরে "তাঁর পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করেন, পবিত্র আত্মা যেন সেই রুটি খ্রিষ্টের দেহ ও সেই আঙুররস খ্রিষ্টের রক্ত করেন; কেননা পবিত্র আত্মা যা স্পর্শ করেন, তা অবশ্যই পবিত্রিত ও পরিবর্তিত হয়" (রহস্যগুলি বিষয়ক ৫ম ধর্মশিক্ষা ৭)।

অন্য দিকে, যে মণ্ডলীগুলোতে উপাসনা-রীতি লাতিন ভাষায় পরিবেশিত হত, সেখানে প্রভু যিশুর বাণীর প্রভাবের উপর জোর দেওয়া হত; অর্থাৎ, শেষ ভোজে প্রভু রুটি ও পানপাত্র হাতে নিয়ে যে বাণী উচ্চারণ করেছিলেন ("এ আমার দেহ"), সেই বাণী এখনও কর্মশক্তিমণ্ডিত, অর্থাৎ অনুষ্ঠাতা "এ আমার দেহ" উচ্চারণ করলে সেই বাণীর প্রভাবে সাক্রামেন্তীয় রুটি ও আঙুররস পবিত্রীকৃত হয়ে খ্রিষ্টের দেহরক্ত হয়ে ওঠে। সাধু আম্ব্রোজের নিজের কথায়, [মিসার সময়ে] "স্বয়ং প্রভু যিশুই ঘোষণা করেন, এ আমার দেহ" (সাধু আম্ব্রোজের 'রহস্যগুলি প্রসঙ্গ', ৫৪ দ্রঃ)।

ধারণা দু'টো যে উভয়ই সত্য ও গ্রহণযোগ্য তা বলা বাহুল্য। কালক্রমে লাতিন উপাসনা-রীতির মণ্ডলীগুলো যেরুশালেম মণ্ডলীর ও গ্রীক ও সিরীয় ভাষী মণ্ডলীগুলোর ধারণা নিজের উপাসনা-রীতিতে অন্তর্ভুক্ত করে।

যেরুশালেমের আর্চবিশপ

আমাদের পুণ্যপিতা সিরিলের

ধর্মশিক্ষা

প্রারম্ভিক ধর্মশিক্ষা

১। বাপ্তিস্মের জন্য প্রস্তুতি

হে আলোপ্রত্যাশী সকল, সুখ-বাণীর সুগন্ধি ইতিমধ্যে তোমাদের উপরে ছড়িয়ে পড়ছে; স্বর্গীয় মালা গাঁথবার জন্য তোমরা ইতিমধ্যে আধ্যাত্মিক পুষ্পরাজি জড় করছ; পবিত্র আত্মার সুবাস ইতিমধ্যে নিঃসৃত হচ্ছে [১]; তোমরা ইতিমধ্যে রাজপ্রাসাদের প্রবেশদ্বারে সংগৃহীত। আহা, যদি স্বয়ং রাজা দ্বারাই তোমাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করানো হত [২]। কেননা গাছগাছালিতে ইতিমধ্যে নবীন ফুল পুষ্পিত হচ্ছে; আহা, তোমাদের ফলগুলোও যদি পূর্ণপরিণত হয়ে উঠত।

ইতিমধ্যে তোমাদের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে; হ্যাঁ, এটি হলো সৈন্যসেবার জন্য আহ্বান, সেইসঙ্গে বরযাত্রায় যোগ দেবার জন্য প্রদীপ তৈরী, ও স্বর্গীয় নাগরিকত্বের আকাঙ্ক্ষা, মনের মঙ্গলকর অভিপ্রায় ও দৃঢ় প্রত্যাশাও উজ্জ্বল। কেননা যিনি বলেছেন, *যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, সবকিছুই তাদের মঙ্গলের উদ্দেশে কার্যকর হয়ে ওঠে* [৩], তিনি তো মিথ্যা বলেন না। হ্যাঁ, আপন মঙ্গলদান বিতরণে ঈশ্বর মুক্তহস্ত বটে, তবু তিনি প্রতিটি মানুষের অকপট সদিচ্ছা প্রত্যাশা করেন; এজন্য প্রেরিতদূত বলে চলেন, সেই তারা, "নিজ নিজ সঙ্কল্প অনুসারে আহূত যারা"। তোমার সঙ্কল্পের সততাই তোমাকে 'আহূত' বলে চিহ্নিত করে, কেননা তোমার দেহ এখানে থাকলেও যদি তোমার মন এখানে না থাকে, তবে তাতে তোমার কোন উপকার হয় না।

২। অকপট মনেই ধর্মশিক্ষা গ্রহণ

একদিন সেই মন্ত্রজালিক শিমোনও জলপক্ষালন গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে এসেছিল। সে বাপ্তিস্ম পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু আলো পায়নি; সে দেহ জলে নিমজ্জিত করেছিল ঠিকই, কিন্তু নিজের মন সে পবিত্র আত্মার আলোতে আলোকিত হতে দেয়নি; তার দেহ নেমে গেছিল আবার ভেসে উঠেছিল, কিন্তু তার আত্মা খ্রিষ্টের সঙ্গে সমাহিত হয়নি, খ্রিষ্টের সঙ্গেও পুনরুত্থিত হয়নি [৪]। আমি তেমন পতনের উদাহরণ উল্লেখ করছি যেন তোমার পতন না হয়, কেননা *এ সমস্ত কিছু তাদের প্রতি ঘটেছিল দৃষ্টান্ত হিসাবেই, এবং*

তাদেরই *চেতনার জন্য তা লিখে রাখা হল* (৫) যারা আজকাল পর্যন্ত এগিয়ে আসছে। তোমাদের মধ্যে যেন এমন কেউই না থাকে যে তাঁর অনুগ্রহ পরীক্ষা করে, *পাছে তিক্ততার এমন কোন শিকড় গজিয়ে ওঠে যা তোমাদের মধ্যে অমিল ঘটায়* (৬)। তোমরা কেউই অনুপ্রবেশ করে যেন না বল, এসো, দেখি বিশ্বাসীরা কিনা করছে; আমাকে ঢুকতে ও দেখতে দেওয়া হোক যাতে জানতে পারি এখানে কিনা হচ্ছে। তুমি কি দেখতে আশা করছ বিন্তু প্রত্যাশা করছ তোমাকে দেখা হবে না? নাকি তুমি এমনটা ভাবছ যে, এখানে যা যা ঘটছে তুমি তা তলিয়ে দেখতে দেখতে ঈশ্বর তোমার মন তলিয়ে দেখবেন না?

৩। **বিয়ে বাড়ির উদাহরণ** (মথি ২২:২-১২ দ্রঃ)

সুসমাচার বলে, একদিন একটা লোক বিয়ে বাড়িতে যা হচ্ছিল তা তলিয়ে দেখতে চেয়েছিল; অনুপযুক্ত পোশাক পরে সে অনুপ্রবেশ করে খেতে বসেছিল, কেননা বর তাতে আপত্তি করেননি। সবাই সাদা পোশাক পরা ছিল দে'খে তার পক্ষে একই ধরনের পোশাক পরা দরকার ছিল; না, সে অন্যান্যদের মত একই খাবার খেল কিন্তু পোশাকে ও অভিপ্রায়ে সে তাদের মত ছিল না। তথাপি বর মঙ্গলময় হয়েও অবিবেচক ছিলেন না, এবং প্রতিটি অতিথির মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে ও তাদের লক্ষ করতে করতে (তারা কেমন খাচ্ছিল তা নয়, তারা কেমন ব্যবহার করছিল তা-ই লক্ষ করছিলেন) তিনি অপরিচিত একজনকে দেখলেন যে 'বিবাহ-পোশাক পরা ছিল না'; তাকে তিনি বললেন, 'বন্ধু, কেমন করে তুমি এখানে প্রবেশ করেছ?' তোমার এ পোশাক কেমন রঙের! তোমার কেমন বিবেক? নিমন্ত্রণকারীর মঙ্গলময়তার খাতিরে যদিও দ্বাররক্ষক তোমাকে ঢুকতে নিষেধ করেনি, আর যদিও তুমি নিজেও জানতে না কোন পোশাক পরে ভোজে যোগ দেওয়া দরকার, তবু একবার প্রবেশ ক'রে তুমি কি লক্ষ করনি অতিথিদের পোশাক কেমন চকচকে ছিল? তোমার চোখের সামনে তুমি যা দেখতে পাচ্ছিলে, তা থেকে তোমার কি বোঝা উচিত ছিল না? তোমার কি এ উচিত ছিল না যে, তুমি তোমার সেই অনুপযুক্ত অবস্থায় চলে যাবে যাতে উপযুক্ত অবস্থায় পুনরায় ফিরে আসতে পার? কিন্তু

তুমি যেমন সচনীয় অবস্থায় প্রবেশ করেছ তেমনি এখন তোমাকে সচনীয় অবস্থায় চলে যেতে হবে [৭]।

আর তিনি দাসদের এ হুকুম দিলেন, ‘এর যে পা দুঃসাহসের সঙ্গে অনুপ্রবশ করেছে তা বেঁধে ফেল; এর যে হাত তাকে উজ্জ্বল পোশাক পরাতে সক্ষম হয়নি তাও বেঁধে ফেল, ও বাইরের অন্ধকারে তাকে ফেলে দাও; কেননা লোকটা বিয়ে বাড়ির প্রদীপ বহন করতে অযোগ্য’। সুতরাং, সেই লোকের যে কি দশা হয়েছে তা লক্ষ করে নিজের বেলায় নিজে শিখে নাও।

৪। মন পরীক্ষা

কেননা খ্রিষ্টের সেবাকর্মী হিসাবে আমরা প্রতিটি মানুষকে প্রবেশাধিকার দিয়েছি, ও দ্বাররক্ষকের মত আমরা দরজাটা সকলের জন্য উন্মুক্ত রেখেছি। এমনটা হতে পারে যে, তুমি পাপকর্মে দূষিত আত্মায় ও কলুষিত অভিপ্রায়ে প্রবেশ করেছ। তুমি প্রবেশ করেছ, তোমাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে, ও তোমার নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। আমাকে বল, তুমি কি মণ্ডলীর এ শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান দেখতে পাচ্ছ? তুমি কি তার শ্রেণিবিন্যাস ও সুশৃঙ্খলা, তার শাস্ত্রপাঠ, তার ধর্মভীরুদের উপস্থিতি ও তার ধর্মশিক্ষার প্রণালী লক্ষ করছ? স্থানটার জন্য শ্রদ্ধা দেখাও, ও যা যা দেখতে পাচ্ছ তা দ্বারা নিজেকে উদ্বুদ্ধ হতে দাও। নইলে সুযোগ ক’রে এখন বের হও ও আগামীকাল আরও যোগ্যতর মনোভাবে প্রবেশ কর।

তোমার আত্মার পোশাক কৃপণতা হলে তবে অন্য পোশাক পরিধান করেই প্রবেশ কর। তোমার আগেকার পোশাক খোল, তা আবার গায়ে জড়িয়ে নিয়ো না। তোমাকে অনুরোধ করছি, লালসা ও মলিনতার পোশাক খুলে নির্মলতার উজ্জ্বল পোশাক পরিধান কর। আত্মাদের বর সেই যিশু প্রবেশ করে পোশাক লক্ষ করার আগেই আমি তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি; তোমাকে যথেষ্ট সময়কাল দেওয়া হচ্ছে, মনপরিবর্তনের জন্য তোমাকে চল্লিশ দিন দেওয়া হল: পোশাক খুলতে ও নিজেকে ধৌত করতে, এবং আবার পোশাক পরে প্রবেশ করার জন্য তোমার বহু সুযোগ রয়েছে। কিন্তু তুমি যদি জেদ করে তোমার কু-অভিপ্রায়ে বসে থাক, তবে কথা বলছি এই আমি এর জন্য নির্দোষী হব কিন্তু

তুমি যে অনুগ্রহ পাবে তেমন আশা করো না, কেননা জল তোমাকে গ্রহণ করবে কিন্তু [পবিত্র] আত্মা তোমাকে গ্রহণ করে নেবেন না। নিজের ক্ষত সম্পর্কে যে কেউ সচেতন, সে বাঁধন গ্রহণ করে নিক; যার পতন হয়েছে, সে পায়ে দাঁড়িয়ে উঠুক। তোমাদের মধ্যে যেন কোন মন্ত্রজালিক শিমোন না থাকে, যেন না থাকে কপটতা, এবিষয়ে যেন না থাকে অসার কৌতূহল।

৫। মনোভাব সংস্কার করা প্রয়োজন

এমনটাও হতে পারে যে, তুমি অন্য কারণে এসেছে। আবার এমনটাও হতে পারে যে, কোন পুরুষ কোনো মহিলার মন জয় করতে ইচ্ছুক হয়ে কেবল তেমন উদ্দেশ্যেই এখানে এসেছে। এ মন্তব্য মহিলাদের বেলায়ও প্রযোজ্য। এমনকি একটা দাসও প্রায়ই নিজের মনিবকে, বা একটা বন্ধু নিজের বন্ধুকে তোষামোদ করতে ইচ্ছা করে। তবে এক্ষেত্রে আমাকে বড়শি থেকে টোপটা ধরতে হবে, অর্থাৎ তুমি কু-অভিপ্রায়ে আসা সত্ত্বেও আমি এমন একজনের মত তোমাকে গ্রহণ করব যাকে ত্রাণ করার যথেষ্ট আশা রয়েছে। হয় তো তুমি আদৌ জানতে না কোথায় তুমি আসছিলে বা কোন ধরনের জালে তুমি পা বাড়াচ্ছিলে; হ্যাঁ, তুমি মণ্ডলীর জালেই পতিত হয়েছ (৮), নিজেকে জীবিত অবস্থায় ধরিয়ে দাও, পালাতে চেষ্টা করো না, কেননা যিশুই বড়শি দিয়ে তোমাকে ধরে আছেন: তোমাকে মৃত্যু দেবার জন্য নয় বরং মৃত্যুর পরে পুনরায় জীবিত করার জন্যই তোমাকে ধরে আছেন। কেননা মৃত্যুবরণ করে তোমাকে পুনরুত্থান করতে হবে। তুমি তো প্রেরিতদূতের এ বচন শুনেছ যা অনুসারে 'তোমরা পাপের কাছে মৃত, কিন্তু ধর্মময়তার উদ্দেশে জীবিত'(৯)। পাপের কাছে মৃত্যুবরণ কর, ধর্মময়তার উদ্দেশে জীবিত হও: আজকের দিন থেকেই জীবিত হও।

৬। দীক্ষাপ্রার্থীগণ ঈশ্বরের "বিশ্বস্ত" নামটা বরণ করতে যাচ্ছে

ভেবে দেখ সেই যিশু কেমন মর্যাদা তোমাকে মঞ্জুর করছেন। তোমাকে দীক্ষাপ্রার্থী বলা হত, কিন্তু একটা বাহ্যিক শব্দই তোমার চারদিকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল; হ্যাঁ, তুমি আশার কথা শুনছিলে কিন্তু তা জানতে না, রহস্যগুলোর কথা শুনছিলে কিন্তু তা বুঝতে না, শাস্ত্রের কথা শুনছিলে কিন্তু সেটার গভীরতা তুমি দেখতে না। সেই ধ্বনি এখন

তোমার কানে আর নয় তোমার অভ্যন্তরেই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, কেননা তোমার অন্তরে নিবাসী [পবিত্র] আত্মা এখন থেকে তোমার মনকে নিজের ঐশ্বরিক আবাস করছেন [১০]। রহস্যগুলো সম্পর্কে যা যা লেখা রয়েছে, যখন তুমি সেই সমস্ত শুনবে, তখন এমন কিছু বুঝতে পারবে যা তুমি জানতে না। আর এমনটা মনে করো না যে তুমি সামান্য কিছু পেয়েছ, কেননা তুমি হীন মানুষ হওয়া সত্ত্বেও ঈশ্বরেরই একটা নাম বরণ করতে যাচ্ছ। এবিষয়ে পল বলেন, *ঈশ্বর তো বিশ্বস্ত* [১১]।

শাস্ত্রের আর একটা বচন শোনো, 'ঈশ্বর বিশ্বস্ত ও ধর্মময়'[১২]। সামসঙ্গীতের রচয়িতা একথা আগে থেকেই দেখতে পেয়েছিলেন, অর্থাৎ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন মানুষ 'ঈশ্বর' বলে অভিহিত হবে; তিনি বলেছিলেন, *আমি বলেছি, তোমরা ঈশ্বর, তোমরা সবাই পরাৎপরের সন্তান* [১৩]। কিন্তু সতর্ক থাক যেন [ঈশ্বরের প্রতি] 'বিশ্বস্ত' নামের অধিকারী হতে হতে তুমি মনে মনে বিশ্বস্ততা-বিহীন সঙ্কল্প বহন না কর। তুমি তো একটা প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছ, দৌড়ের কষ্ট সহ্য কর, কেননা তেমন সুযোগ তুমি আর কখনও পাবে না। এটা তোমার বিয়ের দিন হলে, তবে উৎসবের প্রস্তুতির লক্ষ্যে তুমি কি বাকি সবকিছু অবহেলা করতে না? তাই স্বর্গীয় বরের কাছে নিজের আত্মাকে উৎসর্গ করতে গিয়ে তুমি কি আত্মিক বিষয় জয় করার লক্ষ্যে পার্থিব যত বিষয় ছেড়ে যাবে না?

৭। বাপ্তিস্ম এক

জলপ্রক্ষালন দু'বার বা তিন বার গ্রহণ করা যায় না, নইলে একজন বলতে পারত, আমি একবার অকৃতকার্য হলে তা দ্বিতীয় বারে সঠিক করব। কেননা তুমি একবার অকৃতকার্য হলে ব্যাপারটা আর সঠিক করা যায় না, একারণে যে, *প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক* [১৪]। কেবল ভ্রান্তমতপন্থীদেরই নতুন করে বাপ্তিস্ম দেওয়া হয়, কেননা তাদের আগেরটা বাপ্তিস্ম ছিল না।

৮। অকপট অভিপ্রায় ও অকপট প্রত্যাখ্যান [১৫]

কেননা ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে মনের শুভ সঙ্কল্প ছাড়া অন্য কিছুই দাবি করেন না। একথা বলো না, 'কি করে আমার পাপকর্ম বিলুপ্ত হবে?' আমি তোমাকে বলছি,

সদিচ্ছা দ্বারা, বিশ্বাস দ্বারাই তা বিলুপ্ত হয়। এর চেয়ে সোজা কোন পথ কি থাকতে পারে? কিন্তু তোমার ওষ্ঠ যদি এমন সদিচ্ছা উচ্চারণ করে যা তোমার হৃদয় উচ্চারণ করে না, তবে জেনে রেখ যে, মন তলিয়ে দেখেন যিনি তিনি তোমার বিচার করবেন। সুতরাং আজ থেকে যত অপকর্ম পরিহার কর, তোমার জিহ্বা নিন্দাজনক কথন উচ্চারণ না করুক, তোমার চোখ পাপময় সমস্ত দৃশ্য থেকে বিরত থাকুক, তোমার মন অসার বিষয়ের পিছনে ছুটে বিভ্রান্ত না হোক।

৯। অপশক্তি বিতাড়ন সম্পর্কে (১৬)

ধর্মশিক্ষায় যোগ দেবার জন্য তোমার পদক্ষেপ তৎপর হোক, যত্ন সহকারে অপশক্তি বিতাড়ন গ্রহণ করে নাও: ফুৎকার হোক, অপশক্তি বিতাড়ন হোক, দু'টোই তোমার পরিত্রাণ সাধন করবে। ধরে নাও তুমি এমন সোনা যা যাচাইকৃত নয় বা নানা পদার্থের মিশ্রণে, যেমন ব্রঞ্জ বা তামার, লোহা বা সীসার মিশ্রণে খাদ করা; এসো, নিখাদ সোনা হতে চেষ্টা করি। কিন্তু আগুন ছাড়া যেমন খাদ থেকে সোনা যাচাই করা সম্ভব নয়, তেমনি অপশক্তি বিতাড়ন দ্বারা ছাড়া আত্মাকে কলুষ থেকে পরিশুদ্ধ করা সম্ভব নয়। এ অপশক্তি বিতাড়ন এমন ঐশ্বরিক বচনগুলো যা ঐশশাস্ত্র থেকে সঙ্কলিত। তোমার মাথা এজন্য আবৃত করা হয়েছে যাতে তোমার মন একদম মুক্ত হতে পারে, পাছে তোমার চোখ ঘোরাফেরা করলে তোমার হৃদয়ও ঘোরাফেরা করে। অপরদিকে তোমার চোখ আবৃত হলে তবে তোমার কান সেই পরিত্রাণদায়ী বচন উপলব্ধি করার জন্য বাধাগ্রস্ত হবে না।

কেননা দক্ষ স্বর্ণকার যেমন সূক্ষ্ম যন্ত্র দ্বারা আগুনের উপর ফুঁ দিয়ে গলনপাত্রে লুকানো সোনাটা জাগিয়ে চারপাশের আগুন উত্তেজিত করার ফলে যা খোঁজ করছে তা খুঁজে পায়, তেমনি অপশক্তি বিতাড়কেরা ঐশ্বরিক আত্মা দ্বারা ভয় দূর করে দেয় ও দেহের অর্থাৎ গলনপাত্রের আগুনে আত্মাকে তার নিজের নিষ্কলঙ্কতা ফিরিয়ে দেয়; এতে বিরোধী সেই অপদূত পালিয়ে যায় ও সেখানে পরিত্রাণ অর্থাৎ অনন্ত জীবনের দৃঢ় আশা থেকে যায়; ফলে পাপকর্ম থেকে বিশুদ্ধ হয়ে উঠে প্রাণ পরিত্রাণ অর্জন করে।

অতএব, ভ্রাতৃগণ, এসো, আশায় অবিচল থকি, আত্মসমর্পণ করি, ও আশা রাখি যাতে সবলের ঈশ্বর আমাদের সঙ্কল্প দেখে পাপকর্ম থেকে আমাদের পরিশুদ্ধ করেন, আমাদের অবস্থার জন্য শুভ প্রত্যাশা প্রদান করেন ও পরিত্রাণদায়ী মনপরিবর্তন মঞ্জুর করেন। ঈশ্বর আহ্বান করেছেন, আর তুমিই সেই আহূতজন।

১০। ধর্মশিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও মনোযোগ

নিয়মিত ভাবে ধর্মশিক্ষায় যোগদান কর; তেমন শিক্ষা দীর্ঘকালীন হলেও তবু তোমার মন যেন ক্লান্তি না মানে, কেননা তুমি বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে, ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে, ইহুদী, সামারীয় ও বিধর্মীদের বিরুদ্ধে উপযোগী অস্ত্র গ্রহণ করবে। তোমার যখন বহু শত্রু রয়েছে, তখন বহু বাণ ধারণ কর, কারণ যাদের বিরুদ্ধে তোমাকে বাণ ছুড়ে মারতে হবে, তারা অনেকে। তোমাকে শিখতে হবে কীভাবে গ্রীকদের নিরুত্তর করতে হবে, ও কীভাবে ভ্রান্তমতপন্থীদের, ইহুদীদের ও সামারীয়দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। এই যে, অস্ত্রটা তৈরী, আর [পবিত্র] *আত্মার খড়্গ* [১৭] একেবারে তৈরী: শুভ সঙ্কল্প দ্বারা তোমার ডান হাত বাড়াতে হবে, তবেই তুমি প্রভুর সংগ্রামে সংগ্রাম করতে পারবে, বিরোধী শক্তির উপর জয়ী হবে, ও ভ্রান্তমতের যেকোন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে অপরাজেয় হবে।

১১। বিশ্বাস-ভবন নির্মাণ

আর একটা সতর্ক বাণী তোমাকে দিচ্ছি; যা যা বলতে যাচ্ছি তাতে মন দাও ও অনুক্ষণ পালন কর। এমনটা মনে কর না যে এসমস্ত কথা সাধারণ উপদেশ মাত্র যা ভাল ও বিশ্বাসযোগ্য হলেও তবু আজ তা ভুলে গেলে কালকে পুনরায় তা অধ্যয়ন করতে পারবে। কিন্তু নবজন্মদানকারী জলপ্রক্ষালন সম্পর্কে যে শিক্ষা দিনের পর দিন নিয়মিত ভাবে তোমার কাছে উপস্থাপন করা হবে, তুমি যদি আজ তা অবহেলা কর, তবে কবেই বা তা তোমাকে আবার প্রদান করা হবে? ধর, একাল গাছ পোঁতার কাল, তাই আমরা যদি গর্ত না খুঁড়ি, গভীরেই গর্ত না খুঁড়ে ভাল মত না পুঁতি, তবে যা আগে ভাল মত পোঁতা হয়নি, পরে তা কি করে আবার ভাল মত পোঁতা হবে?

ধর্মশিক্ষাকে ঘরনির্মাণের মত মনে কর: দৃঢ় ভিত্তি স্থাপনের জন্য যদি গভীরে না খুঁড়ি, গোটা ঘর স্থিতমূল করার জন্য যদি দেওয়ালগুলো সুসংবদ্ধ ও মজবুত করে না গাঁথি, তবে আমাদের আগেকার যত শ্রম বৃথা হবে। বরং এক একটা পাথরের উপর একটা পাথর বসাতে হবে, এক একটা কোণকে পার্শ্ববর্তী কোণের সমরূপ হতে হবে, আর পরিশেষে যা কিছু অসংলগ্ন থেকে গেল তা মসৃণ করতে হবে যাতে ঘরটা সমানভাবে নির্মিত হয়।

আমরা তোমার বেলায় ঠিক তাই ব্যবহার করব, অর্থাৎ আমরা তোমার গঠনের জন্য জ্ঞান-পাথর সরবরাহ করব, তোমাকে জীবনময় ঈশ্বর সম্পর্কে কথা শুনতে হবে, বিচারের কথা শুনতে হবে, খ্রিষ্টের ও তাঁর পুনরুত্থানের বিষয়ে কথা শুনতে হবে। পর পর আর কতগুলো বিষয়ে আলোচনা করতে হবে যা একটার পর একটা বসানোর পর অবশেষে সমষ্টিগত ভাবে উপস্থাপন করা হবে। কিন্তু তুমি যদি এ ভিন্ন ভিন্ন উপাদান একমাত্র গঠনের সঠিক স্থানে না বসাও ও মনে না রাখ কোনটা কোনটার আগে আর কোনটা কোনটার পরে বসে, তবে নির্মাতা গেঁথে থাকবে বটে, কিন্তু নির্মাণকাজটা তোমার কাছে হালকা মনে হবে।

১২। রহস্যময় শিক্ষা

সুতরাং, ধর্মশিক্ষা উপস্থাপন করার সময় দীক্ষাপ্রার্থী এমন কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারবে যা শিক্ষকমণ্ডলী শিখিয়েছেন, কিন্তু তুমি বহিরাগত লোকদের কাছে সেবিষয়ে কিছুই বলবে না। কেননা আমরা রহস্যময় কথা ও আসন্ন জীবনের আশাই তোমার কাছে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি। তুমি সেই রহস্য তাঁরই জন্য গোপনে রক্ষা করবে যিনি তোমাকে পুরস্কার দান করবেন। কেউই যেন কখনও তোমাকে না বলে, আমিও জানলে তোমার অসুবিধা কী? অসুস্থ ব্যক্তিও আঙুররস চায়, কিন্তু তা অসময়ে দিলে সেই ব্যক্তি প্রলাপ বকতে লাগবে; তাতে অসুবিধাজনক দু'টো জিনিস দেখা দেবে, অসুস্থ ব্যক্তি মরবে ও চিকিৎসকের দুর্নাম হবে। তেমনটি দীক্ষাপ্রার্থীর ক্ষেত্রেও ঘটে যদি সে কোন ভক্তজন থেকে শিক্ষা আদায় করে: দীক্ষাপ্রার্থী যা শুনেছে তা না বুঝে প্রলাপ বকতে

লাগবে, এলোমেলো কথা বলবে ও সেবিষয়ে হাসাহাসি করবে, এবং সেই ভক্তজন বিশ্বাসঘাতক বলে দণ্ডিত হবে।

তুমি কিন্তু এখন সীমানায়ই যেন উপস্থিত: সাবধান থাক, বাইরে কিছুই বলো না; সেই সমস্ত কিছু যে বলার যোগ্য নয় এর জন্য নয়, বরং এজন্য যে, শ্রোতার কান তা শুনবার যোগ্য নয়। তুমি নিজে একদিন ছিলে একজন দীক্ষাপ্রার্থী, আর এখন যা তোমাকে বলছি, সেসময় তা তোমাকে বলিনি; যখন আমাদের এ শিক্ষাবাণীর বিষয়বস্তুর উৎকৃষ্টতা সম্পর্কে তুমি অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকবে, তখনই একথা বুঝবে যে, দীক্ষাপ্রার্থীরা সেই সমস্ত কিছু শুনবার উপযোগী নয়।

১৩। মনোযোগ সম্পর্কে

তালিকাভুক্ত হয়ে তোমরা এক-মাতার পুত্রকন্যা হয়েছ। অপশক্তি বিতাড়নের ক্ষণের আগে প্রবেশ করে তোমরা প্রত্যেকে এমন কিছু সম্পর্কেই মাত্র কথা বল যা ভক্তিময়; আর যদি তোমাদের মধ্যে কয়েকজন এখনও অনুপস্থিত থাকে, তার সন্ধান কর। কোন ভোজনে নিমন্ত্রিত হলে তুমি কি তোমার সহ-নিমন্ত্রিতজনের জন্য অপেক্ষা করতে না? তোমার একজন ভাই থাকলে, তুমি কি তোমার সেই ভাইয়ের মঙ্গল অন্বেষণ করতে না? তাছাড়া তুমি অসার বিষয় নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত করো না: শহরে বা গ্রামে যা কিছু ঘটছে, অথবা সম্রাট বা বিশপ বা প্রবীণ যে কি করছেন, সেবিষয়েও চিন্তিত হয়ো না। ঊর্ধ্বে চোখ নিবদ্ধ রাখ, কেননা তোমার বর্তমান ক্ষণ তেমনটিই দাবি করছে। লেখা আছে: *শান্ত হও তোমরা, জেনে নাও, আমিই তো ঈশ্বর* (১৮)। তুমি যদি এমনটি লক্ষ কর যে, বিশ্বাসীরা শান্তিতে নয় বরং ব্যতিব্যস্ত হয়ে জীবনযাপন করছে, তবে জেনে রাখ যে, তারা নিরাপত্তা ভোগ করছে, তারা ভালই জানে তারা যে কি গ্রহণ করে থাকে, অর্থাৎ তারা এবিষয়ে সচেতন যে, তারা [ঈশ্বরের] অনুগ্রহ পেয়ে গেছে। কিন্তু তুমি এখনও দাঁড়িপাল্লায় ঝুলে রয়েছ, এখনও জান না তোমাকে গ্রহণ করা হবে কিনা। যারা সেই নিরাপত্তার অধিকারী তাদের অনুকরণ না করে বরং এখনও ভয়ের চিন্তায় সময় কাটাও।

১৪। অপশক্তি বিতাড়ন অনুষ্ঠান সম্পর্কে

অপশক্তি বিতাড়ন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর, অপশক্তি বিতাড়নের অধীন যারা তারা সবাই না আসা পর্যন্ত পুরুষেরা পুরুষদের সঙ্গে ও মহিলারা মহিলাদের সঙ্গে থাকবে। এবার নোয়ার সেই জাহাজের উদাহরণ আমার দরকার আছে, সেই যে জাহাজে নোয়া ও তাঁর ছেলেরা ছিলেন, তাঁর স্ত্রী ও তাঁর ছেলেদের স্ত্রীসকলও ছিলেন [১৯]। জাহাজটা এক হলেও ও তার দরজাটা রুদ্ধ হলেও তবু তাতে সমস্ত কিছু উপযুক্ত ভাবে সুনিয়ন্ত্রিত ছিল; তেমনি মণ্ডলী রুদ্ধ হলেও ও তোমরা সবাই তার অভ্যন্তরে থাকলেও তবু মণ্ডলীতেও পৃথকতা চাই, পুরুষেরা পুরুষদের সঙ্গে ও মহিলারা মহিলাদের সঙ্গে, পাছে পরিত্রাণের উপায় বিনাশের অবকাশ হয়। কাছাকাছি বসবার কারণটা যতই শুভময় হোক না কেন, তবু ইন্দ্রিয়-লালসা সর্বদাই বর্জনীয়। তাছাড়া, বসা অবস্থায় পুরুষদের হাতে উপকারী একটা পুস্তক থাকবে: একজন পাঠ করবে, অপর একজন শুনবে; আর কোন পুস্তক না থাকলে তবে একজন প্রার্থনা করুক, অপর একজন উপকারী কিছু বলুক। কুমারীদের দলও একই প্রকারে নিজেদের মধ্যে বসবে, হয় সামসঙ্গীত গান করবে, না হয় চুপে চুপে পাঠ করবে যাতে করে তাদের ওষ্ঠ কথা উচ্চারণ করে কিন্তু অপর একজনের কান সেই গলার সুর না শুনতে পায়, কেননা লেখা রয়েছে *জনসমাবেশে নারীদের কথা বলার অনুমতি দিচ্ছি না* [২০]। বিবাহিত মহিলা একইভাবে ব্যবহার করবে: সে প্রার্থনা করবে ও ঠোঁট নাড়াবে কিন্তু তার গলা যেন না শোনা যায়, যাতে করে একটি শামুয়েলের উদ্ভব হয় ও তোমার অনুর্বর আত্মা সেই ঈশ্বরের পরিত্রাণ প্রসব করে যিনি প্রার্থনায় সাড়া দেন; কেননা এটিই শামুয়েল নামের অর্থ।

১৫। বিশ্বাসের আলো পাবার আগ্রহ

এভাবে আমি প্রতিটি পুরুষের আন্তরিকতা ও প্রতিটি নারীর ভক্তিময়তা লক্ষ করব। তোমার মন ভক্তির উদ্দেশে আগুনে জ্বলে উঠুক; তোমাদের প্রাণ ধাতুর মত ঝালাই করা হোক; অবিশ্বাসের কাঠিন্য হাতুড়ির আঘাতে নরম হোক; লোহার অনাবশ্যক যত আঁশ পড়ে যাক যাতে করে যা অকৃত্রিম তা-ই মাত্র থেকে যায়; লোহার জং খসে যাক, প্রকৃত ধাতু থেকে যাক। কোন এক সময় ঈশ্বর তোমাদের সেই রাত দেখিয়ে দিন, সেই

অন্ধকার দেখিয়ে দিন যা সম্পর্কে বলা হয়েছে, *তোমার জন্য অন্ধকার অন্ধকারময় হবে না, রাত দিনেরই মত হবে আলোময়* (২১)।

তখন তোমাদের প্রত্যেকজনের জন্য পরমদেশের দরজা উন্মুক্ত হবে (২২), আর তোমরা সেই জল ভোগ করতে পারবে যা খ্রিষ্টকে বহন করে ও সুগন্ধি ছড়ায়; তখন তোমরা খ্রিষ্ট নাম ও ঐশ্বরিক কর্ম সাধনের অধিকার গ্রহণ করবে (২৩)। আমি বলছি, এখন থেকেই তোমাদের উন্মুক্ত মনশ্চক্ষু ঊর্ধ্বে নিবদ্ধ রাখ, এখন থেকেই মনে মনে স্বর্গীয় দূতবাহিনীকে লক্ষ কর, সেই বিশ্বপ্রভু ঈশ্বরকে লক্ষ কর যিনি সেখানে সমাসীন, সেই একমাত্র জনিত পুত্রকে লক্ষ কর যিনি তাঁর ডান পাশে আসীন, সেই আত্মাকে লক্ষ কর যিনি পিতা ও পুত্রের সঙ্গে সর্বদাই বিদ্যমান, সেই সিংহাসন ও প্রভুত্ব-দূতবাহিনীকে লক্ষ কর যাঁরা উপাসনায় রত, পুরুষ-নরী তোমাদের প্রত্যেকজনকেও লক্ষ কর যারা ইতিমধ্যে পরিত্রাণকৃত। তোমাদের কানও এখন থেকেই সেই স্বর্গীয় সঙ্গীত শুনতে বাসনা করুক যা একসময় দূতগণ তোমাদের পরিত্রাণ প্রাপ্তির জন্য গান করবেন, *সুখী তারা, যাদের অন্যায় হরণ করা হল, আবৃত হল যাদের পাপ* (২৪), সেই যে সময় মণ্ডলীর জ্যোতিষ্করাজির মত তোমরা দেহে দীপ্তিময় ও আত্মায় উজ্জ্বল হয়ে সেই ঊর্ধ্বে প্রবেশ করবে।

১৬। অবিরত প্রার্থনা

সত্যিই মহৎ সেই বাপ্তিস্ম যা তোমার সামনে উপস্থিত। বাপ্তিস্ম বন্দিদের জন্য মুক্তিমূল্য, অপরাধের মার্জনা, পাপের মৃত্যু, আত্মার নবজন্ম, দীপ্তিময় বসন, পবিত্র অমোচনীয় মুদ্রাঙ্কন (২৫), স্বর্গ অভিমুখে রথ, পরমদেশের আনন্দ, রাজ্যে স্বাগত শুভেচ্ছা, দত্তকপুত্রত্ব দান। কিন্তু পথের ধারে একটা নাগ উপস্থিত যা পথিকদের জন্য ওত পেতে রয়েছে। সাবধান, পাছে তোমার অবিশ্বাসে সে তোমাকে কামড় দেয়। সে তো দেখছে অনেকে পরিত্রাণ পাচ্ছে, তাই *সন্ধান করছে কাকে গ্রাস করবে* (২৬)।

তুমি তো আত্মাদের পিতার কাছে প্রবেশ করার জন্য পথ চলছ (২৭), কিন্তু সেই নাগও সেই পথ পার হচ্ছে। কেমন করে তুমি তাকে পাশ কাটিয়ে যাবে? *জুতো হিসাবে শান্তির সুসমাচারের উদ্যমকে পায়ে দাও* (২৮), তবেই সেই নাগ দাঁত বসালেও তোমার

ক্ষতি করবে না। তোমার অন্তরে বসবাস করুক বিশ্বাস, দৃঢ় আশা হোক তোমার মজবুত পাদুকা, তবেই তুমি শত্রুকে পাশ কাটিয়ে তোমার প্রভুর সাক্ষাতে প্রবেশ করতে পারবে (২৯)। সদুপদেশ গ্রহণের জন্য, পবিত্র রহস্যগুলোতে সহভাগিতা করার জন্য নিজের অন্তর প্রস্তুত কর। আরও তৎপর হয়ে অবিরত প্রার্থনা কর, যেন ঈশ্বর তোমাকে স্বর্গীয় ও অমর রহস্যগুলোর যোগ্য করে তোলেন; দিবারাত্র কখনও ক্ষান্ত হয়ো না; আর যখন নিদ্রা তোমার চোখ থেকে বঞ্চিত হয় তখন তোমার মন প্রার্থনায় সময় অতিবাহিত করুক। আর যদি এমনটা দেখ যে তোমার মনে লজ্জাকর চিন্তা উদিত হয়, তাহলে সেই বিচারের চিন্তাই তোমার সহায়তা করুক যা তোমাকে পরিত্রাণের কথা মনে করিয়ে দেবে। প্রাণপণে তোমার মনকে অধ্যয়নে ব্যস্ত রাখ, তাতে তোমার মন নীচক বিষয়গুলো ভুলে যাবে। আর তুমি এমন একজনকে পেলে যে তোমাকে বলে, 'তুমি কি সেই জলে নামবার জন্য এগিয়ে যাচ্ছ? বাঃ, শহরে কি যথেষ্ট স্নানাগার নেই?' তবে তুমি এবিষয়ে সচেতন হও যে, সেই সমুদ্রবাসী নাগই তোমার বিরুদ্ধে এসমস্ত ফাঁদ পাতছে (৩০)। কথকের কণ্ঠের দিকে নয়, জলে সক্রিয় যিনি সেই ঈশ্বরের দিকেই দনোযোগ দাও। নিজের আত্মাকে রক্ষা কর, তুমি যেন কোন চক্রান্তের জালে না ধরা পড়, যেন আশায় নিষ্ঠাবান থেকে তুমি অনন্ত পরিত্রাণের উত্তরাধিকারী হয়ে উঠতে পার।

১৭। শেষ পরামর্শ

তাই আমরা মানুষ হিসাবে এসমস্ত কিছু প্রচার করি ও শেখাই; তোমরা কিন্তু আমাদের এ নির্মাণকাজকে খড়কুটো বা তুষ করে ফেলো না, পাছে আমাদের কাজ পুড়িয়ে গেলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই; বরং আমাদের কাজ তোমরা *সোনা, রুপো* ও *মণিমুক্তা* (৩১) কর।

কথা বলা আমার কর্তব্য, তাতে সম্মতি দেওয়া তোমার কর্তব্য, কাজ সম্পন্ন করা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করবে। এসো, আমাদের মন স্থির করি, আমাদের আত্মা উদ্দীপ্ত করে তুলি, আমাদের অন্তর প্রস্তুত করি, কেননা আমাদের এ সংগ্রাম আত্মা সংক্রান্ত, আমাদের আশা অনন্ত বিষয়াদিতে স্থাপিত; আর যিনি তোমাদের অন্তর তলিয়ে দেখেন, যিনি লক্ষ রাখেন কে কে অকপট, কে কে ভণ্ড, সেই ঈশ্বর অকপটকে রক্ষা করতে ও

ভণ্ডকে বিশ্বাস প্রদান করতে সক্ষম। তাই তিনি *তোমাদের প্রতিকূল সেই লিখিত ঋণপত্র মুছে ফেলুন* (৩২) ও তোমাদের অতীত অপরাধের জন্য ক্ষমা মঞ্জুর করুন। তিনি আপন মণ্ডলীতে তোমাদের রোপিত করুন, নিজের সৈন্যসেবায় তোমাদের তালিকাভুক্ত করুন, ধর্মময়তার অস্ত্রে তোমাদের সজ্জিত করুন। তিনি নবসন্ধির স্বর্গীয় বিষয়ে তোমাদের পরিপূর্ণ করুন, তোমাদের প্রদান করুন পবিত্র আত্মার সে মুদ্রাঙ্কন যা চির অমোচনীয়: সেই খ্রিষ্ট যিশুতে, যাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

---

(১) 'সুবাস' ও 'সুগন্ধি' সম্পর্কে: "তোমার সুগন্ধি তেলের সুবাস উৎকৃষ্ট; ছড়িয়ে পড়া সুগন্ধি তেলের মতই তোমার নাম" (পরমগীত ১:৩ দ্রঃ); "মুকুলিত যত আঙুরলতা সুবাস ছড়াচ্ছে" (২:১৩ দ্রঃ): এই যে বাণী কনে বরকে উদ্দশ করেই উচ্চারণ করছে, সেই বাণী হলো পরম গীতের মূলসুর ও বাপ্তিস্মপ্রার্থীদের ধর্মশিক্ষারও মূলসুর, কেননা যে প্রাণ বর-খ্রিষ্টের সঙ্গে মিলনের আকাংক্ষী, সেই খ্রিষ্ট সাক্রামেন্তগত দিক দিয়ে আপাতত বর্তমান না হলেও তবু সেই প্রাণ পবিত্র আত্মার গুণে সেই খ্রিষ্টের সুবাস কেবল নিজের চারদিকে নয়, নিজের অভ্যন্তরেও উপলব্ধি করছে।

(২) "রাজা অন্তঃপুরেই আমাকে প্রবেশ করিয়ে আনুন" (পরমগীত ১:৪ দ্রঃ): খ্রিষ্টই সেই রাজা যাঁর কাছে অল্পদিনের মধ্যে কনেকে অর্থাৎ প্রার্থীর প্রাণ ও মণ্ডলীকে (সাম ৪৫:১৪-১৫) উপনীতা করা হবে।

(৩) রো ৮:২৮।

(৪) প্রেরিত ৮:১৩ দ্রঃ; "শিমোন নিজেও বিশ্বাসী হল, এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার পর ফিলিপের সঙ্গে সঙ্গেই থাকতে লাগল; অনেক চিহ্ন ও মহা মহা পরাক্রম-কর্ম ঘটছে দেখে সে একেবারে মুগ্ধ হল"।

(৫) ১ করি ১০:১১।

(৬) হিব্রু ১২:১৫; দ্বিবিঃ ২৯:১৭-১৮ দ্রঃ। এখানে সেই প্রতিমাপূজা ইঙ্গিত করা হচ্ছে যা বাবেলের সেই মিনার-নির্মাণের ফলে গজিয়ে উঠল।

(৭) মথি ২২:১১-১২ দ্রঃ। সুতরাং, যে ব্যক্তি বিয়ে নিমন্ত্রণে সাড়া দিতে চায়, তার পক্ষে উপযুক্ত বিয়ে-পোশাক পরা আবশ্যক, অর্থাৎ সেই ধর্মময়তা-কর্মসমূহ দেখানো দরকার যে কর্ম ছাড়া কেউই নিজেকে মোনানীত বলে বোধ করতে পারে না।

(৮) মথি ১৩:৪৭ দ্রঃ।

(৯) রো ৬:১১, ১৪; ১ পি ২:২৪।

(১০) যেরুশালেমে ‘আলোপ্রত্যাশিদের’ ঈশ্বরের (বা খ্রিষ্টের) প্রতি “বিশ্বস্ত” বলা হত; অন্যান্য মণ্ডলীতে, যেমন রোম মণ্ডলীতে তাদেরই মাত্র ‘বিশ্বস্ত’ বলা হত যারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল (সাধু আম্ব্রোজ, সাক্রামন্তগুলি প্রসঙ্গে ১:১)। সাধু সিরিলের মতে প্রার্থীরা খ্রিষ্টের জীবনে ভুক্ত, কারণ আসন্ন ‘আলোকীকরণ’ (বাপ্তিস্ম) ইতিমধ্যে সেই আলোপ্রত্যাশীদের নিজের আলোতে আলোকিত করে যারা নিজেদের অন্তরে নিবাসী পবিত্র আত্মার স্বরধ্বনি শুনতে পাচ্ছে। আলোপ্রত্যাশী ব্যক্তি বিশ্বাসের রহস্যাদি শুনতে ও উপলব্ধি করতে সক্ষম কেননা খ্রিষ্টের আত্মা তার অন্তরে বসবাস করেন (রো ৮:৯ দ্রঃ), সুতরাং সে খ্রিষ্টের প্রতি ‘বিশ্বস্ত’ বলে গণ্য হতে পারে।

(১১) ১ করি ১:৯।

(১২) দ্বিঃবিঃ ৩২:৪; ১ যোহন ১:৯।

(১৩) সাম ৮২:৬।

(১৪) এফে ৪:৫।

(১৫) বিশ্বাস-সূত্র সম্প্রদান অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে প্রার্থীর পক্ষে শয়তানকে প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যক। ‘দিয়াবলকে, তার কর্মকাণ্ড ও যত আকর্ষণ প্রত্যাখ্যান না করা পর্যন্ত ঈশ্বরকে স্বীকার করা সম্ভব নয়’ (সাধু আম্ব্রোজ, প্রভুর মাংস হওয়া সাক্রামেন্ত ১, ২, ৫ দ্রঃ)।

(১৬) বিশ্বাসের দিকে মন ফেরাবার পর প্রার্থীরা অপশক্তি বিতাড়নের মাধ্যমে পরিশুদ্ধি অর্জন করে, যেভাবে যিশু একদিন অপদূতগ্রস্ত এক ব্যক্তির অন্তর থেকে দিয়াবলকে বিচ্যুত করেছিলেন।

(১৭) এফে ৬:১৭।

(১৮) সাম ৪৬:১১।

(১৯) আদি ৭:৭ দ্রঃ।

(২০) ১ তি ২:১২; ১ করি ১৪:৩৪ দ্রঃ।

(২১) সাম ১৩৯:১২। সাধু সিরিল শ্রোতাদের বাপ্তিস্মের পূর্বপ্রস্তুতিকালীন এ ধর্মশিক্ষাসমূহের লক্ষ্য স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, তথা সেই পুণ্য শনিবারের পাস্কা-আনন্দ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যখন তারা নিজ নিজ জ্বলন্ত প্রদীপ হাতে করে পুনরুত্থানের আলোর সহযোগী হতে পারবে।

(২২) ধর্মশিক্ষা ১৯:৯ দ্রঃ।

(২৩) ধর্মশিক্ষা ৩:৩, ১৩ দ্রঃ।

(২৪) সাম ৩২:১-২; ধর্মশিক্ষা ১:১ দ্রঃ। সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা অনুসারে, স্বর্গদূতেরাই সামসঙ্গীতের এ বাণী গান করেন; কিন্তু বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠান কালে যে ব্যক্তি জলকুণ্ড থেকে বের হবে, অনুষ্ঠাতাই সেই বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপরে সেই একই বাণী উচ্চারণ করবেন।

(২৫) নবজন্মদানকারী জলে ডুব দিয়ে নবজাত প্রার্থী বাপ্তিস্মের সেই মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত হয় যা অমোচনীয় (ধর্মশিক্ষা ১:২; ৩:৪; ৪:৪, ১৫; ১৬:২৪; ১৭:৩৫)। কিন্তু ধর্মশিক্ষা ১৮:৩৩ দৃঢ়ীকরণের মুদ্রাঙ্কনের কথাও উল্লেখ করে।

(২৬) ১ পি ৫:৮।

(২৭) হিব্রু ১২:৯ দ্রঃ।

(২৮) এফে ৬:১৫।

(২৯) ধর্মশিক্ষা ১:৫ দ্রঃ।

(৩০) “সেদিন প্রভু তাঁর নিদারুণ, বিরাট ও পরাক্রমী খড়্গ দ্বারা কুটিল সাপ সেই লেভিয়াথানকে, হ্যাঁ, কুণ্ডলিত সাপ সেই লেভিয়াথানকে শাস্তি দেবেন; সমুদ্র-বাসী সেই নাগকে মেরে ফেলবেন” (ইশা ২৭:১), এবং ফারাও সম্পর্কে বলা হয়, “জলচর কুমিরের মত” (এজে ৩২:২): নাগ ও কুমির, দু’টোই দিয়াবলের প্রতীক।

(৩১) ১ করি ৩:১২-১৫ দ্রঃ।

(৩২) কল ২:১৪।

আলোপ্রত্যাশীদের ধর্মশিক্ষা

যেরুশালেমের আর্চবিশপ
আমাদের পুণ্যপিতা সিরিলের
আলোপ্রত্যাশীদের ১ম ধর্মশিক্ষা

এই ১ম ধর্মশিক্ষা পাস্কাপর্ব উপলক্ষে চল্লিশদিন ব্যাপী প্রস্তুতিকালের শুরুতে পরিবেশিত হয়েছিল।

তোমরা নিজেদের ধৌত কর, শোধন কর, আমার দৃষ্টি থেকে, তোমাদের আত্মা থেকে তোমাদের অপকর্ম সরিয়ে দাও, ইত্যাদি [১], ইশাইয়ার এই পাঠের পরে, যেরুশালেমে তাৎক্ষণিক ভাবে পরিবেশিত ধর্মশিক্ষা, যা তাদেরই উদ্দেশ্য করে যারা বাপ্তিস্ম গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসছে।

১। আনন্দবার্তা [২]

হে নবসন্ধির শিষ্যগণ, যারা ইতিমধ্যে আহ্বানে, ও অল্পকালের মধ্যে অনুগ্রহেও খ্রিষ্টের রহস্যগুলোর সহভাগী হতে চলছে, সেই তোমরা *নিজেদের জন্য গড়ে তোল এক নতুন হৃদয়, এক নতুন আত্মা* [৩] যাতে স্বর্গবাসীদের মাঝে আনন্দ বিরাজ করে। কেননা সুসমাচার অনুসারে, *একজন পাপী মনপরিবর্তন করলে যখন আনন্দ হয়* [৪], তখন বহু আত্মাদের পরিত্রাণ কতই না বেশি আনন্দ স্বর্গবাসীদের মধ্যে জাগাবে।

তোমরা শুভময় ও অতি গৌরবময় পথে প্রবেশ করেছ, তবে ভক্তির সঙ্গে ধর্মময়তার দৌড়ে দৌড়োতে থাক। কেননা ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্র তোমাদের মুক্তিকর্ম সাধনের জন্য এখানে উপস্থিত, তিনি একেবারে প্রস্তুত, তিনি বলছেন, *তোমরা, পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা, সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব* [৫]। তাই তোমরা যারা তোমাদের অপরাধের অমার্জিত পোশাক পরে রয়েছ, তোমরা যারা

তোমাদের পাপকর্মের শেকলে আবদ্ধ, সেই তোমরা নবীর কণ্ঠ শোন; তিনি তো বলছেন, *তোমরা নিজেদের ধৌত কর, শোধন কর, আমার দৃষ্টি থেকে, তোমাদের আত্মা থেকে তোমাদের অপকর্ম সরিয়ে দাও* [৬], যাতে দূতবাহিনী সমবেত কণ্ঠে তোমাদের উপর গেয়ে চলেন, *সুখী তারা, যাদের অন্যায় হরণ করা হল, আবৃত হল যাদের পাপ* [৭]।

তোমরা যারা ইতিমধ্যে বিশ্বাসের প্রদীপ জ্বালিয়েছ, সেই তোমরা নিজেদের হাতে সেই প্রদীপ যত্ন সহকারে রক্ষা কর, সেগুলোকে নিভিয়ে যেতে দিয়ো না, যিনি এই পবিত্রতম গলগথায় বিশ্বাসের জোরে অপকর্মার জন্য পরমদেশের দরজা উন্মুক্ত করেছিলেন [৮], তিনি যেন তোমাদেরও বিবাহ-সঙ্গীত গান করার অধিকার দেন।

২। পুরাতন মানুষকে ত্যাগ

পাপের দাস এমন কেউ থাকলে, বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে সে তৎপর হয়ে দত্তকপুত্রত্বের নবজন্ম লাভে স্বাধীন হতে নিজেকে প্রস্তুত করুক, এবং পাপের অমঙ্গলজনক দাসত্ব ত্যাগ করে ও প্রভুর মঙ্গলজনক দাসত্ব গ্রহণ করে স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকার পাবার যোগ্য বলে গণ্য হোক। যে পুরাতন মানুষ ভুলভ্রান্তির কামনা অনুসারে ক্ষয়প্রাপ্ত, স্বীকারোক্তি দ্বারা তোমরা তাকে ত্যাগ কর, যাতে সেই নবীন মানুষকে পরিধান করতে পার, যে মানুষ তাঁরই জ্ঞানলাভে নবীকৃত হয় যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন [৯]। বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মার অগ্রিম দান লাভ কর [১০], তোমরা যেন স্বর্গীয় আবাসে গৃহীত হতে পার।

আত্মিক মুদ্রাঙ্কন পাবার জন্য এগিয়ে এসো, যেন প্রভু তোমাদের সহজে চিনতে পারেন [১১]। খ্রিষ্টের পবিত্র ও আধ্যাত্মিক পালের কাছে এগিয়ে এসো, যাতে একদিন তাঁর ডান পাশে স্থান পেয়ে উত্তরাধিকারসূত্রে তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা সেই জীবন অর্জন করতে পার।

কেননা যাদের গায়ে পাপের রূঢ় পোশাক এখনও লাগানো রয়েছে, তাদের বাঁ পাশেই দাঁড়াতে হবে, কারণ খ্রিষ্টের দ্বারা *নবজন্মদানকারী জলপ্রক্ষালনে* [১২] যে অনুগ্রহ দেওয়া হয়, তারা ঈশ্বরের সেই অনুগ্রহের ধারে আসেনি। আমি অবশ্য দেহের নবজন্মের কথা নয়, আত্মারই আত্মিক জন্মের কথা বলছি। বস্তুতপক্ষে দেহ দৃশ্যময় পিতামাতা

দ্বারাই জন্মলাভ করে, আত্মা কিন্তু বিশ্বাস দ্বারাই নবজন্ম লাভ করে, কেননা *আত্মা যেদিকে ইচ্ছে সেদিকেই বয়ে যায়* [১৩]। তবেই তুমি যোগ্য হয়ে উঠলে নিজের উদ্দেশে উচ্চারিত এবাণী শুনতে পাবে, *বেশ! উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস* [১৪],—অবশ্যই, তোমার বিবেকে যদি অশুচিতার লেশমাত্র পাওয়া না যায়।

৩। অনুগ্রহদানকারী খ্রিষ্ট

কেননা উপস্থিতদের মধ্যে এমন কেউ যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহ যাচাই করতে আশা করে, সে নিজেকেই ভোলায় ও এ সমস্ত কিছুর শক্তি জানে না। হে মানুষ, যিনি অন্তর ও প্রাণ পরীক্ষা করেন [১৫], তাঁর খাতিরে তোমার আত্মা সরল ও প্রতারণামুক্ত হোক। কেননা যারা সৈন্যদের তালিকাভুক্ত করে তারা যেমন সেই লোকদের বয়স ও দেহ পরীক্ষা করে, তেমনি প্রভুও আত্মাদের তালিকাভুক্ত করে তাদের অভিপ্রায় পরীক্ষা করেন; আর কারও গোপন ভণ্ডামি থাকলে তিনি নিজের প্রকৃত সৈন্যসেবার জন্য তাদের অনুপযোগী বলে ত্যাগ করেন। কিন্তু নিজের জন্য যোগ্য কাউকে পেলে তবে তিনি সাথে সাথে তাকে নিজের অনুগ্রহ দান করেন। যা পবিত্র, তা তিনি কুকুরদের দেন না [১৬], কিন্তু যখন তিনি সৎ বিবেক দেখতে পান, তখন তিনি সেই পরিত্রাণদায়ী ও অপরূপ সীল [১৭] প্রদান করেন যা দেখে অপদূতেরা ভয়েতে কাঁপে ও দূতেরা যা স্বীকার করেন; সেই সীল দেখে অপদূতেরা পালাতে বাধ্য হয়, কিন্তু দূতেরা সেটিকে পরিচিত ও চেনা বস্তু বলে চিনে নিয়ে সেটির প্রতি আকৃষ্ট হন।

সুতরাং, যারা এ আত্মিক ও পরিত্রাণদায়ী সীল গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাদের পক্ষে সীলের সঙ্গে সহজাত সম্পর্কের অধিকারী হওয়া দরকার। কেননা যেমন কলম বা তীরের উপযোগিতার জন্য একজনের দরকার আছে যে সেগুলো ব্যবহার করবে, তেমনি অনুগ্রহের পক্ষেও বিশ্বস্ত মনের মানুষও প্রয়োজন।

৪। দীক্ষাপ্রার্থী বাপ্তিস্মের দ্বারা ‘বিশ্বস্ত’ হয়ে ওঠে

তুমি ক্ষয়শীল নয়, আত্মিক-ই ধরনের অস্ত্র গ্রহণ করতে যাচ্ছ। ফলে তুমি সেই অদৃশ্য পরমদেশে রোপিত হবে; তুমি এমন এক নতুন নাম পাবে যা আগে তোমার ছিল না; এতক্ষণে তুমি ছিলে দীক্ষাপ্রার্থী, কিন্তু এখন তুমি ‘বিশ্বস্ত’ বলে অভিহিত হবে [১৮]।

অতএব আধ্যাত্মিক জলপাইগাছের মধ্যে রোপিত হয়ে তোমাকে বন্য জলপাইগাছ থেকে ফলদায়ী গাছে জোড়-কলম করে লাগানো হবে। পাপ থেকে ধর্মময়তায়, কলুষ থেকে শুচিতায় পার হয়ে তুমি পবিত্র আঙুরলতার অংশ হবে। তাই আঙুরলতায় স্থিতমূল থাকলে তুমি ফলদায়ী শাখা বলে বেড়ে উঠবে, কিন্তু তাতে স্থিতমূল না থাকলে তবে তুমি আগুনে কবলিত হবে।

সুতরাং এসো, সেই আঙুরলতার যোগ্য ফল ধরি। এমনটা না হোক যে, আমাদের জন্য তাই ঘটবে যা সেই অনুর্বর ডুমুরগাছের বেলায় ঘটেছিল [১৯], পাছে যিশু এবারও এসে আমাদের অনুর্বরতার জন্য আমাদের অভিশাপ দেন। বরং এমনটাই হোক যে আমরা শাস্ত্রে সেই অন্য বচন উচ্চারণ করতে পারি, তথা, *আমি কিন্তু ঈশ্বরের গৃহে যেন সতেজ জলপাইগাছের মত, ঈশ্বরের কৃপায় ভরসা রাখি চিরদিন চিরকাল* [২০]। এ জলপাইগাছ এমন যা ইন্দ্রিয়গোচর নয়, বরং মনেরই উপলব্ধির বস্তু: জলপাইগাছটা এমন যা আলো বহন করে। আর যেমন পোঁতা ও জল দেওয়া হলো ঈশ্বরের কাজ, তেমনি ফল ধরা তোমারই কর্তব্য। কেননা ঈশ্বর অনুগ্রহ দান করেন, কিন্তু তোমাকেই সেই অনুগ্রহ গ্রহণ ও রক্ষা করতে হয়। সেই অনুগ্রহ বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে বিধায় তা তুমি হেয়জ্ঞান করো না; না, তা তুমি গ্রহণ করে নিয়ে ভক্তি সহকারে রক্ষা কর [২১]।

৫। স্বীকারোক্তির কাল

বর্তমান কাল স্বীকারোক্তি কাল। কথায় কি কাজে, রাতে কি দিনে যা যা করেছ, তা স্বীকার কর। *প্রসন্নতার সময়ে এসব স্বীকার কর, ও পরিত্রাণের দিনে* [২২] স্বর্গীয় ধন গ্রহণ কর [২৩]। তোমার অপশক্তি বিতাড়ন অনুষ্ঠানাদিতে সময় দাও, তৎপরতার সঙ্গে ধর্মশিক্ষায় যোগ দাও, যা যা বলা হবে সেই সমস্ত মনে রাখ, কেননা সেই সমস্ত কথা তোমার কানের জন্য বলা হচ্ছে না, বরং এজন্য, তুমি যেন তা শুনে তোমার বিশ্বাসের চিহ্ন বলে স্বীকার কর। তোমার মন থেকে সমস্ত পার্থিব চিন্তা দূর করে দাও, কেননা তুমি তোমার পরিত্রাণের জন্যই দৌড় দিচ্ছ। তুমি জগতের সমস্ত কিছু একেবারে বিসর্জন দিচ্ছ: যা তুমি বিসর্জন দিচ্ছ সেই সমস্ত কিছু ক্ষুদ্র, কিন্তু প্রভু যা প্রদান করছেন তা মহৎ। বর্তমান সমস্ত কিছু বিসর্জন দাও ও ভাবীকালের সমস্ত কিছুতে বিশ্বাস রাখ। তুমি কি

তত বর্ষচক্র ধরে বৃথায় জাগতিক ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে দৌড়াওনি? তবে তোমার আত্মার মঙ্গলার্থে তুমি কি চল্লিশ দিন খালি রাখতে পার না? শাস্ত্রে বলে, *শান্ত হও তোমরা, জেনে নাও, আমি তো ঈশ্বর* [২৪]।

বহু অনর্থক কথা বলা থেকে বিরত থাক, পরনিন্দা করো না, নিন্দুকদের কথায় সচ্ছন্দে কান দিয়ো না, তুমি বরং প্রার্থনায় নিমগ্ন থাক। আধ্যাত্মিক সাধনা দ্বারা [২৫] দেখাও যে তোমার মন তেজময়। তোমার পাত্র পরিষ্কার কর, যাতে তা অধিক অনুগ্রহ ধারণ করতে পারে; কেননা পাপের ক্ষমা সকলকে সমানভাবেই দান করা হয়, কিন্তু পবিত্র আত্মার সহভাগিতা প্রত্যেকজনের বিশ্বাসের মাত্রা অনুসারেই মঞ্জুর করা হয়। তুমি যদি কম পরিশ্রম করে থাক, কম পাবে; কিন্তু যদি বেশি কাজ করে থাক, মজুরি প্রচুরই হবে। তুমি যখন নিজের জন্যই দৌড় দিচ্ছ, তখন তোমার যা উপকার তাই হোক তোমার লক্ষ্য।

৬। যে ক্ষমা করে, তাকে ঈশ্বর গ্রহণ করেন

যদি কারও বিরুদ্ধে তোমার কিছু থাকে, ক্ষমা কর। পাপক্ষমা লাভের জন্য তুমি নিজে যখন এগিয়ে আসছ, তখন এ প্রয়োজন যে, তোমার প্রতি কেউ পাপ করলে তুমিও তাকে ক্ষমা করবে। নইলে তুমি কোন্ মুখে প্রভুকে বলবে, 'আমার বহু পাপ ক্ষমা কর' যদি নিজেই তোমার সহদাসের ক্ষুদ্র পাপও ক্ষমা করে না থাক? [২৬]। মণ্ডলীর সমাবেশে তৎপর হয়ে যোগদান কর; যখন মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষ তোমার তৎপর মনোযোগ দাবি করে তখনই শুধু নয়, কিন্তু অনুগ্রহ গ্রহণ করার পর, তখনও। কেননা অনুগ্রহ পাবার আগে যখন মনোযোগ দেওয়াটা ভাল, তখন সেই অনুগ্রহ প্রদানের পরেও তা কি উত্তম হবে না? গাছে জোড়-কলম করে পোঁতার আগে যখন জল দেওয়ায় ও যত্ন নেওয়ায় তুমি তৎপর, তখন পোঁতার পরে তুমি কি আরও তৎপর হবে না? তোমার নিজের আত্মার জন্য লড়াই কর, বিশেষভাবে এ বর্তমানকালেই। তোমার আত্মাকে পবিত্র পঠনে পুষ্ট কর, কেননা প্রভু তোমার জন্য আধ্যাত্মিক একটা ভোজনপাট ব্যবস্থা করেছেন; অতএব তুমিও সামসঙ্গীতের রচয়িতার সঙ্গে বল, *প্রভু আমার পালক, অভাব নেই তো আমার; তিনি নবীন ঘাসের চারণমাঠে আমাকে বসিয়ে রাখলেন, বিশ্রামের জলের কূলে আমাকে পুষ্ট করলেন, আমার আত্মাকে ফিরিয়ে আনলেন* [২৭]। দূতগণও তোমাদের আনন্দের

অংশী হবেন, এবং মহান মহাযাজক খ্রিষ্ট নিজেই তোমাদের সঙ্কল্প গ্রহণ করে এ বলে তোমাদের সকলকে পিতার কাছে উপস্থাপন করবেন, *এই যে আমি ও সেই সন্তানেরা, ঈশ্বর যাদের আমাকে দিয়েছেন* [২৮]। তিনি তোমাদের সকলকে নিজের প্রীতির পাত্র বলে রক্ষা করুন। তাঁরই গৌরব ও পরাক্রম অনন্তকাল ধরে যুগে যুগান্তরে। আমেন।

---

(১) ইশা ১:১৬। সমস্ত পাণ্ডুলিপি দীক্ষাপ্রার্থীদের উদ্দেশ করা আহ্বানকে 'বাপ্তিস্ম বিষয়ক প্রারম্ভিক আলোচনা' বলে চিহ্নিত করে, যদিও প্রকৃত প্রারম্ভিক আলোচনাটা প্রথম তিনটে ধর্মশিক্ষা ধরেই উপস্থাপিত।

(২) এজে ১৮:৩০-৩১ দ্রঃ। প্রাচীনকালে প্রচলিত (দিদাখে, বার্নাবাসের পত্র, ইত্যাদি প্রাচীন লেখা) পদ্ধতি অনুসারে সাধু সিরিল "দু'টো পথ" (মঙ্গল পথ ও অমঙ্গল পথ, আলোর পথ ও অন্ধকারের পথ ইত্যাদি দু'টো পথ) বলে পরিচিত পদ্ধতি পালন করে নিজের আলোচনা শুরু করেন; তাই তিনি নবী এজেকিয়েলের বাণী ব্যাখ্যা করে শ্রোতাদের মনপরিবর্তন করতে আহ্বান করেন, আনন্দ করতেও আহ্বান করেন, এমন আনন্দ যা সৎকর্ম সম্পাদন থেকে উৎসারিত।
একই পদ্ধতি 'দিদাখে' ও বার্নাবাসের পত্রকেও চিহ্নিত করে (দিদাখে ১ … ; বার্নাবাসের পত্র ১৮-২০ দ্রঃ)।

(৩) এজে ১৮:৩১।

(৪) লুক ১৫:১০।

(৫) মথি ১১:২৮।

(৬) ইশা ১:১৬।

(৭) সাম ৩২:১।

(৮) লুক ২৩:৪৩ দ্রঃ। বাপ্তিস্ম ক্রুশের গুণেই কার্যকর, যেভাবে প্রাচীন এক পত্রেও প্রমাণিত, 'সুখী তারা যারা ক্রুশে ভরসা রেখে জলে নেমে গেছে' (বার্নাবাসের পত্র ১১:৮ দ্রঃ)।

(৯) এফে ৪:২২-২৪ দ্রঃ।

(১০) ২ করি ৫:৫ দ্রঃ।

(১১) ধর্মশিক্ষা ১৫:২৫ দ্রঃ।

(১২) তীত ৩:৫ দ্রঃ।

(১৩) যোহন ৩:৮; রো ৮:৬ … দ্রঃ।

(১৪) মথি ২৫:২১। প্রাচীন পদ্ধতি অনুসরণ করে সাধু সিরিল খ্রিষ্টীয় সাক্ষ্যদানের আবশ্যক আলোচ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে শেষ বিচারের জন্য বা খ্রিষ্টের পুনরাগমনের জন্য প্রস্তুতি বিষয়টা অন্তর্ভুক্ত করেন। উদাহরণ স্বরূপ, দিদাখে পুস্তক বলে, 'তোমাদের জীবনধারণের বিষয়ে সজাগ থাক: তোমাদের প্রদীপ যেন নিভে না যায় ও তোমাদের কোমরের বাঁধন যেন খুলে না যায়, বরং তৈরী থাক, কেননা কোন্ প্রহরে আমাদের প্রভু আসবেন তা জান না' (দিদাখে ১৬:১)।

(১৫) সাম ৭:১০ দ্রঃ।

(১৬) মথি ৭:৬ দ্রঃ।

(১৭) প্রারম্ভিক ধর্মশিক্ষা ১৬-১৭; ধর্মশিক্ষা ১৭:৩৬। প্রাচীন মণ্ডলীর পিতৃগণ একসুরে সেই সীল (বা মুদ্রাঙ্কন) এর উপর জোর দেন। সেই সীল এমন যা কখনও মোছা যায় না, সুতরাং যারা সেই সীল দ্বারা মোহরযুক্ত হয়েছে তারা জীবনে ঈশ্বরের রক্ষা প্রাপ্ত, কেননা 'যে মেষ ঈশ্বরের সীলে চিহ্নিত, কেউই সহজে তার ক্ষতি করতে সাহস করবে না' (নাজিয়াঞ্জুসের বিশপ সাধু গ্রেগরি, উপদেশ ৪০:১৫)।

(১৮) এজে ২৮:১২ ... দ্রঃ। নবীর এবাণীতে রহস্যময় ভাবে সেই মণ্ডলী পূর্বচিহ্নিত যা মর্ত-পরমদেশের বাস্তব পূর্বলক্ষণ স্বরূপ; সুতরাং মণ্ডলী এমন রহস্যময় এদেন বাগান যেখানে স্বয়ং খ্রিষ্টই জীবন-বৃক্ষ, 'গুপ্ত মান্না' ও 'সেই সাদা পাথরকুচি যার উপরে নতুন এক নাম লেখা আছে' (প্রকাশ ২:৭, ১৭ দ্রঃ); আবার, মণ্ডলী হলো সেই রহস্যময় জলপাই গাছ যে গাছে আমরা জোড়-কলম করে লাগানো (রো ১১:২৪)। এ সমস্ত বিষয় ধর্মশিক্ষা ১৩:৯; ১৪:১১; ১৯:৭; ২০:৩ -তেও পুনরায় বিস্তারিত ভাবে উপস্থাপিত হবে। এ রহস্যময় বাগানে বাপ্তিস্ম প্রাপ্ত যারা তারা শুধু নয়, তারাও অন্তর্ভুক্ত যারা বাপ্তিস্মের সেই সীল গ্রহণ করতে যাচ্ছে; তারাও 'বিশ্বস্ত' বলে অভিহিত কেননা নতুন মানুষের পবিত্রতায় বিশ্বাসের জীবন যাপন করবে বলে (কল ৩:১০; এফে ৪:২৪ দ্রঃ) কথা দিয়েছে।

(১৯) মথি ২১:১৯ দ্রঃ।

(২০) সাম ৫২:১০।

(২১) ১ করি ৩:৬ দ্রঃ। খ্রিষ্টমণ্ডলীর পিতৃগণ বলেন, যেহেতু স্বর্গীয় যত অনুগ্রহদান খ্রিষ্টের দ্বারাই প্রাপ্য, সেজন্য বিশ্বাসের দিকে মনপরিবর্তনও খ্রিষ্ট থেকে আগত অনুগ্রহদান; সেই বিশ্বাস শুচিতাদানকারী জলপ্রক্ষালণ অনুষ্ঠানে তৈলাভিষেক দ্বারা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। এর চিহ্ন হলো নতুন মানুষের সেই পোশাক যা পুরাতন মানুষের লজ্জা আবৃত করবে, সেই সীল যা ঈশ্বরের সন্তান বলেই প্রশিক্ষেণর সময় থেকেই অন্তরে রক্ষা করা প্রয়েজন। এটিই 'বিশ্বস্ত হওয়া ও বিশ্বস্ত বলে অভিহিত হওয়া' এর অর্থ (নাজিয়াঞ্জুসের বিশপ গ্রেগরি, উপদেশ ৪০:১৬)।

(২২) ২ করি ৬:২।

(২৩) প্রারম্ভিক ধর্মশিক্ষা ১৯ দ্রঃ। ‘গুপ্ত ধন’ হলো স্বর্গরাজ্যের সেই ধন (মথি ১৩:৪৪ দ্রঃ) যার পূর্বলক্ষণ হলো মণ্ডলীর সেই রহস্যময় বাগান যেখানে ক্রুশ-লাঠি দিয়ে আঘাত করা শৈল (খ্রিষ্ট) থেকে নির্গত জল (গণনা ২০:১১ দ্রঃ) চলাচল করে।

(২৪) সাম ৪৬:১১।

(২৫) এখানে ‘সাধনা’ বলতে অনিষ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও যাকোবের সিঁড়িতে ওঠা বোঝায় (সেসময় তারা মনে করত, যাকোব নামের অর্থই ‘সাধক’)। সাধনার আদর্শ হলেন স্বয়ং খ্রিষ্ট যিনি যত ধর্মীয় ও সাধারণ তত্ত্বের গুরু (এভাগ্রিউস, প্রাক্তিকোস ১), ও ভ্রাতৃপ্রেম ও ধৈর্যের অতুল্য আদর্শ (রো ১:২২-২৪; প্রেরিত ২০:২৪); কেননা তিনি দুর্জনকে বলপ্রয়োগে প্রতিরোধ করেননি (মথি ৫:৩৯) বরং ‘বিদ্রূপ ও কশাঘাত’ এর মধ্য দিয়ে (হিব্রু ১১:৩৬ দ্রঃ) ক্রুশের দিকে এগিয়ে চললেন।

(২৬) মথি ১৮:২৩-৩৫ দ্রঃ।

(২৭) সাম ২৩:১-৪।

(২৮) হিব্রু ২:১৩।

আলোপ্রত্যাশীদের ২য় ধর্মশিক্ষা

- মনপরিবর্তন -

এ ২য় ধর্মশিক্ষায় সাধু সিরিল বিশেষভাবে মনপরিবর্তন বিষয়টা বিস্তরিত ভাবে ব্যাখ্যা করেন। স্বয়ং যিশুই প্রচারকর্মের শুরুতে মনপরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন। দীক্ষাপ্রার্থীদের মনপরিবর্তন একান্ত জরুরী ব্যাপার, যাতে বাপ্তিস্ম সাক্রামেন্ত তাদের আত্মাকে সীলমোহরযুক্ত অর্থাৎ ঈশ্বরের কাছে পবিত্রীকৃত করতে পারে।

ধার্মিককে তার ধর্মিষ্ঠতা, ও দুর্জনকে তার দুষ্কর্ম আরোপ করা হবে; কিন্তু দুর্জন যদি নিজের সাধিত সমস্ত পাপ থেকে ফেরে, ইত্যাদি (১), এজেকিয়েলের এই পাঠের পরে, ‘মনপরিবর্তন ও পাপের ক্ষমা, ও সেই প্রতিদ্বন্দ্বী’ সম্পর্কে, যেরুশালেমে তাৎক্ষণিক ভাবে পরিবেশিত ধর্মশিক্ষা।

১। পাপ ভয়ঙ্কর জিনিস, কিন্তু আরোগ্যের অতীত নয়

পাপ তো ভয়ঙ্কর জিনিস, ও আজ্ঞালঙ্ঘন আত্মার এমন ভীষণ রোগ যা গোপনে তার পেশীতন্ত্র কেটে দিয়ে অনন্ত আগুনের কারণ হয়ে ওঠে, কেননা তা এমন অনিষ্ট যা মানুষের নিজেরই বেছে নেওয়া, যা মানুষের নিজের ইচ্ছার ফল (২)।

আমরা যে নিজেদের সাধীন ইচ্ছায় পাপকর্ম করি, তা নবী এক স্থানে স্পষ্টই বলেন, *অথচ আমি ফলপ্রদ ও একেবারে উৎকৃষ্ট আঙুরলতা করেই তোমাকে পুঁতেছিলাম; তুমি কেমন করে তিক্ত ও জারজ আঙুরলতায় রূপান্তরিত হয়েছ?* (৩)। গাছটা ভালই ছিল, অথচ তার ফল খারাপ; অনিষ্ট স্বাধীন বেছে নেওয়া থেকে উদ্গত: গাছটা যিনি পুঁতেছিলেন তিনি তো নির্দোষী, কিন্তু আঙুরলতাকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হবে যেহেতু ভাল ফল দেবার জন্য পোঁতা হওয়া সত্ত্বেও সেটা নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় অনিষ্টকর ফল দিল।

উপদেশক বলেন, *ঈশ্বর মানুষকে সরল করে গড়েছেন, কিন্তু তারা মোহময় অনেক ধ্যানধারণা সন্ধান করে* (৪)। বাস্তবিকই প্রেরিতদূত বলে চলেন, *কারণ আমরা তাঁরই*

শিল্পকর্ম, সেই সমস্ত মঙ্গলকর কর্মের উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট যা ঈশ্বর আগে থেকে স্থিরীকৃত করেছিলেন যেন আমরা সেই পথে চলি [৫]। তাই স্রষ্টা মঙ্গলময় হওয়াতে মঙ্গলকর কর্মের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু সৃষ্টবস্তু নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় অনিষ্টের দিকে ফিরল। অতএব, আমরা যেমনটা বলেছি, পাপ গুরুতর অনিষ্টকর জিনিস, কিন্তু তা আরোগ্যের অতীত নয়; তারই জন্য গুরুতর যে তা আঁকড়িয়ে ধরে থাকে, কিন্তু মনপরিবর্তন দ্বারা যে পাপকে নিজ থেকে দূর করে দেয়, তার জন্য সেই রোগ সহজে নিরাময়সাধ্য। ধর, একটা মানুষ আগুন হাতে ধরে আছে; যতক্ষণ সে জ্বলন্ত কয়লা ধরে রাখে ততক্ষণ সে নিশ্চয়ই পুড়ে যাবে; কিন্তু সে কয়লা দূর করে দিলেই, যা কয়লা জ্বলন্ত করেছিল, কয়লার সঙ্গে তাও সে দূর করে দেবে। তথাপি কেউ যদি মনে করে পাপ করায় সে পুড়ে যায় না, তাহলে শাস্ত্রে তাকে বলে, *আগুন বুকে তুলে নিলে পোশাক কি পুড়ে যাবে না?* [৬]। হ্যাঁ, পাপ আত্মার পেশীতন্ত্র পুড়িয়ে দেয়।

২। পাপ মানুষের ইচ্ছা থেকে উদ্গত

কিন্তু কেউ না কেউ জিজ্ঞাসা করবে: আসলে পাপ কী? পাপ কি একটা পশু? নাকি একটা দূত বা একটা অপদূত? আমাদের অন্তরে যা সক্রিয় তা কি?

হে মানুষ, পাপ এমন কোন শত্রু নয় যে বাইরে থেকে তোমাকে আক্রমণ করছে, কিন্তু তা অনিষ্টকর একটা আগাছা যা তোমার ভিতর থেকে গজিয়ে উঠছে। *তোমার চোখ দিয়ে সোজা সামনের দিকে তাকাও* [৭], আর কোন লালসা থাকবে না; তুমি তোমারটা নিয়ে তুষ্ট হলে ও পরের জিনিস না কেড়ে নিলে চুরি এমনিই বন্ধ হয়ে যায়।

বিচারের কথা মনে রেখ, তবে লালসা, ব্যভিচার, নরহত্যা ও বাকি সমস্ত অবৈধ কর্ম তোমার উপর জয়ী হবে না। কিন্তু ঈশ্বরের কথা ভুলে গেলেই তুমি সহসা অপকর্মের কথা ভাবতে ও আজ্ঞালঙ্ঘন করতে শুরু করবে।

৩। পাপকর্মে দিয়াবলের সহযোগিতা

অথচ একা তুমিই যে সেই অনিষ্টের সাধক তা নয়; কেননা অনিষ্টকর অন্য একটা উত্তেজকও রয়েছে, তথা সেই দিয়াবল। সে তো সবাইকে লোভ দেখায়, কিন্তু যারা সম্মতি দেয় না, সে তাদের উপর বল প্রয়োগে জয়ী হতে পারে না। সেজন্য উপদেশক

বলেন, *যদি তোমার উপরে ক্ষমতাশালীর উগ্রভাব জন্মে, তবু তুমি তোমার স্থান ছেড়ো না* [৮]। তুমি তোমার দরজা রুদ্ধ করে রাখ, তাকে তোমা থেকে দূরে রাখ, আর সে তোমার ক্ষতি করবে না। কিন্তু তুমি যদি উদাসীন হয়ে লালসার ভাব ঢুকতে দাও, তা নিজের মোহ দ্বারা তোমাতে শিকড় বসিয়ে তোমার মন আটকাবে ও অনিষ্টের গহ্বরে তোমাকে টেনে নেবে।

হয় তো তুমি আমাকে বলবে: আমি তো বিশ্বস্ত, আর আমি প্রায়ই কুকামনায় মগ্ন থাকলেও লালসা আমার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না [৯]। তুমি কি একথা জান না যে, একটা শিকড় অবিরত লেগে থাকলে পাথরকেও ভেঙে দেয়? তুমি সেই বীজ ঢুকতে দিয়ো না, কেননা সেই বীজ তোমার বিশ্বাস একেবারে ছিঁড়ে ফেলবে। বীজটা গজিয়ে উঠবার আগেই অনিষ্ট আমূলে উপড়ে ফেল, পাছে শুরুতে অমনোযোগী হওয়ার ফলে তোমাকে পরবর্তীতে কুড়াল ও আগুনের কথা না ভাবতে হয়। তোমার চোখ ক্ষীণ হওয়া মাত্র অবিলম্বেই তার যত্ন নাও, নইলে অন্ধ হওয়ার পর তোমাকে চিকিৎসকের সন্ধান করতে হবে।

৪। গর্বই শয়তানের পতনের কারণ

দিয়াবলই পাপকর্মের আদি প্রণেতা ও যত অনিষ্টের জনক। এ আমার কথা নয়, প্রভুর নিজেরই কথা, *আদি থেকেই দিয়াবল পাপ করে এসেছে* [১০]; বাস্তবিকই তার আগে কেউই কখনও পাপ করেনি; আর সে যে স্বরূপেই পাপ-প্রবণতার অধিকারী ছিল বিধায় বাধ্য হয়ে পাপ করল এমন নয়, কেননা তেমনটা হলে তবে দোষটা তাঁরই উপরে আরোপণীয় হত যিনি তাকে সেইভাবে গড়েছিলেন; না, সে ভাল হয়ে সৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তার নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় দিয়াবল হল ও তার কর্ম অনুযায়ী নাম ধারণ করল। সে প্রকৃতপক্ষে একটা মহাদূত ছিল, পরে তার পরনিন্দার ফলে দিয়াবল হল [১১]। ঈশ্বরের সৎ সেবাকর্মী হওয়া থেকে তাকে ন্যায়সঙ্গত ভাবেই শয়তান নাম দেওয়া হয়েছে, কেননা শয়তান নামের অর্থই প্রতিদ্বন্দ্বী।

এটি যে আমারই ব্যাখ্যা এমন নয়, তা অনুপ্রাণিত সেই নবী এজেকিয়েলেরই কথা। কেননা দিয়াবল সংক্রান্ত তাঁর বিলাপগান ধরে তিনি বলেন: *তুমি ছিলে পরমসিদ্ধির*

আদর্শ, ছিলে সৌন্দর্যের মুকুট স্বরূপ; তুমি ঈশ্বরের উদ্যানে জন্ম নিয়েছিলে [১২], আর পর পরে তিনি বলে চলেন, *তোমার সৃষ্টিদিন থেকে আচরণে তুমি আদর্শবান ছিলে, যতক্ষণ না তোমার মধ্যে শঠতা দেখা দিল* [১৩]।

তিনি উপযুক্তভাবে বললেন, *তোমার মধ্যে শঠতা দেখা দিল*, কেননা সেই শঠতা বাইরে থেকে আনা হয়নি, কিন্তু তুমি নিজেই অনিষ্ট প্রসব করলে। নবী এর কারণও সাথে সাথে উল্লেখ করে বলেন, *তোমার হৃদয় তোমার কান্তির কারণে গর্বিত হয়েছিল, তোমার পাপের বহুত্বের ফলেই তুমি আঘাতগ্রস্ত হলে আর আমি তোমাকে পৃথিবীতে ফেলে দিলাম* [১৪]। এ বচনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সুসমাচারে প্রভুও বলেন, *আমি শয়তানকে বিদ্যুৎ-ঝলকের মত স্বর্গ থেকে পড়তে দেখলাম* [১৫]। তুমি অবশ্যই নূতন নিয়মের সঙ্গে পুরাতন নিয়মের মিল দেখতে পাচ্ছ।

পতনের সেই দিনে সে-ই সঙ্গে করে বহু দূতকেও টেনে নিল; তার কথা শোনে যারা সে-ই তাদের মধ্যে কুচিন্তা ঢোকায়; তারই কাছ থেকে আসে ব্যভিচার, অশুচিতা ও অনিষ্টকর সমস্ত কিছু। তারই প্ররোচনায় আমাদের আদি পিতা আদম বিচ্যুত হয়েছিলেন, আর সেই যে উদ্যান নিজে থেকে আপনা আপনি অপরূপ ফল ফলাত, সেই উদ্যানের বিনিময়ে তিনি এই ভূমির অধিকারী হলেন যা শেয়ালকাঁটা ফলায়।

৫। পাপের ক্ষমা

কেউ না কেউ বলবে, তবে কি? প্রবঞ্চিত হয়ে আমরা যারা এখন পতিত, তবে আমাদের জন্য কি আর কোন পরিত্রাণ নেই? পতিত এই আমাদের পক্ষে পুনরায় ওঠা কি সম্ভব নয়? অন্ধ এই আমরা কি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে পারব না? খোঁড়া এই আমাদের জন্য কি আর কখনও সোজা হয়ে হাঁটবার কোনও আশা নেই? এক কথায়, মৃত এই আমরা কি পুনরুত্থান করতে পারব না? যে লাজার চার দিন ধরে মৃত ছিলেন ও ইতিমধ্যে তাঁর দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল [১৬], তাঁকে যিনি জাগিয়ে তুলেছিলেন, হে মানুষ, তিনি কি জীবিত এই তোমাকে আরও সহজে জাগিয়ে তুলতে পারবেন না?

যিনি আমাদের জন্য নিজের মূল্যবান রক্ত পাত করেছেন, তিনিই পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করবেন। এসো, ভ্রাতৃগণ, নিরাশ না হই, পাছে আশাহীন পর্যায়ে পতিত হই। মনপরিবর্তন বিষয়ে আশাভ্রষ্ট হওয়া ভয়ঙ্কর ব্যাপার। যে পরিত্রাণের প্রত্যাশা করে

না, সে অগণিত অমঙ্গল সঞ্চয় করে; কিন্তু সুস্থতা সম্বন্ধে যে আশা রাখে, সে যত্ন সহকারে প্রতিকার সন্ধান করে। যে অপকর্মা ক্ষমার উপর নির্ভর করতে পারে না, সে দুষ্কর্ম করে চলে; সে কিন্তু যদি ক্ষমার উপর ভরসা রাখে, তাহলে সে প্রায়ই মনপরিবর্তনের দিকে ছুটে আসে।

যখন সাপও পুরনো চামড়া ত্যাগ করে, তখন আমরা কি পাপ ত্যাগ করব না? কাঁটা-ঝোপে ভরা মাঠও যখন সুন্দরভাবে চাষ করা হয় তখন ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে; তাই আমাদের জন্য পরিত্রাণ কি পুনরুদ্ধারের অতীত? না, আমাদের স্বরূপ পরিত্রাণ পেতে সক্ষম; কিন্তু এর জন্য ইচ্ছা-শক্তিই একান্ত দরকার।

৬। প্রভু মানবপ্রেমিক

প্রভু মানবপ্রেমিক, আর প্রেম করায় তিনি কৃপণ নন। তাই তুমি একথা বলো না: আমি উচ্ছৃঙ্খল ও ব্যভিচারী হয়েছি, আমি কুকর্ম করেছি, একবার শুধু নয়, বহুবারই পাপ করেছি; তিনি কি আমাকে ক্ষমা মঞ্জুর করবেন? এমন কি হতে পারে, তিনি আমার সমস্ত অপকর্ম ভুলে যাবেন? একটু শোন সামসঙ্গীতের রচয়িতা কী বলেন, *হে প্রভু, কতই না মহান তোমার মঙ্গলময়তা* (১৭)। তোমার পাপরাশি ঈশ্বরের দয়ার বদান্যতা অতিক্রম করে না, তোমার ঘাও সর্বোত্তম চিকিৎসকের নৈপুণ্য অতিক্রম করে না। তুমি কেবল বিশ্বাসের সঙ্গে নিজেকে সঁপে দাও, চিকিৎসকের কাছে নিজের রোগ ব্যক্ত কর; দাউদের সঙ্গে তুমিও বল, *আমি বলেছি: প্রভুর কাছে আমার যত অন্যায় স্বীকার করব*, তবে তোমার বেলায়ও পরবর্তী বাণী প্রযোজ্য হবে, *তখনই তুমি আমার হৃদয়ের অধর্ম মোচন করলে* (১৮)।

৭। আদম ও কাইনের পাপ ঈশ্বর ক্ষমা করেছিলেন

তুমি যে সম্প্রতি মাত্রই ধর্মশিক্ষায় যোগ দিয়েছ, সেই তুমি কি ঈশ্বরের মানবতা দেখতে ইচ্ছা কর? তুমি কি ঈশ্বরের করুণা ও তাঁর অসীম সহিষ্ণুতা দেখতে ইচ্ছা কর? তাহলে শোন আদমের বেলায় কী ঘটেছে। তিনি ছিলেন ঈশ্বরের প্রথম সৃষ্ট মানুষ, কিন্তু তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করলেন: ঈশ্বর সেই মুহূর্তেই কি তাঁকে হত্যা করতে পারতেন না? তুমি কিন্তু দেখ, যিনি মানুষকে অধিক ভালবাসেন সেই প্রভু কী করলেন: তাঁকে

পরমদেশ থেকে বের করে দিয়ে বাইরে রাখলেন, যেন যেখান থেকে পতিত হয়েছিলেন ও যে পর্যায় থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তা দে'খে তিনি মনপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পুনরায় পরিত্রাণ পেতে পারেন। প্রসব করা প্রথম মানুষ সেই কাইন হয়েছিল ভ্রাতৃঘাতক, সমস্ত অপকর্মের প্রণেতা, হত্যাকাণ্ডের প্রথম সাধক ও প্রথম ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি। অথচ নিজের ভাইকে খুন করার পর সে কেমন দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল? *তুমি পৃথিবী জুড়ে ক্রন্দন করবে ও কাঁপতে থাকবে* (১৯)। পাপ গুরুতর, দণ্ড লঘুভার।

৮। জলপ্লাবন

এই তো সত্যিকারে ঈশ্বরের দয়া; অথচ পরবর্তীকালের যত উপকারের তুলনায় তা তখনও ছিল ক্ষুদ্র।

একটু স্মরণ কর নোয়ার সময়ে কী ঘটেছে। সেই মহাবীরেরা পাপ করেছিল, ও শঠতা পৃথিবী জুড়ে অধিক ছড়িয়ে পড়েছিল, যার ফলে সেই জলপ্লাবন হল যা বিষয়ে ঈশ্বর পাঁচশ' বছর আগে থেকেই দেবেন বলে হুমকি দিয়েছিলেন (২০)। কিন্তু ছ'শতম বর্ষের শুরুতেই তিনি পৃথিবীর উপরে জলপ্লাবন ডেকে এনেছিলেন। তুমি কি ঈশ্বরের সেই মঙ্গলময়তা দেখতে পাচ্ছ যা একশ' বর্ষকাল ধরে প্রসারিত? একশ' বছর পরে যা করেছিলেন, তিনি কি তা সঙ্গে সঙ্গে করতে পারতেন না? অবশ্যই পারতেন, তিনি কিন্তু ইচ্ছা করেই সময় স্থগিত করলেন, মানুষ যেন মনপরিবর্তন করতে পারে। তবে তুমি কি ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা দেখতে পাচ্ছ? অনুতাপ করলে সেই কালের মানুষ ঈশ্বরের দয়া থেকে বঞ্চিত হত না।

৯। সেই বেশ্যা রাহাব

এখন এসো, আমরা সেই অন্যান্যদের কথাও ধরি যারা মনপরিবর্তনের মাধ্যমে পরিত্রাণ পেয়েছিল।

হে নারী শ্রোতা, হয় তো তোমাদের মধ্যে কেউ না কেউ বলবে, আমি উচ্ছৃঙ্খল হয়েছি ও ব্যভিচার করেছি, আমি যত প্রকার লালসায় আমার দেহ কলুষিত করেছি: তবে আমার জন্যও কি পরিত্রাণ আছে? হে নারী, রাহাবের দিকে চোখ ফেরাও, আর তুমিও পরিত্রাণ প্রত্যাশা কর। কেননা যিনি প্রকাশ্যে ও অবাধে বেশ্যাচার করতেন, তিনি

যখন মনপরিবর্তন দ্বারাই পরিত্রাণ পেয়েছিলেন, তখন যে নারী অনুগ্রহ পাবার আগে কোন এক সময় উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে পতিতা হয়েছে, মনপরিবর্তন ও উপবাস দ্বারা তারও কি পরিত্রাণ হবে না? একটু দেখ কিভাবে সেই রাহাব পরিত্রাণ পেয়েছিলেন; তিনি শুধু একথা বলেছিলেন, *কারণ তোমাদের ঈশ্বর যিনি, স্বর্গে ও মর্তে তিনিই ঈশ্বর* (২১)। নিজের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের জন্য তিনি তো 'আমার ঈশ্বর' বলতে সাহস করেননি। আর তিনি যে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন, তুমি যদি এবিষয়ে শাস্ত্রের কোন সাক্ষ্য পেতে উচ্ছা কর, তাহলে তুমি তা সামসঙ্গীতেই পেতে পার: *যারা আমাকে জানে, তাদের মধ্যে রাহাব ও বাবিলনের কথা উল্লেখ করব* (২২)। আহা, ঈশ্বরের কেমন মহা মঙ্গলময়তা, যার জন্য শাস্ত্রেও বেশ্যাদের কথা উল্লিখিত। শাস্ত্র তো কেবল 'রাহাব ও বাবিলনের কথা উল্লেখ করব' বলতে পারত, অথচ 'যারা আমাকে জানে' একথাও যোগ দিল। সুতরাং, পুরুষদের জন্য যেমন, নারীদের জন্যও তেমনি পরিত্রাণ রয়েছে, যা মনপরিবর্তনের দ্বারা নিবেদিত।

১০। আরোন

এমনকি, গোটা জনগণও পাপ করলে তা ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা অতিক্রম করে না। সেই জনগণ একটা বাছুর গড়েছিল, অথচ ঈশ্বর নিজের মঙ্গলময়তা দেখানোতে ক্ষান্ত হননি। মানুষ ঈশ্বরকে অস্বীকার করেছিল, কিন্তু ঈশ্বর নিজেকে অস্বীকার করেননি (২৩)। তারা বলেছিল, *ইস্রায়েল, এ-ই তোমার ঈশ্বর* (২৪); তথাপি ঈশ্বর নিজের স্বভাবের খাতিরে হলেন ইস্রায়েলের ত্রাণকর্তা।

আর শুধু সেই জনগণ নয়, মহাযাজক সেই আরোনও পাপ করেছিলেন। কেননা মোশি নিজেই একথা বলেন, *আরোনের উপরেও প্রভুর ক্রোধ জ্বলে উঠেছিল*; তিনি বলে চলেন, *আর আমি তাঁর জন্য প্রার্থনা করলাম এবং ঈশ্বর তাঁকে ক্ষমা করলেন* (২৫)। তাই, যখন মোশি পাপী মহাযাজকের হয়ে মিনতি জানালে ঈশ্বরকে নত করলেন, তখন সেই একমাত্র জনিত পুত্র যিশু আমাদের হয়ে প্রার্থনা করলে তিনি কি ঈশ্বরকে প্রশমিত করবেন না? আর আরোনের অপরাধের কারণে তিনি যখন তাঁকে মহাযাজকত্ব বরণ করা থেকে বঞ্চিত করেননি, তখন বিধর্মীদের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা এই তোমাকে তিনি

কি পরিত্রাণে প্রবেশের ব্যাপারে বাধা দেবেন? হে মানুষ, তুমি সেইমত মনপরিবর্তন কর, আর তুমিও অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হবে না। এখন থেকে নিজের জীবনধারণ অনিন্দনীয় কর, কেননা ঈশ্বর সত্যিই মানুষকে ভালবাসেন, আর কোন মানুষ তাঁর সেই মঙ্গলময়তার একটা অংশ মাত্রও ঘোষণা করতে আদৌ সক্ষম নয়। না, সকল মানুষের জিহ্বা মিলেও তাঁর মঙ্গলময়তা সম্পর্কে যথেষ্ট কিছু ঘোষণা করতে অক্ষম। কেননা মানুষের প্রতি ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা সম্পর্কে যা লেখা আছে, আমরা কেবল তার কোন একটা অংশ মাত্রই বলি, কিন্তু তিনি যে দূতদের ক্ষমা করেছিলেন সেবিষয়ে আমরা কিছুই জানি না; কেননা তিনি তাঁদেরও ক্ষমা করেন যেহেতু পাপছাড়া বলতে একজনমাত্রই রয়েছেন, তিনি সেই যিশু যিনি আমাদের পাপ মুছিয়ে দিন। দূতদের সম্পর্কে এ শিক্ষা যথেষ্ট।

১১। **দাউদ** (২ শামু ১১-১২)

তুমি ইচ্ছা করলে, তবে আমি এবিষয়ে তোমার জন্য অতিরিক্ত কয়েকটা উদাহরণ উপস্থাপন করব। সেই ধন্য দাউদের কাছে এগিয়ে এসো, মনপরিবর্তনের সেই সুখ্যাত দৃষ্টান্ত ধর।

সেই মহান ব্যক্তি পাপ করেছিলেন। ঘুম থেকে উঠে তিনি সন্ধ্যাবেলায় বাড়ির ছাদে হাঁটতে হাঁটতে অসতর্কতার সঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এর মানবীয় ফলের অভিজ্ঞতা করেছিলেন। তাতে সায় দিয়ে তিনি পাপ করে ফেলেছিলেন [২৬], কিন্তু নিজের অপরাধ স্বীকার সম্পর্কে তাঁর যে সরলতা, তা সেইসঙ্গে মরেনি। সেই নবী নাথান এসেছিলেন যিনি সাথে সাথে তাঁকে ভর্ৎসনা করলেন ও তাঁর ঘা নিরাময় করলেন। তিনি বলেছিলেন, *আপনার পাপের জন্য প্রভু ক্রুদ্ধ হয়েছেন* [২৭]; তেমন কথাই রাজার কাছে বললেন এক প্রজা! বেগুনি রঙের কাপড়ে পরিবৃত হয়েও রাজা তাতে মনক্ষুণ্ণ হননি, কেননা বক্তাকে দেখে তিনি ঈশ্বরের প্রেরিতজনকেই দেখছিলেন। চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা সৈন্যদের কারণেও তিনি লজ্জায় অন্ধ হননি, কেননা তিনি প্রভুর দূতবাহিনীর কথা ভাবছিলেন, এবং *অদৃশ্যমান যিনি, ঠিক যেন তাঁকেই দেখতে পাচ্ছিলেন* [২৮] বলে কাঁপছিলেন। তাই নাথান দূতকে, এমনকি তাঁকে যিনি প্রেরণ করেছিলেন, সেই ঈশ্বরকেই উদ্দেশ করে

তিনি উত্তরে বলেছিলেন, *আমি প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছি* (২৯)। রাজার বিনম্রতা লক্ষ কর, তাঁর পাপস্বীকার লক্ষ কর। কেননা তাঁকে কি কারও দ্বারা দোষী বলে সাব্যস্ত করা হয়েছিল? সেই ব্যাপারে কি বহুজন অবগত ছিল? না, তিনি যেইমাত্র পাপ করে ফেলেছিলেন নবী সাথে সাথে অভিযোক্তা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন; যিনি অপরাধ করেছিলেন তিনি পাপ স্বীকার করেছিলেন। আর যেহেতু তিনি সরল মনে নিজের পাপ স্বীকার করেছিলেন, সেজন্য সহসা আরোগ্য লাভ করেছিলেন। কেননা হুমকি উচ্চারণ করেছিলেন যিনি, সেই নবী নাথান সাথে সাথে বলেছিলেন, *প্রভুও আপনার পাপ সরিয়ে দিয়েছেন* (৩০)।

মানুষকে ভালবাসেন যিনি, সেই ঈশ্বরের দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ কর। তথাপি শোন তিনি যে কী বলেছিলেন, *আপনি ঈশ্বরের শত্রুদের খুবই উত্তেজিত করেছেন* (৩১); অর্থাৎ তিনি কেমন যেন বলছিলেন, আপনার ধর্মময়তার কারণে যদিও আপনার বহু শত্রু ছিল, তবু আপনার আত্মসংযম আপনাকে রক্ষা করছিল; কিন্তু এখন যে আপনি আপনার সবচেয়ে প্রতাপশালী অস্ত্র সঁপে দিয়েছেন, আপনার বিরুদ্ধে উঠতে উদ্যত যারা, এখন থেকে সেই শত্রুরা আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে প্রস্তুত।

নবী এইভাবেই দাউদকে আশ্বাস দিয়েছিলেন।

১২। **দাউদের মনপরিবর্তন** (২ শামু ১২)

তাই সেই ধন্য রাজা দাউদ, 'প্রভু আপনার পাপ সরিয়ে দিয়েছেন' বাণী শুনেও মনপরিবর্তন করা থেকে বিরত হননি: বেগুনি রঙের কাপড়ের স্থানে চটের কাপড় পরলেন ও সোনার সিংহাসনের বদলে রাজা হয়েও মাটিতে ছাইয়ের উপর বসলেন; এমনকি, কেবল ছাইয়ের উপরে বসেননি, তিনি খাবারেও ছাই দিলেন যেইভাবে নিজে বললেন, *আমি এখন খাদ্যরূপে ছাই খাই* (৩২)। তাঁর লালসাপূর্ণ চোখ তিনি এই বলে অশ্রুজলে গলিয়ে দিলেন, *ক্রন্দনে শ্রান্ত হয়ে আমি প্রতি রাতে বিছানা প্লাবিত করব, শয্যা অশ্রুসিক্ত করব* (৩৩)। জনপ্রধানেরা তাঁকে রুটি খেতে অনুনয় করলে তিনি শুনতেন না। তিনি পুরো সাত দিন ধরে নিজের উপবাস প্রসারিত করলেন।

যখন একজন রাজা এভাবে নিজের পাপ স্বীকার করছিলেন, তখন সাধারণ মানুষ যে তুমি, তোমার পক্ষেও কি পাপ স্বীকার করা উচিত নয়? আব্‌শালোমের বিদ্রোহের পরেও, দাউদের জন্য পালাবার বহু পথ থাকলেও তিনি জৈতুন পর্বতের (৩৪) মধ্য দিয়ে যে পথ, পালিয়ে যাবার জন্য সেই পথ বেছে নিলেন, কেমন যেন তিনি মনে মনে সেই মুক্তিসাধককে আহ্বান করছিলেন যিনি একদিন সেখান থেকেই স্বর্গে আরোহণ করবেন। আর যখন সিমেই তাঁর প্রতি তিক্ত অভিশাপ উচ্চারণ করছিল (৩৫), তখন তিনি বলেছিলেন, 'ওকে যেতে দাও', কেননা তিনি জানতেন যে, যে কেউ ক্ষমা করে, তাকেও ক্ষমা করা হবে।

১৩। শলোমন ও আহাব

তুমি কি দেখতে পাচ্ছ যে, পাপ স্বীকার করা ভাল? এও দেখতে পাচ্ছ যে, মনপরিবর্তন করে যারা তাদের জন্য পরিত্রাণ আছে? শলোমনেরও পতন হয়েছিল, কিন্তু তিনি নিজে বলেছিলেন, *পরে আমি মনপরিবর্তন করলাম* (৩৬) সামারিয়ার রাজা আহাবও অধিক দুষ্ট এক প্রতিমাপূজক, নিতান্ত খারাপ মানুষ, নবীদের খুনী (৩৭), ভক্তিবিরোধী ব্যক্তি, পরের মাঠ ও আঙুরখেতের লোভী মানুষ হয়েছিলেন। কিন্তু যেসাবেলের মধ্য দিয়ে যখন তিনি নাবোথকে বধ করালেন ও নবী এলিয় এসে তাঁকে কেবল হুমকিই দিয়েছিলেন, তখন তিনি নিজের পোশাক ছিঁড়ে চটের কাপড় পরেছিলেন। আর ক্ষমাশীল ঈশ্বর এলিয়কে কি বলেছিলেন? *তুমি কি দেখতে পেয়েছ, আহাব আমার সামনে কেমন করে নিজের মন অবনমিত করেছে?* তিনি কেমন যেন নবীর উগ্র আগ্রহ প্রশমিত করে তাঁকে অনুতপ্ত মানুষের প্রতি সমবেদনা দেখাতে বলছেন। কেননা তিনি বললেন, *আমি তার জীবনকালে অমঙ্গল ঘটাব না* (৩৮)। আর তেমন ক্ষমাদানের পরে যদিও তিনি অনিষ্টের পথ ছাড়েননি, তবু ঈশ্বর তাঁর পাপ ক্ষমা করেছিলেন: তিনি যে ভবিষ্যতের কথা জানতেন না তা নয়, বরং তিনি বর্তমান অনুতাপ অনুযায়ী ক্ষমাই মঞ্জুর করেছিলেন। কেননা এক একজনের আচরণ অনুযায়ী রায় উচ্চারণ করা-ই ন্যায়বান বিচারকের কর্তব্য।

১৪। যেরবোয়াম ও মানাশে

আর একটা উদাহরণ। যেরবোয়াম বেদির সামনে প্রতিমার কাছে বলি উৎসর্গ করছিলেন: তাঁর হাত শুষ্ক হয়ে গেছিল কারণ যে নবী তাঁকে ভর্ৎসনা করেছিলেন তিনি তাঁকে ধরার জন্য আজ্ঞা করেছিলেন; কিন্তু অভিজ্ঞতার ফলে তাঁর সামনের মানুষের প্রভাব অবগত ছিলেন বিধায় তিনি বলেছিলেন, *আপনার ঈশ্বরের শ্রীমুখ প্রসন্ন করুন* (৩৯); আর একথা বলার ফলে তাঁর হাত তাঁকে আবার ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যখন নবী যেরবোয়ামকে নিরাময় করেছিলেন, তখন সেই খ্রিষ্ট কি তোমাকে নিরাময় করে তোমার পাপ থেকে তোমাকে মুক্ত করতে পারবেন না? মানাশেও নিতান্ত খারাপ মানুষ ছিলেন, তিনি তো ইশাইয়াকে করাত দিয়ে কাটিয়ে দিয়েছিলেন (৪০), সব ধরনের প্রতিমাপূজায় নিজেকে কলুষিত করেছিলেন ও যেরুশালেমকে নির্দোষীদের রক্তে প্লাবিত করেছিলেন (৪১), কিন্তু বাবিলনে তাঁকে বন্দি অবস্থায় আনা হলে তিনি নিজের অমঙ্গলের অভিজ্ঞতাকে মনপরিবর্তনের নিরাময়কারী ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। কেননা শাস্ত্রে বলে যে, *মানাশে প্রভুর সম্মুখে নিজেকে খুবই অবনমিত করলেন; তিনি তাঁর কাছে তেমন প্রার্থনা করলে প্রভু তাঁর মিনতি শুনে তাঁকে তাঁর রাজ্যে ফিরিয়ে আনলেন* (৪২)। যিনি একসময় সেই নবীকে করাত দিয়ে কাটিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি যখন মনপরিবর্তন করায় পরিত্রাণ পেয়েছিলেন, তখন তুমি যে তেমন গুরুতর অপকর্মের সাধক নও, সেই তুমি কি পরিত্রাণ পাবে না?

১৫। হেজেকিয়া

সাবধান, পাছে তুমি মনপরিবর্তনের প্রভাব অকারণে অবিশ্বাস কর। তুমি কি জানতে চাও মনপরিবর্তন কেমন প্রভাবশালী? তুমি কি জানতে চাও পরিত্রাণের এই অস্ত্র কেমন শক্তিশালী? তুমি কি পাপস্বীকারের শক্তি সম্পর্কে শিখতে চাও? পাপস্বীকারের মাধ্যমে হেজেকিয়া এক লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার শত্রুকে পালাতে বাধ্য করেছিলেন (৪৩)। এটা এক মহাকর্ম বটে, কিন্তু যা এখনও বলার বাকি রয়েছে, তার তুলনায় সেই কর্ম আসলে ক্ষুদ্রই ব্যাপার; সেই একই ব্যক্তি মনপরিবর্তনের মাধ্যমে এমন ঐশ্বরিক রায় ফিরিয়ে এনেছিলেন যা ইতিমধ্যে কার্যকর হচ্ছিল। কেননা যখন তিনি অশুস্থ হয়ে পড়েছিলেন,

তখন ইশাইয়া তাঁকে বলেছিলেন: *তুমি তোমার বাড়ির সবকিছুর সুব্যবস্থা করে ফেল, কারণ তোমার মৃত্যু হবে, তুমি বাঁচবে না* (৪৪)। যখন নবী বলেছিলেন ‘তোমার মৃত্যু হবে’, তখন আর কী প্রত্যাশা ছিল? সুস্থতার আর কেমন আশা ছিল? অথচ হেজেকিয়া মনপরিবর্তন করায় ক্ষান্ত না হয়ে বরং *যখন তুমি মন ফিরিয়ে বিলাপ করবে তখন পরিত্রাণ পাবে* (৪৫) শাস্ত্রের একথা স্মরণ করে তিনি দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়েছিলেন, ও শয্যা থেকে স্বর্গের দিকে মন উত্তোলন করে (কেননা ভক্তি ভরে উত্তোলিত প্রার্থনার জন্য পুরু একটা দেওয়ালও বাধা দিতে পারে না) তিনি বলেছিলেন, *প্রভু, আমার কথা মনে রেখ* (৪৬), কেননা আমার আরোগ্যলাভের জন্য এটি যথেষ্ট যে, তুমি আমাকে স্মরণ করবে। তুমি সময়ের বশীভূত নও, তুমি নিজেই বরং জীবন-বিধানের নিয়ন্তা; কেননা অনেকে যেমনটা নির্বোধের মত বলে থাকে, আমাদের জীবন আমাদের জন্মলগ্নের উপর নির্ভর করে না, তারা-নক্ষত্রের কক্ষরাশির উপরেও নয়, বরং জীবন ও জীবনের আয়ু তোমার উপরেই নির্ভরশীল; তোমার ইচ্ছা মত তুমিই নিজেই বিধানকর্তা।

আর নবীর বাণীর কারণে যাঁর বাঁচবার আর কোন আশা ছিল না, তাঁর আয়ুতে পনেরো বছন যোগ করা হয়েছিল, এবং চিহ্ন হিসাবে সূর্য নিজ কক্ষপথে পিছিয়ে গেছিল। তাই হেজেকিয়ার খাতিরে সূর্য পিছিয়ে গেছিল (৪৭), কিন্তু খ্রিষ্টের জন্য সূর্যগ্রহণই হয়েছিল; সূর্য পিছিয়ে না যাওয়ায় বরং সূর্যগ্রহণ হওয়ায় সেই দু’জনের অর্থাৎ হেজেকিয়া ও যিশুরই মধ্যকার পার্থক্য প্রকাশ পায়। যখন হেজেকিয়া ঈশ্বরের একটা রায় বাতিল করতে পেরেছিলেন, তখন যিশু কি পাপের ক্ষমা করতে সক্ষম হবেন না? ফেরো ও বিলাপ কর; দরজা বন্ধ কর ও প্রার্থনা কর যেন তোমার পাপ মোচন করা হয় যাতে করে ঈশ্বর তোমা থেকে সেই জ্বলন্ত শিখা দূর করে দেন। কেননা পাপস্বীকার আগুনও নিভাবার ক্ষমতা রাখে, এমন ক্ষমতা যা সিংহদেরও শান্তশিষ্ট করে।

১৬। অগ্নিকুণ্ডে সেই হানানিয়া

আর তুমি এখনও অবিশ্বাস করলে, তবে সেই সমস্ত কিছু স্মরণ কর যা হানানিয়া ও তাঁর সঙ্গীদের বেলায় ঘটেছিল। কোন্ জলস্রোত তাঁরা নির্গত করেছিলেন? ঊনপঞ্চাশ হাত ঊর্ধ্বগামী অগ্নিশিখা নিভাবার জন্য কতগুলো জলের বালতি যথেষ্ট হয়েছিল? কিন্তু

যেখানে অগ্নিশিখাটা একটু একটু করে প্রসারিত হচ্ছিল সেখানে ছিল সেই বিশ্বাস যা নদীর মত নির্গত হচ্ছিল; আর সেখানে অমঙ্গলের বিরুদ্ধে প্রতিকার স্বরূপ তাঁরা বলতে থাকতেন, *হে প্রভু, আমাদের জন্য তুমি যা কিছু করেছ, তাতে তুমি ন্যায়শীল, কেননা আমরা পাপ করেছি ও তোমার বিধান লঙ্ঘন করেছি* (৪৮)। আর তাঁদের মনপরিবর্তন অগ্নিশিখা প্রশমিত করেছিল।

তুমি যদি না বিশ্বাস কর যে মনপরিবর্তন জাহান্নামের আগুন নিভিয়ে দিতে পারে, তাহলে হানানিয়াসের বেলায় যা ঘটেছিল তা থেকে শিখে নাও। কিন্তু শ্রোতাদের মধ্যে সূক্ষ্ম বুদ্ধির কোন একজন এবিষয়ে বলবে, সেসময় ঈশ্বর ন্যায়বিচার মতেই সেই লোকদের বাঁচিয়েছিলেন: তাঁরা প্রতিমাপূজা করতে অস্বীকার করেছিলেন বিধায়ই ঈশ্বর তাঁদের কাছে সেই অধিকার মঞ্জুর করেছিলেন। আর যেহেতু প্রকৃতপক্ষে কথাটা সত্য, সেজন্য আমি মনপরিবর্তন সংক্রান্ত অন্য ধরনের উদাহরণ নিয়ে ফিরে আসব।

১৭। নেবুখাদ্নেজার

সেই নেবুখাদ্নেজার সম্পর্কে তোমার ধারণা কী? শাস্ত্র থেকে তুমি কি একথা শোননি যে তিনি স্বভাবে ছিলেন রক্তলোভী, হিংস্র ও সিংহমনা মানুষ? তুমি কি একথা শোননি যে তিনি রাজাদের হাড় তাদের কবর থেকে বের করে আকাশে বাতাসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন? তুমি কি একথা শোননি যে তিনি মানুষকে বন্দি অবস্থায় কেড়ে নিতেন? তুমি কি একথা শোননি যে তিনি রাজাকে তাঁর আপন ছেলেদের গলা কাটানো দৃশ্যটা দেখাবার পর সেই রাজার চোখ উপড়ে ফেলেছিলেন? (৪৯)। তুমি কি একথা শোননি যে তিনি খেরুবদের টুকরো টুকরো করে ফেলেছিলেন? আমি সেই খেরুবদের কথা বলছি না যা কেবল মনে দৃশ্যমান। হে মানুষ, তেমন চিন্তা মন থেকে দূর করে দাও! আমি সেই খেরুবমূর্তিগুলোরই কথা বলছি; তিনি সেই প্রায়শ্চিত্তাসনও ভেঙে ফেলেছিলেন যার মধ্য থেকে ঈশ্বর নিজের কণ্ঠ শোনাতেন। তিনি পরমপবিত্রতার সেই পরদা পায়ে মাড়িয়ে দিয়েছিলেন, ধূপবেদি তুলে একটা দেবমন্দিরে নিয়ে গিয়েছিলেন (৫০): যা কিছু অর্পণ করা হয়েছিল তা তিনি কলুষিত করেছিলেন, মন্দিরকে আমূলে ভূমিসাৎ করেছিলেন। রাজাদের বধ করার জন্য, পবিত্রধাম পুড়িয়ে দেবার জন্য, জনগণকে বন্দি

অবস্থায় কেড়ে নেওয়ার জন্য, পবিত্র দ্রব্যাদি দেবালয়েতে রাখার জন্য তিনি কেমন গুরুতর শাস্তির পাত্র হয়েছিলেন? এসমস্ত কিছুর জন্য তিনি কি দশ হাজার বার মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য ছিলেন না?

১৮। **নেবুখাদ্নেজার** (দ্বিতীয় পর্ব)

তাঁর অপকর্ম যে কেমন গুরুতর তা তুমি দেখতে পেয়েছ; এখন ঈশ্বরের করুণার কথার দিকে মন ফেরাও। তিনি একটা বন্যজন্তু হয়ে গেছিলেন, মরুপ্রান্তরে বসবাস করছিলেন, পরিত্রাণ পাবার লক্ষ্যে তাঁকে কশা দেওয়া হচ্ছিল। তাঁর সিংহের মত থাবা ছিল, কেননা তিনি পবিত্রধাম লুটপাট করেছিলেন। তাঁর লোম হয়ে গেছিল সিংহের লোমের মত, কেননা তিনি ছিলেন এমন সিংহ যা ছিনিয়ে নেয় ও গর্জন করে। তিনি বলদের মত ঘাস খেতেন, কেননা যিনি তাঁকে রাজ্য দিয়েছিলেন তাঁকে না জানার ফলে তিনি নিজেই ছিলেন একটা হিংস্র পশু। তাঁর দেহ শিশিরে ভিজা ছিল, কেননা শিশিরে নিভিয়ে যাওয়া আগুন দেখা সত্ত্বেও তিনি বিশ্বাস করেননি। আর তারপর কী ঘটেছিল? তিনি নিজে বলেন, *এসমস্ত কিছুর পর আমি, নেবুখাদ্নেজার, স্বর্গের দিকে চোখ তুললাম ও পরাৎপরকে ধন্যবাদ জানালাম ও সেই চিরজীবনময়ের প্রশংসা ও গৌরবকীর্তন করলাম* (৫১)। অতএব, তিনি যখন পরাৎপরকে জেনে নিলেন ও কৃতজ্ঞচিত্তে ঈশ্বরের কাছে কণ্ঠ উত্তোলন করলেন, যখন তাঁর কৃত কর্মের জন্য অনুতাপ করলেন ও নিজের নির্বুদ্ধিতা স্বীকার করলেন, তখন ঈশ্বর তাঁকে রাজ-মর্যাদা ফিরিয়ে দিলেন।

১৯। **পিতর**

তবে এখন ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায়? সেই যে নেবুখাদ্নেজার তত অপকর্ম করার পর নিজের পাপ স্বীকার করেছিলেন, ঈশ্বর যখন তাঁকে ক্ষমা ও রাজ্য প্রদান করেছিলেন, তখন তুমি মনপরিবর্তন করার পর যোগ্য জীবনযাপন করলে তিনি কি পাপের ক্ষমা ও স্বর্গরাজ্য মঞ্জুর করবেন না? প্রভু দয়াবান, ও ক্ষমাদানে তৎপর, কিন্তু শাস্তিদানে ধীর। তাই কোনও মানুষ যেন নিজের পরিত্রাণ সম্পর্কে আশাভ্রষ্ট না হয়। প্রেরিতদূতদের প্রধান ও উৎকৃষ্ট সেই পিতর একটি সামান্য দাসীর সামনে দু দু'বার অস্বীকার করেছিলেন, কিন্তু মনপরিবর্তনের ফলে মনের তিক্ততায় কেঁদে ফেলেছিলেন। যে চোখের

জল ফেলে সে মনের পরিবর্তন দেখায়, আর সেজন্য পিতর নিজের অস্বীকারোক্তির জন্য ক্ষমা পেয়েছিলেন শুধু নয়, তিনি প্রৈরিতিক মর্যাদাও নিজের জন্য বৈধ বলে রক্ষা করেছিলেন।

২০। রাজ্য সকলেরই জন্য

ভাইবোনেরা, যে পাপীরা মনপরিবর্তন করে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন তাদের সম্পর্কে বহু উদাহরণ পাবার পর, এসো, তোমরাও আগ্রহের সঙ্গে প্রভুর কাছে অতীতকালের পাপকর্ম স্বীকার কর যেন সেই পাপক্ষমা পেতে পার ও স্বর্গীয় দানের যোগ্য বলে পরিগণিত হয়ে উঠে সকল পবিত্রজনদের সঙ্গে স্বর্গীয় রাজ্যের উত্তরাধিকারী হতে পার, সেই খ্রিষ্ট যিশুতে, যাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

---

(১) এজে ১৮:২০-২৩।

(২) ভ্রান্তমতপন্থীরা বলত, মানুষের কর্মকাণ্ডের ফল শুভ বা অশুভ লগ্ন, গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথ ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। অপর দিকে খ্রিষ্টবিশ্বাস ঘোষণা করে, মানুষের পাপ প্রতিটি মানুষের বেছে নেওয়ার স্বাধীনতার উপর নির্ভর করে; বাহ্যিক সমস্ত কিছু (যেমন নিয়তি, ভাগ্য, দৈব, 'কপাল', ইত্যাদি বিষয়) হলো মানুষের কল্পনায় গড়া কুসংস্কার।

(৩) যেরে ২:২১।

(৪) উপ ৭:২৯।

(৫) এফে ২:১০।

(৬) প্রবচন ৬:২৭।

(৭) প্রবচন ৪:২৫।

(৮) উপ ১০:৪।

(৯) গর্ব (সিরা ১০:১২-১৮ দ্রঃ), রিপু ও কামনা-বাসনার আকর্ষণ (প্রজ্ঞা ৪:১২ দ্রঃ) ও সেই অর্থলালসা যা মানুষকে বিশ্বাস থেকে পথভ্রষ্ট করে (১ তি ৬:১০ দ্রঃ), এ তিনটে বিষয়ই ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নষ্ট করে।

(১০) ১ যোহন ৩:৮।

(১১) ধর্মশিক্ষা ৮:৪ ও ১৬:১৫ এবিষয়ে যথেষ্ট কথা বলে। যে দিয়াবল স্বর্গদূত বাহিনীর প্রধান মহাদূত ছিল, বিদ্রোহ করার পর সে হলো অপদূতেদর প্রধান, খ্রিষ্টবৈরী, শত্রু ও মানুষের অভিযোক্তা (গ্রীক শব্দ দিয়াবল ও হিব্রু শব্দ শয়তান একই অর্থ বহন করে তথা অভিযোক্তা)।

(১২) এজে ২৮:১২।

(১৩) এজে ২৮:১৫।

(১৪) এজে ২৮:১৭।

(১৫) লুক ১০:১৮।

(১৬) যোহন ১১:৩৯ দ্রঃ।

(১৭) সাম ৩১:২০।

(১৮) সাম ৩২:৫।

(১৯) আদি ৪:১২।

(২০) আদি ৬:১৩ দ্রঃ।

(২১) যোশুয়া ২:১১।

(২২) সাম ৮৭:৪।

(২৩) ২ তি ২:১৩ দ্রঃ।

(২৪) যাত্রা ৩২:৪।

(২৫) দ্বিঃবিঃ ৯:২০।

(২৬) ২ শামু ১১:২ … ।

(২৭) ২ সাম ১২:১ … ।

(২৮) হিব্রু ১১:২৭।

(২৯) ২ শামু ১২:১৩।

(৩০) ২ শামু ১২:১৩ দ্রঃ।

(৩১) ২ শামু ১২:১৪ দ্রঃ।

(৩২) সাম ১০২:১০।

(৩৩) সাম ৬:৭।

(৩৪) ২ শামু ১৫:২৩ দ্রঃ। আব্‌শালোম থেকে পালাবার সময়ে দাউদ যেরুশালেম ও জৈতুন পর্বতের মধ্যবর্তী কিদ্রোন উপত্যকা পার হয়েছিলেন; এক হাজার বছর পর (যন্ত্রণাভোগের সন্ধ্যাবেলায়) যিশুও সেই উপত্যকা পার হলেন (যোহন ১৮:১)।

(৩৫) ২ শামু ১৬:১০-১১ দ্রঃ।

(৩৬) প্রবচন ২৪:৩২ দ্রঃ।

(৩৭) ১ রাজা ১৮:৪ দ্রঃ।

(৩৮) ১ রাজা ২১:২৯।

(৩৯) ১ রাজা ১৩:৬।

(৪০) ইশাইয়াকে যে করাত দিয়ে কাটিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেবিষয়ে বাইবেলে কোন ইঙ্গিত নেই। কিন্তু যিশুর সময়ে অধিকাংশ লোক ঘটনাটা সত্য বলে মেনে নিত।

(৪১) ২ রাজা ২১:১৬ দ্রঃ।

(৪২) ২ বংশ ৩৩:১৩।

(৪৩) ২ রাজা ১৯:৩৫ দ্রঃ। আশুর-রাজ সেন্নাখেরিবের হুমকির সামনে হেজেকিয়া নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেলে ও চটের কাপড় পরে ঈশ্বরকে স্বীকার করেছিলেন ও প্রভুতে নিজের আস্থা ঘোষণা করেছিলেন। তখন প্রভু আশুরীয় সৈন্যদের ধ্বংস করতে নিজের দূত পাঠিয়েছিলেন।

(৪৪) ২ রাজা ২০:১।

(৪৫) ইশা ৩০:১৫।

(৪৬) ইশা ৩৮:৩ দ্রঃ।

(৪৭) ইশা ৩৮:৮ দ্রঃ।

(৪৮) দা ৩:২৭-২৯।

(৪৯) ২ রাজা ২৫:৭ দ্রঃ।

(৫০) ২ বংশ ৩৬:৭ দ্রঃ।

(৫১) দা ৪:৩৪।

আলোপ্রত্যাশীদের ৩য় ধর্মশিক্ষা

- বাপ্তিস্ম -

এ ৩য় ধর্মশিক্ষায় সাধু সিরিল নানা বিষয়ের মধ্যে বিশেষভাবে এগুলোর উপর জোর দেন :

যোহনের বাপ্তিস্ম (৬ নং)

মনপরিবর্তনের প্রথম চিহ্ন (৮ নং)

পবিত্র আত্মায় ও আগুনে বাপ্তিস্ম (৯ নং)

রক্তে বাপ্তিস্ম (১০ নং)

যিশু দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বাপ্তিস্ম (১১ নং)

খ্রিষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থান হিসাবে বাপ্তিস্ম (১২ নং)

যিশুর আত্মার দান হিসাবে বাপ্তিস্ম (১৪ নং)

তাছাড়া লক্ষণীয় বিষয় হলো, সাধু সিরিল কেবল বাপ্তিস্মের আধ্যাত্মিক দিক তুলে ধরেন। বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠান সম্পর্কে কিছুই বলেন না। এর কারণ, তিনি প্রার্থীদের মনকেই প্রস্তুত করতে অভিপ্রায় করেন। পাস্কা-রাত্রি জাগরণীতে আলোপ্রত্যাশীরা বাপ্তিস্মের মাধ্যমে প্রত্যাশিত আলো (পবিত্র আত্মাকে) পাবার পর থেকেই তিনি পাস্কা-সোমবারে এউখারিস্তিয়া অনুষ্ঠানের পর পরেই বাপ্তিস্ম-রহস্য (সাক্রামেন্ত) সংক্রান্ত রহস্যময় শিক্ষা প্রদান করবেন (ধর্মশিক্ষা ১৯ ও ২০)।

তোমরা কি জান না যে, আমরা যারা খ্রিষ্ট যিশুর উদ্দেশে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি, সকলে তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি? সুতরাং মৃত্যুর উদ্দেশে সাধিত বাপ্তিস্মের মাধ্যমে আমরা তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছি, ইত্যাদি [১], রোমীয়দের কাছে পত্রের এই পাঠের পরে, বাপ্তিস্ম সম্পর্কে, যেরুশালেমে তাৎক্ষণিক ভাবে পরিবেশিত ধর্মশিক্ষা।

১। বাপ্তিস্মের দিন ঘনিয়ে আসছে বলে আনন্দ

আকাশমণ্ডল, আনন্দ কর ও পৃথিবী মেতে উঠুক [২] তাদেরই জন্য যাদের হিসোপ দিয়ে জলসিক্ত করা হবে ও আধ্যাত্মিক হিসোপ দিয়ে পরিশুদ্ধ করা হবে তাঁরই শক্তিগুণে, যন্ত্রণাভোগের সময়ে একটা ডাঁটা দ্বারা যাঁকে পান করার মত হিসোপ দেওয়া হয়েছিল। স্বর্গীয় শক্তিবৃন্দও আনন্দ করুন; আর যে সকল প্রাণ আধ্যাত্মিক বরের সঙ্গে মিলিত হতে

যাচ্ছে তারা নিজেদের প্রস্তুত করুক। কেননা *মরুপ্রান্তরে একজনের কণ্ঠস্বর চিৎকার করে বলে, প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর* [৩]।

কেননা এটি সামান্য ব্যাপার নয়, এটি সাধারণ ও স্বাভাবিক দৈহিক মিলন নয়, বরং এটি হলো বিশ্বাস অনুসারে সেই [পবিত্র] আত্মার মনোনয়ন যিনি সবকিছু তলিয়ে দেখেন। কেননা জাগতিক বিবাহ ও সন্ধি-চুক্তি তেমন সদ্বিবেচনার সঙ্গে আদৌ সম্পাদিত হয় না, কিন্তু ধন ও সৌন্দর্য যেখানে প্রাপ্য, সেখানে বর সাথে সাথে সম্মতি দেয়। কিন্তু এখানে দৈহিক সৌন্দর্যের কথা আসছে না, আসে বরং আত্মার স্বচ্ছ বিবেক; এখানে অভিশপ্ত ধন-সম্পদ নয়, ভক্তিপূর্ণ আত্মারই ধন কাম্য।

২। বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ

তাই, হে ধর্মময়তার সন্তানেরা, যোহনের আহ্বান-বাণী মেনে নাও; তিনি তো বলছেন: *প্রভুর রাস্তা সমতল কর* [৪]; সেই সমস্ত বাধাবিঘ্ন সরিয়ে দাও যাতে সহজেই অনন্ত জীবনের কাছে পৌঁছতে পার। পবিত্র আত্মাকে গ্রহণের জন্য অকপট বিশ্বাস দ্বারা প্রাণের পাত্র প্রস্তুত কর। মনপরিবর্তন দ্বারা তোমাদের বস্ত্র ধৌত করতে শুরু কর, যেন বরের বাসরে আহূত হলেই তোমরা শুচিশুদ্ধ বলে গণ্য হতে পার।

কেননা বর সকলকে নির্বিশেষেই আহ্বান করছেন, কারণ অনুগ্রহ উদার ও মহান, এবং প্রচারকদের উদাত্ত কণ্ঠে সকলকেই একত্রিত করা হচ্ছে। তারপর তিনিই তাদের বেছে নেবেন যারা সেই আধ্যাত্মিক বিবাহভোজে স্থান পাবার জন্য উপযোগী।

এমনটি যেন না ঘটে যে, যারা নাম দিয়েছে তাদের মধ্যে কয়েকজন একথা শুনবে, *বন্ধু, কেমন করে তুমি বিবাহ-পোশাক ছাড়া এখানে প্রবেশ করেছ?* [৫]। বরং ঈশ্বর করুন, যেন তোমরা সকলে এ বাণী শুনতে পাও, *বেশ! উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস; তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত হয়েছ, আমি তোমাকে বহু বিষয়ের উপরে নিযুক্ত করব; তোমার প্রভুর আনন্দে প্রবেশ কর* [৬]।

কেননা এতক্ষণে তুমি দরজার বাইরে ছিলে, কিন্তু তোমাদের এমনটা দেওয়া হোক যেন তোমরা সবাই একথা বলতে পার: *রাজা অন্তঃপুরেই আমাকে প্রবেশ করিয়ে এনেছেন* [৭]। আমার ঈশ্বরে আমার প্রাণ আনন্দে মেতে উঠুক। কারণ *তিনি আমায় ত্রাণবসন পরিয়েছেন, ধর্মময়তার উত্তরীয়ে জড়িয়েছেন, হ্যাঁ, তেমন এক বরের মত*

যাকে তিনি শিরোভূষণে ভূষিত করেছেন, তেমন এক কনের মত যাকে তিনি রত্ন-অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা করেছেন [৮]।

তোমাদের সকলের প্রাণ যেন কালিমা বা রেখা বা সেই ধরনের কোন কিছু থেকেই মুক্ত হয়—অনুগ্রহ গ্রহণ করার আগে, একথা আমি তো বলছি না (কেননা কেমন করেই বা তা সম্ভব হবে যেহেতু তোমরা পাপক্ষমায়ই আহূত?), কিন্তু যখন অনুগ্রহ প্রদান করা হবে, তখন বিবেক যেন দণ্ডনীয় কোনও কিছুই সঙ্গে করে না নিয়ে অনুগ্রহের কার্যকারিতায় সহযোগিতা দান করে।

৩। এ সত্যি মহাকাণ্ড

ভাইবোনেরা, এ সত্যিই মহাকাণ্ড! বিশেষ সতর্কতার সঙ্গেই তার দিকে এগিয়ে চল। তোমাদের প্রত্যেকজনকেই তো ঈশ্বরের সম্মুখে ও স্বর্গদূতদের অসংখ্য বাহিনীর সামনে দাঁড়াতে হবে। পবিত্র আত্মা তোমাদের প্রাণ সীলমোহর-যুক্ত করতে যাচ্ছেন, তোমরা মহান রাজার সৈন্যসেবায় মনোনীত হতে যাচ্ছ।

অতএব নিজেদের প্রস্তুত কর, তৈরী হয়ে থাক; উজ্জ্বল কাপড়ের সজ্জার দিক দিয়ে শুধু নয়, বরং প্রাণের চেতনাপূর্ণ ভক্তিতেই নিজেদের প্রস্তুত কর। প্রক্ষালনের জল সাধারণ ও স্বাভবিক জল বলে গণ্য করো না, বরং পবিত্র আত্মার সেই অনুগ্রহই লক্ষ কর যা জলের মধ্য দিয়ে প্রদান করা হয়। কেননা বিধর্মীদের বেদিতে যা কিছু উৎসর্গ করা হয়, প্রাকৃতিক দিক দিয়ে যতই সাধারণ হোক তা যেমন প্রতিমার কাছে আহ্বান দ্বারা কলুষিত হয়, তেমনি, বিপরীত অর্থেই, যে আহ্বানে পবিত্র আত্মা, খ্রিষ্ট ও পিতাকে আহ্বান করা হয়, যে সাধারণ জল সেই আহ্বান গ্রহণ করে, তা পবিত্রতাদানকারী নবীন শক্তি অর্জন করে।

৪। দ্বিবিধ শুদ্ধিক্রিয়া

যেহেতু আত্মা ও দেহ বিশিষ্ট হওয়ায় মানুষ দ্বিবিধ, সেহেতু শুদ্ধিক্রিয়াও দ্বিবিধ: অশরীরী শুদ্ধিক্রিয়া অশরীরী অংশের জন্য, ও শরীরী শুদ্ধিক্রিয়া শরীরের জন্য: জল দেহকে ধৌত করে, ও [পবিত্র] আত্মা আত্মাকে সীলমোহরযুক্ত করেন, যেন [পবিত্র] আত্মা দ্বারা সিঞ্চিত হৃদয় নিয়ে ও শুদ্ধ জলে স্নাত দেহ নিয়ে [৯] আমরা ঈশ্বরের কাছে

এগিয়ে যেতে পারি। সুতরাং, জলে নামার সময়ে তুমি নীচক পদার্থের কথা ভেবো না, বরং পবিত্র আত্মার প্রভাবে সাধিত পরিত্রাণকেই লক্ষ কর, কেননা সেই দু'টোই ছাড়া তোমার পক্ষে পূর্ণ পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব নয়। একথা আমিই বলছি এমন নয়, সেই প্রভু যিশু খ্রিষ্টই কথাটা বলছেন যিনি এ ব্যাপারে অধিকার রাখেন। কেননা তিনি বলেন, *ঊর্ধ্বলোক থেকে,* (আর তিনি এখানে এ শব্দ দু'টোই যোগ করেন তথা) '*জল ও আত্মা থেকে' জন্ম না নিলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না* (১০)। অর্থাৎ, জলে যার বাপ্তিস্ম হয় কিন্তু [পবিত্র] আত্মা দ্বারা যাকে যোগ্য বলে পরিগণিত নয় সে পরিত্রাণের পূর্ণতা পায় না; তেমনি পুণ্যাচরণে সজ্জিত ব্যক্তিও জল দ্বারা মুদ্রাঙ্কনটা না পেলে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে না। কথাটা সাহসী বটে, কিন্তু তা আমার নয়, কেননা যিশুই তা ঘোষণা করেছেন; এবং এক্ষেত্রে ঐশশাস্ত্র থেকেই এ বচনের প্রমাণ মেনে নাও। কর্নেলিউস ধর্মপ্রাণ এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি দূতদের দর্শন পাবার যোগ্য হয়েছিলেন ও স্বর্গে, ঈশ্বরের কাছে, নিজের প্রার্থনা ও অর্থদান স্মৃতিচিহ্ন রূপে নিবেদন করতেন। পিতর তাঁর কাছে গিয়েছিলেন, এবং বিশ্বাসীদের উপরে [পবিত্র] আত্মাকে বর্ষণ করা হয়েছিল, তাতে তারা নানা ভাষায় কথা বলতে ও ভাববাণী দিতে লাগলেন; এবং শাস্ত্রের কথা অনুসারে, তারা পবিত্র আত্মার এ অনুগ্রহ পাবার পর পিতর *যিশু খ্রিষ্ট-নামে তাঁদের বাপ্তিস্ম দিতে আদেশ দিলেন* (১১), যাতে করে, তাদের আত্মা বিশ্বাস দ্বারা নবজন্ম লাভ করার পর দেহও যেন জল দ্বারা অনুগ্রহের পাত্র হতে পারে।

৫। জলের মধ্য দিয়ে অনুগ্রহ দান

এমন কেউ থাকলে যে জানতে চায়, কেনই বা অনুগ্রহ অন্য পদার্থ দ্বারা নয় বরং জল দ্বারাই প্রদান করা হয়, তবে ঐশশাস্ত্র হাতে নিয়ে তার কারণ জানতে পারবে।

কেননা জল হলো মহৎ একটা বস্তু, এবং জগতের চারটে দৃশ্যগত পদার্থের মধ্যে জলই হলো উৎকৃষ্ট পদার্থ। স্বর্গ হলো দূতদের বাসস্থান, কিন্তু স্বর্গ [তথা আকাশ] জলরাশি থেকে উদ্গত; পৃথিবী হলো মানুষের বাসস্থান, কিন্তু পৃথিবীও [তথা স্থলভূমিও] জলরাশি থেকে উদ্গত, এবং গোটা ছ' দিনের সেই সবকিছু নির্মাণের আগে, *ঈশ্বরের আত্মা জলরাশির উপরে বইতেন* (১২)। জল যেমন হয়েছিল জগতের আদিবস্তু, যর্দন

তেমনি ছিল সুসমাচার-কালের আদিবস্তু। যেমন ইস্রায়েলের জন্য ফারাওর হাত থেকে মুক্তি সাগরের মধ্য দিয়ে হয়েছিল, তেমনি জগতের জন্য পাপ থেকে মুক্তি জলপ্রক্ষালনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের বচন দ্বারা সাধিত [১৩]। যেইখানে কারও সঙ্গে একটা সন্ধি সম্পাদিত হয়েছিল, সেইখানে জলও উপস্থিত। জলপ্লাবনের পরে নোয়ার সঙ্গে একটা সন্ধি স্থাপন করা হয়েছিল, সিনাই পর্বতে ইস্রায়েলের জন্য এমন সন্ধি সম্পাদিত হয়েছিল যা জল, সিঁদুরে-লাল পশম ও হিসোপ দ্বারা চিহ্নিত [১৪]। যখন এলিয়কে ঊর্ধ্বে তোলা হয়েছিল, তখনও জল অনুপস্থিত নয়, কেননা আগে তিনি যর্দন পার হন, পরে রথে স্বর্গে আরোহণ করেন। মহাযাজক যিনি, তাঁকে আগে ধৌত করা হয়, পরে তিনি ধূপ উৎসর্গ করেন, কেননা আরোন আগে নিজেকে ধৌত করেন, পরে মহাযাজক পদে নিযুক্ত হন; কেননা জল দ্বারা পরিশুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তিনি কেমন করে পরের হয়ে প্রার্থনা করতে পারতেন? বাপ্তিস্মের প্রতীক হিসাবে সেই প্রক্ষালনপাত্রও ছিল যা সাক্ষাৎ-তাঁবুর মধ্যস্থানে অবস্থিত।

৬। যোহনের বাপ্তিস্ম

বাপ্তিস্ম হলো পুরাতন নিয়মের সমাপ্তি ও নূতন নিয়মের সূচনা। কেননা তার প্রণেতা ছিলেন সেই যোহন *নারী-গর্ভজাতদের মধ্যে যাঁর চেয়ে মহান কেউই কখনও আবির্ভূত হয়নি*; তিনি ছিলেন নবীদের সমাপ্তিস্বরূপ, কেননা *সমস্ত নবী* ও *বিধান যোহন পর্যন্তই* [১৫] কার্যকর হয়েছিল, কিন্তু আবার তিনিই হলেন সুসমাচার-কালের সূত্রপাত স্বরূপ। বাস্তবিকই শাস্ত্র *ঈশ্বরের পুত্র যিশু খ্রিষ্টের সুসমাচারের আরম্ভ* বলার পর বলে চলে, *যোহন আবির্ভূত হয়ে মরুপ্রান্তরে বাপ্তিস্ম দিতে লাগলেন* [১৬]। অবশ্য, তুমি তিশ্‌বীয় সেই এলিয়ের কথা উল্লেখ করতে পার যাঁকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি যোহনের চেয়ে মহান নন; এনোখকে [স্বর্গে] স্থানান্তর করা হয়েছিল [১৭], কিন্তু তিনিও যোহনের চেয়ে মহান নন; মোশি মহান বিধানকর্তা ছিলেন বটে, সকল নবীও ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্র, কিন্তু যোহনের চেয়ে মহান নন। নবীকে নবীর সঙ্গে তুলনা যে আমিই করছি তা নয়, তাঁদের ও আমাদের উপর প্রভুত্ব করেন যিনি সেই যিশু খ্রিষ্টই ঘোষণা করলেন, *নারী-গর্ভজাতদের মধ্যে যোহনের চেয়ে মহান কেউই কখনও আবির্ভূত*

হয়নি [১৮]; তিনি তো 'কুমারী-গর্ভজাতদের নয়, নারী-গর্ভজাতাদেরই' কথা বলেন। এ এমন তুলনা যা মহান দাস ও তাঁর সহদাসদের মধ্যে করা হচ্ছে, কিন্তু উৎকৃষ্টতা ও অনুগ্রহ ক্ষেত্রে পুত্র দাসদের সঙ্গে তুলনার অতীত।

তুমি কি দেখতে পাচ্ছ ঈশ্বর কেমন মহা ব্যক্তিত্বকে নিজের অনুগ্রহের অগ্রনেতা হিসাবে মনোনীত করেছেন? তিনি কোন কিছুর অধিকারী ছিলেন না, ছিলেন মরুপ্রান্তর-প্রিয় কিন্তু মানব-সংসর্গের বিদ্বেষী নন; তিনি পঙ্গপাল খেতেন যাতে প্রাণের জন্য [ঊর্ধ্বে যাবার জন্য] পাখার ব্যবস্থা করতে পারেন, তিনি মধু দিয়ে ক্ষুধা মেটাতেন যাতে মধুর চেয়ে মধুময় ও উপকারী সংবাদ প্রচার করতে পারেন, উটের লোমের কাপড় পরায় তিনি সেই কৃচ্ছ্রসাধনার জীবনের দৃষ্টান্ত নিজেতেই দেখালেন, তিনি যে মাতৃগর্ভে থাকাকাল থেকেই পবিত্র আত্মা দ্বারা পবিত্রিত হয়েছিলেন। যেরেমিয়াকেও একইভাবে পবিত্রিত করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি মাতৃগর্ভে থাকতে ভাববাণী দেননি; কেবল যোহন মাতৃগর্ভে থাকতে আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিলেন [১৯], এবং দৈহিক চোখ দিয়ে না দেখলেও তবু [পবিত্র] আত্মার প্রভাবে নিজের প্রভুকে চিনতে পেরেছিলেন। কেননা যেহেতু বাপ্তিস্মের অনুগ্রহ মহৎ ছিল, সেজন্য সেই বাপ্তিস্ম মহান প্রণেতাকেও দাবি করছিল।

৭। পুরাতন পোশাক ত্যাগ

যিনি যর্দনে বাপ্তিস্ম দিতেন, তাঁর কাছে বাপ্তিস্মের প্রথমফল ভোগ করার জন্য গোটা যেরুশালেম যেতে লাগল [২০], কেননা এই যেরুশালেমেই সমস্ত মঙ্গলদানের বিশেষ অধিকার বিরাজিত। তথাপি, হে যেরুশালেম-বাসী সকল, একথা জেনে নাও, যারা তাঁর কাছে যেত তারা কেমন করে তাঁর হাতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করত।

শাস্ত্রে বলে, তারা *নিজেদের পাপ স্বীকার করত* [২১]। আগে তারা নিজেদের ঘা দেখাত, পরে তিনি ওষুধ লাগাতেন, আর যারা বিশ্বাস করত তাদের তিনি অনন্ত আগুন থেকে মুক্তি প্রদান করতেন। আর যোহনের বাপ্তিস্ম যে আগুনের হুমকি থেকে মুক্তির উপায়, তুমি যদি এবিষয়ে একটা প্রমাণ চাও, তবে তাঁর নিজের কথা শোন, *হে সাপের বংশ, আসন্ন ক্রোধ থেকে পালাতে তোমাদের কে চেতনা দিল?* [২২]। তাই তুমিও আর সাপ হয়ো না, কিন্তু যেহেতু তুমি সাপের বংশধর ছিলে সেজন্য —তিনি বলছেন—

তোমার আগেকার পাপময় জীবনের কু-অভ্যাস ত্যাগ কর, যেইভাবে যত সাপ তাই করে যখন সঙ্কীর্ণ গর্তের মধ্যে হামাগুড়ি করে নিজের বার্ধক্য বিসর্জন দিয়ে ও সেই সঙ্কোচনের জোরে পুরাতন চামড়া ত্যাগ ক'রে পুনরায় নবীন দেহে যৌবন ফিরে পায়। সেই অনুসারে তুমিও সেই *সরু ও সঙ্কীর্ণ দরজা* (২৩) দিয়ে প্রবেশ কর: উপবাস দ্বারা নিজেকে সঙ্কীর্ণ করে সেই সবকিছু দূর কর যা তোমার সর্বনাশের কারণ হতে পারে। *সেই পুরাতন মানুষকে ও তার যত কর্ম ত্যাগ কর* (২৪) ও পরম গীতের এ বচন উচ্চারণ কর, *আমি আমার পোশাক খুলে ফেলেছি, কেমন করে তা আবার পরে নেব?* (২৫)।

কিন্তু, তোমাদের মধ্যে ভণ্ড কেউ এখনও থাকলে যে মানুষের অনুগ্রহের পাত্র করার জন্য ভক্তি ভান করে কিন্তু মনে মনে বিশ্বাসী নয়, বা এমন কেউ থাকলে যে সেই মন্ত্রজালিক শিমোনের ভণ্ডামি ধারণ করে অনুগ্রহ পাবার উদ্দেশ্যে নয়, কিন্তু যে শিক্ষা প্রদান করা হয় তা গুপ্তচরের মত অনুসন্ধান করার জন্য এসে থাকে, তবে সে যোহনের এবাণীও শুনুক, *যে কোন গাছে উত্তম ফল ধরে না, তা কেটে আগুনে ফেলে দেওয়া হবে* (২৬)। বিচারক নির্দয়, তোমার ভণ্ডামি দূর কর!

৮। মনপরিবর্তনের প্রথম চিহ্ন

তবে আমাদের কী করা উচিত? ও মনপরিবর্তনের ফল কি কি? *যার দু'টো জামা আছে, সে, যার নেই, তার সঙ্গে সহভাগিতা করুক* (২৭)। সেই শিক্ষাগুরু বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন, কেননা তিনি যা শেখাতেন তা নিজেই প্রথম পালন করতেন; তিনি সত্যকথা বলতে লজ্জাবোধ করতেন না, তার বিবেকও তার জিহ্বাকে স্পষ্ট কথা বলায় রোধ করত না, তাই তিনি এও বলেছিলেন, *আর যার খাবার আছে, সেও তেমনি করুক*। তুমি পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ উপভোগ করতে বাসনা কর, ও সেইসঙ্গে কি দৈহিক খাদ্য থেকে গরিবদের বঞ্চিত কর? তুমি কি মহা মঙ্গলদানের অন্বেষণ কর ও সেইসঙ্গে ক্ষুদ্র কিছুরও সহভাগিতা করতে রাজি নও? তুমি যদিও কর-আদায়কারী বা ব্যভিচারী ছিলে তবু পরিত্রাণের আশা তোমার আছে: *কর-আদায়কারীরা ও বেশ্যারা তোমাদের আগে আগেই ঈশ্বরের রাজ্যের দিকে চলছে* (২৮)। পলও এবিষয়ে সাক্ষ্যদান করে বলেন, *যারা যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র, পৌত্তলিক ও ইত্যাদি মানুষ তারা কেউই ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না; আর তোমরা কেউ কেউ তেমন লোক ছিলে; কিন্তু তোমরা ধৌত হয়েছ,*

পবিত্রিত হয়েছ (২৯)। তিনি ‘তোমরা কেউ কেউ তেমন লোক’ বলেননি, না, তিনি বললেন, *তোমরা কেউ কেউ তেমন লোক ছিলে।* অজ্ঞতায় কৃত পাপকর্মের জন্য ক্ষমা আছে, কিন্তু জেদের জোরে শঠতা দণ্ডিত।

৯। পবিত্র আত্মায় ও আগুনে বাপ্তিস্ম

বাপ্তিস্মের গৌরব হিসাবে ঈশ্বরের স্বয়ং একমাত্র জনিত পুত্রই তোমার আছে। বাস্তবিকই, কেনই বা আমি মানুষেরই সম্পাদিত বাপ্তিস্মের কথা বলতে থাকব? যোহন মহান বটে, কিন্ত প্রভুর তুলনায় তিনি কি? তিনি ছিলেন উদাত্ত একটা কণ্ঠ, তবু স্বয়ং বাণীর তুলনায় কণ্ঠ কি? অগ্রদূত উৎকৃষ্টতমই বটে, কিন্তু রাজার তুলনায় তিনি কি? যিনি জলে বাপ্তিস্ম দেন, তিনি সম্মাননীয় বটে, কিন্তু যিনি *পবিত্র আত্মায় ও আগুনে* (৩০) বাপ্তিস্ম দেন, তাঁর তুলনায় তিনি কি?

ত্রাণকর্তা পবিত্র আত্মায় ও আগুনে প্রেরিতদূতদের বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন, আর তখন *হঠাৎ আকাশ থেকে প্রচণ্ড বাতাস বয়ে যাওয়ার মত একটা শব্দ এল, এবং তাঁরা যে বাড়িতে বসে ছিলেন, গোটা বাড়িটা সেই শব্দে ভরে গেল; আর তাঁদের কাছে আগুনের মতই যেন কতগুলো জিহ্বা দেখা দিল যা ভাগ ভাগ করে পড়ে তাঁদের প্রত্যেকজনের উপরে বসল, এবং তাঁরা সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হলেন* (৩১)।

১০। রক্তে বাপ্তিস্ম

যে কেউ বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে না, সে পরিত্রাণ পায় না; কেবল সাক্ষ্যমরেরাই জল ছাড়া রাজ্য গ্রহণ করবেন, কেননা যখন ত্রাণকর্তা নিজের ক্রুশ দ্বারা বিশ্বজগতের মুক্তিকর্ম সাধন করলেন, তখন পাশে বিদ্ধ হয়ে তিনি রক্ত ও জল ঝরিয়ে দিয়েছিলেন (৩২), যেন মানুষ শান্তিকালে জলে, ও নির্যাতনকালে নিজের রক্তে বাপ্তিস্ম পেতে পারে। ত্রাণকর্তা নিজে সাক্ষ্যমরণকে বাপ্তিস্ম নামে তখনই অভিহিত করেছিলেন যখন বলেছিলেন, *আমি যে পাত্রে পান করি, সেই পাত্রে তোমরা কি পান করতে পার? আর আমি যে বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম নিই, সেই বাপ্তিস্মে তোমরা কি বাপ্তিস্ম নিতে পার?* (৩৩)। হ্যাঁ, *জগতের ও স্বর্গদূতদের সামনে দর্শনীয় একটা দৃশ্যের মত* (৩৪) হওয়ায়

সাক্ষ্যমরেরাও বিশ্বাস স্বীকার করেন যেইভাবে তুমিও কিছুদিন পরে তা স্বীকার করবে; কিন্তু তোমার জন্য একথা শুনবার সময় এখনও হয়নি।

১১। যিশু দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বাপ্তিস্ম

যিশু তখনই বাপ্তিস্ম পবিত্র করেছিলেন যখন তাঁকে বাপ্তিস্ম দেওয়া হয়েছিল। যখন ঈশ্বরের পুত্রকে বাপ্তিস্ম দেওয়া হয়েছে, তখন ভক্তিহীন মানুষ ছাড়া কেইবা বাপ্তিস্ম অবজ্ঞা করবে?

তিনি বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু পাপের ক্ষমা পাবার জন্য নয়, কারণ তিনি ছিলেন নিষ্পাপ। তথাপি পাপমুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন, বাপ্তিস্ম নেয় যারা, তিনি যেন তাদের কাছে ঐশ্বরিক ও উৎকৃষ্ট অনুগ্রহ প্রদান করতে পারতেন। কারণ *যেহেতু সন্তানেরা একই রক্তমাংসের অধিকারী, সেহেতু তিনি নিজেও সেই রক্তমাংসের সহভাগী হলেন* (৩৫), যাতে তাঁর দৈহিক উপস্থিতির সহভাগী হয়ে উঠে আমরা তাঁর ঐশঅনুগ্রহেরও সহভাগী হতে পারতাম। সুতরাং যিশু এজন্যই বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন যেন এর ফলে আমরা, আবার আমাদের সেই সহভাগিতার মধ্য দিয়ে, পরিত্রাণ ও সম্মান দু'টোই লাভ করতে পারতাম। যোব অনুসারে, জলে সেই নাগদানব ছিল যে নিজের মুখে যর্দন গ্রহণ করত (৩৬)। তাই, যেহেতু নাগদানবের সাত মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করা দরকার ছিল, সেহেতু তিনি নেমে এসে সেই শক্তিশালীকে জলে শেকলে বেঁধে দিলেন যাতে আমরা *সাপ ও বিছে পায়ের নিচে মাড়াবার* (৩৭) শক্তি পেতে পারতাম। পশুটা ছিল মহৎ ও ভয়ঙ্কর; জেলেদের কোন নৌকা তার লেজের একটা আঁশ মাত্রও বহন করতে সক্ষম ছিল না, তার সামনে সর্বনাশ ছুটছিল, পথে তার সঙ্গে যা যা মিলত সে সেইসব ধ্বংস করত। কিন্তু জীবন ছুটে এসেছিল যাতে মৃত্যুকে বাধা দেওয়া হত ও আমরা সকলে পরিত্রাণ পেয়ে বলতে পারতাম, *ওহে মৃত্যু, তোমার হুল কোথায়? কোথায়, কবর, তোমার বিজয়?* (৩৮)। মৃত্যুর হুল বাপ্তিস্ম দ্বারাই বিনষ্ট হল।

১২। খ্রিষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থান হিসাবে বাপ্তিস্ম

তুমি তো তোমার পাপকর্ম বহন করে জলে নাম, কিন্তু অনুগ্রহকে মিনতি করে নিজের আত্মাকে সীলমোহরযুক্ত করেছ বলে সেই মিনতি সেই ভয়ানক নাগদানবকে

তোমাকে গ্রাস করতে দেয় না। পাপে মৃত অবস্থায় নেমে গিয়ে তুমি তো ধর্মময়তায় সঞ্জীবিত হয়ে উপরে আস। কেননা যখন *তোমাকে ত্রাণকর্তার মৃত্যুর সাদৃশ্যে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে* (৩৯), তখন তোমাকে পুনরুত্থানেরও যোগ্য বলে গণ্য করা হবে। কেননা যেমন যিশু গোটা জগতের পাপ হরণ করে মরলেন যাতে পাপের মৃত্যু ঘটিয়ে ধর্মময়তায় পুনরুত্থান করতে পারেন, তেমনি তুমি জলে নেমে গিয়ে ও জলে কেমন যেন শৈলেই সমাহিত হয়ে *জীবনের নবীনতায় চলার জন্য* (৪০) পুনরুত্থান করবে।

১৩। সাক্ষ্যদানের সূচনা হিসাবে বাপ্তিস্ম

তাছাড়া, তুমি অনুগ্রহ পাবার যোগ্য বলে পরিগণিত হলে পর তোমাকে বিরোধী প্রভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা দেওয়া হবে। কেননা তিনি যেমন বাপ্তিস্মের পরে চল্লিশ দিন পরীক্ষিত হয়েছিলেন (তিনি যে এর আগে জয়লাভ করতে অক্ষম ছিলেন এমন নয়, বরং এই কারণে যে, তিনি সমস্ত কিছু নিয়মিত ভাবে ও ধারাবাহিকভাবে করতে ইচ্ছা করছিলেন), তেমনি তুমিও তোমার বাপ্তিস্মের আগে বিরোধীদের সঙ্গে লড়াই করতে সাহস না করলেও তবু অনুগ্রহ পাবার পর সেসময় থেকে *ধর্মময়তার অস্ত্রে* (৪১) পূর্ণ ভরসা রেখে তোমাকে সংগ্রাম করতে হবে, ও ইচ্ছা করলে সুসমাচার প্রচার করতে হবে।

১৪। যিশুর আত্মার দান হিসাবে বাপ্তিস্ম (১)

যিশু ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র, অথচ বাপ্তিস্মের আগে তিনি সুসমাচার প্রচার করেননি। তাই যখন স্বয়ং প্রভু নিয়মিত ভাবে উপযুক্ত সময়কাল অনুসরণ করেছিলেন, তখন তাঁর দাস আমরা কি এমন দুঃসাহস দেখাব যে অনিয়মিত ভাবেই কোন না কোন কিছু করতে যাব?

যিশু সেসময় থেকেই প্রচার করতে শুরু করেছিলেন (৪২), তখন থেকেই যখন *পবিত্র আত্মা দৈহিক আকারে কপোতের মত তাঁর উপরে নেমে এসেছিলেন* (৪৩)। যিশু যেন প্রথমবারের মত তাঁকে দেখতে পারতেন এজন্য নয়, কেননা আত্মা দৈহিক আকারে নামবার আগেও তিনি তাঁকে জানতেন, কিন্তু [আত্মা সেইভাবে নেমে এসেছিলেন] তাঁকে বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন যিনি সেই যোহনই যেন তাঁকে দেখতে পারতেন। কেননা লেখা আছে,

আমি তাঁকে জানতাম না, কিন্তু যিনি আমাকে জলে বাপ্তিস্ম দিতে পাঠিয়েছিলেন, তিনি আমাকে বললেন, যাঁর উপরে আত্মাকে নেমে এসে থাকতে দেখবে, তিনিই পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দেন (৪৪)। তাই তুমি অকপট ভক্তির অধিকারী হলে পবিত্র আত্মা তোমার উপরেও নেমে আসবেন ও পিতার এ কণ্ঠস্বর ঊর্ধ্ব থেকে তোমার উপর ধ্বনিত হবে; কণ্ঠটা 'এ আমার পুত্র' নয়, কিন্তু 'একে আমার পুত্র করা হয়েছে' বলবে, কেননা 'ইনি আমার পুত্র' বচনটা কেবল তাঁকেই উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে কারণ *আদিতে ছিলেন বাণী, বাণী ছিলেন ঈশ্বরমুখী, বাণী ছিলেন ঈশ্বর* (৪৫)। কেবল তিনিই 'ইনি আমার পুত্র' বচনের অধিকারী যেহেতু তিনি সর্বদাই ঈশ্বরের পুত্র; কিন্তু তোমার বেলায় 'তোমাকে পুত্র করা হয়েছে' বলা হয় যেহেতু তুমি স্বরূপে পুত্র নও, কিন্তু দত্তকপুত্রত্বেরই গুণে তুমি 'পুত্র' নাম গ্রহণ করছ। তিনি সনাতন পুত্র, তুমি ক্রমে ক্রমে অনুগ্রহপ্রাপ্ত।

১৫। **যিশুর আত্মার দান হিসাবে বাপ্তিস্ম** (২)

অতএব, তোমার আত্মার পাত্র প্রস্তুত কর যেন *ঈশ্বরের সন্তান ও ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী ও খ্রিষ্টের সঙ্গে সহউত্তরাধিকারী* (৪৬) হয়ে উঠতে পার; অবশ্য, তেমনটি ঘটবে তুমি যদি ইতিমধ্যে তা পাবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত কর, যদি বিশ্বাসে দৃঢ় চেতনা পাবার জন্য বিশ্বস্ত ভাবে এগিয়ে চল, যদি ইচ্ছাকৃত সঙ্কল্পের গুণে পুরাতন মানুষকে ত্যাগ কর। কেননা তুমি যাই কিছু করে থাক না কেন, তা উচ্ছৃঙ্খল আচরণ হোক বা ব্যভিচার হোক বা অসভ্য অন্য যেকোন ধরনের পাপকর্ম হোক, সবই ক্ষমা করা হবে। খ্রিষ্টকে ক্রুশে দেওয়া, এর চেয়ে কি খারাপ কিছু আছে? অথচ বাপ্তিস্ম সেটাকেও মুছিয়ে দিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে যে তিন হাজার লোক প্রভুকে ক্রুশে দিয়েছিল, তারা পিতরের কাছে গেলে তিনি তাদের উদ্দেশ করে ঠিক এভাবেই কথা বলেছিলেন যখন তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, *ভাইয়েরা, আমাদের কী করা উচিত?* (৪৭)। কেননা তিনি তাদের স্পষ্ট বলেছিলেন, *জীবনের প্রণেতাকে তোমরা হত্যা করেছিলে* (৪৮), আর তারা তাঁকে বলতে চাচ্ছিল, পিতর, তুমি আমাদের সচেতন করেছ যে সেই পাপ করে আমাদের গুরুতর অন্যায় হয়েছে; তবে তেমন ঘায়ের জন্য কী ওষুধ আছে? তেমন কলুষ শোধন করার উপায় কী? তেমন সর্বনাশ থেকে বাঁচবার জন্য কি আছে? তিনি তখন উত্তরে

বলেছিলেন, *মনপরিবর্তন কর, এবং তোমাদের পাপক্ষমার উদ্দেশে প্রত্যেকে যিশু খ্রিষ্ট-নামের খাতিরে বাপ্তিস্ম গ্রহণ কর: তবেই সেই দান, সেই পবিত্র আত্মাকে পাবে* [৪৯]।

আহা, ঈশ্বরের অনির্বচনীয় দয়া! বাঁচবার তাদের কোন আশা নেই, অথচ তাদের পবিত্র আত্মাকে পাবার যোগ্য পরিগণিত করা হচ্ছে। বাপ্তিস্মের শক্তি লক্ষ কর। তোমাদের মধ্যে যে কেউ ঈশ্বরনিন্দাজনক কথন দ্বারা খ্রিষ্টকে ক্রুশে দিয়েছে, যে কেউ অজ্ঞতায় মানুষের সামনে তাঁকে অস্বীকার করেছে, যে কেউ অপকর্ম দ্বারা এই ধর্মতত্ত্বকে নিন্দার পাত্র করেছে, মনপরিবর্তন করায় সে শুভ আশায় পূর্ণ হোক, কেননা সেই একই অনুগ্রহ এখনও লভ্য।

১৬। বর খ্রিষ্টের আহ্বানে সাড়া দেওয়া দরকার

হে যেরুশালেম, ভরসা রাখ, কারণ প্রভু তোমার সমস্ত অন্যায়-অপকর্ম মুছিয়ে দেবেন [৫০]। *প্রভু বিচারের আত্মা ও দহনের আত্মা দ্বারা নিজের পুত্রকন্যাদের মলিনতা ধৌত করবেন* [৫১]। *তিনি তোমাদের উপর ছিটিয়ে দেবেন শুদ্ধ জল আর তোমরা তোমাদের পাপকর্ম থেকে শুদ্ধ হবে* [৫২]। দূতগণ তোমাদের ঘিরে নেচে নেচে বলবেন, *নিষ্কলঙ্ক হয়ে নিজের প্রেমিকের উপর ভর দিয়ে এগিয়ে আসছে, সে কে?* [৫৩]; কেননা যে প্রাণ একসময় ছিল দাসী, সে এখন তার আপন প্রভুকে নিজের দত্তক-ভাই বলে সম্বোধন করছে; আর তিনি প্রাণের তেমন অকপট সঙ্কল্প গ্রহণ করে উত্তরে বলবেন, *আহা, তুমি কেমন সুন্দরী, সখী আমার! কেমন সুন্দরী তুমি! তোমার দাঁত লোমকাটার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত এমন মেষপালের মত যা স্নাত হয়ে উঠে আসছে*; তিনি সৎ সঙ্কল্পের স্বীকারোক্তির জন্যই একথা বলছেন; তারপর বলে চলেন, *তারা সকলে জোড়ে জোড়ে উঠে আসছে* [৫৪], কারণ তারা দ্বিবিধ অনুগ্রহের অধিকারী, তথা জল ও আত্মার দেওয়া অনুগ্রহের অধিকারী, ও পুরাতন ও নূতন নিয়মের প্রচারিত অনুগ্রহের অধিকারী।

ঈশ্বর করুন, উপবাসকাল শেষ করার পর তোমরা সকলেই যেন আমার এই কথা মনে রেখে, শুভকর্মে ফলপ্রসূ হয়ে, অনিন্দ্য হৃদয় হয়ে আধ্যাত্মিক বরের ধারে দাঁড়িয়ে পাপক্ষমা লাভ করতে পার, সেই ঈশ্বর থেকে, পুত্র ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে যাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

---

(১) রো ৬:৩-৪।

(২) সাম ৯৬:১১ দ্রঃ।

(৩) মথি ৩:৩।

(৪) মার্ক ১:৩।

(৫) মথি ২২:১২।

(৬) মথি ২৫:২১, ২৩।

(৭) পরমগীত ১:৪ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(৮) ইশা ৬১:১০ দ্রঃ।

(৯) হিব্রু ১০:২২ দ্রঃ।

(১০) যোহন ৩:৩, ৫।

(১১) প্রেরিত ১০:৪৮।

(১২) আদি ১:২।

(১৩) এফে ৫:২৬ দ্রঃ।

(১৪) হিব্রু ৯:১৯ দ্রঃ।

(১৫) মথি ১১:১১, ১৩।

(১৬) মার্ক ১:১, ৪।

(১৭) সিরা ৪৪:১৬ দ্রঃ।

(১৮) মথি ১১:১১।

(১৯) লুক ১:৪৪ দ্রঃ।

(২০) মথি ৩:৫ দ্রঃ।

(২১) মথি ৩:৬।

(২২) মথি ৩:৭।

(২৩) মথি ৭:১৩-১৪।

(২৪) কল ৩:৯।

(২৫) পরমগীত ৫:৩।

(২৬) মথি ৩:১০।

(২৭) লুক ৩:১১।

(২৮) মথি ২১:৩১।

(২৯) ১ করি ৬:৯-১১।

(৩০) মথি ৩:১১।

(৩১) প্রেরিত ২:২-৪।

(৩২) যোহন ১৯:৩৪ দ্রঃ।

(৩৩) মার্ক ১০:৩৮।

(৩৪) ১ করি ৪:৯।

(৩৫) হিব্রু ২:১৪।

(৩৬) যোব ৪০:২৩ দ্রঃ।

(৩৭) লুক ১০:১৯।

(৩৮) ১ করি ১৫:৫৫।

(৩৯) রো ৬:৫।

(৪০) রো ৬:৪।

(৪১) ২ করি ৬:৭।

(৪২) মথি ৪:১৭।

(৪৩) লুক ৩:২২।

(৪৪) যোহন ১:৩৩।

(৪৫) যোহন ১:১।

(৪৬) রো ৮:১৭।

(৪৭) প্রেরিত ২:৩৭।

(৪৮) প্রেরিত ৩:১৫।

(৪৯) প্রেরিত ২:৩৮।

(৫০) জেফা ৩:১৪-১৫।

(৫১) ইশা ৪:৪।

(৫২) এজে ৩৬:২৫।

(৫৩) পরমগীত ৮:৫।

(৫৪) পরমগীত ৪:২

আলোপ্রত্যাশীদের ৪র্থ ধর্মশিক্ষা

- দশ বা এগারো ধর্মতত্ত্ব -

কোন না কোন পাণ্ডুলিপির শিরনাম হলো 'দশ বা এগারো ধর্মতত্ত্ব', কিন্তু অন্য নানা পাণ্ডুলিপির শিরনাম কেবল 'এগারো ধর্মতত্ত্ব'। সাধু সিরিলের বৈশিষ্ট্যই প্রতিটা ধর্মশিক্ষাকে নিজ নিজ শিরনাম দিয়ে চিহ্নিত করা।

যাই হোক, ধর্মশিক্ষাটা নিচের ১১টা ধর্মতত্ত্ব সংক্ষিপ্ত ভাবে উপস্থাপন করে:

১। ঈশ্বর

২। খ্রিষ্ট

৩। কুমারী থেকে পুত্রের জন্ম

৪। ক্রুশ

৫। পুনরুত্থান

৬। ভাবী বিচার

৭। পবিত্র আত্মা

৮। মানবাত্মা

৯। মানবদেহ

১০। মাংসের পুনরুত্থান

১১। ঐশশাস্ত্র

এ বিশেষ শিরনামগুলোও সাধু সিরিলেরই দেওয়া।

দেখ, নিজ নিজ তত্ত্ববিদ্যার অসার প্রতারণা দিয়ে কেউ যেন তোমাদের মন জয় না করে: তা মানবীয় ঐতিহ্য-ভিত্তিক, জগতের আদিম শক্তিগুলোর অনুরূপ, ইত্যাদি (১), কলসীয়দের কাছে পত্রের এই পাঠের পরে, দশ ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে, যেরুশালেমে তাৎক্ষণিক ভাবে পরিবেশিত ধর্মশিক্ষা।

১। আত্মিক চেতনা

রিপু সদ্‌গুণ নকল করে, ও শ্যামাঘাস গম বলে গণ্য হতে চেষ্ট করে। দেখতে শ্যামাঘাস গমের মত, কিন্তু বিজ্ঞ বিচারক যারা তারা তা আস্বাদ করেই বুঝে ফেলে। *শয়তান নিজে আলোময় দূতের বেশ ধারণ করে* (২); সে যেখানে একসময় ছিল, সেখানে

যে পুনরায় যেতে পারবে এর জন্য নয় (কেননা নিজের হৃদয় নেহাইয়ের মত শক্ত করেছে বিধায় তার এমন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি হয়েছে যা আদৌ মনপরিবর্তনের অতীত), কিন্তু এজন্য, যারা স্বর্গদূত-তুল্য জীবনযাপন করে, তাদের যেন ঘোর অন্ধকারে ও অবিশ্বাসের মারাত্মক অবস্থায় ঘিরে ফেলতে পারে।

বহু নেকড়ে মেষের বেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে [৩], তাদের পোশাক মেষেরই পোশাক ঠিকই, কিন্তু তাদের থাবা ও দাঁত সেরূপ নয়; ও কোমলতার চামড়ায় সজ্জিত হয়ে ও চেহারায় সরলমনাদের প্রবঞ্চিত ক'রে ওরা নিজেদের দাঁত দ্বারা তাদের মধ্যে অভক্তির সর্বনাশা বিষ অনুপ্রবিষ্ট করে।

এজন্য আমাদের পক্ষে ঐশঅনুগ্রহ, সতর্ক মন ও উন্মুক্ত চোখ একান্ত প্রয়োজন যেন গমের বদলে শ্যামাঘাস খাওয়ার ফলে অজ্ঞতার দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত না হই, এর ফলে যেন নেকড়েকে মেষ মনে করে আমরা ওদের দাঁতের শিকার না হই ও সর্বনাশা দিয়াবলকে মঙ্গলকর দূত জ্ঞান করে যেন আমাদের গ্রাস করা না হয়। কেননা শাস্ত্রে বলে, *সে গর্জমান সিংহের মত এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সন্ধান করছে কাকে গ্রাস করবে* [৪]। এটিই মণ্ডলীর সতর্কতা-বাণীর লক্ষ্য, বর্তমান ধর্মশিক্ষারও লক্ষ্য, শাস্ত্রবাণীরও লক্ষ্য।

২। ধর্মতত্ত্ব ও শুভকর্ম

প্রভুভক্তির পদ্ধতি দু'টো বিষয়ের উপর নির্ভর করে, ভক্তিময় ধর্মতত্ত্ব ও শুভকর্ম; আর যেমন শুভকর্মবিহীন ধর্মতত্ত্ব ঈশ্বরের কাছে গ্রহণীয় নয়, তেমনি যে কর্ম ভক্তিময় ধর্মতত্ত্ব দ্বারা অনুপ্রাণিত নয়, ঈশ্বর তা মেনে নেন না। কেননা ঈশ্বর সংক্রান্ত তত্ত্ব ভালমত জানা ও সেইসঙ্গে নীচক ব্যভিচারী হওয়াতে কী লাভ? একই প্রকারে, প্রশংসনীয় শুচিতা পালন করা ও সেইসঙ্গে ভক্তিহীন ঈশ্বরনিন্দুক হওয়াতে কী লাভ?

অতএব, ধর্মতত্ত্ব-জ্ঞান সত্যিই এমন মূল্যবান সম্পদ যা সজাগ মনেই রক্ষা করা দরকার কারণ অনেকেই রয়েছে যারা দর্শনবিদ্যা ও অসার প্রতারণা দিয়ে নিজেদের শিকার নিজেদের দিকে টানে [৫]। একদিকে গ্রীকেরা তাদের আকর্ষণীয় কথনের দ্বারা মানুষকে ভোলায়, কেননা *স্ত্রীলোকদের ওষ্ঠে মধু ঝরে পড়ে* [৬], অপরদিকে পরিচ্ছেদনের সমর্থকেরা, তাদের কাছে যারা যায়, তাদের প্রবঞ্চনা করে সেই ঐশশাস্ত্র হাতিয়ার ক'রে

যা তারা বাল্যকাল থেকে বার্ধক্যকাল পর্যন্ত অধ্যয়ন করা সত্ত্বেও বাঁকা অর্থে ব্যাখ্যা করে ও তাদের বৃদ্ধ বয়সেও সেবিষয়ে অজ্ঞ হয়ে থাকে। অন্যদিকে ভ্রান্তমতপন্থীদের সন্তানেরা মিষ্টি কথা দিয়ে ও তাদের আকর্ষণীয় ভাষণ দিয়ে সরল মানুষের মন ভোলায়; এভাবে তারা মধুই যেন খ্রিষ্ট-নামের ছদ্মবেশে তাদের ভক্তিহীন তত্ত্বের বিষাক্ত তীর প্রচ্ছন্ন করে। এদের সকলের সম্পর্কে প্রভু বলেছিলেন, *দেখ, কেউ যেন তোমাদের না ভোলায়* (৭)। এজন্যই বিশ্বাস-ধর্মতত্ত্ব সম্প্রদান করা হয় ও সেবিষয়ে ব্যাখ্যাও প্রদান করা হয়।

কিন্তু, বিশ্বাস সংক্রান্ত শিক্ষা প্রদান করার আগে, প্রয়োজনীয় তত্ত্বগুলো সমষ্টিগত ভাবে আবার সংক্ষিপ্ত ভাবেও উপস্থাপন করা উপযোগী মনে করি, যাতে, যা যা বলা দরকার সেই বিষয়গুলোর বাহুল্য ও এই পবিত্র চল্লিশদিন ব্যাপী দীর্ঘ সময়কাল তোমাদের মধ্যে অধিক সরলমনা যারা তাদের জন্য বহুকিছু ভুলে যাওয়ার কারণ না হয়। বরং, আপাতত সংক্ষিপ্ত ভাবে নানা বীজ ছড়িয়ে, পরবর্তীতে যখন সেবিষয় বিস্তারিত ভাবে উপস্থাপন করব, তখন যেন আমরা আগেকার বিষয়াদি বিস্মৃত না হই।

উপস্থিত এ তোমাদের মধ্যে পরিপক্ব মনের মানুষ যারা, ও *সাধনার ফলে যাদের মন মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ণয় করতে প্রস্তুত* (৮) যারা, সেই তোমরা যেন এসব কিছু ধৈর্যের সঙ্গে শোন যা আসলে দুধের শিশুদের জন্যই উপযোগী, যাতে সকলেরই উপকার হয়, তাদেরও উপকার হোক প্রাথমিক শিক্ষা যাদের দরকার, তাদেরও উপকার হোক যারা পরিপক্ব জ্ঞানের অধিকারী, যাতে তারা আগেকার শেখা তত্ত্বের স্মৃতি জাগিয়ে তুলতে পারে।

১। ঈশ্বর

৩। একমাত্র ঈশ্বর ও পিতা

অতএব, তোমাদের আত্মায় ঈশ্বর সংক্রান্ত তত্ত্বকে ভিত্তি স্বরূপ স্থাপন করা হোক, তথা: ঈশ্বর যিনি তিনি একমাত্র ঈশ্বর, জনিত নন ও অনাদী, তাঁর পরিবর্তনও নেই, রূপান্তরও নেই, পরের দ্বারা জনিত নন, তাঁর এমন অন্য কেউই নেই যিনি পরে তাঁর পদ দখল করবেন, তিনি কালে জীবনযাপন করতে আরম্ভও করেননি, কখনও তাঁর শেষও হবে না, তিনি একাধারে মঙ্গলময় ও ন্যায়বান; আর তুমি যদি কোন এক সময়

ভ্রান্তমতপন্থী একজনকে শুনবে যে বলে, এক ঈশ্বর আছেন যিনি ন্যায়বান, ও অন্য এক ঈশ্বর আছেন যিনি মঙ্গলময়, তখন তুমি যেন সাথে সাথে এই শিক্ষা স্মরণ করে ভ্রান্তমতের বিষাক্ত তীর চিনতে পার। কেননা কেউ না কেউ নিজ শিক্ষায় ভক্তিহীন ভাবে একেশ্বরকে বিভক্ত করতে দুঃসাহস করেছে, অন্য কেউ বলেছে, আত্মার একজন নির্মাতা ও প্রভু আছেন, ও দেহের অন্য একজন আছেন; এ এমন তত্ত্ব যা একাধারে নির্বোধ ও ভক্তিহীন।

কেননা কেমন করে একজন মানুষ দুই মনিবের দাস হতে পারে যখন সুসমাচারে প্রভু বলেন, *দুই মনিবের সেবায় থাকা কারও পক্ষে সম্ভব নয়* (৯)। সুতরাং, সেই একমাত্র ঈশ্বর আছেন যিনি আত্মা ও দেহ উভয়েরই নির্মাতা, যিনি স্বর্গ ও মর্তের একমাত্র স্রষ্টা, যিনি দূত ও মহাদূতদের নির্মাতা; তিনি বহুজনের নির্মাতা, কিন্তু সবযুগের পূর্বে কেবল একজনেরই পিতা, কেবল সেই একজনেরই, যিনি তাঁর সেই একমাত্র জনিত পুত্র, আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্ট, যাঁর দ্বারা তিনি 'দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছু নির্মাণ করলেন'।

৪। পিতা ঈশ্বর

আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের এই পিতা কোন স্থানে সীমাবদ্ধ নন, স্বর্গের চেয়েও ক্ষুদ্র নন, বরং স্বর্গ হল তার আঙুলের কারুকাজ, ও গোটা পৃথিবী তাঁর করতলে ধারণ করা আছে। তিনি সবকিছুতে বর্তমান ও সবকিছুর চারপাশে বিদ্যমান।

এমনটা মনে কর না যে সূর্য তাঁর চেয়ে উজ্জ্বল বা তাঁরই সমান, কেননা সূর্যকে যিনি আদিতে গড়লেন, তিনি যে তার চেয়ে অতুলনীয়ভাবে মহৎ ও উজ্জ্বলতম তা আবশ্যকীয়। তিনি ভাবী সবকিছু আগে থেকেই জানেন, ও সবকিছুর চেয়ে প্রতাপময়, কারণ তিনি সবকিছু জানেন ও যা ইচ্ছে তা-ই করেন; তিনি ঘটনাসকলের নিয়মিত কোন ধারাবাহিকতার অধীন নন, জন্মের অধীনও নন, নিয়তি ও ভাগ্যেরও অধীন নন। তিনি সবকিছুতেই সিদ্ধতাবিশিষ্ট, ও সমানভাবেই সবধরনের প্রতাপের অধিকারী; তিনি হ্রাস পান না, বৃদ্ধিও পান না, বরং স্বরূপে ও অবস্থায় নিজেই যেমন, সর্বদাই তেমন। তিনি পাপীদের জন্য শাস্তি ও ধার্মিকদের জন্য মালা ব্যবস্থা করেছেন।

৫। একেশ্বরেই বিশ্বাস, বহু ঈশ্বরে নয়

অনেকে নানা ভাবে একেশ্বর-তত্ত্ব থেকে পথভ্রষ্ট হয়েছে। কেউ না কেউ সূর্যকে ঈশ্বর করল, কেমন যেন সূর্যাস্ত হলে তারা রাতের বেলায় ঈশ্বর ছাড়া থাকতে পারত; অন্য কেউ চাঁদকে ঈশ্বর করল, কেমন যেন দিনের বেলায় তাদের জন্য কোন ঈশ্বর নেই; আবার অন্য কেউ জগতের অন্যান্য অংশকে ঈশ্বর করল, যেমন শিল্পকলা, নানা ধরনের খাদ্য ও নিজেদের পছন্দ; আবার, নারীসমাজের প্রতি দুশ্চরিত্রতাপূর্ণ উন্মাদনার জোরে অন্য কেউ বস্ত্রহীন একটা নারীর মূর্তি উচ্চস্থানে বসিয়ে তাকে আফ্রদিতে নাম দিয়েছে ও নিজেদের মনের লালসাকে দৃশ্যগত আকারে পূজা করেছে। আরও, অন্য কেউ সোনার উজ্জ্বলতায় অবাক হয়ে সেটাকে ও সেই ধরনের অন্য পদার্থও ঈশ্বর করল।

কিন্তু যে কেউ নিজের অন্তরে ভিত্তি হিসাবে একেশ্বর-তত্ত্ব স্থাপন করে ও তাতে মনে প্রাণে আস্থা রাখে, সে প্রতিমার সমস্ত অনিষ্টকর ফসল ও যেকোন ভ্রান্তমত এক নিমেষেই নির্মূল করে। তাই, বিশ্বাস দ্বারা তোমার অন্তরে ভিত্তি হিসাবে এই প্রথম ধর্মতত্ত্বই স্থাপন কর।

২। খ্রিষ্ট

৬। পিতার সদৃশ সেই পুত্র

তুমি অদ্বিতীয় ও একমাত্র ঈশ্বরপুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টেও বিশ্বাস করবে, যিনি ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর বলে জনিত, জীবন থেকে জীবন বলে জনিত, আলো থেকে আলো বলে জনিত, যিনি সবদিক দিয়ে জনকেরই সদৃশ [১০]।

আপন সত্তাকে কালে গ্রহণ না করে, বরং অনাদিকালীন ও ধারণাতীত ভাবে পিতা থেকে জনিত হয়ে তিনি সর্বযুগের পূর্বে ছিলেন; নিজেই স্বয়ংসত্তাময় হওয়ায় তিনি ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ও প্রতাপ, ও তাঁর ধর্মময়তা; তিনি সর্বযুগের পূর্বে পিতার ডান পাশে আসীন। কেউ না কেউ যেমনটা বলে থাকে, সেই অনুসারে তিনি যে যন্ত্রণাভোগের পরে ঈশ্বর দ্বারাই যেন মুকুটে পরিবৃত হয়ে [১১] নিজের সহিষ্ণুতার পুরস্কার হিসাবে পিতার ডান পাশের সেই আসন গ্রহণ করেছিলেন এমন নয়; না, তাঁর যে সত্তা গুণে তিনি

সনাতন সর্বকাল থেকে জনিত, সেই সত্তা গুণেই তিনি রাজ-অধিকার রাখেন ও পিতার আসনের সহভাগী, কারণ, যেমনটা বলা হয়েছে, তিনি নিজেই ঈশ্বর, প্রজ্ঞা ও প্রতাপ হওয়ায় পিতার সঙ্গে সহ-রাজত্ব করেন ও পিতার হয়ে সবকিছু সৃষ্টি করেন। ঐশ্বরিক মর্যাদা ক্ষেত্রে তাঁর কোন অভাব নেই, এমনকি তিনি যেমন যাঁ হতে জনিত হলেন তাঁকে জানেন, তেমনি জনকও তাঁকে জানেন (১২)। এ সমস্ত কিছুর শেষ কথা হিসাবে, তা-ই স্মরণ কর যা সুসমাচারে লেখা রয়েছে, তথা, *পিতা ছাড়া আর কেউই পুত্রকে জানে না, পুত্র ছাড়া পিতাকেও কেউ জানে না* (১৩)।

৭। একমাত্র বাণী

তুমি পিতা থেকে পুত্রকে বিচ্ছিন্ন করবে না, তথাকথিত পুত্র-পিতৃত্ব ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ঘুলিয়ে বিশ্বাস করবে না; তুমি বরং বিশ্বাস করবে যে, একেশ্বর থেকে কেবল সেই একমাত্র জনিত পুত্র আছেন যিনি নিজে সর্বযুগের পূর্বে বাণী-ঈশ্বর। এ এমন বাণী নয় যা আকাশে বাতাসে বিবর্ণ হয়ে যায়, আমাদের কথনের মতও নয় যা সত্তাবিহীন; বরং সেই বাণী-পুত্র, যিনি যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন সকলের নির্মাতা; সেই বাণী, যিনি পিতাকে শোনেন ও নিজে কথা বলেন। ঈশ্বর তেমনটা করতে দিলে তবে আমরা এসমস্ত বিষয়ে সময়মতই বিস্তারিত ভাবে কথা বলব (১৪), কেননা আমরা একথা ভুলে যাচ্ছি না যে, আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্য হলো বিশ্বাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভূমিকা মাত্র নিবেদন করা।

৩। কুমারী থেকে পুত্রের জন্ম

৮। তিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে কুমারীর গর্ভে মাংস হলেন

তুমি একথা বিশ্বাস করবে যে, পিতার একমাত্র জনিত পুত্র আমাদের পাপের জন্য স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নেমে এলেন, এই যন্ত্রণাসাপেক্ষ মনুষ্যত্ব ধারণ করলেন আমরা নিজেরা যার অধিকারী, এবং পবিত্রা কুমারী ও পবিত্র আত্মা থেকে জনিত হলেন।

তিনি দেখতেই শুধু নয়, ও কল্পনা অনুসারেও নয়, সত্যিই মানুষ হলেন। তিনি কুমারীর ভিতর দিয়ে কেমন যেন একটা নলের ভিতর দিয়ে চলে আসেননি, বরং তাঁর কাছ থেকে বাস্তবেই মাংস হলেন ও তাঁর বাস্তব দুধ খেয়ে পুষ্টিলাভ করলেন। তিনিও

বাস্তবেই খেলেন যেইভাবে আমরা খাই, ও বাস্তবেই পান করলেন যেইভাবে আমরা পান করি। কেননা মনুষ্যত্বধারণ মোহমায়া মাত্র হলে, তবে পরিত্রাণও মোহমায়া মাত্র।

খ্রিষ্ট দ্বিবিধই ছিলেন: চোখে যা পড়ত সেই অনুসারে তিনি মানুষ, কিন্তু যা গুপ্ত ছিল সেই অনুসারে তিনি ঈশ্বর। মানুষ হিসাবে তিনি আমাদের মত বাস্তবে খেতেন, কেননা আমাদের দেহের যে অনুভূতি, তিনিও সেই একই অনুভূতির অধিকারী ছিলেন, কিন্তু ঈশ্বর হিসাবে তিনি পাঁচখানা রুটি দিয়ে পাঁচ হাজার মানুষকে খাইয়েছিলেন [১৫]; মানুষ হিসাবে তিনি সত্যিকারে মৃত্যুবরণ করলেন, কিন্তু ঈশ্বর হিসাবে এমন একজনকে পুনরুত্থিত করলেন যে চার দিন ধরে মৃত ছিল [১৬]; মানুষ হিসাবে তিনি সেই নৌকায় সত্যিই ঘুমিয়ে পড়লেন (মথি ৮:২৪ দ্রঃ), ঈশ্বর হিসাবে জলের উপর দিয়ে হেঁটে চললেন [১৭]।

৪। ক্রুশ

৯। এই গলগথায় তাঁর মৃত্যু

তিনি সত্যিই আমাদের পাপের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হলেন। আর যদি তুমি একথা অস্বীকার করতে চাও, তবে তোমার চোখের সামনে এই যে স্থান, এই যে সুখময় গলগথাই তোমাকে অস্বীকার করে, কেননা যাঁর খাতিরে আমরা এখন এখানে সমবেত, তিনি এখানেই ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিলেন, এ স্থান থেকেই গোটা বিশ্ব সেই ক্রুশের টুকরো টুকরো কাঠে পূর্ণ হল।

তিনি তো নিজের পাপের জন্য নয়, বরং আমরা যেন আমাদের পাপ থেকে মুক্তি পাই সেজন্যই তিনি ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিলেন। আর যদিও মানুষ হিসাবে তিনি সেসময় মানুষ দ্বারা অবজ্ঞাত হয়েছিলেন ও তাঁকে চপেটাঘাত করা হয়েছিল [১৮], তবু সৃষ্টি দ্বারা ঈশ্বর বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন, কেননা আপন প্রভুকে অসম্মানের বস্তু দেখে সূর্য তেমন দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে কাঁপতে কাঁপতে নিজের স্থান থেকে বিদায় নিয়েছিল [১৯]।

১০। পাতালে অবরোহণ

মানুষ হিসাবে তাঁকে সত্যিকারে পাথরময় একটা সমাধিগুহায় রাখা হল [২০], কিন্তু তাঁর কারণে সেই পাথরগুলো ভয়েতে দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে গেল [২১]।

তিনি অধোলোকে নেমে গেলেন যেন সেখান থেকে ধার্মিকদেরও মুক্ত করতে পারেন। আমাকে বল, তুমি কি এমনটা ইচ্ছা কর যে, কেবল জীবিতেরাই তাঁর অনুগ্রহ উপভোগ করবে, ও তারা অধিকাংশ ভক্তিহীন হওয়া সত্ত্বেও তবু কেবল সেই তারাই তা উপভোগ করবে? বরং তুমি কি এমনটা ইচ্ছা কর না যে, আদমের সময় থেকে যারা দীর্ঘকাল ধরে বন্দি অবস্থায় ছিল, তারাও এখন মুক্তিলাভ করবে? নবী ইশাইয়া তাঁর বিষয়ে বহু বিষয় উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, তুমি কি এমনটা ইচ্ছা কর না যে, রাজা নেমে গিয়ে নিজের অগ্রদূতকে মুক্ত করে দেবেন? সেখানে ছিলেন দাউদ ও শামুয়েল ও সকল নবী; সেই যোহন নিজেও ছিলেন যিনি তাঁর কাছে দূত পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, *যাঁর আসবার কথা, আপনি কি সেই ব্যক্তি? না আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকব?* [২২]। তুমি কি এমনটা ইচ্ছা কর না, তিনি নেমে গিয়ে তেমন মানুষদের মুক্ত করে দেবেন?

৫। পুনরুত্থান

১১। তিনি তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করলেন

এবং এমনটা হল যে, যিনি অধোলোকে অবরোহণ করেছিলেন, তিনি সেখান থেকে আবার আরোহণ করলেন; আর যাঁকে সমাধি দেওয়া হয়েছিল, সেই যিশু তৃতীয় দিনে সত্যি পুনরুত্থান করলেন। আর যদি কোন কালে ইহুদীরা তোমার সঙ্গে তর্কবিতর্ক করে, তবে সাথে সাথে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর, সেই যোনা যখন তৃতীয় দিনে অতিকায় মাছের পেট থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, তখন কি খ্রিষ্ট তৃতীয় দিনে ভূমি থেকে পুনরুত্থান করতে পারেননি? যখন এলিশেয়ের হাড় স্পর্শ করায় একটা মৃত ব্যক্তি পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল [২৩], তখন মানবনির্মাতা যিনি, তাঁর পক্ষে পিতার প্রভাবে পুনরুত্থান করা সহজতর ব্যাপার নয়? হ্যাঁ, তিনি সত্যি পুনরুত্থান করলেন, ও পুনরুত্থান করার পর শিষ্যেরা তাঁকে দেখলেন [২৪]। তাঁদের মধ্যে বারোজন তাঁর

পুনরুত্থানের সাক্ষী হয়ে আকর্ষণীয় কথায় সাক্ষ্য দিলেন না, বরং নির্যাতন ও মৃত্যু সহ্য করা পর্যন্তই তাঁর প্রকৃত পুনরুত্থান বিষয়ে লড়াই করলেন।

আর কি? শাস্ত্র অনুসারে *যেকোন ব্যাপার দুই বা তিনজন সাক্ষীর প্রমাণেই বিচার করা হবে* (২৫); আচ্ছা, খ্রিষ্টের পুনরুত্থানের বিষয়ে বারোজনই সাক্ষ্য দান করেছিলেন। তবে তুমি কি তাঁর পুনরুত্থানের কথা এখনও অবিশ্বাস করছ?

১২। তিনি স্বর্গারোহণ করলেন

সহিষ্ণুতার পথ শেষ পর্যন্ত অতিক্রম করার পর ও মানবজাতিকে পাপকর্ম থেকে মুক্ত করার পর যিশু পুনরায় স্বর্গে আরোহণ করলেন: একটা মেঘ তাঁকে গ্রহণ করে নিচ্ছিল (২৬), আর তিনি ঊর্ধ্বে যেতে যেতে দূতগণ তাঁর পাশে পাশে ছিলেন ও প্রেরিতদূতগণ তাকিয়ে ছিলেন। যে কেউ আমাদের একথা বিশ্বাস করে না, তবে যা কিছু এখন দেখা যেতে পারে, সে সেই সবকিছুর প্রতাপ দেখে বিশ্বাস করুক।

মৃত্যুবরণ করে সকল রাজা নিজেদের জীবনের সঙ্গে নিজেদের প্রতাপও হারিয়ে ফেলে; কিন্তু ক্রুশবিদ্ধ খ্রিষ্ট সারা বিশ্বের উপাসনার পাত্র। আমরা সেই ক্রুশবিদ্ধজনের কথা ঘোষণা করি আর অপদূতেরা কাঁপে। নানা সময় অনেককে ক্রুশে বিঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু যারা ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে তাদের মধ্যে কাকেই বা আহ্বান করলে সেই আহ্বান অপদূতদের দূর করে দিল?

১৩। ক্রুশই গৌরব

সুতরাং, আমরা যেন খ্রিষ্টের ক্রুশ বিষয়ে লজ্জাবোধ না করি। অন্য কেউ ক্রুশচিহ্ন লুকিয়ে রাখলেও তুমি কিন্তু সেই চিহ্নে প্রকাশ্যেই তোমার কপাল চিহ্নিত কর, যাতে সেই রাজকীয় চিহ্ন দেখে অপদূতেরা কাঁপতে কাঁপতে দূরে পালায়। তাই তুমি আহার ও পান করার সময়ে, বসা ও শোয়া অবস্থায়, জেগে ওঠা, কথা বলা ও পথে চলার সময়ে, এক কথায়, তুমি যাই কিছু কর, তাতে ক্রুশচিহ্ন কর।

কেননা যিনি এইখানে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, তিনি এখন ঊর্ধ্বে, সেই স্বর্গে, রয়েছেন। ক্রুশবিদ্ধ ও সমাহিত হওয়ার পর তিনি যদি কবরে থেকে যেতেন, তাহলে আমাদের লজ্জাবোধ করার বিষয় থাকত; কিন্তু এইখানে, এই গলগথার উপরে যিনি

ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, তিনি পুবে অবস্থিত জৈতুন পর্বত থেকে স্বর্গে আরোহণ করলেন ([২৭])। তাই, পাতালে অবরোহণ করে আমাদের কাছে এ পৃথিবীতে পুনরায় আরোহণ করার পর তিনি পুনরায় আমাদের কাছ থেকে স্বর্গে আরোহণ করলেন যেখানে পিতা তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, *আমার ডান পাশে আসন গ্রহণ কর যতক্ষণ না তোমার শত্রুদের আমি করি তোমার পাদপীঠ* ([২৮])।

৬। ভাবী বিচার

১৪। তিনি জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে পুনরাগমন করবেন

এই যে যিশু খ্রিষ্ট আরোহণ করলেন, তিনি মর্ত থেকে নয়, স্বর্গ থেকেই পুনরাগমন করবেন। আমি 'মর্ত থেকে নয়' বলছি, কারণ এসময় মর্ত থেকে বহু খ্রিষ্টবৈরী আসবে ([২৯])। বস্তুতপক্ষে তুমি নিজেই দেখতে পেয়েছ যে, অনেকে নকল খ্রিষ্ট-নামটা দখল ক'রে 'আমিই সেই খ্রিষ্ট', ও 'কিছুদিন পর সেই সর্বনাশা জঘন্য বস্তু আসবে' ধরনের কথা বলতে লাগল ([৩০])।

তুমি কিন্তু, হে প্রিয়জন আমার, তুমি প্রকৃত খ্রিষ্টকে, ঈশ্বরের সেই একমাত্র জনিত পুত্রকেই প্রতীক্ষা কর যিনি সবার কাছে যেকোন বিদ্যুৎ-ঝলক ও আলোর উজ্জ্বলতার চেয়েও উজ্জ্বল অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হয়ে, প্রহরীদল সেই দূতগণের মধ্যে পরিবেষ্টিত হয়ে, মৃতদের ও জীবিতদের বিচার করার জন্য ও অন্তহীন সেই স্বর্গীয় রাজ্য গ্রহণ করে নেবার জন্য মর্ত থেকে আর নয়, স্বর্গ থেকেই আগমন করবেন। তুমি এবিষয়েও নিশ্চিত হও ও সতর্ক থাক, কারণ অনেকেই তারা যারা একথা বলে যে, খ্রিষ্টের রাজ্যের অন্ত হবে।

৭। পবিত্র আত্মা

১৫। অবিচ্ছিন্ন সেই পবিত্র আত্মা

তুমি পবিত্র আত্মায়ও বিশ্বাস করবে, এবং পিতা ও পুত্রকে যেমন, তেমনি তাঁকেও সমগৌরব আরোপ করবে; তা তুমি করবে [খ্রিষ্টীয়] পরম্পরা অনুসারে, যারা তাঁর বিষয়ে ঈশ্বরনিন্দাজনক ধারণা শেখায়, তাদের মত অনুসারে নয়।

তুমি কিন্তু এ শিখবে যে, পবিত্র আত্মা এক, অবিচ্ছেদ্য ও বহুমুখী প্রতাপের অধিকারী; তিনি বহু কর্মক্রিয়ার সাধক হয়েও তথাপি নিজে বিচ্ছিন্ন হন না। তিনি রহস্যাদি জানেন ও সবকিছু, এমনকি ঈশ্বরের গভীর সমস্ত বিষয়ও তলিয়ে দেখেন (৩১)। তিনি প্রভু যিশু খ্রিষ্টের উপরে কপোতের আকারে নেমে এসেছিলেন; তিনি বিধান ও নবীদের মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়েছিলেন; তিনি এখন, বাপ্তিস্মকালে, তোমার আত্মাকে সীলমোহরযুক্ত করেন; সমস্ত উপলব্ধিক্ষমতা সম্পন্ন প্রাণীর পক্ষেও তাঁর পবিত্রতা অর্জন করা দরকার; *যে কেউ তাঁর নিন্দা করে, সে ক্ষমা পাবে না, এযুগেও নয়, আসন্ন যুগেও নয়* (৩২); 'তিনি পিতা ও পুত্রের সঙ্গে ঈশ্বরত্বের সমগৌরবের পাত্র', সমস্ত সিংহাসন, প্রভুত্ব, আধিপত্য ও কর্তৃত্ব তাঁর উপর নির্ভরশীল (৩৩); কেননা এক-ঈশ্বর আছেন, তিনি খ্রিষ্টের পিতা; এক-প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্ট আছেন, তিনি একমাত্র ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্র, এবং এক-পবিত্র আত্মা আছেন, তিনি সকলের পবিত্রতা ও ঈশ্বরত্ব দানকারী, তিনি পুরাতন ও নূতন নিয়মে বিধান ও নবীদের মধ্য দিয়ে কথা বলেছিলেন।

১৬। বাপ্তিস্ম-মুদ্রাঙ্কন

তুমি এ মুদ্রাঙ্কনের কথা সবসময়ই মনে রাখবে; সেটার কথা আপাতত আমার উপদেশে আমি অল্প সময়ে ও সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখ করেছি, কিন্তু ঈশ্বর এমনটা করতে দিলে তবে আমি যথাসাধ্যই শাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করব।

কেননা বিশ্বাসের ঐশ্বরিক ও পবিত্র রহস্যাদি সম্পর্কে পবিত্র শাস্ত্রের প্রমাণ না দিয়ে একটা সাধারণ বচনও উপস্থাপন করা চলে না, ভিত্তিহীন ধারণা ও নিপুণ কথনের উপর অবলম্বন করেও সেই বিষয়ে কথা বলা মানায় না। এই আমি যে তোমাদের কাছে কথা বলছি, সেই আমি যা প্রচার করি, সেসম্পর্কে তুমি যদি পবিত্র শাস্ত্রেরই প্রমাণ না পাও,

তবে আমার এই কথায়ও অতিরিক্ত আস্থা রাখবে না। কেননা যে পরিত্রাণ আমরা বিশ্বাস করি, তা মানবীয় গভীর ধারণা প্রয়োগের উপরে নয়, পবিত্র শাস্ত্রের প্রমাণের উপরেই বরং নির্ভর করে।

৮। মানবাত্মা

১৭। আত্মা অমর, দেহ ক্ষয়শীল

আমাদের শ্রদ্ধাময়, গৌরবময় ও পরমপবিত্র বিশ্বাস সংক্রান্ত তত্ত্বের পর, তুমি যে কী, এবার তা-ই শিখে নাও: এ শিখে নাও যে মানুষ হিসাবে তুমি দ্বিবিধ ভাবে গঠিত, তথা তুমি আত্মা ও দেহে গঠিত; এবং, একটু আগে যেমনটা বলা হয়েছিল, এও শিখে নাও যে, সেই অনুসারে সেই একই ঈশ্বর হলেন আত্মা ও দেহ দু'টোরই স্রষ্টা। এও জেনে নাও যে তুমি এমন স্বাধীন ইচ্ছা-বিশিষ্ট আত্মার অধিকারী যা ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ শীল্পকর্ম ও যা নিজের স্রষ্টার প্রতিমূর্তি অনুসারে গড়া; সেই আত্মা অমর, কারণ স্বয়ং ঈশ্বর তাকে অমরতা প্রদান করেন; তুমি এমন জীবনময় প্রাণী যে যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন ও অক্ষয়শীল, কারণ স্বয়ং তিনি এসমস্ত মঞ্জুর করেন; এমন প্রাণী যে যা ইচ্ছে তাই করতে সক্ষম। কেননা তুমি যে তোমার জন্মলগ্নের কারণেই পাপ কর, তা নয়; নিয়তিই যে তোমাকে ব্যভিচারী করে, তাও নয়; কেউ না কেউ যেমনটা বলে থাকে, সেই অনুসারে জ্যোতিষ্করাজিই যে তোমাকে উচ্ছৃঙ্খলতায় পতিত হতে বাধ্য করে, তাও নয়। তুমি কেন তোমার নিজের অপকর্ম স্বীকার করতে অসম্মত হয়ে নির্দোষী জ্যোতিষ্করাজির উপর দোষ চাপিয়ে দিচ্ছ? আমাকে বিশ্বাস কর, জ্যোতিষীদের পিছনে আর ছুটাছুটি করো না, কারণ তাদের বিষয়ে পবিত্র শাস্ত্রে বলে, *সেই সমস্ত জ্যোতিষী তোমাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসুক*, ও সেটার পরে বলা হয়, *এই যে, ওরা খড়ের মত, আগুন ওদের পুড়িয়ে ফলবে, অগ্নিশিখার হাত থেকে নিজেদের আত্মাকে বাঁচাতে পারবে না* (৩৪)।

১৮। আত্মার আদি অবস্থা

এও শিখে নাও যে, এজগতে আসবার আগে আত্মা কোন কিছুতে পাপ করেনি, কিন্তু আমরা পাপশূন্য অবস্থায় আসা সত্ত্বেও, সেই আমরাই এখন স্বাধীন ইচ্ছায় পাপকর্ম করি।

আমাকে বিশ্বাস কর, যে কেউ *আমি যা ইচ্ছা করি না, তা-ই যখন করি* [৩৫] বচনটা অপব্যাখ্যা করে, তাদের কথা না শুনে তুমি বরং তাঁকেই স্মরণ কর যিনি বলেন, *তোমরা ইচ্ছা করলে ও আমার কথা শুনলে তবে ভূমির উত্তম ফল খাবে; কিন্তু তোমরা ইচ্ছা না করলে ও আমার কথা না শুনলে তবে খড়্গাই তোমাদের গ্রাস করবে* [৩৬], ইত্যাদি। এও লেখা আছে, *তোমরা যেমন আগে জঘন্য কর্মের লক্ষ্যে নিজেদের অঙ্গগুলিকে অশুচিতা ও জঘন্য কর্মের কাছে দাস হিসাবে সঁপে দিয়েছিলে, তেমনি এখন পবিত্রীকরণের লক্ষ্যে নিজেদের অঙ্গগুলিকে ধর্মময়তার কাছেই দাস হিসাবে সঁপে দাও* [৩৭]।

শাস্ত্রের একথাও স্মরণ কর, *তারা নিজেদের জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে স্বীকার করতে সম্মত হয়নি* [৩৮], আরও, *কারণ ঈশ্বরের বিষয়ে যা জানা যেতে পারে, তা তাদের কাছে প্রকাশ্য* [৩৯]; আরও, *তারা চোখ বন্ধ করে দিয়েছে* [৪০]। ঈশ্বর কী ভাবে তাদের অভিযুক্ত করেন, সেকথাও স্মরণ কর, *আমি ফলপ্রদ ও একেবারে উৎকৃষ্ট আঙুরলতা করেই তোমাকে পুঁতেছিলাম; তুমি কেমন করে তিক্ত ও জারজ আঙুরলতায় রূপান্তরিত হয়েছ?* [৪১]।

১৯। আত্মা লিঙ্গবিহীন

আত্মা অমর, এবং সকল আত্মা, অর্থাৎ পুরুষ বা নারীদেরই সকল আত্মা সদৃশ; কেননা কেবল দেহের অঙ্গগুলোই এক একটা পৃথক পৃথক।

আত্মাদের এমন শ্রেণি নেই যা অনুসারে আত্মাগুলো স্বরূপেই পাপ করে, এবং আত্মাদের এমন শ্রেণিও নেই যা অনুসারে আত্মাগুলো স্বরূপেই ধর্মময়তা পালন করে; কিন্তু উভয় আচরণ যে যার স্বাধীন বেছে নেওয়ার উপরেই নির্ভর করে, কারণ সকলের আত্মার সত্তা একমাত্র ধরনেরই সত্তা, ও সকলের মধ্যে সমান। তথাপি আমি যে বেশি কথা বলছি, তা আমি জানি, এও জানি যে, বেশ কিছু সময় ধরে কথা বলে আসছি; তবু এমন কোন বিষয় রয়েছে কি যা পরিত্রাণের চেয়ে অধিক উপযোগী? তুমি কি চাও না, কিছুটা পরিশ্রম করে ভ্রান্তমতপন্থীদের বিপক্ষে পাথেয়রূপে কিছুটা পাবে? তুমি কি সেই নানা পথ শিখতে ইচ্ছা কর না যাতে অজ্ঞতাবশত তোমাকে খাড়া পর্বতের নিচে না পরতে হয়? যারা তোমাকে শিক্ষা দেন, তাঁদের বিবেচনায় যদি এবিষয়গুলো শেখা

তোমার জন্য কম উপকারিতার বিষয় নয়, তাহলে শিষ্য যে তুমি, তোমার পক্ষে কি তাঁদের বহুবিধ শিক্ষা ইচ্ছাকৃত ভাবে গ্রহণ করা উচিত নয়?

২০। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও দায়িত্ব

আত্মা স্বাধীন ও স্বয়ং শাসিত। দিয়াবল প্ররোচনা করতে পারে বটে, কিন্তু ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানুষকে বাধ্য করার অধিকার সে রাখে না। সে তোমার কাছে কুচিন্তা উপস্থাপন করে, যা ইচ্ছা করলে তুমি গ্রহণ করে নাও, ইচ্ছা না করলে প্রত্যাখ্যান কর। কেননা যদি তুমি বাধ্য হয়েই ব্যভিচারী হতে, তাহলে কিজন্যই বা ঈশ্বর জাহান্নামের ব্যবস্থা করেছেন? তুমি যদি বাধ্য হয়ে নয়, স্বভাবেই সৎকর্মের মানুষ হতে, তাহলে কেনই বা ঈশ্বর অনির্বচনীয় গৌরবের মালার ব্যবস্থা করেছেন? মেষ কোমল, কিন্তু তার কোমলতার জন্য সে কখনও মাল্যভূষিত হয়নি, কারণ তার কোমলতা তার মনের ইচ্ছার ফল নয়, তার স্বভাবেরই ফল।

৯। মানবদেহ

২১। মানবদেহ চমৎকার

প্রিয়জন আমার, এ অল্প সময়ের মধ্যে আত্মা সম্পর্কে যা জানা যথেষ্ট, তা তুমি জানতে পেরেছ। এখন দেহ সংক্রান্ত তত্ত্বও শিখতে আপ্রাণ চেষ্টা কর।

যারা বলে, ঈশ্বরের সঙ্গে এ মানবদেহের কোন সম্পর্ক নেই, তাদের কাউকেই তুমি ভয় করো না, কারণ যারা বিশ্বাস করে যে দেহ ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কবিহীন, ও আত্মা দেহের মধ্যে অদ্ভুত একটা পাত্রের মতই যেন বসবাস করে, তারা সহজেই দেহটাকে লালসার জন্য অপব্যবহার করে। অথচ তারা এ চমৎকার দেহে দণ্ডনীয় বলতে কী পেয়েছে? তার গঠনে কোন্ অঙ্গ অধিক সুন্দরতম ও শালীন নয়? কাঠামোতে তার কোন্ অঙ্গ কারুকার্যের তুল্য নয়? গঠনে চোখ যে কেমন উজ্জ্বল; সেই কান, যা বাঁকা হওয়ায় যত সুর অবাধেই গ্রহণ করে; সেই ঘ্রাণ, যা নানা সুগন্ধ বিচার করতে পারে ও নিঃসৃত নানা বাষ্প উপলব্ধি করতে পারে; সেই জিহ্বা, যা দু'টো ভূমিকা তথা স্বাদ-অনুভূতি ও বাক্‌শক্তি নিয়ন্ত্রণ করে; সেই ফুসফুস, যা গুপ্ত স্থানে অবস্থিত হয়ে

অবিরতই নিশ্বাস করে থাকে, এই সমস্ত কিছু লক্ষ্য করা কি তাদের উচিত হত না? হৃদপিণ্ডকে কে দিল সারাক্ষণ স্পন্দন করার শক্তি? কে ততসংখ্যক শিরা ও ধমনীতে রক্ত চলাচল নির্ধারণ করল? কে হাড় ও পেশীতন্ত্র তত নৈপুণ্যের সঙ্গে নিজেদের মধ্যে বুনেছে? কে খাদ্যের একটা অংশ পুষ্টির জন্য, ও আর একটা অংশ শালীন নিঃসরণের জন্য নির্ধারণ করেছে, ও গোপনীয় অঙ্গগুলোকে অধিক উপযোগী স্থানে লুকিয়ে রেখেছে? (৪২)। মানবকুল যেন নিঃশেষিত না হয়, কে তাকে সহজ মিলন-ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে চিরন্তন করেছে?

২২। দেহ পাপের জন্য দায়ী নয়

দেহটাই যে পাপের কারণ, একথা তুমি আমাকে বলবে না। কেননা দেহটাই পাপের কারণ হলে, তবে কেনই বা একটা মৃতদেহ পাপ করে না?

এইমাত্র মারা গেছে যে জন, তার ডান হাতে একটা খড়্গ দাও; কৈ, কোন হত্যাকাণ্ড হচ্ছে না! এইমাত্র মারা গেছে যে যুবক, তার সামনে সবরকম সৌন্দর্য চলাচল করুক; কৈ, অশুচি কোন বাসনা তার হচ্ছে না। কেন? কারণ দেহ নিজে থেকে পাপ করে না, আত্মাই দেহের মধ্য দিয়ে পাপ করে। দেহ একটা মাধ্যম মাত্র, দেহ কেমন যেন আত্মার একটা কাপড় বা পোশাক; দেহ তখনই অশুচি হয় যখন আত্মা তাকে ব্যভিচারের হাতে ছেড়ে দেয়; কিন্তু পবিত্র একটা আত্মার সঙ্গে বসবাস করলে দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির হয়ে ওঠে। আমিই যে একথা বলছি তা নয়, প্রেরিতদূত পলই বলেছেন, *নাকি তোমরা জান না যে, তোমাদের দেহ পবিত্র আত্মারই মন্দির যিনি তোমাদের অন্তরে বিদ্যমান?* (৪৩)।

অতএব, নিজের দেহকে তোমার অন্তরে বিদ্যমান পবিত্র আত্মার মন্দির বলে সম্মান কর। তোমার দেহকে লালসায় অপবিত্র করো না; তোমার এ সুন্দরতম পোশাক কলুষিত করো না; আর যদিও কখনও তা কলুষিত করে থাক, এখন মনপরিবর্তনের মাধ্যমে তা শোধন কর: সময় থাকতে জলপ্রক্ষালনে নিজেকে ধৌত কর।

২৩। চিরকৌমার্য পালন

যারা জগতে স্বর্গদূততুল্য জীবন পালন করে, সেই মঠবাসী সন্ন্যাসী ও চিরকুমারীর শ্রেণিই সর্বোপরি কৌমার্য সংক্রান্ত এ তত্ত্বে মনোযোগ দিন, এবং মণ্ডলীর বাকি সকলে তাদের অনুসরণ করুন। ভাইবোনেরা, তোমাদের জন্য মহৎ একটা মালা প্রস্তুত রয়েছে: সামান্য পছন্দের জন্য একটা মহা মর্যাদা বিনিময় করো না (৪৪)। তাই, স্বর্গদূতদের খাতায় তোমাদের কৌমার্য-সঙ্কল্পের জন্য তালিকাভুক্ত হয়ে সাবধান থাক, পাছে দুশ্চরিত্র মানুষের পরিচয় দেওয়ার ফলে তোমাদের নাম মুছিয়ে দেওয়া হয়।

২৪। পবিত্র দাম্পত্য জীবন

অন্য দিকে, চিরকৌমার্য পালন করতে পারছ বলে তাদেরই উপর গর্ব করো না যারা বিবাহের কম উচ্চ পথে চলে। কেননা প্রেরিতদূত বলেন, *সকলে যেন বিবাহবন্ধন সম্মান করে, বিবাহ-শয্যা যেন কোন কলঙ্কে কলুষিত না হয়* (৪৫)।

তুমি যে তোমার কৌমার্য রক্ষা কর, তুমিও কি বিবাহিত দু'জন থেকে জন্ম নাওনি? সোনার অধিকারী বলে তুমি রুপো হেয়জ্ঞান করো না। যারা বিবাহিত হয়ে বিবাহকে বৈধ ভাবে ব্যবহার করে, যারা বিশৃঙ্খল আচরণের খাতিরে কামুকতার জন্য নয়, ঈশ্বরের বিধান অনুসারেই বিবাহ করে, *যারা প্রার্থনায় সময় দেবার জন্য মিলনে পরিহারকাল* (৪৬) মেনে চলে, যারা বসনে শুধু নয়, দেহেও পরিষ্কার হয়ে মণ্ডলীর সমাবেশে যোগ দেয়, যারা সুখভোগের জন্য নয়, সন্তানোৎপাদনের লক্ষ্যেই বিবাহ করেছে, তারাও শুভ ভরসায় পূর্ণ হোক।

২৫। দ্বিতীয় বিবাহ সম্পর্কে

যারা একবার মাত্র বিবাহ করে থাকে, যারা দ্বিতীয় বিবাহ করেছে তাদের যেন তিরস্কার না করে, কেননা কৌমার্য মর্যাদাপূর্ণ ও প্রশংসনীয় জীবনাবস্থা হলেও তবু, দুর্বল যারা, তারা যেন লালসায় লিপ্ত না হয় সেজন্য দ্বিতীয় বিবাহে আবদ্ধ হওয়াও অনুমোদিত। বস্তুতপক্ষে প্রেরিতদূত বলেন, *আমি যেভাবে আছি, তাদের পক্ষে সেইভাবে থাকা ভাল; কিন্তু তারা যদি নিজেদের সংযত রাখতে না পারে, তাহলে যেন বিবাহ করে; কারণ আগুনে পুড়ে মরার চেয়ে বরং বিবাহ করাই ভাল* (৪৭)। কিন্তু বাকি যত

ব্যবহার যেমন দুশ্চরিত্রতা, ব্যভিচার ও যত প্রকার লালসা যেন দূর করে দেওয়া হয়, এবং দেহ প্রভুর জন্য শুচি বলে সংরক্ষিত হোক যেন প্রভুও দেহকে সম্মানের চোখে দেখেন। দেহ খাদ্য দিয়ে পুষ্ট করা হোক, লালসার হাতে তাকে সঁপে দেবার জন্য নয়, বরং এজন্য, যাতে দেহ বাঁচতে পারে ও বিনা কষ্টে নিজের সেবাকর্ম পালন করে।

২৬। মাংসাহার ও মাংস-পরিহার

যেহেতু অনেকে মাংস সংক্রান্ত ব্যাপারে টলে যেতে পারে, সেজন্য খাদ্য সম্পর্কে এগুলো হোক তোমাদের নিয়ম। বাস্তবিকই কেউ না কেউ প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা খাদ্য বিষয়ে নির্বিচারে ব্যবহার করে, অন্য কেউ নিজেদের সাধনার অধীন রাখে কিন্তু যারা সেই মাংস খায় তাদের দণ্ডিত করে। এবং খাওয়া-না-খাওয়ার ব্যাপারে উপযোগী কারণ না জানার ফলে মানুষের আত্মা মাংসের ব্যাপারে বিভিন্ন ভাবে দূষিত হয়।

কেননা আমরা আঙুররস ও মাংস থেকে বিরত থেকে উপবাস পালন করি, সেই সমস্ত কিছু জঘন্য বলে ঘৃণা করি এজন্য নয়, বরং বিরত থাকি কারণ আমাদের পুরস্কারের দিকে চেয়ে আছি, যেন ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু হেয়জ্ঞান ক'রে আধ্যাত্মিক ও চেতনাপূর্ণ ভোজ উপভোগ করতে পারি, ও *অশ্রুর মধ্যে বীজ বুনে যেন আসন্ন জগতে সানন্দে ফসল সংগ্রহ করতে পারি* (৪৮)। সুতরাং যারা খায় ও দুর্বলতার কারণে যাদের দেহ খাদ্য নেয়, তুমি তাদের অবজ্ঞা করবে না; তাদেরও অবজ্ঞা করবে না *যারা হজমের খাতিরে ও অন্য দুর্বলতার খাতিরে একটু আঙুররস খায়* (৪৯); মানুষকে পাপী বলে দণ্ডিত করবে না, মাংসও অদ্ভুত খাদ্য বলে ঘৃণা করবে না, কেননা প্রেরিতদূত এবিষয় কিছুটা জেনেই বলেন, *এরা বিবাহ নিষেধ করবে, কোন না কোন খাদ্য না খেতে আদেশ করবে, অথচ সেই খাদ্য ঈশ্বরই সৃষ্টি করেছেন, যেন যারা বিশ্বাসী ও সত্যকে জানে, তারা ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে তা গ্রহণ করে* (৫০)। সুতরাং, এসমস্ত কিছু থেকে বিরত থেকে তুমি জঘন্য বস্তু থেকেই যেন বিরত থাকবে না, নইলে তোমার কোন মজুরি হবে না; কিন্তু মঙ্গলময় বস্তু বলেই সেগুলো বর্জন করবে, সেই আধ্যাত্মিক বস্তুর খাতিরে যা অধিক শ্রেয় বস্তু বলে তোমার সামনে রাখা হচ্ছে।

২৭। প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা বস্তু পরিহার

নিজের আত্মার জন্য সতর্ক থাক, পাছে কোন সময় তুমি প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা খাদ্য খাও। কেননা এপ্রকার খাদ্য সম্পর্কে, এসময় আমি শুধু নয়, কিন্তু আগেও প্রেরিতদূতেরাও, ও এই মন্ডলীর এককালীন বিশপ যাকোব যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন। এক্ষেত্রে প্রেরিতদূতেরা সকল বিধর্মীর কাছে এক সার্বজনীন পত্রে লিখেছিলেন তারা যেন প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা খাদ্যাহার থেকে, রক্ত-আহার থেকে ও গলা টিপে মারা পশুর মাংসাহার থেকে বিরত থাকে[৫১]। কেননা বহু মানুষ বর্বর স্বভাবের হওয়ায় ও কুকুরের মত জীবনযাপন করায় হিংস্রতম বস্তুদের মত রক্ত চেটে খায় ও গলা টিপে মারা পশুকে লোলুপ হয়ে গ্রাস করে। তুমি যে খ্রিষ্টের দাস, তুমি কিন্তু খাওয়া-দাওয়া ক্ষেত্রে এই সমস্ত পালন কর, যেন ভক্তি ও মিতাচারিতা বজায় রেখে খেতে পার। খাদ্য-ব্যাপারে একথা যথেষ্ট হোক।

২৮। পরন সম্পর্কে

তোমার পরন সরল হোক: অলঙ্কার হিসাবে নয়, প্রয়োজনীয় আবরণ হিসাবে কাপড় ব্যবহার কর; বিলাসিতার খাতিরে নয়, কিন্তু শীতকালে গা গরম রাখার খাতিরে ও দেহের অশালীনতা লুকিয়ে রাখার খাতিরে কাপড় ব্যবহার কর; পাছে অশালীন অঙ্গ লুকিয়ে রাখবার ছুতায় তুমি অসার পোশাক পরায় অন্য প্রকার অশালীনতায় পতিত হও।

১০। মাংসের পুনরুত্থান

২৯। পুনরুত্থান অযৌক্তিক নয়

তোমাকে অনুরোধ করছি, তোমার এ দেহের প্রতি যত্নশীল হও, এবং একথা বুঝে নাও যে, এই দেহ সহ বিচারিত হবার জন্য তোমাকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করা হবে।

কিন্তু যদি তোমার মনে অবিশ্বাসের এমন চিন্তা অনুপ্রবেশ করে যে, এব্যাপার সম্ভব নয়, তবে তোমার নিজের বেলায় যা ঘটে থাকে, তা অদৃশ্য বিষয় বিচার-বিবেচনা কর।

আমাকে বল, একশ’ বছর আগে বা এর চেয়ে অধিক আগেও তোমার বিবেচনায় তুমি কোথায় ছিলে? এবং কোন্ ক্ষুদ্রতম ও নীচক সত্তা থেকে তুমি তত উঁচুলম্বা ও সৌন্দর্যে তত মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়েছ? তবে কি? যিনি অস্তিত্ববিহীন বস্তু অস্তিত্বে ডেকে আনলেন, অস্তিত্বমণ্ডিত যা কিছুর ক্ষয় হয়েছে, তা তিনি পুনরুজ্জীবিত করতে পারেন না? আমাদের জন্য যা বোনা হয় ও বছরে বছরে মারা যায়, সেই গম যিনি গজিয়ে তোলেন, তাঁর পক্ষে কি আমাদেরই পুনরুত্থিত করা কঠিন হবে, সেই আমরা যাদের খাতিরে তিনি সেই গমও গজিয়ে তুলেছিলেন? তুমি কি দেখতে পাচ্ছ গাছগাছালি কেমন করে বহু মাস ধরে ফল ও পাতা বিহীন হয়ে থাকে, কিন্তু শীতকাল পার হলে পুনরায় মৃত্যু থেকেই যেন পূর্ণ জীবনে গজিয়ে ওঠে? তাই আমরা কি আরও সহজ ভাবে জীবনে ফিরব না? (৫২)। ঈশ্বরের ইচ্ছায় মোশির লাঠি সাপের অসদৃশ রূপে রূপান্তরিত হয়েছিল, তবে, মৃত্যুতে পতিত মানুষকে কি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে না?

৩০। সবাই পুনরুত্থান করবে

যারা বলে, এই দেহের পুনরুত্থান হবে না, তুমি তাদের দিকে মনোযোগ দিয়ো না, কেননা দেহটা পুনরুত্থান করবেই। এবিষয়ে ইশাইয়া সাক্ষ্যদান করে বলেন, *মৃতজনেরা পুনরুজ্জীবিত হবে, ও যারা কবরে রয়েছে তারা জেগে উঠবে* (৫৩); এবং দানিয়েল অনুসারে, *ধুলার দেশে যারা নিদ্রিত, তাদের মধ্যে অনেকেই আবার জেগে উঠবে—কেউ কেউ অনন্ত জীবনের উদ্দেশে, কেউ কেউ অনন্ত দুর্নামের উদ্দেশে* (৫৪)।

সুতরাং, সকল মানুষকে পুনরুত্থান করতে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পুনরুত্থান সকলের জন্য এক নয়, কেননা আমরা যে দেহ পাব তা চিরন্তন, কিন্তু সকল মানুষ সমান দেহ পাবে না; ন্যায়বান যারা তারা এমন দেহ পাবে যাতে চিরকাল ধরে দূতবাহিনীর সঙ্গে যোগ দিতে পারে; কিন্তু পাপী যারা, তারা তা পাবে যাতে নিজেদের পাপের দণ্ড যুগ যুগ ধরে বহন করে।

৩১। অনন্ত জীবনের উদ্দেশে জলপ্রক্ষালন

নিজের মঙ্গলময়তা অনুসারে পূর্ব থেকে আমাদের রক্ষা করে প্রভু বাপ্তিস্মের সাধিত মনপরিবর্তন আমাদের এজন্যই মঞ্জুর করেছেন, যাতে আমরা আমাদের পাপকর্মের

প্রধান বোঝা, এমনকি সেই সমস্ত বোঝাই ফেলে দিতে পারি [৫৫], ও পবিত্র আত্মা দ্বারা সীল গ্রহণ করার ফলে যেন অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী হয়ে উঠতে পারি। কিন্তু, যেহেতু গতকালের আগের দিনে আমরা জলপ্রক্ষালন সম্পর্কে যথেষ্ট কথা বলেছি, সেহেতু এসো, আমাদের পূর্বপ্রস্তুতি শিক্ষার যা এখনও অবশিষ্ট রয়েছে, এখন সেই বিষয়াদিতে ফিরে যাই।

১১। ঐশশাস্ত্র

৩২। শাস্ত্রের প্রকৃত পুস্তকাদি

ঐশ্বরিক ভাবে অনুপ্রাণিত শাস্ত্র তথা পুরাতন ও নূতন নিয়মই আমাদের এই সমস্ত ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে শিক্ষাদান করে। কেননা দুই নিয়মের ঈশ্বর যিনি তিনি এক: তিনি পুরাতন নিয়মে সেই খ্রিষ্টের কথা পূর্বঘোষণা করেছিলেন যিনি নূতন নিয়মে আবির্ভূত হলেন; শিক্ষাগুরুর মত ঈশ্বর বিধান ও নবীদের দ্বারা খ্রিষ্টের কাছে আমাদের চালনা করেছেন। কেননা *বিশ্বাস আসবার আগে আমরা বিধানের অধীনে রুদ্ধ ছিলাম এবং সেই বিধান আমাদের পক্ষে একটা পরিচালক দাসেরই মত হয়ে দাঁড়াল যে খ্রিষ্টের কাছে আমাদের নিয়ে গেল* [৫৬]। আর যদি কোন সময় তুমি বিধান ও নবীদের সম্পর্কে ভ্রান্তমতপন্থীদের নিন্দাজনক কথা বলতে শোন, তখন এই পরিত্রাণদায়ী কণ্ঠে উত্তর দাও, *যিশু বিধান-পুস্তক বা নবী-পুস্তক বাতিল করতে আসেননি, তিনি তা পূর্ণই করতে এসেছেন* [৫৭]।

পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলো কোনটা কোনটা ও নূতন নিয়মের পুস্তকগুলো কোনটা কোনটা, তা যত্ন সহকারে ও মণ্ডলী থেকে শিখে নাও। ‘আপক্রিফোস’[৫৮] কোনও পুস্তক কখনও পড়বে না। তুমি যখন এখনও জান না কোন্ কোন্ পুস্তক সকলের দ্বারা স্বীকৃতিলাভ করেছে, তখন কেন অপ্রামাণিক ও অনিশ্চিত বিষয়ে বৃথাই সময় নষ্ট করতে যাবে? তুমি ঐশশাস্ত্র পড়বে, পুরাতন নিয়মের সেই বাহাত্তর পুস্তক পড়বে যা সেই বাহাত্তর পণ্ডিত অনুবাদ করেছিলেন।

৩৩। সেই বাহাত্তর অনুবাদক

মাকিদনীয়দের রাজা আলেক্সান্দারের মৃত্যুর পরে, ও তাঁর রাজ্য বাবিলন, মাকিদনিয়া, এশিয়া এ চার ভাগে বিভক্ত হওয়ার পর, যাঁরা রাজত্ব করছিলেন তাঁদের একজন, সেই ফিলাদেল্ফুস তলেমি অধিক বিদ্যাপ্রিয় রাজা হওয়ায় সর্বস্থান থেকে পুস্তক সংগ্রহ করতে করতে নিজের গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপক ফালেরেয় দেমেত্রিওসের কাছ থেকে বিধান ও নবীদের ঐশশাস্ত্রের কথা শুনতে পেয়ে এমনটা সম্মাননীয় বলে জ্ঞান করলেন যে, মালিকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরেই সেই পুস্তকগুলো পাবার চেয়ে, উপহার ও বন্ধুত্বের মাধ্যমে সেই মালিকদের প্রসন্ন করাই বরং শ্রেয়; এবং একথা জেনে যে, যা কিছু কেড়ে নেওয়া হয়, তা অনিচ্ছাকৃত ভাবে দেওয়া হয়েছে বিধায় প্রায়ই বিকৃত, কিন্তু যা কিছু ইচ্ছাকৃত ভাবে দেওয়া হয়, তা সমস্ত আন্তরিকতায় সেচ্ছায়ই প্রদান করা হয়, সেজন্য তিনি সেকালের মহাযাজক এলেয়াজারের কাছে, এখানকার অর্থাৎ যেরুশালেমের মন্দিরের জন্য বহু বহু উপহার পাঠিয়ে এমনটা করলেন যাতে সেই মহাযাজক ইস্রায়েলের বারোটা গোষ্ঠীর প্রতিটি গোষ্ঠী থেকে অনুবাদের লক্ষ্যে তাঁর কাছে ছ'জন করে পন্ডিত পাঠান। তারপর, পুস্তকগুলো ঐশ্বরিক কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য তিনি, প্রেরিত পন্ডিতগণ যে নিজেদের মধ্যে ষড়যন্ত্র করতে পারেন সেই ভয়েতে প্রতিটি আসা পন্ডিতের জন্য আলেক্সান্দ্রিয়ার নিকটবর্তী ফারোস দ্বীপে আলাদা আলাদা স্থান বণ্টন করে এক একজনের কাছে গোটা শাস্ত্র অনুবাদের জন্য তুলে দিলেন। তাঁরা বাহাত্তর দিনে কাজ সম্পন্ন করলে তিনি সেই যে অনুবাদ তাঁরা আলাদা আলাদা যায়গায় ও নিজেদের মধ্যে অভিমত বিনিময় না করে সম্পাদন করেছিলেন, তাঁদের সেই সমস্ত অনুবাদ একত্রে সম্মিলিত করে পরীক্ষা করে দেখলেন যে, সেই অনুবাদগুলো অর্থের দিক দিয়ে শুধু নয়, প্রতিটি শব্দের দিক দিয়েও মিলছিল। বাস্তবিকই কাজটা মানবীয় ব্যাখ্যা বা রচনা-শৈলীর ফল ছিল না; না, সেটি ছিল পবিত্র আত্মার উক্ত এমন অনুবাদ যা একই পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত।

৩৪। পুরাতন নিয়মের বাইশটা পুস্তক

উপরোক্ত ঐশশাস্ত্রের তুমি পুরাতন নিয়মের বাইশটা পুস্তক পড়বে, কিন্তু 'আপক্রিফোস'(৫৯) পুস্তকগুলোর সঙ্গে কোন সম্পর্ক আদৌ রাখবে না। সেগুলোই মাত্র তুমি মনে প্রাণে অধ্যয়ন করবে যেগুলো মণ্ডলীর সমাবেশে প্রকাশ্যে পাঠ করে শোনানো হয়। যাঁরা এ পুস্তকগুলো সম্প্রদান করে এসেছিলেন, সেই প্রেরিতদূতগণ ও মণ্ডলীর পরিচালনায় নিযুক্ত প্রাচীনকালের সেই বিশপগণ তোমার চেয়ে আরও জ্ঞানী ও ভক্তপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। অতএব, তুমি মণ্ডলীর সন্তান হওয়ায় তার স্থাপিত বিধিবিধান লঙ্ঘন করবে না।

যেমনটা বলা হয়েছে, সেই অনুসারে তুমি পুরাতন নিয়মের সেই বাইশটা পুস্তক অধ্যয়ন করবে; আর তোমার শেখার বড় ইচ্ছা থাকলে তবে আমি সেগুলোর নাম উচ্চারণ করতে করতে তুমি সেই নামগুলো মাথায় রাখতে চেষ্টা কর। বিধান ক্ষেত্রে মোশির পুস্তক হলো প্রথম পাঁচটা, আদিপুস্তক, যাত্রাপুস্তক, লেবীয় পুস্তক, গণনা পুস্তক, দ্বিতীয় বিবরণ। পরবর্তী পুস্তক হলো নাভের সন্তান যিশু; সপ্তম পুস্তক হলো রুথ সহ বিচারকগণ। ঐতিহাসিক পুস্তক ক্ষেত্রে, রাজাবলির প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তক হিব্রুদের বিবেচনায় একমাত্র পুস্তক বলে গণ্য; রাজাবলির তৃতীয় ও চতুর্থ পুস্তকও একমাত্র পুস্তক; একই প্রকারে পারালিপমেন [বংশাবলি] প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তক হিব্রুদের বিবেচনায় একমাত্র পুস্তক; এজরার প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তক একমাত্র পুস্তক। এস্থার হলো দ্বাদশ পুস্তক ও ঐতিহাসিক পুস্তকদের শেষ পুস্তক। পঞ্চ কাব্য-পুস্তক ক্ষেত্রে, যোব, সামসঙ্গীত, প্রবচন, উপদেশক ও সপ্তদশ পুস্তক পরম গীত। এগুলোর পরে পঞ্চ নবী-পুস্তক আসে: বারোটা নবী-পুস্তক একমাত্র পুস্তক: ইশাইয়া এক পুস্তক, বারুক, বিলাপ ও পত্র সহ যেরেমিয়া এক পুস্তক, পরে এজেকিয়েল ও সেই দানিয়েল পুস্তক যা পুরাতন নিয়মের দ্বাবিংশ পুস্তক।

৩৫। নূতন নিয়মের পুস্তকাদি

নূতন নিয়মের প্রকৃত সুসমাচার কেবল চারটে, বাকি সুসমাচার নকল নামের ও অপ্রামাণিক পুস্তক। মানিপন্থীরাও একটা থোমাস-রচিত সুসমাচার লিখল যা সুসমাচারের

শুধু গন্ধ ও নামেরই অধিকারী কিন্তু সরলমনা আত্মাদের বিকৃত করে। তুমি বারো প্রেরিতদূতের কার্যবিবরণীও গ্রহণ করবে, ও এগুলোর সঙ্গে যাকোব, পিতর, যোহন ও যুদার কাথলিক সপ্ত পত্র ও পলের সেই চৌদ্দ পত্র গ্রাহ্য করবে যা অবশেষে শিষ্যদের কর্মের মুদ্রাঙ্কন স্বরূপ।

বাকি যত লেখা দুই নম্বরই লেখা বলে মান্য করবে। আর যেমনটা বলেছি, যত পুস্তক মণ্ডলীর সমাবেশে পড়া হয় না, সেগুলো তুমি একা একাও পড়বে না। এবিষয়ে এ শিক্ষা যথেষ্ট।

৩৭। দিয়াবলের কর্মকাণ্ড প্রত্যাখ্যান

তুমি দিয়াবলের যেকোন কর্মকাণ্ড থেকে পালাবে ও বিশ্বাসত্যাগী সেই নাগদানবকে বিশ্বাস করবে না, সে যে নাগদানব স্বেচ্ছায় মঙ্গলস্বভাব ছেড়ে নিজেকে পরিবর্তন করেছিল; যারা তার কথায় সায় দেয় সে তাদের মন জয় করতে পারে, কিন্তু কাউকেই বাধ্য করতে পারে না।

জ্যোতির্বিদদের ভবিষ্যদ্বাণীতে, পাখি-নীরিক্ষায়, শুভ-অশুভলগ্নে, ও গ্রীকদের পৌরাণিক রূপকথায়ও বিশ্বাস করবে না। মন্ত্রজালিক কবিরাজদের, জাদুবিদদের ও ভূতের ওঝাদের কথায়ও তুমি কান দেবে না। তুমি অমিতাচারিতা থেকে দূরে থাকবে, যেকোন প্রকার পেটুকতায় আসক্ত হবে না, লালসা-প্রিয় হবে না, লোভ ও কৃপণতা নিয়ন্ত্রণে রাখবে। বিধর্মীদের আয়োজিত প্রদর্শনীতে যোগ দেবে না, অসুস্থতার দিনে তাবিজও ব্যবহার করবে না, শুঁড়িখানার অশালীনতাও প্রত্যাখ্যান করবে।

সামারীয়দের ও ইহুদীদের সম্প্রদায়ে পতিত হবে না, কেননা যিশু খ্রিষ্ট তোমার জন্য মুক্তিমূল্য দান করে গেছেন। শাব্বাৎ পালন থেকে দূরে থাকবে; ও খাদ্যকে সাধারণ বা অশুচি বলবে না, কারণ খাদ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তুমি কিন্তু দুর্জন ভ্রান্তমতপন্থীদের সমস্ত সমাবেশ ঘৃণা করবে, ও উপবাস পালনে, প্রার্থনা নিবেদনে, অর্থদানে ও ঐশশাস্ত্র পঠনে নিজের আত্মাকে সবকিছুতেই নিরাপদে রাখবে, যাতে করে মিতাচারিতা ও ভক্তিময় ধর্মতত্ত্ব পালনে তোমার বাকি জীবন ধরে (৬০) তুমি সেই একমাত্র পরিত্রাণ অর্জন করতে পার যা জলপ্রক্ষালনের মাধ্যমে প্রদান করা হয়, ও স্বর্গীয় মালার

যোগ্য বলে পরিগণিত হতে পার, আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট যিশুতে, যাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

---

(১) কল ২:৮।

(২) ২ করি ১১:১৪।

(৩) মথি ৭:১৫ দ্রঃ।

(৪) ১ পি ৫:৮।

(৫) কল ২:৮ দ্রঃ।

(৬) প্রবচন ৫:৩।

(৭) মথি ২৪:৪।

(৮) হিব্রু ৫:১৪।

(৯) মথি ৬:২৪।

(১০) নিকেয়া (আজকালীন তুরস্কে অবস্থিত ইজ্‌নিক) মহাসভা (৩২৫ খ্রিষ্টাব্দ) বলেছিল, পুত্র হলেন 'পিতার সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী', কিন্তু সাধু সিরিল এই বচন ব্যবহার না করে বলেন, 'পুত্র জনকেরই সদৃশ'। এর কারণ, সেসময়ে, মোটামুটি ৩৫০ খ্রিষ্টাব্দে, নিকেয়ার বচন যেরুশালেম মণ্ডলীতে তত প্রচলিত ছিল না। যাই হোক, যখন তিনি বলেন 'পুত্র জনকেরই সদৃশ', তখন এতে এমন কোনও ইঙ্গিত নেই যে পিতার তুলনায় পুত্র নিম্নতর স্তরের ঈশ্বর (তাই তিনি অন্য কথা ব্যবহার করে নিকেয়ার একই ধারণা ব্যক্ত করেন)।

(১১) হিব্রু ২:৯ দ্রঃ।

(১২) যোহন ১০:১৫ দ্রঃ।

(১৩) মথি ১১:২৭।

(১৪) ধর্মশিক্ষা ১১:১০ দ্রঃ।

(১৫) মথি ১৪:১৭-২১ দ্রঃ।

(১৬) যোহন ১১:৩৯-৪৪ দ্রঃ।

(১৭) মথি ১৪:২৫ দ্রঃ।

(১৮) মথি ২৬:৬৭ দ্রঃ।

(১৯) লুক ২৩:৪৪ দ্রঃ।

(২০) মথি ২৭:৬০ দ্রঃ।

(২১) মথি ২৭:৫১ দ্রঃ।

(২২) মথি ১১:৩।

(২৩) ২ রাজা ১৩:২১ দ্রঃ।

(২৪) প্রেরিত ২:৩২-৩৩ দ্রঃ।

(২৫) দ্বিঃবিঃ ১৯:১৫।

(২৬) প্রেরিত ১:৯ দ্রঃ।

(২৭) লুক ২৪:৫০; জাখা ১৪:৪ দ্রঃ।

(২৮) সাম ১১০:১।

(২৯) ১ যোহন ২:১৮ দ্রঃ।

(৩০) মথি ২৪:৫, ১৫।

(৩১) ১ করি ২:১০।

(৩২) মার্ক ৩:২৯।

(৩৩) কল ১:১৬।

(৩৪) ইশা ৪৭:১৩-১৪।

(৩৫) রো ৭:১৬।

(৩৬) ইশা ১:১৯-২০।

(৩৭) রো ৬:১৯।

(৩৮) রো ১:২৮।

(৩৯) রো ১:১৯।

(৪০) মথি ১৩:১৫।

(৪১) যেরে ২:২১।

(৪২) ১ করি ১২:২৩ দ্রঃ।

(৪৩) ১ করি ৬:১৯।

(৪৪) এখানে কয়েকটা পাণ্ডুলিপিতে এ বচনও রয়েছে, ‘প্রেরিতদূতের এবাণী শোন, *সাবধান, যেন দুশ্চরিত্র বা ধর্মহীন কেউ না থাকে, ঠিক সেই এসৌয়ের মত, যে এক থালা খাবারের জন্য জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রি করেছিল’* (হিব্রু ১২:১৬)।

(৪৫) হিব্রু ১৩:৪।

(৪৬) ১ করি ৭:৫।

(৪৭) ১ করি ৭:৮-৯।

(৪৮) সাম ১২৬:৫।

(৪৯) ১ তি ৫:২৩।

(৫০) ১ তি ৪:৩।

(৫১) প্রেরিত ১৫:২০ দ্রঃ।

(৫২) ইশা ২৬:১৯ দ্রঃ।

(৫৩) ইশা ২৬:১৯।

(৫৪) দা ১২:২।

(৫৫) হিব্রু ১২:১ দ্রঃ।

(৫৬) গা ৩:২৩, ২৪।

(৫৭) মথি ৫:১৭।

(৫৮) ‘আপক্রিফোস’ শব্দটা গ্রীক ἀπόκρυφος (আপোক্রিফোস) থেকে আগত শব্দ যার অর্থ ‘গুপ্ত’। খ্রিষ্টধর্মের উদ্ভবের আগে সেই পুস্তকগুলো ‘আপক্রিফোস’ বলে চিহ্নিত হত যেগুলো এমন গুপ্ত বিষয়াদি উপস্থাপন করত যা সাধারণ লোকদের কাছে প্রকাশিত হওয়ার নয়। কালক্রমে এমন পুস্তকগুলো ‘আপক্রিফোস’ বলে অভিহিত হতে লাগল যেগুলো উপাসনা কালে ব্যবহার্য না হয়েও তবু ব্যক্তিগত ভাবে ভক্তি-পুস্তক হিসাবে ব্যবহার্য। অবশেষে, ‘আপক্রিফোস’ পুস্তক বলতে এমন পুস্তক বোঝাল যেগুলোর বিষয়বস্তু মিথ্যা, জাল-করা ও ধর্মতত্ত্ব বিরুদ্ধ। শব্দটা এ শেষ অর্থে ব্যবহার করেন।

(৫৯) উপরের টীকা (৫৮) দ্রঃ।

(৬০) ১ পি ৪:২ দ্রঃ।

আলোপ্রত্যাশীদের ৫ম ধর্মশিক্ষা

- বিশ্বাস -

প্রাচীনকাল থেকেই দীক্ষাপ্রার্থীদের প্রশিক্ষণ বিশেষ দু'টো ক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত ছিল, বিশ্বাস-সূত্র সম্প্রদান ক্ষণ ও বিশ্বাস-সূত্র ফেরৎ ক্ষণ।

বিশ্বাস-সূত্র সম্প্রদান ক্ষণে শিক্ষাগুরু বিশ্বাস-সূত্রের একটা সূত্র (অথবা একটা সূত্রের একটা বা একাধিক অংশ) সম্প্রদান করতেন, অর্থাৎ তা ব্যাখ্যা করতেন; এবং প্রার্থীরা তা মুখস্থ করে অন্তরে গেঁথে রাখত।

বিশ্বাস-সূত্র ফেরৎ ক্ষণ পুণ্য শনিবার সকালে অনুষ্ঠিত ছিল। প্রার্থীরা প্রশিক্ষণে যা যা পেয়েছিল (অর্থাৎ যা যা শিখে এসেছিল), তা সেই অনুষ্ঠানে ফেরৎ দিত, অর্থাৎ তা শিক্ষাগুরুর সামনে আবৃত্তি করত।

সাধু সিরিলের সময়েও এ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। তাই তিনি এই ৫ম ধর্মশিক্ষায় বিশ্বাস-সূত্র ব্যাখ্যা করতে শুরু করে প্রার্থীদের উপযুক্ত মনোভাবের উপর জোর দেন, যাতে পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ বিশ্বাস-সূত্র ফেরতের জন্য তাদের পরিপক্ব করে তোলেন।

বিশ্বাস হল প্রত্যাশিত বিষয়গুলোর পাবার ভিত্তি, অদৃশ্য বিষয়েগুলোর প্রমাণ-প্রাপ্তি। তেমন বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই প্রাচীনেরা স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, ইত্যাদি [১], হিব্রুদের কাছে পত্রের এই পাঠের পরে, বিশ্বাস সম্পর্কে, যেরুশালেমে তাৎক্ষণিক ভাবে পরিবেশিত ধর্মশিক্ষা।

১। বিশ্বস্ত ঈশ্বর

বাপ্তিস্মপ্রার্থীর শ্রেণি থেকে ভক্তগণের শ্রেণিতে স্থানান্তর করে প্রভু তোমাদের উপরে যে কেমন মহৎ মর্যাদা আরোপ করছেন, তা প্রেরিতদূত পল এ বাণীর মাধ্যমে প্রকাশ করেন, *যিনি আপন পুত্র সেই যিশু খ্রিস্টের সঙ্গে জীবন-সহভাগিতার উদ্দেশে তোমাদের আহ্বান করেছেন, সেই ঈশ্বর বিশ্বস্ত* [২]। যেহেতু ঈশ্বর বিশ্বস্ত বলে অভিহিত, সেজন্য তুমিও যখন সেই একই নাম আপন করতে যাচ্ছ, তখন মহা মর্যাদার সঙ্গে জীবনাচরণ করবে; কেননা যেভাবে ঈশ্বর মঙ্গলময়, ন্যায়বান, সর্বশক্তিমান ও সবকিছুর স্রষ্টা বলে অভিহিত, সেভাবে তিনি বিশ্বস্ত বলেও অভিহিত। অতএব, তুমি যে ঈশ্বরেরই একটা

নামের সহভাগী হতে যাচ্ছ, তা দেখে তুমি যে কেমন মর্যাদায় উন্নীত হতে যাচ্ছ তা বিবেচনা কর।

২। বিশ্বস্ত মানুষ

তাই এক্ষেত্রে এটিও দাবীকৃত যে, তোমরা এক একজন মনের বিবেক অনুসারে বিশ্বস্ত বলে গণ্য হও, কেননা *বিশ্বস্ত মানুষকে খুঁজে পাওয়া কঠিন ব্যাপার* [৩]।

তুমি যে আমাকেই তোমার বিবেক প্রকাশ করবে তা নয়, কেননা তুমি মানুষের বিচার দ্বারা বিচারিত হবে না [৪]; বরং আমার কথা এ যে, তুমি তোমার মনের বিশ্বস্ততা সেই ঈশ্বরের বাছে প্রকাশ করবে *যিনি অন্তর ও প্রাণ পরীক্ষা করেন* [৫] ও *মানুষের চিন্তা-ভাবনা জানেন* [৬]। বিশ্বস্ত মানুষ মহৎ ব্যাপার, তেমন মানুষ সবার চেয়ে অধিক ধনবান। কেননা *বিশ্বস্ত মানুষ ঐশ্বর্যের গোটা জগতের অধিকারী* [৭], কারণ সে সেসমস্ত অবজ্ঞা করে ও তা পায়ে মাড়িয়ে দেয়। অপর দিকে যারা দেখতে ধনবান, তারা বহু সম্পদের অধিকারী হলেও আত্মার ক্ষেত্রে দীনহীন, কেননা তারা যতই জমায়, যা বিষয়ে তারা এখনও অভাবী, তার জন্য তারা আকাঙ্ক্ষায় তত কষ্টভোগ করে। কিন্তু এটিই আশ্চর্যের বিষয় যে, বিশ্বস্ত মানুষ দীনতায় ধনবান, কেননা একথা জেনে যে আমাদের শুধু ‘*অন্নবস্ত্রই*’ প্রয়োজন ও *তাতেই তুষ্ট হই* [৮], সে ধন-ঐশ্বর্য পায়ে মাড়িয়ে দিয়েছে।

৩। খ্রিষ্টের প্রতি বিশ্বাস

খ্রিষ্ট নাম বহন করি যে আমরা, শুধু এই আমাদেরই মধ্যে যে বিশ্বাসের মর্যাদা মহৎ ব্যাপার, তা নয়, কেননা যা কিছু জগতে সম্পাদিত, যা কিছু তাদেরও দ্বারা সম্পাদিত যারা মণ্ডলীর বাইরের মানুষ, সেই সমস্ত কিছু বিশ্বাস দ্বারাই সম্পাদিত।

বিবাহ-বিধি বিশ্বাসের বন্ধনেই তাদের যুক্ত করে যারা অপরিচিত লোকদের মত জীবনযাপন করেছে, যার ফলে বিবাহ-সন্ধির ক্ষেত্রে অপরিচিত একজন বিশ্বাস দ্বারাই আর এক অপরিচিত লোকের দেহ ও ধনের শরীক হয়। কৃষকও বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল, কারণ যে কেউ বিশ্বাস করে না যে সে ফসল পাবে, সে পরিশ্রম করে না। সমুদ্রপথে চরে যারা, সেই নাবীকেরাও ক্ষুদ্র একটা কাঠের উপর বিশ্বাস রেখে সবচেয়ে মজবুত পদার্থ অর্থাৎ স্থলভূমি ঢেউয়ের বিরামহীন গতির সঙ্গে বিনিময় করে, আর

এভাবে অনিশ্চিত প্রত্যাশায় নিজেদের ছেড়ে দিয়ে সেই বিশ্বাস সঙ্গে বহন করে বেড়ায় যা যেকোন নঙড়ের চেয়ে নিশ্চিততম রক্ষা। এককথায়, মানুষের কর্মকাণ্ড বিশ্বাসের উপরেই স্থাপিত; আর এই বিশ্বাস যে শুধু আমাদের মধ্যে বর্তমান তা নয়, বরং আমি যেমনটা আগেও বলেছি, সেই অনুসারে, মণ্ডলীর বাইরের মানুষদের মধ্যেও সেই বিশ্বাস উপস্থিত। কেননা শাস্ত্র মেনে না নিলেও তবু তারা নিজেদের নানা ধর্মতত্ত্ব বহন করায় ঠিক সেগুলোই তারা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে মেনে চলে।

৪। বিশ্বাস আত্মার শক্তি ও তার ঢাল

আজ যে পাঠ শোনানো হয়েছে, সেই পাঠও ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র হবার জন্য দরকারী পথ তোমাদের সামনে উপস্থাপন করায় প্রকৃত বিশ্বাসের দিকে তোমাদের আহ্বান করেছে।

কেননা আজকের সেই পাঠ বলছিল, *বিনা বিশ্বাসে তাঁর প্রীতির পাত্র হওয়া সম্ভব নয়* (৯)। কেননা কবেই বা মানুষ ঈশ্বরের সেবা করতে স্থির করবে, যদি না সে বিশ্বাস করে যে, তিনি পুরস্কার দান করবেন? কবেই বা একটা যুবতী কৌমার্য-জীবন বেছে নেবে, অথবা একটি যুবক আত্মসংযমের জীবন যাপন করবে, যদি না তারা বিশ্বাস করে যে কৌমার্য হলো এমন মুকুট যা অম্লান হয় না? (১০)। বিশ্বাস এমন চোখ যা যেকোন বিবেক আলোকিত করে ও সদ্বিবেচনা সঞ্চার করে, কেননা নবী বলেন, *বিশ্বাস না করলে তোমরা বুঝতে পারবে না* (১১)। বিশ্বাস সিংহদের মুখ বন্ধ করে (১২) যেভাবে দানিয়েলের বেলায় ঘটেছিল; কেননা তাঁর বিষয়ে শাস্ত্র একথা বলে যে, *দানিয়েলকে সিংহদের গর্ত থেকে বের করে আনা হয়েছিল, ও তাঁর গায়ে কোন প্রকার ক্ষত পাওয়া যায়নি, কারণ তিনি আপন ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখেছিলেন* (১৩)।

দিয়াবলের চেয়ে ভয়ঙ্কর কিছু আছে কি? অথচ তার বিরুদ্ধেও বিশ্বাস ছাড়া অন্য অস্ত্র আমাদের নেই; হ্যাঁ, বিশ্বাস গুপ্ত শত্রুর বিরুদ্ধে একটা আধ্যাত্মিক ঢাল। সেই শত্রু নানা তীর ছোড়ে ও যারা অন্ধকারময় রাতে সজাগ থাকে না তাদের আঘাত করে; কিন্তু যেহেতু এ শত্রু গুপ্ত থাকে, সেজন্য দৃঢ় বর্ম হিসাবে আমাদের বিশ্বাস আছে; এবিষয়ে প্রেরিতদূত বলেন, *বিশ্বাসের ঢাল সবসময় হাতে ধরে রাখ, যা দ্বারা তোমরা সেই ধূর্তজনের সমস্ত অগ্নিবাণ নিভিয়ে দিতে পারবে* (১৪)। দিয়াবল তো প্রায়ই নীচক কামনা

ভোগ করার আকাঙ্ক্ষার অগ্নিবাণ ছোড়ে, কিন্তু বিশ্বাস আমাদের চোখের সামনে বিচারের ছবি এঁকে মন শীতল করে সেই বাণ নিভিয়ে দেয়।

৫। বিশ্বাস গুণেই আমরা আব্রাহামের সন্তান

বিশ্বাস সম্পর্কে বহু কিছু বলার আছে, এবং তা সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করার জন্য গোটা দিনটাও যথেষ্ট হত না। আপাতত এসো, আমরা কেবল সেই আব্রাহামকে নিয়ে তুষ্ট হই যিনি পুরাতন নিয়মের বহু উদাহরণের মধ্যে অন্যতম; তাছাড়া আমরা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তাঁরই সন্তান হয়েছি। তাঁকে শুধু কর্ম গুণে নয়, বিশ্বাস গুণেও ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছিল, কেননা যদিও তিনি উত্তম কর্ম সম্পাদন করেছিলেন, তবু কেবল বিশ্বাস করার পরেই তাঁকে ঈশ্বরের বন্ধু বলে অভিহিত করা হয়েছিল। তাছাড়া, তাঁর সমস্ত কর্মকান্ড বিশ্বাসেই সম্পন্ন হয়েছিল। বিশ্বাসে তিনি মাতাপিতাকে ত্যাগ করেছিলেন; বিশ্বাসে নিজের দেশ, স্থান ও গৃহ ত্যাগ করেছিলেন (১৫)। একইপ্রকারে যেইভাবে তাঁকে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছিল, সেইভাবে তোমাকেও ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হবে। নিজের বংশ হিসাবে ছেলেমেয়েদের জন্মাবার কথার দিক দিয়ে, দেহে তিনি ইতিমধ্যে মৃতই ছিলেন, ও তাঁর স্ত্রী সারার সেসময় বেশ বয়স হয়েছিল ও তাঁর পক্ষে সন্তান প্রসব করার আর কোনও আশা ছিল না। ঈশ্বর তাঁর বার্ধক্যে তাঁকে একটা বংশ দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন, ও *যদিও আব্রাহাম নিজের শরীর মৃতকল্প টের পাচ্ছিলেন তবু বিশ্বাসে টলমান না হয়ে* (১৬) নিজের দেহের দুর্বলতার কথা না ধরে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যিনি তাঁর প্রতাপ অবলম্বন করলেন, কারণ যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি তাঁকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করছিলেন (১৭)। আর এইভাবে, ইতিমধ্যে মৃতই যেন শরীর থেকে তিনি প্রত্যাশার অতীতে একটা পুত্র অর্জন করলেন। আর যদিও তিনি একদিন একথা শুনেছিলেন, *ইস্‌হাকের মধ্য দিয়েই তোমার নামে একটা বংশের উদ্ভব হবে*, তবু যখন তাঁকে অর্জন করা সেই পুত্রকে বলি দিতে আদেশ করা হল, তখন, একথা বিশ্বাস করে যে, *ঈশ্বর মৃতদের মধ্য থেকেও পুনরুত্থান সাধন করতে সক্ষম* (১৮), নিজের একমাত্র পুত্রকে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করলেন। এবং নিজের পুত্রকে বেঁধে ও আগুনের উপরে

শুইয়ে তিনি সঙ্কল্পে তাঁকে বলি দিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা গুণে ছেলের বদলে একটা মেষশাবক দিয়ে তিনি নিজের পুত্রকে জীবিতই ফিরে পেলেন।

তেমন বিশ্বাসের জন্য তিনি ধর্মময়তায় চিহ্নিত হলেন, ও এমন প্রতিশ্রুতি পেয়ে যে *তিনি বহুজাতির পিতা হবেন* [১৯], *পরিচ্ছেদনকেও সেই বিশ্বাসের মুদ্রাঙ্কন হিসাবে পেলেন, সেই যে বিশ্বাস তখনও তাঁর ছিল যখন অপরিচ্ছেদিত অবস্থায় ছিলেন* [২০]।

৬। পরিচ্ছেদন ও বাপ্তিস্মের মুদ্রাঙ্কন

এসো, এবার দেখি কেমন করে আব্রাহাম হলেন বহুজাতির পিতা [২১]। তিনি যে মাংসপরম্পরার মাধ্যমে ইহুদীদের পিতা, তা সহজে স্বীকার্য। কিন্তু আমরা যদি মাংসপরম্পরার কথা ধরি, তবে আমরা একথা বলতে বাধ্য হব যে, সেই ভাববাণী মিথ্যাই ছিল। কেননা মাংস অনুসারে তিনি তো আর আমাদের সকলের পিতা নন। অথচ তাঁর বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত আমাদের সকলকে আব্রাহামের সন্তান করে তোলে।

কেমন করে? কী ভাবে? একজন যে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করবে, তা মানব ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য, এবং একই প্রকারে এটিও অবিশ্বাস্য যে, মৃতকল্প বৃদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্য দিয়ে বংশধরদের উদ্ভব হবে। কিন্তু যখন খ্রিষ্ট একটা গাছে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন বলে ও মৃত্যুবরণ করে পুনরুত্থান করেছেন বলে প্রচারিত হন, তখন আমরা তা বিশ্বাস করি। অতএব, [আব্রাহামের বিশ্বাসের সঙ্গে] আমাদের বিশ্বাসের সাদৃশ্য গুণেই আমরা আব্রাহামের দত্তকপুত্র হয়েছি; এবং আমাদের বিশ্বাসের পরে আমরা তাঁর মত, সদৃশভাবে, একটা আধ্যাত্মিক মুদ্রাঙ্কন গ্রহণ করি কেননা জলপ্রক্ষালনের মাধ্যমে আমরা পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচ্ছেদিত হই, কিন্তু দেহের অগ্রচর্মে নয়, হৃদয়েতেই পরিচ্ছেদিত হই; বাস্তবিকই যেরেমিয়া বলেন, *তোমরা হৃদয়েতেই প্রভুর উদ্দেশে পরিচ্ছেদিত হও* [২২] ও প্রেরিতদূত বলেন, *তোমরা খ্রিষ্টেরই পরিচ্ছেদন গ্রহণ করেছ, কেননা বাপ্তিস্মে তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছ* [২৩], ইত্যাদি।

৭। পিতরের বিশ্বাস আমাদের বাঁচাবে

তেমন বিশ্বাস রক্ষা করলে আমরা দণ্ড থেকে রক্ষা পাব ও সর্বপ্রকার সদ্‌গুণাবলিতে ভূষিত হব। কেননা বিশ্বাস এতই প্রতাপশালী যে জলের উপর দিয়ে হাঁটছে যে মানুষ

তাকেও উচ্চ করে জাগিয়ে রাখে। পিতর আমাদের মত রক্তমাংসের মানুষ ছিলেন ও আমাদের মত খাদ্যের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। কিন্তু যিশু *‘এসো’*(২৪) বললে তিনি বিশ্বাস করে জলের উপর দিয়ে হাঁটতে লাগলেন ও জলের উপর দিয়ে হাঁটবার জন্য বিশ্বাসে এমন মাধ্যম পেলেন যা যেকোন স্থলের চেয়ে বেশি দৃঢ় ছিল, এবং তাঁর ভারী দেহ বিশ্বাস দ্বারাই উচ্চ করে রাখা হচ্ছিল। এবং যতক্ষণ বিশ্বাস রাখলেন ততক্ষণ তিনি জলের উপর দিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে চললেন, কিন্তু যখন সন্দেহ করলেন, তখন সহসাই ডুবে যেতে লাগলেন। কেননা তাঁর বিশ্বাস ক্রমে ক্রমে হালকা হতে হতে তাঁর দেহটাকে একভাবেই নিচের দিকে টানা হচ্ছিল। আমাদের আত্মাদের কষ্টের প্রতিকার দেন যিনি, তাঁর কষ্ট সম্পর্কে সচেতন হয়ে সেই যিশু বললেন, *হে অল্পবিশ্বাসী, কেন সন্দেহ করলে?* (২৫)। আর তাঁর ডান হাত ধরে রাখছিলেন যিনি, তাঁর দ্বারা আশান্বিত হয়ে তিনি বিশ্বাস ফিরে পেলেন, ও প্রভুর হাত দ্বারা চালিত হয়ে আগের মত জলের উপর দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। ব্যাপারটা সুসমাচার তখনই পরোক্ষ ভাবে ইঙ্গিত করে যখন বলে, *‘আর তাঁরা নৌকায় ওঠামাত্র…’।* কেননা সুসমাচার এমনটা বলে না যে পিতর সাঁতার দিয়ে নৌকায় উঠলেন, কিন্তু আমাদের বোঝায় যে, যিশুর দিকে যাবার জন্য তিনি যত পথ হেঁটেছিলেন, তিনি জলের উপরে ফেরার পর তত পথ ধরে হেঁটে আবার নৌকায় উঠলেন।

৮। পক্ষাঘাতগ্রস্তকে বহনকারী সেই লোকদের বিশ্বাস

বিশ্বাস এমন প্রতাপের অধিকারী যে, যে বিশ্বাস করে সে-ই শুধু যে পরিত্রাণ পায় তা নয়, কিন্তু পরের বিশ্বাসের মাধ্যমেও অন্যান্যরা পরিত্রাণ পায়।

কাফার্নাউমের সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত মানুষ বিশ্বাসী ছিল না, তারাই বিশ্বাসের অধিকারী ছিল যারা তাঁকে বহন করছিল ও ছাদের টালির মধ্য দিয়ে নামিয়ে দিয়েছিল (২৬)। কেননা সেই ব্যক্তির আত্মা তার দেহের অসুস্থতার ভাগী ছিল। তুমি এমনটা মনে করো না যে আমি নির্বিচারে তার নিন্দা করছি, সুসমাচার নিজেই বলে, *তাদের বিশ্বাস দেখে— অর্থাৎ তারই বিশ্বাস দেখে নয়—যিশু সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোককে বললেন, ওঠ* (২৭)।

বাহকেরাই বিশ্বাস করছিল, এবং যে পক্ষাঘাতগ্রস্ত ছিল, আরোগ্য তার কাছে গিয়ে পৌঁছল।

৯। বোনদের বিশ্বাসে পুনরুজ্জীবিত লাজার

তুমি কি আরও নিশ্চিত ভাবে জানতে ইচ্ছা কর যে, অন্যান্যদের বিশ্বাসের মাধ্যমে অন্যেরা পরিত্রাণ পায়?

লাজার মারা গেছিলেন [২৮]; ইতিমধ্যে এক দিন, দু' দিন, ও তিন দিন কেটে গেছিল; তাঁর স্নায়ুসকল ক্ষয় হয়ে গেছিল ও পচতে পচতে তাঁর দেহ নিঃশেষিত হচ্ছিল। চার দিন মরা সেই মানুষ কেমন করে বিশ্বাস করতে ও নিজের জন্য মুক্তিদাতাকে অনুনয় করতে পারতেন? অথচ মরা মানুষের যা অভাব ছিল, তা তাঁর বোনেরা যুগিয়ে দিয়েছিলেন। কেননা যখন প্রভু এসে গেছিলেন, তখন তাঁর বোন তাঁর সামনে উপুড় হয়ে পড়েছিলেন, আর যখন তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, '*তাকে কোথায় রেখেছ?*', ও তিনি উত্তরে বলেছিলেন, '*প্রভু, আজ তো চারদিন হল, এতক্ষণে দুর্গন্ধ হয়ে থাকবেই*', তখন প্রভু বলেছিলেন, '*তুমি বিশ্বাস করলে তবে ঈশ্বরের গৌরব দেখতে পাবে*', অর্থাৎ তিনি কেমন যেন বলছিলেন, মরা মানুষের যে বিশ্বাসের অভাব, তুমিই তা যুগিয়ে দাও; আর সেই বোনের বিশ্বাস এতই বলবান ছিল যে, মরা মানুষকে পাতালের গ্রাস থেকে ফিরিয়ে আনল।

তাই যখন অন্যেরা অন্যান্যদের হয়ে বিশ্বাস করায় মৃতদের মধ্য থেকে জাগিয়ে তুলতে পারল, তখন তুমি নিজের জন্য অকপট বিশ্বাসে বিশ্বাস করলে, সেই তুমি কি আরও বেশি উপকারিতার পাত্র হবে না? তোমার আদৌ বিশ্বাস না থাকলেও বা কম বিশ্বাস থাকলেও প্রভু মানুষের প্রতি মঙ্গলময়, মনপরিবর্তনের জন্য ইচ্ছুক এই তোমার প্রতি তিনি প্রসন্নতা দেখান। তোমার দিক দিয়ে তুমি অকৃত্রিম বিশ্বাসে বল, *প্রভু, বিশ্বাস করি: আমার অবিশ্বাসে আমাকে সাহায্য কর* [২৯]। তথাপি যদি মনে কর, তুমি সত্যিকারে বিশ্বাসী কিন্তু বিশ্বাসের পূর্ণতা এখনও অর্জন করনি, তবে তোমার পক্ষে দরকার আছে তুমিও প্রেরিতদূতদের সঙ্গে বলবে, *প্রভু আমার বিশ্বাস বৃদ্ধি কর* [৩০],

কেননা বিশ্বাসের কিছুটা অংশ তোমার আছে, কিন্তু বেশির ভাগ তাঁরই কাছ থেকে তুমি গ্রহণ কর।

১০। ধর্মসত্য হিসাবে বিশ্বাস

কেননা শব্দ হিসাবে বিশ্বাস-নামটি এক, কিন্তু তার অর্থ দ্বিমুখী। একপ্রকার বিশ্বাস রয়েছে যা ঐশতত্ত্ব সংক্রান্ত: এ বিশ্বাস তত্ত্বের প্রতি আত্মার উপলব্ধি ও সম্মতিতে ব্যক্ত, ও আত্মার উপযোগিতা সাধনে ব্যস্ত, যেভাবে প্রভু বলেন: *যে আমার কথা শোনে, ও যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন তাঁকে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে, সে বিচারের সম্মুখীন হয় না* (৩১); আরও, *পুত্রতে যে বিশ্বাস রাখে, সে বিচারাধীন হয় না, মৃত্যু থেকে জীবনেই উত্তীর্ণ হয়* (৩২)।

আহা, মানুষের প্রতি ঈশ্বরের কী মহান মঙ্গলময়তা! ধার্মিকেরা সুদীর্ঘ বছরগুলির পরিশ্রমে ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র হলেন। কিন্তু তাঁরা ধৈর্য ও পরিশ্রমের সঙ্গে ঈশ্বরের গ্রহণীয় সেবা করায় যা লাভ করেছিলেন, তা যিশু তোমাকে এক মুহূর্তেই মঞ্জুর করছেন। কেননা তুমি যদি বিশ্বাস কর যে যিশু খ্রিষ্ট হলেন প্রভু, ও ঈশ্বর তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তবে পরিত্রাণ পাবে, ও তাঁরই দ্বারা পরমদেশে স্থানান্তরিত হবে যিনি সেই অপকর্মাকে প্রবেশ করিয়েছিলেন। এবং তা সম্ভব হবে কিনা, এ বিষয়ে তোমার যেন সন্দেহের লেশমাত্র না থাকে, কেননা যিনি এই পবিত্র গলগথায় এক মুহূর্তেরই বিশ্বাসের মাধ্যমে সেই অপকর্মাকে পরিত্রাণ করলেন, তুমি বিশ্বাস করলে তিনি তোমাকেও পরিত্রাণ করবেন।

১১। বিশ্বাস ও ঈশ্বরের অনুগ্রহ

তবু আর একপ্রকার বিশ্বাস আছে, যা অনুগ্রহ হিসাবেই খ্রিষ্ট দ্বারা দান করা হয়: *সেই আত্মা দ্বারা একজনকে দেওয়া হয় প্রজ্ঞার ভাষা, অন্য একজনকে—সেই আত্মা অনুসারে—দেওয়া হয় জ্ঞানের ভাষা, অন্য একজনকে সেই আত্মা থেকে দেওয়া হয় বিশ্বাস, অন্য একজনকে—সেই এক আত্মা থেকে—দেওয়া হয় আরোগ্যদানের ক্ষমতা* (৩৩)। সুতরাং পবিত্র আত্মা দ্বারা দান হিসাবে মঞ্জুর করা এই বিশ্বাস কেবল ঐশতত্ত্ব সংক্রান্ত নয়, কিন্তু তার গুণ এমন কার্যকর যা মানব-শক্তির ঊর্ধ্বে। কেননা

তেমন বিশ্বাসের অধিকারী *এই পর্বতকে বলবে, এখান থেকে ওখানে সরে যাও, আর তা সরে যাবেই* (৩৪)। কেননা যে কেউ একথা বলবে ও মনে সন্দেহমাত্র না করে বিশ্বাস করবে যে তা ঘটবেই, সে-ই সেই অনুগ্রহ লাভ করে।

ঠিক এপ্রকার বিশ্বাসের বিষয়ে লেখা আছে, *যদি তোমাদের একটা সর্ষে-দানার মত বিশ্বাস থাকে …* (৩৫); কেননা যেভাবে দানা হিসাবে সর্ষে-দানা ছোট্ট, তবু অগ্নিময় প্রভাবের অধিকারী, ও সঙ্কুচিত স্থানে বোনা হয়েও দানাটা লম্বা লম্বা শাখা চারদিকে ছড়ায়, ও একবার পূর্ণমাত্রায় বৃদ্ধি পেলে আকাশের পাখিদের জন্যও ছায়া দিতে পারে (৩৬), ঠিক সেইভাবেই বিশ্বাস এক নিমেষেই আত্মায় অসাধারণ কিছু সাধন করতে সক্ষম।

কেননা যখন মন ঈশ্বর সম্বন্ধে ভাবে, তখন বিশ্বাসের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে তা তার সাধ্যমত ঈশ্বর-দর্শনে নিবদ্ধ, পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরিক্রমা করে, ও এ বর্তমান যুগের শেষের আগেও ইতিমধ্যেই শেষবিচার দেখতে পায়, প্রতিশ্রুত পুরস্কারও ইতিমধ্যে ভোগ করে। তাই তুমি এমন বিশ্বাসের অধিকারী হও যা তোমার নিজের উপরে নির্ভর করে, যাতে তাঁর কাছ থেকে সেই বিশ্বাসও পেতে পার, যা মানব-শক্তির ঊর্ধ্বে কার্যকর।

১২। বিশ্বাস-সূত্র

কিন্তু বিশ্বাস গ্রহণ করতে ও ঘোষণা করতে গিয়ে তুমি কেবল সেই বিশ্বাস আঁকড়িয়ে ধর ও রক্ষা কর যা এখন মণ্ডলী দ্বারা তোমার কাছে সম্প্রদান করা হচ্ছে ও যা সমস্ত শাস্ত্র দ্বারা সপ্রমাণিত।

কিন্তু যেহেতু দক্ষতার অভাবে কিংবা অন্য কারণে অনেকে শাস্ত্র পড়তে পারে না, সেজন্য আত্মা যেন অজ্ঞতাবশত ক্ষতিগ্রস্ত না হয় আমরা বিশ্বাসের সমস্ত তত্ত্ব স্বল্প পদগুলোর মধ্যে সংক্ষিপ্ত করে রাখি। আমি ইচ্ছা করি, তোমরা এ সূত্র অক্ষরে অক্ষরে মুখস্থ করবে, এবং তা কাগজে লিপিবদ্ধ করে নয় বরং তোমাদের হৃদয়ের স্মৃতি-ফলকে খোদাই ক'রে নিজেদের মধ্যে যথাসাধ্যই আবৃত্তি করবে। আর জপ করতে করতে তা

অধ্যয়ন করে সতর্ক থাকবে, আমরা তোমাদের যা সম্প্রদান করেছি, কোন দীক্ষাপ্রার্থী যেন দৈবাৎও তা শুনতে না পায়।

আমার নির্দেশ, তোমরা যেন এ বিশ্বাস তোমাদের জীবনের সমস্ত দিন ধরে পাথেয়রূপে বহন কর ও এ বিশ্বাস ছাড়া যেন অন্য বিশ্বাস না গ্রহণ কর: আমরা যারা এখন তা শেখাচ্ছি, নিজেরাই মত পাল্টিয়ে বিপরীত কিছু বললে তখনও নয়, এমনকি বিরোধী দূত আলোর দূতে রূপান্তরিত হয়ে তোমাদের ভ্রান্ত পথে আকর্ষণ করতে চাইলে তখনও নয়। কেননা *আমরা তোমাদের কাছে যে সুসমাচার প্রচার করেছি, সেটি ছাড়া অন্য সুসমাচার যদি কেউ প্রচার করে—আমরা নিজেরাই করি, কিংবা স্বর্গ থেকে আগত কোন দূতই করুন—তবে সে বিনাশ-মানতের বস্তু হোক* (৩৭)।

তাই আপাতত, আমি বিশ্বাস-সূত্রটা আবৃত্তি করতে করতে তুমি তা যেভাবে শুনবে সেইভাবে মুখস্থ কর, কেননা সূত্রগুলো মানুষের পছন্দমত রচিত হয়নি, কিন্তু বিশ্বাসের এই অনন্য ধর্মতত্ত্ব গোটা শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বচনগুলো দ্বারাই গঠিত ও পরিপূর্ণ। আর যেমন সর্ষে-বীজের একটি ছোট্ট দানায় বহু ডালপালা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তেমনি বিশ্বাস-সূত্রটি স্বল্প কথার মধ্যে ঠিক যেন বুকের মধ্যেই সেই তত্ত্বগুলির গোটা সারকথা ঘিরে রাখে যা পুরাতন ও নূতন নিয়মে উপস্থিত।

এজন্য ভাইবোনেরা, তোমরা যা এখন গ্রহণ করতে যাচ্ছ, সেই পরম্পরাগত ধর্মশিক্ষা সযত্নে ধরে রাখ ও তোমাদের হৃদয়-গভীরেই তা লিপিবদ্ধ কর।

১৩। বিশ্বাস-সূত্র গ্রহণকারীর গুরু দায়িত্ব

ভক্তি সহকারে সতর্ক থাক, পাছে সেই শত্রু দৈবাৎ তোমাদের শিথিল ও উদাসীন অবস্থায় পেয়ে এ মহাধন তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়, কোন ভ্রান্তমতপন্থীও পাছে যা তোমাদের সম্প্রদান করা হয়েছে সেটার একটামাত্র অংশও বিকৃত করে। কেননা বিশ্বাস বলতে টেবিলের উপরে ফেলানো সেই রুপোর টাকা বোঝায়, যা এইমাত্র তোমাদের কাছে ধার দেওয়া হয়েছে; কারণ ঈশ্বর তোমাদের কাছ থেকে সঞ্চয়ের জবাবদিহি চাইবেন। এবিষয়ে প্রেরিতদূত বলেন, *সবকিছুর জীবনদাতা সেই ঈশ্বরের সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে, এবং যিনি পন্তিয় পিলাতের সাক্ষাতে সেই উত্তম স্বীকারোক্তির বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, সেই খ্রিষ্ট যিশুর সাক্ষাতে আমি তোমাকে এই আদেশ দিচ্ছি* (৩৮): যে

বিশ্বাস তোমাদের কাছে সম্প্রদান করা হয়েছে, *আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের আবির্ভাব পর্যন্ত তা তোমরা কলঙ্কহীন রক্ষা কর* (৩৯)।

জীবন-ধন তোমার কাছে এখন ন্যস্ত করা হয়েছে, এবং প্রভু তাঁর আবির্ভাবের দিনে তাঁর আপন সঞ্চয় দাবি করবেন—হ্যাঁ, *নির্ধারিত সময়ে তিনি নিজেই সেই আবির্ভাব ঘটাবেন, যিনি স্বয়ং ধন্য ও অনন্য ভগবান, রাজার রাজা ও প্রভুর প্রভু, যিনি অমরতার একমাত্র অধিকারী, যিনি অগম্য আলো-নিবাসী, মানুষদের মধ্যে যাঁকে কেউ কখনও দেখতে পায়নি, দেখতেও সক্ষম নয়* (৪০)। তাঁরই গৌরব, সম্মান ও পরাক্রম যুগে যুগান্তরে। আমেন।

যেরুশালেমের বিশ্বাস-সূত্র

যা সিরিলের ধর্মশিক্ষার নানা পদের ভিত্তিতে সঙ্কলিত (৪১)

পবিত্র ও প্রৈরিতিক বিশ্বাস যা আলোপ্রত্যাশীদের স্বীকারোক্তির জন্য সম্প্রদান করা।

১। আমরা এক-ঈশ্বরে, স্বর্গমর্ত, দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছুর নির্মাতা সেই সর্বশক্তিমান পিতায় বিশ্বাস করি,

২। আমরা এক-প্রভুতে, ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্র সেই যিশু খ্রিষ্টে বিশ্বাস করি, যিনি পিতা থেকে সর্বযুগের পূর্বে জনিত, সত্যকার ঈশ্বর; সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল,

৩। যিনি মাংসে আগমন করেলন, ও (পবিত্র আত্মার প্রভাবে কুমারী মারীয়া থেকে) মানুষ হলেন,

৪। ক্রুশবিদ্ধ ও সমাহিত হলেন,

৫। তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করলেন,

৬। স্বর্গে আরোহণ করলেন ও পিতার ডান পাশে আসীন আছেন,

৭। জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে সগৌরবে আগমন করবেন; যাঁর রাজ্য হবে অন্তহীন।

৮। আমরা সহায়ক সেই পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি যিনি নবীদের মধ্য দিয়ে কথা বলেছিলেন।

৯। আমরা পাপক্ষমার উদ্দেশে এক-বাপ্তিস্মে,

১০। এক, পবিত্র, কাথলিক মণ্ডলীতে,

১১। মাংসের পুনরুত্থানে

১২। ও অনন্ত জীবনে বিশ্বাস করি।

সংক্ষিপ্ত বিশ্বাস-সূত্র

যা বাপ্তিস্মপ্রার্থী [শয়তানকে] প্রত্যাখ্যানের পরে উচ্চারণ করত (৪২)।

আমি পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মায়, এবং মনপরিবর্তনের উদ্দেশে এক-বাপ্তিস্মে বিশ্বাস করি।

---

(১) হিব্রু ১১:১-২।

(২) ১ করি ১:৯।

(৩) প্রবচন ২০:৬।

(৪) ১ করি ৪:৩ দ্রঃ।

(৫) সাম ৭:৪।

(৬) সাম ৯৪:১১।

(৭) প্রবচন ১৭:৬ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(৮) ১ তি ৬:৮।

(৯) হিব্রু ১১:৬।

(১০) ১ পি ৫:৪ দ্রঃ।

(১১) ইশা ৭:৯ দ্রঃ।

(১২) হিব্রু ১১:৩৩ দ্রঃ।

(১৩) দা ৬:২৩ দ্রঃ।

(১৪) এফে ৬:১৬।

(১৫) হিব্রু ১১:৮-১০ দ্রঃ।

(১৬) রো ৪:১৯।

(১৭) হিব্রু ১১:১১-১২ দ্রঃ।

(১৮) হিব্রু ১১:১৯।

(১৯) আদি ১৭:৫।

(২০) হিব্রু ১৪:১১।

(২১) রো ৪:১৭-১৮ দ্রঃ।

(২২) যেরে ৪:৪।

(২৩) কল ২:১১-১২।

(২৪) মথি ১৪:২৯ দ্রঃ।

(২৫) মথি ১৪:৩১।

(২৬) মার্ক ২:৪ দ্রঃ।

(২৭) মথি ৮:২-৭; মার্ক ২:৯-১১।

(২৮) যোহন ১১:১৪-৪৪ দ্রঃ।

(২৯) মার্ক ৯:২৪।

(৩০) লুক ১৭:৫।

(৩১) যোহন ৫:২৪।

(৩২) যোহন ৫:২৪ দ্রঃ।

(৩৩) ১ করি ১২:৮-৯।

(৩৪) মথি ১৭:২০।

(৩৫) মথি ১৭:২০।

(৩৬) মথি ১৩:২২ দ্রঃ।

(৩৭) গা ১:৮।

(৩৮) ১ তি ৬:১৩।

(৩৯) ১ তি ৬:১৪।

(৪০) ১ তি ৬:১৫-১৬।

(৪১) এ অনুবাদে আমরা যা 'বিশ্বাস-সূত্র' বলে অনুবাদ করছি, তা গ্রীক ভাষায় 'সিম্বলোন' বলা হয়, ও সেটার প্রকৃত অর্থ হল 'রশিদ'; এমন রশিদ যা দু'ভাগ করা হওয়ার পর তার একটা ভাগ শিক্ষাগুরুর কাছে থাকত, ও অপর ভাগ এক একটি দীক্ষাপ্রার্থীকে দেওয়া হত যাতে প্রতিটি প্রার্থীকে চিনে যেতে পারত।

শব্দটার আর একটা অর্থ ছিল 'প্রতীক-চিহ্ন', অর্থাৎ বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত মণ্ডলীর মধ্যে একটা স্থানীয় মণ্ডলীর বিশিষ্ট প্রতীক-চিহ্ন; চিহ্নটা দেখে বুঝা যেতে পারত সেই ব্যক্তি কোন স্থানীয় মণ্ডলীর সদস্য ছিল।

শব্দটার তৃতীয় একটা অর্থ হল বিশ্বাসীবর্গের মিলিত বিশ্বাস-স্বীকার।

ব্যবহারিক অর্থে 'সিম্বলোন' হল পবিত্র শাস্ত্র থেকে সঙ্কলিত নানা সূত্র যা প্রৈরিতিক পরম্পরা খ্রিষ্টিয়ানদের বিশিষ্ট চিহ্ন হবার জন্য সংগ্রহ করেছিল।

মণ্ডলীর প্রথম যুগগুলোতে একথা প্রচলিত ছিল যে, বিশ্বজুড়ে সুসমাচার প্রচার করার আগে প্রতিটি প্রেরিতদূত বিশ্বাস-সূত্রের একটা সূত্র রচনা করেছিলেন। এমনটা মনে হয় না যে সাধু সিরিল এ প্রচীন ধারণা পালন করছিলেন, তিনি 'প্রৈরিতিক বিশ্বাস' এর কথা বলেন বটে (ধর্মশিক্ষা ১৮:৩২), কিন্তু উপরোল্লিখিত অর্থে নয়।

বাস্তবিকই নানা স্থানীয় মণ্ডলীতে, যেমন রোম, নিকেয়া, যেরুশালেম, কায়েসারিয়া ইত্যাদি স্থানীয় মণ্ডলীগুলোতে নানা বিশ্বাস-সূত্র প্রচলিত ছিল। বিশেষজ্ঞ যাঁরা তাঁরা এবিষয়ে একমত যে, প্রাচীন মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা ক্ষেত্রে সাধু সিরিলের ব্যবহৃত বিশ্বাস-সূত্র সবচেয়ে উপযুক্ত ও উপযোগী বিশ্বাস-সূত্র।

মূলপাঠ্য ও অনুবাদ সহ আজকালে প্রচলিত বিশ্বাস-সূত্রসমূহ

Symbolum Apostolicum / প্রৈরিতিক বিশ্বাস-সূত্র

এটি হলো সবচেয়ে প্রাচীন বিশ্বাস-সূত্র। তা ৩য় শতাব্দীর মাঝামাঝিতে প্রচলিত হতে লাগল। সেসময় সেটার নাম ছিল Symbolum (সিম্বলুম) অর্থাৎ 'বিশ্বাস-সূত্র'; পরবর্তীকালে, ৩৯০ সন থেকে, সেটা Symbolum Apostolicum (সিম্বলুম আপস্তলিকুম) অর্থাৎ 'প্রৈরিতিক বিশ্বাস-সূত্র' বলে অভিহিত হতে লাগল।

1. Credo in unum Deum Patrem omnipoténtem, Creatórem cæli et terræ,
স্বর্গমর্তের স্রষ্টা সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে,

2. et in Iesum Christum, Fílium eius únicum,Dóminum nostrum,
এবং তাঁর একমাত্র পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টে আমি বিশ্বাস করি,

3. qui concéptus est de Spíritu Sancto , natus ex María Vírgine,
যিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভস্থ হলেন, কুমারী মারীয়া থেকে জন্মগ্রহণ ক'রে

4. passus sub Póntio Piláto, crucifíxus, mórtuus, et sepúltus,
পন্তিয় পিলাতের শাসনকালে যন্ত্রণাভোগ করলেন, ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করলেন ও সমাহিত হলেন,

5. descéndit ad ínferos, tértia die resurréxit a mórtuis,
পাতালে অবরোহণ করলেন, তৃতীয় দিনে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন,

6. ascéndit ad cælos, sedet ad déxteram Dei Patris omnipoténtis,
স্বর্গে আরোহণ করলেন, সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন আছেন,

7. inde ventúrus est iudicáre vivos et mórtuos.
সেই স্থান থেকে জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে আগমন করবেন।

8. Credo in Spíritum Sanctum,
আমি পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি,

9. sanctam Ecclésiam cathólicam, sanctórum communiónem,
পবিত্র কাথলিক মণ্ডলী, পবিত্রজনদের সহভাগিতা,

10. remissiónem peccatórum,
পাপের ক্ষমা,

11. carnis resurrectiónem,
মাংসের পুনরুত্থান,

12. vitam ætérnam. Amen.
অনন্ত জীবন বিশ্বাস করি। আমেন।

Σύμβολον τῆς Πίστεως (Νικαία) / নিকেয়া বিশ্বাস-সূত্র

Σύμβολον τῆς Πίστεως (Νικαία-Κωνσταντινούπολις) / নিকেয়া-কনস্তান্তিনোপলিস বিশ্বাস-সূত্র

নিকেয়া বিশ্বাস-সূত্র নিকেয়া (আজকালের তুরস্কে অবস্থিত ইজ্‌নিক) মহাসভায় (৩২৫) জারীকৃত হয়। কিন্তু মহাসভার পরে নানা ভ্রান্তমত আবির্ভূত হওয়ায় ৩৮১ সনে কনস্তান্তিনোপলিসে (আজকালের তুরস্কে অবস্থিত ইস্তানবুল) আর এক মহাসভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে নিকেয়া বিশ্বাস-সূত্রে নানা সূত্র যোগ দেওয়া হয়, যা নিচের ছবিতে **মোটা অক্ষরে** প্রদর্শিত। তেমন বিশ্বাস-সূত্র 'নিকেয়া-কনস্তান্তিনোপলিস বিশ্বাস-সূত্র' বলে অভিহিত।

Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα παντοκράτορα, πάντων ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων ποιητήν·	Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα παντοκράτορα, ποιητὴν **οὐρανοῦ καὶ γῆς,** ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.
καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, γεννηθέντα ἐκ τοῦ Πατρὸς [μονογενῆ, τούτέστιν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρός, Θεὸν ἐκ Θεοῦ,] Φῶς ἐκ Φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί,	Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ **τὸν μονογενῆ**, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα **πρὸ πάντων τῶν αἰώνων**, φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί·
δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο, [τά τε ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ τὰ ἐν τῇ γῇ,]	δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο·
τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα καὶ σαρκωθέντα καὶ ἐνανθρωπήσαντα,	τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα **ἐκ τῶν οὐρανῶν** καὶ σαρκωθέντα **ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου** καὶ ἐνανθρωπήσαντα,
παθόντα, καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς,	**σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ** παθόντα **καὶ ταφέντα**, καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ **κατὰ τὰς γραφάς**, καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς, **καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός**,
ἐρχόμενον κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς.	καὶ **πάλιν** ἐρχόμενον **μετὰ δόξης** κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς·
	οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
Καὶ εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα.	Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, **τὸ Κύριον, τὸ ζῳοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν. Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν· ὁμολογοῦμεν ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν· προσδοκοῦμεν ἀνάστασιν νεκρῶν, καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν**.

সাধু সিরিলের ধর্মশিক্ষা কনস্তান্তিনোপলিস ধর্মসভার আগের লেখা হওয়ায় তাঁর ধর্মশিক্ষায় নিকেয়া বিশ্বাস-সূত্রেরই অধিকাংশ সূত্র ব্যাখ্যা করা হয়।

পাঠক / পাঠিকার সুবিধার্থে নিকেয়া-কনস্তান্তিনোপলিস বিশ্বাস-সূত্রও মূলপাঠ্য ও অনুবাদ সহ প্রদর্শিত:

1. Πιστεύομεν εἰς ἕνα Θεὸν Πατέρα παντοκράτορα
   ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων·

   আমরা এক-ঈশ্বরে, স্বর্গমর্ত, দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছুর নির্মাতা সেই সর্বশক্তিমান পিতায় বিশ্বাস করি,

2. καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν Μονογενῆ,

   এবং এক-প্রভুতে, ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্র সেই যিশু খ্রিস্টে [বিশ্বাস করি],

τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων,

যিনি পিতা থেকে সর্বযুগের পূর্বে জনিত,

Φῶς ἐκ Φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ,

আলো থেকে আলো, সত্যকার ঈশ্বর থেকে সত্যকার ঈশ্বর ;

γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο·

তিনি জনিত, নির্মিত নন, পিতার সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী ; সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল।

3 τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν,

মানুষ এ আমাদের জন্য ও আমাদের পরিত্রাণার্থে তিনি স্বর্গ থেকে অবরোহণ করলেন,

καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου, καὶ ἐνανθρωπήσαντα,

এবং পবিত্র আত্মা ও কুমারী মারীয়া থেকে মাংস হলেন, ও মানুষ হলেন।

4. σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα, καὶ ταφέντα,

পন্তিয় পিলাতের শাসনকালে তিনি আমাদের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হলেন, মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করলেন ও সমাহিত হলেন,

5. καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς γραφὰς,

শাস্ত্র অনুসারে তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করলেন,

6. καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς, καὶ καθεζόμενον ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρὸς,

স্বর্গে আরোহণ করলেন ও পিতার ডান পাশে আসীন আছেন।

7. καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος·

জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে তিনি সগৌরবে পুনরাগমন করবেন ; তাঁর রাজ্য হবে অন্তহীন।

8. καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ Κύριον καὶ Ζωοποιόν,

এবং [আমরা] প্রভু ও জীবনদাতা সেই পবিত্র আত্মায় [বিশ্বাস করি]

τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον,

যিনি পিতা থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলেন, যিনি পিতা ও পুত্রের সঙ্গে সমতুল্য উপাসনা ও গৌরবের পাত্র,

τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν·

যিনি নবীদের মধ্য দিয়ে কথা বলেছিলেন।

9. εἰς μίαν ἁγίαν καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴν ἐκκλησίαν·

[আমরা] এক, পবিত্র, কাথলিক ও প্রৈরিতিক মণ্ডলীতে [বিশ্বাস করি],

10. ὁμολογοῦμεν ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν·

আমরা পাপক্ষমার উদ্দেশে এক-বাপ্তিস্ম স্বীকার করি,

11. προσδοκῶμεν ἀνάστασιν νεκρῶν,

মৃতদের পুনরুত্থান

12. καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. ἀμήν.

ও আসন্ন যুগের জীবন প্রত্যাশা করি। আমেন।

(৪২) পিতা ও পুত্র এ পবিত্র আত্মা উল্লেখের মাধ্যমে এ সংক্ষিপ্ত বিশ্বাস-সূত্রে স্বল্প কথায় পূরো বিশ্বাস-সূত্র সঙ্কলিত ও গোটা পরিত্রাণ-সংবাদও ঘোষিত।

আলোপ্রত্যাশীদের ৬ষ্ঠ ধর্মশিক্ষা

- একেশ্বর -

সেকালে খ্রিষ্টমণ্ডলী নানা ভ্রান্তমতে আক্রান্ত ছিল। সেই মানি, মার্কিওন ইত্যাদি ব্যক্তি ঈশ্বর সম্পর্কে অদ্ভুত ধারণা রটিয়ে বেড়াত, আর বহু খ্রিষ্টবিশ্বাসী তাদের ভ্রান্তমতে যোগ দিত।

তেমন অবস্থা-পরিস্থিতি মুকাবিলা করতে গিয়ে সাধু সিরিল এ ৬ষ্ঠ ধর্মশিক্ষায় একেশ্বর বিষয়ক যথার্থ তত্ত্ব উপস্থাপন করেন।

হে দ্বীপপুঞ্জ, আমার উদ্দেশে নিজেদের নবীকৃত কর! ইস্রায়েল প্রভু দ্বারা হবে চিরপরিত্রাণে পরিত্রাণকৃত। তারা আর কখনও লজ্জিত অপমানিত হবে না, ইত্যাদি (১), ইশাইয়ার এই পাঠের পরে, একেশ্বর; 'আমি এক-ঈশ্বরে বিশ্বাস করি', ও ভ্রান্তমত সম্পর্কে, যেরুশালেমে তাৎক্ষণিক ভাবে পরিবেশিত ধর্মশিক্ষা।

১। পিতা ও পুত্র এক ও একই গৌরবের পাত্র

ধন্য আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ঈশ্বর ও পিতা (২)। *তাঁর একমাত্র জনিত পুত্রও ধন্য হোন* (৩)। বস্তুত ঈশ্বরের কথা ভাবতে ভাবতেই সেইসঙ্গে পিতারও কথা ভাবা হোক, যাতে পিতা ও পুত্রের গৌরব অবিচ্ছিন্ন ভাবে কীর্তিত হয়।

কেননা পিতা যে একটা গৌরবের অধিকারী, ও পুত্র যে ভিন্ন একটার অধিকারী তেমন নয়; না, সেই গৌরব এক ও একই, কেননা তিনি হলেন পিতার একমাত্র জনিত পুত্র, আর যখন পিতা গৌরবান্বিত হন, তখন পুত্র তাঁর সঙ্গে সেই গৌরবের সহভাগিতা করেন, কেননা পুত্রের গৌরব তাঁর নিজের পিতার সম্মান থেকে নিঃসৃত; একই প্রকারে, যখন পুত্র গৌরবান্বিত হন, তখন তত মঙ্গলের পিতাও সেইসঙ্গে উত্তমরূপে সম্মানিত হন।

২। ঈশ্বর মানব ধারণার অতীত

যদিও মন ভাবতে খুবই দ্রুত, তবু জিহ্বার পক্ষে শব্দগুলোও দরকার ও তা ব্যক্ত করার জন্য মধ্যস্থতাকারী বহু বচনও দরকার।

কেননা চোখ বহু বহু তারানক্ষত্র একনিমেষেই ঘিরে রাখতে পারে, কিন্তু মানুষ যখন সেগুলোকে একটা একটা করে বর্ণনা করতে ইচ্ছা করে, কোন্‌টাই প্রভাতী তারা, কোন্‌টাই সন্ধ্যাতারা, ও সবগুলোর এক একটা কোন্‌টা কোন্‌টা বর্ণনা করতে ইচ্ছা করে, তখন তার বহু শব্দ ব্যবহার করা দরকার আছে। একই প্রকারে মন অধিক দ্রুত এক ক্ষণে পৃথিবী, সমুদ্র ও বিশ্বের সকল প্রান্ত ধারণ করে, কিন্তু যা কিছু একনিমেষে ধারণা করে, তা বর্ণনা করার জন্য বহু শব্দ ব্যবহার করে। অথচ, আমার দেওয়া উদাহরণ যতই যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত হোক না কেন, তবু অবশেষে তা দুর্বল ও অপর্যাপ্ত। বস্তুত আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে কথা বলি, কিন্তু যা কিছু বলা উচিত তা বলি না, কারণ সেই সবকিছু কেবল তাঁরই কাছে জ্ঞাত; তাই আমরা কেবল সেই ততটুকু বলি যা মানব-ধারণক্ষমতা অনুযায়ী ও কেবল সেই ততটুকু যা আমাদের দুর্বলতা ধারণ করতে সক্ষম। কেননা ঈশ্বর যে কী আমরা তো তা ব্যাখ্যা করি না, বরং আমরা সরলভাবে স্বীকার করি যে তাঁর সম্পর্কে আমাদের সূক্ষ্ম জ্ঞান নেই। কেননা যা কিছু ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেবিষয়ে অজ্ঞতা স্বীকার করা-ই উত্তম জ্ঞান।

অতএব, *আমার সঙ্গে প্রভুর মহিমাকীর্তন কর; এসো, আমরা একসঙ্গে তাঁর নাম বন্দনা করি* [৪]; হ্যাঁ, আমরা সবাই মিলে করি, কারণ একজন মাত্র করলে তা যথেষ্ট হয় না; এমনকি, আমরা সবাই একসঙ্গে মিলিত হলেও, তা যেভাবে আমাদের করা উচিত তা করতে পারব না। তোমরা যারা এখানে উপস্থিত, আমি তো তোমাদেরই কথা মাত্র ধরছি না, কিন্তু গোটা বিশ্বমণ্ডলীরও সবাই এখানে উপস্থিত হলেও, বর্তমানকালের ও ভাবীকালেরও মণ্ডলীভুক্তরা একসঙ্গে মিলিত হলেও তবু তারাও যোগ্যরূপে আপন মেষপালকের প্রশংসাগান করতে সক্ষম হত না।

৩। ঈশ্বর মহান

আব্রাহাম ছিলেন মহান ও সম্মাননীয়, কিন্তু কেবল মানুষের সঙ্গে তুলনায়ই মহান। আর যখন তিনি ঈশ্বরের কাছে এলেন, তখন তিনি সরলভাবে বললেন, *আমি মাটি* ও *ছাইমাত্র* (৫)। 'মাটি' বলার পর তিনি যে চুপ করেছিলেন এমন নয়, যাতে এমনটি না হত যে তিনি সেই মহা পদার্থের নাম অনুসারেই নিজের নাম রাখতেন; না, তিনি 'ও ছাইমাত্র' যোগ দিয়েছিলেন, যাতে নিজের ক্ষয়শীল ও ভঙ্গুর স্বরূপ ব্যক্ত করতে পারতেন। তাঁর কথায়, এমন কিছু কি আছে যা ছাইয়ের চেয়ে কম ক্ষুদ্র ও লঘুভার? কেননা, তিনি বলছেন, একটা ঘরের সঙ্গে ছাইয়ের তুলনা কর, একটা শহরের সঙ্গে সেই ঘরের, একটা প্রদেশের সঙ্গে সেই শহরের, রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে সেই প্রদেশের, গোটা পৃথিবী ও তার চারপ্রান্তের সঙ্গে রোম সাম্রাজ্যের, ও সেই স্বর্গের সঙ্গে গোটা পৃথিবীর তুলনা কর, সেই যে স্বর্গ নিজের বুকে পৃথিবী ঘিরে রাখে; সেই যে পৃথিবী স্বর্গের সঙ্গে তেমন সম্পর্ক রাখে যেমন একটা চাকার কেন্দ্র সেই চাকার পুরো পরিধির সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, কেননা স্বর্গের সঙ্গে পৃথিবীর তুলনা ঠিক সেই ধরনেরই (৬)। তারপর একথাও ধর যে, দৃষ্টিগোচর যে প্রথম স্বর্গ, তা দ্বিতীয়টার চেয়ে ছোট, ও দ্বিতীয়টা তৃতীয়টার চেয়ে ছোট, কেননা শাস্ত্র সেইভাবেই সেগুলোর নাম রেখেছে, কেবল তিনটে স্বর্গ যে আছে তা তো নয় বটে (৭), কিন্তু আমাদের পক্ষে কেবল সেইটুকু জানা যথেষ্ট ছিল। তাই যখন তুমি মনে মনে সকল স্বর্গ পরিদর্শন করবে, তখনও, ঈশ্বর যেভাবে আছেন, সেই অনুসারে সেই সকল স্বর্গ তাঁর প্রশংসাগান করতে সক্ষম হবে না। না, নিজের কণ্ঠ বজ্রনাদের চেয়ে আধিক উদাত্ত কণ্ঠে ধ্বনিত করলেও নয়।

অতএব, স্বর্গীয় যত প্রতাপ যখন যোগ্যরূপে ঈশ্বরের প্রশংসাগান করতে সক্ষম নন, তখন কবেই বা 'মাটি ও ছাই' অর্থাৎ অস্তিত্বমণ্ডিত বস্তুগুলোর সবচেয়ে ক্ষুদ্র ও ন্যূনতম বস্তু ঈশ্বরের কাছে যোগ্য প্রশংসাগান জাগিয়ে তুলতে, অথবা ঈশ্বর সম্পর্কে যোগ্যরূপে কথা বলতে পারবে যিনি *পৃথিবীর ঊর্ধ্বচক্রের উপরে সমাসীন* ও *সেখান থেকে তাঁর চোখে মর্তবাসীরা পঙ্গপালমাত্র?* (৮)।

৪। ঈশ্বরের সামনে মানুষের ক্ষুদ্রতা

যে কেউ ঈশ্বর সম্পর্কে কথা বলতে দুঃসাহস করে, সে আগে পৃথিবীর সীমা বর্ণনা করুক। তুমি যখন পৃথিবীতে বসবাস কর অথচ তোমার বাসস্থানের অর্থাৎ পৃথিবীর সীমা জান না, তখন কোন্ যুক্তিতে তুমি সেই পৃথিবীর নির্মাতা সম্পর্কে উপযোগী ধারণা ধারণ করতে সক্ষম হবে? তুমি তো তারকারাজি দেখতে পাও, কিন্তু সেগুলোর স্রষ্টাকে দেখতে পার না; তোমার কাছে যা কিছু দৃষ্টিগোচর আগে তার গণনা কর, তার পরেই দৃষ্টিগোচর নন যিনি তাঁর বর্ণনা কর, সেই তিনি যিনি *তারকারাজির সংখ্যা গুণে রাখেন, এক একটাকে নাম ধরে ডাকেন* (৯)।

কিছুদিন আগে আমাদের উপর এমন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ল যা প্রায়ই আমাদের ধ্বংস করল: কেবল এই শহরেই যত বিন্দু পড়ল সেগুলোর গণনা কর; না, এ শহরে নয়, তুমি পারলে তবে একটামাত্র ঘণ্টা ধরে তোমার ঘরের উপরে পড়া বিন্দুর গণনা কর; পার না। নিজের দুর্বলতা স্বীকার কর, এ বচন থেকে ঈশ্বরের মহত্ত্ব শিখে নাও, কেননা *তিনি সেই জলবিন্দু গণনা করলেন* (১০) যা এখন শুধু নয়, সর্বকালেই গোটা পৃথিবীর উপরে পড়ল। সূর্য ঈশ্বরের কাজ, সেটাও বড়, কিন্তু সকল স্বর্গের তুলনায় নগণ্য। আগে এক চোখেই সূর্যের দিকে তাকাও, তারপর কৌতূহলী হয়ে সূর্যের প্রভুকে আবিষ্কার কর। *তোমার পক্ষে কঠিন বিষয় অন্বেষণ করো না, তোমার ক্ষমতার অতীত কোন ব্যাপারও অনুসন্ধান করো না; তোমাকে যা করতে বলা হয়েছে, তাতেই মন দাও* (১১)।

৫। ঈশ্বর সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞান

কেউ না কেউ বলবে, ঐশসত্তা যখন উপলব্ধির অতীত, তখন কেন তুমি এ সমস্ত বিষয়ে কথা বল?

বাঃ! যেহেতু আমি গোটা নদীর জল খেতে পারি না, সেজন্য কি, আমার পক্ষে যা যথেষ্ট তা মাত্রা রেখে খেতে পারব না? যেহেতু আমার দেওয়া চোখের ক্ষমতা অনুসারে গোটা সূর্যকে একদৃষ্টে লক্ষ করতে পারি না, সেজন্য কি, আমার প্রয়োজন অনুসারেও তার দিকে তাকাব না? আরও, যেহেতু আমি মস্ত বড় একটা ফলবাগানে প্রবেশ করে

তার সব ক’টা ফল খেতে পারি না, সেজন্য তুমি কি চাও, আমি ক্ষুধার্ত হয়ে চলে যাব? যিনি আমাদের নির্মাণ করেছেন, আমি তাঁর প্রশংসা করি ও তাঁকে গৌরবান্বিত করি, কেননা ঐশ একটা আদেশই তা করতে বলে, *সর্বপ্রাণীকুল করুক প্রভুর প্রশংসা* (১২)। এখন আমি প্রভুর প্রশংসা করতেই অভিপ্রেত, তাঁর বর্ণনা দিতে নয়। আমি ভালই জানি যে, তাঁর যোগ্যতার উচিত গুণকীর্তন করায় যথেষ্ট অকৃতকার্য হব, তবু কোন প্রকারে তাঁর প্রশংসা করতে চেষ্টা করা ভক্তিময় কর্ম বলে জ্ঞান করি। বস্তুত আমার দুর্বলতায় স্বয়ং প্রভু যিশু আমাকে আশ্বাস দেন; যেমনটা লেখা আছে, *ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি* (১৩)।

৬। পুত্র পিতাকে নিজের আত্মা দ্বারা প্রকাশ করেন

কেউ না কেউ বলবে, তবে কি, *এই ক্ষুদ্রজনদের দূতেরা স্বর্গে অনুক্ষণ আমার পিতার শ্রীমুখ দর্শন করেন* (১৪), একথা কি লেখা নেই?

হ্যাঁ, কিন্তু ঈশ্বর যেভাবে আছেন, সেই অনুসারে নয়, কিন্তু দূতগণ যতখানি দেখতে সক্ষম, সেই অনুসারে তাঁরা তাঁকে দর্শন করেন। বস্তুত যিশু নিজেই বললেন, *কেউ যে পিতাকে দেখেছে, তা নয়, যিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত, কেবল তিনিই পিতাকে দেখেছেন* (১৫)। সুতরাং, দূতগণ সেইটুকু দর্শন করেন যেটুকু তাঁরা সক্ষম, মহাদূতগণও সেইটুকু যেটুকু তাঁরা সক্ষম, আর এঁদের চেয়ে সিংহাসন ও কর্তৃত্ব দূতগণও বেশিই দর্শন করতে সক্ষম, তবু ঈশ্বরের যোগ্যতার চেয়ে অবশ্যই কম। কেননা পুত্রের সঙ্গে কেবল পবিত্র আত্মাই ঈশ্বরকে সঠিক ভাবে দর্শন করতে সক্ষম, কারণ তিনি *সবই তলিয়ে দেখেন, ঈশ্বরের গভীর সমস্ত বিষয়ও তলিয়ে দেখেন* (১৬)।

আর অবশ্যই, পবিত্র আত্মার সঙ্গে একমাত্র জনিত সেই পুত্রও পিতাকে উপযুক্ত ভাবে জানেন, কারণ তিনি বলেন, *পিতাকে কেউই জানে না সেই পুত্র ছাড়া ও সেই ছাড়া যার কাছে পুত্র নিজেই তাঁকে প্রকাশ করবেন* (১৭)। তিনি উপযুক্ত ভাবে ঈশ্বরকে জানেন, ও এক একটি মানুষের ক্ষমতা অনুসারে পবিত্র আত্মার সঙ্গে তাঁকে প্রকাশ করেন, কেননা পবিত্র আত্মার সঙ্গে সেই একমাত্র জনিত পুত্রই পিতার ঈশ্বরত্বের সহভাগী: কামেচ্ছা ছাড়া সর্বযুগের পূর্বে জনিত হলেন যিনি, তিনি জনককে জানেন, ও জনক জনিতকে জানেন।

সুতরাং, যেহেতু দূতগণ তাঁকে জানেন না (কেননা আমার আগেকার কথা অনুসারে, একমাত্র জনিত যিনি, তিনি পবিত্র আত্মার মাধ্যমে এক একটি দূতকে তাঁর ক্ষমতা অনুসারে পিতাকে প্রকাশ করেন), সেজন্য কোন মানুষ নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করায় যেন লজ্জাবোধ না করে। আমি এখন সেইভাবে কথা বলছি, যেভাবে সবাই অবস্থা-পরিস্থিতি অনুসারে কথা বলে; কিন্তু আমরা যে কেমন ভাবে কথা বলি, তা কথায় ব্যক্ত করতে পারি না; তাই যিনি আমাদের বাক্‌শক্তি দিয়েছেন, কেমন করে আমি তাঁর বর্ণনা করব? আমার আত্মা আছে, অথচ সেটার বিশিষ্ট গুণ যখন আমি ব্যক্ত করতে সক্ষম নই, তখন যিনি সেই আত্মাকে আমাকে দিয়েছেন, কেমন করে আমি তাঁর বর্ণনা দিতে সক্ষম হব?

৭। আমাদের এক পিতা আছেন

ভক্তিময় জীবনযাপনের জন্য আমাদের পক্ষে শুধু এটি যথেষ্ট যে, আমরা যেন জানি যে আমাদের একমাত্র ঈশ্বর আছেন; এমন ঈশ্বর যিনি একমাত্র ঈশ্বর, অনাদিকালীন জীবনময় ঈশ্বর, সর্বদা নিজেরই সদৃশ ঈশ্বর, যাঁর কোন পিতা নেই, যাঁর নিজের চেয়ে শক্তিশালী কেউই নেই, যাঁর কোন উত্তরসূরী নেই যে তাঁকে রাজ্যবিচ্যুত করবে [১৮], যিনি বহুবিধ নামের অধিকারী, প্রতাপে অসীম, সত্তায় একরূপ।

কেননা মঙ্গলময়, ন্যায়বান, সর্বশক্তিমান ও সেনাবাহিনীর প্রভু বলে অভিহিত হলেও তবু তিনি যে সেই ভিত্তিতে নানাবিধ ও ভিন্ন তা নয়; তিনি বরং একমাত্র ও অভিন্ন হওয়ায় নিজের ঈশ্বরত্ব থেকে অগণন গুণাবলি নির্গত করে থাকেন যেগুলো একস্থানেও অত্যাধিক নয়, অন্যস্থানেও অভাবী নয়, কেননা তিনি সবকিছুতেই সমান। তিনি যে শুধু মঙ্গলময়তায়ই মহান কিন্তু প্রজ্ঞায় ন্যূনতম এমন নয়, বরং প্রজ্ঞা ও মঙ্গলময়তায় তিনি একই প্রতাপের অধিকারী; তিনি যে একদিকে দৃষ্টিশক্তির অধিকারী কিন্তু অন্যদিকে দৃষ্টিশক্তি বঞ্চিত, তাও নয়, বরং তিনি সর্বতভাবেই চোখ, সর্বতভাবেই কান, সর্বতভাবেই মন। এই আমরা যারা একদিকে চেতনাপূর্ণ কিন্তু অন্যদিকে জ্ঞানহীন, তিনি সেই আমাদের মত নন: একথা এমন যা ঈশ্বরনিন্দাজনক ও ঐশসত্তার অযোগ্য। যা ঘটবার কথা সেবিষয়ে তাঁর পূর্বজ্ঞান আছে; তিনি পবিত্র ও পরাৎপর, এবং মঙ্গলময়তা,

মহিমা ও প্রজ্ঞায় সবার ঊর্ধ্বে; তাঁর আদি, রূপ বা চেহারা সম্পর্কে আমরা কিছুই বলতে পারি না। কেননা শাস্ত্রে বলে *তাঁর কণ্ঠস্বর তোমরা কখনও শোননি, তাঁর চেহারাও কখনও দেখনি* (১৯)। এইজন্য মোশি ইস্রায়েলীয়দের বলেছিলেন, *তোমরা মূর্তিমান কিছু দেখনি, সেজন্য তোমাদের নিজেদের বিষয়ে খুবই সাবধান হও* (২০)। কেননা যখন তাঁর প্রতিমূর্তি ভাবাও সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব, তখন ভাবনা কেমন করে তাঁর সত্তার কাছে এগিয়ে যাবে?

৮। ঐশগুণাবলি সম্পর্কে অপব্যাখ্যা

এক্ষেত্রে বহু মানুষ বহু কল্পনা করেছে, কিন্তু সবাই ভ্রান্ত হয়েছে।

কেউ না কেউ ঈশ্বরকে আগুন বলে ভাবত, অন্য কেউ ভাবত তিনি কেমন যেন ডানা-বিশিষ্ট মানুষ, কারণ শাস্ত্রের সঠিক এই বচন তারা সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করেনি, *তুমি তোমার ডানার নিচে আমাকে লুকিয়ে রাখবে* (২১)। তারা একথা ভুলে গেছিল যে, একমাত্র জনিত যিনি, আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্ট যেরুশালেমকে উদ্দেশ করে নিজের বিষয়ে ঠিক সেইভাবেই কথা বলেন, *মুরগি যেমন নিজের বাচ্চাদের ডানার নিচে জড় করে, তেমনি আমিও কতবার তোমার সন্তানদের জড় করতে ইচ্ছা করেছি, কিন্তু তোমরা সম্মত হলে না* (২২)। কেননা শাস্ত্র যে তাঁর রক্ষাকারী প্রতাপকে 'ডানা' শব্দের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করে, তারা তা বুঝতে না পারায় মানব বস্তুর পর্যায়ে নিমজ্জিত হয়ে, অনুসন্ধানের অতীত যিনি তাঁকে তারা মানব সাদৃশ্য অনুসারে গণ্য করেছিল। অন্য কেউ দুঃসাহস দেখিয়ে একথাও বলত যে, তাঁর সাতটা চোখ আছে, কারণ লেখা আছে, *প্রভুর সাত চোখ সমস্ত পৃথিবীর উপরে লক্ষ রাখে* (২৩); কেননা তাঁর যদি শুধু সাতটা চোখ থাকে যা তাঁকে আংশিক ভাবে ঘেরে, তাহলে তাঁর দৃষ্টিশক্তি আংশিক ও সীমাবদ্ধ; কিন্তু ঈশ্বর সম্পর্কে তেমন কিছু বলা নিন্দাজনক, কারণ আমাদের বিশ্বাস করতে হয় যে, ঈশ্বর সবকিছুতেই সীমাহীন, আমাদের ত্রাণকর্তার এই বাণী অনুসারে, *তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা সীমাহীন* (২৪); হ্যাঁ, দৃষ্টিশক্তিতে সীমাহীন, প্রতাপে সীমাহীন, মহিমায় সীমাহীন, পূর্বজ্ঞানে সীমাহীন, মঙ্গলময়তায় সীমাহীন, ন্যায়ে সীমাহীন, দয়ায় সীমাহীন; তিনি কোন স্থানে সীমাবদ্ধ নন, বরং সর্বস্থানের স্রষ্টা, সবকিছুতে বিদ্যমান, ও কোন স্থান দ্বারা গন্ডিবদ্ধ নন। *স্বর্গ তাঁর সিংহাসন*, কিন্তু সেই সিংহাসনে আসীন যিনি তিনি সেটার চেয়ে

ঊর্ধ্বে রয়েছেন; *এবং পৃথিবী তাঁর পাদপীঠ* [২৫], কিন্তু তাঁর প্রতাপ পৃথিবীর তলদেশ পর্যন্তই প্রসারিত।

৯। ঈশ্বরের গুণাবলি

সেই তিনি হলেন একমাত্র ঈশ্বর যিনি সর্বস্থানে বিদ্যমান, সবকিছু দেখেন, সবকিছু উপলব্ধি করেন, খ্রিষ্টের দ্বারা সবকিছু নির্মাণ করেন: *সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল, আর যা কিছু হয়েছে, তার কোন কিছুই তাঁকে ব্যতীত হয়নি* [২৬]। তিনি মঙ্গলদানের সীমাহীন ও অফুরান জলের উৎস, আশীর্বাদের নদী, সারাক্ষণ দীপ্তিময় বিভার শাশ্বত আলো, এমন অনতিক্রম্য প্রতাপ যা আমাদের দুর্বলতার প্রতি নিজেকে অবনমিত করে; তাঁর নাম শুনবারও আমাদের সামর্থ্য নই।

যোব বলেন, *তুমি কী তাঁর পদক্ষেপ তলিয়ে দেখবে? অথবা সেই সর্বশক্তিমান সর্বোচ্চই যা নির্মাণ করেছেন, তুমি কি সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছ?* [২৭]। যখন তাঁর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন সৃষ্টবস্তু মানব ধারণার অতীত, তখন সেইসব কিছুর নির্মাতা যিনি তিনি কি হবেন মানব ধারণার অধীন? *কোন চোখ যা যা দেখেনি ও কোন কান যা যা শোনেনি, কোন মানুষের হৃদয়ে-মনে যা যা কখনও ভেসে ওঠেনি, যারা তাঁকে ভালবাসে, ঈশ্বর তাদেরই জন্য এসব কিছু প্রস্তুত করেছেন* [২৮]।

ঈশ্বর আমাদের জন্য যা যা প্রস্তুত করেছেন, তা যখন আমাদের উপলব্ধির ক্ষমতার ঊর্ধ্বে, তখন যিনি সেইসব কিছু প্রস্তুত করেছেন, নিজেদের মন দ্বারা আমি কেমন করে তাঁকে উপলব্ধি করতে পারব? এক্ষেত্রে প্রেরিতদূত বলেন, *আহা, কতই না গভীর ঈশ্বরের ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান! কতই না দুর্জ্ঞেয় তাঁর বিচার সকল, সন্ধানের অতীত তাঁর কর্মপথ* [২৯]। তাঁর বিচার ও কর্মপথ যখন ধারণার অতীত, তখন তিনি নিজেই কি হবেন ধারণার অধীন?

১০। ঈশ্বর সম্পর্কে দিয়াবলের অপব্যাখ্যা

সুতরাং, ঈশ্বর যখন তত মহান, এমন কি তত মহানের চেয়েও তিনি মহান (কেননা আমি আমার সমস্ত সত্তা জিহ্বায় পরিণত করলেও তবু আমি তাঁর উৎকৃষ্টতা সম্পর্কে কথা বলতে পারতাম না; এমনকি, সকল স্বর্গদূত সম্মিলিত হলেও তবু তাঁরাও কখনও

তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে কিছুই বলতে পারতেন না); সুতরাং, ঈশ্বর মঙ্গলময়তা ও মহিমায় তত মহান হলে তবু মানুষ নিজের খোদাই করা পাথরকে উদ্দেশ করে *তুমি আমার ঈশ্বর* [৩০] একথা বলতে ভীত হয়নি।

আহা, কেমন গুরুতর অন্ধতা, যা তেমন মহৎ মহিমা থেকে অত নিচে নেমে গেছে। যে গাছ ঈশ্বর দ্বারা পোঁতা হয়েছিল, বৃষ্টির জলে পুষ্টিলাভ করেছিল, ও পরবর্তীকালে পুড়িয়ে গিয়ে আগুন দ্বারা ছাই হয়ে গেছিল, এটিকেই ঈশ্বর বলে সম্বোধন করা হচ্ছে, ও সত্যকার ঈশ্বরকে অবজ্ঞার পাত্র করা হচ্ছে। কিন্তু প্রতিমা-পূজার শঠতা এর চেয়ে আরও মাত্রাছাড়া হল: একটা বিড়াল, কুকুর ও নেকড়েও ঈশ্বরের স্থানে পূজিত হল; মানুষকে অধিক ভালবাসেন যিনি, তাঁর স্থানে মানুষখেগো সিংহও পূজিত হল।

পরমদেশ থেকে যিনি আমাদের দূর করে দিয়েছিলেন, তাঁরই নকল হয়ে সেই সাপ ও নাগদানব পূজিত হল, ও যিনি পরমদেশ (এদেন বাগান) করেছিলেন, তিনি অবজ্ঞার পাত্র হলেন। একথা বলতে আমার লজ্জা লাগে, কিন্তু কথাটা বলা দরকার: কোন না কোন মানুষ দ্বারা পিঁয়াজও পূজার বস্তু হল। আঙুররস *মানুষের অন্তর আনন্দিত করার জন্য* [৩১] দেওয়া হয়েছিল, আর [মাতলামির দেব] দিওনিসোসই ঈশ্বরের বদলে পূজিত হল। ঈশ্বর একথা বলে গম গড়েছিলেন, *ভূমি সবুজ ঘাস উৎপন্ন করুক যার মধ্যে থাকবে নিজ নিজ জাত অনুযায়ী বীজ* [৩২], ভূমি সেই রুটিও উৎপন্ন করুক *যা সবল করে মানুষের অন্তর* [৩৩]; তবে কেনই বা দেমেত্রা দেবী পূজিতা হল? পাথর ঘষাঘষি করার ফলে আজও আগুন হয়, তবে কেমন করে এফেস্তস [দেব] হয়ে গেছিল আগুনের স্রষ্টা?

১১। পুত্র দ্বারা পিতার প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত

গ্রীকদের বহু-ঈশ্বরবাদ কোথা থেকে এসেছিল? ঈশ্বরের তো কোন দেহ নেই, তবে, তাদের দ্বারা যারা দেব-দেবী বলে অভিহিত, তাদের উপরে যে দুশ্চরিত্রতা ও ব্যভিচার আরোপ করা হয়েছিল, তা কোথা থেকে এসেছিল? রাজহাঁসে জেউসের রূপান্তর সম্পর্কে আমি কিছুই বলব না; যা বিষয়ে আমি লজ্জায় লাল হই, তা হল একটা ষাঁড়েই তার রূপান্তর, কারণ গোঁ গোঁ করা কোন দেবকে মানায় না। গ্রীকদের দেবের উপর ব্যভিচার

আরোপ করা হয়, অথচ সেই গ্রীকেরা তাতে লজ্জাবোধ করে না, কেননা সেই দেব যখন ব্যভিচারী, তখন তাকে যেন ঈশ্বর না বলা হয়। গ্রীকেরা আরও বলে যে, তাদের দেব-দেবীরা মৃত্যু, ভাগ্য ও বাজেরও শিকার হল। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, তারা তত মহিমা থেকে কেমন নীচতায় পতিত হল?

তবে কি, তেমন ক্ষত নিরাময় করার জন্য ঈশ্বরের পুত্র কি অকারণেই স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন? পিতাকে প্রকাশ করার জন্য পুত্র কি বৃথাই এসেছেন? ঈশ্বরের ডান পাশের আসন থেকে নেমে আসবার জন্য যা কিছু পুত্রকে অভিপ্রেত করল, তা তুমি শিখেছ, তথা, পিতা ছিলেন অবজ্ঞার বস্তু, পুত্রকেই তেমন ভুল সংশোধন করতে হবে, কেননা যাঁর দ্বারা সবকিছু হল তাঁকেই সেই সবকিছু সর্বনিয়ন্তার কাছে অর্পণ করতে হবে। এ দরকার ছিল, ক্ষত নিরাময় করা হোক, কেননা একটা পাথর যে ঈশ্বরের জায়গায় পূজিত হবে, এর চেয়ে গুরুতর রোগ কি থাকতে পারে?

১২। ভ্রান্তমত সম্পর্কে

দিয়াবল যে কেবল বিধর্মীদের মধ্যেই উপরোক্ত আক্রমণ চালাল, তা নয়; কেননা যারা মিথ্যায় খ্রিষ্টিয়ান বলে অভিহিত ও অন্যায় ভাবে যাদের সেই মধুময় খ্রিষ্ট-নাম দ্বারা সম্বোধন করা হয়, তারা অনেকেই ঈশ্বরকে তাঁর আপন সৃষ্টিকর্ম থেকে বঞ্চিত করতে অভক্তি ভরে দুঃসাহস করেছে। আমি সেই ভ্রান্তমতপন্থীদের বংশ, নিকৃষ্ট নামের অধিকারী ও ঈশ্বর থেকে অধিক দূরবর্তী মানুষেরই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছি যারা নিজেদের খ্রিষ্টভক্ত বলে ভান করে প্রকৃতপক্ষে সর্বতভাবেই তাঁকে ঘৃণা করে।

কেননা যে কেউ খ্রিষ্টের পিতার নিন্দা করে, সে পুত্রের শত্রু। এই মানুষেরা দু' দু'টো ঈশ্বরত্বের কথা, তথা একটা মঙ্গলময় ও একটা অমঙ্গলময় ঈশ্বরত্বের কথা বলতে দুঃসাহস করেছে। আহা কেমন গুরুতর অন্ধতা। যখন ঈশ্বরত্ব, তখন অবশ্যই মঙ্গলময়। কিন্তু যখন তা মঙ্গলময় নয়, তখন কেনই বা তাকে ঈশ্বরত্ব বলা হয়? বস্তুত, যখন মঙ্গলময়তা হলো ঈশ্বরের একটা গুণ, যখন দয়া, উপকারিতা, সর্বশক্তি, এ সমস্ত গুণ ঈশ্বরকে মানায়, তখন দু'টোর মধ্যে একটাই বেঁচে থাকবে, হয় তাঁকে ঈশ্বর বলায় নাম

ও কর্ম দু'টোই মিলিত রাখে, না হয় তারা যাঁকে কর্ম-বঞ্চিত করতে চায়, তাঁকে যেন খালি নামটা আরোপ না করে।

১৩। দ্বৈতবাদ সম্পর্কে

ভ্রান্তমতপন্থীরা দুঃসাহস দেখিয়ে বলল, দু' দু'টো ঈশ্বর আছেন, মঙ্গল ও অমঙ্গলের দু' দু'টো উৎস আছে, আর এইসব অজনিত [৩৪]। যখন উভয়ই অজনিত, তখন এ স্পষ্ট যে, সেই দু'টো সমান ও দু'টোই প্রতাপশালী। তবে কেমন করে আলো অন্ধকার দূর করে দেয়? তাছাড়া, সেই দু'টো কি একসঙ্গে মিলেই বিদ্যমান, নাকি এক একটা পৃথক? সেগুলো যে একসঙ্গে মিলিত তা হতে পারে না, কারণ প্রেরিতদূত বলেন *কেননা অন্ধকারের সঙ্গে আলোরই বা কী সহভাগিতা?* [৩৫]। কিন্তু সেই দু'টো যদি পরস্পর থেকে দূরবর্তী, তাহলে একথা নিশ্চিত যে, দু'টোই নিজ নিজ স্থানেরও অধিকারী; আর যদি তারা নিজ নিজ আলাদা স্থানের অধিকারী হয়, তাহলে [ভ্রান্তমতপন্থীরা নয়] আমরাই নিশ্চয় একেশ্বরের পক্ষের লোক ও নিশ্চয় একেশ্বরকে উপাসনা করি। তাই তাদের উন্মাদনায় সম্মতি দিলেও আমাদের এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে যে, আমাদের একেশ্বরকে উপাসনা করতে হয়।

এবার এসো, একটু অনুসন্ধান করি মঙ্গলময় ঈশ্বর সম্পর্কে তারা কী কী বলে। তিনি কি প্রতাপের অধিকারী, নাকি তিনি প্রতাপবিহীন? তিনি প্রতাপের অধিকারী হলে তবে কেমন করে অমঙ্গল তাঁর উচ্ছার বিরুদ্ধে উদ্গত হল? আর তিনি ইচ্ছা না করলে, তবে কেমন করে অমঙ্গলময় সত্তা অনুপ্রবেশ করে থাকে? কারণ জানা সত্ত্বেও তিনি যদি তাতে বাধা দিতে সক্ষম নন, তাহলে তারা তাঁকে প্রতাপবিহীনতা অভিযোগে অভিযুক্ত করবে; কিন্তু তাঁর প্রতাপ থাকলে তিনি যদি বাধা না দেন, তাহলে তারা তাঁকে চালাকি অভিযোগে অভিযুক্ত করবে।

তাদের অযুক্তিও লক্ষ কর। একসময় তারা নাকি বলে, জগৎনির্মাণে মঙ্গলময় ঈশ্বরের সঙ্গে অমঙ্গলময় ঈশ্বরের সহভাগিতা নেই; কিন্তু অন্য সময় তারা বলে, সেই ঈশ্বর কেবল চার ভাগের এক ভাগ সহভাগিতা রাখে [৩৬]। তারা আরও বলে, মঙ্গলময় ঈশ্বরই হলেন খ্রিষ্টের পিতা, কিন্তু এই সূর্যকে তারা খ্রিষ্টই বলে [৩৭]। সুতরাং, তাদের

মতে, যদি জগৎ অমঙ্গলময় ঈশ্বর দ্বারা নির্মিত ও সূর্য জগতেই অন্তর্ভুক্ত, তাহলে কেমন করে মঙ্গলময় সেই ঈশ্বরের পুত্র অমঙ্গলময় অপর ঈশ্বরের সেবায় অনিচ্ছুক ভাবেও কাজ করতে পারে?

তেমন বিষয়ে কথা বলে আমরা কাদায় গড়াগড়ি দিচ্ছি বটে, কিন্তু আমরা তাই করছি, এখানে উপস্থিত যারা তারা কেউই যেন অজ্ঞতাবশত ভ্রান্তমতপন্থীদের কাদায় মগ্ন না হয়। আমি জানি, আমি আমার নিজের মুখ ও শ্রোতাদের কান কলুষিত করেছি, অথচ কাজটা উচিত, কেননা অজ্ঞতাবশত অন্যান্যদের অযৌক্তিক ধারণায় পতিত হওয়ার চেয়ে তোমার পক্ষে তাদের সেই বচন খণ্ডন শোনা অধিক শ্রেয়। হ্যাঁ, অজানতে কাদায় পতিত হওয়ার চেয়ে তোমার পক্ষে সেই কাদা জানা ও ঘৃণা করা অধিক শ্রেয়। কেননা ভ্রান্তমতের ভক্তিহীন ধারণা বহুবিধ, আর যখন মানুষ একমাত্র সরল পথ থেকে পথভ্রষ্ট হয়, তখন সে বারে বারে অতট থেকে পতিত হয়।

১৪। সেই মন্ত্রজালিক শিমোন

সমস্ত ভ্রান্তমতের প্রণেতা হল মন্ত্রজালিক শিমোন, সেই যে শিমোন প্রেরিতদের কার্যবিবরণী অনুসারে [পবিত্র] আত্মার অবিক্রেয় অনুগ্রহ টাকা দিয়ে কিনবে বলে মনে করে একথা শুনেছিল, *এই ব্যাপারে তোমার কোন ভূমিকা নেই, কোন অংশও নেই* (৩৮), ইত্যাদি কথা; তার বিষয়ে এও লেখা ছিল, *তারা আমাদের মধ্য থেকেই বেরিয়ে গেছে, অথচ তারা আমাদেরই ছিল না; কারণ যদি আমাদেরই হত, তবে আমাদের সঙ্গে থাকত* (৩৯)।

প্রেরিতদূতদের দ্বারা বিতাড়িত হওয়ার পর লোকটা রোমে এসেছিল, ও হেলেন নামক একটা বেশ্যাকে নিজের দলে যোগ করে সে-ই প্রথম হয়ে ঈশ্বরনিন্দাজনক মুখে একথা বলারও দুঃসাহস দেখাল যে, সিনাই পর্বতে যিনি পিতা বলে দেখা দিয়েছিলেন, সে নিজেই সেই পিতা, পরবর্তীকালে প্রকৃত মাংসে নয় কিন্তু মানুষের ছদ্মবেশে খ্রিষ্ট যিশু বলে ইহুদীদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল, এবং পরবর্তীকালে সেই পবিত্র আত্মা বলে আত্মপ্রকাশ করেছিল যাঁর কথা সহায়ক বলে প্রেরণ করবেন বলে খ্রিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সে রোমীয়দের শহর এমনভাবে প্রবঞ্চিত করেছিল যে [সম্রাট] ক্লাউদিউস

তার মূর্তি উত্তোলন করে সেটার নিচে রোমীয় অক্ষরে লিখেছিলেন, 'শিমোনের উদ্দেশে, পবিত্র দেব যিনি'(৪০)।

১৫। **মন্ত্রজালিক শিমোন** (২)

যেহেতু সেই প্রবঞ্চনা বিস্তারলাভ করছিল, সেজন্য মণ্ডলীর প্রধান ব্যক্তিত্ব দু'টো সেই সম্মাননীয় পিতর ও পল এসে ভুলটা সঠিক করলেন; আর যে নিজেকে দেবতা মনে করছিল, সেই শিমোন যখন নিজেকে গৌরবময় অবস্থায় দেখাবার ইচ্ছা করল, তখন তাঁরা সাথে সাথে তাকে একটা লাশ বলেই দেখিয়েছিলেন।

কারণ শিমোন কথা দিয়েছিল, তাকে স্বর্গে উন্নীত করা হবে ও অপদূতদের উচ্চ করা রথে তাকে আকাশে বাতাসে বহন করা হবে, কিন্তু ঈশ্বরের সেই দাসগণ পায়ে পড়ে যিশুর প্রতিশ্রুতির সেই সত্য প্রমাণিত করলেন, যা অনুসারে *পৃথিবীতে তোমাদের দু'জন কোন কিছু যাচনা করার জন্য যদি একমন হয়, তবে তাদের তা মঞ্জুর করা হবে* (৪১)। হ্যাঁ, তাঁরা শিমোনের বিরুদ্ধে একমন-প্রার্থনা-অস্ত্র ছুড়ে তাকে মাটিতে নিক্ষেপ করলেন। ব্যাপারটা চমৎকার হলেও তবু তোমার কাছে যেন তত বিস্ময়কর না মনে হয়, কেননা স্বর্গের চাবি বহন করেন যিনি সেই পিতর সেখানে ছিলেন; আশ্চর্য হওয়ারও কিছু নেই, কারণ সেই পল সেখানে ছিলেন *যাঁকে তৃতীয় স্বর্গ পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়েছিল* ও *পরমদেশে কেড়ে নেওয়া হওয়ার পর অকথনীয় এমন কথা শুনেছিলেন যা মানুষের উচ্চারণ করতে নেই* (৪২)। যে নিজেকে দেবতা মনে করছিল, এই দু'জন তাকে আকাশ বাতাস থেকে মর্তে নিক্ষেপ করেছিলেন যাতে সেখান থেকে তাকে মর্তের নিচের দেশে কেড়ে নেওয়া হয়।

এই মানুষেই অনিষ্টের নাগদানব প্রথমে দেখা দিয়েছিল, কিন্তু তার একটা মাথা কাটা হওয়ার পর অনিষ্টের শিকড়টা বহুমাথা হয়ে আবার দেখা দিল।

১৬। **কেরিন্থস ও অন্যান্য ভ্রান্তমতপন্থী**

সেসময় কেরিন্থস, মেনান্দ্রস, কার্পক্রাতেস ও অভক্তির মুখপাত্র সেই মার্কিওন মণ্ডলীকে বিধ্বস্ত করছিল (৪৩)। কেননা যে লোকটা আলাদা দু'টো ঈশ্বর অর্থাৎ মঙ্গলময় একটি ঈশ্বর ও ধর্মময় অন্য এক ঈশ্বরের কথা প্রচার করে, সেই মার্কিওন (৪৪) সেই

পুত্রের বিরোধিতা করে যিনি বলেন, *‘হে ধর্মময় পিতা’*[৪৫]। আরও, যে একথা বলে যে, পিতা এক ঈশ্বর, ও জগতের নির্মাতা অন্য এক ঈশ্বর, সে সেই পুত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় যিনি বলেন, *মাঠের যে ঘাস আজ আছে ও কাল চুল্লিতে ফেলে দেওয়া হয়, ঈশ্বর তা বিভূষিত করেন* [৪৬] ও *তিনি ভাল মন্দ সকলের উপরেই নিজের সূর্য জাগান, ও ধার্মিক অধার্মিক সকলের উপরেই বৃষ্টি নামিয়ে আনেন* [৪৭]। এই মার্কিওন দ্বিতীয় একটা অযুক্তিকর ধারণার উদ্ভাবক হল, কেননা নূতন নিয়মে পুরাতন নিয়ম থেকে উদ্ধৃত বচনগুলো মেনে নিতে রাজি না হওয়ায় সে-ই প্রথম সেই সাক্ষ্যবাণী কেটে ফেলবার দুঃসাহস দেখাল, তাতে বিশ্বাসের প্রচারবাণী সাক্ষ্যহীন করায় সত্যকার ঈশ্বরকেও নিশ্চিহ্ন করল, আর এভাবে কোন অগ্রদূত না থাকার ফলে সে মণ্ডলীর বিশ্বাস পতনোন্মুখ করতে চেষ্টা করল।

১৭। বাসিলিদেস ও বালেন্তিনুস

মার্কিওনের উত্তরসূরী হিসাবে আর একজনের উদ্ভব হল। হ্যাঁ, সেই বাসিলিদেস [৪৮], যে দুর্ভাগা নামের লোক, অধিক দুশ্চরিত্র ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রচারক।

অপকর্ম সাধনে তার সহায়ক হিসাবে এলো ত্রিশটা ঈশ্বরের প্রচারক সেই বালেন্তিনুস; গ্রীকেরা এর চেয়ে কম গণনা করে, কিন্তু নিজের বিষয়ে যে খ্রিষ্টিয়ান বলে পরিচয় দিত অথচ আরও সত্যকার ভাবে খ্রিষ্টিয়ান ছিলই না, সে-ই সেই ভ্রান্তমতটা পুরো ত্রিশটা ঈশ্বর পর্যন্তই প্রসারিত করল। এই বালেন্তিনুসের কথা অনুসারে বিথোস নামক একটা লোক ছিল যার নামের অর্থ দাঁড়ায় ‘অতল গহ্বর’, ও নিজেই প্রকৃত অনিষ্টের অতল গহ্বর হওয়ায় নামটা তারই অধিক মানায়; সেই বিথোস সিগেসকে অর্থাৎ নীরবতাকে জন্ম দিল, ও সেই সিগেস থেকে লোগোস-কে অর্থাৎ বাণীকে জন্ম দিল। সেই যে জেউস [দেব) নিজের বোনের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল, এই বিথোস গ্রীকদের সেই জেউসেরও চেয়ে খারাপ ছিল, কারণ তারা বলে, সেই সিগেস ছিল বিথোসের মেয়ে। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ লোকটা খ্রিষ্টধর্ম বলে কেমন অযৌক্তিক অভিমত উপস্থাপন করল? একটু অপেক্ষা কর, আর তুমি তার ভক্তিহীনতায় একেবারে অবাক হবে।

কেননা সে একথাও সমর্থন করত যে, সেই বিথোস থেকে আটটা এওন তথা যুগ জনিত হয়েছিল, আর সেই আটটা থেকে আরও দশটা, ও সেই দশটা থেকে আরও বারোটা জনিত হয়েছিল যারা ছেলে ও মেয়ে। কিন্তু এসব কিছুর প্রমাণ কোথা থেকে আসে? তাদের নিজেদের তৈরি গল্প থেকেই তাদের নির্বুদ্ধিতা লক্ষ কর। সেই ত্রিশটা যুগের প্রমাণ তুমি কোথা থেকে পাচ্ছ? সে নাকি বলে যে, শাস্ত্র নিজেই বলে যে, *যখন যিশুর বাপ্তিস্ম হয় তখন তাঁর বয়স ত্রিশ বছর* (৪৯)। কিন্তু যদিও যিশু ত্রিশ বছর বয়সে বাপ্তিস্ম নেন, তবু সেই ত্রিশ বছর থেকে কোন ধরনের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে? নাকি, যেহেতু যিশু পাঁচ হাজার লোকের মধ্যে পাঁচখানা রুটি ভেঙেছিলেন, সেজন্য পাঁচটা ঈশ্বর আছেন কি? আর যেহেতু প্রেরিতদূতগণ বারোজন, সেজন্য এ কি দরকার যে, বারোটা ঈশ্বরও থাকবেন?

১৮। বালেন্তিনুসের মত অনুসারে ঈশ্বরের প্রজ্ঞা

কিন্তু উপরে যা বলে এসেছি, তা তার বাকি ভক্তিহীনতার তুলনায় নগণ্য। তার দুঃসাহসী কথা এ: যেহেতু সেই শেষ দেব-দেবী ছিল ছেলে ও মেয়ে, সেজন্য, তার মতে, এটিই প্রজ্ঞা।

এ কেমন ভক্তিহীনতা। কেননা *ঈশ্বরের প্রজ্ঞা* (৫০) হলেন তাঁর একমাত্র জনিত পুত্র সেই খ্রিষ্ট; অথচ সে ঈশ্বরের প্রজ্ঞাকে স্ত্রীলিঙ্গের অবস্থায়, ত্রিশতম পদার্থ হিসাবে ও নিজের নির্মাণকর্মের শেষ পর্যায়ে অবনমিত করে। আর এতে সে একথাও যোগ করে যে, সেই প্রজ্ঞা প্রধান ঈশ্বরকে দর্শন করতে চেষ্টা করে সেই ঈশ্বরের উজ্জ্বলতা সহ্য করতে না পেরে স্বর্গ থেকে পড়ে গেছিল ও তার সেই ত্রিশতম পর্যায় থেকেও বিচ্যুত হয়েছিল। তাতে প্রজ্ঞা হাহাকার করল, ও নিজের হাহাকার থেকে সে দিয়াবলকে জনিত করল, ও নিজের পতনের জন্য হাহাকার করতে করতে নিজের চোখের জল দিয়ে সাগর গড়ল।

এ কেমন ভক্তিহীনতা, তা তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? বস্তুতপক্ষে, প্রজ্ঞা থেকে দিয়াবল, সদ্বিবেচনা থেকে শঠতা, ও অন্ধকার থেকে আলো কী ভাবে জনিত হতে পারে? তাছাড়া সে একথাও বলে যে, দিয়াবল অন্য অন্য দিয়াবলকে জনিত করল যেগুলোর একটা

জগৎকে নির্মাণ করল; একথাও সে বলে যে, খ্রিষ্ট এজন্যই নেমে এসেছিলেন, যাতে মানবজাতি জগতের প্রণেতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

১৯। উপরে উল্লিখিত ভ্রান্তমতকে পরিহার

কিন্তু, তুমি যেন অধিকতর ঘৃণায় তাদের দিদ্বেষ করতে পার, এবার শোন তারা খ্রিষ্ট যিশু সম্পর্কে কিনা বলে। কেননা তারা বলে যে, প্রজ্ঞা নিচে বিক্ষিপ্ত হওয়ার পর, যাতে সেই ত্রিশ সংখ্যা অপূর্ণাঙ্গ না হয়ে থাকে সেজন্য সেই উনত্রিশ এওন তথা যুগ এক একটা নিজের ক্ষুদ্র একটা অংশ মিলিয়ে খ্রিষ্টকে গড়ল; আর তারা এও বলে যে, তিনিও একাধারে ছেলে ও মেয়ে।

এমন কিছু কি থাকতে পারে যা এর চেয়ে ভক্তিহীন, এর চেয়ে খারাপ? আমি তোমার কাছে তাদের অভিমত ব্যক্ত করছি যেন তুমি তাদের আরও বেশি ঘৃণা করতে পার। অতএব, তাদের ভক্তিহীনতা থেকে দূরে পালাও, ও সেই ধরনের মানুষের সঙ্গে অভিনন্দন বিনিময় করো না পাছে তুমিও *অন্ধকারের ফলশূন্য কর্মের সহভাগী হও* (৫১)। কৌতূহলের খাতিরেও সেবিষয় অনুসন্ধান করো না, তাদের সঙ্গে কুশল আলাপও করো না।

২০। মানি সম্পর্কে (১)

তুমি সকল ভ্রান্তমতপন্থীকে ঘৃণা করবে, কিন্তু বিশেষ করে তাকেই ঘৃণা করবে যার নাম পর্যন্তই উন্মাদনা বোঝায় (৫২)। সে অল্প দিন আগেই, প্রভো সম্রাটের আমলে (৫৩), নাম অর্জন করতে শুরু করল, আর যেহেতু তার উন্মাদনা পুরো সত্তর বছর আগে দেখা দিয়েছিল, সেজন্য এখনও এমন লোক বেঁচে আছে যারা তাকে স্বচক্ষে দেখেছিল। তার ভ্রান্তমত যে সাম্প্রতিকালীন, এজন্যই যে তুমি তাকে ঘৃণা করবে এমন নয়, বরং তুমি তার ভক্তিহীন মতবাদের জন্যই সেই অপকর্মের সাধক ও সমস্ত আবর্জনার পাত্রকে ঘৃণা করবে, কারণ সে সমস্ত ভ্রান্তমতের কাদা জড় করে নিয়েছিল।

খারাপ মানুষদের মধ্যে প্রধান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে, সকলের অভিমত গ্রহণ করে, ও সেইসব কিছু নিন্দাজনক কথায় ও যত শঠতায় পূর্ণ অনন্য ভ্রান্তমতে মিশিয়ে দিয়ে সে

গর্জমান ও গ্রাসকারী সিংহের মত মণ্ডলীকে, এমনকি মণ্ডলীর বাইরের লোকদেরই সর্বনাশ ঘটাল [৫৪]।

তুমি তাদের মিষ্টি কথা শুনবে না, তাদের লোক দেখানো বিনম্রতায়ও আকর্ষিত হয়ো না, কেননা তারা নাগ ও *সাপের বংশ* [৫৫]। '*মঙ্গল হোক, রাব্বি*'[৫৬] বলতে বলতে যুদাও তাঁকে ধরিয়ে দিচ্ছিলেন। তাদের চুম্বন লক্ষ করো না, বরং তাদের বিষ বিষয়ে সাবধান থাকো।

২১। **মানি সম্পর্কে** (২)

এমনটা যেন না মনে হয় যে আমি তাকে অকারণেই ঘৃণা করছি, আমি সেই মানি যে কে, ও সে যে কী কী শেখায়, সেসম্পর্কে স্বল্প কথায়ই কিছু বলব, কেননা তার সমস্ত লজ্জাকর শিক্ষা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বর্ণনা করার জন্য সর্বকালও যথেষ্ট হবে না। কিন্তু, *প্রয়োজনের দিনে সহায়তার লক্ষ্যে* [৫৭], আগেকার শ্রোতাদের যা কিছু বলেছিলাম তা তুমি ভাল করে মাথায় ধর, আর আমি এসময়ে এখানে উপস্থিত সকলের কাছে সেই সমস্ত কিছু পুনরায় বর্ণনা করব, যারা এবিষয়ে কিছু জানে না তারা যেন শিখতে পারে, ও যারা জানে তাদের যেন এসব পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়।

মানি তো খ্রিষ্টিয়ান বংশের মানুষ ছিল না; তা দূরের কথা। সেই শিমোন যেমন মণ্ডলী থেকে বিচ্যুত হয়েছিল, সে কিন্তু সেইমত বিচ্যুত হয়নি, নিজেও নয়, তার আগেকার শিক্ষাগুরুও নয়। আসলে সে অন্য মানুষদের শঠতা লুট করে নিয়ে তাদের যে শঠতা, তা আপন শঠতা করেছিল। কিন্তু কেমন করে ও কীভাবে তা করেছিল, সেসম্পর্কে শোনো।

২২। **মানি সম্পর্কে** (৩)

মিশরে শিথিয়ানুস নামক এমন একজন ছিল যে জন্মসূত্রে সিরিয়ার মানুষ, ও ইহুদীধর্ম বা খ্রিষ্টধর্মের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক ছিল না। আলেক্সান্দ্রিয়ায় বাস ক'রে ও আরিষ্টটল অনুযায়ী জীবন অনুকরণ ক'রে এই লোকটা চারটে পুস্তকের রচয়িতা, প্রথমটার নাম সুসমাচার, যা খ্রিষ্টের কোন কাজ নয় কেবল তাঁর নামই উল্লেখ করত;

দ্বিতীয়টার নাম অধ্যায় পুস্তক, তৃতীয়টার নাম রহস্যাদি পুস্তক, ও চতুর্থটার নাম গুপ্তধন, যা এখনও প্রচলিত।

এই লোকের তেরেবিন্তুস নামক একটা শিষ্য ছিল। কিন্তু শিথিয়ানুস যুদেয়ায় যাবে বলে সঙ্কল্প করে সেই দেশের সর্বনাশ ঘটাচ্ছিল, এমন সময় প্রভু মারাত্মক রোগে তাকে আঘাত করে সেই মহামারী বন্ধ করে দিলেন।

২৩। **মানি সম্পর্কে** (৪)

তথাপি তার সেই বইপুস্তক তার ভক্তিহীনতার স্মৃতিচিহ্ন বলে থেকে গেছিল; সেইসব ও তার টাকার উত্তরাধিকারী হলো তার বিধবা স্ত্রী।

নিজস্ব কোন আত্মীয় বা বন্ধু না থাকায় স্ত্রীলোকটা সিদ্ধান্ত নিল, টাকা দিয়ে সে কুব্রিকুস নামক একটা ছেলেকে কিনবে; সে তাকে নিজের দত্তক করে ও নিজের ছেলের মত পারস্যের বিদ্যায় শিক্ষিত করে সেই মারাত্মক তীর ধারাল করল যা মানবজাতির সর্বনাশ ঘটাল। তাই নীচক দাস সেই কুব্রিকুস দার্শনিকদের মাঝে মানুষ হল, এবং সেই বিধবার মৃত্যুতে সেই বইপুস্তক ও সেই পুঁজিরও উত্তরাধিকারী হল। তারপর, সে যে দাস মাত্র, একথা যেন তার বেলায় অভিযোগ না হয়, সেজন্য কুব্রিকুস নিজের জন্য মানি নাম নিল, নাম এমন পারস্য ভাষায় যার অর্থ 'তর্ক'। কেননা, যেহেতু সে নিজেকে একনম্বর তর্কবিদ মনে করছিল, সেহেতু সে মানি নাম আপন করে নিল, নামটার জোরেই যেন সে হঠাৎ করে উত্তম বক্তা হয়ে গেল। কিন্তু যদিও চালাকি করে নিজের জন্য পারস্য ভাষায় সম্মাননীয় নাম অর্জন করল, তবু বিধাতা ঈশ্বর এমনটা করলেন যে, অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সে নিজেরই অভিযোক্তা হল, কেননা পারস্যে সম্মান খুঁজতে খুঁজতে সে গ্রীসে নিজেকে উন্মাদ বলে ঘোষণা করল।

২৪। **মানি সম্পর্কে** (৫)

সেই মানির এমন দুঃসাহস হল যে, সে নিজেকেই 'সেই সহায়ক' ঘোষণা করল।

লেখা আছে, *কিন্তু যে কেউ পবিত্র আত্মার নিন্দা করে, সে ক্ষমা পায় না* [৫৮]। তাই, সে নিজেকে পবিত্র আত্মা বলায় ঈশ্বরনিন্দা করল; যে কেউ সেই ভ্রান্তমতপন্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে, সে দেখুক কার সঙ্গেই না সে যোগ দিচ্ছে। নীচক দাস জগৎকে

কাঁপিয়ে তুলেছিল, কারণ *তিনটে জিনিসের ভারে পৃথিবী কাঁপে, এমনকি চারটে জিনিসের ভার পৃথিবী সহ্য করতে পারে না: দাসের ভার, যখন সে রাজা হয়* (৫৯)। তাই জগৎ-মঞ্চে গিয়ে উঠে সে এমন কিছু দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিতে লাগল যা মানব ক্ষমতার ঊর্ধ্বে।

পারস্যের রাজার ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়লে বহু বহু চিকিৎসক এগিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু মানি ঐশ্বরিক মানুষ সেজে প্রতিশ্রুতি দিল, সে প্রার্থনার মাধ্যমে ছেলেকে নিরাময় করবে। চিকিৎসকেরা চলে গেলে ছেলের প্রাণও গেল ও মানির অভক্তি ধরা পড়ল। এভাবে সেই কুখ্যাত দার্শনিককে শেকলাবদ্ধ করা হল; হ্যাঁ, সত্যের নামে রাজাকে ভর্ৎসনা করার জন্য নয়, প্রতিমা ধ্বংস করার জন্যও নয়, বরং সে ত্রাণ করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কারণে ও মিথ্যাকথা বলার কারণে, এমনকি সত্যিকথা বলতে গিয়ে নরহত্যা করার কারণেই তাকে কারাগারে ফেলে দেওয়া হল। কেননা চিকিৎসকদের চিকিৎসায় যে ছেলেকে বাঁচিয়ে রাখা যেতে পারত, এই লোকটা চিকিৎসকদের তাড়িয়ে দেওয়ায় ও চিকিৎসা না দিয়ে ছেলেকে বধ করায়ই ছেলেটিকে বধ করা হল।

২৫। **মানি সম্পর্কে** (৬)

যেহেতু মানির অপকর্ম সম্পর্কে আমি তোমাকে বহু কিছু বলেছি, সেজন্য তুমি প্রথমত তার ঈশ্বরনিন্দা মনে রাখ, দ্বিতীয়ত, তার দাস অবস্থা: দাস অবস্থা যে অপমান তা নয়, কিন্তু দাস হয়ে সে যে স্বাধীন-জাত সাজত, তা-ই অপকর্ম; তৃতীয়ত, তার মিথ্যা ভরা প্রতিশ্রুতি; চতুর্থ, ছেলেটিকে খুন; ও পঞ্চম, কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়ার অপমান।

কিন্তু কারাগারের অপমানের কথা বাদে কারাগার থেকে তার পলায়নের কথাও রয়েছে। কেননা নিজেকে যে 'সেই সহায়ক' ও 'সত্যের সমর্থক' বলত, সে পালিয়ে গেছিল; স্বেচ্ছায় ক্রুশে গিয়েছিলেন যিনি, তাতে সে সেই যিশুর উত্তরসূরী হয়নি; না, সে সেটার বিপরীত ছিল, সে একটা পালাতকই ছিল। উপরন্তু, পারস্যের রাজা হুকুম দিয়েছিলেন, কারাগারের প্রহরীরা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবে; তাই নিজের অসার বড়াইয়ের জন্য সেই ছেলের মৃত্যুর কারণ হল, ও তার পলায়নের জন্য প্রহরীদেরও মৃত্যুর কারণ হল। তবে, যে পরের মৃত্যুর কারণ, সে কি উপাসনার যোগ্য? বরং তার পক্ষে এটাই

করা কি উচিত ছিল না যে, সে যিশুর আদর্শ পালন করে বলবে, *তোমরা যদি আমাকেই খুঁজছ, তবে এদের যেতে দাও* (৬০)। যোনার মত এরও কি বলা উচিত ছিল না, *আমাকে ধরে সমুদ্রে ফেলে দাও, আমারই দোষে এই ঝড় হয়েছে* (৬১)।

২৬। **মানি সম্পর্কে** (৭)

কারাগার থেকে পালিয়ে মানি মেসোপতামিয়ায় গেল যেখানে ধর্মময়তার ঢালস্বরূপ সেই বিশপ আর্খেলাওস এসে তার সামনে দাঁড়ান, ও দার্শনিকদের ও বিচারকদের সাক্ষাতে তাকে অভিযুক্ত করে বিধর্মীই শ্রোতাদের সংগ্রহ করলেন, যেন খ্রিষ্টবিশ্বাসীরাই রায় দিলে লোকে মনে না করে, বিচারকেরা পক্ষপাত করছেন।

আর্খেলাওস মানিকে বললেন, 'তুমি যা প্রচার কর, তা আমাদের শোনাও।' আর *যার গলদেশ খোলা কবরেরই* মত (৬২) ছিল, সে সর্বপ্রথমে সর্বস্রষ্টার নিন্দা করে বলল, পুরাতন নিয়মের ঈশ্বর অপকর্মের স্রষ্টা, কেননা তিনি নিজে বলেছিলেন, *আমি সর্বগ্রাসী আগুন* (৬৩)।

কিন্তু তার ঈশ্বরনিন্দাজনক যুক্তি খণ্ডন করে প্রজ্ঞাবান আর্খেলাওস বললেন, তোমার কথা অনুসারে যদি পুরাতন নিয়মের ঈশ্বর নিজেকে আগুন বলেন, তবে যিনি বলেন *আমি পৃথিবীতে আগুন আনবার জন্য এসেছি* (৬৪), তিনি কার সন্তান? *প্রভু মৃত্যু ঘটান, জীবন দান করেন* (৬৫) এবাণী যিনি বলেন, তাঁকে তুমি যদি অভিযুক্ত কর, তবে যিনি তাবিথাকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন কিন্তু সাফীরার মৃত্যু ঘটিয়েছিলেন, সেই পিতরকে কেনই বা তুমি সম্মান দেখাও? আরও, তিনি আগুন সৃষ্টি করেছেন, তাতে তোমার কোন আপত্তি থাকলে, তবে যিনি বলেন *আমার কাছ থেকে দূর হও, অনন্ত আগুনের মধ্যে যাও* (৬৬), তাঁর বিরুদ্ধে আপত্তি করার মত তোমার কিছু নেই কেন? যিনি বলেন, *আমি সমৃদ্ধি ঘটাই, অমঙ্গল সৃষ্টি করি* (৬৭), তাঁর বিরুদ্ধ তোমার আপত্তি থাকলে, তবে আমাকে বুঝাও, যিশু কেন বলেন, *শান্তি নয়, খড়্গই আনবার জন্যই আমি এসেছি* (৬৮)। যেহেতু দু'জনেই সমান বাণী বলেন, সেহেতু সিদ্ধান্ত দু'টোর মধ্যে একটাই সমর্থনযোগ্য, হয় সম্মতির জোরে দু'টোই ঠিক, না হয়, যিশুর উচ্চারিত বাণী সঠিক বলে মেনে নিয়ে কেনই বা তুমি পুরাতন নিয়মে একই বাণী উচ্চারণ করেন যিনি তাঁকে অভিযুক্ত কর?

২৭। **মানি সম্পর্কে (৮)**

এতে মানি উত্তরে বলল, যে অন্ধতা ঘটায়, সে কোন্ ধরনের ঈশ্বর? কেননা স্বয়ং পল একথা বলেন, *তাদের মধ্যে এই যুগের দেবতা অবিশ্বাসীদের মনকে অন্ধ করে দিয়েছে, যেন তারা সুসমাচারের দীপ্তি না দেখতে পায়* (৬৯)। তাতে আর্খেলাওস এ বলে যুক্তিসঙ্গত উত্তর দিলেন: সেই বচনের কিছুটা আগের বচন পড়, *যদি আমাদের সুসমাচার আবৃত হয়ে থাকে, তবে যারা বিনাশের দিকে চলছে, তাদেরই কাছে আবৃত থাকে* (৭০); তবে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ যে, সেই সুসমাচার তাদেরই কাছে আবৃত রয়েছে যারা বিনাশের দিকে চলছে? কেননা *যা পবিত্র, তা কুকুরদের দেওয়া* (৭১) উচিত নয়। আরও, যিনি অবিশ্বাসীদের মনকে অন্ধ করে দিয়েছেন, তিনি কি কেবল পুরাতন নিয়মের ঈশ্বর? যিশু নিজেও কি একথা বলেননি, *আমি এজন্যই উপমার মাধ্যমে কথা বলি, যেন তারা তাকিয়ে দেখেও দেখতে না পায়* (৭২)। তিনি ঘৃণার জোরেই কি চাচ্ছিলেন তারা দেখতে পাবে না? নাকি, তাদের অযোগ্যতার কারণেই তা চাচ্ছিলেন কারণ *তারা চোখ বন্ধ করে দিয়েছিল* (৭৩)। বাস্তবিকই, যেখানে ইচ্ছাকৃত শঠতা রয়েছে, সেখানে অনুগ্রহও স্থগিত করা হয়। কেননা *যার আছে তাকে আরও বেশি দেওয়া হবে, কিন্তু যার কিছু নেই, তার যেটুকু আছে তাও তার কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া হবে* (৭৪)।

২৮। **ঈশ্বর মানুষের চোখ অন্ধ করেন, সেসম্পর্কে**

কিন্তু কারও কারও ব্যাখ্যা সঠিক হলে (আর তেমন ব্যাখ্যা অবশ্যই যুক্তিহীন নয়!), তবে আমরা এভাবে চলব: তিনি যদি সত্যিই অবিশ্বাসীদের মনকে অন্ধ করে দিয়ে থাকেন, তবে তিনি তাদের মঙ্গলের জন্যই তাদের অন্ধ করে দিয়েছেন যাতে তারা যা কিছু উত্তম তারই দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখে। কেননা তিনি এমনটা বলেননি যে অবিশ্বাসীদের আত্মাকে অন্ধ করে দিয়েছেন, বরং বলেছেন, তিনি 'অবিশ্বাসীদের মনকে' অন্ধ করে দিয়েছেন। আর এটির অর্থ মোটামুটি এ: দুশ্চরিত্রের উচ্ছৃঙ্খল মন অন্ধ করে দাও, সে বাঁচবে; অপকর্মার লোভী ও লোলুপ মন অন্ধ করে দাও, সে বাঁচবে। তুমি কি এভাবেও বুঝতে পার না? আচ্ছা, এবিষয়ে আর একটা ব্যাখ্যা রয়েছে, ক্ষীণ বা অসুস্থ যাদের চোখ, সূর্য নিজের উজ্জ্বলতায় তাদের চোখ অন্ধ করে দেয়। স্বভাবে সূর্য অন্ধ করে

দেয় এমন নয়, বরং দৃষ্টিই তার উজ্জ্বলতা সহ্য করতে অক্ষম। একই প্রকারে, অবিশ্বাসীরা মনে অসুস্থ হওয়ায় ঈশ্বরত্বের উজ্জ্বলতার দিকে তাকাতে পারে না। তিনি এও বলেননি যে, 'তিনি তাদের মন অন্ধ করে দিয়েছেন যেন তারা সুসমাচার না শুনতে পায়', কিন্তু বলেছিলেন, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের সুসমাচারের গৌরবের দীপ্তি যেন তাদের উপর উদ্ভাসিত না হয়।

কেননা সুসমাচারের বাণী শোনা সকলেরই অধিকার, কিন্তু সুসমাচারের গৌরব খ্রিষ্টের সত্যকার আপনজনদের জন্যই সংরক্ষিত। অতএব, যারা শুনতে পেত না, প্রভু *তাদেরই কাছে উপমা-কাহিনীর মধ্য দিয়ে কথা বলতেন* [৭৫], কিন্তু *নিজ শিষ্যদের কাছে তিনি একাকী হয়ে সমস্ত বুঝিয়ে দিতেন* [৭৬], কারণ গৌরবের দীপ্তি তাদেরই জন্য যাদের আলোকিত করা হয়েছে, অন্ধতা তাদেরই জন্য যারা অবিশ্বাসী। তুমি যে দীক্ষাপ্রার্থীদের শ্রেণি ছাড়তে উদ্যত হচ্ছ, এই যে রহস্যগুলো মণ্ডলী এখন সেই তোমাকে ব্যাখ্যা করছে, মণ্ডলী সাধারণত বিধর্মীদের কাছে তা ব্যাখ্যা করে না। কেননা পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা সংক্রান্ত রহস্যগুলো আমরা বিধর্মীদের কাছে ব্যাখ্যা করি না, দীক্ষাপ্রার্থীদেরও কাছে আমরা এ রহস্যগুলো সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কথা বলি না, বরং বহু বিষয় সম্পর্কে আমরা প্রায়ই আবৃত ভাবে কথা বলি, যে বিশ্বাসী তা জানে তারা যেন বুঝতে পারে, ও যারা জানে না তারা যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

২৯। **মানি সম্পর্কে** (৯)

এধরনের যুক্তি দ্বারা ও বহু বহু অন্য যুক্তি দ্বারা সেই সাপকে উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছিল; এভাবেই আর্খেলাওস মানির সঙ্গে লড়াই করে তাকে ভূপাতিত করলেন। আরও, কারাগার থেকে যে পালিয়ে গেছিল, সে এই যায়গা থেকেও পালিয়ে গেল, ও তার প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে দূরে চলে গিয়ে অধিক দীনাবস্থার এক গ্রামে গিয়ে পৌঁছল; হ্যাঁ, পরমদেশের সেই সাপ যেভাবে তখনই করেছিল যখন আদমকে ছেড়ে হবার কাছে গিয়েছিল। কিন্তু উত্তম পালক সেই আর্খেলাওস নিজের মেষপালের প্রতি যত্নবান হওয়ায় যখন তার পলায়নের কথা শুনলেন তখনই, সাথে সাথেই, দ্রুত গতিতে নেকড়ের সন্ধানে রওনা হলেন। আর মানি হঠাৎ করে তার সেই প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখে দৌড় দিয়ে

পালিয়ে গেল; তবু এ হল তার শেষ পলায়ন। কারণ পারস্য-রাজের পুলিশ সব যায়গায় খোঁজ করতে করতে পলাতককে ধরে ফেলল; আর যে রায় আর্খেলাওসের সাক্ষাতে তার পাবার কথা ছিল, সেই রায় রাজার পুলিশ দ্বারা তার উপর কার্যকারী হল। যাকে তার নিজের শিষ্যেরা উপাসনা করত, সেই মানিকে গ্রেপ্তার করা হল ও রাজার সাক্ষাতে আনা হল। রাজা মিথ্যা ও পলায়নের কারণে তাকে ভর্ৎসনা করলেন, তার দাস-অবস্থা বিদ্রূপ করলেন, নিজের ছেলের মৃত্যুর বিষয়ে প্রতিশোধ নিলেন, ও প্রহরীদের হত্যাকাণ্ডের জন্যও তাকে দণ্ডিত করলেন; তিনি হুকুম দিলেন যেন পারস্য রীতি অনুসারে তার দেহের চামড়া ছাড়ানো হয়। তখন, তার দেহের বাকি অংশগুলো বন্যজন্তুর খাদ্য হিসাবে ফেলে দেওয়া হল, ও তার শঠতাপূর্ণ মনের যে পাত্র, তার সেই চামড়া তোরণদ্বারের সামনে একটা বস্তার মত ঝুলিয়ে রাখা হল। নিজেকে যে 'সেই সহায়ক' বলত ও ভবিষ্যৎ জানবার ঘোষণা করত, সে নিজের পলায়ন ও গ্রেপ্তার সম্পর্কে কিছুই জানত না।

৩০। মানির শিষ্যদের সম্পর্কে

মানির তিনটে শিষ্য হয়েছিল: থোমাস, বুদ্দাস ও হের্মাস। কেউই যেন থোমাস-রচিত সুসমাচার না পড়ে, কেননা এটি বারো প্রেরিতদূতের একজনের কাজ নয়, বরং মানির সেই তিন খারাপ শিষ্যদের একজনেরই কাজ।

কেউই যেন আত্মা-বিনাশী মানিপন্থীদের সঙ্গে মেলামেশা না করে। তারা খড়-কুটোর উপর শুয়ে ঘুমায় ব'লে কৃচ্ছ্রসাধনার ভাব নকল করে ও জল পান থেকে বিরত থাকে; তারা মাংসের স্রষ্টার বিরুদ্ধে কথা বলে কিন্তু অতৃপ্তিকর ভাবে সুস্বাদু খাবার খায়; তারা শেখায় যে, যে কেউ এ ঘাস বা সেই ঘাস কাটে সে সেটায় রূপান্তরিত হয়। কিন্তু, যদি যে কেউ সেই ঘাস বা যেকোন উদ্ভিদ জড় করে সে সেটায় রূপান্তরিত হয়, তাহলে যত কৃষক ও মালি রয়েছে তারা কতগুলো ঘাসে রূপান্তরিত হবে? আমরা তো দেখতে পাচ্ছি, মালি কতগুলো ঘাসের বিরুদ্ধে কাস্তে চালিয়েছে, সে সেগুলোর কোনটায় রূপান্তরিত হবে?

সত্যি, এ তত্ত্বগুলো হাস্যকর , দণ্ডনীয় ও লজ্জাকর। যে মেষপালের পালক মেষ ও নেকড়ে বধ করেছে, সে সেই দু'টোর কোনটায় রূপান্তরিত হবে? বহু মানুষ জাল দিয়ে মাছ ও ফাঁদ দিয়ে পাখি ধরে, তারা মাছে না কি পাখিতে রূপান্তরিত হবে?

৩১। মানিপন্থীদের সম্পর্কে (১)

অলসতার সন্তান সেই মানিপন্থীরাই উত্তর দিক। তারা নিজেরাই কষ্ট না করে শ্রমিকদের ফল খেয়ে ফেলে; নিজেদের খাবার যারা তাদের কাছে আনে তাদের তারা আনন্দিত মুখমণ্ডলে গ্রহণ করে ও আশীর্বাদের চেয়ে অভিশাপ ফিরিয়ে দেয়। কেননা যখন একটা সরল মানুষ তাদের কাছে কিছুটা আনে, সে এ ধরনের কথা শুনবে, 'বাইরে একটু অপেক্ষা কর, আর আমি তোমাকে আশীর্বাদ করব।' এবং হাতে রুটি নিয়ে সেই মানিপন্থী রুটিকে উদ্দেশ করে বলে (যে যে মানিপন্থী মনপরিবর্তন করে তাদের ত্যাগ করেছে, তারা নিজেরাই একথা স্বীকার করেছে), 'আমি তোমাকে গড়িনি', তারপর পরাৎপরকে টিটকারি দিয়ে ও রুটি সৃষ্টি করেছেন যিনি তাঁকে অভিশাপ দিয়ে সেই স্রষ্টার সৃষ্ট বস্তু খায়।

কিন্তু তুমি যখন খাদ্য ঘৃণা কর, তখন যে লোকটা সেই রুটি তোমার কাছে এনেছে তুমি তার প্রতি আনন্দিত মুখমণ্ডলে তাকিয়েছ কেন? যে লোকটা রুটি এনেছে, তুমি যখন তার প্রতি কৃতজ্ঞ, তখন সেই রুটি সৃষ্টি করেছেন ও গড়েছেন যিনি, সেই ঈশ্বরের প্রতি তুমি অভিশাপ উচ্চারণ করছ কেন? সে আরও বলে, 'আমি তোমাকে পুঁতিনি, যে তোমাকে পুঁতেছে সে পোঁতা হোক; আমি তোমাকে কাস্তে দিয়ে কাটিনি, যে তোমাকে কেটেছে সে কাটা হোক; আমি তোমাকে সিদ্ধ করিনি, যে তোমাকে সিদ্ধ করেছে সে সিদ্ধ হোক। উপকারের বিনিময়ে এ কেমন সুন্দর কৃতজ্ঞতা।

৩২। মানিপন্থীদের সম্পর্কে (২)

উপরে বর্ণনা করা বিষয় গুরুতর অপরাধ বটে, কিন্তু বাকি যাকিছু রয়েছে তা সেটার তুলনায় ন্যূনতম।

পুরুষ ও নারীদের সামনে তাদের জলপ্রক্ষালন বর্ণনা করার সাহস আমার নেই। তারা নিজেদের মধ্যে অনিষ্টকর ভাবে যে ডুমুরের সহভাগিতা করে, তা তারা যে

কীসেতেই ভিজায় তাও বলার আমার সাহস নেই। এ স্বল্প কথা যথেষ্ট হোক, যাতে পুরুষেরা তা-ই ভাবে যা স্বপ্নে তাদের ঘটে ও স্ত্রীলোকেরা তা-ই ভাবে যা মাসিকের সময়ে তাদের হয়। সত্যি, তেমন বিষয়ে কথা বলায় আমরা আমাদের নিজেদের মুখ দূষিত করি।

বিধর্মীরা, সামারীয়রা, ইহুদীরা ও দুশ্চরিত্ররা কি এদের চেয়ে ঘৃণ্য? যে কেউ ব্যভিচার করে, সে এক ঘন্টা ধরেই নিজের লালসায় সায় দেয়, ও সচেতন হওয়ার পর নিজের অপকর্ম নিন্দা করে অনুতাপ করে, ও নিজের আচরণের জন্য ঘৃণাবোধ করে প্রক্ষালন অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। কিন্তু মানিপন্থীরা এসমস্ত কিছু ভেবে সেই খারাপ জিনিস বেদির মাঝখানে রাখে আর তুমি কি তেমন মুখ থেকে শিক্ষা পাবে? তুমি কি তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে চুম্বন বিনিময় করবে? তার অন্যান্য অভক্তির কথা উল্লেখ করব না, কিন্তু তুমি কি তেমন কলুষ থেকে, দুশ্চরিত্রের চেয়ে খারাপ ও বেশ্যার চেয়ে ঘৃণ্য মানুষ থেকে দূরে পালাবে না?

৩৩। **মানিপন্থীদের সম্পর্কে** (৩)

মণ্ডলী এ সমস্ত কিছু নিন্দা করে, এবিষয়ে শিক্ষা দেয়, এমনকি কাদাও স্পর্শ করে যাতে তোমাকে কাদায় মগ্ন না হতে হয়। সে সেই ক্ষতের কথা তুলে ধরে যেন তুমি একই ক্ষতে বিক্ষত না হও। কিন্তু তোমার পক্ষে সেই সমস্ত কিছু কেবল জানা-ই যথেষ্ট, অভিজ্ঞতার জোরে তা শেখা থেকে বিরত থাকবে। ঈশ্বর বজ্রনাদ করেন: আমরা সবাই কাঁপি, তারা ঈশ্বরনিন্দা করে। ঈশ্বর বিদ্যুৎ-ঝলক প্রেরণ করেন: আমরা সবাই মাটি পর্যন্ত মাথা নত করি, তারা তাদের নিজেদের ঈশ্বরনিন্দাজনক মুখে স্বর্গের বিরুদ্ধে হুমকি ছাড়ে।

এসমস্ত কিছু মানিপন্থীদের পুস্তকগুলোতে লেখা রয়েছে। আমি নিজে তা পড়েছি, কারণ যারা এবিষয়ে আমাকে কথা বলেছিল আমি তাদের বিশ্বাস করতে পারতাম না। হ্যাঁ, তোমাদের নিরাপত্তা ও রক্ষার খাতিরে তৎপর হয়ে আমি তাদের বিনাশপথ তলিয়ে দেখেছি।

৩৪। উপসংহার

প্রভু তেমন ভুলভ্রান্তি থেকে তোমাদের রক্ষা করুন। ও তোমাদের অন্তরে সেই সাপের বিরুদ্ধে ঘৃণা সঞ্চার করা হোক, সেই সাপ তোমার গোড়ালিতে ওত পেতে থাকতে থাকতে তোমরা যেন তার মাথা পায়ে মাড়িয়ে দিতে পার। আমি যা বলছি তা তোমরা মনে রেখো।

আমাদের অবস্থার সঙ্গে তাদের অবস্থার কী সহভাগিতা থাকতে পারে? *অন্ধকারের সঙ্গে আলোরই বা কি সহভাগিতা?* (৭৭)। মানিপন্থীদের জঘন্য কর্মের সঙ্গে মণ্ডলীর মহিমারও কী সম্পর্ক? এখানে নিয়মনিষ্ঠা, এখানে সুশৃঙ্খলতা, এখানে গাম্ভীর্য, এখানে শুচিতা: এখানে *স্ত্রীলোকের দিকে লালসার চোখে তাকানোও* (৭৮) দণ্ডনীয়। এখানে বিবাহ পবিত্রতম, এখানে আত্মসংযম নিষ্ঠাবান, এখানে স্বর্গদূতদের মত কৌমার্য মর্যাদাপূর্ণ; এখানে ধন্যবাদ জানিয়ে খাদ্যগ্রহণ, এখানে বিশ্বনির্মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা। এখানে খ্রিষ্টের পিতা উপাসনার পাত্র যিনি বৃষ্টি নামিয়ে আনেন, এখানে তাঁর সামনে ভীতি ও কাঁপন শেখানো, বজ্রনাদ ও বিদ্যুৎ-ঝলক প্রেরণ করেন যিনি, এখানে আমরা তাঁর উপর গৌরব ও সম্মান আরোপ করি।

৩৫। শেষ পরামর্শ

মেষগুলোর সঙ্গে মিলিত থাক, নেকড়ে থেকে দূরে পালাও, মণ্ডলী থেকে পিছটান দিয়ো না। যাদের বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে তারা উপরোল্লিখিত বিষয়ে লিপ্ত হয়েছে, তাদের জঘন্য জ্ঞান কর, আর যদি না সময়মত তাদের মনপরিবর্তন পরীক্ষা করে না থাক, তবে নিশ্চিন্তে তাদের পিছনে ছুটে যেয়ো না।

ঈশ্বরের একতা সংক্রান্ত সত্য তোমাকে সম্প্রদান করা হয়েছে: এখন ধর্মতত্ত্বের চারণভূমি বিচার করতে শেখ। যেইভাবে টাকা তোমাকে দেওয়া হয়, তুমি খাঁটি টাকা রক্ষা কর, নকল টাকা ফিরিয়ে দাও। আর যদি এতক্ষণে তা ফিরিয়ে দিয়ে না থাক, তবে এক্ষুণই তা চিনে নাও ও ঘৃণা কর।

কেননা পরিত্রাণের পথ আছে, [আর সেই পথ এ:] তুমি বোমির কাছে ফিরে না গিয়ে তা সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা কর; তুমি তাদের কাছ থেকে দূরে থাকবে বলে শুধু মুখে

নয়, অন্তর দিয়েও সঙ্কল্প নাও; খ্রিষ্টের পিতা, বিধান ও নবীদের সেই ঈশ্বরকে উপাসনা কর, ও মঙ্গলময় ও ন্যায়বান যিনি তাঁকে এক ও একই ঈশ্বর বলে স্বীকার কর।

তিনি পতন থেকে ও হোঁচট খাওয়া থেকে রক্ষা করে বিশ্বাসে সুপ্রতিষ্ঠিত এই তোমাদের সকলকে নিরাপদে রাখুন, আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট যিশুতে, যাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

---

(১) ইশা ৪৫:১৬-১৭ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(২) ১ করি ১:৩।

(৩) রো ৯:৫।

(৪) সাম ৩৪:৪।

(৫) আদি ১৮:২৭।

(৬) আদিপুস্তকের বর্ণনা অনুসারে হিব্রুরা মনে করত পৃথিবীর উপরে আকাশ নামক একটা ফাঁপা শক্ত পরদা আছে যা নানা পর্বত দ্বারা উচ্চ করে রাখা হয় (১ শামু ২:৮; প্রবচন ৮:২৯)। সেই অনুসারে, আকাশে (স্বর্গে) ছিল ঈশ্বরের সিংহাসন, ও পৃথিবী ছিল তাঁর পাদপীঠ; সুতরাং পৃথিবী ছিল বিশ্বজগতের কেন্দ্রস্থল। কিন্তু এখানে মনে হয়, সাধু সিরিল (ও তাঁর সঙ্গে বেশ কয়েকজন পিতৃগণও) এক্ষেত্রে নিকটবর্তী কয়েক দেশের আলাদা কৃষ্টি সমর্থন করছেন।

(৭) ২ করি ১২:২ দ্রষ্টব্য: প্রেরিতদূত পলের পত্রের সেই পদে 'তৃতীয় স্বর্গ পর্যন্ত' বাক্যটা বলতে চায় যে সাধু পলকে রহস্যময় ভাবে ঈশ্বরের সিংহাসনের কাছে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। অন্য দিকে স্বর্গের মোট সংখ্যা ক্ষেত্রে মণ্ডলীর পিতৃগণ নানা ধারণা সমর্থন করতেন, তবু সাধু হিলারিউস বলেছিলেন, স্বর্গের সংখ্যা জানবার ইচ্ছা দুঃসাহসের নামান্তর, কেননা মানুষ রহস্যময় বিষয় তলিয়ে দেখতে অক্ষম।

(৮) ইশা ৪০:২২।

(৯) সাম ১৪৭:৪।

(১০) যোব ৩৬:২৭।

(১১) সিরা ৩:২১-২২।

(১২) সাম ১৫০:৬।

(১৩) যোহন ১:১৮।

(১৪) মথি ১৮:১০।

(১৫) যোহন ৬:৪৬।

(১৬) ১ করি ২:১০।

(১৭) মথি ১১:২৭।

(১৮) এখানে সাধু সিরিল জ্ঞানমার্গপন্থীদের, মার্কিওনপন্থীদের ও মানিপন্থীদের সঙ্গে তর্ক করছেন।

(১৯) যোহন ৫:৩৭।

(২০) দ্বিঃবিঃ ৪:১৫।

(২১) সাম ১৭:৮।

(২২) মথি ২৩:৩৭।

(২৩) জাখা ৪:১০। সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা অনুসারে, পৃথিবীর উপরে উন্মুক্ত প্রভুর সেই সাত চোখের মাধ্যমে নবী সৃষ্টির প্রতি প্রভুর স্নেহময় ও রক্ষাকারী সতর্কতা দেখাতে চান।

(২৪) মথি ৫:৪৮।

(২৫) ইশা ৬৬:১।

(২৬) যোহন ১:৩।

(২৭) যোব ১১:৭ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(২৮) ১ করি ২:৯।

(২৯) ১ করি ১১:৩৩।

(৩০) ইশা ৪৪:১৭।

(৩১) সাম ১০৪:১৫।

(৩২) আদি ১:১১।

(৩৩) সাম ১০৪:১৫।

(৩৪) সেকালের এপিফানিউস নামক এক লেখকের বর্ণনা অনুসারে, মানিপন্থীরা অসৃষ্ট দু'টো ঈশ্বরকে উপাসনা করত, তথা, সেই আলো যা মানবাত্মার স্বরূপ, ও সেই অন্ধকার যা মানবদেহের স্বরূপ। কিন্তু মানি একথা স্পষ্টভাবে বলেনি, কেননা সে পরস্পর বিরোধী দু'টো আদিকারণেরই কথা বলল যা অমঙ্গল আদিকারণের আক্রমণের পর মিশিয়ে গিয়ে একইভূত হল।

(৩৫) ২ করি ৬:১৬।

(৩৬) দ্বৈতবাদ অনুসারে, জগৎ মঙ্গল সত্তা দ্বারা (জীবনময় আত্মা দ্বারা), কিন্তু মানুষ অমঙ্গল সত্তা দ্বারা সৃষ্ট। মঙ্গল রাজ্য জগতের তিন ভাগ তথা উত্তর থেকে পুব ও পশ্চিম পর্যন্ত স্বর্গীয় অঞ্চল দখল করে থাকে, ও অমঙ্গল রাজ্য জগতের চতুর্থ ভাগ তথা দক্ষিণ অঞ্চল দখল করে থাকে। অপদূতীয় অন্ধকারের অগম্য একটা সীমা আছে, কিন্তু ঈশ্বরীয় আলোর প্রতি তার জরুরী আকাঙ্ক্ষার কারণে সেই অন্ধকার নিজের সীমা অতিক্রম করে অপর অঞ্চলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তার সঙ্গে মিশিয়ে যায়। যুদ্ধটা তিন ক্ষণে চালিত, পূর্বক্ষণে বিচ্ছিন্ন রাজ্য দুটোর যুদ্ধ, মধ্যক্ষণে রাজ্য দু'টো মিশিয়ে যায়, ও শেষক্ষণে রাজ্য দু'টো পুনরায় বিচ্ছিন্ন হয়। অন্ধকারের প্রধান অপদূত সেই আলোর অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করে যে আলো অন্ধকারকে তিন দিক থেকে চাপ দেয়।

(৩৭) দ্বৈতবাদী হওয়ায় মানিপন্থীরা বলত, আলোময় এক যিশু আছেন ও যন্ত্রণাভুক্ত এক যিশু আছেন। প্রথম যিশু হলেন উজ্জ্বল আলোর সত্তা স্বরূপ; দ্বিতীয় যিশু বিশ্বময় পদার্থের মধ্যে অবরুদ্ধ, কেমন যেন আলোময় একটা ক্রুশেই অবরুদ্ধ যাতে তিনি আদমকে মুক্ত করতে পারেন। যে যিশু মর্তে এসেছিলেন, তিনিও এমন আলোর সত্তা স্বরূপ যে আলো মানির আগে জগতে আত্মাপ্রকাশ করেছিল।
সূর্য ও জগৎ বিষয়ে মানির ভ্রান্তমত নানা এলাকায় নানা ভাবে প্রচলিত ছিল। সাধু সিরিলের এলাকায় সূর্য ও জগৎ যে অমঙ্গল আদিকারণের সৃষ্টবস্তু, সেবিষয়ে ধর্মশিক্ষা ৬:৩৪; ৭:১; ১৬:৫ দ্রঃ; কিন্তু অন্য এলাকায় সূর্য ও জগৎ দু'টোই মঙ্গল-ঈশ্বর থেকে নির্গত পরিত্রাণদায়ী শক্তি বলেই গণ্য ছিল।

(৩৮) প্রেরিত ৮:১৮-২১।

(৩৯) ১ যোহন ২:১৯।

(৪০) সাধু যুস্তিনুস নিজের লেখা ১ম পক্ষসসর্থন ২৬:৩-তে এমন মূর্তির কথা উল্লেখ করেন যা রোমীয়েরা তিবেরিস নদীর ধারে, দু'টো সেতুর মাঝখান স্থানে উত্তোলন করেছিল; কিন্তু তাঁর সেই লেখায়, 'পবিত্র দেবতা শিমোনের উদ্দেশে' লিপিটা শিমোনকে লক্ষ করত না, সেখানকার একই-নামক ভিন্ন এক দেবকে লক্ষ করত।

(৪১) মথি ১৮:১৯।

(৪২) ২ করি ১২:২-৪।

(৪৩) সেকালের কোন না কোন ব্যাখ্যাতার মতে কেরিন্থুস নকল প্রেরিতদূত ও সাধু পলের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল; অন্য ব্যাখ্যাতারা বলতেন, সে ছিল এমন জ্ঞানমার্গপন্থী যে প্রচার করত, ঈশ্বর দ্বারা নয়, নিম্ন শক্তিসমূহের দ্বারাই জগৎ সৃষ্ট হয়েছিল।
সাধু যুস্তিনুসের ১ম পক্ষসমর্থন ২৬:৪ অনুসারে মেনান্দ্রস ছিল মন্ত্রজালিক শিমোনের শিষ্য; সাধু ইরেনেউস বলেন, যারা মেনান্দ্রসের হাতে বাপ্তিস্ম নিত, তাদের কাছে মেনান্দ্রস নিজেকে

এমন ত্রাণকর্তা বলে পরিচয় দিত যে তাদের পুনরুত্থান দেবে বলে অঙ্গীকার করত।
কার্পক্রাতেস বলত, জগৎ এমন নিম্ন শক্তিসমূহের সৃষ্টি যাদের কাছে 'মাংসের কর' দেওয়া প্রয়োজন; অর্থাৎ, উচ্ছৃঙ্খল জীবনধারণের মাধ্যমেই মুক্তিলাভ।

(৪৪) মার্কিওন সুসমাচার ও ইহুদী বিধানের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রচার করত। তার বাণীপ্রচার কেবল নূতন নিয়ম-ভিত্তিক ছিল, এমনকি সুসমাচার প্রচারটা আসলে ইহুদী বিরোধী অপপ্রচার ছিল।

(৪৫) যোহন ১৭:২৫।

(৪৬) লুক ১২:২৮।

(৪৭) মথি ৫:৩৫।

(৪৮) আলেক্সান্দ্রিয়া-বাসী দ্বৈতবাদী বাসিলিদেস মানির আগেই সেই ভ্রান্তমত প্রচার করত যা অনুসারে আলো ও অন্ধকার পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী; জগৎ দূতদেরই সৃষ্টি, আর স্রষ্টা ঈশ্বর হলেন সেই দূতদের একজন; মানুষ স্বভাবেই খারাপ, ও খ্রিষ্টের দ্বারা পরিত্রাণ পায়নি, এমনকি, খ্রিষ্ট নিজের স্থানে কিরেনের সেই শিমোনকে (মথি ২৭:৩২) ক্রুশবিদ্ধ করিয়েছিলেন। ফলত, তার মতে, খ্রিষ্টের পক্ষে সাক্ষ্যমরণ বরণ করা নিষ্প্রয়োজন।

(৪৯) লুক ৩:২৩।

(৫০) ১ করি ১:২৪।

(৫১) এফে ৫:১১।

(৫২) সিরীয় ভাষায় 'মানি' শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো পাত্র, তাই মানির কয়েকজন প্রতিরোধী বলত, সেই পাত্র এমন যা অমঙ্গল পাত্র। কিন্তু সেকালের ব্যাখ্যাতারা মনে করতেন, মানির প্রকৃত নাম ছিল কুব্রিকুস, যার অর্থ 'ভক্তপ্রাণ', ও পরবর্তীকালে সে 'উন্মাদনা' নাম নিল, যা বিষয়ে এপিফানিউস নামক ব্যাখ্যাতা মন্তব্য করেছিলেন, 'বিশ্বজুড়ে জঘন্য মতবাদ ছড়িয়ে দেবার উন্মাদনা'।
সাধু সিরিল ধর্মশিক্ষা ৬:২৩-এ বলেন, কুব্রিকুস ভ্রান্তমত প্রচারে এমন নিপুণ বক্তা ছিল যে 'মানি' নামের যোগ্য হল, কেননা 'মানি' নামটা সিরীয় ভাষার শব্দ নয় বরং পারস্য ভাষারই শব্দ যার অর্থ 'তর্ক' বা 'বক্তৃতা'।

(৫৩) সম্রাট প্রভো রাজত্ব করেন মোটামুটি ২৭৪ খ্রিষ্টাব্দে।

(৫৪) প্রকৃতপক্ষে মানিবাদ ইহুদী, খ্রিষ্টিয়ান, পারস্য ও ভারতীয় নানা মতবাদের এমন সমন্বয় যা ত্রাণ সংক্রান্ত গ্রীক জ্ঞানমার্গ-মতবাদের শীর্ষে স্থান পেয়েছিল। মতবাদটা বহু দিন ধরে শিক্ষিত লোকদেরও আকর্ষণ করছিল; মনপরিবর্তন করার আগে সাধু আগস্তিনও মানিপন্থী ছিলেন।

(৫৫) মথি ৩:৭।

(৫৬) মথি ২৬:৪৯।

(৫৭) হিব্রু ৪:১৬।

(৫৮) মার্ক ৩:২৯।

(৫৯) প্রবচন ৩০:২১-২২।

(৬০) যোহন ১৮:৮।

(৬১) যোনা ১:১২।

(৬২) সাম ৫:১০।

(৬৩) দ্বিঃবিঃ ৪:২৪।

(৬৪) লুক ১২:৪৯।

(৬৫) ১ শামু ২:৬।

(৬৬) মথি ২৫:৪১।

(৬৭) ইশা ৪৫:৭।

(৬৮) মথি ১০:৩৪।

(৬৯) ২ করি ৪:৪।

(৭০) ২ করি ৪:৩।

(৭১) মথি ৭:৬।

(৭২) মার্ক ৪:১২।

(৭৩) মথি ১৩:১৫।

(৭৪) মথি ২৫:২৯।

(৭৫) মথি ১৩:১৩।

(৭৬) মার্ক ৪:৩৪।

(৭৭) ২ করি ৬:১৪।

(৭৮) মথি ৫:২৮।

আলোপ্রত্যাশীদের ৭ম ধর্মশিক্ষা

যা যেরুশালেমে তাৎক্ষণিক ভাবে পরিবেশিত

- পিতা -

এই ৭ম ধর্মশিক্ষায়, পিতা ঈশ্বরের গুণাবলি দেখাবার পর সাধু সিরিল পুত্র যিশু খ্রিষ্টের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন।

সেই পিতা আমাদেরও পিতা, সেজন্য সাধু সিরিল স্বর্গীয় পিতার প্রতি দত্তক এই আমাদের সমুচিত কর্তব্যও ব্যাখ্যা করেন।

অবশেষে তিনি মাতাপিতার প্রতি সন্তানদের দেয় সম্মান তুলে ধরেন: মাতাপিতাকে যে সম্মান করে, সে হবে স্বর্গস্থ পিতার আশীর্বাদের পাত্র।

এজন্য স্বর্গ ও মর্তের সমস্ত পিতৃকুল যাঁর নাম অনুসারে পিতৃকুল বলে অভিহিত, সেই পিতার সামনে আমি জানু পাতছি, ইত্যাদি [১], এফেসীয়দের কাছে পত্রের এই পাঠের পরে, 'পিতা' সম্পর্কে, যেরুশালেমে তাৎক্ষণিক ভাবে পরিবেশিত ধর্মশিক্ষা।

১। এক-ঈশ্বরের পিতৃত্ব

ঈশ্বর যে একমাত্র আদিকারণ, সেবিষয়ে আমি গতকাল তোমাদের উদ্দেশ করে যথেষ্ট কথা বলেছি। 'যথেষ্ট' বলায় আমি বলতে চাই, সেবিষয়ে যা যোগ্য তা নয়, কেননা মরণশীল স্বরূপের পক্ষে সেবিষয়ে যোগ্যতা সহকারে কথা বলা সম্ভব নয়; বরং এ অর্থে যে, আমাদের দুর্বলতার পক্ষে যতটুকু সম্ভব সেই অনুসারেই যথেষ্ট কথা বলেছি। আমি সেই নাস্তিক ভ্রান্তমতপন্থীদের বিবিধ ভুলভ্রান্তির বিপথসমূহও পেরিয়ে এসেছি; কিন্তু এখন এসো, তাদের লজ্জাকর ও আত্মাদের জন্য বিষাক্ত ধর্মতত্ত্বের কথা ছেড়ে যা কিছু তাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, আমাদের নিজেদের ক্ষতির জন্য নয়, কিন্তু তাদের প্রতি আমাদের মহত্তর বিদ্বেষের খাতিরে, তা স্মরণ করি। এসো আমাদের বিষয়ে ফিরে আসি ও পিতৃত্বের মর্যাদা একত্বের মর্যাদার সঙ্গে সংযুক্ত করে, ও এক-ঈশ্বরে, সেই পিতায় বিশ্বাস করে প্রকৃত বিশ্বাসের পরিত্রাণদায়ী ধর্মতত্ত্ব গ্রহণ করি; কেননা আমাদের যে শুধু এক-ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে হবে এমন নয়, কিন্তু তিনি যে একমাত্র জনিত

আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের পিতা, একথাও ভক্তি সহকারে আমাদের গ্রহণ করতে হবে।

২। ইহুদীদের একেশ্বরবাদ

এভাবে আমরা আমাদের চিন্তা ইহুদীদের চেয়ে আরও ঊর্ধ্বে উন্নীত করব। যে একমাত্র ঈশ্বর আছেন, তাদের নিজেদের ধর্মতত্ত্বে তা তারা স্বীকার করে বটে (আমরা তা অস্বীকার করব কেন? যদিও একথা সত্য যে, তারা বারে বারে প্রতিমাপূজায় পতিত হয়ে তা অস্বীকার করেছে), কিন্তু তিনি যে আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের পিতাও, তা তারা স্বীকার করে না।

এতে তারা তাদের নিজেদের সেই নবীদের বিপরীত মন দেখায়, যাঁরা ঐশশাস্ত্রে ঘোষণা করেন, *প্রভু বলেছেন আমায়, তুমি আমার পুত্র; আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম* [২]। আর আজ পর্যন্তও তারা *প্রভু ও তাঁর খ্রিষ্টের বিরুদ্ধ রুখে দাঁড়াচ্ছে ও একযোগে সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে* [৩], একথা ভেবে যে, পিতার সঙ্গে বন্ধুত্ব পুত্রের প্রতি ভক্তি ছাড়াও অর্জন করা যেতে পারে, অথচ এবিষয়ে অজ্ঞ হয়ে যে, *পিতার কাছে কেউই যেতে পারে না, যদি না সে* [৪] সেই পুত্রের মধ্য দিয়ে যায় যিনি বলেন, আমিই সেই দরজা, আমি সেই পথ [৫]। অতএব, যে কেউ সেই পথ প্রত্যাখ্যান করে যা পিতার কাছে চালনা করে, ও যে কেউ সেই দরজা অস্বীকার করে, সে কেমন করে ঈশ্বরের কাছে প্রবেশ করার জন্য যোগ্য বলে গণ্য হবে?

তাছাড়া, ৮৮ নং সামসঙ্গীতে যা লেখা রয়েছে, তাতেও তারা প্রতিবার করে বলে, *সে আমাকে ডাক দিয়ে বলবে, তুমিই আমার পিতা, আমার ঈশ্বর, আমরা ত্রাণশৈল তুমি। তাই আমি তাকে আমার প্রথমজাত পুত্রই করে তুলব, করে তুলব পৃথিবীর রাজাদের মধ্যে সর্বোচ্চ রাজা* [৬]। কেননা তারা যদি জোর করে একথা সমর্থন করতে চায় যে, সেই বচন দাউদ, শলোমন ও তাঁদের উত্তরসূরীদের লক্ষ করে বলা হয়, তাহলে তাদের মতে সেই ভাববাণীতে যিনি উল্লিখিত, তারা দেখিয়ে দিক কেমন করে তাঁর সিংহাসন হতে পারে *আকাশের আয়ুর মত, ঈশ্বরের সামনে সূর্যের মত, ও চন্দ্রের মত চিরপ্রতিষ্ঠিত* [৭]।

তাছাড়া, এমনটাও কেমন থেকে পারে যে তারা *উষার আগে আমি গর্ভ থেকে তোমাকে জন্ম দিয়েছি* [৮] ও *তিনি দীর্ঘায়ু হবেন সূর্যে মত, চন্দ্রের মত, যুগযুগস্থায়ী* [৯] বচন দু'টো মূল্যহীন মনে করে? এ বচনগুলো যে একটা মানুষকেই উদ্দেশ করে, তা চরম ও দুর্দান্ত নির্বুদ্ধিতার চিহ্ন।

৩। স্বর্গীয় ও মানব পিতৃকুল

এ বচন ক্ষেত্রে হোক ও একই ধরনের যত বচন ক্ষেত্রে হোক, ইহুদীরা বিশ্বাস না করার ব্যাপারে তাদের নিজেদের ইচ্ছামত জেদী হয়ে থাকুক। কিন্তু আমাদের দিক দিয়ে, এসো, আমাদের বিশ্বাসের ভক্তিপূর্ণ তত্ত্ব গ্রহণ করে খ্রিষ্টের পিতা সেই এক-ঈশ্বরকে উপাসনা করি, কেননা যিনি সকলকে প্রজনন-উপহার মঞ্জুর করেন, তাঁকে পিতৃমর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা সত্যিই ভক্তিহীন আচরণ; এসো, সেই পিতা এক-ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, যেন খ্রিষ্ট সংক্রান্ত তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার আগে সেই একমাত্র জনিতজন সংক্রান্ত বিশ্বাস শ্রোতাদের আত্মায় পোঁতা হয় ও পিতা সংক্রান্ত অন্য তত্ত্ব উত্থাপনে যেন ব্যাখ্যাটা বাধাগ্রস্ত না হয়।

৪। পিতার কথা ভেবে আমরা একই সময় পুত্রের কথাও ভাবি

নাম ও ভূমিকার দিক দিয়ে পিতা ধারণা পুত্র ধারণার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত; একই প্রকারে, যে কেউ পুত্রের কথা বলে সে সাথে সাথে পিতারও কথা ভাবে। কেননা পিতা হলে তবে তিনি নিশ্চয় একটা পুত্রের পিতা; আর পুত্র হলে তবে তিনি নিশ্চয় একটা পিতার পুত্র।

সুতরাং 'এক-ঈশ্বরে, স্বর্গমর্ত, দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছুর নির্মাতা সেই সর্বশক্তিমান পিতায় বিশ্বাস করি' বলার পর পরে আমরা যে 'এক-প্রভুতে সেই যিশু খ্রিষ্টে' যোগ দিই, এতে কেউই যেন অভক্তিভরে মনে না করে যে, যেহেতু পিতা ও স্বর্গমর্তেরও কথা উল্লেখ করার পরেই আমরা একমাত্র জনিতজনের কথা উল্লেখ করি সেহেতু সেই একমাত্র জনিতজন স্বর্গমর্তের চেয়ে দ্বিতীয় পর্যায়েরই অধিকারী। না, আমরা বরং সেইভাবে করি কারণ পিতার কথা ভেবে আমরা একই সময় পুত্রের কথাও ভাবি, কেননা পুত্র ও পিতার মধ্যে অন্য মধ্যস্থ নেই।

৫। তিনি সর্বযুগের আগে থেকেই পিতা

সুতরাং পিতা বলতে অনুচিত অর্থে বহুজনেরও পিতা বোঝায়, কিন্তু স্বরূপ ও সত্যের গুণে তিনি কেবল সেই একজনেরই পিতা, যিনি একমাত্র জনিত আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্ট; আরও, সেই পিতা কালক্রমেই যে পিতা হলেন এমন নয়, বরং আনাদিকল থেকেই তিনি সেই একমাত্র জনিতজনের পিতা বলে বিদ্যমান। তিনি আগে পুত্র-বিহীন ছিলেন ও তারপরে মন পাল্টিয়ে পিতা হলেন, তাও নয়; বরং ঈশ্বর সমস্ত সত্তা ও সমস্ত চিত্তের আগে, সর্বকাল ও সর্বযুগের পূর্বেই পিতৃমর্যাদার অধিকারী, ও তাঁর অন্যান্য মর্যাদার চেয়ে এই মর্যাদায়ই তিনি আরও বেশি করে নিজেকে মহিমান্বিত করেন।

তিনি কামনা বা মিলনের ফলে যে পিতা হলেন, তা নয়; অজ্ঞতা বা বীজপ্রবাহ বা হ্রাসপ্রাপ্তি বা পরিবর্তনের ফলেও নয়, কেননা *উত্তম যত উপহার এবং নিখুঁত যত দান ঊর্ধ্বলোক থেকে আসে, জ্যোতির্মণ্ডলের সেই পিতা থেকেই নেমে আসে, যাঁর মধ্যে কোন রূপান্তর নেই, পরিবর্তনের ছায়াও নেই* (১০)।

নিখুঁত পিতা যিনি, তিনি নিখুঁত পুত্রকে জনিত করলেন, ও জনিতজন যিনি, তাঁরই হাতে তিনি সব তুলে দিলেন; কথাটা যিশু নিজেই বলেছিলেন, *সবই আমার পিতা দ্বারা আমার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে* (১১)। তাই পিতা সেই একমাত্র জনিতজনের সম্মানের পাত্র, কেননা পুত্র বলেন *আমি পিতাকে সম্মান করি* (১২); আরও *আমি আমার পিতার সমস্ত আজ্ঞা পালন করেছি ও তাঁর ভালবাসায় থাকি* (১৩)। সুতরাং প্রেরিতদূতের সঙ্গে আমরাও বলে উঠি, *ধন্য আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, করুণাধারার সেই পিতা, সমস্ত সান্ত্বনার সেই ঈশ্বর* (১৪) ও *স্বর্গ ও মর্তের সমস্ত পিতৃকুল যাঁর নাম অনুসারে পিতৃকুল বলে অভিহিত, সেই পিতার সামনে আমি জানু পাতছি* (১৫)।

এসো, সেই একমাত্র জনিতজনের সঙ্গে আমরা পিতাকে গৌরবান্বিত করি, কারণ *পিতাকে যে অস্বীকার করে, সে পুত্রকেও অস্বীকার করে*, আরও, *পুত্রকে যে স্বীকার করে, পিতাকেও সে পেয়েছে* (১৬)। এসমস্ত জেনে, এসো, *সেই যিশু খ্রিষ্টকে স্বীকার করি যিনি পিতা ঈশ্বরের গৌরবার্থে প্রভু* (১৭)।

৬। প্রাক্তন ও নব যেরুশালেমের পিতা

সুতরাং, আমরা খ্রিষ্টের সেই পিতাকে উপাসনা করি যিনি স্বর্গমর্তের নির্মাতা, *আব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোবের ঈশ্বর* [১৮], যাঁর সম্মানার্থে সেই প্রথম মন্দির এখানেই, আমাদের সামনাসামনিই, গাঁথা হয়েছিল।

কেননা যারা নূতন নিয়ম থেকে পুরাতন নিয়ম ছিন্ন করে, আমরা সেই ভ্রান্তমতপন্থীদের সহ্য করব না, কিন্তু আমরা সেই খ্রিষ্টকে বিশ্বাস করি যিনি মন্দির সম্পর্কে বলেন, *তোমরা কি জানতে না যে, আমাকে আমার পিতার গৃহেই থাকতে হবে?* [১৯]। আরও, *এখান থেকে ওই সমস্ত সরিয়ে নিয়ে যাও; আমার পিতার গৃহকে একটা ব্যবসার ঘর করো না* [২০]। এভাবে তিনি অধিক স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছিলেন যে, যেরুশালেমের সেই প্রাক্তন মন্দির ছিল তাঁর আপন পিতার গৃহ। কিন্তু, খ্রিষ্টের পিতা ও জগতের নির্মাতা যে এক, অবিশ্বাসের খাতিরে যে কেউ এবিষয়ে আরও গুরুতর প্রমাণ গ্রহণ করতে ইচ্ছা করে, তবে সে যিশুর এই কথাও শুনুক, *এক জোড়া চড়ুই পাখি কি এক টাকায় বিক্রি হয় না? অথচ তোমাদের পিতার অনুমতি ছাড়া তাদের একটাও মাটিতে পড়ে না* [২১]; এ বচনও সে পড়ুক, *আকাশের পাখিদের দিকে তাকাও; তারা বোনেও না, কাটেও না, গোলাঘরেও জমায় না, অথচ তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তাদের খেতে দিয়ে থাকেন* [২২]; অবশেষে সে এ বচনও পড়ুক, *আমার পিতা এখনও কাজে রত আছেন, আর আমিও কাজে রত আছি* [২৩]।

৭। তিনি স্বরূপে খ্রিষ্টের পিতা, দত্তক গুণে আমাদের পিতা

আমি আমার পিতার কাছে ও তোমাদের পিতার কাছে আরোহণ করছি [২৪], যিশুর এ বচন ভিত্তি করে কেউই যেন সরলতায় হোক বা ঈশ্বরনিন্দাজনক অভক্তির খাতিরে হোক একথা না ভাবে যে, খ্রিষ্ট ধার্মিক মানুষদের সঙ্গে একই মর্যাদার অধিকারী, সেজন্য আগে থেকেই এই পার্থক্য তুলে ধরা ভাল, অর্থাৎ কিনা, পিতা-নাম একমাত্র, কিন্তু পিতার প্রতাপ বহুবিধ।

নিজে একথা জেনেই খ্রিষ্ট যথেষ্ট স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, ‘আমি আমার পিতার কাছে ও তোমাদের পিতার কাছে যাচ্ছি’। তিনি ‘আমাদের পিতা’ বলেননি বরং একটা

পার্থক্য দেখিয়েছিলেন; এবং ‘আমার পিতা’ বলায় তিনি স্বরূপে যা, ও তাঁর নিজের অধিকার যা, তা-ই আগে বলেছিলেন; পরেই তিনি ‘ও তোমাদের পিতা’ বচনটা যোগ করেছিলেন যা দত্তক সূত্রে আমাদের অবস্থা। কেননা যদিও ‘হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা’ বলার অধিকার পেয়ে থাকি, তবু সেই অধিকার তাঁর মঙ্গলময়তারই দান।

কেননা আমরা যে কেমন যেন প্রকৃতি অনুসারেই আমাদের স্বর্গস্থ পিতা থেকে জনিত হয়েছি, তা নয়, আমরা বরং পুত্র ও পবিত্র আত্মার দ্বারা পিতার অনুগ্রহের গুণে দাসত্ব থেকে দত্তকপুত্রত্বে স্থানান্তরিত হয়েছি বলেই তাঁর অনির্বচনীয় মঙ্গলময়তার ফলে তেমন কথা বলতে আমাদের দেওয়া হয়েছে।

৮। দত্তকপুত্রত্বের বিষয়ে নবীদের পূর্বঘোষণা

কিন্তু এমন কেউ থাকলে যে জানতে ইচ্ছা করে কেমন করে আমরা ঈশ্বরকে ‘পিতা’ বলে ডাকি, সে উত্তম শিক্ষক সেই মোশির কথা শুনুক, *ইনিই কি তোমার সেই পিতা নন, যিনি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করলেন, যিনি তোমাকে গড়লেন, করলেন গঠন?* (২৫)। নবী ইশাইয়াও বলেন, *হে প্রভু, তুমি তো আমাদের পিতা; আমরা মাটি, আমরা সকলে তোমার হাতের রচনা* (২৬)।

বাস্তবিকই, সেই নবীয় অনুগ্রহ ঘোষণা করল, আমরা স্বরূপে নয়, বরং ঈশ্বরের অনুগ্রহে ও দত্তকপুত্রত্বের ফলে তাঁকে পিতা বলে ডাকি।

৯। তিনি পুত্রকে পাঠিয়েছেন বলেই আমরা তাঁকে পিতা বলে ডাকি।

আর যাতে তুমি আরও নিখুঁত ভাবে শিখতে পার যে ঐশশাস্ত্রে প্রাকৃতিক পিতাকেই মাত্র পিতা বলে ডাকা হয়, সেজন্য পলের এ বাণী শোন, *কেননা যদিও খ্রিষ্টে তোমাদের দশ হাজার অবধায়ক থাকে, তবু পিতা অনেক নয়, কারণ আমিই সুসমাচার দ্বারা খ্রিষ্টে তোমাদের জন্ম দিয়েছি* (২৭)। বস্তুত, পল দেহগত দিক দিয়ে করিন্থীয়দের জন্ম দিয়েছিলেন বিধায় নয়, তিনি তাদের সুসমাচার শিখিয়েছিলেন ও পবিত্র আত্মায় তাদের নবজন্ম দান করেছিলেন বিধায়ই তাদের পিতা ছিলেন। যোবও একই প্রকারে বলেন, *আমি ছিলাম দুঃখীদের পিতা* (২৮); তিনি যে তাদের সকলকে জন্ম দিয়েছিলেন তা নয়, তাদের সেবাযত্ন করছিলেন বলেই তাদের পিতা ছিলেন।

একই প্রকারে, ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্র যখন ক্রুশোত্তোলনের সময় দেহে ক্রুশকাষ্ঠে পেরেক দিয়ে বিদ্ধ অবস্থায় সেই মারীয়াকে দেখেছিলেন যিনি মাংস অনুসারে তাঁর আপন মা, ও সেই যোহনও দেখেছিলেন যিনি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য, তখন তিনি তাঁকে বলেছিলেন, *ওই দেখ, তোমার মা,* ও মাকে বলেছিলেন, *ওই দেখ, তোমার ছেলে* (২৯)। তিনি এভাবে তাঁদের কাছে মাতা-সন্তান সুলভ স্নেহ শেখাতে ইচ্ছা করছিলেন বটে, কিন্তু পরোক্ষভাবে সেই বচনেরও ব্যাখ্যা দিলেন যা তিনি লুকের সুসমাচারে উচ্চারণ করেছিলেন, *তাঁর পিতামাতা আশ্চর্য হলেন* (৩০); এ বচন এমন যা ভ্রান্তমতপন্থীরা নিজেদের জন্য কেড়ে নেয় যাতে প্রচার করতে পারে, তিনি পুরুষ ও নারী থেকে জনিত হয়েছিলেন। কেননা, যেমন মারীয়া যোহনকে প্রসব করেছিলেন বলে নয়, মাতা-সন্তান সুলভ স্নেহের খাতিরে তাঁকে যোহনের মা বলা হত, তেমনি যোসেফ যিশুর জনক ছিলেন বলে নয়, যত্ন সহকারে তাঁকে লালন-পালন করেছিলেন বলেই তাঁকে যিশুর পিতা বলা হত। এক্ষেত্রে সুসমাচার বলে, *তিনি পুত্রকে প্রসব করার আগে যোসেফ তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন না* (৩১)।

১০। তিনি অনাদিকালীন পিতা

এইমাত্র যা বলেছি, সেই অনুসারে ক্ষুদ্র আনুসঙ্গিক বিষয় হিসাবে আমি আর একটা সাক্ষ্য উপস্থাপন করতে ইচ্ছা করি। সাক্ষ্যটা অতিরিক্ত একটা প্রমাণ দেবে যে, ঈশ্বরকে কেবল উদাহরণ হিসাবেই মানবজাতির পিতা বলা হয়।

কেননা যখন ইশাইয়া পুস্তকে ঈশ্বরকে ইঙ্গিত করে বলা হয়, *তুমি আমাদের পিতা, যদিও আব্রাহাম আমাদের আর চেনেন না ও সারা আমাদের জন্য প্রসবযন্ত্রণা ভোগ করেননি* (৩২), তখন এবিষয়ে আমাদের আর কত প্রমাণের দরকার আছে? আর যখন সামসঙ্গীতের রচয়িতা বলেন, *এতিমের পিতা ও বিধবাদের রক্ষকের সম্মুখে ওরা ঝামেলায় পড়ুক* (৩৩), তখন সবার কাছে এ কি স্পষ্ট নয় যে, যখন ঈশ্বরকে সেই এতিমদের পিতা বলা হয় যারা কিছুকাল আগে নিজেদের পিতাকে হারিয়েছিল, তখন তিনি যে নিজেই তাদের জন্ম দিলেন এজন্য নয়, বরং তাদের লালন-পালন করেন ও রক্ষা করেন বিধায়ই তিনি পিতা বলে অভিহিত। কিন্তু, আমরা যেমনটা বলেছি, ঈশ্বরকে উদাহরণ যোগেই মানবজাতির পিতা বলা হয়, কিন্তু খ্রিষ্টের তিনি স্বরূপেই পিতা, দত্তক

অনুযায়ী নয়। তিনি আবার মানবকালে মানবজাতির পিতা, কিন্তু খ্রিষ্টের তিনি সর্বযুগের পূর্বেও পিতা, যেইভাবে তিনি বলেন, *পিতা, জগৎ হবার আগে তোমার কাছে আমার যে গৌরব ছিল, তুমি এখন তোমার নিজের সাক্ষাতে আমাকে সেই গৌরবে গৌরবান্বিত কর* (৩৪)।

১১। ঈশ্বর এমন পিতা যিনি বর্ণনার অতীত

সুতরাং আমরা পিতা সেই এক-ঈশ্বরে বিশ্বাস করি যিনি অনুসন্ধানের ও বর্ণনার অতীত, *কোন মানুষ যাঁকে দেখেনি* (৩৫) ও *কেবল সেই একমাত্র জনিতই যাঁর প্রকৃত বর্ণনা দিয়েছেন* (৩৬) কেননা ঈশ্বর থেকে আগত হওয়ায় তিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন; কিন্তু *দূতেরা স্বর্গে অনুক্ষণ তাঁর শ্রীমুখ দর্শন করেন* (৩৭) যদিও নিজ নিজ শ্রেণির অনুপাত অনুসারেই তা দর্শন করেন। কেননা পিতার সুস্পষ্ট দর্শন তার নিজের পবিত্রতায় কেবল পুত্র ও পবিত্র আত্মার জন্য সংরক্ষিত।

১২। ঈশ্বর আমাদের পিতা

আমার এ ধর্মশিক্ষার এই পর্যায় এসে এবং উপরে এইমাত্র উল্লিখিত সেই বচনগুলো মনে করে যা অনুসারে ঈশ্বরকে মানুষদের পিতা বলা হত, আমি মানুষের অকৃতজ্ঞতার জন্য খুবই বিস্মিত।

কেননা অনির্বচনীয় ভালবাসায় ঈশ্বর ইচ্ছা করলেন তাঁকে মানুষদের পিতা বলা হবে: অথচ তিনি স্বর্গে আর আমরা মর্তে; তিনি সর্বযুগের নির্মাতা আর তারা কালের গণ্ডিতে আবদ্ধ, তিনি নিজের করতলে পৃথিবী ধরে রাখেন আর তারা পৃথিবীতে ফড়িঙের মত। অথচ মানুষ নিজের স্বর্গীয় পিতাকে ভুলে গিয়ে *এক টুকরো কাঠকে উদ্দেশ করে বলল, তুমি আমার পিতা, একটা পাথরকে উদ্দেশ করে বলল: তুমি আমাকে জন্ম দিয়েছ* (৩৮)। এবং আমার মতে, একারণেই সামসঙ্গীতের রচয়িতা মানবজাতিকে বলেন, *তোমার স্বজাতি, তোমার পিতৃগৃহের কথা ভুলে যাও* (৩৯), কেননা তুমি তাঁকে পিতা বলে বেছে নিয়েছ, তোমার নিজের বিনাশের জন্য তাঁকে নিজের কাছে আকর্ষণ করেছ।

১৩। দত্তকপুত্রদের কর্তব্য

এমনকি, কেউ না কেউ কেবল কাঠ ও পাথর নয়, আত্মাদের বিনাশক সেই শয়তানকেও পিতা বলে বেছে নিয়েছে যাকে ইঙ্গিত করে প্রভু ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন, *তোমাদের পিতার কাজ অনুসারেই তোমরা কাজ করেছ* (৪০)।

এখানে সেই দিয়াবলের কথা বলা হচ্ছে যে স্বরূপে নয়, প্রবঞ্চনায়ই মানুষদের পিতা। কেননা যেমন পলকে নিজের সুশিক্ষার জন্য করিন্থীয়দের পিতা বলে অভিহিত করা হত, তেমনি দিয়াবলকে তাদেরই পিতা বলে যারা ইচ্ছাকৃত ভাবে তাকে সায় দেয়। কেননা আমরা কোনও মতেই তাদের সহ্য করি না যারা *এতে আমরা ঈশ্বরের সন্তান ও দিয়াবলের সন্তান জানতে পারি* (৪১) বচনকে বিকৃত অর্থ দেয়, কেমন যেন এমন কেউ থাকত যারা স্বরূপেই পরিত্রাণ পাবে বা বিনষ্ট হবে। বরং আমরা তেমন পবিত্র পুত্রত্বে বাধ্য হয়ে নয় বরং আমাদের স্বাধীন ইচ্ছায় প্রবেশ করি; বিশ্বাসঘাতক সেই যুদাও স্বরূপে দিয়াবলের ও বিনাশের সন্তান ছিলেন না, কেননা তিনি খ্রিষ্ট-নাম ক'রে কখনও অপদূতদের তাড়াতে পারতেন না, কেননা *শয়তান কেমন করে শয়তানকে তাড়াতে পারে?* (৪২)। অন্য দিকে পলও নির্যাতনকারী থেকে বাণীপ্রচারকে পরিণত হতে পারতেন না।

না, দত্তক আমাদের হাতেই রয়েছে, যেভাবে যোহন বলেন, *যারা তাঁকে গ্রহণ করল, সেই সকলকে, তাঁর নামে বিশ্বাসী যারা, তাদের তিনি ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকার দিলেন* (৪৩)। কেননা বিশ্বাস করার আগে নয়, কিন্তু বিশ্বাস গুণেই তারা ইচ্ছাকৃত ভাবে ঈশ্বরসন্তান হবার যোগ্য বলে পরিগণিত হল।

১৪। সন্তানেরা পিতাকে ভালবাসে

সুতরাং এসমস্ত কিছু জেনে, এসো, আমরা আধ্যাত্মিক ভাবে চলাফেরা করি, যেন ঈশ্বরের দত্তকের যোগ্য বলে পরিগণিত হতে পারি। *কেননা যারা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়, তারা সকলেই ঈশ্বরের পুত্র* (৪৪)। কেননা খ্রিষ্টিয়ান নাম অর্জন করায় আমাদের কোন উপকারে আসবে না যদি না কর্মও অনুসরণ করে; নইলে আমাদের

বেলায়ও বলা হবে, *তোমরা যদি আব্রাহামের সন্তান হতে, তাহলে আব্রাহামেরই কাজ অনুসারে কাজ করতে* [৪৫]।

কেননা *যিনি কোন পক্ষপাতিত্ব না করে প্রত্যেকের কর্ম অনুযায়ী বিচার করেন, আমরা তাঁকে যখন পিতা বলে ডাকি, তখন আমরা যতদিন এ জগতে প্রবাসী হয়ে থাকি, ততদিন, এসো, সভয়েই জীবনযাপন করি* [৪৬], *জগৎকে বা জগতের কোন কিছুই ভালবাসব না, কেননা কেউ যদি জগৎকে ভালবাসে, তাহলে পিতার ভালবাসা তার অন্তরে নেই* [৪৭]। তাই, হে প্রিয়তম সন্তানেরা, এসো, আমাদের সেই স্বর্গস্থ পিতাকে গৌরবান্বিত করি, *যেন তারা আমাদের সৎকর্ম দেখে আমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরবকীর্তন করে* [৪৮]। *এসো, আমাদের সমস্ত ভাবনা-চিন্তার ভার তাঁর উপরেই ছেড়ে দিই* [৪৯], কারণ আমাদের পিতা জানেন আমাদের কী দরকার আছে।

১৫। স্বর্গস্থ পিতার প্রতি সম্মান

আমাদের স্বর্গস্থ পিতাকে সম্মান করতে করতে, এসো, *দেহগত দিক থেকে যারা আমাদের পিতা* [৫০] তাদেরও সম্মান করি, কেননা প্রভু নিজে বিধানে ও নবী-পুস্তকে তা করতে স্পষ্টভাবেই এ বলে আজ্ঞা করেছেন, *তোমার পিতাকে ও তোমার মাতাকে সম্মান করবে, যেন তোমার মঙ্গল হয় ও এ দেশভূমিতে তুমি দীর্ঘজীবি হতে পার* [৫১]।

যারা এখানে উপস্থিত, তাদের মধ্যে এ আজ্ঞার দিকে তারাই বিশেষভাবে কান দিক যাদের পিতামাতা আছে। *সন্তানেরা, তোমরা সবকিছুতে পিতামাতার বাধ্য হও, কেননা তা ঈশ্বরের সন্তোষজনক* [৫২]। বাস্তবিকই প্রভু ‘যে কেউ নিজের পিতা বা মাতাকে ভালবাসে, সে আমার যোগ্য নয়’ তো বলেননি, কেননা যা সঠিক ভাবে লেখা হয়েছিল, তা তুমি হয় তো তোমার অজ্ঞতায় ভুল বুঝতে; না, তিনি *আমার চেয়ে বেশি ভালবাসে* [৫৩] একথাই বলেছিলেন। কেননা যখন আমাদের মর্তের পিতারা আমাদের স্বর্গস্থ পিতার বিপরীত কিছু সমর্থন করেন, তখন আমাদের খ্রিষ্টের বাণীর প্রতিই বাধ্যতা দেখাতে হবে। কিন্তু যখন তাঁরা আমাদের পথে অভক্তিময় কোন বাধা রাখেন না, তখন আমরা যদি অকৃতজ্ঞতা দ্বারা চালিত হয়ে ও আমাদের প্রতি তাঁদের সমস্ত উপকার ভুলে গিয়ে তাঁদের অবজ্ঞা করি, তাহলে সেই ঐশবচন সিদ্ধতা লাভ করবে যা অনুসারে, *যে কেউ নিজ পিতাকে বা নিজ মাতাকে অভিশাপ দেয়, তার প্রাণদণ্ড হবে* [৫৪]।

১৬। পিতামাতাকে যারা সম্মান করে, তারা স্বর্গস্থ পিতার আশীর্বাদের পাত্র

খ্রিষ্টিয়ানদের মধ্যে ভক্তিময় জীবনের প্রথম সদ্‌গুণ হলো পিতামাতাকে সম্মান করা: যাঁরা তাদের জন্ম দিয়েছিলেন তাঁদের কষ্টে সহায়তা করা, ও যা কিছু তাঁদের আরাম দিতে পারে, যথাশক্তি তা তাঁদের দান করা, কেননা ততখানি প্রতিদান দিলেও আমরা তাদের জীবনদানের বিনিময়ে কিছুই দিতে পারব না; তেমনটি করলে তবে তাঁরা আমাদের দেওয়া আরাম উপভোগ করবেন, ও সেই আশীর্বাদে আমাদের সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন যা প্রবঞ্চক সেই যাকোব চালাকি করে কেড়ে নিয়েছিলেন; এবং আমাদের স্বর্গস্থ পিতাও আমাদের শুভ সঙ্কল্প গ্রহণ করে এমনটি করবেন যাতে আমরা ধার্মিকদের মাঝে আমাদের সেই *পিতার রাজ্যে সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে উঠি* [৫৫] পবিত্র ও জীবনদাতা আত্মার সঙ্গে ও একমাত্র জনিত আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের সঙ্গে, যাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে চিরকাল ধরে। আমেন।

---

(১) এফে ৩:১৪,১৫।

(২) সাম ২:৭।

(৩) সাম ২:২।

(৪) যোহন ১৪:৬।

(৫) যোহন ১০:৭; ১৪:৬ দ্রঃ।

(৬) সাম ৮৯:২৭-২৮।

(৭) সাম ৮৯:৩০, ৩৭-৩৮।

(৮) সাম ১১০:৩ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(৯) সাম ৭২:৫।

(১০) যাকোব ১:১৭।

(১১) মথি ১১:২৭।

(১২) যোহন ৮:৪৯।

(১৩) যোহন ১৫:১০।

(১৪) ২ করি ১:৩।

(১৫) এফে ৩:১৪-১৫।

(১৬) ১ যোহন ২:২৩।

(১৭) ফিলি ২:১১ দ্রঃ।

(১৮) আদি ৩:৬।

(১৯) লুক ২:৪৯।

(২০) যোহন ২:১৬।

(২১) মথি ১০:২৯।

(২২) মথি ৬:২৬।

(২৩) যোহন ৫:১৭।

(২৪) যোহন ২০:১৭।

(২৫) দ্বিঃবিঃ ৩২:৬।

(২৬) ইশা ৬৪:৭।

(২৭) ১ করি ৪:১৫।

(২৮) যোব ২৯:১৬।

(২৯) যোহন ১৯:২৬-২৭।

(৩০) লুক ২:৩৩।

(৩১) মথি ১:২৫।

(৩২) ইশা ৬৩:১৬।

(৩৩) সাম ৬৮:৫-৬ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(৩৪) যোহন ১৭:৫।

(৩৫) ১ তি ২:১৬।

(৩৬) যোহন ১:১৮।

(৩৭) মথি ১৮:১০।

(৩৮) যেরে ২:২৭।

(৩৯) সাম ৪৫:১১।

(৪০) যোহন ৮:৪১।

(৪১) ১ যোহন ৩:১০।

(৪২) মার্ক ৩:২৩।

(৪৩) যোহন ১:১২।

(৪৪) রো ৮:১৪।

(৪৫) যোহন ৮:৩৯।

(৪৬) ১ পি ১:১৭।

(৪৭) ১ যোহন ২:১৫।

(৪৮) মথি ৫:১৬।

(৪৯) ১ পি ৫:৭।

(৫০) হিব্রু ১২:৯।

(৫১) দ্বিঃবিঃ ৫:১৬।

(৫২) কল ৩:২০।

(৫৩) মথি ১০:৩৭।

(৫৪) যাত্রা ২১:১৭।

(৫৫) মথি ১৩:৪৩।

আলোপ্রত্যাশীদের ৮ম ধর্মশিক্ষা

যা যেরুশালেমে তাৎক্ষণিক ভাবে পরিবেশিত

- সেই সর্বশক্তিমান -

‘সর্বশক্তিমান’ শব্দ সম্পর্কে: সাধু সিরিল (এবং বাইবেলও) যে শব্দ ব্যবহার করেন, তা ঈশ্বরের ‘শক্তি’ এর চেয়ে ‘ঈশ্বর যে সবকিছু নিজের কর্তৃত্বের অধীনে রাখেন’ তা-ই বেশি বোঝায়। সুতরাং যদিও এই অনুবাদে ‘সর্বশক্তিমান’ শব্দটা ব্যবহৃত, তবু এ ধর্মশিক্ষা আরও সূক্ষ্ম রূপে বুঝবার জন্য উপরোক্ত মন্তব্য মনে রাখা উপকারী হবে।

৬ষ্ঠ ধর্মশিক্ষার বিষয়বস্তু বিস্তারিত করে এ ধর্মশিক্ষা মানির ভ্রান্তমতের বিপক্ষে শিক্ষা প্রদান করে।

সেই মহান ঈশ্বর ও শক্তিশালী প্রভু, যিনি সঙ্কল্পে মহান ও কর্মে প্রতাপশালী। সর্বশক্তিমান মহানামের অধিকারী সেই প্রভু, ইত্যাদি [১], যেরেমিয়ার এই পাঠের পরে, ‘সেই সর্বশক্তিমান’ সম্পর্কে, যেরুশালেমে তাৎক্ষণিক ভাবে পরিবেশিত ধর্মশিক্ষা।

১। সেই সর্বশক্তিমান

‘এক-ঈশ্বরে বিশ্বাস’ করায় গ্রীকদের বিরুদ্ধে ও ভ্রান্তমতপন্থীদের যত আক্রমণের বিরুদ্ধ সেই বচন অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার ক’রে আমরা বহু-ঈশ্বরবাদ সম্পর্কে যত ভুল ছিন্ন করি; এবং ‘এক-ঈশ্বরে, সেই পিতায়’ বচন যোগ করায় আমরা পরিচ্ছেদনপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াই করি যারা ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্রকে অস্বীকার করে। কেননা আমরা যেমনটা গতকাল আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট সংক্রান্ত সত্য ব্যাখ্যা করার আগেও বলেছিলাম, সেই অনুসারে আমরা ‘পিতা’ বলায় সাথে সাথে প্রকাশ করি যে, তিনি একটি পুত্রের পিতা; যাতে করে আমরা যেমন বুঝি যে ঈশ্বর আছেন, তেমনি আমরা যেন বুঝতে পারি যে, তাঁর একটা পুত্র আছেন। সেই নামগুলোতে এখন আমরা একথাও যোগ করি যে, তিনি ‘সর্বশক্তিমান’; আর একথা আমরা গ্রীক, ইহুদী ও যত ভ্রান্তমতপন্থীর বিরুদ্ধে সত্য বলে ঘোষণা করি।

২। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতাপ

গ্রীকদের মধ্যে কেউ না কেউ বলেছে, ঈশ্বর জগতের আত্মা; অন্য কেউ বলেছে, তাঁর প্রতাপ শুধু স্বর্গ পর্যন্তই প্রসারিত, পৃথিবী পর্যন্ত নয় [২]।

আবার অন্য কেউ এই ভুল মেনে নিয়ে ও *তোমার সত্য মেঘলোক-প্রসারী* [৩] বচনটা অপব্যাখ্যা ক'রে ঈশ্বরের তত্ত্বাবধান মেঘলোক ও আকাশ পর্যন্ত গন্ডিবদ্ধ করার ও ঈশ্বর থেকে মর্ত যত বিষয় বিচ্ছিন্ন করার দুঃসাহস করেছে; তারা তো সেই সামসঙ্গীত ভুলে গেছে যা অনুসারে *স্বর্গে যদি গিয়ে উঠি, সেখানে তুমি আছ; পাতালে যদি নেমে যাই, সেখানেও তুমি আছ* [৪]। কেননা যখন স্বর্গের চেয়ে ঊর্ধ্বতর কিছু নেই, ও পাতাল যখন পৃথিবীর চেয়ে গভীর, তখন যিনি নিম্নলোকে কর্তৃত্ব করেন, তিনি পৃথিবীকেও দখল করে আছেন।

৩। সেই সর্বশক্তিমান আত্মা ও দেহের প্রভু (এবং মানি-বাদ)

যেমনটা আগেও বলেছিলাম, সেই ভ্রান্তমতপন্থীরা সর্বশক্তিমান সেই এক-ঈশ্বরকে মানে না। বস্তুত, সে-ই সর্বশক্তিমান, যিনি সমস্ত কিছুতে প্রভুত্ব রাখেন ও যাঁর প্রতাপে সবকিছু বশীভূত। কিন্তু যারা এমনটা বলে যে, এক ঈশ্বর হলেন আত্মাদের প্রভু, ও অন্য কোন ঈশ্বর হলেন দেহের প্রভু, তারা উভয়কেই স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে ঘোষণা করে না, কেননা উভয়ই একে অন্যের কাছে কোন একটা কিছুর অভাবী। কেননা যিনি আত্মাদের উপর প্রভুত্ব রাখেন কিন্তু দেহের উপর নয়, তিনি কোন্ ভিত্তিতেই বা সর্বশক্তিমান? আর যিনি দেহের উপর প্রভুত্ব রাখেন কিন্তু আত্মাদের উপরে নয়, তিনি কীভাবেই বা সর্বশক্তিমান?

প্রভু নিজেই এ ধরনের লোকদের যুক্তি খণ্ডন করেছিলেন যখন বিপরীত একথা বলেছিলেন, *তাঁকেই বরং ভয় কর, যিনি আত্মা ও দেহ দুই-ই জাহান্নামে বিনাশ করতে পারেন* [৫]। কেননা যদি না আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের পিতা দুইয়ের উপর অধিকার না রাখেন, তাহলে তিনি কেমন করে সেই দুইকে বিনাশ-দণ্ডে দণ্ডিত করেন? কেননা যে দেহের উপর অন্য একজন অধিকার রাখে, *তিনি যদি আগে সেই বলবানকে বেঁধে না*

ফেলেন ও তার সবকিছু লুট করে না নেন (৬), তাহলে কেমন করে সেই দেহকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে পারবেন?

৪। সেই সর্বশক্তিমান করুণাময়

ঐশশাস্ত্র ও সত্যাশ্রয়ী ধর্মতত্ত্বসমূহ কেবল সেই এক-ঈশ্বরের কথা মানে যিনি নিজের প্রতাপে সবকিছুর উপর কর্তৃত্ব রাখেন কিন্তু একাধারে বহু কিছুর প্রতি সহিষ্ণুতা দেখাতে ইচ্ছা করেন। বস্তুত তিনি পৌত্তলিকদের উপরেও কর্তৃত্ব রাখেন কিন্তু নিজের সহিষ্ণুতার খাতিরে তাদের সহ্য করেন; যারা তাঁর জোয়াল নাড়ায়, তিনি সেই ভ্রান্তমতপন্থীদেরও নিজের প্রতাপের অধীনে রাখেন কিন্তু নিজের ধৈর্যের খাতিরে তাদের সহ্য করেন।

তিনি দিয়াবলকেও নিজের অধীনে রাখেন কিন্তু নিজের সহিষ্ণুতার খাতিরে তাকে সহ্য করেন, নিজের অক্ষমতার ফলে নয়, বশীভূত বস্তুর মতই তাকে সহ্য করেন। কেননা দিয়াবলই ছিল প্রভুর সেই আদিকর্ম যা বিদ্রূপের বস্তু হল (৭), কিন্তু প্রভু দ্বারা নয়, কেননা তেমন কাজ তাঁকে মানাত না, কিন্তু যাঁদের তিনি গড়েছিলেন, সেই স্বর্গদূতদের দ্বারাই দিয়াবল বিদ্রূপের বস্তু হয়েছিল। অথচ তিনি দু'টো উদ্দেশ্যে তাকে বাঁচতে দিয়েছিলেন, তথা, সে যেন নিজের পরাজয়ের অবমাননা আরও বেশি অনুভব করে, ও মানবজাতি যেন জয়মালায় ভূষিত হতে পারে।

আহা, ঈশ্বরের কেমন প্রজ্ঞাময় যত্ন, যা কুসংকল্পকে বিশ্বস্তজনের পরিত্রাণের মাধ্যম করে তোলে। কেননা তিনি যেমন যোসেফের ভাইদের অভ্রাতৃসুলভ সঙ্কল্পকে নিজের পরিকল্পনা সিদ্ধ করার জন্য ব্যবহার করলেন, ও তাদের ঘৃণাত্মক মনোভাবে নিজেদের ভাইকে বিক্রি করতে দিলেও এমন সুযোগ নিলেন, তিনি যাঁকে রাজা করতে ইচ্ছা করছিলেন, তিনি যেন তাঁকে রাজ-অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, তেমনি তিনি দিয়াবলকে সংগ্রাম করতে দিলেন, যারা জয় করবে তারা যেন মাল্যভূষিত হতে পারে, এবং আমাদের জয় অর্জিত হলে সেই দিয়াবল যেন তার চেয়ে দুর্বলদের দ্বারা পরাজিত হওয়ায় আরও বেশি অপমানে পরিবৃত হতে পারে, ও যে একসময় মহাদূত ছিল তাকে পরাভূত করায় মানুষ যেন মহা সম্মানের পাত্র হতে পারে।

৫। সেই সর্বশক্তিমান ন্যায়বিচারক

সুতরাং, ঈশ্বরের প্রতাপ থেকে বাদ পড়া বলতে কিছুই নেই; বস্তুত শাস্ত্র তাঁর বিষয়ে বলে, *সবকিছুই তোমার সেবায় রত* [৮]। হ্যাঁ, সবকিছু তাঁর সেবায় রত, কিন্তু সেই সবকিছুর অতীতে রয়েছে তাঁর একমাত্র পুত্র ও তাঁর পবিত্র আত্মা; ও যা কিছু তাঁর সেবায় রত, তা সেই একমাত্র পুত্র দ্বারা ও পবিত্র আত্মায় প্রভুর সেবায় রত থাকবে।

সুতরাং, ঈশ্বর সবকিছুর উপর প্রভুত্ব করেন, ও তাঁর সহিষ্ণুতা খুনী ও অপকর্মা ও দুশ্চরিত্রদেরও সহ্য করে, কেননা তিনি সকলকে প্রতিদান দেবার জন্য একটা কাল নিরূপণ করেছেন, যাতে করে যারা দৈনিক সতর্কবাণী পাওয়া সত্ত্বেও অন্তরে মনপরিবর্তন করার জন্য কোন পদক্ষেপ নেয়নি, তারা যেন গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হয়।

যে রাজারা পৃথিবীতে রাজত্ব করেন তাঁরা মানুষদেরই রাজা, তথাপি তাঁদের প্রতাপ ঊর্ধ্ব থেকেই আগত; আর সেই নেবুখাদ্নেজার একদিন এটির অভিজ্ঞতা করেছিলেন যখন বলেছিলেন, *কারণ তাঁর রাজত্ব চিরকালীন রাজত্ব ও তাঁর প্রতাপ যুগযুগস্থায়ী* [৯]।

৬। ধন সম্পর্কে (১)

কেউ না কেউ যেমনটা ভাবে, সেই অনুসারে ধন, সোনা ও রুপো যে দিয়াবলের বিষয়, তা নয়।

লেখা রয়েছে, *গোটা জগতের ধন বিশ্বাসীর জন্য* [১০], কিন্তু অবিশ্বাসীর জন্য একটা পয়সাও নেই। আর আসলে দিয়াবলের চেয়ে আরও বেশি অবিশ্বাসী বলতে কিছুই নেই, ও ঈশ্বর নবীর মাধ্যমে স্পষ্টই বলেন, *সোনাও আমারই, রুপোও আমারই, আর আমি যাকে ইচ্ছে তাকে দেব* [১১]। তুমি শুধু তা সদ্ব্যবহার করবে, তা অনিষ্টই যেন বিসর্জন দেবে না, কিন্তু যা ভাল তা তুমি যখন অপব্যবহার কর, তখন নিজের ব্যবস্থা নিন্দা করতে অনিচ্ছুক হয়ে তুমি অভক্তিভরে স্রষ্টার উপরেই এর দোষ আরোপ কর।

এমনকি মানুষ টাকা-পয়সা দ্বারাও ধর্মময়তার পাত্র হতে পারে, যেমনটা প্রভু বলেন, *আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে* [১২], অবশ্যই সেই খাদ্য কেনার জন্য টাকা-পয়সা দরকার হয়েছিল; *আমি বস্ত্রহীন ছিলাম আর তোমরা আমাকে পোশাক পরিয়েছিলে*, অবশ্যই সেই পোশাক কেনার জন্যও টাকা-পয়সা দরকার

হয়েছিল। তুমি কি একথা শুনতে ইচ্ছা কর যে, ধন ঈশ্বরের রাজ্যের দরজা হয়ে উঠতে পারে? তিনি বলেন, *তোমার যা যা আছে তা বিক্রি করে গরিবদের দাও, তাতে স্বর্গে ধন পাবে* [১৩]।

৭। ধন সম্পর্কে (২)

যা কিছু বলেছি, তা সেই ভ্রান্তমতপন্থীদের জন্য বলেছি যারা সম্পদ, টাকা-পয়সা ও মানবদেহকে অভিশাপের বস্তু জ্ঞান করে।

আমি তো চাই না তুমি ধনের দাস হবে, কিন্তু এও চাই না যে, ঈশ্বর যা উপকারিতার জন্য তোমাকে দিয়েছেন, তা তুমি শত্রু বলে গণ্য করবে। তাই তুমি কখনও একথা বলবে না যে ধন দিয়াবলেরই বিষয়, কেননা যদিও সে বলে, আমি তোমাকে এসবকিছু দেব কারণ সবকিছু *আমার হাতে সঁপে দেওয়া হয়েছে* [১৪], তবু একজন তার সেই দাবি প্রত্যাখ্যানও করতে পারে; কেননা সেই মিথ্যাবাদীকে বিশ্বাস করতে আমরা তো বাধ্য নই। অথচ কি জানি, এমনটা হতে পারে, প্রভুর উপস্থিতির জোরে বাধ্য হয়েই সে সত্যকথা বলেছে, কেননা সে তো বলেনি 'আমি তোমাকে এসবকিছু দেব' কারণ সবকিছু আমার, কিন্তু সে বলেছিল, 'কারণ সবকিছু আমার হাতে সঁপে দেওয়া হয়েছে'। সুতরাং দিয়াবল সেই সবকিছুর উপরে প্রভুত্ব কেড়ে নেয়নি, কিন্তু স্বীকার করেছিল সেই সবকিছু তারই হাতে সঁপে দেওয়া হয়েছিল, ও সময়মত সেই সবকিছুর ব্যবস্থা করতেও তাকে দেওয়া হয়েছিল। এক্ষেত্রে ব্যাখ্যাতারা সময়মত পরীক্ষা করবে, তার সেই দাবি মিথ্যা কি সত্য।

৮। সেই সর্বশক্তিমানের গৌরব হোক

সুতরাং, ঈশ্বর যিনি তিনি এক, তিনি সেই সর্বশক্তিমান পিতা, ভ্রান্তমতপন্থীরা যাঁর নিন্দা করার দুঃসাহস করেছে। হ্যাঁ, *খেরুবদের উপরে আসীন যিনি* [১৫], সেনাবাহিনীর সেই প্রভুর নিন্দা করার দুঃসাহস করেছে; তারা 'আদোনাই' প্রভুর নিন্দা করার দুঃসাহস করেছে; নবীদের ওষ্ঠে যিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, তারা তাঁরই নিন্দা করার দুঃসাহস করেছে। কিন্তু আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের পিতা যিনি, তুমি সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপাসনা করবে। বহু-ঈশ্বরবাদের ভুল থেকে দূরে পালাও, সমস্ত ভ্রান্তমত থেকেও দূরে

পালাও, ও যোবের মত বল, *আমি সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ডাকব যিনি মহা মহা কাজ ও বোধের অতীত কাজ সাধন করেন, যিনি গৌরবময়, গণনার অতীত আশ্চর্য কর্মকীর্তির সাধক* [১৬], এবং তাঁর সঙ্গে অবশেষে বল, *সেই সবকিছুর জন্য সেই সর্বশক্তিমান সম্মানিত হোন* [১৭], যাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

---

(১) যেরে ৩৯:১৮, ১৯ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(২) সাধু সিরিল ও সেকালের খ্রিষ্টমণ্ডলীর অন্যান্য লেখকগণ স্বীকার করতেন, সকল ধর্ম ও মতবাদ এমন 'একজনকে' সমর্থন করে যিনি সর্বশক্তিমান বা 'সর্বনিয়ন্তা', কেননা, তাঁদের মতে, আগারের বা কেটুরার (আদি ২৫:১-৬ দ্রঃ) মধ্য দিয়ে পৌত্তলিকেরাও আব্রাহামের বংশধর হওয়ায় আব্রাহামের উত্তরাধিকারী।

(৩) সাম ৩৬:৬।

(৪) সাম ১৩৯:৮।

(৫) মথি ১০:২৮।

(৬) মথি ১২:২৯।

(৭) যোব ৪০:১৪ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(৮) সাম ১১৯:৯১।

(৯) দা ৪:৩১।

(১০) প্রবচন ১৭:৬ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(১১) হগয় ২:৮।

(১২) মথি ২৫:৩৫-৩৬।

(১৩) মথি ১৯:২১।

(১৪) লুক ৪:৬।

(১৫) ইশা ৩৭:১৬।

(১৬) যোব ৫:৯।

(১৭) যোব ৩৬:২২ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

আলোপ্রত্যাশীদের ৯ম ধর্মশিক্ষা

যা যেরুশালেমে তাৎক্ষণিক ভাবে পরিবেশিত

- স্রষ্টা ঈশ্বর -

পূর্ববর্তী ধর্মশিক্ষাগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে সাধু সিরিল এই ধর্মশিক্ষায় বাইবেল-ভিত্তিক পদ্ধতির মাধ্যমে স্রষ্টা ঈশ্বরের সেই প্রতাপ ব্যাখ্যা করেন যা মানব ধারণার অতীত।

এ কে, যে আমার কাছ থেকে নিজের সঙ্কল্প আচ্ছন্ন রাখে, নিজের কথা মনে মনে রক্ষা করে, ও এমনটা ভাবছে, সে আমা থেকে নিজেকে লুকোবে?, ইত্যাদি [১], যোবের এই পাঠের পরে, 'স্বর্গমর্ত, দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছুর নির্মাতা' সূত্র সম্পর্কে, যেরুশালেমে তাৎক্ষণিক ভাবে পরিবেশিত ধর্মশিক্ষা।

১। ঈশ্বরকে দেখা সম্ভব নয়

মাংসগত চোখ দিয়ে ঈশ্বরকে দর্শন করা সম্ভব নয়, কেননা যা দেহবিহীন তা দেহগত দৃষ্টির অধীন হতে পারে না; আর সেই একমাত্র জনিত ঈশ্বরপুত্র নিজেই এ বলে তা স্বীকার করেছিলেন, *ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি* [২], কেননা এজেকিয়েলে যা লেখা রয়েছে, সেই অনুসারে যদিও কেউ কেউ বলে, এজেকিয়েল তাঁকে দেখেছিলেন, তবু শাস্ত্র কী বলে? তিনি কেবল *প্রভুর গৌরবের সাদৃশ্য* [৩] দেখেছিলেন, প্রকৃত গৌরব যা, তাও তিনি দেখেননি। আর যখন তিনি কেবল গৌরবের সাদৃশ্য দেখেছিলেন কিন্তু প্রকৃত গৌরব দেখেননি, তখন তিনি ভয়েতে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়েছিলেন।

সুতরাং, যখন গৌরবের সাদৃশ্য নবীদের উপর ভয় ও মনে কষ্ট সঞ্চার করেছিল, তখন যে কেউ স্বয়ং ঈশ্বরকে দর্শন করতে চেষ্টা করবে সে অবশ্যই জীবন হারাবে, কেননা লেখা আছে, *কোনও মানুষ আমাকে দেখলে জীবিত থাকতে পারে না* [৪]। এলক্ষ্যেই প্রভু আপন মহাস্নেহে নিজের প্রকৃত ঈশ্বরত্বের পরদা হিসাবে আকাশমণ্ডল বিছিয়ে দিয়েছেন, যাতে আমাদের না মরতে হয়। কথাটা আমার নয়, নবীরই কথা, তুমি

যদি আকাশমণ্ডল বিদীর্ণ করতে, তবে তোমাকে দেখে পর্বতমালা কম্পিত হত ও গলে যেত (৫)।

এবং এজেকিয়েল যে সেই গৌরবের সাদৃশ্য দেখে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়েছিলেন, তাতে তুমি বিস্মিত হচ্ছ কেন? গাব্রিয়েল ঈশ্বরের একটা সেবক মাত্র, কিন্তু দানিয়েল তাঁকে দেখে সাথে সাথে মনে কাঁপতে লাগলেন ও উপুড় হয়ে পড়েলেন ও নবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে উত্তর দিতে ততক্ষণ সাহস করেননি যতক্ষণ গাব্রিয়েল মানবপুত্রের সাদৃশ্যে নিজেকে পরিণত করলেন (৬)। তাই যখন গাব্রিয়েলের আবির্ভাব নবীতে এমন ভয় সঞ্চার করত যার জন্য নবী কাঁপতেন, তখন ঈশ্বর যেরূপে আছেন যদি তাঁরা সেইরূপে তাঁকে দেখতেন তাহলে তাঁরা কি মরতেন না?

২। সৃষ্টির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে দর্শন

সুতরাং, মাংসময় চোখ দিয়ে ঐশস্বরূপ দেখা সম্ভব নয়, কিন্তু তাঁর ঐশ্বরিক কর্মক্রিয়া থেকে তাঁর প্রতাপের কিছুটা ধারণা অর্জন করা সম্ভব; এবিষয়ে শলোমন বলেন, *সৃষ্টবস্তুগুলোর মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে সাদৃশ্যের পথ ধরে তাঁরই দর্শন পাওয়া যায়, সেগুলোকে যিনি রচনা করলেন* (৭)। তিনি এমনটা বলেননি যে, সৃষ্টি থেকে স্রষ্টার দর্শন পাওয়া যায়, বরং “সাদৃশ্যের পথ ধরে” বচনটা যোগ করলেন। কেননা ঈশ্বরকে প্রতিটি মানুষের কাছে ততখানি মহান দেখায়, যতখানি মানুষ মনশ্চক্ষুতেই সৃষ্টির সংদর্শন করে; আর যখন তার মন মহত্তর সংদর্শনে উন্নীত হয়, তখন সে ঈশ্বর সম্পর্কেও মহত্তর ধারণা অর্জন করে।

৩। ঈশ্বর ধারণার অতীত

ঈশ্বরের স্বরূপ ধারণা করা যে সম্ভব নয়, তুমি কি সেবিষয়ে কিছুটা জানতে ইচ্ছা কর? সেই তিনটে বালক অগ্নিকুণ্ডে ঈশ্বরের প্রশংসাগান করতে করতে বলেন, *ধন্য তুমি, খেরুবদের উপরে আসীন হয়ে তুমি যে সাগরতল তলিয়ে দেখ* (৮)। আমাকে বল খেরুবদের স্বরূপ কী, পরে তাঁদের উপরে আসীন যিনি তাঁকে লক্ষ কর। নবী এজেকিয়েলও নিজের সাধ্যমত তাঁদের একটা বর্ণনা দিয়ে বলেছিলেন, *এক একটার চারটে করে মুখ আছে, একটার মুখ মানুষের, অন্য একটার মুখ সিংহের, অন্যা একটার*

মুখ ঈগলের ও অন্য একটার মুখ বৃষের [৯], এবং এক একটার ছ'টা করে পাখা আছে, তাদের সবদিকে চোখ আছে, ও এক একটার নিচে চারমুখী একটা করে চাকা রয়েছে। তবু নবী বর্ণনা দিলেও আমরা তা পড়েও বুঝে উঠতে পারি না।

আর যা বিষয়ে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যখন আমরা সেই সিংহাসনটা বুঝতে পারি না, তখন আসনের উপরে আসীন যিনি, আমরা কেমন করে সেই অদৃশ্যমান ও অনির্বচনীয় ঈশ্বরকে ধারণা করতে পারব? অতএব, ঈশ্বরের স্বরূপ তলিয়ে দেখা সম্ভব নয়, কিন্তু তাঁর দৃশ্যগত কর্মকীর্তির জন্য তাঁর গৌরবকীর্তন করা, তা আমাদের পক্ষে সম্ভব বটে।

৪। বিশ্বাস-সূত্রে স্রষ্টাকে স্বীকারোক্তি

আমি তোমাদের এসব কিছু বলছি কারণ বিশ্বাস-সূত্রকে সূত্র সূত্র করে ধারাবাহিক ভাবে পালন করছি; আপাতত আমরা 'এক-ঈশ্বরে, স্বর্গমর্ত, দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছুর নির্মাতা সেই সর্বশক্তিমান পিতায় বিশ্বাস করি' সূত্রটা ব্যাখ্যা করে এসেছি যাতে মনে রাখতে পারি যে, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের পিতা যিনি, সেই তিনি ও স্বর্গমর্তের সেই নির্মাতা এক; এজন্যও সূত্রটা ব্যাখ্যা করছি, যাতে সেই ভক্তিহীন ভ্রান্তমতপন্থীদের ভ্রষ্ট পথের বিষয়ে নিজেদের রক্ষা করি যারা এ গোটা জগতের সর্বপ্রজ্ঞাময় স্রষ্টা সম্পর্কে বাজে কথা বলতে দুঃসাহস করেছে; তারা এমন মানুষ যারা মাংসময় চোখে দেখে কিন্তু মনশ্চক্ষুবিহীন।

৫। সেই প্রজ্ঞাবান স্রষ্টা

সেই ভ্রান্তমতপন্থীরা কোন্ ভিত্তিতেই বা ঈশ্বরের সেই উদার সৃষ্টির উপর দোষারোপ করে? আকাশমণ্ডলের উত্তল পরদা সংদর্শন করে তাদের পক্ষে বিস্ময়মগ্ন হওয়াই উচিত হত।

যিনি আকাশকে গুম্বজের মত উত্তোলন করলেন, জলের তরলপদার্থ থেকে আকাশের শক্ত সত্তা গঠন করলেন, তাঁর উপাসনা করাই উচিত হত। কেননা ঈশ্বর বলেছিলেন, *জলরাশি দু'ভাগে পৃথক করার জন্য জলরাশির মাঝখানে একটা ফাঁপা শক্ত পরদা হোক* [১০]। ঈশ্বর একবার চিরকালের মতই কথা বললেন, আর সেই সবকিছু

দৃঢ়সংবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়, পড়ে না। আকাশমণ্ডল তো জল, আর সেটার মধ্যে যত জ্যোতিষ্ক রয়েছে, সেই সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজি স্বরূপে আগুন। কিন্তু কেমন করে আগুনের সেই জ্যোতিষ্করাজি নিজ নিজ কক্ষপথ জলে পালন করে? কিন্তু, আগুন ও জল যে বিপরীত স্বরূপের জিনিস, এ নিয়ে কেউ যদি তর্কাতর্কি উত্থাপন করে, তাহলে সে সেই আগুনের কথা মনে রাখুক যা মোশির সময়ে শিলাবৃষ্টির মধ্যে পুড়ছিল [১১]; তবেই সে ঈশ্বরের সর্বপ্রজ্ঞাময় ব্যবস্থা লক্ষ করবে। কেননা, যেহেতু মাটি চাষ করার জন্য জলের দরকার ছিল, সেহেতু তিনি জলরাশির উপরেই আকাশমণ্ডল গড়েছিলেন, যাতে করে, পৃথিবীর নানা দেশের জন্য জলবর্ষণের দরকার হলে আকাশ স্বরূপেই একাজের জন্য প্রস্তুত থাকত।

৬। সূর্য সম্পর্কে

আর কী? যে কেউ সূর্যের দিকে তাকায়, তার গঠন দেখে তার পক্ষে কি বিস্মিত হওয়া উচিত নয়? কেননা আমাদের চোখে সেটাকে ক্ষুদ্রতম একটা বস্তু দেখালেও তবু সেটা মহা প্রতাপের অধিকারী।

সূর্যই পুব থেকে আবির্ভূত হয়ে পশ্চিমের দিকে আলো ছড়িয়ে দেয়; ঊষায় তার উদয় বর্ণনা করতে গিয়ে সামসঙ্গীতের রচয়িতা যখন বলেন, *সে বরের মত বাসর থেকে বেরিয়ে আসে* [১২], তখন, তিনি সূর্যের উজ্জ্বলতা ও সেই পরিমিত অবস্থারই বর্ণনা করছিলেন যখন সূর্য দিনের শুরুতে মানুষের কাছে নিজেকে দৃষ্টিগোচর করে; কেননা যখন সূর্য মধ্যাহ্নে রথে চড়ে তখন আমরা তার জ্বালা থেকে প্রায়ই পালিয়ে যাই; কিন্তু উদয়ের সময়ে বরের মত আবির্ভূত হয়ে সে সকলকে আনন্দিত করে তোলে।

সূর্য নিজের বেলায় কেমন সুব্যবস্থা করে, তাও তুমি লক্ষ কর; আসলে তার সুব্যবস্থা নয়, বরং যিনি নিজের বিধানে সূর্যের দৌড় নির্ধারণ করেন তাঁরই সুব্যবস্থা লক্ষ কর। গ্রীষ্মকালে অনেক উপরে উঠে দিনকে দীর্ঘায়িত করায় সে মানুষকে কাজের জন্য যথেষ্ট সময় দেয়; কিন্তু শীতকালে সে নিজের দৌড় সঙ্কুচিত করে, শীতের কাল দীর্ঘায়িত করার জন্য নয় বটে, কিন্তু এজন্য, রাত দীর্ঘায়িত হলে যেন মানুষ দীর্ঘতর বিশ্রামের ফলে উপকৃত হয়, ভূমির ফলপ্রসূতাও যেন উপকৃত হয়। দিনগুলো কেমন

করে উপযুক্ত সুব্যবস্থা ক্রমে একে অন্যকে সাহায্য করে, তাও লক্ষ কর: দিন গ্রীষ্মকালে বড় হয়, শীতকালে ছোট হয়, কিন্তু বসন্তকালে ও হেমন্তকালে একে অন্যকে সমান সময়কাল মঞ্জুর করে। রাতও একই ব্যবস্থা পালন করে; এক্ষেত্রেও সামসঙ্গীতের রচয়িতা বলেন, *দিন দিনের কাছে সেই কথা ব্যক্ত করে, রাত রাতের কাছে সেই জ্ঞান জ্ঞাত করে* (১৩)। যাদের কান নেই, দিন ও রাত মিলে সেই ভ্রান্তমতপন্থীদের কাছে উদাত্ত কণ্ঠে চিৎকার করে, ও নিজেদের সুবিন্যাসের মাধ্যমে তাদের বলে যে, যিনি এক একটা সৃষ্টবস্তুর জন্য নিজ নিজ সীমা নির্ধারণ করেছেন ও বিশ্বজগতের বিন্যাস নিরূপণ করেছেন, সেই স্রষ্টা ছাড়া অন্য ঈশ্বর নেই।

৭। অন্ধকার সম্পর্কে

যে কেউ বলে, আলোর স্রষ্টা একজন, অন্ধকারের স্রষ্টা আর একজন, আমরা তাদের সহ্য করব না; সে ইশাইয়ার এই বচন মনে রাখুক, *আমি সেই ঈশ্বর যিনি আলো গড়ে তুলি ও অন্ধকার সৃষ্টি করি* (১৪)।

মানুষ , কেন তুমি এসবকিছুতে বিরক্ত হও? বিশ্রামের জন্য যে কাল তোমাকে দেওয়া হয়, এতে তুমি কেন ভ্রূক্ষেপ করছ? অন্ধকার দরকারী আরাম না দিলে তবে একটা দাস নিজের মনিবের কাছ থেকে কিছুতেই বিশ্রাম পেত না। দিনমানে নিজেদের পরিশ্রান্ত করার পর আমরা কতবারই না রাতে আরাম পাই! আর গতকাল পরিশ্রমের ফলে যে শ্রান্ত ছিল, সেও কতবারই না রাতের বিশ্রামের ফলে সকালে তেজী হয়ে জেগে ওঠে!

কিন্তু প্রজ্ঞা অর্জনের জন্যও রাতের চেয়ে উপকারী আর কিবা আছে? সেসময় আমরা প্রায়ই ঈশ্বরের বিষয়াদি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরি; সেসময় ঐশবাণী পড়ি ও সেবিষয়ের সংদর্শন করি। আর আমাদের মন কোন্ সময়েই বা সামসঙ্গীত গানের জন্য ও প্রার্থনা নিবেদনের জন্য অধিক নিবিষ্ট থাকে? রাতে, তাই না? আর কোন্ সময়েই বা আমরা সাধারণত আমাদের পাপকর্ম মনে আনি? রাতে, তাই না? সুতরাং, অন্য এক ঈশ্বর আছেন যিনি অন্ধকারের নির্মাতা, তেমন কুচিন্তা মেনে নেব না, কেননা অভিজ্ঞতাই দেখায় যে, অন্ধকারও ভাল ও উপকারী।

৮। বিশ্বজগৎ

ভ্রান্তমতপন্থীদের উচিত, সূর্য ও চন্দ্রের সুব্যবস্থার জন্য শুধু নয়, তারকারাজির সুবিন্যাসের জন্য, তাদের বাধাবিহীন কক্ষপথের জন্য, ও নিজ নিজ কাল অনুসারে ঋতুর উদয়ের জন্যও বিস্ময় ও শ্রদ্ধা বোধ করা। এতেও তাদের বিস্মিত হওয়া উচিত, যেমন, একটা ঋতু হল গ্রীষ্মকালের চিহ্ন, অন্য একটা শীতকালের চিহ্ন; একটা বীজ বোনার ঋতু, অন্যটা নৌভ্রমণ শুরু করার ঋতু। আর যে মনুষ জাহাজে বসে সীমাহীন ঢেউয়ের মধ্যে চলাচল করে, সে তারানক্ষত্রের দিকে তাকিয়েই হাল দ্বারা জাহাজ সঠিক দিকের দিকে চালনা করে। এসমস্ত 'বাতি' সম্পর্কে শাস্ত্র বলে, *সেগুলি ঋতু, দিন ও বছর নির্দেশ করুক* [১৫]; শাস্ত্র অনুসারে সেই বাতিগুলো জ্যোতিষী ও গণকদের গুজবের জন্য সৃষ্ট হয়নি।

লক্ষ কর ঈশ্বর কেমন মঙ্গলময়তার সঙ্গে দিনের আলো ক্রমবর্ধমান প্রক্রিয়া অনুসারে মঞ্জুর করেছেন, কেননা আমরা সূর্যকে হঠাৎ করে উদীত অবস্থায় দেখি না, বরং আগে অল্প অল্প আলো আসে, যেন চোখের মণি ক্রমবর্ধমান চর্চার মাধ্যমে তীব্রতর রশ্মির দিকে তাকাতে পারে; এও লক্ষ কর, কেমন করে তিনি রাতের অন্ধকার চাঁদের রশ্মিতে প্রশমিত করলেন।

৯। জল সম্পর্কে

বৃষ্টির পিতা কে? ও শিশিরবিন্দুর জন্মদাতা কে? [১৬]। কেই বা হাওয়া মেঘের মধ্যে ঘনীভূত করলেন ও সেগুলোকে বৃষ্টির বিন্দু বহন করতে হুকুম দিলেন?

একজন আছেন যিনি এসময় উত্তর থেকে সোনালী মেঘের আবির্ভাব ঘটান [১৭] ও একসময় সেগুলোকে একীরূপ আকারে পরিণত করেন, ও আর একসময় সেগুলোকে বহুমুখী চক্রে ও রূপে রূপান্তরিত করেন। *কে প্রজ্ঞাবলে মেঘের সংখ্যা গুনতে পারে?* [১৮]। যোব পুস্তকে আমরা পড়ি যে, সেই প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিই মাত্র মেঘের বৈচিত্র্য বিচার করতে পারবে, *যে আকাশকে পৃথিবীতে বাঁকিয়েছে, প্রজ্ঞাবলে যে মেঘের সংখ্যা গুনতে পারে,* ও *যার নিচে মেঘ ছিঁড়ে যায় না।* কেননা মেঘলোকে অনেক জল রয়েছে, অথচ মেঘ ছিঁড়ে যায় না, এবং জল নিয়মতই পৃথিবীর উপরে নেমে আসে। *বাতাসকে*

কে বায়ুভাণ্ডার থেকে আনে? এবং আগেও যেমন বলেছি, সেই অনুসারে, *শিশিরবিন্দুর জন্মদাতা কে? বরফ কার গর্ভ থেকে নির্গত হয়েছে?* [১৯]। কেননা পদার্থ হিসাবে তা জলের মত ও তার শক্তি পাথরের মত। এবং একসময় জল পশমের মত তুষার হয়, অন্য সময় *ছাইয়ের মত ছড়িয়ে দেয় জমাট শিশির* [২০], আর এক সময় তা পাথুরে পদার্থে পরিণত হয়, কেননা তিনি জলরাশি নিজের ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করেন। সেই জলের স্বরূপ দেখতে একরূপ, ও তার কর্মফল শক্তিতে বহুবিধ। আঙুরগাছে জল সেই আঙুররস হয় যা *আনন্দিত করে তোলে মানুষের অন্তর*, জলপাইতে এমন তেল হয় যা *উজ্জ্বল করে তার মুখ*, সেই রুটিতে পরিণত হয় যা *সবল করে তার অন্তর* [২১], ও সেইসব ধরনের ফলে পরিণত হয় যা তিনি সৃষ্টি করেছেন।

১০। **উদ্ভিদ ও জন্তু**

এসবকিছুর ফলে কী করা উচিত ছিল? সবকিছুর নির্মাতাকে নিন্দার পাত্র করা, না কি তাঁর উপাসনা করা দরকার ছিল?

এতক্ষণে আমি তাঁর প্রজ্ঞার গুপ্ত কর্মের কথা বলেছি, কিন্তু এখন আমার সঙ্গে সেই বসন্তকে লক্ষ কর: তার সবধরনের ফুল আছে, ও সবগুলো সদৃশ হয়েও তবু আলাদা: গোলাপফুলের গভীর লাল রঙ ও লিলিফুলের শুভ্রতা। কেননা সেগুলো একই বৃষ্টি ও একই ভূমি থেকে উৎপন্ন হয়, কিন্তু কে সেগুলোকে ততখানি আলাদা নির্মাণ করেছেন? সেই সূক্ষ্ম যত্নও লক্ষ কর যার জন্য গাছের একই সত্তা থেকে আশ্রয় দেবার জন্য একটা অংশ আছে, ও নানাবিধ ফলের জন্য অন্য অংশ আছে; অথচ নির্মাতা এক। একই আঙুরলতা থেকে একটা অংশ পোড়া হবে ও অন্য অংশ শাখায় পরিণত হবে, অন্য অংশ পাতায়, অন্য অংশ প্রশাখা, অন্যা অংশ আঙুরগুচ্ছে। শক্ত ও মোটা সেই গিঁটও লক্ষ কর যা নল-খাগড়াকে চারপাশে ঘেরে, এটাও নির্মাতার কর্ম।

একই ভূমি থেকে উদ্গত হয় সরিসৃপ, বন্যজন্তু ও গবাদি পশু; গাছ ও খাদ্য; সোনা, রুপো, ব্রঞ্জ ও পাথর। জলের একই পদার্থ থেকে উদ্গত হয় মৎস্য ও পাখির জাত, প্রথমটা জলে সাঁতার দেবার জন্য, দ্বিতীয়টা আকাশে উড়ে বেড়াবার জন্য।

১১। সাগর সম্পর্কে

এই যে সাগর—কত বিরাট, কত বিপুল—সেখানে চরে ছোট বড় অসংখ্য প্রাণী (২২)।

সাগরে যত মাছ রয়েছে, সেগুলোর সৌন্দর্য কে বর্ণনা করতে সক্ষম? কে তিমিমাছের মহত্ত্ব ও উভয়চর প্রাণীগুলোর প্রকৃতি, ও সেগুলো কীভাবে স্থলে ও জলাশয়ে বাঁচে এসব বর্ণনা করতে পারে?

কে সাগরের গভীরতা ও পরিব্যাপ্তি, বা তার উত্তাল তরঙ্গের শক্তি বর্ণনা করতে পারে? অথচ সে তো নিজের সীমায় সীমাবদ্ধ থাকে, কারণ তার নির্মাতা বলেছিলেন, *তুমি এপর্যন্ত আসবে, আর নয়; এইখানে তোমার তরঙ্গমালার দর্প চূর্ণ হবে* (২৩)। তাছাড়া সাগর নিজের উপরে চাপা আদেশের শক্তিও স্পষ্টভাবে দেখায়, কেননা এগিয়ে আসার পর সে তীরের উপরে ঢেউয়ের একটা দৃষ্টিগোচর রেখা রাখে। এতে সে দর্শকদের কেমন যেন দেখাচ্ছে যে, না, সে নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করেনি।

১২। পাখি সম্পর্কে

কে পারে আকাশ বাতাসের পাখিদের প্রকৃতি তলিয়ে দেখতে? কোন কোন পাখি গানের সুর বহন করে, অন্যান্য পাখি নানা ধরনের রঙে ডানা রঞ্জিত করে, অন্যান্য পাখি উপরে উড়ে সেইখানে গতিহীন অবস্থায় ভেসে থাকে, যেভাবে বাজপাখি করে থাকে; কেননা ঐশ ব্যবস্থামতই বাজপাখি *ডানা মেলে গতিবিহীন ভাবে দক্ষিণদিকে তাকিয়ে থাকে* (২৪)। কোন্ মানুষ বুঝতে পারে ঈগলপাখি কত উচ্চতে উড়তে পারে? তাই তুমি যখন বুঝতে পার না সবচেয়ে যুক্তিবিহীন পাখি কত উচ্চতে উড়তে পারে, তখন কেমন করে তুমি সবকিছুর নির্মাতাকে উপলব্ধি করতে পার?

১৩। স্থলের জীবজন্তু সম্পর্কে

মানবজাতির মধ্যে কেই বা সকল বন্যজন্তুর নামও বলতে পারে? অথবা, কে পারে এক একটার শরীরতত্ত্ব সূক্ষ্মরূপে ধারণা করতে? আমরা যখন বন্যজন্তুদের নামও জানি না, তখন কেমন করে সেগুলোর নির্মাতাকে ধারণা করব?

ঈশ্বরের আদেশ এককই ছিল, যা অনুসারে, *পৃথিবী নিজ নিজ জাত অনুযায়ী বন্যজন্তু, গবাদি পশু ও সরিসৃপ উৎপন্ন করুক* (২৫), এবং একক পৃথিবী থেকে, একক আদেশ ক্রমে, নানা প্রকৃতির জন্তু উৎপন্ন হল, সেই কোমল মেষ ও সেই মাংসাশী সিংহ, ও যুক্তিবিহীন জন্তুর নানাবিধ বুদ্ধি যা তাদের সাদৃশ্য ক্রমে মানুষদের নানাবিধ স্বভাব অনুযায়ী: শিয়াল চালাক মানুষের স্বভাব দেখায়, সাপ বন্ধুদের বিষাক্ত বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ করে, ঘোড়া রেষাধ্বনি ক'রে হয়ে ওঠে যুবকদের উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর (২৬)।

পিঁপড়ে এজন্যই কর্মী, যাতে অলস ও উদাসীন মানুষকে জাগাতে পারে, কেননা যখন মানুষ যৌবনকাল অলসতায় যাপন করে, তখন সে সেই যুক্তিবিহীন প্রাণী দ্বারা প্রশিক্ষিত হয়, যেভাবে ঐশশাস্ত্র তেমন মানুষকে ভর্ৎসনা করার লক্ষে বলে, *হে অলস! পিঁপড়ের কাছে যাও, তার যত অভ্যাস লক্ষ করে তার চেয়ে প্রজ্ঞাবান হও* (২৭)। তাই পিঁপড়েকে যথাসময় খাদ্য জমাতে দেখে তুমি তার অনুকরণ করে নিজের জন্য আসন্ন যুগের উদ্দেশ্যে সৎকর্মের ফল জমাও।

শাস্ত্র আরও বলে, *মৌমাছির কাছে গিয়ে শেখ সে কেমন পরিশ্রমী* (২৮): সে সবধরনের ফুলের উপর ভেসে ভেসে তোমার উপাকারেই মধু জমায়, যাতে তুমিও পবিত্র শাস্ত্র ব্যাপী বিচরণ করতে করতে নিজের জন্য পরিত্রাণ ধারণ করতে পার, ও তাতে তৃপ্ত হয়ে বলতে পার, *আমার জিহ্বায় কতই না সুস্বাদু তোমার বচন, আমার মুখে তা মধুর চেয়েও সুমধুর* (২৯)।

১৪। নানা পশু সম্পর্কে

তবে সেই নির্মাতা কি অধিক গৌরবের যোগ্য নন? যদিও তুমি সমস্ত বস্তুর প্রকৃতি না জান, তবে যা যা নির্মাণ করা হয়েছে সেই সমস্ত কি হঠাৎ করে অসার হয়ে গেছে? তুমি কি সমস্ত উদ্ভিদের কার্যকারিতা জানতে পার? অথবা, এক একটা প্রাণী থেকে উদ্গত সমস্ত উপকার শিখতে পার? তুমি কি একথা জান যে, বিষাক্ত কেইটে থেকে মানুষের রক্ষার জন্য প্রতিষেধক বের করা হয়েছে? কিন্তু তুমি আমাকে বলবে, "সাপ তো ভয়ঙ্কর"। প্রভুকে ভয় কর, আর সে তোমাকে ক্ষতি করতে পারবে না। 'বিছে কামড়

দেয়'। প্রভুকে ভয় কর, আর সে তোমাকে কামড়াবে না। 'সিংহ রক্তলোলুপ'। প্রভুকে ভয় কর, আর সে, দানিয়েলের সঙ্গে যেমন করেছিল, তেমনি তোমার পাশে শোবে।

কিন্তু পশুদের গুণও সত্যিই বিস্ময়কর: বিছেকে ধর, তার ধারাল হুলেই তার অস্ত্র রয়েছে; অন্যান্য পশুর শক্তি দাঁতে, অন্যান্যগুলো থাবা দিয়ে লড়াই করে, চন্দ্রবোড়ার শক্তি তার দৃষ্টিতে রয়েছে। তাই এই বৈচিত্র্যময় গুণাগুণ থেকে নির্মাতার শক্তি বুঝে নাও।

১৫। মানুষ সম্পর্কে

কি জানি, হয় তো তুমি এসম্পর্কে কিছুই জান না; হয় তো এজন্য যে, তোমার বাইরের যত প্রাণীর সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। তবে এখন নিজেতে প্রবেশ কর, ও তোমার আপন প্রকৃতি থেকে নির্মাতা সম্পর্কে কিছু জানবার চেষ্টা কর।

তোমার দেহ-গঠনে আপত্তিকর কী পাচ্ছ? তুমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ কর, আর তোমার অঙ্গগুলো থেকে কোন অনিষ্ট উৎপন্ন হবে না। আদিতে আদম উলঙ্গ অবস্থায় সেই পরমদেশে হবার সঙ্গে ছিলেন, তিনি নিজের অঙ্গগুলোর কারণেই যে বিতাড়িত হওয়ার যোগ্য হলেন তা নয়। সুতরাং অঙ্গগুলো পাপের কারণ নয়, কিন্তু তারাই পাপের কারণ যারা নিজেদের অঙ্গগুলো অপব্যবহার করে।

অঙ্গগুলোর স্রষ্টা প্রজ্ঞাবান: সন্তান-প্রজননের উদ্দেশ্যে কে গর্ভের অন্তঃস্থল প্রস্তুত করেছেন? কে নিষ্প্রাণ ভ্রূণের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করেছে? *কে তোমাকে চামড়া ও মাংসে পরিবৃত করেছে, ও হাড় ও শিরা দিয়ে তোমাকে বুনেছে* [৩০], ও শিশুটা জন্ম নেওয়া মাত্রই মাতৃস্তনে দুধের উৎস ব্যবস্থা করেছে? শিশুটা কেমন করে যৌবনে ও তারপরে মানুষে বেড়ে ওঠে, ও একই হয়ে থেকে বৃদ্ধ বয়সের মানুষে পৌঁছে যায়, অথচ দিনে দিনে তার যে সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটে, কেন কেউই তা লক্ষ করে না?

খাদ্য সম্পর্কে, কেমন করে এক ভাগ রক্ত হয়, ও আর এক ভাগ মলমূত্রের জন্য পৃথক করে রাখা হয়, ও আর এক ভাগ মাংসে পরিণত হয়? হৃদপিণ্ডকে কে সেই অবিরাম গতি দেয়? কে চোখের কোমলতাকে ভ্রূ-বেষ্টনি দ্বারা এত প্রজ্ঞাময় ভাবে রক্ষা করেছে? চোখের বৈচিত্র্যময় ও অপরূপ গঠন সম্পর্কে চিকিৎসকদের বড় বড় পুস্তকও

যথেষ্ট ব্যাখ্যা প্রায়ই উপস্থাপন করে না। কে একক স্বাস গোটা দেহের মধ্যে বণ্টন করে? মানুষ, সেই প্রজ্ঞাবান স্রষ্টাকে দেখ!

১৬। তাঁর আপন সৃষ্টকর্মে স্রষ্টাকে উপাসনা কর্তব্য

আমাদের এ উপদেশে এ সমস্ত বিষয় বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করে এসেছি; বহু বহু ও অগণন অন্য বিষয়ও কিন্তু বাতিল করেছি, বিশেষভাবে অশরীরী ও অদৃশ্য বস্তুর বিষয়ই এলক্ষ্যেই বাতিল করেছি, যাতে তুমি তাদের ঘৃণা করতে পার যারা প্রজ্ঞাবান ও উত্তম নির্মাতার নিন্দা করে।

যা কিছু বলা হয়েছে বা পাঠ করে শোনানো হয়েছে, ও যা কিছু তুমি নিজে আবিষ্কার করতে বা ধারণা করতে পার, তা থেকে *সৃষ্টবস্তুগুলোর মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে সাদৃশ্যের পথ ধরে তুমি তাঁরই দর্শন পেয়েছ, সেগুলিকে যিনি রচনা করলেন* (৩১)। এখন বিশ্বনির্মাতার সামনে, অর্থাৎ দৃশ্য-অদৃশ্য যত ইন্দ্রিয়গোচর ও ধারণা সাপেক্ষ বিশ্বের নির্মাতার সামনে, ভক্তিভরে জানু পাত করে তুমি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ মনোভাবে ও ধন্যবাদে ভরা জিহ্বায়, ক্লান্তিবিহীন ওষ্ঠে ও হৃদয়ে এ বলে ঈশ্বরের প্রশংসাবাদ কর, *হে প্রভু, কী অগণন তোমার কর্মকীর্তি! প্রজ্ঞার সঙ্গেই নির্মাণ করেছ এ সবকিছু* (৩২)। কেননা সম্মান, গৌরব ও মহিমা তোমারই, এখন ও যুগে যুগে চিরকাল। আমেন।

---

(১) যোব ৩৮:২-৩ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(২) যোহন ১:১৮।

(৩) এজে ১:২৮।

(৪) যাত্রা ৩৩:২০।

(৫) ইশা ৬৩:১৯ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(৬) দা ১০:১৫-১৬ দ্রঃ।

(৭) প্রজ্ঞা ১৩:৫।

(৮) দা ৩:৫৫।

(৯) এজে ১:১০ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(১০) আদি ১:৬।

(১১) যাত্রা ৯:২৩ দ্রঃ।

(১২) সাম ১৯:৬।

(১৩) সাম ১৯:৩।

(১৪) ইশা ৪৫:৭।

(১৫) আদি ১:১৪।

(১৬) যোব ৩৮:২৮ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(১৭) যোব ৩৭:২২ দ্রঃ।

(১৮) যোব ৩৮:৩৭।

(১৯) যোব ৩৮:২৯।

(২০) সাম ১৪৭:১৬।

(২১) সাম ১০৪:১৫।

(২২) সাম ১০৪:২৫।

(২৩) যোব ৩৮:১১।

(২৪) যোব ৩৯:২৬।

(২৫) আদি ১:২৪।

(২৬) যেরে ৫:৮ দ্রঃ।

(২৭) প্রবচন ৬:৬।

(২৮) প্রবচন ৬:৮।

(২৯) সাম ১১৯:১০৩।

(৩০) যোব ১০:১১।

(৩১) প্রজ্ঞা ১৩:৫।

(৩২) সাম ১০৪:২৪।

আলোপ্রত্যাশীদের ১০ম ধর্মশিক্ষা

-এক-প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্ট -

এই ধর্মশিক্ষায় সাধু সিরিল বিশ্বাস-সূত্রের দ্বিতীয় সূত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যিশুর নানা নাম বিশ্লেষণ করেন। তিনি বিশেষভাবে 'যিশু' ও 'খ্রিষ্ট' নাম দু'টোর উপর জোর দেন। তাঁর ব্যাখ্যা অনুসারে 'যিশু' নামের অর্থ হলো চিকিৎসক, কেননা তিনি সমস্ত মানব দুর্বলতা সারাবার জন্য চিকিৎসক হিসাবেই পিতা দ্বারা প্রেরিত হয়েছিলেন। 'খ্রিষ্ট' নামের অর্থ হলো তৈলাভিষিক্তজন, কেননা তিনি এমর্তে যাজক ও বিশ্বরাজ হবার জন্য অনাদিকাল থেকেই তৈলাভিষিক্ত হয়েছিলেন।

কেননা স্বর্গে বা পৃথিবীতে যাদের দেবতা বলা হয়, এমন কতগুলি যদিও থাকে, তবু আমাদের জন্য একমাত্র ঈশ্বর আছেন, তিনি সেই পিতা যাঁর থেকে সমস্ত কিছুই হয়, ও আমরা যাঁরই জন্য; এবং একমাত্র প্রভু আছেন, তিনি সেই যিশু খ্রিষ্ট, যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্ট, এবং যাঁরই দ্বারা আমরাও জীবিত, ইত্যাদি (১), করিন্থীয়দের কাছে ১ম পত্রের এই পাঠের পরে, 'এক-প্রভুতে সেই যিশু খ্রিষ্টে' সূত্র সম্পর্কে, যেরুশালেমে তাৎক্ষণিক ভাবে পরিবেশিত ধর্মশিক্ষা।

১। পিতার একমাত্র জনিত পুত্র

যাদের 'এক-ঈশ্বরে, সেই সর্বশক্তিমান পিতায়' বিশ্বাস করতে শেখানো হয়েছে, তাদের তাঁর একমাত্র জনিত পুত্রেও বিশ্বাস করতে হবে, কেননা, *পুত্রকে যে কেউ অস্বীকার করে, পিতাকেও সে পায়নি* (২)।

যিশু বলেন, *আমিই দরজা: পিতার কাছে কেউই যেতে পারে না, যদি না সে আমার মধ্য দিয়ে যায়* (৩)। কেননা তুমি যদি দরজা অস্বীকার কর, তাহলে পিতাকে জানা তোমার কাছে বন্ধ। *পিতাকে কেউ জানে না সেই পুত্র ছাড়া ও তারাই ছাড়া, যাদের কাছে পুত্র নিজেই তাঁকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন* (৪)। কেননা যিনি প্রকাশ করেন, তাঁকে তুমি যদি অস্বীকার কর, তবে তুমি অজ্ঞতায় থেকে যাবে। এবিষয়ে সুসমাচার স্পষ্টই বলে, *পুত্রের প্রতি যে অবিশ্বাসী, সে অনন্ত জীবন দেখতে পাবে না, কিন্তু তার উপরে ঈশ্বরের ক্রোধ থেকে যাচ্ছে* (৫)।

কেননা পিতা তখনই ক্রোধান্বিত যখন তাঁর একমাত্র জনিত পুত্রকে সম্মান থেকে বঞ্চিত করা হয়। বাস্তবিকই একটা রাজার কাছে এটাই কষ্টকর যে, তাঁর সাধারণ একটা সৈন্যকে অপমান করা হচ্ছে; কিন্তু তাঁর ক্রোধ এতেই আরও অনেক বেশি বেড়ে ওঠে যে, তাঁর কোন সম্ভ্রান্ত বন্ধুকে অপমান করা হচ্ছে। কিন্তু কেউ রাজার একমাত্র জনিত পুত্রকে অবজ্ঞা করলে তবে নিজের একমাত্র জনিত পুত্রের খাতিরে রাজার ক্রোধ কে প্রশমিত করবে?

২। সেই পুত্র সম্মাননীয়

অতএব, যে কেউ ঈশ্বরের প্রতি প্রকৃত ভক্তি দেখাতে ইচ্ছা করে, সে পুত্রকে উপাসনা করুক, নইলে পিতা তার উপাসনাকর্ম গ্রাহ্য করবেন না।

পিতা স্বর্গ থেকে উদাত্ত কণ্ঠে কথা বলেছিলেন, *ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি খুবই প্রসন্ন* [৬]। হ্যাঁ, পিতা ছিলেন খুবই প্রসন্ন; কিন্তু তিনি তোমাতেও প্রসন্ন না হলে তবে তুমি জীবনের অধিকারী নও। তাই সেই যে ইহুদীরা প্ররোচনা করে বলে, 'একমাত্র ঈশ্বর আছেন', তুমি তাদের গোনে তত সহজে চালিত হতে দিয়ো না। কিন্তু তিনি যে একমাত্র ঈশ্বর, এজ্ঞানের সঙ্গে এজ্ঞানও মেনে নাও যে, ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্রও রয়েছেন। আমি যে প্রথম হয়ে একথা বলছি তা নয়, সামসঙ্গীতের রচয়িতা নিজেই পুত্রের হয়ে বলেন, *প্রভু বলেছেন আমায়, তুমি আমার পুত্র* [৭]। তাই ইহুদীরা যা বলে তাতে তুমি কান দেবে না, নবী যা বলেন তা-ই শোন। যারা নবীদের পাথর ছুড়ে মারল ও বধ করল, তারা যে তাঁদের কণ্ঠ অবজ্ঞা করবে তুমি কি তাতে বিস্মিত?

৩। সেই একমাত্র জনিতজনের পরিচয়

তুমি কিন্তু এক-প্রভুতে, ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্র সেই যিশু খ্রিষ্টে বিশ্বাস করবে।

আমরা 'এক-প্রভুতে, সেই যিশু খ্রিষ্টে' বলি যাতে প্রকাশ পায় যে, তাঁর সেই পুত্রত্ব অনন্য। আমরা 'এক' বলি যাতে তুমি অন্যজনের কথা না ভাবতে পার; আমরা 'এক' বলি যাতে তুমি অভক্তিভরে তাঁর কর্মের বহুবিধ নাম বহুবিধ পুত্রেতে বিস্তৃত না কর। বাস্তবিকই তিনি 'দরজা'[৮] বলে অভিহিত, কিন্তু এমন অর্থে নয় যার জন্য তুমি ভাববে,

দরজাটা একটা কাঠের দরজা, বরং তুমি সেই দরজা এমন আধ্যাত্মিক, জীবন্তই দরজা বলে মানবে যা, নিজের মধ্য দিয়ে ঢোকে যারা, তাদের নির্ণয় করতে সক্ষম। তিনি ‘পথ’[৯] বলে অভিহিত, কিন্তু এমন পথ নয় যা দিয়ে মানুষ হাঁটাফেরা করে বরং এমন পথ যা স্বর্গে পিতার কাছে চালিত করে।

তিনি ‘মেষ’[১০] বলে অভিহিত, কিন্তু আমরা যুক্তিক্ষমতা বিহীন জন্তুর কথা ভাবিই না, সেই মেষেরই কথা ভাবি যিনি নিজের মূল্যবান রক্ত দ্বারা জগৎকে তার পাপ থেকে শোধন করেন, সেই মেষ যিনি লোমকাটিয়ের সামনে চালিত হন ও জানেন কখন নীরব থাকা দরকার। এই মেষ ‘মেষপালক’[১১] বলেও অভিহিত, এমন পালক যিনি বলেন, ‘আমিই উত্তম পালক’: তাঁর মনুষ্যত্বের খাতিরেই মেষ, তাঁর ঈশ্বরত্বের ভালবাসার খাতিরেই পালক। আর তুমি কি জান যে, যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন মেষও আছে? ত্রাণকর্তা প্রেরিতদূতকে বলেন, *দেখ, আমি নেকড়ের দলের মধ্যে মেষেরই মত তোমাদের প্রেরণ করছি* [১২]।

কিন্তু তিনি ‘সিংহ’[১৩] বলেও অভিহিত: সেই যে পশু মানুষখেগো সেই অনুসারে নয়, কিন্তু সেই নাম দিয়ে কেমন যেন তাঁর রাজ-মর্যাদা ও তাঁর দৃঢ় ও পূর্ণ শক্তির প্রকৃতি দেখানো হয়। তিনি আমাদের সেই বিরোধী সিংহের বৈপরীত্যেও সিংহ বলে অভিহিত, সেই যে সিংহ গর্জন করে ও তাদের গ্রাস করে যারা প্রতারিত হয়েছে [১৪]। কেননা ত্রাণকর্তা নিজের স্বরূপের কোমলতা পরিবর্তন না করেও যুদা গোষ্ঠীর প্রতাপশালী ‘সিংহ’[১৫] বলে এলেন বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ দেবার জন্য ও সেই বিরোধীকে পায়ে মাড়িয়ে দেবার জন্য। তিনি ‘প্রস্তর’[১৬] বলেও অভিহিত, প্রাণহীন এমন প্রস্তর নয় যা মানুষের হাতে কাটা [১৭], বরং এমন *সংযোগপ্রস্তর যার উপর যে কেউ বিশ্বাস রাখে সে আশাভ্রষ্ট হবে না* [১৮]।

৪। মানবপুত্র

তিনি ‘খ্রিষ্ট’[১৯] বলে অভিহিত, কারণ মানুষের হাত দ্বারা নয়, কিন্তু অনাদিকাল থেকে পিতা দ্বারাই মানবজাতির মঙ্গলার্থে মাহাযাজক পদে তৈলাভিষিক্ত হয়েছেন [২০]।

তাঁকে ‘মৃত’ও [২১] বলা হয়: তিনি যে মৃতসকলের মত পাতালে মৃতদের মধ্যে বসবাস করছেন এজন্য নয়, কিন্তু এই অর্থে যে, *তিনি মৃতদের মধ্যে একমাত্র মুক্ত জন* [২২]।

তিনি ‘মানবপুত্র’[২৩] বলে অভিহিত: তিনি যে আমাদের এক একজনের মত পৃথিবীতে জন্ম নিলেন এজন্য নয়, কিন্তু এজন্য যে, তিনি মেঘের উপর দিয়ে জীবিত ও মৃতদের বিচার করতে আসবেন [২৪]। তিনি ‘প্রভু’[২৫] বলে অভিহিত: মানুষদের মধ্যে যারা তা-ই বলে অভিহিত, তাদের মতো তিনি ও যে অনুচিত ভাবে তা-ই বলে অভিহিত এমন নয়, কারণ তিনি স্বরূপগত ও সনাতন প্রভুত্বের অধিকারী। তিনি উপযুক্ত নামেই ‘যিশু’[২৬] বলে অভিহিত, যেহেতু পরিত্রাণদায়ী ওষুধের অধিকারী বলেই তিনি তেমন নাম পেয়েছেন। তিনি ‘পুত্র’[২৭] বলে অভিহিত: দত্তক দ্বারা পুত্রত্বে উন্নীত বলে নয়, কিন্তু স্বরূপগত ভাবেই তিনি পুত্ররূপে জনিত। আমাদের ত্রাণকর্তার আর কতগুলো নাম রয়েছে বিধায় তুমি যেন না মনে কর যে, তাঁর সেই বহুবিধ নাম বহুবিধ পুত্র বোঝায় সেজন্য, ও যারা বলে, খ্রিষ্ট একজন ও যিশু আর একজন, দরজাও আর একজন ইত্যাদি, সেই ভ্রান্তমতপন্থীদের ভুলভ্রান্তির জন্যও বিশ্বাস আগে থেকেই তোমাকে রক্ষা করার জন্য ‘এক-প্রভুতে, সেই যিশু খ্রিষ্টে’ ঘোষণা করে। কেননা নামগুলো বহু হয়েও সেগুলোর বিষয়বস্তু এক।

৫। ‘এক-প্রভু’

এক একজনের উপকারিতার লক্ষ্যে ত্রাণকর্তা বিবিধ ভাবেই নিজেকে উপস্থিত করেন। যাদের আনন্দ দরকার তাদের জন্য তিনি হন আঙুরলতা [২৮], যাদের প্রবেশ করা দরকার তাদের জন্য হন দরজা [২৯], যাদের প্রার্থনা নিবেদের করা দরকার তাদের জন্য তিনি মধ্যস্থতাকারী মহাযাজক [৩০] বলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। আরও, যাদের পাপ আছে তাদের জন্য তিনি হন মেষ যাতে তিনি তাদের জন্য বলিকৃত হন। স্বরূপের দিক দিয়ে একই হয়ে থেকে *তিনি সকলের কাছে সবকিছু হন* [৩১], কেননা এভাবে একই হয়ে থেকে ও নিজের অপরিবর্তনশীল স্বরূপে পুত্রত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে তিনি উত্তম চিকিৎসক ও সহবেদনশীল শিক্ষাগুরুর মত আমাদের অসুস্থতার জন্য নিজেকে সঁপে দেন।

প্রকৃত প্রভু হওয়ায় তিনি পদোন্নতি দ্বারাই যে প্রভু হলেন তা নয়, কেননা তিনি স্বরূপেই প্রভুত্বের মর্যাদার অধিকারী। তিনি অনুচিত ভাবেই যে আমাদের প্রভু বলে অভিহিত তা নয়, বরং তিনি সত্য অনুসারেই প্রভু বলে বিদ্যমান, কারণ পিতার ইচ্ছা ক্রমে তিনি নিজের কর্মকীর্তির জন্য প্রভু, কেননা আমরা মর্যাদায় আমাদের সমকক্ষ ও সমযন্ত্রণার অধীন মানুষদের উপরে প্রভুত্ব রাখি, এমনকি তারা প্রায়ই আমাদের গুরুজন, এবং যুবা মনিব বৃদ্ধ দাসদের উপর কর্তৃত্ব করে। কিন্তু আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ক্ষেত্রে প্রভুত্বটা তেমন নয়, কেননা তিনি আগে স্রষ্টা, ও পরে প্রভু। হ্যাঁ, তিনি পিতার উচ্ছা ক্রমে আগে সবকিছু নির্মাণ করলেন, পরে নিজের নির্মিত সবকিছুর উপর প্রভুত্ব অর্জন করলেন।

৬। **খ্রিষ্টের পূর্বাস্তিত্ব** (আদি ১:২৬-১৭; ১৯:২৪)

যেমনটা লেখা রয়েছে, খ্রিষ্ট প্রভু *দাউদ-নগরীতে জন্ম নিলেন* (৩২)। যা বলা হয়, তা তুমি যেন শুধু বিশ্বাসের জোরে গ্রহণ না কর বরং পুরাতন নিয়ম থেকে প্রমাণও পেতে পার, তবে খ্রিষ্ট প্রভু যে মনুষ্যত্বধারণ করার আগেও পিতার সঙ্গে ছিলেন, তুমি কি তা জানতে ইচ্ছা কর?

সেই প্রথম পুস্তক তথা আদিপুস্তক ধর: ঈশ্বর বলেন, এসো, আমরা আমার আপন প্রতিমূর্তিতে নয় বরং *আমাদেরই প্রতিমূর্তিতে মানুষ নির্মাণ করি* (৩৩), এবং আদমের সৃষ্টির পরে শাস্ত্র বলে, *ঈশ্বর নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করলেন; ঈশ্বরেরই প্রতিমূর্তিতে তাকে সৃষ্টি করলেন* (৩৪)। তাই শাস্ত্র ঈশ্বরত্বের মর্যাদা কেবল পিতাতে সীমাবদ্ধ না রেখে বরং সেই মর্যাদায় পুত্রকেও অন্তর্ভুক্ত করেছে, যাতে দেখানো হয় যে মানুষ ঈশ্বরের শুধু নয়, আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টেরও নির্মাণকর্ম যিনি নিজেও সত্যকার ঈশ্বর।

পিতার সঙ্গে মিলিত হয়ে কাজ করেন যিনি, এই একই প্রভু সদোমের ক্ষেত্রেও পিতার সঙ্গে কর্মরত ছিলেন, যেইভাবে শাস্ত্র বলে, *প্রভু আকাশ থেকে, প্রভুরই কাছ থেকে, সদোম ও গমোরার উপরে গন্ধক ও আগুন বর্ষণ করলেন* (৩৫)। সেই একই প্রভু পরবর্তীকালে মোশির কাছে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, আর তিনি নিজের দেখার ক্ষমতা

অনুসারে দেখেছিলেন। কেননা আমাদের দুর্বলতার প্রতি দয়ার সঙ্গে সহনশীল হয়ে প্রভু সর্বদাই মঙ্গলময়।

৭। **খ্রিষ্টের পূর্বাস্তিত্ব** (যাত্রা ৩৩:১৩, ১৭, ২০, ২২)

উপরন্তু, তুমি যেন এ জানতে পার যে, মোশির কাছে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন যিনি তিনি ছিলেন সেই খ্রিষ্ট, সেজন্য পলের সাক্ষ্যবাণী শোন, *বাস্তবিকই তাঁরা এমন এক আধ্যাত্মিক শৈল থেকে পান করছিলেন যা তাঁদের পিছু পিছু চলছিল—আর শৈলটা ছিলেন সেই খ্রিষ্ট* (৩৬)। আরও, *বিশ্বাসে মোশি মিশর ছেড়ে চলে গেলেন* (৩৭), এ বচন এমন যা এটার সঙ্গে যোগ করা দরকার, *মিশরের সমস্ত ধন-ঐশ্বর্যের চেয়ে তিনি খ্রিষ্টের দুর্নামকেই মহা ঐশ্বর্য বলে মনে করলেন* (৩৮)। মোশি তাঁকে বলেছিলেন, *আমার কাছে নিজেকে দেখাও*। এতে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে সেইকালে নবীরা খ্রিষ্টকে দেখতে পেয়েছিলেন, অবশ্যই, এক একজনের সক্ষমতা অনুসারে। *আমার কাছে নিজেকে দেখাও যেন জেনেই তোমাকে দেখতে পাই*; কিন্তু তিনি বলেছিলেন, *এমন মানুষ নেই যে আমার মুখমণ্ডল দেখবে ও জীবিত থাকবে* (৩৯)।

অতএব, যেহেতু কোন মানুষ ঈশ্বরত্বের মুখমণ্ডল দেখে জীবিত থাকতে পারে না, সেজন্য তিনি মনুষ্যত্বের মুখমণ্ডল ধারণ করলেন যাতে আমরা তা দেখে জীবিত থাকতে পারি। তথাপি যখন তিনি শিষ্যদের কাছে নিজের মুখমণ্ডলের মর্যাদার একটা ক্ষুদ্রতম অংশও দেখাতে ইচ্ছা করেছিলেন, তখন *তাঁর শ্রীমুখ সূর্যের মত দীপ্তিমান* (৪০) হলেই তাঁরা ভীষণ ভয়ে অভিভূত হয়ে উপুড় হয়ে পড়েছিলেন। তাই তাঁর দৈহিক চেহারা প্রভুর পূর্ণ ঐশ্বরিক প্রতাপ অনুসারে নয়, শিষ্যদের ধারণক্ষমতা অনুসারেই দীপ্তিমান হলে যখন তাঁদের এমন অভিভূত করেছিল যে তাঁরা সেইটুকুও সহ্য করতে পারছিলেন না, তখন কোনও মানুষ কেমন করে ঈশ্বরত্বের মহিমার দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখতে পারবে? সেজন্য প্রভু বলেছিলেন, 'হে মোশি, তুমি মহৎ কিছু বাসনা করছ, আর তোমার বাসনা সিদ্ধতার অতীত হলেও আমি তা সমর্থন করি, ও তোমার জন্য *আমি তেমনটি করব*, কিন্তু তুমি যতটুকু সহ্য করতে পার, ততটুকু। *আমি তোমাকে শৈলের এক ফাটলে রাখব* (৪১), কেননা তুমি ক্ষুদ্র হওয়ায় অল্প জায়গার মধ্যেও থাকতে পার।'

৮। **খ্রিষ্টের পূর্বাস্তিত্ব** (যাত্রা ৩৩:১৯; ৩৪:৫-৯)

আমি এখন যা বলতে যাচ্ছি, তা দ্বারা তোমাকে ইহুদীদের ব্যাপারে সাবধান করতে চাই। বাস্তবিকই, প্রভু যিশু খ্রিষ্ট যে সর্বদাই পিতার সঙ্গে ছিলেন, এবিষয়ে প্রমাণ দেওয়াই আমাদের সঙ্কল্প।

প্রভু মোশিকে বলেছিলেন, *আমি আমার গৌরব নিয়ে তোমার সামনে দিয়ে যাব ও তোমার সামনে প্রভুর নাম ঘোষণা করব* (৪২)। তিনি নিজেই যখন প্রভু, তখন কোন প্রভুকে ঘোষণা করতে যাচ্ছিলেন? তুমি অবশ্য দেখতে পাচ্ছ যে তিনি গুপ্তভাবে পিতা ও পুত্র সংক্রান্ত পবিত্র তত্ত্ব শেখাতে চাচ্ছিলেন। এবং পরবর্তী বচনগুলোতে শাস্ত্র বলে চলে, *এবং প্রভু মেঘে নেমে এসে সেইখানে তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে 'প্রভু' নাম ঘোষণা করলেন। প্রভু তাঁর সামনে দিয়ে যেতে যেতে ঘোষণা করলেন, 'প্রভু, প্রভু, করুণাময় ও দয়াবান; সহিষ্ণুতায় মহান, দয়া ও বিশ্বস্ততায় ধনবান। তিনি সহস্র সহস্র পুরুষ ধরে ধর্মময়তা রক্ষা করেন ও দয়া দেখান; অপরাধ, অন্যায় ও পাপ ক্ষমা করেন* (৪৩)। তারপর পরবর্তী বচনে 'মোশি মাথা নত ক'রে প্রভুর সামনে প্রণিপাত ক'রে (৪৪) পিতাকে এভাবে ডাকলেন: *তবে, প্রভু, আমাদের মাঝখানে থেকে চল* (৪৫)।

৯। **খ্রিষ্টের পূর্বাস্তিত্ব** (সাম ১১০ ও হিব্রু ২:৮)

এটি প্রথম প্রমাণ; এখন স্পষ্ট আর একটা প্রমাণ গ্রহণ করে নাও। *প্রভু আমার প্রভুকে বললেন, আমার ডান পাশেই আসন গ্রহণ কর* (৪৬)।

প্রভু সেকথা একটা দাসকে নয়, তাঁর সেই আপন প্রভুকে বলছেন, যিনি বিশ্বপ্রভু, যিনি তাঁর আপন পুত্র, ও সবকিছু যাঁর বশীভূত করে রেখেছেন। *কিন্তু যখন শাস্ত্রে বলে যে, সবকিছু তাঁর বশীভূত করা হয়েছে, তখন স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, যিনি সমস্ত কিছু তাঁর বশীভুত করেছেন, তিনি ছাড়া বাকি সবকিছু* এবং শাস্ত্র বলে চলে, *যেন স্বয়ং ঈশ্বরই হন সবকিছু, সবারই মধ্যে* (৪৭)। বিশ্বপ্রভু হলেন সেই একমাত্র জনিত পুত্র, পিতার প্রতি বাধ্যই সেই পুত্র যিনি প্রভুত্ব জোর করে দখল করেননি বরং পিতার স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে স্বরূপেই তা গ্রহণ করলেন। কেননা পুত্রও সেই প্রভুত্ব দখল করেননি, পিতাও অনিচ্ছাকৃত ভাবে তা প্রদান করেননি। তিনিই তো বলছেন, *পিতা আমার হাতে সবই তুলে দিয়েছেন* (৪৮), অর্থাৎ, 'আমাকে যে সেই সবকিছু দেওয়া হয়েছে যা পূর্বে আমার

ছিল না তেমন নয়; আর আমি তা উত্তম রূপে রক্ষা করি, কোন কিছু থেকে সেই দাতাকে বঞ্চিত না ক'রে।'

১০। সুসমাচার অনুসারে খ্রিষ্টের পূর্বাস্তিত্ব

ঈশ্বরের পুত্র হলেন সেই একই প্রভু যিনি যুদার বেথলেহেমে জন্ম নিয়েছিলেন, যাঁর বিষয়ে দূত রাখালদের বলেছিলেন, *আমি তোমাদের এই মহা আনন্দের শুভসংবাদ জানাচ্ছি যে, আজ দাউদ-নগরীতে তোমাদের জন্য খ্রিষ্ট প্রভু জন্মেছেন* (৪৯); আর আমরা অন্যত্র পড়ি যে, প্রেরিতদূতদের একজন যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা শান্তির শুভসংবাদ প্রচার করতে গিয়ে তাঁকে *ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে প্রেরিত বাণী ও সকলের প্রভু* (৫০) বলে ডাকলেন। যখন তিনি "সকলের" বলেন, তখন তুমি তাঁর প্রভুত্ব থেকে কিছুই বঞ্চিত করো না; না, দূত, মহাদূত, আধিপত্য, প্রতাপ (৫১) বা প্রেরিতদূতদের উল্লিখিত অন্য সৃষ্টবস্তু (৫২), সবই তাঁর বশীভূত। তিনি যে দূতদের প্রভু, তা তুমি সুসমাচারেই পড়তে পার, *তখন দিয়াবল তাঁর কাছ থেকে চলে গেল, আর দূতেরা এগিয়ে এসে তাঁর সেবা করতে লাগলেন* (৫৩)। শাস্ত্র এমনটা বলে না যে দূতেরা তাঁকে সাহায্য করতে লাগলেন, কিন্তু বলে, 'তাঁর সেবা করতে লাগলেন', অর্থাৎ দাসের মত সেবা করছিলেন। তিনি কুমারী থেকে জন্ম নেওয়ার প্রাক্কালে সেই গাব্রিয়েল (৫৪) তাঁর সেবা করেছিলেন যিনি সেই সেবাকর্ম মর্যাদা বলে গ্রহণ করেছিলেন। মিশরের সেই দেব-দেবী যা মানুষের হাতে গড়া, সেগুলোকে বিনাশ করার জন্য যখন তিনি মিশরে যেতে উদ্যত হচ্ছিলেন, সেসময়ও একটা দূত স্বপ্নে যোসেফকে দেখা দিয়েছিলেন (৫৫)। সেই ক্রুশবিদ্ধজন যখন পুনরুত্থিত হলেন, সেসময়ও বিশ্বাসযোগ্য দাস রূপে একটি দূত সেই নারীদের কাছে শুভসংবাদ দিয়ে বলেছিলেন, *তোমরা শীঘ্রই গিয়ে তাঁর শিষ্যদের বল যে, তিনি পুনরুত্থান করেছেন ও তোমাদের আগে আগে গালিলেয়ায় যাচ্ছেন। দেখ, আমি তোমাদের কথাটা বললাম* (৫৬)। তিনি কেমন যেন বলতেন, 'আমি আমার আদেশ অবহেলা করিনি; আমি এবিষয়ে সাক্ষী যে, যা বলার তোমাদের বলেছি; ফলে তোমরা অবহেলা করলে দোষ আমার নয়, যারা অবহেলা করে তাদেরই হবে।'

অতএব, একমাত্র প্রভু আছেন, তিনি সেই যিশু খ্রিষ্ট, এইমাত্র শোনা পাঠ যাঁর বিষয়ে কথা বলে, *কেননা স্বর্গে বা পৃথিবীতে যাদের দেবতা বলা হয়, এমন কতগুলি*

যদিও থাকে, ইত্যাদি কথা, *তবু আমাদের জন্য একমাত্র ঈশ্বর আছেন, তিনি সেই পিতা যাঁর থেকে সমস্ত কিছু হয়, ও আমরা যাঁরই মধ্যে; এবং একমাত্র প্রভু আছেন, তিনি সেই যিশু খ্রিষ্ট, যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্ট, এবং যাঁরই দ্বারা আমরাও জীবিত* (৫৭)।

১১। মহাযাজক ও ত্রাণকর্তা খ্রিষ্টের পূর্ব দৃষ্টান্ত

সেই যিশু খ্রিষ্ট দু'টো নাম দ্বারা অভিহিত: তিনি যিশু যেহেতু পরিত্রাণ দান করেন; তিনি খ্রিষ্ট যেহেতু মহাযাজক।

একথা জেনে সেই অনুপ্রাণিত মোশি এ নাম দু'টো সবার মধ্য থেকে বেছে নেওয়া ব্যক্তি দু'টোর উপরে আরোপ করেছিলেন: জনগণের পরিচালনায় নিজের উত্তরসূরী আউসেসের নাম পাল্টিয়ে তিনি তাঁকে যিশু নাম দিয়েছিলেন, ও তাঁর নিজের ভাই আরোনকে খ্রিষ্ট নামও যোগ করেছিলেন (৫৮), যাতে বিশিষ্ট সেই দুই ব্যক্তিত্বের দ্বারা তিনি ভাবীকালীন সেই একমাত্র যিশু খ্রিষ্টের মহাযাজকত্ব ও রাজ-অধিকার একাধারে দেখাতে পারতেন।

বাস্তবিকই আরোনের পূর্বপ্রতীক হিসাবে খ্রিষ্ট মহাযাজক হলেন, কেননা তিনি *মহাযাজক হওয়ার গৌরব নিজে নিজের উপর আরোপ করেননি, কিন্তু [তিনিই তা তাঁকে দিলেন] যিনি তাঁকে বলেছিলেন, মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে তুমি চিরকালের মত যাজক* (৫৯)।

এবং নাভের সন্তান যিশু বহু দিক দিয়ে খ্রিষ্টের প্রতীক হয়েছিলেন। কেননা জনগণের পরিচালনা শুরু করতে গিয়ে তিনি যেমন যর্দন থেকে শুরু করেছিলেন (৬০), তেমনি বাপ্তিস্ম নেওয়ার পর খ্রিষ্টও যর্দন থেকে সুসমাচার প্রচার করতে শুরু করেছিলেন (৬১)। নাভের সেই সন্তান উত্তরাধিকার বণ্টন করার জন্য বারোজনকে নিযুক্ত করেছিলেন (৬২), এবং খ্রিষ্ট সত্যের অগ্রদূত হিসাবে সেই বারোজন প্রেরিতদূতকে সমস্ত জগতে প্রেরণ করেছিলেন (৬৩)। বেশ্যা রাহাব বিশ্বাসী হলে প্রতীক-বাহী সেই যিশু তাঁকে ত্রাণ করেছিলেন (৬৪), এবং প্রকৃত যিশু বলেছিলেন, *দেখ, কর-আদায়কারীরা ও বেশ্যারা তোমাদের আগে আগেই ঈশ্বরের রাজ্যের দিকে চলছে* (৬৫)। প্রতীকের সময়ে কেবল এক জয়ধ্বনিতেই যেরিখোর নগরপ্রাচীর খসে পড়েছিল (৬৬), এবং যেহেতু যিশু বলেছিলেন, *এই স্থানের একখানি পাথর অন্য পাথরের উপরে থাকবে না* (৬৭) সেজন্য ইহুদীদের সেই

মন্দির খসে পড়েছে যা আমাদের এস্থানের বিপরীত যায়গায় স্থিত ছিল; যিশুর সেই বাণী যে সেই পতনের কারণ তা নয়, অপরাধীদের পাপকর্মই পতনের প্রকৃত কারণ।

১২। **ইশাইয়া পুস্তকে খ্রিষ্টের পূর্বাস্তিত্ব** (ইশা ৬২:১১; ৪৯:১-২)

একমাত্র প্রভু যিশু খ্রিষ্ট আছেন: এমন অপরূপ নাম নবীদের দ্বারা পরোক্ষভাবে পূর্বঘোষিত হয়েছিল। কেননা নবী ইশাইয়া বলেছিলেন, *দেখ, তোমার ত্রাণকর্তা আসছেন, তাঁর মজুরি আছে তাঁর সঙ্গে* (৬৮)। হিব্রু ভাষায় ‘যিশু’ নামের অর্থ হলো ত্রাণকর্তা। বাস্তবিকই, প্রভুর বিরুদ্ধে ইহুদীদের বধ-মনোভাব আগে থেকে দেখে নবীয় অনুগ্রহদান তাঁর নাম আবৃত করে রাখছিল যাতে তারা আগে থেকে তা স্পষ্টই জানার ফলে সাথে সাথে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র না করতে পারত।

কিন্তু তাঁকে মানুষ দ্বারা নয়, সেই দূত দ্বারাই স্পষ্টভাবেই যিশু বলে সম্বোধন করা হয়েছিল যিনি নিজের অধিকারের বলে নয় কিন্তু ঈশ্বরের প্রভাবেই এসে যোসেফকে বলেছিলেন, *তোমার স্ত্রী মারীয়াকে গ্রহণ করে নিতে ভয় করো না, কেননা তাঁর গর্ভে যা জন্মেছে, তা পবিত্র আত্মার প্রভাবেই হয়েছে,* এবং সাথে সাথে তিনি নামটির কারণ ব্যক্ত করে বলে চলেছিলেন, *কারণ তিনিই নিজ জনগণকে তাদের পাপ থেকে ত্রাণ করবেন* (৬৯)। ব্যাপারটা ভাব: যাঁর জন্ম এখনও হয়নি, কেমন করে তাঁর একটা ‘জনগণ’ থাকবে, যদি না জন্মাবার আগেও তাঁর অস্তিত্ব না থাকত? নবীও তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বলেছিলেন, *মাতৃগর্ভ থেকেই তিনি উল্লেখ করেছেন আমার নাম* (৭০); এর কথার সিদ্ধি স্বরূপ সেই দূত আগে থেকে বলেছিলেন, তাঁর নাম যিশু হবে। এবং হেরোদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কেও তিনি বলেছিলেন: *তিনি নিজের হাতের ছায়ায় আমাকে লুকিয়ে রাখলেন* (৭১)।

১৩। **আরোগ্যদাতা যিশু**

হিব্রু ভাষায় যিশু নামের অর্থ ত্রাণকর্তা, কিন্তু গ্রীক ভাষায় অর্থ হলো আরোগ্যদাতা (৭২)। বাস্তবিকই তিনি অন্ধকে দেহে নিরাময় ক’রে ও মানুষের মন আলোতে চালিত ক’রে, যে স্পষ্টভাবেই খোঁড়া তাকে নিরাময় ক’রে ও পক্ষাঘাতগ্রস্তকে *আর পাপ করো না* ও *তোমার মাদুর তুলে নাও ও হেঁটে চল* (৭৩) বলায় পাপীদের

পদক্ষেপ মনপরিবর্তনের দিকে চালনা ক'রে তিনি আত্মাদের ও শরীরের চিকিৎসকের পরিচয় দিয়েছিলেন। কেননা যেহেতু দেহটা আত্মার পাপের কারণে পক্ষাঘাতগ্রস্ত ছিল, সেজন্য তিনি আগে আত্মাকে নিরাময় করেছিলেন যাতে আরোগ্য দেহতেও প্রসারিত করতে পারতেন।

সুতরাং, যে কেউ পাপের কারণে মনের কষ্টে ভোগে, তার জন্য চিকিৎসক আছেন; আর যে কেউ এখানে অল্প বিশ্বাসী, সে তাঁকে বলুক, *আমার অবিশ্বাসে আমাকে সাহায্য কর* (৭৪)। যে কেউ শারীরিক কষ্টেও ভোগে, সে অবিশ্বাস না করে এগিয়ে আসুক ও স্বীকার করুক, যিশুই সেই খ্রিষ্ট।

১৪। চিরকালীন যাজক বলে তৈলাভিষিক্ত পুত্র সেই খ্রিষ্ট

বাস্তবিকই যিশু যে ছিলেন, ইহুদীরা তা মেনে নেয়, কিন্তু তিনি যে সেই খ্রিষ্টও, তারা তা অস্বীকার করে। এজন্য প্রেরিতদূত বলেন, *যিশু যে সেই খ্রিষ্ট, একথা যে অস্বীকার করে, সে ছাড়া আর মিথ্যাবাদী কে?* (৭৫)। খ্রিষ্ট যে মহাযাজক, প্রেরিতদূত একথারই ইঙ্গিত করছেন: তাঁর যাজকত্ব এমন যা পরম্পরাযোগ্য নয় (৭৬), কেননা তাঁর যাজকত্ব কালের কোন এক সময়ে শুরু হয়নি, নিজের যাজকত্বেও কোনও উত্তরসূরীও থাকবে না, যেইভাবে তুমি রবিবারে শুনেছ যখন আমরা জনসমাবেশের সময়ে 'মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে'(৭৭) বাক্যটা ব্যাখ্যা করেছিলাম। তিনি তো দৈহিক পরম্পরা দ্বারা মহাযাজকত্ব পাননি, মানুষের তৈরি করা তেলেও তৈলসিক্ত হননি, বরং পিতা দ্বারা সর্বযুগের পূর্বেই তৈলসিক্ত হয়েছিলেন, এবং তিনি অন্যান্যদের চেয়ে উৎকৃষ্ট, কারণ শপথ দ্বারাই তিনি যাজক হলেন: *তারা তো বিনা শপথে যাকজ হচ্ছিল, কিন্তু ইনি শপথের সঙ্গে তাঁরই দ্বারা নিযুক্ত, যিনি তাঁকে বললেন, প্রভু শপথ করেছেন আর তার অন্যথা করবেন না* (৭৮)। সেই যাজকত্ব স্থায়ী করার জন্য পিতার ইচ্ছাই যথেষ্ট ছিল বটে, কিন্তু তিনি দুই পদ্ধতি দ্বারা তা স্থায়ী করলেন, তথা, ইচ্ছা দ্বারা ও পরবর্তী শপথ দ্বারা, *তাঁর এই দুই অপরিবর্তনীয় কর্ম, যার মধ্যে মিথ্যাকথা বলা ঈশ্বরের অসাধ্য, সেই দুই কর্মের মধ্য দিয়ে আমরা যেন প্রবল উৎসাহ পেতে পারতাম* (৭৯), সেই আমরা যারা যিশু খ্রিষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র বলে গ্রহণ করি।

১৫। খ্রিষ্টের মাংস জগতের জন্য জ্বালানো প্রদীপ স্বরূপ

যিশু যখন এসেছিলেন, তখন ইহুদীরা সেই তাঁকে অস্বীকার করেছিল [৮০] যাঁকে অপদূতেরাও স্বীকার করছিল [৮১]।

কিন্তু তাঁর পূর্বপুরুষ দাউদ সেবিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন না, তিনি বলেছিলেন, *আমার খ্রিষ্টের জন্য আমি জ্বালিয়ে রাখলাম এক প্রদীপ* [৮২]; প্রদীপটা কেউ কেউ ভাববাণীর দীপ্তি বলে, অন্য কেউ তা সেই মাংস বলে ব্যাখ্যা করেছে যা তিনি কুমারী থেকে ধারণ করেছিলেন ও যা বিষয়ে প্রেরিতদূত এ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছিলেন, *এই ধন আমরা যেন মাটির পাত্রেই বহন করছি* [৮৩]। নবী যখন বলেছিলেন, *তিনি মানুষদের কাছে তাঁর আপন খ্রিষ্টের কথা প্রকাশ করেন* [৮৪], তখন নবী তাঁর বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন না। মোশিও তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন, ইশাইয়াও তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন, যেরেমিয়াও তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন; কোন নবী তাঁর বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন না। অপদূতেরাও তাঁকে চিনতে পেরেছিল, কেননা তিনি তাদের ধমক দিতেন, যেইভাবে শাস্ত্র বলে, *কারণ তারা জানত যে, তিনিই সেই খ্রিষ্ট* [৮৫]।

প্রধান যাজকেরা তাঁকে চেনেননি ও অপদূতেরা তাঁকে স্বীকার করল; প্রধান যাজক তাঁকে চেনেননি ও সেই সামারীয় স্ত্রীলোক এই বলে তাঁর বিষয়ে প্রচার করছিল, *এসো, একজন মানুষকে দেখে যাও, জীবনে আমি যা কিছু করেছি যিনি তা সবই আমাকে বলে দিয়েছেন; ইনিই কি সেই খ্রিষ্ট?* [৮৬]।

১৬। খ্রিষ্ট নিজের নাম খ্রিষ্টিয়ানদের দিলেন।

ইনিই সেই যিশু খ্রিষ্ট যিনি *আসন্ন মঙ্গলদানগুলির মহাযাজকরূপে* [৮৭] এলেন, যিনি আপন ঈশ্বরত্বের বদান্যতায় আমাদের সকলের সঙ্গে তাঁর নিজের নামের সহভাগিতা করলেন।

মানুষ মাত্র হওয়ায় রাজারা এমন রাজ-মর্যাদার অধিকারী অন্যান্যদের সঙ্গে যার সহভাগিতা করতে পারেন না, কিন্তু খ্রিষ্ট ঈশ্বরের পুত্র হওয়ায় এতে প্রসন্ন হয়েছেন যাতে আমরা 'খ্রিষ্টিয়ান' বলে অভিহিত হতে পারি । এক্ষেত্রে কেউ না কেউ বলবে, কিন্তু 'খ্রিষ্টিয়ান' নাম নতুন, তা আগে কখনও শোনা যায়নি; এমনটা প্রায়ই ঘটে যে, নবীন যা

কিছু, সেই নবীনতার জন্যই তার বিরোধিতা করা হয়। এব্যাপারে চিন্তিত হয়ে নবী আগে থেকেই বলেছিলেন, *আমার দাসগণ নতুন এমন এক নাম অনুসারে অভিহিত হবে, যে নাম পৃথিবীর উপর হবে আশীর্বাদ স্বরূপ* (৮৮)।

এসো, ইহুদীদের জিজ্ঞাসা করি, তোমরা কি প্রভুর দাস, নাকি দাস নও? তাই তোমাদের সেই নতুন নাম দেখাও। কেননা মোশি ও অন্যান্য নবীদের সময় থেকে, বাবিলন থেকে ফিরে আসার পরে ও বর্তমানকাল পর্যন্তই তোমরা ইহুদী ও ইস্রায়েলীয় বলে অভিহিত ছিলে। তবে তোমাদের সেই নতুন নাম কোথায়? কিন্তু প্রভুর দাস হওয়ার পর থেকে আমাদের সেই নতুন নাম আছে। নামটা নতুন বটে, তথাপি এমন নতুন নাম 'যা পৃথিবীর উপর হবে আশীর্বাদ স্বরূপ'। এ নাম সমস্ত পৃথিবী জয় করেছে; বাস্তবিকই ইহুদীরা কেবল একটা দেশেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু খ্রিষ্টিয়ানরা পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত, কেননা যা ঘোষণা করা হয়, তা হলো ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্রের নাম।

১৭। নিজেদের নয়, খ্রিষ্টেরই প্রচারক

তাই তুমি কি জানতে ইচ্ছা কর কেমন করে প্রেরিতদূতেরা খ্রিষ্ট নাম জানতেন ও প্রচার করতেন? বা আরও সূক্ষ্মরূপে, কেমন করে তাঁরা নিজেদের অন্তরে খ্রিষ্টকে আঁকড়িয়ে ধরে রাখছিলেন? পল আপন শ্রোতাদের বলেন, *তোমরা কি একটা প্রমাণ পেতে চাচ্ছ খ্রিষ্টই আমার অন্তকরে কথা বলেন কিনা?* (৮৯)। পল এই বলে খ্রিষ্টকে প্রচার করেন, *বাস্তবিকই আমরা নিজেদের নয়, খ্রিষ্ট যিশুকেই প্রভু বলে প্রচার করছি, এবং আমাদের নিজেদের বেলায়, যিশুর খাতিরে আমরা তোমাদের দাস* (৯০)।

তবে এই পল কে? তিনি সে-ই, যিনি আগে খ্রিষ্টকে নির্যাতন করেছিলেন। আহা, কেমন মহা অপরূপ ব্যাপার। যিনি আগে নির্যাতন করতেন, তিনি নিজেই এখন খ্রিষ্টকে প্রচার করছেন। কোন্ কোন্ কারণে? তিনি টাকার লোভেই কি নিজেকে বিক্রি করে ফেলেছিলেন? না। তাঁর মন জয় করার জন্য কেউই তেমন উপায়ের উপর নির্ভর করত না। তবে কি, তিনি তাঁকে পৃথিবীতে উপস্থিত বলে দেখেছিলেন বিধায় হতবুদ্ধি হয়েছিলেন? কিন্তু তাঁকে ইতিমধ্যে তৃতীয় স্বর্গ পর্যন্তই কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। তিনি

নির্যাতন করার জন্য বেরিয়ে পড়েছিলেন, আর তিন দিন পর, দামাস্কে, সেই নির্যাতক প্রচারক হয়ে ওঠেন।

কার প্রভাবে? অন্যান্যরা সাক্ষী হিসাবে বন্ধুদের ডাকে, কিন্তু আমি সাক্ষী হিসাবে আগেবার বিরোধীকেই উপস্থাপন করেছি, আর তুমি কি এখনও সন্দেহ করছ? পিতর ও যোহনের সাক্ষ্য যতই ভারী ছিল, তবু এক প্রকারে সন্দেহজনকও বলে প্রতীয়মান ছিল, কেননা তাঁরা প্রভুর বন্ধু ছিলেন। কিন্তু যিনি আগে শত্রু ছিলেন ও পরে তাঁর খাতিরে মৃত্যুবরণ করেন, তাঁর বেলায় কেই বা এখনও সত্যকে সন্দেহ করতে পারে?

১৮। খ্রিষ্টের অনুগ্রহের সাক্ষী পল

আমার উপদেশের এ পর্যায়ে আমি পবিত্র আত্মার প্রজ্ঞাপূর্ণ সঙ্কল্পের কথা ভেবে একেবারে বিস্মিত; তিনি কেমন করে অন্যান্য প্রেরিতদূতদের পত্রগুলো ক্ষুদ্র এক সংখ্যায় সীমাবদ্ধ করলেন কিন্তু আগের নির্যতনকারী সেই পলকে চৌদ্দ পত্র লিখতে দিলেন। পিতর ও যোহন যে তাঁর তুলনায় নগণ্য, এজন্যই যে তিনি অনুগ্রহদানটা সঙ্কুচিত করলেন এমন নয়। তা দূরের কথা। না, বরং ধর্মতত্ত্বই যেন সন্দেহের অতীত হতে পারে এ লক্ষ্যে তিনি আগেকার শত্রু ও নির্যাতনকারীকে বহুগুলো পত্র লিখতে দিলেন যাতে করে আমরা দৃঢ় বিশ্বাসে জন্ম নিতে পারি। কেননা পলের ব্যাপারে সকলে স্তম্ভিত হয়ে বলত, এ কি সেই লোকটা নয় যে আগে নির্যাতন করত? (৯১); সে এই লক্ষ্যেই কি এখানে এল যাতে শেকলাবদ্ধ অবস্থায় আমাদের যেরুশালেমে নিয়ে যেতে পারে? তাতে পল তাদের বলেছিলেন, স্তম্ভিত হয়ো না, আমি জানি হুলের মুখে লাথি মারা আমার পক্ষে কেমন কষ্টকর (৯২); আমি জানি, *প্রেরিতদূত নামেরও যোগ্য নই, কারণ আমি ঈশ্বরের মণ্ডলীকে নির্যাতন করেছি* (৯৩)। কিন্তু আমি *অজ্ঞ হয়েই* (৯৪) তা করেছি; কেননা ভাবতাম, খ্রিষ্টকে প্রচার হল বিধান বিনাশ; এও জানতাম না যে তিনি বিধান ধ্বংস করতে নয়, তা পূর্ণই করতে আমাকে আহ্বান করেছিলেন (৯৫)। কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমার অন্তরে অজস্রভাবে উপচে পড়েছে (৯৬)।

১৯। খ্রিষ্টের বিষয়ে অন্যান্য সাক্ষ্য

প্রিয়জনেরা, খ্রিষ্ট সম্পর্কে সত্যকার সাক্ষ্য সত্যিই বহু। পিতা স্বর্গ থেকে আপন পুত্রের বিষয়ে সাক্ষ্য দেন (৯৭), পবিত্র আত্মা কপোতের আকারে দেহগতভাবে নেমে আসায় সাক্ষ্য দেন (৯৮); গাব্রিয়েল মহাদূত মারীয়াকে শুভসংবাদ আনায় সাক্ষ্য দেন (৯৯); কুমারী ঈশ্বজননী সাক্ষ্য দেন; জাবপাত্রের সেই ধন্য স্থান সাক্ষ্য দেয় (১০০); দেহে তখনও নবীন শিশু যিশুকে যে গ্রহণ করেছিল, সেই মিশর সাক্ষ্য দেয় (১০১); তাঁকে কোলে গ্রহণ করেছিলেন যিনি সেই শিমেয়োন সাক্ষ্য দিয়ে বলেছিলেন, *হে মহাপ্রভু, তোমার কথামত এখন তোমার এই দাসকে শান্তিতে বিদায় দাও; কারণ আমার চোখ দেখেছে তোমার সেই পরিত্রাণ যা তুমি প্রস্তুত করেছ সকল জাতির সামনে* (১০২)। অধিক ভক্তপ্রাণ ও কৌমার্যের ও সাধনার জীবন যাপনকারী সেই নারী-নবী আন্নাও তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দেন (১০৩)। নবীদের মধ্যে মহান যিনি, নূতন নিয়মের প্রথম ব্যক্তিত্ব যিনি, যিনি একপ্রকারে নিয়ম দু'টো অর্থাৎ পুরাতন ও নূতন নিয়মকে নিজেতে মিলিত করেছিলেন, সেই বাপ্তিস্মদাতা যোহন সাক্ষ্য দেন (১০৪)।

নদনদীর মধ্যে তাঁর সাক্ষী হলো যর্দন (১০৫), নানা সাগরের মধ্যে তিবেরিয়াস সাগর (১০৬)। অন্ধ, খোঁড়া ও পুনরুজ্জীবিত মৃত মানুষ সাক্ষ্য দেয়, অপদূতেরাও এই বলে সাক্ষ্য দেয় *যিশু, আমাদের সঙ্গে আপনার আবার কী? আমরা জানি, আপনি কে: আপনি ঈশ্বরের সেই পবিত্রজন* (১০৭)। তাঁর ধমকে প্রশমিত হয়েছিল, সেই বাতাস সাক্ষ্য দেয় (১০৮); যে পাঁচখানা রুটি পাঁচ হাজার লোকের জন্য সহস্র সহস্র গুণ হয়েছিল সেগুলোও সাক্ষ্য দেয় (১০৯)। ক্রুশের সেই পবিত্র কাঠ যা আজও আমাদের কাছে দৃষ্টিগোচর, ও যারা বিশ্বাসে তা থেকে একটা অংশ নিয়েছে তাদের দ্বারা এখনও এস্থান থেকে গোটা জগৎকে পূর্ণ করেছে, তা সাক্ষ্য দেয় (১১০)। সেই খেজুরগাছ সাক্ষ্য দেয় যা উপত্যকায় স্থিত ও সেই সময় নিজের শাখা সেই শিশুদের কাছে প্রদান করেছিল যারা খ্রিষ্টের উদ্দেশে হোশান্না জয়ধ্বনি নিবেদন করছিল (১১১)।

সেই গেথসেমানি (১১২) সাক্ষ্য দেয় যা এখনও মনে হচ্ছে মনশ্চক্ষুর কাছে যুদাকে দেখাচ্ছে; এখানে, আমাদের উপরে, এই পবিত্র গলগথার চূড়া (১১৩) আমাদের চোখের সামনে সাক্ষ্য দেয়; পবিত্র সমাধিগুহা সাক্ষ্য দেয়, ও সেই পাথর যা আজও, ওইখানে,

মাটিতে রয়েছে [১১৪]। সেই সূর্য সাক্ষ্য দেয় যা এখন নিজের উজ্জ্বলতায় দীপ্তিমান কিন্তু সেসময় আমাদের ত্রাণকর্তার যন্ত্রণাভোগ ক্ষণে মিলিয়ে গেছিল; সেই অন্ধকার সাক্ষ্য দেয় যা সকাল বারোটা থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হল; সেই আলো সাক্ষ্য দেয়, যা বেলা তিনটে থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হল [১১৫]। সেই যে পবিত্র পর্বত থেকে তিনি পিতার কাছে আরোহণ করেছিলেন, সেই জৈতুন পর্বত [১১৬] সাক্ষ্য দেয়।

প্রভুকে যে গ্রহণ করেছিল, বৃষ্টি প্রদানকারী সেই মেঘ সাক্ষী; হ্যাঁ, স্বর্গের সেই দ্বারও সাক্ষ্য দেয়, যা বিষয়ে সামসঙ্গীতের রচয়িতা বলেছিলেন, *হে নেতৃবৃন্দ, তোরণদ্বারের শির উত্তোলন কর; উত্তোলিত হও, সনাতন সিংহদ্বার; তবে প্রবেশ করবেন গৌরবের রাজা* [১১৭]। তাঁর আগেকার সেই শত্রুরা সাক্ষ্য দেয় যাদের একজন সেই ধন্য পল যিনি অল্পকাল ধরে তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুভাব বহন করেছিলেন কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে হয়েছিলেন তাঁর দাস; যাঁরা কথায় শুধু নয়, কিন্তু নিজেরাই যন্ত্রণা ও মৃত্যু ভোগ করায় সত্য প্রচার করেছিলেন, সেই বারোজন প্রেরিতদূত সাক্ষ্য দেন; খ্রিষ্ট নামে রোগীদের নিরাময় করেছিল বলে পিতরের সেই ছায়া সাক্ষ্য দেয় [১১৮]। সেই রুমাল ও তোয়াল সাক্ষ্য দেয় [১১৯] যা একসময় পলের দ্বারা খ্রিষ্টের প্রতাপে একইভাবে আরোগ্য প্রদান করত।

পারস্যের লোক ও গোতীয়রা ও সকল বিধর্মীরা খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ ক'রে, যাঁকে তারা দেহের চোখে কখনও না দেখা সত্ত্বেও তাঁর খাতিরে মৃত্যুবরণ করায় সাক্ষ্য দেয়; যে অপদূতেরা আজও বিশ্বস্তদের দ্বারা তাড়িত হয়, তারাও তাঁর বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়।

২০। খ্রিষ্টিয়ানগণ নিজেতে খ্রিষ্টনাম গৌরবান্বিত করে

বহু বহু ও ভিন্ন ভিন্ন, এমনকি আরও বেশিই যখন তাঁর সাক্ষী, তখন তেমন ভাবে স্বীকৃত সেই খ্রিষ্টকে কি এখনও অবিশ্বাস করা যেতে পারে? না। বরং এমন কেউ থাকলে যে আগে বিশ্বাস করত না, সে এখন বিশ্বাস করুক; আর যদি কেউ না কেউ আগে বিশ্বাসী ছিল, সে বিশ্বাসের মহত্তর বৃদ্ধি গ্রহণ করুক, এবং আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের বিশ্বাসে অগ্রসর হতে হতে সে যাঁর নাম বহন করে তাঁর বিষয়ে সচেতন হোক।

তোমাকে খ্রিষ্টিয়ান বলে: সেই নামের বিষয়ে সতর্ক থাক; সাবধান, যেন তোমার দ্বারা ঈশ্বরের পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্ট নিন্দার বস্তু না হন; বরং তোমার সৎকর্ম মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক [১২০], তা দেখে তারা যেন খ্রিষ্ট যিশুতে সেই স্বর্গস্থ

পিতাকে গৌরবান্বিত করতে পারে, যাঁর গৌরব হোক, এখন ও চিরদিন চিরকাল। আমেন।

———————————

(১) ১ করি ৮:৫-৬।

(২) ১ যোহন ২:২৩।

(৩) যোহন ১০:৯; ১৪:৬।

(৪) মথি১১:২৭।

(৫) যোহন ৩:৩৬।

(৬) মথি ৩:১৭।

(৭) সাম ২:৭।

(৮) যোহন ১০:৭ দ্রঃ।

(৯) যোহন ১৪:৬ দ্রঃ।

(১০) ইশা ৫৭:৭; প্রেরিত ৮:৩২ দ্রঃ।

(১১) যোহন ১০:১১ দ্রঃ।

(১২) মথি ১০:১৬।

(১৩) আদি ৪৯:৯; প্রকাশ ৫:৫ দ্রঃ।

(১৪) ১ পি ৫:৮ দ্রঃ।

(১৫) প্রকাশ ৫:৫ দ্রঃ।

(১৬) সাম ১১৮:২২; ২ পি ২:৪ দ্রঃ।

(১৭) দা ২:৩৪ দ্রঃ।

(১৮) ১ পি ২:৬।

(১৯) মথি ১:১৬ দ্রঃ।

(২০) প্রেরিত ৪:২৭; হিব্রু ৫:৫ দ্রঃ।

(২১) প্রকাশ ১:১৮।

(২২) সাম ৮৮:৫ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(২৩) মথি ১৬:১৩ দ্রঃ।

(২৪) মথি ২৪:৩০ দ্রঃ।

(২৫) লুক ২:১১ দ্রঃ।

(২৬) মথি ১:২১ দ্রঃ।

(২৭) মথি ৩:১৭; সাম২:৭ দ্রঃ।

(২৮) যোহন ১৫:১ দ্রঃ।

(২৯) যোহন ১০:৭ দ্রঃ।

(৩০) ১ তি ১১:৫; হিব্রু ৭:২৬ দ্রঃ।

(৩১) ১ করি ৯:২২।

(৩২) লুক ২:১১।

(৩৩) আদি ১:২৬।

(৩৪) আদি ১:২৭।

(৩৫) আদি ১৯:২৪।

(৩৬) ১ করি ১০:৪।

(৩৭) হিব্রু ১১:২৭।

(৩৮) হিব্রু ১১:২৬।

(৩৯) যাত্রা ৩৩:১৩, ১৭, ২০, ২২।

(৪০) মথি ১৭:২।

(৪১) যাত্রা ৩৩: ১৭, ২২।

(৪২) যাত্রা ৩৩:১৯।

(৪৩) যাত্রা ৩৪:৫-৭।

(৪৪) যাত্রা ৩৪:৮।

(৪৫) যাত্রা ৩৪:৯।

(৪৬) সাম ১১০:১।

(৪৭) ১ করি ১৫:২৭-২৮।

(৪৮) মথি ১১:২৭।

(৪৯) লুক ২:১০-১১।

(৫০) প্রেরিত ১০:৩৬।

(৫১) কল ১:১৬ দ্রঃ।

(৫২) এফে ১:২১ দ্রঃ।

(৫৩) মথি ৪:১১।

(৫৪) লুক ১:১৬ দ্রঃ।

(৫৫) মথি ২:১৩ দ্রঃ।

(৫৬) মথি ২৮:৭।

(৫৭) ১ করি ৮:৫-৬।

(৫৮) গণনা ১৩:১৬; যাত্রা ২৮:৪১ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(৫৯) হিব্রু ৫:৫-৬।

(৬০) যোশুয়া ৩:১ দ্রঃ।

(৬১) মথি ৩:১৩ দ্রঃ।

(৬২) যোশুয়া ১৪:১ দ্রঃ।

(৬৩) মথি ১০:৫ দ্রঃ।

(৬৪) যোশুয়া ৪:৫; হিব্রু ১১:৩১ দ্রঃ।

(৬৫) মথি ২১:৩১।

(৬৬) যোশুয়া ৬:২০ দ্রঃ।

(৬৭) মথি ২৪:২।

(৬৮) ইশা ৬২:১১।

(৬৯) মথি ১:২০, ২১।

(৭০) ইশা ৪৯:১।

(৭১) ইশা ৪৯:২।

(৭২) হিব্রু ভাষায় 'যিশু' নামের অর্থ হলো 'প্রভু ত্রাণ করেন' ; কিন্তু সেকালের মণ্ডলীর গ্রীক ভাষী ব্যাখ্যাতাগণ সেই নামে অতিরিক্ত একটা গ্রীক অর্থ সমর্থন করতে লাগলেন যা অনুসারে 'যিশু' নামটার অর্থ দাঁড়াত 'চিকিৎসক' বা 'আরোগ্যদাতা'।

(৭৩) যোহন ৫:১৪, ৮।

(৭৪) মার্ক ৯:২৪।

(৭৫) ১ যোহন ২:২২।

(৭৬) হিব্রু ৭:২৪ দ্রঃ।

(৭৭) সাম ১১০:৪।

(৭৮) হিব্রু ৭:২০-২১।

(৭৯) হিব্রু ৬:১৮।

(৮০) যোহন ১৯:১৫ দ্রঃ।

(৮১) লুক ৪:৪১ দ্রঃ।

(৮২) সাম ১৩২:১৭।

(৮৩) ২ করি ৪:৭।

(৮৪) আমোস ৪:১৩ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(৮৫) লুক ৪:৪১।

(৮৬) যোহন ৪:২৯।

(৮৭) হিব্রু ৯:১১।

(৮৮) ইশা ৬৫:১৫-১৬ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(৮৯) ২ করি ১৩:৩।

(৯০) ২ করি ৪:৫।

(৯১) প্রেরিত ৯:২১ দ্রঃ।

(৯২) প্রেরিত ২৬:১৪।

(৯৩) ১ করি ১৫:৯।

(৯৪) ১ তি ১:১৩।

(৯৫) মথি ৫:১৭ দ্রঃ।

(৯৬) ১ তি ১:১৪ দ্রঃ।

(৯৭) মথি ৩:১৭; ১৭:৫ দ্রঃ।

(৯৮) লুক ৩:২২ দ্রঃ।

(৯৯) লুক ১:২৭-৩৮ দ্রঃ।

(১০০) লুক ২:৭ দ্রঃ।

(১০১) মথি ২:১৪ দ্রঃ।

(১০২) লুক ২:২৯-৩০।

(১০৩) লুক ২:৩৬-৩৮ দ্রঃ।

(১০৪) যোহন ১:১৫ দ্রঃ।

(১০৫) মথি ৩:১৩ দ্রঃ।

(১০৬) যোহন ৬:১ দ্রঃ।

(১০৭) মার্ক ১:২৪।

(১০৮) মথি ৮:২৬-২৭ দ্রঃ।

(১০৯) মথি ১৪:১৬-২১ দ্রঃ।

(১১০) সম্রাট কনস্তান্তিনুসের মা সাধ্বী হেলেন যে ক্রুশ আবিষ্কার করেছিলেন, সম্ভবত সাধু সিরিলের ধর্মশিক্ষা দানকালে সেই ক্রুশ গলগথা-শৈলের উপরে উত্তোলন করা হয়ে গেছিল; সেকালে ক্রুশটা ও সমাধিগুহা ছিল একক উপাসনা-স্থান, যার উপরে 'আনাস্তাসিস' (পুনরুত্থান) নামক পুণ্যালয় উন্নতশীর ছিল। সেই ক্রুশ উত্তোলিত ছিল সেই স্মৃতিচিহ্ন দু'টোর মধ্যস্থলে, কেননা সেকালের ধারণাই স্থানটা ছিল পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল যা থেকে খ্রিষ্টের রক্ত আদমের সমাধিগুহা শুদ্ধ করার জন্য ক্ষরিত। 'এগেরিয়ার তীর্থযাত্রা' নামক স্মৃতিকথা থেকে আমরা এও জানি যে, দৈনিক ধর্মশিক্ষা শেষে দীক্ষাপ্রার্থীরা ঠিক এ ক্রুশের ধারে দাঁড়িয়ে সামসঙ্গীত ও অধ্যাত্ম বন্দনা গানে অনুষ্ঠান শেষ করত।
এবিষয় স্মরণযোগ্য যে, সাধু সিরিলের সময় থেকেও নানা দেশ থেকে আগত তীর্থযাত্রীরা সেই ক্রুশের ক্ষুদ্র টুকরোগুলো নিজ নিজ দেশে সঙ্গে করে নিয়ে যেত।

(১১১) যোহন ১২:১৩ দ্রঃ।

(১১২) 'গেথসেমানি' শব্দের অর্থই তেল-পেষাইকুন্ড। স্থানটা যেরুশালেমের পুবে, কিদ্রোন খরস্রোতের উপত্যকায়, জৈতুন পর্বতের পদতলে অবস্থিত; সেই স্থানে রোম-সম্রাট

কনস্তান্তিনুস এমন গির্জা নির্মাণ করিয়েছিলেন যা, ‘এগেরিয়ার তীর্থযাত্রা’ নামক স্মৃতিকথা অনুসারে খ্রিষ্টিয়ানদের কাছে বেথলেহেমের গির্জা ও যেরুশালেমের পবিত্র সমাধি গির্জার মত জনপ্রিয় তীর্থস্থান বলে গণ্য ছিল।

(১১৩) মথি ২৭:৩৩ দ্রঃ।

(১১৪) মথি ২৭:৬০ দ্রঃ। আজকালে, গোলাকার ‘আনাস্তাসিস’ (পুনরুত্থান) পুণ্যালয়েতে, সরু এক দরজা দিয়ে একটা কক্ষে প্রবেশ করা যায় যেখানে মাটিতে রয়েছে সেই পাথরের একটা ধ্বংসাবশেষ যা গড়িয়ে সরানো পাথরখানা স্মরণ করিয়ে দেয় (মথি ২৮:২ দ্রঃ)।

(১১৫) লুক ২৩:৪৫; মথি ২৭:৪৫ দ্রঃ।

(১১৬) প্রেরিত ১:১২ দ্রঃ।

(১১৭) সাম ২৪:৭ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(১১৮) প্রেরিত ৫:১৫ দ্রঃ।

(১১৯) প্রেরিত ১৯:১২ দ্রঃ।

(১২০) মথি ৫:১৬ দ্রঃ।

আলোপ্রত্যাশীদের ১১শ ধর্মশিক্ষা

- ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্র সেই যিশু খ্রিষ্ট -

এই ধর্মশিক্ষার বিষয়বস্তু হলো সেই ঐশবাণীর চিরকালীন পুত্রত্বলাভ, যিনি পিতা থেকে সর্বযুগের পূর্বে জনিত, সত্যকার ঈশ্বর; সবই তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল। সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ভ্রান্তমতপন্থী আরিউস ও সাবেল্লিউসের প্রচারিত মতবাদ খণ্ডন করতে অভিপ্রেত। তিনি নিকেয়া মহাসভার ঘোষিত সমসত্তা তত্ত্বের কথা প্রত্যক্ষভাবে তুলে না ধরলেও সেটার যথার্থ তত্ত্ব ব্যক্ত করেন।

ঈশ্বর, যিনি প্রাচীনকালে বহুবার বহুরূপে পিতৃপুরুষদের কাছে নবীদের মধ্যে কথা বলেছিলেন, শেষযুগের এই দিনগুলোতে আমাদের কাছে পুত্রে কথা বলেছেন, ইত্যাদি (১), হিব্রুদের কাছে পত্রের এই পাঠের পরে, 'ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্র, যিনি পিতা থেকে সর্বযুগের পূর্বে জনিত, সত্যকার ঈশ্বর; সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল' সূত্র সম্পর্কে, যেরুশালেমে তাৎক্ষণিক ভাবে পরিবেশিত ধর্মশিক্ষা।

১। অনাদিকালীন মহাযাজক খ্রিষ্ট

আমরা যে যিশু খ্রিষ্টে আশা রাখি, গতকালের ধর্মশিক্ষায় আমাদের যথাসাধ্য সেবিষয়ে যথেষ্ট কথা বলেছিলাম। কিন্তু সেই যিশু খ্রিষ্টে কোন রকমে ও অপূর্ণাঙ্গ ভাবে বিশ্বাস করা চলবে না, যারা অনুচিত ভাবে খ্রিষ্ট বলে অভিহিত, সেই অনেকের একজন বলে তাঁকে গ্রহণ করাও উচিত নয়। কেননা তারা ছিলেন পূর্বপ্রতীকময় খ্রিষ্ট, আর ইনি হলেন সেই প্রকৃত খ্রিষ্ট (২) যিনি মানুষদের মত পদোন্নতি ক্রমেই যে যাজক পদে উন্নীত হয়েছিলেন তা নয়, বরং অনাদিকালীন পিতার কাছ থেকেই যাজকীয় মর্যাদা প্রাপ্ত।

এজন্য, পাছে আমরা তাঁকে সাধারণ সেই বহু খ্রিষ্টের একজন বলে মনে করি, সেই কারণে বিশ্বাস পূর্বসতর্কতা প্রয়োগ করে বিশ্বাস-স্বীকারোক্তিতে এ যোগ করে যে, আমরা এক-প্রভুতে, ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্র সেই যিশু খ্রিষ্টে বিশ্বাস করি।

২। পিতার একমাত্র জনিত পুত্র খ্রিষ্ট

'পুত্র' শব্দটা শুনে তুমি এমন পুত্রের কথা ভাববে না যিনি দত্তক গুণে গৃহীত পুত্র, কিন্তু স্বরূপ গুণেই হওয়া পুত্রেরই কথা ভাববে (৩), অর্থাৎ একমাত্র জনিতই এমন পুত্র যাঁর কোন ভাই নেই। এজন্যই তিনি 'একমাত্র জনিত' বলে অভিহিত, কারণ ঈশ্বরত্বের মর্যাদায় ও পিতা থেকে জনিত হওয়ায় তাঁর কোন ভাই নেই। কিন্তু আমরা তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলে অভিহিত করি, আমাদের নিজেদের সিদ্ধান্তের জোরে নয়, কিন্তু এই কারণে যে, পিতা নিজে সেই খ্রিষ্টকে পুত্র-নাম দিলেন; সেটাই প্রকৃত নামকরণ, যেটা পিতাদের দ্বারা আরোপ করা হয়।

৩। জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র খ্রিষ্ট

আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট একসময় মনুষ্যত্ব ধারণ করেছিলেন, কিন্তু অনেকের কাছে তিনি ছিলেন অজ্ঞাত। তাই অজ্ঞাত বিষয় শেখাবার ইচ্ছায় তিনি শিষ্যদের মিলিত করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, *মানবপুত্র কে, এবিষয়ে লোকে কী বলে?* (৪); তিনি অসার গৌরবের খাতিরে তেমন প্রশ্ন রাখেননি, তিনি বরং তাঁদের কাছে সত্য দেখাতে ইচ্ছা করছিলেন পাছে, ঈশ্বরের একমাত্র জনিতজন সেই ঈশ্বরের সঙ্গে বসবাস করতে করতে তাঁরা সাধারণ ও স্বাভাবিক মানবপুত্র মাত্র বলেই তাঁকে জ্ঞান করেন।

যেহেতু তাঁরা উত্তরে বলেছিলেন, *কেউ কেউ বলে: এলিয়, আবার কেউ কেউ বলে: যেরেমিয়া* (৫), সেজন্য তিনি তাঁদের বলেছিলেন, অজ্ঞ যারা, তাদের ক্ষমা করা যেতে পারে বটে, কিন্তু আমার প্রেরিতদূত এই তোমরা যারা আমার নামে চর্মরোগীদের শোধন কর, অপদূত তাড়াও ও মৃতদের পুনরুজ্জীবিত কর, এই তোমরা যাঁর দ্বারা এই সমস্ত অপরূপ কাজ সাধন করে থাক, সেই তোমাদের পক্ষে তাঁরই বিষয়ে অজ্ঞ হওয়া উচিত নয় (৬)। আর যখন তাঁরা সকলে নীরব হয়ে পড়লেন (বাস্তবিকই, বিষয়টা মানব ক্ষমতার পক্ষে বেশি উচ্চ ছিল), তখন প্রেরিতদূতদের প্রধান ও মণ্ডলীর সর্বোচ্চ অগ্রদূত যিনি, সেই পিতর অসার ছলনার উপর নির্ভর না করে, মানব ধারণার দ্বারাও চালিত না হয়ে, বরং মনে পিতা দ্বারাই আলোকিত হয়ে তাঁকে বলেছিলেন, *আপনি সেই খ্রিষ্ট*; আর শুধু তা নয়, তিনি বলে চলেছিলেন, *আপনি জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র* (৭)। আর যেহেতু বচনটা

সত্যিই ছিল মানুষের ঊর্ধ্বে, সেজন্য ‘*সুখী*’ বচনটাও তাঁর একথার সঙ্গে যোগ দেওয়া হল, ও পিতর যা বলেছিলেন, তার সীল হিসাবে যিশু বলেছিলেন যে, পিতাই পিতরের কাছে সেই সত্য প্রকাশ করেছিলেন। কেননা ত্রাণকর্তা বলেছিলেন, *যোনার ছেলে শিমোন, তুমি সুখী! কেননা রক্তমাংস নয়, আমার স্বর্গস্থ পিতাই তোমার কাছে একথা প্রকাশ করেছেন* [৮]।

সুতরাং, আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টকে যে ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করে, সে সেই ‘সুখী’-র অংশী হয়, কিন্তু তিনি যে ঈশ্বরের পুত্র, যে তা অস্বীকার করে, সে দুঃখী ও দুর্ভাগা মানুষ।

৪। পিতা থেকে জনিত ও পিতার সদৃশ পুত্র

তুমি যখন শোন যে তিনি পুত্র, তখন কথাটা তার অনুচিত অর্থ অনুসারে গ্রহণ করবে না [৯], বরং তুমি মেনে নেবে যে তিনি সত্যিকারে পুত্র, স্বরূপেই এমন পুত্র যাঁর আরম্ভ নেই; তিনি যে দাসত্ব অবস্থা থেকে দত্তক পর্যায়ে উদ্গত হলেন সেই অনুসারে নয়, কিন্তু এই অনুসারে যে, তিনি অভাবনীয় ও বোধাতীত প্রজনন দ্বারা অনাদিকালীন জনিত পুত্র। একই প্রকারে, তুমি যখন শোন যে তিনি ‘প্রথমজাত’[১০], তখন তুমি এমনটা ভাববে না যে ব্যাপারটা মানবীয় ধরনের, কেননা মানুষদের মধ্যে প্রথমজাত জনের অন্য ভাইদেরও আছে, যেমনটা শাস্ত্রও দেখায়, *ইস্রায়েল আমার প্রথমজাত পুত্রসন্তান* [১১]। কিন্তু রুবেনের বেলায় যেমন, তেমনি ইস্রায়েলও প্রথমজাত-মর্যাদা-বঞ্চিত ব্যক্তিত্ব, কেননা রুবেন নিজের পিতার শয্যা দখল করেছিল, ও ইস্রায়েল পিতার পুত্রকে আঙুরখেত থেকে বিতাড়িত করে [১২] ক্রুশে দিল।

অন্যান্যদের বেলায়ও শাস্ত্র বলে, *তোমরা তোমাদের ঈশ্বর প্রভুর সন্তান* [১৩], এবং অন্যত্র বলে, *আমি বলেছি, তোমরা ঈশ্বর; তোমরা সবাই পরাৎপরের সন্তান* [১৪]। কিন্তু ‘আমি বলেছি’ ও ‘আমি জন্ম দিয়েছি’ আলাদা ব্যাপার। যখন ঈশ্বর বললেন ‘আমি বলেছি’, তখন তারা সেই দত্তক গ্রহণ করল যা আগে তাদের ছিল না; কিন্তু খ্রিষ্ট এমনভাবে জনিত হয়েছিলেন যাতে তিনি পূর্বে যা ছিলেন তার চেয়ে যেন অন্য কিছু না হন; হ্যাঁ, তিনি যত আদিকাল ও সর্বকালের ঊর্ধ্বে বিরাজমান হয়েই পূর্বকাল থেকে পিতার পুত্র বলে জনিত হলেন, পিতার এমন পুত্র যিনি সবকিছুতে জনকের সদৃশ;

অর্থাৎ তিনি সনাতন পিতা থেকে সনাতন, জীবন থেকে জীবন বলে জনিত পুত্র, তিনি আলো থেকে আলো ও সত্য থেকে সত্য, ও প্রজ্ঞা থেকে প্রজ্ঞা, ও রাজা থেকে রাজা, ও ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর, প্রতাপ থেকে প্রতাপ [বলে জনিত পুত্র]।

৫। সেই 'আজ' সম্পর্কে

তুমি যখন সুসমাচারকে একথা বলতে শোন, *যিশু খ্রিষ্টের বংশাবলি-পুস্তক, যিনি দাউদসন্তান, আব্রাহামসন্তান* (১৫), তখন তা 'মাংস অনুসারে' বলে বুঝবে। কেননা তিনি 'সকল যুগের সিদ্ধিকালেই' দাউদসন্তান, কিন্তু 'সর্বযুগের পূর্বে' ঈশ্বরের পুত্র।

পূর্বে তাঁর যা ছিল না, তিনি তা ধারণ করলেন, কিন্তু তিনি যেটার অধিকারী, সেটার ছিলেন অনাদিকালীন অধিকারী, যেহেতু তিনি পিতা থেকে জনিত। তাঁর দু'জন পিতা আছে, একজন মাংস অনুসারে, সেই দাউদ, এবং অন্যজন ঈশ্বরত্ব অনুসারে, সেই পিতা ঈশ্বর। দাউদসন্তান হিসাবে তিনি কালের ও কর্মের অধীন, ও বংশাবলি-পুস্তকে তালিকাভুক্ত; কিন্তু ঈশ্বরত্ব অনুসারে পুত্র হিসাবে তিনি কাল বা স্থানের অধীন নন, এমন বংশেরও অধীন নন যা তালিকাভুক্ত করা দরকার; কারণ লেখা রয়েছে, *তাঁর প্রজননের কথা কে ঘোষণা করতে পারবে?* (১৬)। *ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ* (১৭): আত্মা যিনি, অশরীরী হওয়ায় তিনি তাঁর অনির্বচনীয় ও বোধাতীত প্রজনন-দানে আত্মিক ভাবে জনিত করেন।

পুত্র নিজে পিতা সম্পর্কে বলেন, *প্রভু বলেছেন আমায়, তুমি আমার পুত্র; আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম* (১৮)। এই 'আজ' সম্প্রতিকালীন নয়, বরং অনাদিকালীন আজ: কালের পূর্বের আজ ও সর্বযুগের পূর্বের আজ: *উষার আগে আমি গর্ভ থেকে তোমাকে জন্ম দিয়েছি* (১৯)।

৬। খ্রিষ্টের দ্বারা মানুষ ঈশ্বরের জীবনের সহভাগী

অতএব, তুমি সেই যিশু খ্রিষ্টে বিশ্বাস করবে যিনি জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র ও একমাত্র জনিত পুত্র, শাস্ত্রের এ বচন অনুসারা, *কেননা ঈশ্বর জগৎকে এতই ভালবেসেছেন যে, তাঁর একমাত্র জানত পুত্রকে দান করেছেন, তাঁর প্রতি যে কেউ বিশ্বাস রাখে, তার যেন বিনাশ না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পেতে পারে* (২০)। আরও, *তাঁর প্রতি যে বিশ্বাসী, তার বিচার হয় না, কিন্তু সে মৃত্যু থেকে জীবনে স্থানান্তরিত হয়েছে;*

কিন্তু যে অবিশ্বাসী, সে জীবন দেখবে না ও ঈশ্বরের ক্রোধ তার উপর থেকে যায় যেহেতু সে ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্রে বিশ্বাস রাখেনি [২১]।

তাঁর বিষয়ে যোহন সাক্ষ্য দিয়ে বলেছিলেন, *আমরা তাঁর গৌরব প্রত্যক্ষ করলাম: এমন গৌরব যা পিতার সেই একমাত্র জনিতজনেরই সমুচিত গৌরব, যিনি অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ* [২২]। আর তাঁর সামনে অপদূতেরা কাঁপতে কাঁপতে বলত, *আর নয়। হে জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র যিশু, আমাদের সঙ্গে আপনার আবার কী?* [২৩]।

৭। পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্পর্ক

সুতরাং, পিতা থেকে জনিত হওয়ায় তিনি দত্তক ভিত্তিতে নয়, স্বরূপেই ঈশ্বরের পুত্র। *যে কেউ জন্মদাতাকে ভালবাসে, তাঁর থেকে যে জনিত, সে তাকেও ভালবাসে* [২৪]; কিন্তু জনিতজনকে যে অবজ্ঞা করে, সে জন্মদাতার উপরেও সেই অবজ্ঞা আরোপ করে [২৫]।

যখন তুমি একথা শোন যে ঈশ্বর জন্মদাতা, তখন দৈহিক চিন্তায় মগ্ন হয়ো না, ক্ষয়শীল জন্মদানের কথাও ভেবো না; করলে তুমি অভক্তিতে পতিত হবে। *ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ* [২৬], তাঁর প্রজনন-দান আত্মিক; কেননা দেহ দেহকে জনিত করে, ও দেহকে জনিত করার জন্য সময়কালের মধ্যস্থতা দরকার। কিন্তু পিতা থেকে পুত্রের প্রজননে সময়ের কোন মধ্যস্থতা হয় না [২৭]। এবং আমাদের ক্ষেত্রে যা জনিত তা ত্রুটিযুক্ত হয়েই জনিত, কিন্তু ঈশ্বরের পুত্র ত্রুটিহীন হয়েই জনিত হয়েছিলেন; কেননা তিনি এখন যা, আদি থেকেও তিনি তা, অর্থাৎ তিনি অনাদি থেকেই জনিত।

আমাদের জন্ম এমন, যাতে শিশুকালীন অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের পর্যায়ে পার হই। মানুষ, তোমার জন্ম ত্রুটিমুক্ত, কেননা তোমার জ্ঞান অর্জন ক্রমবর্ধমান প্রক্রিয়ার ফল। কিন্তু এমনটা মনে করো না যে তাঁর ক্ষেত্রে ঠিক তাই হয়, জন্মদাতার দুর্বলতাও দোষী করো না। কেননা তিনি যা জনিত করলেন তা যদি ত্রুটিযুক্ত হত ও কালক্রমে ত্রুটিহীন অবস্থা অর্জন করে থাকত, তবে তুমি তো জন্মদাতাকে দুর্বলতার দায়ে অভিযুক্ত কর। তেমনটি হলে, তবে কাল যা পরবর্তীকালেই মঞ্জুর করল, তোমার যুক্তি অনুসারে পিতা তা আদি থেকে মঞ্জুর করেননি।

৮। সর্বযুগের পূর্বে জনিত খ্রিষ্ট

অতএব, এমনটা ভেবো না যে, এ প্রজনন মানবীয়।

তা সেই প্রজনন-দানের সঙ্গেও সদৃশ করো না যা অনুসারে আব্রাহাম ইসায়ককে জনিত করেছিলেন। কেননা ইস্‌হাককে জনিত করে আব্রাহাম যা ইচ্ছা করছিলেন নয়, তাঁকে যা মঞ্জুর করা হয়েছিল তা-ই জনিত করলেন। কিন্তু পিতা ঈশ্বরের প্রজনন-দান ক্ষেত্রে অজ্ঞতাও নেই, মধ্যস্থতাকারী কোন ভাবনাও নেই। বাস্তবিকই, এমনটা বলা যে, তিনি যা জনিত করছিলেন তা জানতেন না, তা গুরুতর অভক্তি। এবং কালের আবর্তনে সিদ্ধান্ত নেবার পরেই যে তিনি পিতা হলেন, তেমনটা বলা আগেরটার চেয়ে কম গুরুতর অভক্তি নয়। কেননা ঈশ্বর পূর্বেও পুত্রবিহীন ছিলেন না ও পরবর্তীকালে, কালের এ গণ্ডিতেও, তিনি পিতা হলেন না। বরং অনাদিকালীন ভাবেই তাঁর সেই পুত্র আছেন যাঁকে তিনি সেইভাবে জনিত করেননি যেভাবে মানুষ মানুষকে জন্মায়, কিন্তু কেবল তিনিই যেভাবে জানেন, সেইভাবেই তাঁকে সত্যকার ঈশ্বর বলে সর্বযুগের পূর্বে জনিত করলেন।

৯। পিতা থেকে জনিত সেই পুত্র

বাস্তবিকই, সত্যকার ঈশ্বর হওয়ায় পিতা পুত্রকে নিজেরই সদৃশ করে জনিত করলেন, তথা সত্যকার ঈশ্বর। শিক্ষকেরা যেভাবে শিষ্যদের জন্ম দেন সেই অনুসারে নয়, পল যেভাবে কোনও একজনকে বলেছিলেন, *আমিই সুসমাচার দ্বারা খ্রিষ্টে তোমাদের জন্ম দিয়েছি* [২৮], এই অনুসারেও নয়।

কেননা এক্ষেত্রে স্বরূপে যে পুত্র ছিল না, সে শিক্ষাদানের ফলে পুত্র হল, কিন্তু খ্রিষ্টের ক্ষেত্রে তিনি স্বরূপে ছিলেন পুত্র, প্রকৃতই পুত্র। হে আলোপ্রত্যাশী সকল, তোমরা যারা এখন ঈশ্বরের পুত্র হতে চলেছ, তোমাদের মতও নয়; কেননা তোমরাও পুত্র হবে, কিন্তু অনুগ্রহজনিত দত্তক দ্বারা, যেভাবে লেখা রয়েছে, *কিন্তু যারা তাঁকে গ্রহণ করল, সেই সকলকে, তাঁর নামে বিশ্বাসী যারা, তাদের তিনি ঈশ্বরসন্তান হওয়ার অধিকার দিলেন; তারা রক্ত থেকে নয়, মাংসের বাসনা থেকেও নয়, পুরুষের বাসনা থেকেও নয়, ঈশ্বর থেকেই জনিত* [২৯]। আর প্রকৃতপক্ষে আমরা জল ও আত্মা থেকে জন্ম নিয়েছি,

কিন্তু খ্রিষ্ট পিতা থেকে সেইভাবে জন্ম নেননি। কেননা বাপ্তিস্মের সময়, তাঁকে উদ্দেশ ক'রে '*ইনি আমার পুত্র*'(৩০) বলায় পিতা 'ইনি এখন আমার পুত্র হয়েছেন' বলেননি, বরং বলেছিলেন, 'ইনি আমার পুত্র', যাতে তিনি ঘোষণা করতে পারেন যে, বাপ্তিস্ম নেবার পূর্বেও খ্রিষ্ট ছিলেন তাঁর পুত্র।

১০। পিতার বাণী সেই খ্রিষ্ট

পিতা পুত্রকে জনিত করলেন, মানুষদের মধ্যে মন যেভাবে কথার জন্ম দেয় সেই অনুসারে নয়। কেননা আমাদের মধ্যে মন স্বয়ংবিদ্যমান, কিন্তু কথাগুলো উচ্চারিত হলে আকাশে বাতাসে ছত্রভঙ্গ হয়ে নিঃশেষিত হয়।

অপরদিকে আমরা জানি যে, খ্রিষ্ট উচ্চারিত একটা শব্দের মত জনিত হননি, কিন্তু স্বয়ংবিদ্যমান ও জীবনময় বাণী রূপেই জনিত হলেন; তিনি ঠোঁটে উচ্চারিত ও প্রসারিত একটা কথার মত জনিত হননি, কিন্তু পিতা থেকে অনাদিকালীন ও অনির্বচনীয় ভাবে, স্থিতমূল সত্তায়ই তিনি জনিত হলেন। কেননা *আদিতে ছিলেন বাণী, বাণী ছিলেন ঈশ্বরমুখী, বাণী ছিলেন ঈশ্বর* (৩১); সেই বাণী ছিলেন ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন (৩২), এমন বাণী যিনি পিতার ইচ্ছা জানতেন ও পিতার আদেশে সবকিছু সৃষ্টি করতেন। তিনি সেই বাণী যিনি অবরোহণ করলেন ও আরোহণ করলেন (৩৩); কেননা উচ্চারিত বাণী ব্যক্ত হলে অবরোহণও করে না, আরোহণও করে না; কিন্তু তিনি সেই বাণী, যে বাণী বাক্‌শক্তি মণ্ডিত হয়ে বলেন, *আমার পিতার কাছে যা দেখেছি, আমি সেই সমস্ত বলে থাকি* (৩৪); সেই যে বাণী প্রতাপের অধিকারী ও সবকিছুতে রাজ-অধিকারের অধিকারী, *পিতা সবই পুত্রের হাতে তুলে দিয়েছেন* (৩৫)।

১১। খ্রিষ্ট কেমন জনিত হলেন, সেই রহস্য সম্পর্কে

অতএব, পিতা পুত্রকে জনিত করেন: মানুষ যেভাবে বুঝতে পারে সেইভাবে নয়, কিন্তু সেইভাবে যেভাবে কেবল তিনিই জানেন। তিনি কি ভাবে তাঁকে জনিত করেছিলেন আমরা তা বোঝাতে পারি না, কিন্তু তিনি যে কী ভাবে তাঁকে জনিত করেননি, তা আমরা ঘোষণা করতে পারি।

পিতা থেকে পুত্রের জন্ম সম্পর্কে কেবল আমরাই যে অজ্ঞ তা নয়, সকল সৃষ্টবস্তুও সেইমত অজ্ঞ। *পৃথিবীকে জিজ্ঞাসা কর, হয় তো সে তোমাকে সুমন্ত্রণা দেবে* (৩৬), আর যে সমস্ত কিছু পৃথিবীতে রয়েছে, তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলেও তারা তোমাকে উত্তর দিতে পারবে না। কেননা পৃথিবী তাঁরই সত্তা সম্পর্কে কিছুই বলতে অক্ষম যিনি তার নিজের কুমোর ও নির্মাতা। আর পৃথিবী শুধু নয়, সূর্যও এবিষয়ে অজ্ঞ, কেননা সূর্য চতুর্থ দিনেই হল, ও আগেকার তিন দিনে যা হয়েছিল সেবিষয়ে কিছুই জানে না; আর নিজের আগেকার তিন দিনে যা হয়েছিল যে তা জানে না, সে নিজের নির্মাতা সম্পর্কে কিছুই বলতে পারে না। আকাশমণ্ডলও এবিষয়ে কিছু বলবে না, কেননা পিতার আদেশে *আকাশমণ্ডল ধোঁয়ার মত* (৩৭) খ্রিষ্টের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। সেই *স্বর্গের স্বর্গ* ও *আকাশের ঊর্ধ্বে সেই জলধারাও* (৩৮) এবিষয়ে কিছু বলবে না। তাই, হে মানুষ, আকাশমণ্ডলও যা জানে না, তুমি যে সেবিষয়ে অজ্ঞ, তাতে তুমি কেন অবসন্ন? এমনকি, আকাশমণ্ডল শুধু নয়, স্বর্গীয় দূতবাহিনীরাও এই প্রজনন সম্পর্কে অজ্ঞ।

কেননা তেমনটা সম্ভব হলে তবে সেই অনুসারে কেউ যদি প্রথম স্বর্গ পর্যন্ত আরোহণ করতে পারত ও সেখানকার দূতবাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে তাঁদের কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করত কি ভাবে ঈশ্বর নিজের পুত্রকে জনিত করেছেন, তাঁরা সম্ভবত এ ধরনের উত্তর দিতেন, *আমাদের ঊর্ধ্বে আরও মহান ও ঊর্ধ্বতম প্রাণী রয়েছেন; তাঁদের জিজ্ঞাসা কর, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্বর্গে আরোহণ কর; পারলে, তবে সেই সিংহাসন, প্রভুত্ব, আধিপত্য ও কর্তৃত্বদের নাগাল পাও* (৩৯)। আর তেমনটা অসম্ভব হলেও, তবু যদিও কেউ না কেউ তাঁদের নাগাল পায়, তাঁরাও তোমাকে কিছুই বোঝাবেন না, কারণ তাঁরাও এবিষয়ে কিছুই জানেন না।

১২। ঈশ্বর সম্পর্কে সূক্ষ্ম জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়

আমার বেলায়, আমি তো সবসময়ই সেই দুঃসাহসীদের কৌতূহলে বিস্মিত হয়েছি যারা নিজেদের তথাকথিত ভক্তির দ্বারা অভক্তিতে পতিত হয়। কেননা, সিংহাসন, প্রভুত্ব, আধিপত্য, কর্তৃত্ব ও খ্রিষ্টের সাধিত বাকি যত কর্মকীর্তি সম্পর্কে কিছুই না জানলেও তারা স্বয়ং স্রষ্টাকে তলিয়ে দেখতে জেদের সঙ্গেই সচেষ্ট। হে দুঃসাহসী মানুষ, আমাকে আগে বল, উপরে উল্লিখিত সেই সিংহাসন-সকল কিসেতেই বা প্রভুত্ব-সকল থেকে ভিন্ন,

তারপরেই খ্রিষ্ট সম্পর্কিত বিষয় তলিয়ে দেখ। আমাকে বল, সেই আধিপত্য কি, সেই কর্তৃত্ব কি, একটি দূতও কি; তারপরেই কৌতূহলী হয়ে তাঁদের স্রষ্টা সম্পর্কে অনুসন্ধান কর, কেননা লেখা রয়েছে, ‘*সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল*’(৪০)। অথচ তুমি সেই সিংহাসন ও প্রভুত্ব সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে অনিচ্ছুক; নাকি তুমি হয় তো তা করতে পার না।

কেননা, যিনি ঐশশাস্ত্র অনুপ্রাণিত করেছেন, সেই পবিত্র আত্মা ছাড়া কেই বা ঈশ্বরের গভীর সমস্ত বিষয় জানেন? কিন্তু পবিত্র আত্মা নিজেও পিতা থেকে পুত্রের প্রজনন সম্পর্কে শাস্ত্রে কিছুই বলেননি। তাই পবিত্র আত্মাও শাস্ত্রে যা বলেননি, তুমি কেন তত আগ্রহের সঙ্গে সেই সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করতে বসেছ? তুমি যে তাও জান না যা লেখা রয়েছে, যা লেখা নেই সেই তুমি কেনই বা তাতে তত ব্যস্ত? শাস্ত্রে বহু প্রশ্ন রয়েছে: যা যা লেখা রয়েছে আমরা তা বুঝি না, তবে যে বিষয় সম্পর্কে কিছুই লেখা নেই, সেবিষয়ে কেন আত্মাকে শ্রান্ত করব? আমাদের জন্য এটি জানা যথেষ্ট যে, ঈশ্বর শুধু একজনমাত্র পুত্রকে জনিত করলেন।

১৩। খ্রিষ্টের প্রজনন অজানা, কিন্তু তা জীবনের উৎস

নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করায় লজ্জাবোধ করো না, কেননা তুমি দূতদেরও সঙ্গে তেমন অজ্ঞতার সহভাগী। জনিত করলেন যিনি, তিনি যাঁকে জনিত করেছেন, কেবল তিনিই তাঁকে জানেন; এবং তাঁর হতে যিনি জনিত হয়েছেন, তিনি জনককে জানেন। যিনি জনিত করলেন, তিনি যা জনিত করেছেন তা জানেন, এবং শাস্ত্রও এবিষয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, যিনি আদি থেকে জনিত করেন তিনি ঈশ্বর।

লেখা রয়েছে, *মানুষের অন্তরে যে মানবাত্মা বিদ্যমান, সেই মানবাত্মা ছাড়া কেইবা মানুষের অন্তরের কথা জানে? তেমনি ঈশ্বরের আত্মা ছাড়া কেউই ঈশ্বরের অন্তরের কথা জানে না* (৪১); আরও, *কেননা পিতার যেমন নিজের মধ্যে জীবন আছে, তেমনি তিনি পুত্রকে নিজের মধ্যে জীবন রাখতে দিয়েছেন* (৪২), *সকল মানুষ যেমন পিতাকে সম্মান দিয়ে থাকে, তেমনি তারা যেন পুত্রকেও সম্মান করে* (৪৩)। আর কয়েকটা পদ আগে, *পিতা যেমন মৃতদের পুনরুত্থিত করে তাদের জীবন দান করেন, তেমনি পুত্র যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই জীবন দান করেন* (৪৪)। এভাবে যিনি জনিত করেছেন তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হননি ও যিনি জনিত হয়েছেন তিনিও কোন কিছুর অভাবী হননি। জানি, একথা আমি

বহুবার বলেছি, কিন্তু তোমাদের রক্ষার লক্ষ্যেই কথাগুলো প্রায়ই উচ্চারিত: সেই জনকেরও কোন পিতা নেই, সেই জনিতজনেরও কোন ভাই নেই; সেই জনকও কখনও পুত্র হননি, সেই পুত্রও কখনও পিতা হননি। একমাত্র ও অনন্য পিতার একমাত্র জনিত পুত্র আছেন, তিনি সেই একমাত্র জনিতজন।

দু'জন অজনিতও নেই, দু'জন একমাত্র জনিতও নেই; বরং এক-পিতা আছেন যিনি অজনিত যেহেতু সে-ই অজনিত যার পিতা নেই, এবং সেই এক-পুত্র আছেন যিনি পিতা থেকে অনাদিকালীন ভাবে জনিত: তিনি একালের গন্ডিতে নয়, সর্বযুগের পূর্বেই জনিত; ক্রম অগ্রগতির ফলে তাঁর বৃদ্ধি হয়নি কিন্তু ঠিক সেভাবেই জনিত যেভাবে তিনি এখন আছেন।

১৪। সেই ইম্মানুয়েল

তাই আমরা সেই একমাত্র জনিত ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাস করি যিনি পিতা থেকে জনিত ও সত্যকার ঈশ্বর। কেননা, আমরা যেমন বলেছি, সেই অনুসারে সত্যকার ঈশ্বর যিনি তিনি নকল ঈশ্বরকে জনিত করেন না।

তিনি যে আগে সিদ্ধান্ত নিলেন ও পরে জনিত করলেন তাও নয়, বরং তিনি অনাদিকালীন ভাবে জনিত করলেন ও আমাদের কথা বা ভাবনার চেয়ে আরও বেশি দ্রুতভাবেই জনিত করলেন, আমরা কালের গন্ডিতে কথা বলি বলে সময় ব্যয় করি, কিন্তু সেই ঐশ্বরিক প্রতাপের ক্ষেত্রে প্রজনন কালবিহীন। আর আমরা যেভাবে বার বার বলেছি, সেই অনুসারে তিনি যে অস্তিত্ববিহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্বমণ্ডিত অবস্থায় পুত্রকে বের করে আনলেন তা নয়, যার অস্তিত্ব ছিল না, তাকেও পুত্রত্বে গ্রহণ করেনি; কিন্তু অনাদিকালীন হওয়ায় পিতা অনাদিকালীন ভাবে ও অনির্বচনীয় ভাবে সেই অনন্য পুত্রকে জনিত করলেন যাঁর কোন ভাই নেই।

দু'টো আদিকারণও নেই, কিন্তু পিতা হলেন '*পুত্রের মাথা*'(৪৫); অর্থাৎ আদি এক। কেননা পিতা সত্যকার ঈশ্বর বলে সেই পুত্রকে জনিত করলেন, যাঁকে ইম্মানুয়েল বলে, এবং ইম্মানুয়েল *নামটির অর্থ হল, আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর* (৪৬)।

১৫। অনাদিকাল থেকে তৈলাভিষিক্ত সেই খ্রিষ্ট

তুমি কি জানতে ইচ্ছা কর, যিনি পিতা থেকে জনিত হলেন ও পরবর্তীকালে মানুষ হলেন, তিনি কেন ঈশ্বর? নবীর কথা শোন, তিনি বলেন, *তিনিই আমাদের ঈশ্বর, তাঁর সঙ্গে কারও তুলনা হয় না; তিনিই সদ্‌জ্ঞানের সমস্ত পথ অনাবৃত করলেন,* ও *তাঁর আপন দাস যাকোবকে, তাঁর প্রীতিভাজন সেই ইস্রায়েলকে তা প্রদান করলেন। এরপর সেই সদ্‌জ্ঞান পৃথিবীতে দৃশ্যমান হলেন, ও মানুষদের মাঝে জীবন কাটালেন* (৪৭)।

তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, মোশিকে বিধান দেওয়ার পর কেমন করে ঈশ্বর মানুষ হলেন? খ্রিষ্টের ঈশ্বরত্বের বিষয়ে আর একটা সাক্ষ্য শোন, সেটাই যা একটু আগে পাঠ করে শোনানো হয়েছে, *হে ঈশ্বর, তোমার সিংহাসন চিরদিন চিরকালস্থায়ী* (৪৮)। বাস্তবিকই: মাংসে তাঁর আগমনের ফলে তিনি যে এস্থানে উপস্থিত, এজন্য এমনটা যেন মনে না হয় যে, তিনি এর পরেই ঈশ্বরত্বের চূড়ায় পৌঁছলেন, সেজন্য শাস্ত্রে স্পষ্টই বলে, *এজন্য ঈশ্বর, তোমারই ঈশ্বর তোমার সমকক্ষদের চেয়ে তোমাকেই আনন্দ-তেলে অভিষিক্ত করলেন* (৪৯)। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ যে, খ্রিষ্ট ঈশ্বর পিতা ঈশ্বর দ্বারা তৈলাভিষিক্ত?

১৬। খ্রিষ্টের রাজকীয় যাজকত্ব

তুমি কি খ্রিষ্টের ঈশ্বরত্ব বিষয়ক তৃতীয় একটা সাক্ষ্যও গ্রহণ করতে ইচ্ছা কর? ইশাইয়ার এবাণী শোন, *মিশর তোমার জন্যই শ্রম করল, ইথিওপিয়ার যত বাণিজ্যও তোমার জন্য,* এবং একটু নিচে লেখা আছে, *তারা তোমাতেই মিনতি করবে, কারণ ঈশ্বর তোমাতেই রয়েছেন, আর তুমি ছাড়া অন্য ঈশ্বর নেই। কেননা তুমি ঈশ্বর, আর আমরা তা জানতাম না, ওগো ইস্রায়েলের ঈশ্বর, পরিত্রাতা* (৫০)।

এখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে, পুত্রতে পিতা ঈশ্বর থাকায় সেই পুত্র নিজে ঈশ্বর; একথা এমন যা সুসমাচারে তিনি নিজে যা বলেছিলেন, সেটার প্রায়ই সমান, *পিতা আমাতে আছেন আর আমি পিতাতে আছি* (৫১)। তিনি তো বলেননি, আমি সেই পিতা, কিন্তু বলেছেন, *পিতা আমাতে আছেন আর আমি পিতাতে আছি*। আরও, তিনি তো বলেননি, আমি ও পিতা এক, কিন্তু বলেছেন, *আমি ও পিতা, আমরা এক* (৫২), যাতে আমরা তাঁদের বিচ্ছিন্নও না করি, তথাকথিত সেই পুত্র-পিতৃত্বকে নিয়েও যেন

এলোমেলো ধারণা না সৃষ্টি করি। তাঁরা এক, কারণ ঈশ্বরত্ব সংক্রান্ত মর্যাদা এক, যেহেতু ঈশ্বর ঈশ্বরকে জনিত করলেন।

রাজ-অধিকারের দিক দিয়ে পিতা ও পুত্র এক, কেননা আব্‌শালোম যেভাবে নিজের পিতার বিরুদ্ধে নিজেকে উত্তোলিত করেছিলেন, পিতা এদের উপরে ও পুত্র ওদের উপরে সেইভাবে রাজত্ব করেন না, কিন্তু পিতা যেখানে রাজত্ব করেন সেখানে পুত্রও রাজত্ব করেন। তাঁরা এক, কারণ তাঁদের মধ্যে কোন বিভেধও নেই, বিচ্ছেদও নেই, কেননা পিতার ইচ্ছা একরকম ও পুত্রের ইচ্ছা অন্য রকম তা নয়। তাঁরা এক, কারণ খ্রিষ্টের সৃষ্টিকর্ম একটা ও পিতার সৃষ্টিকর্ম অন্য একটা, তাও নয়, কেননা সবকিছুর সৃষ্টিকর্ম পিতার সঙ্গে পুত্রের দ্বারা হয়েছিল, যেইভাবে সামসঙ্গীতের রচয়িতা বলেন, *তিনি কথা বলতেই তারা গড়ে উঠল, তিনি আজ্ঞা দিতেই তারা হল সৃষ্ট* (৫৩)। কেননা যিনি কথা বলেন, তিনি শ্রোতা একজনকেই কথা বলেন, আর যিনি আজ্ঞা দেন, তিনি তাঁর সঙ্গে উপস্থিত একজনকে আজ্ঞা দেন।

১৭। পুত্রের দ্বারা পিতাকে উপাসনা

সুতরাং, যেহেতু পুত্রতে পিতা থাকায় পুত্র পিতাতে পরিণত হন না, সেজন্য সেই পুত্র হলেন সত্যকার ঈশ্বর; প্রকৃতপক্ষে, পিতা তো মানুষ হননি, পুত্রই মানুষ হলেন। এসো, সত্য অবাধেই ব্যক্ত হোক: পিতা আমাদের জন্য যন্ত্রণাভোগ করেননি, কিন্তু পিতা তাঁকে প্রেরণ করেছেন যিনি আমাদের খাতিরে যন্ত্রণাভোগ করলেন।

এসো, একথাও যেন না বলি: এমন সময় ছিল যখন পুত্র ছিলেন না; তথাকথিত সেই পুত্র-পিতৃত্বকেও যেন গ্রহণ না করি, বরং এসো, রাজকীয় পথ ধরে বাঁয়েও নয় ডানেও নয় সোজাই এগিয়ে চলি (৫৪)। পুত্রকে সম্মান করছি ভেবেও যেন তাঁকে পিতা না বলি, পিতাকে সম্মান করছি ভেবেও যেন পুত্রকে সৃষ্টজীবদের একজন বলে না কল্পনা করি। না। বরং এসো, আমরা পিতাকে সেই অনন্য পুত্রের দ্বারা উপাসনা করি, ও উভয়ের উপাসনা যেন বিচ্ছিন্ন না হয়। সেই অনন্য পুত্র ঘোষিত হোন যিনি সর্বযুগের পূর্বে পিতার ডান পাশে আসীন; তিনি যে যন্ত্রণাভোগ করার পর সাময়িক অগ্রগতির

ফলে পিতার একই সিংহাসন গ্রহণ করলেন, তা নয়, বরং তিনি অনাদিকালীন অধিকার গুণেই সেই সিংহাসনে আসীন।

১৮। পিতা ও পুত্রের মধ্যকার সাদৃশ্য

যে পুত্রকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে [৫৫], কেননা তিনি সবকিছুতেই জনকের সদৃশ পুত্র; অর্থাৎ তিনি জীবন থেকে জীবন, আলো থেকে আলো, প্রতাপ থেকে প্রতাপ, ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর বলে জনিত [পুত্র]; এবং ঈশ্বরত্বের যে গুণাবলি, সেগুলো পুত্রতে অপরিবর্তনীয়, আর যে কেউ পুত্রতে ঈশ্বরত্বকে দেখবার যোগ্য বলে গণিত হয়েছে, সে জনককে ভোগ করবার ক্ষমতা অর্জন করে। এটি যে আমার নিজের কথা তা নয়, কিন্তু সেই একমাত্র জনিতজনের কথা, *ফিলিপ, এতদিন আমি তোমাদের সঙ্গে আছি আর তুমি আমাকে জান না? যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে* [৫৬]।

এক কথায়, আমরা যেন তাঁদের বিচ্ছিন্ন না করি, তাঁদের নিয়ে যেন এলোমেলো ধারণা সৃষ্টি না করি। পুত্র পিতার চেয়ে ভিন্ন, একথা তুমি বলবে না, আর যারা বলে, পিতা এক সময় পিতা ও আর এক সময় পুত্র, তাদের একথা তুমি মেনে নেবে না; কেননা তেমন কথা অদ্ভুত ও অভক্তিপূর্ণ, কথাটা মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা নয়। কিন্তু পিতা পুত্রকে জনিত করে পিতা হয়ে থাকলেন ও তাঁর কোন পরিবর্তন হয়নি: তিনি প্রজ্ঞা জনিত করলেন, কিন্তু প্রজ্ঞা-বঞ্চিত হননি; পরাক্রম জনিত করে দুর্বল হননি [৫৭]; ঈশ্বরকে জনিত করে নিজে ঈশ্বরত্ব বঞ্চিত হননি, হ্রাসপ্রাপ্তি বা পরিবর্তন দ্বারাও তিনি কিছুতেই ক্ষতিগ্রস্ত হননি, যিনি জনিত হয়েছেন, তিনিও কোন কিছুর অভাবী নন। যিনি জনিত করলেন তিনি নিখুঁৎ, জনিত যিনি তিনিও নিখুঁৎ; জনিত করলেন যিনি তিনি ঈশ্বর ছিলেন, জনিত হলেন যিনি তিনিও ঈশ্বর, এমনকি তিনি নিজে সবকিছুর ঈশ্বর, কিন্তু পিতাকে আপন ঈশ্বর বলে সম্বোধন করেন। কেননা একথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না, *আমি তাঁর কাছে আরোহণ করছি যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর* [৫৮]।

১৯। খ্রিস্টের পিতা ও মানুষের পিতা

তুমি যেন না মনে কর যে, ঈশ্বর একই প্রকারে পুত্রের ও সৃষ্টজীবদের পিতা, সেজন্য খ্রিষ্ট এবিষয়ে পার্থক্য ব্যক্ত করলেন। বাস্তবিকই তিনি এমনটা বলেননি, 'আমি আমাদের পিতার কাছে আরোহণ করছি', পাছে একমাত্র জনিতজনের সঙ্গে সৃষ্টজীবদের সহভাগিতা উৎপন্ন হয়; না, তিনি বলেছিলেন, 'আমার পিতা ও তোমাদের পিতা', অর্থাৎ, এক দিক দিয়ে তথা স্বরূপের দিক দিয়ে আমার; আর এক দিক দিয়ে তথা দত্তক প্রদানের দিক দিয়ে তোমাদের। তিনি আরও বলেছিলেন, 'আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর', অর্থাৎ, এক দিক দিয়ে তিনি আমার ঈশ্বর যেহেতু আমি হলাম তাঁর সত্যকার ও একমাত্র জনিত পুত্র, আর এক দিক দিয়ে তিনি স্রষ্টা বলে তোমাদের ঈশ্বর।

সুতরাং ঈশ্বরের পুত্র হলেন সেই সত্যকার ঈশ্বর যিনি অনির্বচনীয়ভাবে সর্বযুগের পূর্বে জনিত: আমি একথা তোমাদের বার বার বলে থাকি যেন তা তোমাদের মনে খোদাই করা হয়ে থাকে। ঈশ্বরের যে একটি পুত্র আছে, তা তুমি বিশ্বাস করবে, কিন্তু তা কেমন হয়েছে সেবিষয়ে তুমি কৌতূহলী হবে না, কেননা অনুসন্ধান করলেও তুমি এর উত্তর পাবে না। বেশি করে নিজেকে উত্তোলিত করবে না পাছে তোমার পতন হয়: *তোমাকে যা করতে বলা হয়েছে, কেবল তাতেই মন দাও* (৫৯)। আগে আমাকে বল যিনি জনিত করেন তিনি কে, এবং পরে শিখে নাও তাঁর বেলায় জনিত করা বলতে কি বোঝায়; কিন্তু যেহেতু তুমি সেই জনকের স্বরূপ ধারণা করতে অক্ষম, সেজন্য সেই জনিতজন কিভাবে জনিত হয়েছেন সেবিষয় তলিয়ে দেখতে অতিব্যস্ত হয়ো না।

২০। রাজা রূপে খ্রিষ্ট

যেমনটা বলেছি, ভক্তপ্রাণ মানুষের জন্য এটি জানা যথেষ্ট যে, ঈশ্বরের একটিমাত্র পুত্র আছেন যিনি স্বরূপগত ভাবে জনিত, যিনি বেথলেহেমে জন্ম নেওয়ার সময় যে বিদ্যমান হতে শুরু করলেন এমন নয় বরং সর্বযুগের পূর্বেই বিদ্যমান ছিলেন। নবী মিখা যা বলেছিলেন, তা শোন, *আর তুমি, হে বেথলেহেম-এফ্রাথা, তুমি যে যুদা-গোত্রগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রতম, তোমা থেকেই আমার উদ্দেশে বের হবেন এমন শাসকর্তা যিনি আমার*

জনগণ ইস্রায়েলকে পালন করবেন, প্রাচীনকাল থেকে, অনাদিকাল থেকেই যাঁর উৎপত্তি (৬০)।

সুতরাং, বেথলেহেম থেকে এখন উদ্গত হয়েছেন যিনি, তুমি তাঁর কথা ভেবো না, কিন্তু তাঁকে উপাসনা কর যিনি অনাদিকাল থেকে পিতা থেকে জনিত হলেন। যারা বলে, পুত্রের যে আদি, তা কালের একসময় হয়েছে, তাদের শোনায় সময় নষ্ট করো না, কিন্তু কালের গণ্ডির বাইরে পিতা থেকে সেই পুত্রের আদি মেনে নাও। কেননা পিতাই হলেন পুত্রের আদি, এমন আদি যা কালবিহীন, বোধাতীত, আদিবিহীন। ধর্মময়তার নদীর উৎস (৬১), এমনকি সেই একমাত্র জনিতজনের উৎস হলেন সেই পিতা যিনি তাঁকে সেইভাবে জনিত করলেন যেভাবে তিনি মাত্র জানেন।

আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট যে সনাতন রাজা, তুমি কি একথাও জানতে ইচ্ছা কর? আবার তাঁর কথা শোন, তিনি তো বলেন, *তোমাদের পিতা আব্রাহাম আমার দিনের কথা ভেবে উল্লসিত হয়েছিলেন; তা দেখতেই পেয়েছেন, আনন্দও করেছেন* (৬২)। তারপর, যখন ইহুদীরা তাঁর একথা কঠিন ভাবে গ্রহণ করেছিল, তখন তিনি তাদের যা বলেছিলেন, তা আরও কঠিন ছিল, *আব্রাহাম জন্মাবার আগে আমিই আছি* (৬৩)। আরও, তিনি পিতাকে বলেন, *পিতা, জগৎ হবার আগে তোমার কাছে আমার যে গৌরব ছিল, তুমি এখন তোমার নিজের সাক্ষাতে আমাকে সেই গৌরবে গৌরবান্বিত কর* (৬৪); তিনি তো স্পষ্টই বলেন, ‘জগৎ হবার আগে তোমার কাছে আমার যে গৌরব ছিল’। পরে, যখন তিনি বলেন, *কেননা জগৎপত্তনের আগেই তুমি আমাকে ভালবেসেছ* (৬৫), তখন তিনি স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেন যে, তোমার সঙ্গে আমার যে গৌরব, তা অনাদিকালীন।

২১। সবই খ্রিষ্টের কর্মকীর্তি

অতএব, আমরা যেন ‘এক-প্রভুতে, ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্র সেই যিশু খ্রিষ্টে বিশ্বাস করি যিনি পিতা থেকে সর্বযুগের পূর্বে জনিত, সত্যকার ঈশ্বর; সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল’(৬৬)। কেননা যত *সিংহাসন, যত প্রভুত্ব, আধিপত্য বা কর্তৃত্ব রয়েছেন, সবই তাঁরই দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে* (৬৭); আর যা কিছু সৃষ্ট হয়েছে, সেই সবগুলোর এমন একটাও নেই যা তাঁর কর্তৃত্ব থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

যে যে ভ্রান্তমত নানা বিশ্বস্রষ্টা ও বিশ্বনির্মাতা অনুপ্রবেশ করায়, সেই সমস্ত ভ্রান্তমত চুপ করুক; চুপ করুক সেই সমস্ত জিহ্বা যা ঈশ্বরের পুত্র সেই খ্রিষ্টের বিষয়ে নিন্দাজনক কথা উচ্চারণ করে; যারা বলে, সূর্যই খ্রিষ্ট, তারাও চুপ করুক, কেননা আমরা যে সূর্যকে দেখি সে নয়, খ্রিষ্টই সূর্যের স্রষ্টা; তারাও চুপ করুক যারা বলে, জগৎ হলো দূতদের সৃষ্টিকর্ম যারা সেই একমাত্র জনিতজনের গৌরব কেড়ে নিতে ইচ্ছা করে। কেননা দৃশ্য বা অদৃশ্য, সিংহাসন বা কর্তৃত্ব বা যা কিছুর একটা নাম আছে তাও (৬৮), সবই খ্রিষ্টের দ্বারা হয়েছে।

সেই পুত্র যা কিছু নির্মাণ করেছেন, তিনিই সেই সবকিছুর উপরে রাজত্ব করেন, কেননা তিনি অন্য কারও লুটের মাল ছিনিয়ে না নিয়ে বরং নিজের সৃষ্টিকর্মের উপর রাজ-অধিকার রাখেন, যেইভাবে সুসমাচারের রচয়িতা বলেছিলেন, *সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল, আর যা কিছু হয়েছে, তার কোন কিছুই তাঁকে ব্যতীত হয়নি* (৬৯)। হ্যাঁ, সবই তাঁর দ্বারা হয়েছিল যেহেতু পিতা পুত্রের দ্বারা সক্রিয় ছিলেন।

২২। স্রষ্টা সেই পুত্র

আমি ইচ্ছা করি, যা কিছু বলে আসছি তার একটা উদাহরণ দেব, কিন্তু জানি, আমি দুর্বল; কেননা দৃশ্যগত বিষয় থেকে কি ঐশপ্রতাপের উপযোগী উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে?

তাসত্ত্বেও, আমার কথা যতই দুর্বল হোক, দুর্বল এই আমি দুর্বল এই তোমাদের কাছে তা উপস্থাপন করব। কেননা যেমন এক রাজা যাঁর পুত্র রাজা, তিনি যেমন একটা শহর নির্মাণ করতে ইচ্ছা করলে তাঁর আপন পুত্রকে অর্থাৎ রাজ্যভারে নিজের অংশী তাঁর সেই পুত্রকে শহরের একটা নমুনা উপস্থাপন করতে পারতেন, ও পুত্র নকশা পেয়ে পিতার নমুনাটা অনুযায়ী শহরের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করেন, তেমনি যখন পিতা [ঈশ্বর] সবকিছু ইচ্ছা করলেন, তখন পুত্র পিতার আদেশমত সবকিছু নির্মাণ করলেন যাতে সেই আদেশ পালনে পিতার পূর্ণ অধিকার সংরক্ষিত হয়, ও সেইসঙ্গে যেন পুত্রও নির্মাণকর্মে নিজের অধিকার অনুশীলন করতে পারেন, ও পিতাও আপন কর্মের উপরে তাঁর যে

প্রভুত্ব তা থেকে যেন বঞ্চিত না হন, পুত্রও যেন অন্যান্যদের নির্মিত বস্তুর উপরে নয়, নিজেরই নির্মিত বস্তুর উপরে রাজত্ব করতে পারেন।

কেননা, আমি যেমন আগেও বলেছি, স্বর্গদূতেরা নয়, সেই একমাত্র জনিত পুত্রই জগৎ সৃষ্টি করলেন, যিনি, যেমনটা বলেছি, সর্বযুগের পূর্বে জনিত, সবই যাঁর দ্বারা হয়েছে, ও যাঁর সৃষ্টিকর্ম থেকে কোন কিছুই বাতিল নয়। আর আমরা এতক্ষণে যা বলে এসেছি, খ্রিষ্টের অনুগ্রহ গুণেই তা বলা হয়েছে।

২৩। বিশ্বসৃষ্টি

কিন্তু এসো, আমরা এখন সেই বিশ্বাস-স্বীকারোক্তির দিকে আবার ছুটে চলি যাতে করে আপাতত আমাদের উপদেশ শেষ করতে পারি।

খ্রিষ্টই সবই করলেন, তা হোন স্বর্গদূত বা মহাদূত, প্রভুত্ব বা সিংহাসন। সৃষ্টবস্তু সৃষ্টির জন্য পিতা যে শক্তিহীন ছিলেন এজন্য নয়, কিন্তু এজন্য যে, তিনি ইচ্ছা করেছিলেন, যা যা নির্মাণ করার ছিল, ঈশ্বর নিজে সেটার নকশা পুত্রকে দেওয়ায় পুত্রই নিজের নির্মাণকর্মের উপর রাজত্ব করবেন। আপন পিতাকে সম্মান করার জন্য সেই একমাত্র জনিতজন বলেন, *নিজে থেকে পুত্র কোন কিছুই করতে পারেন না; তিনি পিতাকে যা করতে দেখেন, তা-ই মাত্র করেন; কারণ তিনি যা কিছু করেন, পুত্রও তেমনি তা-ই করেন* (৭০)। তিনি আরও বলেন, *আমার পিতা এখনও কাজে রত আছেন* (৭১), কেননা যাঁরা কর্মরত, তাঁদের মধ্যে বিরোধী বলতে কিছু নেই; সুসমাচারে প্রভু একথাও বলেন, *যা কিছু আমার, তা সমস্তই তোমার; এবং যা তোমার, তা আমার* (৭২)।

এসমস্ত কথা আমরা পুরাতন ও নূতন নিয়ম থেকে স্পষ্টভাবে জানতে পারি; কেননা যিনি বলেছিলেন, *এসো, আমরা আমাদের আপন প্রতিমূর্তিতে, আমাদের আপন সাদৃশ্য অনুসারে মানুষ নির্মাণ করি* (৭৩), তিনি অবশ্যই উপস্থিত একজনকে একথা বলছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে স্পষ্ট হলো সামসঙ্গীতের রচয়িতার এবাণী, *তিনি কথা বলতেই তারা গড়ে উঠল, তিনি আজ্ঞা দিতেই তারা হল সৃষ্ট* (৭৪), কেননা এ বচনে কেমন যেন পিতা আজ্ঞা দিলেন ও কথা বললেন, এবং পুত্র পিতার আজ্ঞামত সবকিছু করলেন। এবিষয়ে যোব রহস্যময় ভাবে বলেন, *তিনি একাকী আকাশমণ্ডল বিছিয়ে দিলেন, সাগরের উপর দিয়ে*

যেন স্থলেরই উপর দিয়ে চলাচল করলেন (৭৫), ও যারা বুঝতে পারে তাদের তিনি বোঝাচ্ছিলেন যে, যিনি এখানে উপস্থিত হওয়ার সময়ে সাগরের উপর দিয়ে চলাচল করেছিলেন, তিনি পূর্বে আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করেছিলেন।

প্রভু একথাও বলেন, *তুমি কি মাটি হাতে নিলে ও কাদামাটি দিয়ে একটা সজীব প্রাণী গড়ে তুললে?* (৭৬), এবং পরবর্তী কয়েক পদে তিনি বলে চলেন, *মৃত্যুলোকের দ্বার কি ভয়েতেই তোমার সামনে উন্মুক্ত হল? দ্বাররক্ষকেরাও কি তোমাকে দেখে আতঙ্কিত হল?* (৭৭); তিনি এ ঘোষণা করছিলেন যে, যিনি ভালবাসা দ্বারা পাতালে অবরোহণ করেছিলেন, সেই তিনিই আদিতে মানুষকে কাদামাটি দিয়ে গড়েছিলেন।

২৪। সর্বযুগের রাজা খ্রিষ্ট

অতএব, খ্রিষ্ট হলেন ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্র ও জগতের নির্মাতা। কেননা আমাদের এ শিক্ষা দিতে গিয়ে সুসমাচার বলে, *তিনি জগতের মধ্যে ছিলেন, আর জগৎ তাঁরই দ্বারা হয়েছিল, অথচ জগৎ তাঁকে চিনল না* এবং *তিনি নিজের অধিকারের মধ্যে এলেন* (৭৮)। এবং পিতার আজ্ঞামত খ্রিষ্ট শুধু দৃশ্য বস্তুর নয়, অদৃশ্য বস্তুরও নির্মাতা; কারণ প্রেরিতদূত অনুসারে *স্বর্গলোকে ও পৃথিবীতে দৃশ্য-অদৃশ্য যা কিছু আছে—যত সিংহাসন, প্রভুত্ব, আধিপত্য ও কর্তৃত্ব—সবই তাঁরই মধ্যে সৃষ্ট হয়েছে। সমস্ত কিছু সৃষ্ট হয়েছে তাঁরই দ্বারা এবং তাঁকেই উদ্দেশ্য ক'রে; সমস্ত কিছুর পূর্বেই তিনি আছেন, সমস্ত কিছু তাঁরই মধ্যে একতাবদ্ধ* (৭৯)। যুগগুলোর কথা বললেও, পিতার আজ্ঞামত, সেগুলোরও নির্মাতা সেই যিশু খ্রিষ্ট। কারণ ঈশ্বর *শেষযুগের এই দিনগুলিতে আমাদের কাছে সেই পুত্রে কথা বলেছেন যাঁকে তিনি সমস্ত কিছুর উত্তরাধিকারী রূপে নিযুক্ত করলেন ও যাঁর দ্বারা যুগগুলো রচনা করলেন* (৮০)। পিতার ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে তাঁরই গৌরব, সম্মান ও প্রতাপ এখন ও সর্বকাল ধরে ও যুগে যুগান্তরে। আমেন।

---

(১) হিব্রু ১:১।

(২) পুরাতন নিয়ম কালে যে যে ব্যক্তিকে যাজক, নবী ও রাজা পদে নিযুক্ত করা হত, তাকে তৈলাভিষিক্ত করা হত। সেই অনুসারে আরোন ও তাঁর বংশধরেরা যাজক পদে তৈলাভিষিক্ত হয়েছিলেন; শৌল, দাউদ ও তাঁর উত্তরসূরীরা রাজ পদে তৈলাভিষিক্ত হয়েছিলেন, এলিশেয়

ও অন্যান্য নবীগণও নবী পদে তৈলাভিষিক্ত হয়েছিলেন।
‘তৈলাভিষিক্ত’ শব্দটা গ্রীক ভাষায় ‘খ্রিষ্ট’ হওয়ায় উল্লিখিত সেই সকল ব্যক্তিও ভাষাগত দিক থেকে ‘খ্রিষ্ট’ ছিলেন যেহেতু তৈলাভিষিক্ত হয়েছিলেন।
এক্ষেত্রে সাধু সিরিলের বক্তব্য হল, সেই তৈলাভিষিক্তজনেরা অর্থাৎ সেই খ্রিষ্টগণ যিশু খ্রিষ্টের সমতুল্য নন, বরং কেবল যিশুই প্রকৃত খ্রিষ্ট যেহেতু তিনি মানুষ দ্বারা নয়, স্বয়ং ঈশ্বর দ্বারা তৈলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। তাঁর কথায়, তাঁরা ছিলেন ‘পূর্বপ্রতীকময় খ্রিষ্ট’ অর্থাৎ আসন্ন খ্রিষ্টের পূর্ব প্রতীক মাত্র।

(৩) ধর্মশিক্ষা ৭:১০; ১১:৪ দ্রঃ।

(৪) মথি ১৬:১৩।

(৫) মথি ১৬:১৪।

(৬) ধর্মশিক্ষা ৬:১৫; ১৪:২৭; ১৭:২৭ দ্রঃ।

(৭) মথি ১৬:১৬।

(৮) মথি ১৬:১৭।

(৯) ধর্মশিক্ষা ৭:৫ দ্রঃ।

(১০) হিব্রু ১:৬ দ্রঃ।

(১১) যাত্রা ৪:২২।

(১২) আদি ৪৯:৪; মথি ২১:৩৯ দ্রঃ।

(১৩) দ্বিঃবিঃ ১৪:১।

(১৪) সাম ৮২:৬।

(১৫) মথি ১:১।

(১৬) ইশা ৫৩:৮ গ্রীক সত্তরী।

(১৭) যোহন ৪:২৪।

(১৮) সাম ২:৭।

(১৯) সাম ১১০:৩ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(২০) যোহন ৩:১৬।

(২১) যোহন ৩:১৮ দ্রঃ।

(২২) যোহন ১:১৪।

(২৩) লুক ৪:৩৪।

(২৪) ১ যোহন ৫:১।

(২৫) ধর্মশিক্ষা ১০:১ দ্রঃ।

(২৬) যোহন ৪:২৪।

(২৭) ধর্মশিক্ষা ১১:১৩ দ্রঃ।

(২৮) ১ করি ৪:১৫।

(২৯) যোহন ১:১২-১৩।

(৩০) মথি ৩:১৭।

(৩১) যোহন ১:১।

(৩২) সাম ১১০:১ দ্রঃ।

(৩৩) এফে ৪:১০ দ্রঃ।

(৩৪) যোহন ৮:৩৮।

(৩৫) মথি ১১:২৭।

(৩৬) যোব ১২:৮।

(৩৭) ইশা ৫১:৬ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(৩৮) সাম ১৪৮:৪।

(৩৯) কল ১:১৬ দ্রঃ।

(৪০) যোহন ১:৩।

(৪১) ১ করি ২:১০।

(৪২) যোহন ৫:২৬।

(৪৩) যোহন ৫:২৩।

(৪৪) যোহন ৫:২১।

(৪৫) ১ করি ১১:৩।

(৪৬) মথি ১:২৩।

(৪৭) বারুক ৩:৩৬-৩৮।

(৪৮) (হিব্রু ১:৮।

(৪৯) সাম ৪৫:৮।

(৫০) ইশা ৪৫:১৪-১৫ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(৫১) যোহন ১৪:১১।

(৫২) যোহন ১০:৩০।

(৫৩) সাম ১৪৮:৫।

(৫৪) গণনা ২০:১৭ দ্রঃ।

(৫৫) যোহন ১৪:৯।

(৫৬) যোহন ১৪:৯।

(৫৭) ১ করি ১:২৪ দ্রঃ।

(৫৮) যোহন ২০:১৭।

(৫৯) সিরা ৩:২২।

(৬০) মিখা ৫:১।

(৬১) সাম ৪৬:৫ দ্রঃ।

(৬২) যোহন ৮:৫৬।

(৬৩) যোহন ৮:৫৮।

(৬৪) যোহন ১৭:৫।

(৬৫) যোহন ১৭:২৪।

(৬৬) যোহন ১:৩ দ্রঃ।

(৬৭) কল ১:১৬।

(৬৮) এফে ১:২১ দ্রঃ।

(৬৯) যোহন ১:৩।

(৭০) যোহন ৫:১৯।

(৭১) যোহন ৫:১৭।

(৭২) যোহন ১৭:১০।

(৭৩) আদি ১:২৬।

(৭৪) সাম ১৪৮:৫ ।

(৭৫) যোব ৯:৮।

(৭৬) যোব ৩৮:১৪।

(৭৭) যোব ৩৮:১৭।

(৭৮) যোহন ১:১০-১১।

(৭৯) কল ১:১৬-১৭।

(৮০) হিব্রু ১:২।

আলোপ্রত্যাশীদের ১২শ ধর্মশিক্ষা

- মাংস হওয়া খ্রিষ্ট -

পূর্বের ধর্মশিক্ষায় (৯-১১), প্রথম ও দ্বিতীয় সৃষ্টির অনাদিকালীন যাজক সেই ঐশবাণী বিষয়ক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার পর সাধু সিরিল এই ১২শ ধর্মশিক্ষায় খ্রিষ্টতত্ত্বের আর এক দিক উপস্থাপন করেন, তথা, সেই ঐশবাণী-মুক্তিদাতা কালের পূর্বেও ছিলেন পিতামুখী ঈশ্বর, ও মানবকালে প্রবেশ করে কুমারী মারীয়ার প্রসবের ফলে হলেন মানুষ। খ্রিষ্টের ঐশ ও মানব ব্যক্তিত্ব স্পষ্টভাবে ঘোষিত, তাঁর ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্বের মধ্যকার পার্থক্যও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত। সাধু সিরিল মুক্তকণ্ঠেই উভয় তত্ত্ব স্বীকার করেন।

প্রভু আহাজের সঙ্গে আর একবার কথা বললেন: তাঁকে বললেন, 'তোমার ঈশ্বর প্রভুর কাছে একটা চিহ্ন যাচনা কর', ইত্যাদি; এবং *'দেখ, কুমারীটি গর্ভবতী হয়ে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, এবং লোকে তাঁকে ইম্মানুয়েল বলে ডাকবে'*, ইত্যাদি [১], ইশাইয়ার এই পাঠের পরে, 'তিনি মাংস হলেন, ও মানুষ হলেন' সূত্র সম্পর্কে, যেরুশালেমে তাৎক্ষণিক ভাবে পরিবেশিত ধর্মশিক্ষা।

১। ঈশ্বরের পুত্র মাংস হলেন

শুচিতার ছাত্র ও চিরকৌমার্যের শিষ্য এই আমরা এসো, পুণ্যতাপূর্ণ ওষ্ঠে কুমারী-জনিত সেই ঈশ্বরের গুণকীর্তন করি।

আধ্যাত্মিক মেষশাবকের মাংসের অংশী হবার যোগ্য বলে পরিগণিত হয়ে, এসো, আমরা তাঁর মাথার সঙ্গে তাঁর পাও গ্রহণ করে নিই [২]: হ্যাঁ, মাংসের দ্বারা তাঁর ঈশ্বরত্ব ও পা দ্বারা তাঁর মনুষ্যত্ব গ্রহণ করে নিই। পবিত্র সুসমাচারের শ্রোতা এই আমরা, এসো, ঐশতত্ত্ববিদ যোহনের কথা শুনি, কারণ তিনি *আদিতে ছিলেন বাণী, বাণী ছিলেন ঈশ্বরমুখী, বাণী ছিলেন ঈশ্বর* [৩] বলার পর বলে চললেন, *এবং বাণী হলেন মাংস* [৪]। কেননা একটা সাধারণ মানুষকে উপাসনা করাও ধর্মসম্মত কাজ নয়, তিনি যে মনুষ্যত্ব ছাড়াই মাত্র ঈশ্বর, তাও বলা ভক্তিময় কাজ নয়। কেননা খ্রিষ্ট যদি ঈশ্বর হন, আর

অবশ্যই তিনি তা-ই, কিন্তু মনুষ্যত্ব যদি ধারণ করে না থাকেন, তবে আমরা পরিত্রাণ থেকে বঞ্চিত।

সুতরাং এসো, আমরা তাঁকে ঈশ্বর রূপে উপাসনা করি, ও তিনি যে মনুষ্যত্বও পরিধান করলেন, তা বিশ্বাস করি। কারণ যেমন তাঁকে ঈশ্বরত্ববিহীন মানুষ বললে কোনও উপকারিতা থাকে না, তেমনি তাঁর ঈশ্বরত্ব স্বীকারোক্তি থেকে তাঁর মনুষ্যত্ব ছিন্ন করলে পরিত্রাণদায়ী কিছুই থাকে না। এসো, রাজা ও চিকিৎসকের বিদ্যমানতা স্বীকার করি। কেননা যিশু রাজা আমাদের চিকিৎসক হতে গিয়ে মনুষ্যত্ব-*গামছা নিয়ে তা কোমরে জড়িয়ে* [৫] যা অসুস্থ ছিল তা নিরাময় করলেন। *শিশুদের উত্তম শিক্ষক* [৬] হয়ে তিনি শিশুদের মধ্যে নিজেকে শিশু করলেন যাতে নির্বোধদের অন্তরে প্রজ্ঞা সঞ্চার করতে পারেন। স্বর্গের রুটি পৃথিবীতে নেমে এলেন যেন তিনি ক্ষুধার্তদের পুষ্ট করতে পারেন।

২। যারা খ্রিষ্টবৈরীর প্রতীক্ষায় রয়েছে, সে সম্পর্কে

কিন্তু ইহুদীদের সন্তানেরা, যিনি এসেছিলেন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করায় ও শঠতায় যে আসবে তার প্রতীক্ষায় থাকায় সত্যকার খ্রিষ্টকে ত্যাগ করেছে, ও নিজেরা প্রবঞ্চিত হয়ে সেই প্রবঞ্চকের প্রতীক্ষায় থাকে। এতেও ত্রাণকর্তার সেই বচন সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে, কেননা তিনি বলেছিলেন, *আমি আমার পিতার নামে এসেছি, তবু তোমরা আমাকে গ্রহণ করতে সম্মত নও; অন্য কেউ নিজের নামে এলে তাকেই বরং তোমরা গ্রহণ করবে* [৭]।

ইহুদীদের কাছে একটা প্রশ্ন উপস্থাপন করাও উপযোগী: যিনি বলেন সেই ইম্মানুয়েল একটা কুমারীর গর্ভে জন্ম নেবেন [৮], সেই নবী ইশাইয়া কি সত্যবাদী? নাকি তিনি মিথ্যাবাদী? আর তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে অভিযুক্ত করে, তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই, কেননা নবীদের শুধু মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত করা নয়, পাথর ছুড়ে তাদের নির্যাতন করাও তাদের অভ্যাস। কিন্তু নবী সত্যবাদী হলে, তবে ইম্মানুয়েলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বল, 'তোমরা যাঁর প্রতীক্ষায় রয়েছ, সেই ব্যক্তি যাঁর আসবার কথা, তিনি কি কুমারী থেকে আসবেন? নাকি কুমারী থেকে আসবেন না?' কারণ তাঁর যদি কুমারী থেকে জন্মাবার কথা নয়, তবে তোমরা তো নবীকে মিথ্যাবাদী বলে অভিযুক্ত

কর, কিন্তু ভবিষ্যতে যা ঘটবার কথা তাতে তোমরা যদি এ অপরূপ কাজেরই প্রতীক্ষায় থাক, তবে যা ইতিমধ্যে ঘটে গেছে তা প্রত্যাখ্যান করছ কেন?

৩। খ্রিষ্ট সম্পর্কে ভ্রান্তমত

যাক! ইহুদীরা যখন তা-ই ইচ্ছা করে, তখন পথভ্রান্ত হোক, কিন্তু ঈশ্বরের মণ্ডলী গৌরবান্বিত হোক। কেননা আমরা মানুষ হওয়া বাণী-ঈশ্বরকে সত্যিকারেই গ্রহণ করি, ভ্রান্তমতপন্থীদের কথামত তিনি যে একটা পুরুষ ও নারীর বাসনায় মানুষ হলেন তা নয়, কিন্তু সুসমাচারের কথামত আমরা বিশ্বাস করি তিনি কুমারীর গর্ভে ও পবিত্র আত্মার প্রভাবে মানুষ হলেন: তিনি যে মানুষের মত দেখতে তা নয়, তিনি সত্যিকারেই মানুষ। আর তিনি যে কুমারীর গর্ভে সত্যিকারে মানুষ হলেন, এবিষয়ের জন্য সেই শিক্ষার অপেক্ষায় থাক যা এ উপদেশে প্রদান করা হবে, সেসময়ই প্রমাণ পাবে।

কেননা ভ্রান্তমতপন্থীদের ভুল বহুবিধ। কেউ না কেউ বলছিল, তিনি কুমারীর গর্ভে আদৌ জন্মাননি, অন্য কেউ বলছিল, তিনি একটি কুমারীর গর্ভে নয়, স্বামীর সঙ্গে থাকা একটি স্ত্রীর গর্ভেই জন্ম নিয়েছিলেন; অন্য কেউ নাকি বলে, খ্রিষ্ট মানুষ হওয়া ঈশ্বর নন, তিনি কিন্তু ঈশ্বর হওয়া মানুষ। কারণ তাদের দুঃসাহসে তারা বলছিল, পূর্ববিদ্যমান বাণী যিনি সেই তিনিই যে মানুষ হলেন তা নয়, কিন্তু একটা সাধারণ মানুষ নিজের অগ্রগতির গুণে শেষে মাল্যভূষিত হল।

৪। খ্রিষ্ট কুমারীর গর্ভে মানুষ হলেন

খ্রিষ্টের ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে গতকাল যা বলা হয়েছিল, তুমি কিন্তু এখন তা স্মরণ কর। একথা বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বরের একমাত্র জনিত যিনি, তিনি নিজেই একটি কুমারীর গর্ভে পুনরায় জন্ম নিলেন। সুসমাচারের রচয়িতা সেই যোহনকেই বিশ্বাস কর, তিনি তো বলেন, *এবং বাণী হলেন মাংস ও আমাদের মাঝে তাঁবু খাটালেন* (৯)।

হ্যাঁ, সেই বাণী অনাদিকালীন, তিনি সর্বযুগের পূর্বে জনিত, কিন্তু সেই মাংস তিনি সম্প্রতিকালে, আমাদের খাতিরেই ধারণ করলেন। অনেকে একথা বিরোধিতা করে বলে, কোনটাই সেই এত গুরুতর কারণ যার জন্য ঈশ্বর মানবীয় পর্যায়ে নেমে আসবেন? আরও, এটি কি ঈশ্বরের প্রকৃতিই যে মানুষদের সঙ্গে তাঁর মিলন হবে? আরও, একটি

কুমারী যে পুরুষ ছাড়া গর্ভবতী হবে, সেটা কি সম্ভব? তাই, যেহেতু এত বিরোধিতা রয়েছে ও সংগ্রাম বহুবিধ, সেজন্য এসো, খ্রিষ্টের অনুগ্রহে ও এখানে উপস্থিত সকলের প্রার্থনা গুণে প্রতিটি বিষয় সমাধান করতে চেষ্টা করি।

৫। মাংস হওয়ার কারণ

প্রথমত এসো, আমরা জিজ্ঞাসা করি কোন কারণেই বা যিশু নেমে এসেছেন। আমার প্রস্তাবিত যুক্তির দিকে লক্ষ করো না, কেননা আমার ব্যাখ্যা তত মজবুত নাও হতে পারে। না, আমি যা বলি, একটা বিষয়ে নবীদের সাক্ষ্যদান গ্রহণ না করা পর্যন্ত তা তুমি বিশ্বাস করবে না। কুমারী ও স্থান, কাল ও যা হয়েছে তা কীভাবে হয়েছে, এ সমস্ত বিষয়ে যতক্ষণ না তুমি ঐশশাস্ত্র থেকে না শেখ, সেপর্যন্ত তুমি *মানুষেরই সাক্ষ্যদানের উপর নির্ভর করবে না* [১০]। বাস্তবিকই, আজকালে যারা এগিয়ে এসে শিক্ষা দেয়, তাদের মধ্যে একজন হয় তো সন্দেহের যোগ্য হতে পারে; কিন্তু সুবুদ্ধিসম্পন্ন কোন্ মানুষ এমন একজনকে সন্দেহের চোখে দেখবে যে সহস্র ও সহস্রাধিক বছর আগে ভাববাণী দিয়েছিল?

সুতরাং, তুমি যদি খ্রিষ্টের আগমনের কারণ অনুসন্ধান করতে যাচ্ছ, তাহলে শাস্ত্রের প্রথম পুস্তকে ফিরে যাও: ঈশ্বর ছ' দিনে জগৎ নির্মাণ করলেন, কিন্তু সেই জগৎ ছিল মানুষের জন্য। সূর্যের দীপ্তিময় রশ্মি যতই উজ্জ্বলতম হোক, তবু মানুষকে আলো দেবার জন্যই সেই সূর্যকে গড়া হয়েছিল; সমস্ত জীবজন্তুও আমাদের সেবার জন্য গড়া হয়েছিল, উদ্ভিদ ও গাছগাছালিও সৃষ্ট হয়েছিল যাতে মানুষ তা ভোগ করতে পারে। যা কিছু সৃষ্টি হয়েছিল, তা সবই মঙ্গলময় ছিল [১১], কিন্তু একমাত্র সেই মানুষ ছাড়া সেগুলোর একটাও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ছিল না। সূর্য স্বাভাবিক একটা আজ্ঞা দ্বারা, কিন্তু মানুষকে ঈশ্বরের হাত দ্বারাই গড়া হয়েছিল: *এসো, আমরা আমাদের আপন প্রতিমূর্তিতে, আমাদের আপন সাদৃশ্য অনুসারে মানুষ নির্মাণ করি* [১২]।

যখন পার্থিব একজন রাজার কাঠের মূর্তি সম্মানের বস্তু হয়, তখন ঈশ্বরের যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন প্রতিমূর্তি কতই না বেশি সম্মানের পাত্র হবে? কিন্তু সৃষ্টিকর্মের এ মহত্তম সৃষ্টজীব পরমদেশে আমোদ-প্রমোদ করতে করতে দিয়াবলের হিংসা তাকে

তাড়িয়ে দিল [১৩]। শত্রু যাকে হিংসা করেছিল, তার পতনের উপরে হাততালি দিচ্ছিল; আর তুমি কি এমনটাই ইচ্ছা করবে সেই শত্রু তালি দিতে থাকবে? পুরুষের শক্তির ভয়েতে তার কাছে যেতে সাহস না ক'রে সে, যার শক্তি কম, তখনও যে কুমারী ছিল, তারই কাছে এগিয়ে গেল। কেননা পরমদেশ থেকে বিতাড়িত হবার পরেই *আদম নিজের স্ত্রীকে জানলেন* [১৪]।

৬। মাংস হওয়ার আগেকার অবস্থা

মানবজাতির সেই দ্বিতীয় প্রজন্মের উত্তরসূরী হলেন কাইন ও আবেল, ও কাইন হল প্রথম নরঘাতক। তারপর মানুষের বৃদ্ধিশীল জঘন্য কর্মের কারণে জলপ্লাবন হল; সদোমের লোকদের অপরাধের কারণে স্বর্গ থেকে শহরের উপরে আগুন নেমে এল; পরবর্তীকালে ঈশ্বর ইস্রায়েলকে মনোনীত করলেন, কিন্তু ইস্রায়েল বিমুখ হল ও সেই মনোনীত জাতি আঘাতগ্রস্ত হল। কেননা মোশি পর্বতের উপরে থাকাকালে জনগণ ঈশ্বরের বদলে একটা বাছুর পূজা করছিল। যিনি বলেছিলেন, *ব্যভিচার করবে না* [১৫], সেই বিধানকর্তা মোশির আমলে একটা পুরুষলোক বেশ্যাদের যায়গায় ঢুকে অপরাধ করেছিল [১৬]।

মোশির পরে ইস্রায়েলকে নিরাময় করার জন্য নবীরা প্রেরিত হয়েছিলেন, কিন্তু ওষুধ আনা সত্ত্বেও তাঁরা বিলাপ করতে করতে বলছিলেন তাঁদের চেয়ে রোগের জোর বেশি, যার জন্য তাঁদের একজন বলে উঠেছিলেন, *দুর্ভাগা আমি! কেননা ভক্তপ্রাণ ব্যক্তি পৃথিবী থেকে উচ্ছিন্ন হয়েছে, মানুষদের মধ্যে ন্যায়বান ব্যক্তি একেবারে নেই* [১৭], এবং আর একজন বলেছিলেন, *সবাই বিপথে গেছে, সবাই মিলে কদাচার; সৎকাজ করে, এমন কেউ নেই, একজনও নেই* [১৮]; আরও, *পৃথিবী জুড়ে মিথ্যাশপথ, মিথ্যাকথা, নরহত্যা, চুরি ও ব্যভিচার প্রসারিত হচ্ছে* [১৯]; *নিজেদের ছেলেমেয়েদের তারা অপদূতদের কাছে বলি দিল; তারা গণকতা, জাদুবিদ্যা ও মায়াক্রিয়ায় অবলম্বন করল* [২০]; *তারা নিজেদের কাপড় দড়ি দিয়ে বাঁধত, ও তা দিয়ে যত বেদির ধারে পরদা ঝুলাত* [২১]।

৭। চিকিৎসক যিশুর আগমন

মানবজাতির ক্ষত ছিল গুরুতর: *পায়ের তালু থেকে মাথা পর্যন্ত সুস্থ কোন স্থান নেই, এমন কেউ নেই যে মলম দিয়ে ঘা নরম করবে, তেলও নেই, পটিও নেই* [২২]। পরিশ্রান্ত হয়ে নবীরা কাঁদতে কাঁদতে বলতেন, *সিয়োন থেকে কে নিয়ে আসবে পরিত্রাণ* [২৩]; তাঁরা প্রার্থনা করতেন, *তোমার হাত থাকুক তোমার ডান পাশের মানুষের উপর, থাকুক সেই আদমসন্তানের উপর যাঁকে নিজের জন্যই তুমি করেছ শক্তিশালী; তবেই আমরা আর কখনও তোমাকে ছেড়ে চলে যাব না* [২৪]। নবীদের আর একজন কাকুতি-মিনতি জানিয়ে বলতেন, *প্রভু, আকাশ নত করে নেমে এসো* [২৫], কারণ মরণশীলদের ক্ষত আমাদের ওষুধের চেয়ে অনেক গুরুতর। *তারা তোমার নবীদের প্রাণে মেরেছ ও তোমার যত যজ্ঞবেদি ভেঙে দিয়েছে* [২৬]। নবীরা বলতেন, 'আমাদের দ্বারা এ অমঙ্গল সংশোধন করা সম্ভব নয়; তা সংশোধন করার জন্য তোমারই একান্ত দরকার।'

৮। ত্রাণকর্তা সন্নিকট

প্রভু নবীদের এ প্রার্থনা শুনলেন। বিনাশ পথে চলছিল আমাদের এ মানবজাতি থেকে তিনি দৃষ্টি ফেরাননি। স্বর্গের প্রভু তাঁর আপন পুত্রকেই চিকিৎসক হিসাবে প্রেরণ করলেন; তাতে নবীদের একজন বললেন, *সেই যে প্রভুকে তোমরা অন্বেষণ করছ, তিনি আসছেন, তিনি হঠাৎ করে আসবেন।* কোথায়? *প্রভু আপন সেই মন্দিরেই আসবেন যেখানে তোমরা তাঁকে পাথর ছুড়ে মেরেছিলে* [২৭]। তেমন বাণী শুনে আর একজন নবী তাঁকে বললেন, 'ঈশ্বরের পরিত্রাণের কথা বলতে গিয়ে তুমি কি চুপে চুপে কথা বলছ? ঈশ্বরের আসন্ন পরিত্রাণের শুভসংবাদ প্রচার করতে গিয়ে তুমি কি গোপনেই কথা বলছ?' *হে তুমি যে সিয়োনের কাছে শুভসংবাদ প্রচার করছ, উচ্চ পর্বতে গিয়ে ওঠ! যুদার শহরগুলোকে কথা বল!* কীবা বলব? *দেখ, এই যে তোমাদের ঈশ্বর! দেখ, প্রভু ঈশ্বর মহাপরাক্রমে আসছেন* [২৮]। প্রভু নিজে আরও বলছেন, *দেখ, আমি আসছি, আর আমি তোমাদের মাঝে আমার তাঁবু স্থাপন করব—প্রভুর উক্তি—এবং বহু জাতি প্রভুর*

কাছে আশ্রয়ে নেবে (২৯)। ইস্রায়েলীয়রা আমার দেওয়া পরিত্রাণ প্রত্যাখ্যান করেছে, আর *আমি দেশ ও সকল ভাষার মানুষকে সংগ্রহ করতে আসছি* (৩০)।

কেননা লেখা আছে, *তিনি নিজের অধিকারের মধ্যে এলেন, অথচ তাঁর আপনজনেরা তাঁকে গ্রহণ করল না* (৩১)। তুমি তো আসছ, কিন্তু জাতি সকলকে কী মঞ্জুর করবে? *আমি সকল দেশ ও সকল ভাষার মানুষকে সংগ্রহ করতে আসছি, ও তাদের কাছে একটা চিহ্ন রেখে যাব* (৩২)। কেননা ক্রুশের উপরে আমার সংগ্রামের চিহ্ন হিসাবে আমি আমার সৈন্যদের এক একজনকেই এমন মুদ্রাঙ্কন দেব যা তারা কপালে বহন করবে।

এবং আর একজন নবী বললেন, *আকাশ নত করে তিনি নেমে এলেন, কালো ধোঁয়া ছিল তাঁর পদতলে* (৩৩) : বাস্তবিকই তাঁর নেমে আসাটা মানুষের কাছে অজ্ঞাত ছিল।

৯। মানবজাতির পুনরুদ্ধার

নিজের পিতা দাউদের মুখে এসমস্ত কথা শুনে শলোমন একটা বিস্ময়কর গৃহ নির্মাণ করলেন, ও একদিন সেই গৃহে যাঁর আসবার কথা তাঁকে পূর্ব থেকে দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, *ঈশ্বর পৃথিবীতে মানুষদের সঙ্গে বাস করবেন, একথা কি সত্য?* (৩৪)। উত্তরে দাউদ বললেন, হ্যাঁ, এবং যে সামসঙ্গীতের শিরনামে 'শলোমনের উদ্দেশে' লেখা থাকে, তিনি সেই সামঙ্গীতে এসবকিছু পূর্ব থেকে দেখে বলে চললেন, *তিনি নেমে আসবেন পশমের উপরে বর্ষার মত* (৩৫): তাঁর স্বর্গীয় স্বরূপের জন্য 'বর্ষা', ও তাঁর মনুষ্যত্বের জন্য 'পশম'। কেননা পশমের উপর নেমে আসতে আসতে বর্ষা নীরবে আসে, এর ফলে সেই পণ্ডিতগণ সেই জন্ম-রহস্যের কথা জেনে বলেছিলেন, *ইহুদীদের নবজাত রাজা কোথায়?* (৩৬)। তাতে হেরোদ উদ্বিগ্ন হয়ে, জন্ম নিয়েছিলেন যিনি তাঁর বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে বলেছিলেন, *সেই খ্রিষ্টের কোথায় জন্মাবার কথা?* (৩৭)।

১০। বিনম্রতায় খ্রিষ্টের জন্ম

যিনি নেমে আসছেন, তিনি কে? দাউদ পরবর্তী পদে উত্তর দেন, *তিনি দীর্ঘায়ু হবেন সূর্যের মত, ও চন্দ্রের পূর্বে—যুগযুগস্থায়ী* (৩৮)।

নবীদের আর একজন একথাও বলেন, *সিয়োন কন্যা, মহা উল্লাসে মেতে ওঠ; সানন্দে চিৎকার কর, যেরুশালেম কন্যা। এই দেখ, তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন। তিনি ধর্মময়, তিনি ত্রাণকর্তা* (৩৯)। রাজারা অনেকে আছে; হে নবী, তুমি কার কথা বলছ? আমাদের একটা চিহ্ন দাও যা অন্যান্য রাজাদের নেই। তুমি যদি এমন রাজার কথা বল যিনি লাল রঙের কাপড়ে পরিবৃত, তাহলে পোশাকটাই তাঁর রাজ-মর্যাদা ব্যক্ত করে গেছে। যদি বল, তিনি রক্ষীদল দ্বারা রক্ষিত ও সোনার রথে আসীন, তাহলে তিনি যে রাজা তা সেই রক্ষীদলই আগে থেকে তাঁর পরিচয় স্পষ্ট করে। সুতরাং, যে রাজার আগমনের সংবাদ তুমি দিচ্ছ, তাঁর বিষয়ে বিশিষ্টই একটা চিহ্ন আমাদের দাও। এবং সেই নবী উত্তর দিয়ে বলেন, *এই দেখ! তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন। তিনি ধর্মময়, তিনি ত্রাণকর্তা। তিনি বিনম্র,* রথে আসীন নয়, *একটা গাধার পিঠেই আসীন, একটা বাচ্চা, গাধীর একটা বাচ্চারই পিঠে আসীন* (৪০)। এতে তুমি আসন্ন রাজার অনন্য ও বিশিষ্টই একটা চিহ্ন পাচ্ছ। রাজাদের মধ্যে কেবল যিশুই জয়ধ্বনির মধ্যে রাজা রূপে যেরুশালেমে প্রবেশের সময়ে বাচ্চা একটা গাধার পিঠে বসে ছিলেন (৪১)। এবং একবার এসে এই রাজা কি করেন? *সন্ধির রক্ত দ্বারা তুমি তোমার বন্দিদের জলহীন সেই কুয়ো থেকে মুক্ত করেছ* (৪২)।

১১। সেই জৈতুন পর্বত

কিন্তু যেহেতু এমনটাও হতে পারে যে তিনি দৈবাৎ ক্রমেও একটা গাধার পিঠে বসে ছিলেন, সেজন্য তুমি আমাদের এমন চিহ্ন দাও যে চিহ্নে রাজা প্রবেশ করার পর দাঁড়িয়ে থাকেন।

এবং এমন স্থানের চিহ্ন দাও যে স্থান শহর থেকে দূরে নয় ও আমাদের কাছে অপরিচিত নয়। এমন চিহ্ন দাও যা আমাদের দৃষ্টিগোচর, এমন একটা চিহ্ন দাও যাতে আমরা শহরে থাকতেও স্থানটা দেখতে পারি। এবং সেই নবী উত্তর দিয়ে বলেন, *সেইদিন তাঁর পা দু'টো জৈতুন পর্বতের উপরে দাঁড়াবে, যা যেরুশালেমের সামনাসামনি পুবদিকে রয়েছে* (৪৩)। এমন কেউ আছে কি যে শহরে থাকতে স্থানটা দেখতে পারে না?

১২। যিশুর অলৌকিক কাজ সংক্রান্ত পূর্বঘোষণা

আচ্ছা, দু'টো চিহ্ন পেয়েছি। আমরা তৃতীয়টাও জানতে ইচ্ছা করছিলাম।

হে নবী, আমাদের বল, আসন্ন সেই প্রভু কী করবেন? আর একজন নবী বলেন, *এই যে আমাদের ঈশ্বর!* তারপর তিনি বলেন, *তিনি আমাদের ত্রাণ করতে আসবেন। তখন অন্ধের চোখ খুলে যাবে ও বধিরের কান উন্মোচিত হবে; তখন খোঁড়া মানুষ হরিণের মত লাফ দেবে, ও বোবার জিহ্বা বাকপটু হবে* (৪৪)।

কিন্তু আর একটা সাক্ষ্য আমাদের বলা হোক। হে নবী, তুমি নাকি বল যে, প্রভু আসবেন ও এমন চিহ্নকর্ম দেখাবেন যা কখনও সাধিত হয়নি; যে চিহ্নের কথা বলছ, সেটা কী? *প্রভু আপন জনগণের প্রবীণদের ও নেতাদের সঙ্গে বিচার শুরু করবেন* (৪৫)। এ চিহ্ন সত্যিই বিচক্ষণ ও বিশিষ্ট। প্রভু তাঁর আপন দাসদের সেই প্রবীণদেরই বিচারাধীন, আর তিনি সেই বিচার মেনে নিচ্ছেন।

১৩। ঈশ্বরকে দর্শন করা ভয়ঙ্কর ব্যাপার

ইহুদীরা এসমস্ত কথা পড়া সত্ত্বেও তা শোনে না; কারণ তারা নিজেদের হৃদয়ের কান বন্ধ করে দিয়েছে যাতে শুনতে না পায়। কিন্তু এসো, আমরা মাংসে আগত ও মানুষ-হওয়া যিশু খ্রিষ্টে বিশ্বাস করি, নইলে আমরা অন্যথা বুঝতে পারতাম না। বাস্তবিকই, তিনি যেভাবে আছেন, যেহেতু আমরা সেইভাবে তাঁকে দেখতে ও ভোগ করতে পারতাম না, সেজন্য আমরা যা, তিনি তা-ই হলেন, যেন আমরা তাঁকে ভোগ করার যোগ্য হয়ে উঠতাম।

কেননা, চতুর্থ দিনে সেই যে সূর্য গড়া হয়েছিল, আমরা যখন সেটার দিকে একদৃষ্টে তাকাতে পারি না, তখন সেটার নির্মাতা যিনি, আমরা কি সেই ঈশ্বরে চোখ নিবদ্ধ করে রাখতে পারতাম? প্রভু সিনাই পর্বতে আগুনের মধ্যে নেমে এসেছিলেন, আর জনগণ তা সহ্য করতে না পারায় মোশিকে বলেছিলেন, *তুমিই বরং আমাদের সঙ্গে কথা বল, আমরা শুনব; কিন্তু ঈশ্বর যেন আমাদের সঙ্গে কথা না বলেন, নইলে আমরা মারা পড়ব* (৪৬)। অন্যত্র লেখা আছে, *মরণশীলদের মধ্যে এমন কে আছে যে, আমাদের মত আগুনের মধ্য থেকে জীবনময় ঈশ্বরের কণ্ঠ কথা বলতে শুনে বেঁচেছে?* (৪৭)।

যখন ঈশ্বরের কণ্ঠ কথা বলতে শোনা মৃত্যু ঘটায়, তখন কেমন করে ঈশ্বরকে দর্শন করাটা মৃত্যু ঘটাবে না? এতে বিস্ময়কর কী বা আছে? মোশি নিজেও বলেন, *আমি নিতান্ত আতঙ্কিত! আমি কাঁপছি* (৪৮)।

১৪। মাংস হওয়ার উদ্দেশ্যে

তবে তুমি বরং এ কি চাচ্ছিলে যে, যিনি আমাদের পরিত্রাণের জন্য এসেছিলেন, তিনি আমাদের বিনাশের কারণ হবেন এই ভিত্তিতে যে মরণশীল এই আমরা তাঁর দর্শন সহ্য করতে অক্ষম ছিলাম! অথবা তিনি কি নিজের অনুগ্রহ আমাদের ক্ষমতার অনুপাতেই প্রদান করবেন? দানিয়েল একটা দূতের দর্শন সহ্য করতে পারছিলেন না, আর তুমি নাকি দূতবাহিনীদের প্রভুর দর্শন অবিরতই সহ্য করবে? গাব্রিয়েল দর্শন দিয়েছিলেন, ও দানিয়েল মাটিতে উপুড় হয়ে পড়েছিলেন (৪৯)। যিনি দর্শন দিয়েছিলেন, তিনি কোন্ প্রকৃতির বা কোন্ বেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন? *দেখতে তাঁর মুখ সূর্যের মত নয়, বিদ্যুতেরই মত ছিল তাঁর চোখ অগ্নিকুণ্ডের মত নয়, অগ্নিবাতিরই মত ছিল, ও তাঁর বাণীর কণ্ঠ বারোটা দূতবাহিনীর কণ্ঠের মত নয়, বিপুল জনতার কণ্ঠের মত ছিল* (৫০); তাসত্ত্বেও সেই নবী মাটিতে উপুড় হয়ে পড়েছিলেন। আর সেই দূত এগিয়ে এসে বলেছিলেন, *দানিয়েল, ভয় করো না, উঠে দাঁড়াও, সাহস ধর, কারণ তোমার সেই বাণী শোনা হয়েছে* (৫১)। তাতে দানিয়েল বলেছিলেন, "আমি কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালাম", কিন্তু সেই মানুষের হাত তাঁকে স্পর্শ না করা পর্যন্ত তিনি কিছুই বললেন না। আর যিনি দর্শন দিচ্ছিলেন, তিনি যখন দেখতে মানুষের মত রূপান্তরিত হলেন, সেসময়ই দানিয়েল কথা বললেন। আর তিনি কি বলেছিলেন? *প্রভু আমার, আপনার এই দর্শনে আমার তীব্র যন্ত্রণা ধরেছে, সমস্ত বল হারিয়ে ফেলেছি, আমার মধ্যে শ্বাসও আর নেই* (৫২)। তবে, যখন একটা দূত দর্শন দিয়ে নবীর কণ্ঠ ও বল কেড়ে নিলেন, তখন ঈশ্বরেরই দর্শন কি নবীকে শ্বাস নিতে দিত? শাস্ত্রে বলে, *মানুষের মত দেখতে সেই একজন আমাকে আবার স্পর্শ না করা পর্যন্ত* (৫৩) দানিয়েল আর স্বস্তি পেলেন না।

সুতরাং, আমাদের দুর্বলতা প্রকাশ্যেই প্রমাণিত হলে প্রভু যা দরকার ছিল তা ধারণ করলেন, কেননা যেহেতু মানুষের জন্য এটা প্রয়োজন ছিল যে, মানুষ প্রকৃতিতে নিজের

সদৃশ একজনকে শুনবে, সেজন্য ত্রাণকর্তা সদৃশ অনুভূতির স্বরূপ পরিধান করলেন যাতে মানুষকে আরও সহজে প্রশিক্ষিত করা যেতে পারে।

১৫। জীবন জল খ্রিষ্ট

খ্রিষ্টের আগমনের আর একটা কারণ শিখে নাও। খ্রিষ্ট এজন্য এলেন, যাতে বাপ্তিস্ম নিতে পারেন ও বাপ্তিস্ম পবিত্র করতে পারেন; তিনি এলেন যাতে সাগরের জলের উপর দিয়ে হেঁটে বিস্ময়কর কাজ সাধন করতে পারেন। যেহেতু মাংসে তাঁর আগমন পর্যন্ত *তাঁকে দেখে পালিয়ে গেল সাগর ও উজানে বইল যর্দন* (৫৪), সেহেতু প্রভু দেহ ধারণ করলেন যাতে সাগর তাঁর দর্শন সহ্য করতে পারে ও যর্দন ভয় বিসর্জন দিয়ে তাঁকে গ্রহণ করে নিতে পারে। সুতরাং, এটিই হল প্রথম কারণ, কিন্তু দ্বিতীয় একটা কারণ রয়েছে। তখনও-কুমারী সেই হবার মধ্য দিয়ে মৃত্যু অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল, তবে এমনটা দরকার ছিল, একটি কুমারীর মধ্য দিয়ে নয় বরং একটি কুমারী থেকেই জীবন বেরিয়ে আসবে: যেমন সেই সাপ সেই একজনকে প্রবঞ্চিত করেছিল, তেমনি যেন সেই দ্বিতীয়জনের কাছে গাব্রিয়েল শুভসংবাদ এনে দিতে পারেন।

মানুষ ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করে মানুষের আকারে পুতুল গড়েছিল। সুতরাং, যেহেতু মানুষ মানব আকারে গড়া বস্তুকে ঈশ্বর বলে উপাসনা করত, সেজন্য ঈশ্বর বাস্তবেই মানুষ হলেন, যাতে মিথ্যাকে নিঃশেষিত করা যেতে পারে। দিয়াবল আমাদের বিরুদ্ধে মাংসকে ব্যবহার করেছিল; এবং একথা জেনে পল বলেছিলেন, *কিন্তু আমি আমার অঙ্গগুলিতে অন্য ধরনের বিধান দেখতে পাচ্ছি যা আমার মনের বিধানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ও আমাকে তার বন্দি করে তোলে* (৫৫), ইত্যাদি কথা। সুতরাং, যে অস্ত্র দ্বারা দিয়াবল আমাদের পরাজিত করত, আমরা সেই একই অস্ত্র দ্বারা পরিত্রাণকৃত হলাম। হ্যাঁ, আমাদের সদৃশ যা, প্রভু আমাদের কাছ থেকে তা ধারণ করলেন যাতে মনুষ্যত্বকে ত্রাণ করতে পারেন; তিনি আমাদের সাদৃশ্য ধারণ করলেন যাতে যা অভাবে ভুগছিল, তিনি তাকে মহত্তর অনুগ্রহ মঞ্জুর করতে পারেন, অর্থাৎ যাতে পাপী মনুষ্যত্ব ঈশ্বরের সহভাগী হতে পারে। কেননা *যেখানে পাপ বৃদ্ধি পেল, সেখানে অনুগ্রহ অধিক উপচে পড়ল* (৫৬)।

এ একান্ত দরকার ছিল যে, প্রভু আমাদের জন্য যন্ত্রণাভোগ করবেন; কিন্তু দিয়াবল যদি তাঁকে চিনত, তবে তাঁর কাছে যেতে সাহস করত না। *তারা যদি জানত, তবে গৌরবের প্রভুকে ক্রুশে দিত না* (৫৭)। এজন্য তাঁর দেহকে মৃত্যুজনক টোপ করা হল যাতে সেই নাগদানব তা গ্রাস করবে বলে আশা করতে করতে তাদেরও উগরিয়ে দেয় যাদের ইতিমধ্যে সে গ্রাস করে ফেলেছিল। কেননা লেখা আছে, *মৃত্যু জয়ী হয়ে সবই গ্রাস করছিল*, আর পর পরে, *ঈশ্বর সকলের মুখ থেকে মুছে দেবেন অশ্রুজল* (৫৮)।

১৬। বাণীর মাংস হওয়া

এমনটা কি হতে পারত যে, খ্রিষ্ট অকারণে মানুষ হতেন? আমাদের ধর্মতত্ত্ব কি অসার ব্যাখ্যা ও চিক্কন বুদ্ধির অলঙ্কার মাত্র? তবে কি ঐশশাস্ত্র আমাদের পরিত্রাণ নয়? নবীদের ভাববাণীও কি আমাদের পরিত্রাণ নয়? সুতরাং, তুমি এই তত্ত্বভাণ্ডার অটুট করে রক্ষা কর, আর কেউই তোমাকে টলমান না করুক: ঈশ্বর যে মানুষ হলেন, তা-ই বিশ্বাস কর।

কিন্তু, যদিও এ প্রমাণিত হয়েছে যে তাঁর পক্ষে মানুষ হওয়া সম্ভব হল, তবু যেহেতু ইহুদীরা জেদ করে তা অবিশ্বাস করে থাকে, সেজন্য এসো, তাদের কাছে এ প্রশ্নগুলো রাখি: যখন তোমরা নিজেরা বল যে আব্রাহাম প্রভুকে অতিথি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন (৫৯), তখন ঈশ্বর যে মানুষ হলেন একথা বলায় আমরা অদ্ভুত কী বলছি? যখন যাকোব বললেন, *আমি তো ঈশ্বরকে মুখোমুখিই দেখেছি, অথচ আমার প্রাণ বেঁচে থাকল* (৬০), তখন আমরা অদ্ভুত কি প্রচার করছি? যিনি আব্রাহামের সঙ্গে খেয়েছিলেন (৬১), সেই প্রভু আমাদেরও সঙ্গে খেলেন। তবে আমরা কোন্ অদ্ভুত বিষয় প্রচার করছি?

এসো, আমরা সেই দু'জন সাক্ষীকে হাজির করি যাঁরা সিনাই পর্বতে প্রভুর সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলেন: মোশি *শৈলের এক ফাটলে* (৬২) ছিলেন ও এলিয় একসময় শৈলের একটা ফাটলে ছিলেন (৬৩); এই দু'জন তাঁর সঙ্গে তাবর পর্বতে তাঁর রূপান্তরের দিনে উপস্থিত হয়ে শিষ্যদের কাছে *তাঁর সেই প্রস্থানের বিষয়ে কথা বলছিলেন, যা তিনি যেরুশালেমে সমাধা করতে যাচ্ছিলেন* (৬৪)। সুতরাং, যেমনটা বলেছি, এটি প্রমাণিত

হয়েছে যে তাঁর পক্ষে মানুষ হওয়া সম্ভব ছিল। কেউ আরও প্রমাণ চাইলে নিজেই তা সংগ্রহ করুক।

১৭। খ্রিষ্ট এক-ই আছেন—কাল, আজ ও চিরকাল

কথা দিয়েছিলাম, আমার এ ধর্মশিক্ষায় আমি ত্রাণকর্তার আগমনের কাল ও স্থান সম্পর্কে কথা বলব। আর যেহেতু এমনটা উচিত নয় যে আমাকে মিথ্যা দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হবে, সেজন্য আমি এবিষয়ে মণ্ডলীর প্রার্থীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করার আগে তাদের বিদায় দেব না। সুতরাং, এসো, ত্রাণকর্তা কখন এলেন এবিষয় তদন্ত করি, কেননা তাঁর আগমন এখনও সম্প্রতিকালীন হলেও তবু সন্দেহের বিষয়।

যেহেতু *যিশু খ্রিষ্ট এক-ই আছেন—কাল, আজ ও চিরকাল* (৬৫), সেজন্য সেই নবী মোশি বলেছিলেন, *তোমাদের ঈশ্বর প্রভু তোমাদের জন্য তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে আমার মত এক নবীর* উদ্ভব *ঘটাবেন* (৬৬)। এসো, 'আমার মত' বচনটা আপাতত বাতিল করি, তা উপযুক্ত স্থানে ব্যাখ্যা করা হবে। তবে, প্রতীক্ষিত সেই নবী কবে আসবেন?

মোশি বলেন, আমি যা লিখেছি, সেই লেখাতে ফিরে গিয়ে যুদাকে উদ্দেশ করা যাকোবের ভাববাণী পরীক্ষা কর, *যুদা, তোমার ভাইয়েরা তোমারই স্তব করবে,* এবং এবচনের পরবর্তী সমস্ত বচন আবৃত্তি না করে: *যুদা থেকে কোন রাজপুরুষের অভাব হবে না, তার কটিযুগল থেকে কোন গণশাসকেরও অভাব হবে না, যতদিন না তিনি আসেন তেমনটাই যাঁর অধিকার, এবং তিনি হলেন* ইহুদীদের নয়, *জাতিসকলের প্রত্যাশা* (৬৭)। অতএব, মোশি খ্রিষ্টের আগমনের চিহ্ন দিলেন, চিহ্নটা হলো ইহুদী কর্তৃত্বের সমাপ্তি।

সুতরাং ইহুদীরা যদি এখন রোমীয়দের অধীন নয়, তবে খ্রিষ্ট এখনও আসেননি; তাদের যদি এখনও যুদা ও দাউদের বংশের একটা রাজপুরুষ থাকেন, তবে সেই প্রতীক্ষিত এখনও আসেননি। তাদের মধ্যে যারা আজকালে কুলপতি বলে অভিহিত, তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে, ও তাদের বংশ ও তাদের মায়েরা যে কী, সেবিষয়ে কথা বলা আমার লজ্জা লাগে; যারা জানে, আমি তাদের হাতে ব্যাপারটা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু 'জাতিসকলের প্রতীক্ষিতজন' বলে যাঁর আসবার কথা, তাঁর আর কী চিহ্ন থাকবে?

পরবর্তী পদে মোশি বলেন, *তিনি আঙুরলতায় নিজের গাধীর বাচ্চা বাঁধবেন* (৬৮)। দেখ সেই গাধীর বাচ্চা, যা বিষয়ে জাখারিয়া স্পষ্ট ভাববাণী দিয়েছিলেন (৬৯)।

১৮। খ্রিষ্টের রাজ্যত্ব

তুমি কিন্তু কালের বিষয়ে আর একটা সাক্ষ্যদান যাচনা করছ। *প্রভু বলেছেন আমায়: তুমি আমার পুত্র; আমি আজ তোমাকে জনিত করলাম*, এবং কয়েক পদের পর, *লৌহদণ্ড দ্বারা তুমি ওদের উপর কর্তৃত্ব করবে* (৭০)।

আমি আগেই বলেছি যে, সেই রোমীয়দের কর্তৃত্ব স্পষ্ট ভাবে লৌহদণ্ড বলে অভিহিত হতে পারে, কিন্তু এবিষয়ে সম্পর্কযুক্ত যা বাকি রয়েছে, এসো, তা দানিয়েল থেকে স্মরণ করি। কেননা নেবুখাদ্নেজার যে মূর্তির দর্শন পেয়েছিলেন, সেবিষয়ে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করায় দানিয়েল সেই সম্পর্কে পুরো দর্শনটাও বর্ণনা করেছিলেন; অর্থাৎ, পাহাড় থেকে হাতে না কাটা একটা পাথর, অর্থাৎ মানুষের কাজের ফলে কাটা নয় একটা পাথর কেমন করে একদিন গোটা জগৎকে বশীভূত করবে; এবং তিনি এ স্পষ্ট কথা বলেন, *সেই রাজ্যগুলোর দিনগুলিতে স্বর্গেশ্বর এমন এক রাজ্যের উদ্ভব ঘটাবেন যা কখনও বিধ্বস্ত হবে না, সেই রাজ্য অন্য জাতির হাতে যাবে না* (৭১)।

১৯। খ্রিষ্টের আগমন

আমরা কিন্তু খ্রিষ্টের আগমনের কাল সম্পর্কে আরও স্পষ্ট প্রমাণ সন্ধান করতে যাচ্ছি, কারণ বিশ্বাস করার জন্য মানুষকে তত সহজে চালিত করা যায় না বিধায়, স্পষ্ট গণনার জন্য সে যদি সঠিক বছরের সংখ্যা না পায়, তবে কথায় বিশ্বাস করে না। সুতরাং, সেই আগমন ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম ক্ষণ ও সঠিক সময় কোনটা?

যুদার বংশগত রাজারা শেষ হলে যখন বিদেশী সেই হেরোদ রাজ্যভার গ্রহণ করেন, সেটাই কাল। সুতরাং দানিয়েলের সঙ্গে যে দূত কথা বলেছিলেন, তিনি যা বলেছিলেন, তুমি মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথা লক্ষ কর: *তুমি জেনে নাও, বুঝে নাও: 'যেরুশালেম পুনর্নির্মাণ করতে ফিরে যাও' এই বাণী বের হওয়ার সময় থেকে জনপ্রধান সেই খ্রিষ্টের আগমন পর্যন্ত সাত সপ্তাহ হবে, এবং তারপর আরও বাষট্টি সপ্তাহ হবে* (৭২)।

আচ্ছা, সাতষট্টি সপ্তাহকাল বছর হল চার'শ তিরাশি বছর। সুতরাং, তিনি বলেছিলেন যে, যেরুশালেম পুনর্নির্মাণের পরে চারশ' তিরাশি বছর কেটে গেলে ও সেই রাজারা শেষ হলে পর অন্য গোষ্ঠীর এক রাজা আসবেন যাঁর আমলে খ্রিষ্টের জন্মাবার কথা।

আচ্ছা, পারস্য দারিউশ নগরীকে আপন রাজত্বকালের ষষ্ঠ বর্ষে পুনর্নির্মাণ করেছিলেন যা গ্রীকদের অনুসারে হলো ৬৬তম অলিম্পীয় বর্ষ। অলিম্পিয়াস হলো গ্রীকদের সেই খেলা-প্রতিযোগিতার নাম যা চার বছর পর পর হয় সেই দিনেরই কারণে যে দিন প্রতি চার বছরে সূর্যের দৌড়ে প্রতিটি বছরে অতিরিক্ত তিন ঘণ্টা যোগ করা হয়। হেরোদ ১৮৬তম অলিম্পীয় খেলা-প্রতিযোগিতার ৪র্থ বর্ষে রাজা হন; এবং ৬৬তম অলিম্পিয়াস থেকে ১৮৬তম অলিম্পিয়াস পর্যন্ত ১২০ অলিম্পিয়াস ও কিছুটা অতিরিক্ত কাল অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং ১২০ অলিম্পিয়াস হলো ৪৮০ বছর, কেননা বাকি সেই অন্যান্য তিন বছর সম্ভবত প্রথম ও চতুর্থ বছরের মধ্যবর্তী সময়কালে অন্তর্ভুক্ত হয়।

যেহেতু তুমি শাস্ত্রের কথার প্রমাণ পেয়েছ যা অনুসারে 'যেরুশালেম পুনর্নির্মাণ করতে ফিরে যাও' এই বাণী বের হওয়ার সময় থেকে 'জনপ্রধান সেই খ্রিষ্টের আগমন পর্যন্ত সাত সপ্তাহ হবে, এবং তারপর আরও বাষট্টি সপ্তাহ হবে।' অতএব, সময়কাল সম্পর্কে আপাতত তুমি এ প্রমাণ পেয়েছ, যদিও অন্য কেউ দানিয়েল পুস্তকে উপরোল্লিখিত সপ্তাহ সম্পর্কে ভিন্ন ব্যাখ্যা সমর্থন করে।

২০। বেথলেহেমে খ্রিষ্টের জন্ম

এবার মিখা অনুসারে প্রতিশ্রুতির স্থানের কথা শোন, *আর তুমি, হে বেথলেহেম-এফ্রাথা, তুমি যে যুদা-গোত্রগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রতম, তোমা থেকেই আমার উদ্দেশে বের হবেন এমন শাসকর্তা যিনি আমার জনগণ ইস্রায়েলকে পালন করবেন, প্রাচীনকাল থেকে, অনাদিকাল থেকেই যাঁর উৎপত্তি* (৭৩)।

স্থান সম্পর্কে: নিজে যেরুশালেমের মানুষ হওয়ায় তুমি আগে থেকেই তা জান যা ১৩২ নং সামসঙ্গীতে লেখা রয়েছে, *দেখ, এফ্রাথায় আমরা তার কথা শুনলাম, বন্য মাঠে তা খুঁজে পেলাম* (৭৪); বাস্তবিকই কিছু বছর আগ পর্যন্ত জায়গাটা বনালয় ছিল (৭৫)। আর হাবাকুক প্রভুকে যা বলেছিলেন, তা তুমি অবশ্যই শুনেছ, *বছরগুলো ঘনিয়ে এলে তুমি*

জ্ঞাত হবে, কাল এলে তুমি দৃষ্টিগোচর হবে (৭৬)। হে নবী, প্রভুর আগমনের চিহ্ন কী? আর তিনি বলে চলেন, "দু'টো জীবনের মধ্যে তুমি জ্ঞাত হবে"।

নবী স্পষ্ট কথায় প্রভুকে বলছেন, 'মাংসে এসেছ বলে তুমি জীবনযাপন করবে ও মৃত্যুবরণ করবে, ও মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হবার পর পুনরায় জীবনযাপন করবে'। আরও, যেরুশালেমের চারপাশের অঞ্চলের কোন্ স্থান থেকে তিনি আসবেন? পুব, পশ্চিম, উত্তর না দক্ষিণ থেকে? আমাদের স্পষ্টই বল। নবী অধিক স্পষ্ট উত্তর দিয়ে বলেন, *ঈশ্বর তেমন থেকে আসবেন* (তেমান বলতে দক্ষিণ বোঝায়), ও *সেই পবিত্রজন সেই ছায়াময় ও বন্য পারান পর্বত থেকে আসবেন* (৭৭); এ সেই একই কথা যা সামসঙ্গীতের রচয়িতা বলেছিলেন, *অমরা বন্য মাঠে তা খুঁজে পেলাম* (৭৮)।

২১। কুমারী তাঁকে প্রসব করলেন

অবশেষে আমরা জিজ্ঞাসা করি, সেই খ্রিষ্ট কোন্ ব্যক্তি থেকে ও কেমন করে আসবেন? এবং ইশাইয়া আমাদের বলেন, *দেখ, কুমারীটি গর্ভবতী হবে ও একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, এবং লোকে তাঁকে ইম্মানুয়েল বলে ডাকবে* (৭৯)।

ইহুদীরা একথা বিরোধিতা করে, কারণ প্রাচীনকাল থেকেই তারা সত্য বিরোধিতা করতে অভ্যস্ত। তারা বলে, 'কুমারী' নয়, 'যুবতী'-ই (৮০) লেখা আছে। আর তারা যা বলে আমি তা মেনে নিলেও তবু এতেও আমি সত্য পাই। কেননা আমরা তাদের জিজ্ঞাসা করব, কুমারীকে বলাৎকার করা হলে সে কখন চিৎকার করে ও সাহায্য চায়? বলাৎকারের আগে? নাকি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরে? তাই যখন শাস্ত্রে অন্যত্র বলে, *যুবতী সাহায্যের জন্য চিৎকার করলেও তাকে নিস্তার করার মত কেউ ছিল না* (৮১), তখন শাস্ত্র একটা কুমারীর কথা বলছে কি?

কিন্তু তুমি যেন একথাও জানতে পার যে শাস্ত্রে একটা কুমারীকেও 'যুবতী' বলা হয়, সেজন্য রাজাবলি পুস্তকের বাণী শোন যেখানে শুনেমের সেই আবিশাগের কথা বলা হয়, যুবতীটি খুবই সুন্দরী ছিল (৮২), অথচ সে কুমারী ছিল বলেই তাকে বেছে নেওয়া হয়েছিল ও দাউদের কাছে আনা হয়েছিল।

২২। হেজেকিয়ার জন্ম সম্পর্কে

ইহুদীরা কিন্তু আবার বলে, সেই কথা হেজেকিয়াকে উদ্দেশ করেই আহাজকে বলা হয়েছিল।

আচ্ছা, এসো, শাস্ত্রের সেই বচন পড়ি, *তোমার ঈশ্বর প্রভুর কাছে একটা চিহ্ন যাচনা কর, তা অধোলোক কিংবা ঊর্ধ্বলোকের চিহ্ন হোক* (৮৩)। চিহ্নটা অবশ্যই হবে অধিক বিস্ময়কর (৮৪), কেননা শৈল থেকে নির্গত জল ছিল একটা চিহ্নর্য (৮৫), বিভক্ত সাগর (৮৬), পিছিয়ে যাওয়া সূর্য (৮৭) ইত্যাদি ঘটনাও ছিল চিহ্ন। কিন্তু আমি যা বলতে যাচ্ছি, তা হলো ইহুদীদের আরও স্পষ্টতর খণ্ডন। জানি, আমি বিষয়টা দীর্ঘায়িত করছি; এও জানি যে, আমার শ্রোতারা শ্রান্ত; কিন্তু আমার পুরো বক্তব্য সহ্য কর, কারণ খ্রিষ্টের খাতিরেই এ সমস্ত সমস্যা উত্থাপন করা হচ্ছে; ও বিষয়টা যে সাধারণ ব্যাপার সম্পর্কিত, তা নয়।

সুতরাং, যেহেতু ইশাইয়া আহাজের রাজত্বকালে একথা বলেছিলেন, এবং এই আহাজ শুধু ষোল বছর রাজত্ব করেছিলেন (৮৮) ও ভাববাণী এ বর্ষকালের মধ্যেই দেওয়া হয়েছিল, সেজন্য ইহুদীদের আপত্তি এতেই খণ্ডন করা হচ্ছে যে, তাঁর পরে যে রাজপদে বসেছিলেন, আহাজের সন্তান সেই হেজেকিয়া যখন রাজ্যভার নেন তখন তাঁর বয়স পঁচিশ (৮৯); এবং যেহেতু সেই ভাববাণী ষোল বছরের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ, সেজন্য তাঁকে ভাববাণীর ন' বছর আগেই আহাজ থেকে জনিত হতে হল। তবে কি প্রয়োজন ছিল যে, পিতা আহাজের রাজত্বকালের আগেও যাঁর জন্ম হয়ে গেছিল তাঁরই বিষয়ে একটা ভাববাণী দেওয়া হবে? কেননা নবী 'গর্ভবতী হয়েছে' বলেননি, বরং পূর্বজ্ঞানের অধিকারী বলে বলেছিলেন 'কুমারীটি গর্ভবতী হবে'।

২৩। দাউদসন্তান সেই খ্রিষ্ট

সুতরাং, আমরা এবিষয়ে নিশ্চিত যে, প্রভু কুমারী থেকে জন্ম নিয়েছিলেন, কিন্তু আমাদের দেখাতে হবে সেই কুমারী কোন্ বংশের ছিলেন।

শাস্ত্রে বলেছিল, *প্রভু দাউদের কাছে শপথ করলেন, ফিরিয়ে নেবেন না সেই সত্য কথা—তোমার ঔরসের এক ফল আমি তোমার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করব* (৯০)। আরও, *তাঁর বংশ আমি করব চিরস্থায়ী, তাঁর সিংহাসন করব আকাশের আয়ুর মত* (৯১); এবং

কয়েক পদের পরে, *আমার আপন পবিত্রতার দিব্যি দিয়ে আমি একবারই করেছি শপথ, আমি নিশ্চয়ই দাউদের কাছে মিথ্যা বলব না। তাঁর বীজ হবে চিরস্থায়ী, তাঁর সিংহাসন আমার সামনে হবে সূর্যের* মত, *ও চন্দ্রের মত চিরপ্রতিষ্ঠিত* (৯২)।

তুমি নিজে তো দেখতে পাচ্ছ, এখানে শলোমনের কথা নয়, খ্রিষ্টেরই কথা বলা হচ্ছে। কারণ শলোমনের সিংহাসন সূর্যের মত স্থায়ী হয়নি। কিন্তু, যেহেতু খ্রিষ্ট শলোমনের কাঠের সিংহাসনে বসেননি, সেজন্য কেউ যদি এসমস্ত কিছু অস্বীকার করে, তাহলে আমরা এ বচন উপস্থাপন করব, *মোশীর আসনে শাস্ত্রীরা ও ফরিশীরা আসীন* (৯৩), কেননা বচনটা মোশির কাঠের আসনের দিকে নয়, তাঁর শিক্ষার অধিকারেরই দিকে অঙুলি নির্দেশ করে; যেমন দাউদের বেলায়, তাঁর কাঠের সিংহাসনের দিকে নয়, বরং তাঁর রাজ-অধিকারের দিকেই আমাকে অঙুলি নির্দেশ করতে হয়।

আমার সাক্ষী হিসাবে সেই বালকদেরও ধর, যারা চিৎকার করে বলছিল, *হোশান্না; যিনি প্রভুর নামে আসছেন, যিনি ইস্রায়েলের রাজা, তিনি ধন্য* (৯৪)। আর সেই অন্ধ মানুষেরাও বলত, *দাউদসন্তান, আমাদের প্রতি দয়া কর* (৯৫)। গাব্রিয়েল মারীয়ার কাছে এই বলে স্পষ্ট সাক্ষ্য দান করেন, *এবং প্রভু ঈশ্বর তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন তাঁকে দান করবেন* (৯৬)। এবিষয়ে পলও বলেন, *মনে রেখ যে দাউদের বংশধর যিশু খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন—আমার [প্রচারিত] সুসমাচার অনুসারে* (৯৭); এবং রোমীয়দের কাছে পত্রের শুরুতে তিনি বলেন, খ্রিষ্ট *মাংস অনুসারে দাউদ-বংশে সঞ্জাত* (৯৮)। অতএব এসো, দাউদ থেকে জন্ম নিয়েছেন যিনি তাঁকে তুমি গ্রহণ করে নাও, সেই ভাববাণী বিশ্বাস ক'রে যা অনুসারে *সেদিন যেসের এক শিকড় হবে, আর তিনি বিজাতীয়দের উপর রাজত্ব করবেন, সেই বিজাতীয়রা তাঁর উপরে আশা রাখবে* (৯৯)।

২৪। দাউদের রাজ্যের উত্তরাধিকারী খ্রিষ্ট

কিন্তু ইহুদীরা এসমস্ত কিছুতে তীব্র আপত্তি তোলে। ইশাইয়া এই ব্যাপারও আগে থেকে দেখেছিলেন, কেননা তিনি বলেছিলেন, *তারা ইচ্ছা করবে, তাদের আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হবে, কারণ এক শিশু জন্ম নিয়েছেন আমাদের জন্য, এক পুত্রসন্তান দেওয়া*

হয়েছে আমাদের [১০০], 'তাদেরই দেওয়া হয়েছে', তা নয়। বিষয়টা লক্ষ কর, যিনি আগে ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন, পরে তাঁকে আমাদের দেওয়া হয়েছে। এবং পরবর্তী পদে নবী বলেন, *তাঁর শান্তি সীমাহীন* [১০১]।

রোমীয়দের সীমা আছে, কিন্তু ঈশ্বরের পুত্রের রাজ্যের সীমা নেই। পারস্যদের ও মেদীয়দের সীমা আছে, কিন্তু পুত্রের সীমা নেই। একথা পরবর্তী পদে ঘোষিত, *তিনি দাউদের সিংহাসন ও রাজ্যের উপর রাজত্ব করবেন তা সুস্থির করার জন্য* [১০২]। সুতরাং পবিত্রা কুমারী দাউদের বংশধর।

২৫। মহাযাজক খ্রিষ্ট

সবচেয়ে শুচি যিনি, শুচিতার শিক্ষাগুরু যিনি, তাঁর পক্ষে শুচি বাসর থেকে বের হওয়া সমীচীন ছিল। বাস্তবিকই, যিশুর যাজকীয় ভূকিকা যে উত্তম রূপে সম্পন্ন করে সে যখন স্ত্রী থেকে বিরত থাকে, তখন কেমন করে যিশু পুরুষ ও নারী থেকে জন্ম নেবেন? তিনি সামসঙ্গীতে বলেন, *কেননা তুমিই গর্ভ থেকে আমাকে বের করে আনলে* [১০৩]। এবিষয়ে মনোযোগ দাও, '*যিনি আমাকে গর্ভ থেকে বের করে আনলেন*' এর অর্থ দাঁড়ায় যে, কোন পুরুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই তাঁকে একটি কুমারীর গর্ভ ও মাংস থেকে বের করে নেওয়া হয়েছে ও সেভাবে তিনি জন্ম নিয়েছেন। কেননা যারা দাম্পত্য বিধান অনুসারে জন্মায়, তাদের বেলায় ব্যাপারটা অন্য রকম।

২৬। খ্রিষ্টের মাংসধারণ

সমস্ত অঙ্গগুলো গড়েছেন যিনি, তিনি তেমন অঙ্গগুলো থেকে মাংসধারণ করায় লজ্জাবোধ করেন না। তেমন কথা কে বলে? প্রভু নিজেই যেরেমিয়াকে বলেন, *মাতৃগর্ভে তোমাকে গড়ার আগেই আমি তোমাকে জানতাম; তুমি জন্ম নেবার আগেই আমি তোমাকে আমার উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করে রেখেছি* [১০৪]।

তাই মানুষকে গড়তে গড়তে যিনি সেই মাংসকে স্পর্শ করতে লজ্জাবোধ করেননি, তিনি কি নিজেরই খাতিরে নিজের ঈশ্বরত্বের পরদাস্বরূপ সেই পবিত্র মাংস গড়তে গড়তে লজ্জাবোধ করলেন? যিনি এখনও মাতৃগর্ভে শিশুদের গড়েন, তিনি তো ঈশ্বর, যেইভাবে যোব পুস্তকে লেখা আছে, *তুমি কি দুধের মত আমাকে ঢালনি? দুগ্ধ-ছানার মত*

কি আমাকে ধনীভূত করনি? তুমি আমাকে চামড়া ও মাংসে পরিবৃত করেছ, হাড় ও শিরা দিয়ে আমাকে বুনেছ [১০৫]। মানব গঠনে এমন কিছু নেই যা জঘন্য, যদি না মানুষ নিজে সেই গঠনকে দুশ্চরিত্রতা ও ব্যভিচার দিয়ে দূষিত করে। যিনি আদম গড়লেন তিনি হবাকেও গড়লেন; নর-নারী উভয় ঈশ্বরের হাতের রচনা। দেহ গঠনের শুরুতে অঙ্গগুলোর একটাও জঘন্য নয়। যারা দেহকে দোষী বলে অভিযুক্ত করে, এমনকি দেহকে গড়লেন যিনি তাঁকেই দোষী বলে অভিযুক্ত করে, সেই ভ্রান্তমতপন্থীদের মুখ বন্ধ করা হোক।

আমাদের দিক দিয়ে, এসো, পলের এ বচন স্মরণ করি, *নাকি তোমরা জান না যে, তোমাদের দেহ হল পবিত্র আত্মারই মন্দির, যিনি তোমাদের অন্তরে বিদ্যমান?* [১০৬]। সেই নবীও পূর্বকালে যিশুর নামে বলেছিলেন, *আমার মাংস তাদেরই হতে আগত* [১০৭]; এবং অন্যত্র লেখা আছে, *অতএব, তিনি তাদের বিসর্জন দেবেন, ততদিন ধরে, যতদিন নারীটি প্রসব না করেন* [১০৮]। আর এঘটনার চিহ্ন কী? নবী নিজে পরবর্তী কথায় তা বলেন, *তিনি প্রসব করবেন, ও তাদের ভাইদের অবশিষ্টাংশ ফিরে আসবে।* এবং পবিত্রা কনে সেই কুমারীর দাম্পত্য-সন্ধি কী? *আমি তোমাকে বিশ্বাসে আমার বাগ্‌দত্তা কনে করব* [১০৯]। এবং মারীয়ার সঙ্গে কথা বলে এলিশাবেথও একইভাবে কথা বলেন, *আহা, সুখী সেই জন যে বিশ্বাস করেছে। কারণ প্রভু দ্বারা তাকে যা বলা হয়েছে, তা সিদ্ধিলাভ করবে* [১১০]।

২৭। কুমারীর গর্ভধারণ সম্পর্কে (১)

কিন্তু গ্রীক ও ইহুদী উভয় আমাদের হয়রানি করে বলে যে, খ্রিষ্টের পক্ষে কুমারী থেকে জন্ম নেবার অসম্ভব ছিল। আচ্ছা, আগে গ্রীকদের নিজেদের রূপকথা দ্বারা তাদের মুখ বন্ধ করব।

তোমরা যারা একথা বল যে, ছোড়া পাথরগুলো মানুষে রূপান্তরিত হয়, সেই তোমরা কেমন করে বলতে পার যে, কুমারীর পক্ষে প্রসব করা অসম্ভব? রূপকথায় তোমরা যখন বল যে একটা মেয়ে মস্তিষ্ক থেকেই জন্ম নিয়েছিল, তখন কেমন করে বলতে পার যে একটা শিশুর পক্ষে একটি কুমারীর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করা অসম্ভব? তোমরা যারা মিথ্যায় বল যে, দিওনিসোস দেবের ভ্রূণ তোমাদের জেউসের উরুতে গর্ভেই যেন

পরিপক্ব হয়েছিল, সেই তোমরা কী করে আমাদের সত্য মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করতে পার? জানি, আমি এমন বিষয়ে কথা বলছি যা উপস্থিত শ্রোতাদের অযোগ্য বিষয়, কিন্তু তোমরা যেন যথাসময় গ্রীকদের ভর্ৎসনা করতে পার, সেজন্যই আমরা তাদের নিজেদের রূপকথা দ্বারা তাদের প্রত্যুত্তর দেবার উদ্দেশেই এসমস্ত কিছু উত্থাপন করেছি।

২৮। **কুমারীর গর্ভধারণ সম্পর্কে** (২)

যারা পরিচ্ছেদন থেকে আগত, তারা তোমার সামনে এ প্রশ্ন উপস্থাপন করে: প্রসব করা কার পক্ষে বেশি কঠিন? বন্ধ্যা ও অতিবৃদ্ধা একটি বয়স্কা স্ত্রীলোকের পক্ষে, নাকি একটি যুবতীর পক্ষে? সারা বন্ধ্যা ছিলেন, ও যদিও বয়সের ফলে তাঁর মাসিক হওয়া বন্ধ হয়েছিল [১১১], তবু প্রকৃতির বিরুদ্ধে তিনি প্রসব করেছিলেন [১১২]। সুতরাং, বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের পক্ষে ও কুমারীরও পক্ষে যখন গর্ভবতী হওয়া প্রকৃতি বিরুদ্ধ, তখন তোমরা হয় সম্ভাবনা দু'টোই অস্বীকার কর, না হয় দু'টোই মেনে নাও। কেননা একই ঈশ্বর একজনের জন্য প্রকৃতি সংশোধন করেছিলেন ও অন্যজনের জন্য জন্মপ্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছিলেন। কারণ তুমি অবশ্যই এমনটা বলবে না যে, প্রথম ক্ষেত্রে জিনিসটা ঈশ্বরের পক্ষে সম্ভব ছিল ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সম্ভব ছিল না।

আরও, প্রকৃতির দিক দিয়ে, একটি মানুষের হাত কেমন করে এক ঘণ্টার মধ্যে ভিন্ন রূপে পরিণত হবে ও পুনরায় তার সাধারণ অবস্থায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে? [১১৩]। তবে কেমন করে মোশির হাত তুষারের মত সাদা হওয়ার পর পুনরায় সাধারণ অবস্থায় ফিরে গেল? তুমি তো বলছ, ঈশ্বরই ইচ্ছা করেছিলেন হাতটা রূপান্তরিত হবে। তবে যেহেতু ঈশ্বর ইচ্ছা করছিলেন সেজন্য তিনি কি সেটার জন্য সক্ষম, কিন্তু এটার জন্য তিনি অক্ষম? তাছাড়া, সেটা এমন চিহ্ন যা কেবল মিশরীয়দেরই লক্ষ করত, কিন্তু এটা এমন চিহ্ন যা বিশ্বজগৎকে প্রদান করা হল।

হে ইহুদীরা, কোনটাই কঠিন বেশি? একটি কুমারী প্রসব করবে, নাকি একটা লাঠি একটা প্রাণীতে রূপান্তরিত হবে? তুমি স্বীকার করছ, মোশির বেলায় একেবারে সোজা একটা লাঠি সাপের আকারে পরিণত হলে যিনি সেটাকে মাটিতে ফেলেছিলেন তিনি ভীষণ ভয় পেয়েছিলেন [১১৪], ও যিনি আগে লাঠিটা ধরছিলেন তিনি সেই নাগদানব

থেকে দূরে পালিয়েছিলেন, কেননা সেটা সত্যিকারে নাগদানবই ছিল। তিনি পালিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু হাতে যা ধরছিলেন সেটার ভয়েতে নয়, বরং তিনি তাঁকেই ভয় করছিলেন যিনি সেই রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন। সেই লাঠির ছিল দাঁত ও ছিল চোখ যা নাগদানবের মত। সুতরাং, যখন একটা লাঠি থেকে দৃষ্টিসম্পন্ন চোখ উৎপন্ন হচ্ছে, তখন ঈশ্বর ইচ্ছা করলে কি একটা শিশু কুমারীর গর্ভ থেকে জন্ম নিতে পারেন না?

আরোনের সেই যে লাঠি এক রাতেই তা-ই উৎপন্ন করেছিল যা অন্য গাছগাছালি নানা বছরেই উৎপন্ন করে, সেবিষয়ে আমি কিছু বলব না [১১৫]। কেননা একথা কে না জানে যে, ছালছাড়া একটা লাঠি নদনদীর মধ্যে পোঁতা হলেও তাতে কখনও কচি-ফুল ধরবে না? কিন্তু যেহেতু ঈশ্বর গাছগাছালির প্রকৃতির অধীন নন, তিনি বরং সেসমস্ত প্রকৃতির স্রষ্টা, সেজন্য ফলহীন, শুকনা ও ছালছাড়া সেই লাঠিতে কচি-ফুল দেখা দিয়ে পুষ্পিত হওয়ার পর বাদাম ফল ধরেছিল। যিনি মহাযাজকের পূর্বপ্রতীক সেই আরোনের খাতিরে অপ্রাকৃতিক ভাবে সেই লাঠিকে ফলপ্রসূতা দিয়েছিলেন, তিনি কি সত্যকার মহাযাজকের খাতিরে কুমারীকে প্রসব করতে দিতে পরতেন না?

২৯। **কুমারীর গর্ভধারণ সম্পর্কে** (৩)

এসমস্ত স্মৃতিকথা সত্যিই উত্তম, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইহুদীরা লড়াই করছে, ও সেই লাঠির উদাহরণও মেনে নেয় না যদি না সদৃশ ধরনের বিস্ময়কর ও অপ্রাকৃতিক প্রসব দ্বারা তারা নিশ্চিত না হয়।

সুতরাং তুমি তাদের কাছে এভাবেই প্রশ্ন রাখবে, আদিতে সেই হবা কার হতে জন্ম নিয়েছিলেন? মা-ছাড়া যে তিনি, কোন্ মা তাঁকে নিয়ে গর্ভবতী হয়েছিলেন? শাস্ত্রের বাণী অনুসারে তিনি আদমের পাশ থেকেই হয়েছিলেন [১১৬]। তবে যখন মা-ছাড়া সেই হবা একটা পুরুষের পাশ থেকে জন্ম নিয়েছিলেন, তখন পিতা ছাড়া একটি শিশু একটি কুমারীর গর্ভ থেকে জন্মাতে পারে না? কৃতজ্ঞতার এই ঋণ নারীজাতি থেকেই পুরুষদের দেওয়া হয়েছিল; কেননা যখন হবা কোন মাতৃগর্ভ থেকে নয়, আদম থেকেই জন্ম নিয়েছিলেন অর্থাৎ কেমন যেন একক পুরুষ থেকেই প্রসবিতা হয়েছিলেন, তখন মারীয়া

কৃতজ্ঞতার সেই ঋণ তখনই শোধ করলেন যখন একটা পুরুষ দ্বারা নয় বিন্তু একক নিজে থেকেই ঈশ্বরের প্রতাপে পবিত্র আত্মার প্রভাবে অকলঙ্কিত ভাবে গর্ভধারণ করেছিলেন।

৩০। **প্রথম আদম ও নব আদম**

এসো, হবা সংক্রান্ত এই অলোকিক কাজের চেয়ে মহত্তর একটা বিস্ময়কর কাজের কথা ধরি। একটা দেহ থেকে যে জীবন্তই একটা দেহ উৎপন্ন হতে পারে তা যদিও বিস্ময়কর তবু তা সম্ভব; কিন্তু মাটির ধুলো থেকে যে একটা মানুষের উদ্ভব হবে, তা আরও বিস্ময়কর।

এক কাঁদামাটি পিন্ড যা চোখের পরন ও উজ্জ্বলতা ধারণ করবে, তাও আরও বিস্ময়কর। একই প্রকারের ধুলো থেকে যে শক্ত হাড় ও নরম ফুসফুস ও ভিন্ন ভিন্ন নানা অঙ্গগুলো উৎপন্ন হবে, তা বিস্ময়কর। কাঁদামাটি যে সজীব হয়ে উঠে জগৎ জুড়ে নিজে থেকে চলাচল করবে ও ঘর নির্মাণ করবে, তা বিস্ময়কর। কাঁদামাটি (১১৭) যে শিক্ষাদান করবে, কথা বলবে ও ছুতোর ও রাজার মত ব্যবহার করবে, তা বিস্ময়কর। হে বোধবিরোধী ইহুদীরা, আমাকে বল, আদম কোথা থেকে এলেন? ঈশ্বর কি মাটি থেকে ধুলো নিয়ে এই বিস্ময়কর কাঠামো গড়েননি? (১১৮)। তবে কি, কাঁদামাটি চোখে পরিণত করা যায় কিন্তু একটি কুমারী একটি পুত্র প্রসব করতে পারবে না? মানুষের বিবেচনায় যা একেবারে অসম্ভব বলে গণ্য, তা কিন্তু ঘটে; কিন্তু যা এমনি সম্ভবপর, তা কি ঘটতে পারে না?

৩১। **কুমারী মারীয়া**

ভ্রাতৃগণ, এসো, এসমস্ত কিছু মনে রাখি; এই সমস্ত অস্ত্র নিজেদের রক্ষার জন্য ব্যবহার করি। সেই যে ভ্রান্তমতপন্থীরা শেখায় খ্রিষ্টের আগমন বাস্তব নয়, তা বরং মনের ব্যাপার মাত্র, তাদের যেন সহ্য না করি। যারা বলে, ত্রাণকর্তার জন্ম পুরুষ ও নারীর মিলনের ফল, তাদের যেন অবজ্ঞা করি, কেননা *তিনি নিজে স্ত্রীকে গ্রহণ করে নিলেন* (১১৯) শাস্ত্রের এ বচনের ভিত্তিতে তারা একথা বলতে দুঃসাহস করেছে যে, খ্রিষ্ট হলেন যোসেফ ও মারীয়ার ছেলে।

এসো, সেই যাকোবের কথা স্মরণ করি যিনি রাখেলকে গ্রহণ করার আগে লাবানকে বলেছিলেন, *আমার স্ত্রীকে আমাকে দিন* [১২০]; কেননা যেমন রাখেল কেবল বাগ্‌দানের ভিত্তিতে বিবাহের আগেও যাকোবের স্ত্রী বলে অভিহিতা, তেমনি মারীয়া বাগ্‌দত্তা হয়েছিলেন বিধায় তাঁকে যোসেফের স্ত্রী বলে ডাকা হত।

সুসমাচারের সূক্ষ্ম বর্ণনাও লক্ষ কর, লেখা আছে, *ষষ্ঠ মাসে গাব্রিয়েল দূত ঈশ্বর দ্বারা গালিলেয়ার নাজারেথ নামে শহরে এমন একজন যুবতী কুমারীর কাছে প্রেরিত হলেন যিনি যোসেফ নামে একজন পুরুষের বাগ্‌দত্তা বধূ ছিলেন* [১২১], ইত্যাদি।

আর যখন লোকগণনা জারি করা হলে যোসেফ নিজ নাম লেখাবার জন্য রওনা হলেন, তখন শাস্ত্রে কী বলে? *তাই যোসেফও নিজের বাগ্‌দত্তা স্ত্রী মারীয়ার সঙ্গে নাম লেখাবার জন্য গালিলেয়া থেকে রওনা হলেন; মারীয়া তখন গর্ভবতী* [১২২]। মারীয়া গর্ভবতী হলেও তবু শাস্ত্রে 'নিজের স্ত্রীর সঙ্গে' না বলে বরং 'বাগ্‌দত্তা স্ত্রীর সঙ্গে' বলে, কারণ পলের কথা অনুসারে *ঈশ্বর তাঁর আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন, যিনি নারী থেকে হয়েছিলেন* [১২৩] অর্থাৎ কুমারী থেকে হয়েছিলেন, তিনি তো 'যিনি পুরুষ ও নারী থেকে হয়েছিলেন' এমনটা বলেননি। একটি কুমারী যে স্ত্রী বলেও অভিহিতা, তেমন বিষয়টা আমরা আগে ব্যাখ্যা করেছি। বাস্তবিকই, যিনি আত্মাদের কুমারী করেন, তিনি একটি কুমারী থেকে জন্ম নিয়েছেন।

৩২। পবিত্র আত্মার প্রভাবে কুমারী মারীয়ার গর্ভধারণ

যা ঘটেছিল তাতে তুমি যেমন আশ্চর্যান্বিত, যিনি খ্রিষ্টকে জন্ম দিয়েছিলেন তিনিও তাতে তেমনি আশ্চর্যান্বিত ছিলেন। কেননা তিনি গাব্রিয়েলকে বলেন, *এ কেমন হতে পারবে, যখন আমি কোন পুরুষকে জানি না?* কিন্তু দূত বলেন, *পবিত্র আত্মা তোমার উপরে নেমে আসবেন, এবং পরাৎপরের পরাক্রম তোমার উপর নিজের ছায়া বিস্তার করবে; আর এজন্য যাঁর জন্ম হবে, তিনি পবিত্র হবেন ও ঈশ্বরের পুত্র বলে অভিহিত হবেন* [১২৪]। এ এমন জন্মদান যা কলঙ্কহীন ও অকলুষিত, কেননা যেখানে পবিত্র আত্মা ফুঁ দেন, সেখানে দূষণ দূর করা হয়। বাস্তবিকই কুমারী থেকে মাংসে সেই একমাত্র জনিতজনের জন্ম অকলুষিতই ছিল।

আর ভ্রান্তমতপন্থীরা এতে বিরোধিতা করলে পবিত্র আত্মা তাদের দোষী বলে সাব্যস্ত করবেন, পরাৎপরের যে পরাক্রম নিজের ছায়া বিস্তার করেছিল, তাও এতে ক্রুদ্ধ হবে, গাব্রিয়েলও বিচারের দিনে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন; যে জাবপাত্র প্রভুকে গ্রহণ করেছিল, সেই জাবপাত্রের স্থানও তাদের লজ্জায় নিক্ষেপ করবে। যে রাখালেরা সেসময়ে শুভসংবাদ গ্রহণ করেছিল, যে দূতগণ স্তুতি ও প্রশংসাগান করেছিলেন ও *ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের গৌরব, মর্তলোকে তাঁর প্রসন্নতার পাত্র মানুষের জন্য শান্তি* (১২৫) বলেছিলেন, সেই যে মন্দিরে তিনি চল্লিশতম দিনে [দিয়াবল দ্বারা] চালিত হয়েছিলেন, সেই যে একজোড়া ঘুঘু তাঁর খাতিরে বলি দেওয়া হয়েছিল, সেই যে শিমেয়োন তাঁকে কোলে নিয়েছিলেন ও সেই যে নারী-নবী আন্না সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদান করবেন।

৩৩। চিরকৌমার্যের আদর্শ সেই মারীয়া

ঈশ্বর সাক্ষ্যদান করছেন, পবিত্র আত্মা এই সাক্ষ্যদানে যোগ দিচ্ছেন, ও খ্রিষ্ট বলছেন *আমি তোমাদের সত্য বলেছি বলে তোমরা কেন আমাকে হত্যা করতে চেষ্টা করছ?* (১২৬)। তাই সেই ভ্রান্তমতপন্থীদের স্তব্ধ করা হোক যারা তাঁর মনুষ্যত্ব বিরোধিতা করে; কারণ তারা তাঁরই বিরুদ্ধে কথা বলে যিনি বলেছিলেন, *আমাকে স্পর্শ কর, নিজেরা দেখ; ভূতের তো হাড়-মাংস নেই, অথচ তোমরা দেখতে পাচ্ছ, তা আমরা আছে* (১২৭)।

কুমারী থেকে জাত যিনি, সেই প্রভু উপাসনার পাত্র হোন। চিরকুমারীগণও নিজেদের চিরকুমারী-অবস্থার মুকুট সম্পর্কে সচেতন হোন। মঠবাসী সেই সন্ন্যাসী শ্রেণিও শুচিতার গৌরব স্বীকার করুক, কেননা মানুষ আমরা কৌমার্যের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত নই। ত্রাণকর্তা কুমারীর গর্ভে ন' মাস বসবাস করলেন ও প্রভু তেত্রিশ বছর পরিণত মানুষ হয়ে জীবনযাপন করলেন, তাই সেই কুমারী যখন সেই ন' মাসের জন্য গৌরববোধ করলেন, তখন আমরা বহু বছরের জন্য আরও বেশি গৌরববোধ করতে পারি।

৩৪। মাংসধারণ - শেষ কথা

কুমার-কুমারী ও শিশু-বৃদ্ধ সকল [১২৮], এসো, আমরা সবাই লালসার পিছনে ছুটে নয় বরং খ্রিষ্ট-নামের প্রশংসাগান করতে করতে ঈশ্বরের অনুগ্রহে কৌমার্যের দৌড়ে যোগ দিই। এসো, আমরা যেন কৌমার্যের গৌরবের বিষয়ে অজ্ঞ না থাকি, কেননা সেটার উৎকৃষ্টতা মানুষের অতীত। এসো, নিজেদের দেহ সম্মান করি, কেননা সেই দেহ একদিন সূর্যের মত দীপ্তিমান হওয়ার কথা; ক্ষণিক সুখ-ভোগের বিনিময়ে আমরা যেন তেমন মহান ও সম্মাননীয় দেহকে দূষিত না করি, কেননা পাপ ক্ষণিক ও অল্পসাময়িক, কিন্তু লজ্জা বহু বছর প্রসারী ও চিরস্থায়ী। যারা কৌমার্য পালন করে, তারা এমন স্বর্গদূতদের তুল্য যাঁরা পৃথিবীতে চলাচল করেন; চিরকুমারী যারা, তারা কুমারী মারীয়ার কুমারীত্বের অংশী।

যত অসার অলঙ্কার, যত ক্ষতিকর দৃষ্টিপাত, যত লালসাপূর্ণ চালচলন, যত উজ্জ্বল কাপড় ও যা কিছু বিলাসিতাজনক, সেই সমস্ত কিছু দূর করে দেওয়া হোক। কিন্তু সুরভিত প্রার্থনা, সৎকর্ম সাধন ও দেহ-পবিত্রীকরণই হোক তোমাদের সুগন্ধি, যেন কুমারী থেকে জন্ম নিলেন যিনি, সেই প্রভু, কৌমার্য পালন করি যে পুরুষেরা ও মুকুট ভূষিতা যে নারীরা এই আমাদের সকলকেও যেন বলতে পারেন, *আমি তাদের মাঝখানে আমার আপন আবাস স্থাপন করব, তাদের মধ্যে গমনাগমন করব। আমি হব তাদের আপন ঈশ্বর আর তারা হবে আমার আপন জনগণ* [১২৯]। গৌরব তাঁরই, যুগে যুগান্তরে। আমেন।

---

(১) ইশা ৭:১০, ১৪।

(২) যাত্রা ১২:৯ দ্রঃ। তাছাড়া এখানে সাধু সিরিল সেকালে প্রচলিত একটা প্রতীকমূলক ধারণা উপস্থাপন করছেন যা অনুসারে মেষশাবকটাকে মেষ ও ছাগের মধ্য থেকে বেছে নেওয়ার পর তাকে ঝলসে নিয়ে মাথা (অর্থাৎ মেষশাবক খ্রিষ্টের ঈশ্বরত্ব) ও পা (তাঁর মনুষ্যত্ব) সমেত খাওয়ার কথা ছিল।

(৩) যোহন ১:১।

(৪) যোহন ১:১৪।

(৫) যোহন ১৩:৪।

(৬) রো ২:২০ দ্রঃ।

(৭) যোহন ৫:৪৩।

(৮) ইশা ৭:১৪ দ্রঃ।

(৯) যোহন ১:১৪।

(১০) যোহন ৫:৩৪।

(১১) আদি ১:৩১ দ্রঃ।

(১২) আদি ১:২৬।

(১৩) প্রজ্ঞা ২:২৪ দ্রঃ।

(১৪) আদি ৪:১।

(১৫) যাত্রা ২০:১৪।

(১৬) গণনা ২৫:৬ দ্রঃ।

(১৭) মিখা ৭:২।

(১৮) সাম ১৪:৩; রো ৩:১২।

(১৯) হোশেয়া ৪:২।

(২০) ২ বংশ ৩৩:৬।

(২১) আমোস ২:৮ গ্রীক সত্তরী।

(২২) ইশা ১:৬।

(২৩) সাম ১৪:৭।

(২৪) সাম ৮০:১৮-১৯।

(২৫) সাম ১৪৪:৫।

(২৬) ১ রাজা ১৯:১০।

(২৭) মালা ৩:১ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(২৮) ইশা ৪০:৯-১০।

(২৯) জাখা ২:১০-১১।

(৩০) ইশা ৬৬:১৮।

(৩১) যোহন ১:১১।

(৩২) ইশা ৬৬:১৮ গ্রীক সপ্তরী।

(৩৩) সাম ১৮:১০।

(৩৪) ১ রাজা ৮:২৭।

(৩৫) সাম ৭২:৬।

(৩৬) মথি ২:২।

(৩৭) মথি ২:৪।

(৩৮) সাম ৭২:৫।

(৩৯) জাখা ৯:৯।

(৪০) জাখা ৯:৯।

(৪১) মথি ২১:৭ দ্রঃ।

(৪২) জাখা ৯:১১।

(৪৩) জাখা ১৪:৪।

(৪৪) ইশা ৩৫:৪-৬।

(৪৫) ইশা ৩:১৪।

(৪৬) যাত্রা ২০:১৯।

(৪৭) দ্বিঃবিঃ ৫:২৬।

(৪৮) হিব্রু ১২:২১।

(৪৯) দা ১০:৯ দ্রঃ।

(৫০) দা ১০:৬ দ্রঃ।

(৫১) দা ১০:১২।

(৫২) দা ১০:১২-১৮।

(৫৩) দা ১০:১৮।

(৫৪) সাম ১১৪:৩।

(৫৫) রো ৭:২৩।

(৫৬) রো ৫:২০।

(৫৭) ১ করি ২:৮।

(৫৮) ইশা ২৫:৮ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(৫৯) আদি ১৮:৩ দ্রঃ।

(৬০) আদি ৩২:৩১।

(৬১) আদি ১৮:৮ দ্রঃ।

(৬২) যাত্রা ৩৩:২২।

(৬৩) ১ রাজা ১৯:৯ দ্রঃ।

(৬৪) লুক ৯:৩০-৩১।

(৬৫) হিব্রু ১৩:৮।

(৬৬) দ্বিঃবিঃ ১৮:১৫।

(৬৭) আদি ৪৯:৮, ১০।

(৬৮) আদি ৪৯:১১।

(৬৯) জাখা ৯: ৯ দ্রঃ।

(৭০) সাম ২:৭, ৯।

(৭১) দা ২:৪৪।

(৭২) দা ৯:২৫।

(৭৩) মিখা ৫:১।

(৭৪) সাম ১৩২:৬। এফ্রাথার অপর নাম সেই বেথলেহেম, যেখানে রাখালেরা শিশু যিশুকে খুঁজে পেয়েছিল।

(৭৫) মন্দির-ধ্বংসের পর ও যেরুশালেম 'আয়েলিয়া কাপিতোলিনা' নামক রোম-অধীনস্থ শহরে পরিণত হওয়ার পর (১২৯-১৩০ খ্রিষ্টাব্দে) গোটা অঞ্চলটা উৎসন্ন অবস্থায় পতিত হয়েছিল। রোম-সম্রাট কনস্তান্তিনুস যেরুশালেম পুনরায় নির্মাণ করালে নগরীটা নতুন গৌরব অর্জন করতে লাগল। মা হেলেনের প্রেরণায় সম্রাট গলগথার চূড়ায় ও খ্রিষ্টের সমাধিগুহার স্মৃতিচিহ্নের উপরে এক পুণ্যালয় নির্মাণ করালেন, এবং যে বাগানে যিশু সাধারণত প্রার্থনা করতে যেতেন ও যুদা তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন (যোহন ১৮:১-১১), জৈতুন পর্বতে, কিদ্রোন খরস্রোতের ধারে অবস্থিত সেই বাগানে সম্রাট একটা মহাগির্জা গেঁথে তুলিয়েছিলেন।

খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করার পর সম্রাট স্থানটিকে তীর্থস্থান করার ফলে বহু তীর্থযাত্রী সেখানে যেতে লাগল, আর ঠিক এজন্যই লোকে মনে করছিল, নবী ইশাইয়ার সেই ভাববাণী পূর্ণতা লাভ করেছিল যা অনুসারে 'সেই চরম দিনগুলিতে এমনটি ঘটবে, প্রভুর গৃহের পর্বত পর্বতশ্রেণির চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত হবে, উঁচু হয়ে উঠবে সমস্ত উপপর্বতের চেয়ে, তখন সকল দেশ তার কাছে ভেসে আসবে' (ইশা ২:২)।

(৭৬) হাবা ৩:২।

(৭৭) হাবা ৩:৩। এ নবীর বচন অনুসারে তেমন শহর পারান পর্বতের উপরে গাঁথা (পারান পর্বতটা সিনাই উপদ্বীপের উত্তর-পুবে অবস্থিত)। যেরে ৪৯:৭ অনুসারে তেমান অধিবাসীরা প্রজ্ঞাবান বলে পরিগণিত ছিল।

(৭৮) সাম ১৩২:৬ দ্রঃ। সামসঙ্গীতটা স্মরণ করায় কী ভাবে প্রভুর মঞ্জুষা খুঁজে পাওয়া গেছিল (১ শামু ৬:১৩··· ; ২ শামু ৬ দ্রঃ) : 'দেখ, এফ্রাথায় (অর্থাৎ বেথলেহেমে) আমরা তার কথা শুনলাম (অর্থাৎ আমরা শুনলাম প্রভুর স্থান বেথলেহেমে রয়েছে), বন্য মাঠে তা খুঁজে পেলাম' ; এবং এই ভিত্তিতে সাধু সিরিল বলতে পারেন, সুসমাচারে যা যিশু-জন্মের কাহিনী, তা পুরাতন নিয়মের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত।

(৭৯) ইশা ৭:১৪।

(৮০) প্রাচীন খ্রিষ্টমণ্ডলীর ঐতিহ্য ইহুদী বাইবেল-অনুবাদ (তারগুম) ও ব্যাখ্যা (মিদ্রাশ) এর উপর নির্ভর করত ; সেসময় ইহুদীদের মধ্যে এ ধারণা প্রচলিত হতে লাগল যে, বাইবেলের গ্রীক সত্তরী বলে পরিচিত অনুবাদের অনুবাদকেরা হিব্রু বাইবেল সঠিক ভাবে অনুবাদ করেননি যেহেতু ইশা ৭:১৪ ক্ষেত্রে হিব্রু বাইবেল একটি যুবতীর কথা বলে, কিন্তু গ্রীক সত্তরী অনুবাদ যুবতীর বদলে একটি কুমারীর কথা বলে। সুতরাং, ইহুদীদের মতে ভাববাণীতে উল্লিখিত যুবতীটি সময়মত সেই হেজেকিয়াকে প্রসব করলেন যিনি একদিন রাজা হলেন। অপর দিকে খ্রিষ্টমণ্ডলী 'কুমারী' পাঠ্য সমর্থন করে থাকল।
এক্ষেত্রে সাধু সিরিল ইহুদী ব্যাখ্যার বিরোধিতা করেন না ; তিনি শুধু এটা চান, সেই ইহুদী ব্যাখ্যা যেন মাত্রাছাড়া না হয়।

(৮১) দ্বিঃবিঃ ২২:২৭।

(৮২) ১ রাজা ১:৪।

(৮৩) ইশা ৭:১১।

(৮৪) সাধু সিরিলের যুক্তি এ : যদি ঈশ্বরের চিহ্ন হেজেকিয়াকে লক্ষ করত, তাহলে ব্যাপারটা যথেষ্ট স্বাভাবিক হত কেননা কুমারী নয় এমন যুবতী বউ যে ছেলে প্রসব করবে তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই, বিস্ময়করও কিছু নেই। কিন্তু যখন ঈশ্বর বলেন তিনি একটা চিহ্ন দিতে চান, তখন এর মানে হলো যে, যা ঘটবার তা একেবারে অস্বাভাবিক ও বিস্ময়কর হবে ; হ্যাঁ,

মারীয়া যে একদিন কুমারী অবস্থায় গর্ভ ধারণ করবেন ও যিশুকে প্রসব করবেন, সেটাই বিস্ময়কর চিহ্ন।

(৮৫) যাত্রা ১৭:৬ দ্রঃ।

(৮৬) যাত্রা ১৪:২১-২২ দ্রঃ।

(৮৭) ২ রাজা ২০:১১ দ্রঃ।

(৮৮) ২ রাজা ১৬:২ দ্রঃ।

(৮৯) ২ রাজা ১৮:২ দ্রঃ।

(৯০) সাম ১৩২:১১।

(৯১) সাম ৮৯:৩০।

(৯২) সাম ৮৯:৩৬-৩৮।

(৯৩) মথি ২৩:২।

(৯৪) যোহন ১২:১৩।

(৯৫) মথি ২০:৩০।

(৯৬) লুক ১:৩২।

(৯৭) ২ তি ২:৮।

(৯৮) রো ১:৩।

(৯৯) ইশা ১১:১০।

(১০০) ইশা ৯:৫।

(১০১) ইশা ৯:৬।

(১০২) ইশা ৯:৬।

(১০৩) সাম ২২:১০।

(১০৪) যেরে ১:৫।

(১০৫) যোব ১০:১০-১১।

(১০৬) ১ করি ৬:১৯।

(১০৭) হোশেয়া ৯:১২ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য দ্রঃ।

(১০৮) মিখা ৫:২।

(১০৯) হোশেয়া ২:২১।

(১১০) লুক ১:৪৫।

(১১১) আদি ১১:৩০; ১৮:১১ দ্রঃ।

(১১২) আদি ২১:২ দ্রঃ।

(১১৩) যাত্রা ৪:৬-৭ দ্রঃ।

(১১৪) যাত্রা ৪:৫ দ্রঃ।

(১১৫) গণনা ১৭:১৭-২৪ দ্রঃ।

(১১৬) আদি ২:২২ দ্রঃ।

(১১৭) যোব ৩৮:১৪ দ্রঃ।

(১১৮) আদি ২:৭ দ্রঃ।

(১১৯) মথি ১:২৪।

(১২০) আদি ২৯:২১।

(১২১) লুক ১:২৬-২৭।

(১২২) লুক ২:৪-৫।

(১২৩) গা ৪:৪।

(১২৪) লুক ১:৩৪-৩৫।

(১২৫) লুক ২:১৪।

(১২৬) যোহন ৭:১৯।

(১২৭) লুক ২৪:৩৯।

(১২৮) সাম ১৪৮:১২।

(১২৯) ২ করি ৬:১৬।

আলোপ্রত্যাশীদের ১৩শ ধর্মশিক্ষা

- ক্রুশবিদ্ধ ও সমাহিত খ্রিষ্ট -

এই ধর্মশিক্ষায় সাধু সিরিল দ্বিতীয় আদম খ্রিষ্টের সেই মুক্তিপ্রদ মৃত্যু সম্পর্কে কথা বলেন যা প্রথম আদমের কৃত পাপের প্রতিকার স্বরূপ। তিনি বিশ্বাস ও উজ্জ্বলতম ভক্তির সঙ্গে সেই মৃত্যুর নানা ক্ষণ ব্যাখ্যা করেন, তথা যুদার জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা, যিশুকে গ্রেপ্তার, কশাঘাত, মৃত্যুদণ্ড, কাঁটার মুকুটে ভূষণ, ক্রুশারোপণ, সৈন্যদের মধ্যে তাঁর জামা-কাপড় বিতরণ ও তাঁর যন্ত্রণাময় পিপাসা।

তিনি দীক্ষাপ্রার্থীদের আহ্বান করেন তারা যেন প্রভুর মৃত্যু ও সমাধিতে সহভাগী হয়ে সেই অনুতপ্ত দস্যুর মনোভাবেই সেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে যা খ্রিষ্টের পাশ থেকে ক্ষরিত রক্ত ও জলের মাধ্যমে ঐশঅনুগ্রহ প্রদান করে।

ধর্মশিক্ষার শেষাংশে তিনি নিজের গভীর অনুভূতিকে স্থান দিয়ে ক্রুশ-মাহাত্ম্যের গুণকীর্তন করে সেকালের উপস্থিত শ্রোতাদের ও আজকালের পাঠক / পাঠিকাকেও সেই ক্রুশে অবমাননার নয়, পরিত্রাণেরই চিহ্ন দেখতে আহ্বান করেন।

আমাদের প্রচারে কে বিশ্বাস করেছে? প্রভুর বাহু কার্ কাছে প্রকাশিত হয়েছে? ইত্যাদি, এবং, *তিনি মেষের মত জবাইখানায় চালিত হলেন*, ইত্যাদি [১], ইশাইয়ার এই পাঠের পরে, 'তিনি ক্রুশবিদ্ধ ও সমাহিত হলেন' সূত্র সম্পর্কে, যেরুশালেমে তাৎক্ষণিক ভাবে পরিবেশিত ধর্মশিক্ষা।

১। ক্রুশেই খ্রিষ্টের সর্বোচ্চ গৌরব

খ্রিষ্টের যেকোন কর্ম সঙ্গতভাবেই কাথলিক মণ্ডলীর গর্বের কারণ, কিন্তু তার সমস্ত গর্বের গর্ব হলো ক্রুশ; একথা জেনে পল বলেন, *আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ক্রুশে ছাড়া আমি আর অন্য কিছুতেই যেন গর্ব না করি* [২]।

সিলোয়া-জলকুণ্ডের ধারে সেই জন্মান্ধ যে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছিল [৩], তা অবশ্যই বিস্ময়কর বিষয় ছিল, তবু সারা বিশ্বের অন্ধদের তাতে কী লাভ হল? লাজার যে চতুর্থ দিনে পুনরুজ্জীবিত হলেন [৪], তাও এমন কাজ যা অবশ্যই মহান ও অলৌকিক, তবু তেমন অনুগ্রহ কেবল তাঁকেই স্পর্শ করল: সমগ্র জগতে যারা পাপে মৃত অবস্থায়

ছিল [৫], তাদের কী লাভ হল? পাঁচখানা রুটি দিয়ে সেই যে পাঁচ হাজার লোক জলের উৎসের মতই অফুরন্ত খাদ্য পেয়েছিল [৬], তাও বিস্ময়কর কাজ বটে, তবু সারা বিশ্বে যারা অজ্ঞতার ক্ষুধায় ভুগছিল [৭], তাদের কী লাভ হল? সেই যে নারী আঠারো বছর ধরে শয়তানের বাঁধনে আবদ্ধা হয়ে ছিল [৮], তাকে মুক্তি দেওয়া অবশ্যই একটা বিস্ময়কর কাজ হয়েছিল, তবু তুমি যখন চিন্তা কর যে আমরা আমাদের পাপের শেকলে দৃঢ়ভাবে বাঁধা ছিলাম [৯], তখন তাতে কী লাভ? অন্যদিকে ক্রুশের গৌরব তাদেরও আলোকিত করল যারা অজ্ঞতার দরুন অন্ধ ছিল, তাদের সকলকেও মুক্তি দিল যারা পাপের অধীনে বন্দি ছিল, ও সারা বিশ্বের সকল মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করল।

২। আদমের বৃক্ষ ও খ্রিষ্টের ক্রুশ

সারা বিশ্ব যে মুক্তিকর্মের পাত্র হল [১০] তাতে বিস্মিত হয়ো না, কেননা যিনি বিশ্বের খাতিরে মৃত্যুবরণ করলেন তিনি সাধারণ একটা সানুষ ছিলেন না, তিনি বরং ছিলেন ঈশ্বরের সেই একমাত্র জনিতজন। তাছাড়া একজনের পাপ, সেই আদমেরই পাপ জগতে মৃত্যু অনুপ্রবেশ করাবার প্রভাব রেখেছিল, কিন্তু *সেই একজনের অপরাধের ফলে যখন সেই একজনের দ্বারা* মৃত্যু জগতে *রাজত্ব করল, তখন সেই একজনের ধর্মময়তা-কর্মের দ্বারা* [১১] জীবন কেমন করে আরও বেশি রাজত্ব করবে না?

আর যখন আমাদের আদি পিতামাতা জীবন-বৃক্ষের ফল খেয়েছিলেন বিধায় পরমদেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন [১২], তখন বিশ্বাসীরা কি যিশুর বৃক্ষের কারণে পরমদেশে আরও সহজে প্রবেশ করবে না? যখন মাটি থেকে গড়া সেই প্রথম মানুষ [১৩] সকলের মৃত্যু আনল, তখন যিনি তাকে মাটি থেকে গড়েছিলেন [১৪], নিজেই জীবন হওয়ায় [১৫] তিনি কি অনন্ত জীবন আনবেন না? ধর্মাগ্রহে উদ্দীপ্ত হয়ে সেই ফিনেয়াস সেই অপকর্মাকে হত্যা করায় যখন ঈশ্বরের ক্রোধ প্রশমিত করেছিলেন [১৬], তখন যিনি কাউকে হত্যা করলেন না বরং *মুক্তিপণ হিসাবে নিজেকে দান করলেন* [১৭], সেই যিশু মানবজাতির বিরুদ্ধে যে ক্রোধ তা কি নিভাতে পারবেন না?

৩। ক্রুশের মূর্খতা ও ঈশ্বরের পরাক্রম

সুতরাং এসো, আমরা যেন কখনও ত্রাণকর্তার ক্রুশের বিষয়ে লজ্জাবোধ না করি, তাতে বরং যেন গর্ববোধ করি।

কেননা, *ক্রুশের বাণী ইহুদীদের পক্ষে পতনের কারণ, বিজাতীয়দের কাছে মূর্খতার নামান্তর* [১৮], কিন্তু আমাদের কাছে পরিত্রাণ। আর *যারা বিনাশপথে চলছে, তাদের কাছে ক্রুশ মূর্খতা; আমরা কিন্তু যারা পরিত্রাণ পাচ্ছি, আমাদের কাছে তা ঈশ্বরের পরাক্রম* [১৯]; কেননা, যেমন বলেছি, যিনি আমাদের খাতিরে মরছিলেন, তিনি তো সাধারণ মানুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন সেই ঈশ্বরের পুত্র যিনি মানুষ-হওয়া-ঈশ্বর। সেই যে মেষশাবক, যা মোশির বিধান অনুযায়ী বলীকৃত ছিল, একসময় সেই মেষশাবক সেই সংহারককে দূরে রাখছিল [২০], তার তুলনায় বিশ্বপাপহর ঈশ্বরের মেষশাবক [২১] কি শ্রেয়তর পাপমুক্তি সাধন করবেন না? বুদ্ধিহীন মেষের রক্ত পরিত্রাণ এনে দিত, [ঈশ্বরের] একমাত্র জনিতজনের রক্ত কি শ্রেয়তর পরিত্রাণ এনে দেবে না?

যে কেউ সেই ক্রুশবিদ্ধজনের প্রতাপ অবিশ্বাস করে, সে অপদূতদের জিজ্ঞাসা করুক; যে কেউ কথা বিশ্বাস করে না, সে যা দেখে তা-ই বিশ্বাস করুক। জগৎ জুড়ে অনেককে ক্রুশে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু অপদূতেরা তাদের কাউকেও ভয় পায় না। কিন্তু আমাদের খাতিরে যাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, তারা সেই খ্রিষ্টের ক্রুশের চিহ্ন দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে; কেননা সেই মানুষেরা নিজেদের পাপের কারণে মারা গেছিল, কিন্তু খ্রিষ্ট পরের পাপের কারণে মরলেন। লেখা রয়েছে, *তিনি কোন পাপ করেননি; তাঁর মুখেও কখনও পাওয়া যায়নি ছলনার কথা* [২২]। যিনি একথা বলেছিলেন, তিনি তো পিতর নন, কেননা তেমনটি হলে তবে আমরা মনে করতে পারতাম তিনি আপন গুরুর প্রতি পক্ষপাত করছেন; না, সেই ইশাইয়াই [২৩] সেই কথা বললেন যিনি দেহে উপস্থিত না হলেও তবু আত্মায় আগে থেকেই মাংসে খ্রিষ্টের আগমনের কথা দেখছিলেন।

অন্য দিকে, আমি কেন কেবল এই নবীকেই সাক্ষী হিসাবে দাঁড় করাচ্ছি? সাক্ষী হিসাবে সেই পিলাতকে ধর যিনি খ্রিষ্টের মৃত্যুদণ্ড এই বলে জারি করেছিলেন, *এই মানুষের বিরুদ্ধে আমি দণ্ডনীয় কিছুই খুঁজে পেলাম না* [২৪]; আর যখন তাঁকে [লোকদের হাতে] তুলে দিয়েছিলেন, তখন হাত ধুয়ে বলেছিলেন, *এই ধার্মিক মানুষের রক্তপাতের*

বিষয়ে আমি নিরপরাধী (২৫)। যিশুর নিরপরাধিতার বিষয়ে আর একজন সাক্ষী রয়েছে, সেই অপকর্মা, যাকে পরমদেশে প্রথম গ্রহণ করা হয়েছিল; সে তার সঙ্গীকে এই বলে ভর্ৎসনা করছিল, *আমরা ন্যায়সঙ্গতই দণ্ড পাচ্ছি, কারণ আমরা যা যা করেছি, তার যোগ্য প্রতিফল পাচ্ছি, কিন্তু এ কোন দোশ করেনি* (২৬)।

৪। গলগথার সাক্ষ্যদান

সুতরাং, যিশু সকল মানুষের জন্য সত্যিই যন্ত্রণাভোগ করলেন। কেননা সেই ক্রুশ মায়ামোহের ব্যাপার নয়, নইলে আমাদের মুক্তিও মায়ামোহ মাত্র হত। তাঁর মৃত্যু কাল্পনিক ব্যাপারও নয়, নইলে আমাদের পরিত্রাণও রূপকথা মাত্র হত।

তাঁর মৃত্যু বাস্তব না হলে, তবে যারা বলল, *আমাদের মনে পড়ছে, সেই প্রতারক জীবিত থাকতে বলেছিল, তিন দিন পরে আমি পুনরুত্থিত হব* (২৭), তারা ঠিকই বলল। না, তাঁর যন্ত্রণাভোগ বাস্তবই ছিল, তাঁকে বাস্তবেই ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, আর আমরা তাতে আদৌ লজ্জাবোধ করি না। তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, আর আমরা তা অস্বীকার করি না; বরং আমি সেবিষয়ে কথা বলে গর্ববোধ করি। কিন্তু আমি যদি এখন তা অস্বীকার করতাম, তবে আমরা সকলে যেখানে এখন সম্মিলিত, এই গলগথাই (২৮) আমার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করত; যে ক্রুশকাষ্ঠের টুকরোগুলো পরবর্তীকালে এখান থেকে সারা পৃথিবীতে বিলি করা হয়েছে, সেই ক্রুশকাষ্ঠই আমার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে।

আমি ক্রুশকে স্বীকার করি, কারণ আমি পুনরুত্থানের কথা জানি, কারণ ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর তিনি যদি সেই মৃত অবস্থায় থাকতেন, কি জানি হয় তো আমি আমার সদ্‌গুরুকে স্বীকার না করার জন্য তাঁকে তাঁর ক্রুশের সঙ্গে লুকিয়ে রাখতাম। কিন্তু যেহেতু ক্রুশের পরে পুনরুত্থান এল, সেজন্য তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করায় আমি লজ্জাবোধ করি না।

৫। ক্রুশে মৃত্যু জীবনের আদর্শ

সুতরাং, সকলের মত মাংসের মানুষ হওয়ায় তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি আমাদের পাপের মত কৃত পাপের কারণেই যে মরলেন তা নয়।

কারণ তিনি লোলুপতার জন্য মৃত্যুতে চালিত হননি, কেননা তিনি দরিদ্রতারই শিক্ষাগুরু ছিলেন; লালসার জন্যও দণ্ডিত হননি, কেননা তিনি নিজে বলেছিলেন, *যে কেউ কোন স্ত্রীলোকের দিকে লালসার চোখে তাকায়, সে ইতিমধ্যেই মনে মনে তার সঙ্গে ব্যভিচার করে ফেলেছে* (২৯); খেয়ালখুশিমত চড় মারার জন্যও [দণ্ডিত হননি], কেননা তাঁকে যে চড় মেরেছিল তিনি অন্য গালও তার দিকে পেতে দিয়েছিলেন; বিধান অবজ্ঞা করার কারণেও নয়, কেননা তিনি বিধান পূর্ণই করেছিলেন; কোন নবীকে অবজ্ঞা করার কারণেও নয়, কেননা তিনি নিজেই নবীদের দ্বারা প্রচারিত হয়েছিলেন; মজুরি থেকে কাউকে বঞ্চিত করার কারণেও নয়, কেননা তিনি মজুরি ছাড়া ও বিনামূল্যে পরের সেবা করেছিলেন; কথাকর্মে বা চিন্তায় পাপ করার জন্যও নয়, কেননা *তিনি কোন পাপ করেননি; তাঁর মুখেও কখও পাওয়া যায়নি ছলনার কথা; অপমানিত হলে তিনি প্রত্যুত্তরে অপমান করতেন না; যন্ত্রণার সময়ে হুমকি দিতেন না* (৩০), নিজের যন্ত্রণাভোগের দিকে অনিচ্ছাকৃত ভাবে নয়, ইচ্ছাকৃত ভাবেই এগিয়ে গেছিলেন; আর আজও যদি কেউ যন্ত্রণাভোগ থেকে তাঁর মন ফেরাবার জন্য বলত, 'দূরের কথা, প্রভু', তিনি পুনরায় বলতেন, *আমার পিছনে চলে যাও, শয়তান* (৩১)।

৬। ক্রুশের প্রতি যিশুর আসক্তি

তিনি যে ইচ্ছাকৃত ভাবেই তাঁর যন্ত্রণাভোগের দিকে এগিয়ে এসেছিলেন, তুমি কি এবিষয়ে নিশ্চিত হতে ইচ্ছা কর?

অন্যান্য মানুষেরা নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অজ্ঞ বলে অনিচ্ছাকৃত ভাবে মরে; কিন্তু তিনি আগেই নিজের যন্ত্রণাভোগ সম্পর্কে কথা বলেছিলেন, *দেখ, মানবপুত্রকে ক্রুশে দেবার জন্য তুলে দেওয়া হচ্ছে* (৩২)। কিন্তু তুমি কি জান কেন মানবপ্রেমিক তিনি মৃত্যুকে এড়াতেও চেষ্টা করেননি? যাতে সমগ্র জগৎ নিজের পাপকর্মে বিনষ্ট না হয়। *দেখ, আমরা যেরুশালেমে যাচ্ছি; আর মানবপুত্রকে ধরিয়ে দেওয়া হবে ও তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হবে* (৩৩), আরও পড়ি, *তিনি যেরুশালেমের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য দৃঢ়মুখ হলেন* (৩৪)।

কিন্তু তুমি কি একথা স্পষ্টই জানতে ইচ্ছা কর যে যিশুর কাছে সেই ক্রুশ গৌরবই ছিল? আমার কথা নয়, তাঁর নিজের কথা শোন। যুদা গৃহকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে

গেছিলেন ও তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে উদ্যত ছিলেন। তিনি এইমাত্র টেবিল থেকে উঠে চলে যাচ্ছিলেন (৩৫); স্তুতিবাদের পাত্রে পান করে তিনি পরিত্রাণের পানীয়ের বিনিময়ে সেই ধার্মিকের রক্ত ঝরাবেন বলে ইচ্ছা করলেন। যিনি তাঁর রুটি খেয়েছিল, তিনি তাঁর বিরুদ্ধে পা বাড়াচ্ছিলেন (৩৬); তাঁর হাত কিছুক্ষণ আগে ধন্যবাদ-স্তুতির রুটি গ্রহণ করছিল, আর এখন তিনি বিশ্বাসঘাতকতার মজুরির খাতিরে তাঁর মৃত্যু ঘটাবার ষড়যন্ত্র করছিলেন। এবং ভর্ৎসনা পেয়ে তিনি *তুমি নিজেই কথাটা বললে* (৩৭) কথা শুনেও চলে গেছিলেন; তখন যিশু বলেছিলেন, *মানবপুত্রের গৌরবান্বিত হওয়ার ক্ষণ উপস্থিত হয়েছে* (৩৮)। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, ক্রুশ যে তাঁরই বিশিষ্ট গৌরব, তা যিশু জানতেন।

তবে কি, যে ইশাইয়াকে করাত দিয়ে কাটা হতে যাচ্ছে, সেই ইশাইয়া তাতে লজ্জাবোধ করেননি, আর যিশু জগতের জন্য মরতে যাচ্ছেন বলে কি লজ্জাবোধ করবেন? *এখন মানবপুত্র গৌরবান্বিত হলেন* (৩৯); তিনি যে আগে গৌরববিহীন ছিলেন তা না, কেননা তিনি সেই গৌরবে গৌরবান্বিত হতে যাচ্ছিলেন যা *জগৎ হবার আগে তাঁরই ছিল* (৪০)। সত্যকার ঈশ্বর বলে তিনি অনাদিকাল থেকেই গৌরবান্বিত ছিলেন, কিন্তু এখন সহিষ্ণুতার মুকুটে পরিবৃত হয়েই গৌরবান্বিত হতে যাচ্ছিলেন। তিনি তো বাধ্য হয়ে প্রাণ দেননি, পরের বলপ্রয়োগেও তাঁকে হত্যা করা হয়নি, বরং স্বেচ্ছায়ই নিজেকে সঁপে দিলেন। শোন তিনি কী বলছেন, *আমার প্রাণ বিসর্জন দেবার অধিকার আমার আছে, আর তা ফিরিয়ে নেবারও অধিকার আমার আছে* (৪১); আমি আমার শত্রুদের হাতে তা ইচ্ছাকৃত ভাবেই তুলে দিচ্ছি, কেননা আমি ইচ্ছা না করলে তেমনটা হতে পারত না।

অতএব তিনি স্বেচ্ছাকৃত সঙ্কল্পেই নিজের যন্ত্রণাভোগের দিকে এগিয়ে এলেন—তেমন উৎকৃষ্ট কাজের জন্য তিনি ছিলেন আনন্দিত, ছিলেন বিজয়মালার জন্য উল্লসিত, মানবপরিত্রাণের জন্য গর্বিত: সেই ক্রুশের জন্য লজ্জাবোধ করছিলেন না, কারণ তা দ্বারা তিনি বিশ্বকে পরিত্রাণ দান করছিলেন। আর যিনি যন্ত্রণাভোগ করছিলেন, তিনি নগণ্য মানুষ ছিলেন না, কিন্তু ছিলেন সেই মানুষ-হওয়া-ঈশ্বর যিনি বাধ্যতার পুরস্কারের জন্য লড়াই করতে যাচ্ছিলেন।

৭। ক্রুশের গৌরব

কিন্তু ইহুদীরা এতে আপত্তি তোলে; তারা সবসময় তর্কাতর্কি করতে প্রস্তুত ও বিশ্বাসে ধীর।

তাদের তেমন আচরণের জন্যই নবী, যে পাঠ আমরা এইমাত্র পড়েছিলাম তাতে বলেছিলেন, *প্রভু, আমাদের প্রচারে কে বিশ্বাস করেছে?* (৪২)। পারস্যেরা বিশ্বাস করে ও হিব্রুরা বিশ্বাস করে না: *তাঁর সংবাদ যাদের দেওয়া হয়েছে, তারা দেখতে পাবে; এবং যারা তাঁর বিষয়ে কিছু শোনেনি, তারা বুঝতে পারবে* (৪৩), কিন্তু যারা এসমস্ত কিছু অধ্যয়ন করে থাকে, তারা যা অধ্যয়ন করে তা প্রত্যাখ্যান করবে। তারা এই বলে আমাদের প্রতিবাদ দেয়, 'প্রভু যে যন্ত্রণাসাপেক্ষ, এ কেমন কথা! মানুষের হাত কি করে প্রভুর প্রতাপের উপর সক্ষম হতে পারে?'

অনুগ্রহপূর্বক, বিলাপ-গাথা পড়, কেননা সেই বিলাপগুলোতে যেরেমিয়া তোমাদের বিষয়ে বিলাপ করে এমন বিলাপ রচনা করেছিলেন যা বিলাপ-গাথার যোগ্য। তিনি তোমাদের সর্বনাশ দেখেছিলেন, তোমাদের পতন স্পষ্টভাবে দেখেছিলেন, সেকালেরই যেরুশালেমের উপর বিলাপ করেছিলেন (৪৪), কেননা 'বর্তমান যেরুশালেম'(৪৫) বিলাপের বস্তু হবে না, কারণ সেই যেরুশালেম খ্রিষ্টকে ক্রুশে দিয়েছিল, কিন্তু 'বর্তমান যেরুশালেম' তাঁর উপাসনা করে। তাই বিলাপ করে তিনি বলেন, *আমাদের মুখমণ্ডলের শ্বাস যিনি, প্রভু সেই খ্রিষ্ট যিনি, তিনি ধরা পড়লেন আমাদের ফাঁদে* (৪৬)। আমি কি নিজের কল্পিত ধারণা ব্যক্ত করছি? দেখ, মানুষেরা যে প্রভু যিশুকে ধরেছিল, তিনি সেবিষয়েই সাক্ষ্য দিচ্ছেন। ও তেমন কথার পর তিনি কোন্ ভবিষ্যতের কথা বলেন? হে নবী, আমাকে বল। তিনি বলেন, *সেই তিনি, যাঁর বিষয়ে আমরা বলতাম, 'তাঁর ছায়ায় আমরা বিজাতীয়দের মাঝে জীবনযাপন করব'*(৪৭)। কেননা তিনি বলতে চান, জীবনের অনুগ্রহ ইস্রায়েলে আর বসবাস করবে না, বিজাতীয়দের মধ্যেই করবে।

৮। খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগ সংক্রান্ত পূর্বঘোষণা

যেহেতু ইহুদীদের দ্বারা যথেষ্ট আপত্তিকর কথা উঠেছে, সেজন্য এসো, নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে আমরা তোমাদের প্রার্থনার সহায়তায় প্রভুর অনুগ্রহে তাঁর যন্ত্রণাভোগ সংক্রান্ত কয়েকটা সাক্ষ্য উপস্থাপন করব।

বাস্তবিকই খ্রিষ্ট সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় লিখিতই রয়েছে, আর যেহেতু এমন কিছুই নেই যা শাস্ত্রীয় সাক্ষ্যবিহীন, সেজন্য দুই অর্থ বহন করতে পারে এমন কিছুই নেই। সমস্ত কিছু নবীদের স্তম্ভসমূহতে খোদাই করা রয়েছে: সবই স্পষ্ট ভাবে লেখা, প্রস্তরফলকে নয়, বরং পবিত্র আত্মার দ্বারাই লেখা।

সুতরাং, যেহেতু তুমি সুসমাচারকে যুদা সম্পর্কে কথা বলতে শুনেছ (৪৮), সেজন্য তোমার পক্ষে কি সে সম্পর্কে সাক্ষ্যটা পাওয়া উচিত নয়? তুমি শুনেছ প্রভুকে একটা বর্শা দ্বারা পাশে বিঁধিয়ে দেওয়া হয়েছিল (৪৯), তবে বিষয়টা সত্যি লেখা রয়েছে কিনা, তোমার পক্ষে কি তাও দেখা উচিত নয়? তুমি শুনেছ, তাঁকে একটা বাগানে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল (৫০), তবে বিষয়টা সত্যি লেখা রয়েছে কিনা, তোমার পক্ষে কি তাও দেখা উচিত নয়? তুমি শুনেছ, তাঁকে ত্রিশটা রুপোর টাকায় বিক্রি করা হয়েছিল (৫১), তবে এ সম্পর্কে নবী যা বলেছিলেন, তোমার পক্ষে কি তাও শেখা উচিত নয়? তুমি শুনেছ, পান করার মত তাঁকে সির্কা দেওয়া হয়েছিল (৫২), বিষয়টা যেখানে লেখা রয়েছে, তাও তুমি শিখবে। তুমি শুনেছ, তাঁকে শৈলের গায়ে কাটা স্থানে শুইয়ে রাখা হয়েছিল ও সেটার উপরে একটা পাথর রাখা হয়েছিল (৫৩), তবে তোমার পক্ষে নবী থেকে এ সাক্ষ্যও কি গ্রহণ করা উচিত নয়? তুমি শুনেছ, তাঁকে অপকর্মাদের সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল (৫৪), তবে বিষয়টা সত্যি লেখা রয়েছে কিনা, তোমার পক্ষে কি তাও দেখা উচিত নয়? তুমি শুনেছ, তাঁকে সমাধি দেওয়া হয়েছিল (৫৫), তবে সমাধিদান সম্পর্কে স্পষ্টই কিছু লেখা রয়েছে কিনা, তোমার পক্ষে কি এবিষয়ে তদন্ত করা উচিত নয়?

তুমি শুনেছ, তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন (৫৬), আমরা এ তত্ত্বগুলো নিয়ে তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছি কিনা, তোমার পক্ষে কি তা দেখা উচিত নয়? এবিষয়ে পল বলেছিলেন, *আমার বাণী ও আমার প্রচার প্রজ্ঞার চিত্তগ্রাহী ভাষার উপর নির্ভর করে না* (৫৭)। আর আসলে আমরা অসার তর্কযুক্তি ব্যবহার করছি না, কেননা যুক্তি ধরা খায়;

ভাষা দ্বারাও কারও মন জয় করছি না, কেননা ভাষাও বিলীন হয়ে যায়। না, আমরা বরং *এমন ক্রুশবিদ্ধ খ্রিষ্টকে প্রচার করি* (৫৮) যাঁর কথা পূর্বকালে নবীদের দ্বারা প্রচার করা হয়েছিল। তোমার দিক দিয়ে, এ সাক্ষ্যগুলো গ্রহণ করে নিয়ে তোমার হৃদয়ে সীলমোহরযুক্ত কর। আর যেহেতু সাক্ষ্যগুলো সংখ্যায় বহু ও আমাদের হাতে যে সময় রয়েছে তা অল্প, সেজন্য এ বাকি সময়টুকুতে সাক্ষ্যগুলোর মধ্যে যে অল্পগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এখন সেগুলো শোন। এবং সূচনা স্বরূপ এগুলো গ্রহণ ক'রে পরিশ্রমী হয়ে বাকিগুলো খুঁজে বের কর।

তোমার হাত পাবার জন্য শুধু নয়, দেবার জন্যও প্রসারিত হোক (৫৯), কিন্তু পরিশ্রম করার জন্যও তৈরি হোক। ঈশ্বর সবকিছু বিনামূল্যে দান করেন। *তোমাদের কারও যদি প্রজ্ঞার অভাব থাকে, তবে, দান করেন যিনি, সে সেই ঈশ্বরের কাছে যাচনা করুক* (৬০) ও সে পাবে। আমরা যারা কথা বলছি, তোমাদের প্রার্থনা দ্বারা তিনি সেই আমাদের বাক্‌শক্তি, ও তোমরা যারা শুনছ, সেই তোমাদের তিনি বিশ্বাস করার অনুগ্রহ মঞ্জুর করুন।

৯। যুদার আদর্শ যা অনুকরণের নয়

সুতরাং এসো, আমরা খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের সাক্ষ্যগুলো অনুসন্ধান করি, কেননা আমরা এখন শাস্ত্র সংক্রান্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপস্থাপনের জন্য নয়, বরং আমরা যা যা বিশ্বাস করি সেবিষয়ে যেন আরও সুনিশ্চিত হতে পারি সেজন্যই এখানে সমবেত হয়েছি। তুমি ইতিমধ্যে আমার কাছ থেকে প্রথমত যিশুর আগমন সংক্রান্ত সাক্ষ্যগুলো গ্রহণ করেছ, সাগরের উপর দিয়ে তাঁর চলাচল সংক্রান্ত সাক্ষ্যও গ্রহণ করেছ, যেহেতু লেখা রয়েছে, *তোমার পথ সাগরের মাঝে* (৬১)। অন্য এক সময় তুমি নানা আরোগ্যদান বিষয়ক সাক্ষ্যও পেয়েছিল। অতএব, তাঁর যন্ত্রণাভোগ যেখান থেকে শুরু হয়েছিল, আমি এখন সেখান থেকেই শুরু করতে যাচ্ছি।

বিশ্বাসঘাতক ছিলেন সেই যুদা, যিনি তাঁর বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়ে শান্তির কথা বলতে বলতে (৬২) কিন্তু শত্রুতা প্রস্তুত করতে করতে তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। এজন্য সামসঙ্গীতের রচয়িতা তাঁর সম্পর্কে বলেন, *আমার প্রিয়জন ও বন্ধুসকল আমার অনিষ্ট*

করার জন্য এগিয়ে এসে দাঁড়াল (৬৩); আরও, *তেলের চেয়েও স্নিগ্ধ ছিল তাদের কথা, তারা কিন্তু বর্শা স্বরূপ* (৬৪)। তিনি বললেন, *মঙ্গল হোক, রাব্বি* (৬৫), অথচ তিনি আপন গুরুকে মৃত্যুর হাতে ধরিয়ে দিচ্ছিলেন; যখন যিশু বললেন, *যুদা, চুম্বন দিয়েই কি মানবপুত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছ?* (৬৬), তখন যুদা তাঁর এ সাবধান বাণীতে বিহ্বল হননি। প্রকৃতপক্ষে যিশু তাঁকে যা বলতে চাচ্ছিলেন, তা স্বল্প কথায় এ: নিজের নাম মনে কর, যুদা মানে 'স্বীকারোক্তি'; তুমি চুক্তি করেছ, টাকাটা পেয়েছ, শীঘ্রই এসমস্ত কিছু স্বীকার কর। *হে আমার প্রশংসাবাদের পাত্র ঈশ্বর, নিশ্চুপ হয়ে থেকো না; আমার বিরুদ্ধে যে খোলা রয়েছে দুর্জনের মুখ; মিথ্যাবাদী জিহ্বা দিয়ে ওরা আমার বিষয়ে কথা বলে* (৬৭)।

প্রধান যাজকদের কয়েকজন যে সেখানে উপস্থিত ছিলেন (৬৮), ও তাঁকে যে নগরদ্বারের আগে শেকল দিয়ে বাঁধা হয়েছিল, এসম্পর্কে তুমি আগে যথেষ্ট কথা শুনেছ। তথাপি সামসঙ্গীতের সেই ব্যাখ্যা এখন স্মরণ কর যা কাল ও স্থানের কথা, ও কেমন করে '*সন্ধ্যায় ওরা ফিরে এল, কুকুরের মত ডাক ছাড়ল, ও শহরের পথে-ঘাটে ঘুরল*'(৬৯) উল্লেখ করেছিল।

১০। সেই ত্রিশটা রুপোর টাকা (১)

এখন সেই ত্রিশটা টাকা সংক্রান্ত ভাববাণীও শোন, *পরে আমি তাদের বলব, তোমরা যদি এমনটা ঠিক মনে কর, তবে আমার মজুরি দাও; নইলে থাক্* (৭০), ইত্যাদি কথা। আমি অন্ধ ও খোঁড়াদের নিরাময় করেছিলাম বলে তোমরা যে আমাকে মজুরি দিচ্ছ তা ঠিক, কিন্তু আমি অন্য ধরনেরই মজুরি পাচ্ছি: ধন্যবাদের বিনিময়ে অসম্মান ও উপাসানার বিনিময়ে অপমান।

তুমি কি দেখতে পাচ্ছ কেমন করে শাস্ত্র এসব কিছু আগে থেকে দেখেছিল? নবী বলে চলেছিলেন, *তাই আমার মজুরি হিসাবে তারা ত্রিশটা রুপোর শেকেল ওজন করে দিল* (৭১)। ভাববাণীটা কেমন সূক্ষ্মই ছিল। পবিত্র আত্মার প্রজ্ঞা কেমন মহান ও নির্ভুল ছিল। কেননা নবী 'দশ' বা 'কুড়ি' নয়, 'ত্রিশটা' বলেছিলেন, অর্থাৎ মজুরি হিসাবে যা দেয়, ঠিক সেই সংখ্যাই বলেছিলেন। হে নবী, এই মজুরির যে কি হল, তাও আমাকে বল। তিনি কি রাখার জন্যই তা গ্রহণ করেছিলেন? নাকি তিনি তা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

এবং তা ফিরিয়ে দেওয়ার পর, সেই মজুরির কি হল? এবিষয়ে নবী বলেন, *তাই আমি সেই ত্রিশটা রুপোর শেকেল প্রভুর মন্দিরে, ঢালাইকুণ্ডে, ফেলে দিলাম* (৭২)। ভাববাণীর সঙ্গে সুসমাচার তুলনা কর, লেখা আছে, *যুদা অনুশোচনা করে সেই রুপোর টাকা পবিত্রধামের মধ্যে ফেলে দিয়ে চলে গেলেন* (৭৩)।

১১। সেই ত্রিশটা রুপোর টাকা (২)

এখন কিন্তু আমাকে এই আপাত দৃষ্টিতে অমিলের সঠিক সমাধান অনুসন্ধান করতে হবে। কারণ যারা নবীকে অবজ্ঞা করে, তারা নাকি বলে, এক দিকে নবী বলেন, *তাই আমি তা প্রভুর মন্দিরে, ঢালাইকুণ্ডে, ফেলে দিলাম* (৭৪), কিন্তু অন্য দিকে সুসমাচার বলে, *তারা তা কুমোরের জমির জন্য দিয়ে দিল* (৭৫)। তবে শোন কেমন করে বচন দু'টোই সত্যাশ্রয়ী।

সেকালের প্রধান যাজকেরা যেহেতু ধার্মিক মানুষ ছিলেন, সেজন্য তাঁরা যখন দেখলেন, যুদা অনুশোচনা করে বলেছিলেন, *নির্দোষী রক্তের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে আমি পাপ করেছি*, তখন তাঁরা উত্তরে বলেছিলেন, *আমাদের কি! এই চিন্তা তোমারই* (৭৬)। তবে, তোমরা যারা ক্রুশে দিচ্ছ, সেই তোমাদের কাছে ব্যাপারটা কিছুই নয় কি? যিনি খুনের মজুরি পেয়েছিলেন ও ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, ব্যাপারটা কি শুধু তাঁরই চিন্তা, কিন্তু তা খুনী তোমাদের চিন্তা নয়? পরে তাঁরা নিজেদের মধ্যে বললেন, *এ টাকাটা ভাণ্ডারে রাখা বিধেয় নয়, কারণ এ রক্তের মূল্য* (৭৭)। তোমরা যে দোষী, তা নিজেদের মুখেই উচ্চারিত। মূল্যটা দূষিত হলে কর্মটাও দূষিত; অপর দিকে, খ্রিষ্টকে ক্রুশে দেওয়ায় তোমরা যদি ধর্মময়তা পালন করছ, তবে তোমরা কেন এর মূল্য গ্রহণ করে নিচ্ছ?

কিন্তু উপরোল্লিখিত অমিলের বিষয়টা এ: যখন সুসমাচার বলে, 'কুমোরের জমি' ও নবী 'ঢালাইকুণ্ডে' বলেন, তখন এতে কি অমিল নেই?

না, কেননা কেবল স্বর্ণকার বা ব্রঞ্জ-ঢালাইকরই যে ঢালাইকুণ্ডের অধিকারী তা নয়, তাদের কাদামাটির জন্য কুমোরদেরও ঢালাইকুণ্ড আছে, কারণ তারা নুড়ি থেকে চিক্কন, মোটা ও উপকারী মাটি চালায়, তা থেকে আবর্জন পৃথক করে, ও আগে জল দিয়ে মাটি

মিশিয়ে দেয় যাতে নির্দিষ্ট গঠনে তা সহজে গড়তে পারে। তবে, তুমি কেন বিস্মিত হও যখন সুসমাচার স্পষ্টই বলে 'কুমোরের জমি', ও অন্যদিকে ভাববাণীতে নবী ধাঁধায়ই যেন কথা বললেন? আসলে ভাববাণীসমূহ প্রায়ই ধাঁধার মত।

১২। যিশুর বিচার

তারা যিশুকে বেঁধে মহাযাজকের বিচারসভার ঘরে নিয়ে গেল (৭৮)।

তুমি এও কি জানতে ও দেখতে ইচ্ছা কর যে, একথাও লেখা আছে? ইশাইয়া বলেছিলেন, *তাদের আত্মাদের ধিক্। 'এই ধার্মিক আমাদের বিরক্ত করে, এসো, তাকে বেঁধে দিই' বলায় তারা নিজেরাই নিজেদের মতলব খাটাল* (৭৯)। হ্যাঁ, সত্যি, তাদের আত্মাদের ধিক্।

এসো, ব্যাপারটা দেখি, সেই ইশাইয়াকে কেমন ভাবে কেটে ফেলা হয়েছিল (৮০) কিন্তু তারপরে জনগণ নিরাময় পেল, যেরেমিয়াকে কাদাময় এক কুয়োতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল (৮১) কিন্তু ইহুদীদের ক্ষত সারিয়ে তোলা হয়েছিল; কেননা একটা মানুষের বিরুদ্ধ থাকায় পাপটা কম গুরুতর ছিল। কিন্তু ইহুদীরা একটা মানুষের বিরুদ্ধে নয়, মানুষ-হওয়া-ঈশ্বরের বিরুদ্ধেই পাপ করল, ও বলল, *তাদের আত্মাদের ধিক্। এসো, এই ধার্মিককে বেঁধে দিই* (৮২)। হয় তো কেউ জিজ্ঞাসা করবে, যিনি চতুর্থ দিনে লাজারকে মৃত্যুর বন্ধন থেকে (৮৩) ও পিতরকে কারাবাস থেকে মুক্ত করেছিলেন (৮৪), তিনি কি নিজেকে মুক্ত করতে পারতেন না? দূতগণ উপস্থিত ছিলেন, প্রস্তুত হয়ে তাঁরা বলছিলেন, *এসো, ছিঁড়ে ফেলি ওদের শৃঙ্খল* (৮৫); কিন্তু নিজেদের সংযত রাখছিলেন, কারণ তাঁদের প্রভু যন্ত্রণাভোগ করতে দৃঢ়সঙ্কল্পিত ছিলেন। ফলে বিচারের জন্য তাঁকে প্রবীণদের সামনে আনা হয়েছিল (৮৬)। এবিষয়ে সাক্ষ্য তোমার আছে, *প্রভু আপন জনগণের প্রবীণদের ও নেতাদের সঙ্গে বিচার শুরু করবেন* (৮৭)।

১৩। কশাঘাত

কিন্তু মজাযাজক জিজ্ঞাসাবাদ করে সত্য শুনে ক্রুদ্ধ হন (৮৮), ও সেই দুর্জনদের দুর্জন চাকর যিশুকে চড় মারে (৮৯); যে মুখমণ্ডল সূর্যের মত দীপ্তিমান ছিল (৯০), সেই মুখমণ্ডল এমনটা সহ্য করল, দুষ্ট হাত দ্বারা চপেটাঘাতের বস্তু হবে। অন্যান্যরাও এসে

তাঁরই মুখে থুথু দিল যিনি থুথু দিয়ে একটা জন্মান্ধকে নিরাময় করেছিলেন (৯১): *এভাবেই নাকি তুমি প্রভুকে প্রতিদান দাও, হে নির্বোধ ও প্রজ্ঞাহীন জাতি?* (৯২)। এবং নবী একেবারে বিস্মিত হয়ে বলেন, *প্রভু, আমাদের প্রচারে কে বিশ্বাস করেছে?* (৯৩)। কেননা এটি সত্যি অবিশ্বাস্যই যে, ঈশ্বর যিনি, ঈশ্বরের পুত্র যিনি, প্রভুর বাহু যিনি, তিনি তেমন যন্ত্রণা ভোগ করবেন। কিন্তু যাদের পরিত্রাণ পাবার কথা, তারা যেন অবিশ্বাস না করে, সেজন্য পবিত্র আত্মা আগে থেকেই তা-ই লিখেছিলেন যা খ্রিষ্ট বলেছিলেন (কেননা যিনি সেসময় একথা বলেছিলেন, তিনি পরে সেখানে উপস্থিত ছিলেন), *আমার পিঠ কশাঘাতের জন্য পেতে দিলাম* (কারণ পিলাত তাঁকে কশাঘাত করাবার পর ক্রুশে দেবার জন্য ওদের হাতে তাঁকে তুলে দিয়েছিলেন (৯৪)), ও *চড়ের জন্য আমার গাল পেতে দিলাম; থুথুর লজ্জা থেকে আমার মুখ ফিরিয়ে নিইনি* (৯৫), যার অর্থ হল, 'যদিও আমি আগে থেকে জানতাম তারা আমাকে চড় দেবে, আমি আমার গাল ফিরিয়ে নিইনি, কারণ নিজে তেমন কিছুতে ভয় দেখালে তবে কেমন করে সত্যের খাতিরে মৃত্যুবরণ বিষয়ে আমার শিষ্যদের বলবান করতে পারতাম? আমি নিজেই তো বলেছিলাম, *নিজের প্রাণকে যে ভালবাসে, সে তা হারিয়ে ফেলবে* (৯৬); আমি যদি আমার প্রাণ ভালবাসতাম, তবে যা শিখিয়ে দিতাম তা পালন না করায় কেমন করে তা শেখাতে পারতাম?'

সুতরাং, নিজে ঈশ্বর হওয়ায় তিনি প্রথম হয়ে মানুষের হাতে এ সমস্ত কিছু ভোগ করতে সহ্য করেছিলেন, যেন তারপর মানুষ আমরা তাঁর খাতিরে মানুষের হাতে তেমন কিছু ভোগ করতে গিয়ে লজ্জাবোধ না করতাম। তুমি তো দেখতে পাচ্ছ যে, এসমস্ত কিছুর বিষয়েও নবীরা আগে থেকেই স্পষ্ট কথা লিখেছিলেন। তথাপি, সময়ের অভাবে আমি, আগে যেমন বলেছি, সেই অনুসারে শাস্ত্রের বহু সাক্ষ্য বাতিল করছি, কারণ কেউ যদি সূক্ষ্মরূপে সবকিছু অনুসন্ধান করত, তাহলে দেখা যেত যে, খ্রিষ্ট সংক্রান্ত কোনও কিছুই সাক্ষ্যবিহীন নয়।

১৪। হেরোদ ও পিলাত

তিনি বাঁধা অবস্থায় কাইয়াফা থেকে পিলাতের কাছে এলেন (৯৭): একথাও কি লেখা? হ্যাঁ, *তাঁকে বেঁধে দেওয়ার পর তারা যারিমের রাজার কাছে উপঢৌকন রূপে বাইরে নিয়ে গেল* (৯৮)।

কিন্তু এখানে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কোন না কোন শ্রোতা প্রতিবাদ করে বলবে, 'পিলাত রাজা ছিলেন না (সমস্যার প্রধান প্রধান বিষয় আপাতত বাতিল করা আবশ্যক), তবে কেমন করে তাঁকে বেঁধে দেওয়ার পর তারা যারিমের রাজার কাছে উপঢৌকন রূপে বাইরে নিয়ে গেল?' সুসমাচার পড়, *যখন পিলাত জানতে পারলেন, ইনি গালিলেয়ার মানুষ, তখন তাঁকে হেরোদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন* (৯৯), কারণ হেরোদ সেসময় রাজা ছিলেন ও আপাতত যেরুশালেমে ছিলেন। এখন তুমি নবীর সূক্ষ্ম বর্ণনা লক্ষ কর, কেননা তিনি বলেন, তাঁকে উপঢৌকন রূপে পাঠানো হয়েছিল; কারণ *সেদিন হেরোদ* ও *পিলাত বন্ধু হয়ে উঠলেন; বস্তুত তাঁদের মধ্যে আগে শত্রুতাই ছিল* (১০০)। কেননা যিনি মর্ত ও স্বর্গের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছিলেন, যাঁরা তাঁকে দণ্ডিত করছিলেন ঠিক সেই মানুষ দু'টোকেই প্রথমত শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত করায় তাঁরই শোভা পাচ্ছিল (১০১); কারণ সেই প্রভু নিজেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন *যিনি পৃথিবীর জননায়কদের মন পুনর্মিলিত করেন* (১০২)।

নবীদের সূক্ষ্ম বর্ণনা ও তাঁদের সত্যাশ্রয়ী সাক্ষ্যদান লক্ষ কর।

১৫। পিলাতের বিচার

তবে বিচারাধীন প্রভুকে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ কর। তিনি এমনটা হতে দিলেন যেন সৈন্যেরা তাঁকে বাইরে নিয়ে যায়। পিলাত বিচারাসনে বসে আছেন, আর যিনি পিতার ডান পাশে আসীন (১০৩) তিনি পায়ে দাঁড়িয়ে বিচারাধীন হচ্ছেন (১০৪)। যাদের তিনি মিশর দেশ থেকে ও বহুবার অন্য দেশগুলো থেকেও উদ্ধার করেছিলেন, সেই জনগণ তাঁর বিরুদ্ধে চিৎকার করছে, *দূর কর, দূর কর, ওকে ক্রুশে দাও* (১০৫)।

হে ইহুদীরা, তোমরা তা করছ কেন? তিনি তোমাদের বন্ধুদের নিরাময় করেছিলেন সেইজন্য কি? নাকি, এইজন্য যে, তিনি তোমাদের খোঁড়াদের হাঁটতে দিয়েছিলেন ও

নিজের অন্যান্য মঙ্গলদান বর্ষণ করেছিলেন? নবীও এজন্য বিহ্বল হয়ে পড়ে এবিষয়ে বলেন, *কার্ দিকে তোমরা মুখ বাঁকাচ্ছ ও জিহ্বা বের করছ?* (১০৬)। এবং প্রভু নিজে নবীদের মধ্য দিয়ে বলেন, *আমার উত্তরাধিকার আমার পক্ষে হয়ে উঠেছে অরণ্যে সিংহের মত; আমার বিরুদ্ধে গর্জন করল, তাই এখন আমি তা ঘৃণা করি* (১০৭)। আমি তাদের ত্যাগ করিনি, কিন্তু তারাই আমাকে ত্যাগ করেছে। ফলে আমি বলি, *আমি আমার আপন বাড়ি ত্যাগ করেছি* (১০৮)।

১৬। বিচারাধীন যিশু নীরব

বিচারিত হওয়ার সময়ে তিনি চুপ করে থাকছিলেন (১০৯), এতে পিলাত খুবই আশ্চর্য হয়ে তাঁকে বললেন, *তুমি কি শুনছ না ওরা তোমার বিরুদ্ধে কত না কি সাক্ষ্য দিচ্ছে?* (১১০)। তিনি যে জানতেন না কার বিচার হচ্ছিল তা নয়, আসলে তিনি নিজের স্ত্রীর সেই স্বপ্নই ভয় পাচ্ছিলেন (১১১) যা বিষয়ে তাঁকে খবর দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু যিশু চুপ করে থাকছিলেন। সামসঙ্গীতের রচয়িতা বলেন, *আমি তেমন মানুষের মত হয়েছি যে কিছুই শোনে না, যার মুখে কোন প্রতিবাদ নেই*, আরও, *বধিরের মত আমি শুনতাম না, আমি বোবারই মত যে খোলে না মুখ* (১১২)। তুমি স্মরণ করবে যে, এবিষয়ে আগেও তুমি কথা শুনেছ (১১৩)।

১৭। সেই কাঁটার মুকুট

সৈন্যেরা তাঁর চারপাশে জড় হয়ে তাঁকে বিদ্রূপ করছে (১১৪), ও তাঁদের প্রভু তাদের তাচ্ছিল্যের বস্তু, ও আপন মহাপ্রভুকে তারা উপহাস করে। *আমাকে দেখে তারা মাথা নাড়াল* (১১৫)।

অথচ তাঁর রাজকীয় মর্যাদা ভেসে ওঠে, কারণ যদিও উপহাস ছলে তবু তারা হাঁটু পাতে (১১৬)। এবং তাঁকে ক্রুশে দেবার আগে সেই সৈন্যেরা তাঁকে বেগুনি কাপড় পরায় ও তাঁর মাথায় মুকুট দেয় (১১৭); মুকুটটা কোন্ প্রকারের, যদি না কাঁটারই মুকুট? যেকোন রাজা সৈন্যদের দ্বারা রাজা বলে ঘোষিত, তাই যিশুর পক্ষেও আকারে সৈন্যদের দ্বারা মুকুটভূষিত হওয়া উচিত ছিল; আর এইজন্য শাস্ত্র পরম গীতে বলে, *হে সিয়োন কন্যারা, বেরিয়ে এসো, শলোমন রাজাকে দেখতে এসো; তিনি সেই মুকুটে ভূষিত যা*

তাঁর মা তাঁর মাথায় পরিয়ে দিয়েছিলেন (১১৮)। মুকুটটাও এক রহস্য, কেননা সেই মুকুট ছিল পাপ থেকে মুক্তি ও দণ্ডাদেশ থেকে খালাস।

১৮। কাঁটা সংক্রান্ত রহস্য

আদম যে দণ্ড পেয়েছিলেন তা এ, *তোমার শ্রমে ভূমি অভিশপ্ত হোক! এই ভূমি তোমার জন্য কাঁটাগাছ ও শেয়ালকাঁটা ফলাবে* (১১৯)। যিশু এজন্যই কাঁটা ধারণ করেন যেন তিনি সেই দণ্ড বাতিল করতে পারেন; তিনি এজন্যও মাটিতে সমাহিত হলেন যেন যে ভূমিকে অভিশপ্ত করা হয়েছিল, সেই অভিশাপের বদলে সেই ভূমি আশীর্বাদ পেতে পারে।

পাপ করার সময়ে আদম ও হবা ডুমুরগাছের পাতা গায়ে দিয়েছিলেন, আর এজন্য যিশুও ডুমুরগাছকে নিজের চিহ্নকর্মের শেষ চিহ্ন করলেন।

কেননা যখন তিনি আপন যন্ত্রণাভোগের দিকে যেতে উদ্যত হচ্ছিলেন, তখন তিনি সমস্ত ডুমুরগাছ নয়, সেটাকেই মাত্র অভিশাপ দিয়েছিলেন; কেবল সেটাই, যাতে গাছটা একটা প্রতীক হয়; তিনি বলেছিলেন, *কেউই যেন তোমার ফল আর কখনও না খেতে পারে* (১২০), অর্থাৎ 'সেই অভিশাপ বাতিল হোক'। আর যেহেতু তাঁরা সেসময় ডুমুরগাছের পাতা পরিয়েছিলেন, সেজন্য তিনি এমন সময় এসেছিলেন যখন ডুমুরগাছে খাবার মত কোন ফল পাওয়া যাচ্ছিল না। কে না জানে যে, শীতকালে ডুমুরগাছ ফল দেয় না বরং কেবল পাতায় পরিবৃত? যিনি সবকিছু জানেন, তিনি কি এ ব্যাপারে অজ্ঞ? না। তিনি জানতেন, অথচ কেমন যেন সন্ধান করার জন্যই এসেছিলেন; তিনি এবিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন না যে কিছুই পাবেন না, বরং এ সত্য দেখাতে অভিপ্রেত ছিলেন যে, প্রতীকমূলক সেই অভিশাপ কেবল পাতা সংক্রান্তই ছিল।

১৯। সেই গলগথা

আর যেহেতু আমরা এমন বিষয় উল্লেখ করেছি যা পরমদেশ সংক্রান্ত, সেজন্য আমি প্রতীকদের মধ্যে নিহিত সত্য সম্পর্কে সত্যিই বিস্মিত: সেই পরমদেশে পতন, ও একটা বাগানে পরিত্রাণ। এক বৃক্ষ থেকে পাপের আদি, এক বৃক্ষ পর্যন্ত পাপের পরিণাম।

বিকেলবেলায়, যখন প্রভু বাগানের মধ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন, তখন তারা নিজেদের লুকাল [১২১], এবং বিকেলবেলায় সেই অপকর্মাকে যিশু দ্বারা পরমদেশে প্রবেশ করানো হয়। কিন্তু কেউ না কেউ আমাকে বলবে, এসব কিছু জল্পনা মাত্র; আপনি কোনও এক নবীর বাণী থেকে ক্রুশকাষ্ঠের কথা আমাকে দেখান; আপনি কোনও এক নবী থেকে একটা সাক্ষ্য না দিলে আমি এসমস্ত কিছু মানব না। আচ্ছা, তবে যেরেমিয়া থেকে বাণী শোন ও এবিষয়ে নিশ্চিত হও, *আমি ছিলাম তেমন বাধ্য মেষশাবকের মত যাকে জবাইখানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে; আমি কি তা জানতাম না?* [১২২]। আমি যেভাবে বচনটা পড়েছি, তুমি সেইভাবে তা প্রশ্নই যেন পড়; কারণ যিনি বলেছিলেন, *তোমরা জান, দু' দিন পর পাস্কা হবে, আর মানবপুত্রকে ক্রুশে দেবার জন্য তুলে নেওয়া হবে* [১২৩], তিনিও কি তা জানতেন না?।

আমি ছিলাম তেমন বাধ্য মেষশাবকের মত যাকে জবাই করা হবে; আমি কি তা জানতাম না? কিন্তু কোন ধরনের মেষশাবক? বাপ্তিস্মদাতা যোহন এই কথা ব্যাখ্যা করুন, *ওই দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, জগতের পাপ যিনি হরণ করেন* [১২৪]। তেমন মেষশাবককে উদ্দেশ করে বচনটা বলে, *তারা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে বলছিল…* [১২৫]; যিনি ষড়যন্ত্রের কথা জানেন, তিনি কি সেই ষড়যন্ত্রের ফল জানতেন না? আর তারা কি বলছিল? "এসো, তার রুটিতে একটা কড়িকাঠ দিই"। প্রভু তোমাকে যোগ্য বলে গণ্য করলে তবে তুমি পরে এ শিখবে যে, সুসমাচার অনুসারে তাঁর দেহ রুটির আকারে ছিল।

সুতরাং, *এসো, তাঁর রুটিতে একটা কড়িকাঠ দিই, জীবিতের দেশ থেকে তাঁকে উচ্ছেদ করি* [১২৬]। জীবন তো কাটা যায় না, তবে কেন বৃথা এত পরিশ্রম করবে? *যেন এর নাম আর কখনও মনে না থাকে।* তোমাদের ষড়যন্ত্র অসার, কারণ মণ্ডলীতে *সূর্যের সামনে চিরস্থায়ী থাকে তাঁর নাম* [১২৭]। এবং সেই ক্রুশ থেকে যে জীবনই ঝুলছিল, একথা মোশিই চোখের জল ফেলতে ফেলতে ব্যক্ত করেন, *তোমার জীবন তোমার চোখের সামনে ঝুলবে, দিবারাত্র তুমি শঙ্কার মধ্যে থাকবে, তোমার জীবনের বিষয়ে তোমার আর কোনো আস্থা থাকবে না* [১২৮]। একথার সঙ্গেই সম্পর্কিত সেই কথা যা

কিছুকাল আগে পাঠ করে শোনানো হয়েছিল, তথা, *প্রভু, আমাদের প্রচারে কে বিশ্বাস করেছে?* (১২৯)।

২০। সেই ঝুলানো সাপ

এটি সেই প্রতীক যা মোশি সেই সাপ ক্রুশে দেওয়ায় ইঙ্গিত করছিলেন, যা অনুসারে জীবন্ত সাপ যাকে কামড়াত সে ব্রঞ্জের সেই সাপের দিকে তাকালে তবে বিশ্বাস করলে পরিত্রাণ পেত (১৩০)। তাই ক্রুশে বিদ্ধ সেই ব্রঞ্জের সাপ যখন পরিত্রাণ এনে দেয় (১৩১), তখন ক্রুশে বিদ্ধ সেই মানুষ-হওয়া ঈশ্বরের পুত্রও কি পরিত্রাণ এনে দেবেন না?

শাস্ত্রের সব ক্ষেত্রে জীবন কাঠের মধ্য দিয়ে আসে (১৩২)। কেননা নোয়ার সময় থেকেই জীবন-রক্ষা সেই কাঠের জাহাজ দ্বারা হয়েছিল (১৩৩)। মোশির সময়ে সাগর যখন সেই প্রতীকমূলক লাঠি লক্ষ করেছিল, তখন যে লাঠি দিয়ে তিনি তাকে আঘাত করেছিলেন (১৩৪), সেই লাঠির সামনে সাগর ভয়ে অভিভূত হয়েছিল। তবে কি, মোশির লাঠি ততখানি প্রতাপের অধিকারী ছিল, আর ত্রাণকর্তার ক্রুশ কি অক্ষম হবে? আমি কিন্তু সময় রক্ষা করার জন্য অধিকাংশ প্রতাপ-চিহ্নের কথা বাতিল করছি।

মোশির ক্ষেত্রে কাঠ জলকে মিষ্টি করেছিল (১৩৫), ও যিশুর পাশ থেকে জল কাঠের উপর দিয়ে নিঃসৃত হল (১৩৬)।

২১। সেই জল ও রক্ত

মোশির আমলে চিহ্নকর্মের সূচনা হয়েছিল রক্ত ও জল (১৩৭), এবং যিশুর সমস্ত চিহ্নকর্মের সমাপ্তি একই, অর্থাৎ, প্রথম চিহ্ন হিসাবে মোশি নদীর জল রক্তে পরিণত করেছিলেন, এবং সমাপ্তি চিহ্ন হিসাবে যিশু নিজের পাশ থেকে জল ও রক্ত প্রবাহিত করেছিলেন।

হয় তো তেমনটি হচ্ছিল সেই দুই কণ্ঠের কারণে, বিচারকের কণ্ঠ, ও যারা তাঁর বিরুদ্ধে চিৎকার করছিল তাদেরই কণ্ঠ; অথবা তেমনটি হচ্ছিল বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের কারণে। কেননা পিলাত বলেছিলেন *আমি নিরপরাধী* (১৩৮) ও নিজের হাত ধুয়ে নিয়েছিলেন; আর যারা তাঁর বিরুদ্ধে চিৎকার করছিল তারা বলছিল, *ওর রক্ত আমাদের উপরে পড়ুক* (১৩৯)। আবার, অন্য ভাবেও ব্যাপারটা বোঝা যেতে পারে, ইহুদীদের

বেলায় রক্ত ও খ্রিষ্টিয়ানদের বেলায় জল, অর্থাৎ ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে তাদের জন্য রক্ত থেকে দণ্ড, কিন্তু তুমি যে এখন বিশ্বাস করছ, এই তোমার জন্য জল দ্বারা পরিত্রাণ। কেননা বিনা কারণে কিছুই হয়নি।

যাঁরা এবিষয়ে ব্যাখ্যা লিখেছেন, আমাদের সেই পিতৃগণ এসম্পর্কে অন্য কারণ উপস্থাপন করেছিলেন। কেননা যেহেতু সুসমাচারে পরিত্রাণদায়ী বাপ্তিস্মের প্রতাপ দ্বিবিধ তথা, একটা প্রতাপ যা জল দ্বারা আলোপ্রত্যাশীদের মঞ্জুর করা, ও দ্বিতীয় প্রতাপ যা নির্যাতনকালে রক্তদানের মাধ্যমে পবিত্র সাক্ষ্যমরদের মঞ্জুর করা, সেজন্য সেই পরিত্রাণদায়ী পাশ থেকে রক্ত ও জল নির্গত হয়েছিল যাতে, বাপ্তিস্মে হোক বা সাক্ষ্যমরণে হোক, খ্রিষ্টের খাতিরে সেই স্বীকারোক্তির অনুগ্রহ দৃঢ়ীকৃত হয়। সেই পাশ উল্লেখ করার আর একটা কারণ রয়েছে, অর্থাৎ, পাপের আদি সম্পাদনকারিণী ও পরিচালিকা হয়েছিলেন এমন এক নারী যাঁকে একটা পাশ থেকে গড়া হয়েছিল, কিন্তু পুরুষ-নারী নির্বিশেষে সকলের জন্য ক্ষমার অনুগ্রহ বর্ষণ করতে এসেছেন যিনি, সেই যিশু সেই পাপ মোচন করার লক্ষ্যে নারীদেরই জন্য পাশে বিদ্ধ হয়েছিলেন।

২২। এই পবিত্র গলগথার ক্রুশ

আর যে কেউ অনুসন্ধান করবে, সে অন্য অন্য কারণেরও সন্ধান পাবে। কিন্তু হাতে অল্প সময় রয়েছে বিধায়, যা বলা হয়েছে তা যথেষ্ট; তাছাড়া শ্রোতারাও অমনোযোগী হয়ে যেতে পারে। তা সত্ত্বেও আমাদের প্রভুর সেই মুকুট সম্পর্কে কথা শোনা আমরা কখনও ক্লান্তি বোধ করতে পারি না, বিশেষভাবে এই পবিত্রতম গলগথায়, কারণ অন্যান্যরা শুধু শোনে, কিন্তু আমরা দেখি ও স্পর্শও করি। কেউই যেন অমনোযোগী না হয়।

ক্রুশের পক্ষে তার বিরোধীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নাও, তার প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে জয়চিহ্ন হিসাবে ক্রুশ-বিশ্বাস দাঁড় করাও। কারণ যখন তুমি অবিশ্বাসীদের সঙ্গে খ্রিষ্টের ক্রুশ সম্পর্কে তর্কাতর্কি করতে যাবে, তখন তোমার হাত দিয়ে আগে খ্রিষ্টের ক্রুশচিহ্ন আঁক, আর তাতে বিদ্রূপকারীরা নিশ্চুপ হয়ে যাবে (১৪০)।

ক্রুশকে স্বীকার করায় লজ্জাবোধ করবে না, কেননা দূতগণ সেই ক্রুশে গর্ববোধ করতে করতে বলেন, *আমরা জানি তোমরা কাকে খুঁজছ, তোমরা সেই যিশুকে খুঁজছ যাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল* (১৪১)। হে দূত, তুমি কি বলতে পারতে না 'আমি জানি তোমরা কাকে খুঁজছ, তোমরা প্রভুকে খুঁজছ'। কিন্তু তিনি ভরসার সঙ্গে আবার বলেন, 'যাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছে, আমি তাঁকেই জানি'। কেননা ক্রুশটি অবমাননা নয়, ক্রুশটি জয়মুকুট।

২৩। **গলগথা** (২)

এসো, নবীদের দেওয়া প্রমাণ ব্যাখ্যা করার সঙ্কল্পে ফিরে আসি। প্রভুকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, এবিষয়ে তুমি নানা সাক্ষ্যদান পেয়েছ। এই গলগথা স্থান লক্ষ কর! সম্মতি হিসাবে জয়ধ্বনি তোল।

সাবধান, যেন নির্যাতনকালে [যিশুকে] অস্বীকার না কর। ক্রুশ কেবল শান্তিকালেই হবে তোমার আনন্দ, তেমনটা যেন না হয়, কিন্তু নির্যাতনকালেও একই বিশ্বাস আঁকড়িয়ে ধরে থাক; শান্তিকালে তুমি যিশুর বন্ধু হবে ও যুদ্ধ-সংগ্রামের সময় তাঁর শত্রু হবে, তেমনটা যেন না হয়। তুমি এখন পাপের ক্ষমা, ও আত্মিক উপহার হিসাবে তোমার রাজার অনুগ্রহদানও গ্রহণ করতে যাচ্ছ: যখন যুদ্ধ দেখা দেবে, তখন তোমার রাজার জন্য সাহসের সঙ্গে লড়াই কর। যিনি কিছুতেই পাপ করেননি, সেই যিশুকে তোমার জন্য ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, আর তোমার জন্য ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিলেন যিনি, তাঁর জন্য তুমি যে ক্রুশবিদ্ধ হবে, তা কি হতে দেবে না? তুমি যে অনুগ্রহ দান করছ এমন নয়, কেননা তুমিই আগে তা পেয়েছিলে; তুমি সেই অনুগ্রহ ফিরিয়ে দিয়ে নিজের ঋণ তাঁরই কাছে শোধ করছ যিনি গলগথায় তোমার জন্য ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিলেন।

গলগথা নামটার অর্থ হল 'খুলিতলা'(১৪২)। সত্যকার মাথা সেই খ্রিষ্ট যেখানে ক্রুশযন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন, নবীয় আবেশে যাঁরা ঠিক এই জায়গাটাকে গলগথা নাম রেখেছিলেন তাঁরা কারা? (১৪৩)। প্রেরিতদূত যেমনটা বলেন, *তিনি অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি*, ও কিছুটা পদের পর বলেন, *তিনি তো দেহের, অর্থাৎ মণ্ডলীর মাথা* (১৪৪); আরও, *প্রত্যেক পুরুষের মাথা স্বয়ং খ্রিষ্ট* (১৪৫); আরও, *তিনি সমস্ত আধিপত্য ও*

কর্তৃত্বের *মাথা* (১৪৬)। মাথা 'খুলিতলায়' যন্ত্রণাভোগ করলেন। আহা, ভাববাণীতে উল্লিখিত পূর্ণ মহানাম! নামটা নিজেই তোমাকে কেমন যেন সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছে, 'সেই ক্রুশবিদ্ধজনকে সাধারণ মানুষ বলে জ্ঞান করো না; তিনি সমস্ত আধিপত্য ও কর্তৃত্বের মাথা। যে মাথা ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে, সেই মাথা হল সমস্ত প্রভুত্বের মাথা, ও তাঁর নিজের মাথা হলেন পিতা' কেননা *পুরুষদের মাথা স্বয়ং খ্রিষ্ট, এবং খ্রিষ্টের মাথা স্বয়ং ঈশ্বর* (১৪৭)।

২৪। ক্রুশ মাহাত্ম্য

সুতরাং, রাতের বেলায়, ও *শীতের জন্য কাঠকয়লার আগুন* (১৪৮) জ্বালানো হয়েছিল তেমন সময়ে বিচারিত হয়েছিলেন যিনি, সেই খ্রিষ্টকে আমাদের জন্য ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল। তাঁকে সকাল ন'টায় ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, ও *বেলা বারোটা থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত অন্ধকার হয়ে রইল* (১৪৯), কিন্তু বেলা তিনটে থেকে আবার আলো হল। এসমস্ত কিছু কি পূর্বে লেখা হয়েছিল? এসো, তদন্ত করে দেখি।

বস্তুত জাখারিয়া বলেছিলেন, *সেইদিন আলো হবে না, এক দিনের জন্য শীত ও বরফ হবে* (শীতের জন্যই পিতর সেই আগুন পোহাচ্ছিলেন); *সেই দিনটা প্রভুর কাছে জ্ঞাত হবে* (১৫০)। এ কেমন কথা, তিনি কি অন্য দিনগুলো জানতেন না? দিনগুলো বহু বটে, কিন্তু এটি হলো প্রভুর সহিষ্ণুতার *সেই দিন যা স্বয়ং প্রভু গড়লেন* (১৫১); *আর সেই দিনটা প্রভুর কাছে জ্ঞাত হবে, দিনও নয়, রাতও নয়* (১৫২), নবী কোন রহস্যময় কথা বর্ণনা করছেন? সেই দিনটা কি দিনও নয়, রাতও নয়? তাহলে আমরা তেমন দিনের জন্য কী নাম রাখব?

সুসমাচার ঘটনাটা বর্ণনা ক'রে বচনটা ব্যাখ্যা করে, সেটা অন্যান্য দিনের মত 'দিন' ছিল না, কেননা সূর্য উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত সমানভাবে দীপ্তি ছড়ায়নি, কিন্তু বেলা বারোটা থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত দুপুরবেলায় অন্ধকার হয়ে রইল (১৫৩)। অতএব অন্ধকার অনুপ্রবেশ করেছিল, কিন্তু *ঈশ্বর অন্ধকারের নাম রাখলেন রাত* (১৫৪)। ফলত সেটা দিনও ছিল না, রাতও ছিল না, কারণ এমন পুরো আলোও ছিল না যার ফলে সেটাকে দিন বলা যেতে পারত, এমন পুরা অন্ধকারও ছিল না যার ফলে সেটাকে রাত

বলা যেতে পারত। কিন্তু বেলা তিনটের পরে সূর্য আলো ছড়াতে লাগল। একথাও নবী বলছেন, কারণ “দিনও নয়, রাতও নয়” বলার পর তিনি বলে চলেন, *সন্ধ্যাবেলায় আলোর উদ্ভাস থাকবে* (১৫৫)। তুমি কি নবীদের সূক্ষ্ম বিবরণ, ও পূর্বকথিত বিষয়গুলো যে কেমন সত্য, তা কি দেখতে পাচ্ছ?

২৫। সেই সূর্যগ্রহণ

কিন্তু তুমি কি জিজ্ঞাসা করছ ঠিক কোন্ সময়েই সূর্যের আলো মিলিয়ে গেল? সকাল এগারোটায়, নাকি বিকেল দু'টো, নাকি বিকেল চারটে? হে নবী, শুনতে অনিচ্ছুক সেই ইহুদীদের কাছে সেই সঠিক সময় বল, কোন্ সময়ে সূর্য অস্ত হবে?

নবী আমোস উত্তরে বলেন, *সেইদিন—প্রভু ঈশ্বরের উক্তি—আমি মধ্যাহ্নেই সূর্যাস্ত ঘটাব* (বাস্তবিকই দুপুর বারোটা থেকে অন্ধকার হয়েছিল), *আলোর সময়েই দেশকে অন্ধকারময় করব* (১৫৬)। হে নবী, এ কোন্ কাল, এ কোন্ দিন? *আমি তোমাদের সমস্ত উৎসব শোকে পরিণত করব।* কেননা এসবকিছু খামিরবিহীন রুটি পর্বকালে ও পাস্কাপর্বেই হত (১৫৭)। এজন্য নবী বলে চলেন, *একমাত্র সন্তান-হারানোর শোকের মত দেশকে শোক করাব, তার শেষকাল হবে তিক্ততার দিন* (১৫৮)। কেননা খামিরবিহীন রুটি পর্বদিনগুলোতে ও সেই পর্বদিনে স্ত্রীলোকেরা হাহাকার করত ও চোখের জল ফলত (১৫৯), এবং প্রেরিতদূতেরা নিজেদের লুকিয়ে রেখে শোক করছিলেন। অতএব, এ ভাববাণী সত্যি আশ্চর্যময়।

২৬। যিশুর ভাগ ভাগ করা আলোয়ান

কিন্তু কেউ না কেউ বলবে, আমাকে আর একটা চিহ্ন দাও; যা ঘটেছে, সেই সম্পর্কে আর অন্য কোন্ সূক্ষ্ম চিহ্ন রয়েছে? যিশুকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, তাঁর একটামাত্র জামা ছিল ও একটামাত্র আলোয়ান ছিল; আলোয়ানটা নিয়ে চার ভাগ করে সৈন্যেরা এক একজনের জন্য এক একটা ভাগ নিল, কিন্তু ভিতরের জামাটা তারা ছিঁড়ল না নইলে ছেঁড়া জামাটা আর কোন কাজে আসত না; তাই এটা নিয়ে তারা ভাগ্য পরীক্ষা করল। তাই একটাকে তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ ভাগ করে, কিন্তু অপরটা নিয়ে তারা ভাগ্য পরীক্ষা করে (১৬০)।

তবে এসমস্ত কিছুও কি শাস্ত্রে পাওয়া যায়? দূতবাহিনীর গায়কদলের অনুকরণ করে যাঁরা মণ্ডলীতে সামসঙ্গীত পরিবেশনায় নিবিষ্ট, ও অবিরতই ঈশ্বরের প্রশংসাগান করে থাকেন, তাঁরা জানেন: তাঁরা তো এই গলগথায় সামসঙ্গীত গান করার যোগ্য বলে পরিগণিত হয়ে গান করেন, *ওরা নিজেদের মধ্যে আমার জামাকাপড় ভাগ করল ও আমার পোশাক নিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করল* (১৬১)। সেই ভাগ্য তা-ই, যা সৈন্যেরা পরীক্ষা করেছিল।

২৭। সেই লাল কাপড়

আরও; পিলাতের সামনে তাঁর বিচার হওয়ার পর তাঁকে লাল কাপড় পরানো হয়েছিল, কেননা তারা তাঁর গায়ে সিঁদুরে-লাল একটা আলোয়ান দিল (১৬২)। একথাও কি আগে থেকে লেখা ছিল? ইশাইয়া বলেছিলেন, *ইনি কে, এদোম থেকে যিনি আসছেন? যাঁর রক্তবর্ণ পোশাক বসর থেকে আসছে?* (১৬৩)। ইনি কে, যিনি আপন অসম্মানে রক্তবর্ণ পোশাক পরে আছেন? কেননা হিব্রু ভাষায় বসর শব্দের অর্থই অসম্মান (১৬৪)। *তোমার পোশাক রক্তবর্ণ কেন? ও মাড়াইকুণ্ডে আঙুর যে মাড়াই করে, তোমার বসন তার বসনের মত কেন?* কিন্তু তিনি উত্তর দিয়ে বলেন, *আমি সারা দিন ধরে অবাধ্য ও বিদ্রূপকারী এক জনগণের প্রতি আমার হাত দু'টো প্রসারিত করেছি* (১৬৫)।

২৮। সেই প্রসারিত হাত দু'টো

তিনি নিজের হাত দু'টো ক্রুশের উপরেই প্রসারিত করেছিলেন যাতে জগতের প্রান্তসীমা জড়িয়ে নিতে পারতেন; কেননা এই গলগথা হলো পৃথিবীর প্রকৃত কেন্দ্রস্থল। একথা আমার নয়, একজন নবীই বলেছিলেন, *তুমি পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে সাধন করেছ পরিত্রাণ* (১৬৬)।

যিনি আপন আধ্যাত্মিক হাত দু'টো দ্বারা আকাশমণ্ডল স্থাপন করেছিলেন (১৬৭), তিনিই আপন মানব-হাত দু'টো প্রসারিত করলেন; আর সেই হাত দু'টো পেরেক দিয়ে বিঁধিয়ে দেওয়া হয়েছিল যাতে মানুষের পাপস্বরূপ তাঁর মনুষ্যত্ব সেই গাছে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করলে সেটার সঙ্গে পাপও মরতে পারত ও আমরা ধর্মময়তায় পুনরুত্থিত হতে পারতাম। কেননা *যেমন একজনের মধ্য দিয়ে মৃত্যু এল, তেমনি একজনের মধ্য দিয়ে*

জীবনও এল [১৬৮], সেই যে একমাত্রজন হলেন সেই ত্রাণকর্তা যিনি স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করলেন। হ্যাঁ, তিনি যা বলেছিলেন, তা স্মরণ কর, *প্রাণ বিসর্জন দেবার অধিকার আমার আছে, আর তা ফিরিয়ে নেবারও অধিকার আমার আছে* [১৬৯]।

২৯। সেই পিত্ত ও সেই সির্কা

সকলের পরিত্রাণের জন্য এসেছিলেন যিনি, তাঁকে এসবকিছু সহ্য করতে হল, অথচ জনগণ প্রতিদানে অমঙ্গলকর মজুরি ফিরিয়ে দিল। যিনি তাদের জন্য শক্ত শৈল থেকে জল বের করে এনেছিলেন [১৭০], সেই যিশু এখন বলছেন, আমার তেষ্টা পেয়েছে [১৭১]; যিনি যে আঙুরলতা পুঁতেছিলেন, তিনি সেই আঙুরলতার ফল যাচনা করছেন। কিন্তু সেই আঙুরলতা কি করে? এই যে আঙুরলতা প্রকৃতিতে পবিত্র পিতৃপুরুষদের দ্বারা পোঁতা হয়েছিল কিন্তু মনের সঙ্কল্পে সদোমেরই আঙুরলতা, কেননা লেখা আছে *আঙুরলতা সদোমের মূলকান্ড থেকে উৎপন্ন, গমোরার খেত থেকেই উৎপন্ন* [১৭২], যখন প্রভুর তেষ্টা পেয়েছিল তখন এই আঙুরলতা একটা স্পঞ্জ ভিজিয়ে দিয়ে তা একটা নলডাঁটার আগায় লাগিয়ে তাঁকে সির্কা অর্পণ করছে [১৭৩]; *আমার খাদ্যে ওরা মাখিয়েছে পিত্ত, আমার তৃষ্ণায় পান করার মত আমাকে দিল সির্কা* [১৭৪]। তুমি তো নবীর স্পষ্ট বর্ণনা দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু তারা কোন্ প্রকার পিত্ত তাঁর মুখে দিল? সুসমাচার বলে, *তারা তাঁকে গন্ধনির্যাস-মেশানো আঙুররস দিল* [১৭৫], আর গন্ধনির্যাসের স্বাদ পিত্তের মত খুবই তিক্ত।

লেখা রয়েছে, *এভাবেই নাকি তোমরা প্রভুকে প্রতিদান দাও?* [১৭৬]। হে আঙুরলতা, এটিই কি তোমার প্রভুর কাছে তোমার নিবেদন? নবী ইশাইয়া ন্যায়সঙ্গত ভাবেই পূর্বে তোমাদের বিষয়ে বিলাপ করে বলেছিলেন, *আমার সখার ছিল একটা আঙুরখেত, উর্বরতম এক উপপর্বতের উপর,* (আমি তো সবকিছু আবৃত্তি করব না), পরে তিনি বলে চলেন, *আমি প্রত্যাশা করছিলাম, লতায় ফল ধরবে* (হ্যাঁ, আমার তেষ্টায় আমি আশা করছিলাম, লতা আমাকে দেবে আঙুররস), *কিন্তু ধরল কাঁটা* [১৭৭]; তুমি তো দেখতে পাচ্ছ আমি কোন্ মুকুটে ভূষিত। তাই এখন আমি কেমন আজ্ঞা জারি করব? *আমি মেঘপুঞ্জকে আজ্ঞা দেব, যেন তার উপর বৃষ্টির জল আর বর্ষণ না করে* [১৭৮]। বাস্তবিকই তাদের কাছ থেকে মেঘপুঞ্জ অর্থাৎ নবীদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল; সেসময় থেকে

নবীরা মণ্ডলীতে উপস্থিত, কেননা পল বলেন, *নবীরা কেবল দু' তিনজন করে কথা বলুক, অন্যেরা বিচার করুক* (১৭৯) ; আরও, *ঈশ্বর মণ্ডলীতে কাউকে প্রেরিতদূত, কাউকে নবী বলে নিযুক্ত করলেন* (১৮০)। যিনি কোমর-বন্ধনি দিয়ে নিজের হাত-পা বেঁধেছিল (১৮১), সেই আগাবস এক নবী ছিলেন।

৩০। দস্যুদের মাঝখানে ক্রুশবিদ্ধ যিশু

সেই যে দুই দস্যুকে তাঁর সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল (১৮২), তাদের সম্পর্কে লেখা হয়েছিল, *তিনি অপকর্মাদের একজন বলে গণ্য হলেন* (১৮৩)।

সেই দু'জন আগে উভয়ই অপকর্মা ছিল, কিন্তু তাদের একজন আর অপকর্মা ছিল না। কেননা পরিত্রাণের বিরুদ্ধে জেদী হয়ে যে শেষ পর্যন্ত অপকর্মা হয়ে থাকল, তার হাত বাঁধা হলেও সে জিহ্বা দিয়ে ঈশ্বরনিন্দাজনক কথা ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

সেই যে ইহুদীরা সেদিক দিয়ে চলাচল করছিল, তারা মাথা নাড়াচ্ছিল (১৮৪) ও সেই ক্রুশবিদ্ধজনকে উপহাস করছিল (লুক ২৩:৩৫ দ্রঃ), তারা আসলে পূর্বের এবাণী পূর্ণ করছিল যা অনুসারে *আমাকে দেখে তারা উপহাস করে, নাড়ায় মাথা* (১৮৫) ; তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সেই দস্যুও বিদ্রূপ করছিল। কিন্তু অন্য যে দস্যু, সে বিদ্রূপকারীকে ভর্ৎসনা করল ; আর তার জন্য এটি হল জীবনের সমাপ্তি ও ন্যায়াচরণের সূচনা, আপন প্রাণ বিসর্জন ও সবার আগে পরিত্রাণ প্রাপ্তি।

অন্যজনকে ভর্ৎসনা করার পর সে বলল, *প্রভু, আমার কথা মনে রেখ* (১৮৬), আমার এ প্রার্থনা তোমার প্রতি নিবদ্ধ : ওর কথায় তুমি কান দিয়ো না, কারণ ওর মনশ্চক্ষু অন্ধ হয়ে গেছে ; কিন্তু আমার কথা মনে রেখ। আমি তো বলছি না, আমার কাজকর্ম মনে রেখ, কারণ এব্যাপারে আমি ভীত। প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ সহযাত্রীর প্রতি শুভাকাঙ্ক্ষী, মৃত্যুর দিকে এই যাত্রাপথে আমি তোমার সাথী, তোমার পথযাত্রীর কথা তুমি মনে রেখ। আমি তো 'এক্ষুণি আমার কথা মনে রেখ' বলছি না, আমি বলছি, *তুমি যখন রাজমহিমায় আসবে, তখন আমার কথা মনে রেখ* (১৮৭)।

৩১। সেই অনুতপ্ত দস্যু সম্পর্কে

হে দস্যু, কোন্ প্রতাপ তোমাকে আলোকিত করল? ক্রুশে তোমার সঙ্গী যিনি, অবজ্ঞাত সেই মানুষকে উপাসনা করতে কে তোমাকে শিক্ষা দিয়েছিল?

হে সনাতন আলো যা অন্ধকারে শায়িত যারা তাদের আলোকিত কর। কেননা সেও ন্যায়সঙ্গত ভাবে এবাণী শুনতে পেল, 'ভরসা রাখ'; তোমার কর্মই যে তোমাকে ভরসার পাত্র করে তোলে এজন্য নয়, বরং এজন্য যে, তোমাকে অনুগ্রহ প্রদান করেন যিনি সেই রাজা এখানে উপস্থিত। যাচনাটা ছিল বহুদিন আগের, কিন্তু অনুগ্রহ শীঘ্রই এল। *আমি তোমাকে সত্যি বলছি, আজই তুমি আমার সঙ্গে পরমদেশে থাকবে* [১৮৮], কারণ তুমি আমার কণ্ঠস্বর শুনেছ ও হৃদয় কঠিন করনি [১৮৯]। আমি শীঘ্রই আদমের বিরুদ্ধ সেই রায় উচ্চারণ করেছিলাম, শীঘ্রই তোমার প্রতি দয়া করছি। তাঁকে বলা হয়েছিল, *যেদিন তুমি তার ফল খাবে, সেদিন তুমি মরবেই মরবে* [১৯০]; আজ কিন্তু তুমি বিশ্বাসের প্রতি বাধ্য হয়েছ, আজ তোমার জন্য পরিত্রাণ উপস্থিত। কাষ্ঠের দ্বারা আদমের পতন হয়েছিল, কাষ্ঠের দ্বারা তোমাকে পরমদেশে প্রবেশ করানো হবে। সেই সাপকে ভয় পেয়ো না, সে তোমাকে বিতাড়িত করবে না, কেননা সে *স্বর্গ থেকে পড়ে গেল* [১৯১]। আর আমি তোমাকে এমনটা বলছি না, 'তুমি আজ যাবে', বরং বলছি, "আজই তুমি আমার সঙ্গে থাকবে"। 'ভরসা রাখ', নিরাশ হয়ো না। সেই *অগ্নিময় খড়্গ* [১৯২] ভয় করো না, কারণ সেই খড়্গ প্রভুর সামনে আতঙ্কিত।

হে মহা অনুগ্রহ যা বর্ণনার অতীত! সেই বিশ্বস্ত আব্রাহাম এখনও পরমদেশে প্রবেশ করেননি, কিন্তু সেই দস্যু প্রবেশ করছে। মোশি ও নবীরা এখনও প্রবেশ করেননি, কিন্তু অপকর্মা এক দস্যু প্রবেশ করছে। এব্যাপারে, তোমার আগে, পলও আশ্চর্য হয়েছিলেন, তিনি তো বলেছিলেন, *যেখানে পাপ বৃদ্ধি পেল, সেখানে অনুগ্রহ উপচে পড়ল* [১৯৩]।

সারাদিন রোদে ভুগেছিল যারা, তারা এখনও প্রবেশ করেনি, আর বিকেল পাঁচটার মানুষ প্রবেশ করেছে। কেউই যেন গৃহস্বামীর বিরুদ্ধে গজগজ না করে, কারণ তিনি বলেন, *বন্ধু, আমি তোমার প্রতি কোন অন্যায় করছি না; আমার নিজের যা, তা নিয়ে আমার যা ইচ্ছা তাই করার অধিকার কি আমার নেই* [১৯৪]। সেই দস্যু ন্যায়কর্ম করতে ইচ্ছা করছে, মৃত্যুই তাকে বাধা দিচ্ছে; আমি কর্মের অপেক্ষায় রয়েছি তা শুধু নয়, আমি

বিশ্বাসও গ্রাহ্য করি। *লিলিফুলের মধ্যে পাল চরাই* যে আমি, সেই আমি *উদ্যানে তাদের চরাতে এসেছি* (১৯৫)। *হারানো মেষকে আমি খুঁজে পেয়েছি*, তাকে আমার কাঁধে তুলে নিচ্ছি (১৯৬), কেননা সে বিশ্বাস করছে, কারণ নিজে বলেছে, *হারানো মেষের মত ঘুরে ঘুরে চলছিলাম আমি* (১৯৭), *প্রভু, তুমি যখন রাজমহিমায় আসবে, তখন আমার কথা মনে রেখ* (১৯৮)।

৩২। মন্দিরের সেই পরদা

'এ উদ্যানের গান আমি আমার কনেকে গীতিকাগুলোতে পূর্বেই শুনিয়েছিলাম; তাকে একথা বলেছিলাম', *বোন আমার, কনে আমার, আমি আমার বাগানে এসেছি* (১৯৯): আচ্ছা, যে স্থানে তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, সেই স্থান একটা বাগান ছিল (২০০)।

সেখান থেকে তুমি কী সংগ্রহ করছ? *আমি আমার গন্ধনির্যাস সংগ্রহ করছি* (২০১): আমি গন্ধনির্যাস-মেশানো আঙুররস ও সেইসঙ্গে সির্কাও পান করেছিলাম, ও তা পান করার পর বলেছিলাম, *সিদ্ধি হয়েছে* (২০২)।

হ্যাঁ, সেই রহস্যেরই সিদ্ধি হয়েছে: যা কিছু লেখা হয়েছিল, সেসব কিছুর সিদ্ধি হয়েছে, পাপমোপন হয়েছে। কেননা *খ্রিষ্ট আসন্ন মঙ্গলদানগুলির মহাযাজকরূপেই আবির্ভূত হয়ে, মহত্তর ও সিদ্ধতর তাঁবুর মধ্য দিয়ে—যা মানুষের হাতে গড়া নয়, অর্থাৎ যা এই পার্থিব সৃষ্টির অঙ্গ নয়, ছাগ বা বাছুরের রক্তের মধ্য দিয়েও নয়, বরং নিজেরই রক্তের মধ্য দিয়ে, একবারই, চিরকালের মত, পবিত্রধামে প্রবেশ করেছেন, যেহেতু তিনি [আমাদের জন্য] চিরকালীন মুক্তির সন্ধান পেলেন; কেননা ছাগ ও ষাঁড়ের রক্ত কিংবা বাছুরের দেহভস্ম যদি কলুষিতদের উপরে ছিটানো হলে দেহের শুচিতার জন্য পবিত্রতা এনে দেয়, তাহলে সেটার চেয়ে সেই খ্রিষ্টের রক্ত আর কতই না বেশি তা করতে পারবে* (২০৩)। আরও, অতএব, *ভাই, আমরা যিশুর রক্তগুণে পবিত্রধামে প্রবেশ করার পূর্ণ অধিকার পেয়ে থাকি, ও এমন নতুন ও জীবন্ত পথ পেয়েছি, যা তিনি নিজেরই পরদার মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ নিজের মাংসের মধ্য দিয়ে প্রবর্তন করেছেন* (২০৪)।

এবং যেহেতু তাঁর মাংস-পরদা অসম্মানিত হয়েছিল, সেজন্য পবিত্রধামের সেই পরদা মাঝামাঝি ছিঁড়ে গেল, যেমনটা লেখা রয়েছে, *আর দেখ, পবিত্রধামের পরদাটা*

উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ছিঁড়ে দু'ভাগ হল (২০৫), কেননা সেটার একটা অংশটুকুও অবশিষ্ট রইল না, কারণ প্রভু বলেছিলেন, *দেখ, তোমাদের গৃহ তোমাদের জন্য* উৎসন্ন *হয়ে পড়বে* (২০৬) ; হ্যাঁ, গৃহটা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে।

৩৩। **যিশুর মৃত্যু** (১)

ত্রাণকর্তা এসব কিছু মেনে নিলেন যেন *তাঁর ক্রুশীয় রক্তের মধ্য দিয়ে তিনি পৃথিবীর ও স্বর্গলোকের সবকিছুর মধ্যে শান্তি আনতে পারেন* (২০৭)। কেননা আমরা পাপের দরুণ ঈশ্বরের শত্রু ছিলাম, ও ঈশ্বর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, এর জন্য মানুষ মরবে। সুতরাং, তেমন অবস্থায় দু'টো জিনিসের মধ্যে একটাই ঘটবে বলে আবশ্যক ছিল: হয় ঈশ্বর নিজের কথায় স্থির থেকে সকল মানুষকে ধ্বংস করবেন, না হয় আপন দয়ায় অবলম্বন করে তিনি সেই দেওয়া রায় বাতিল করবেন।

ঈশ্বরের প্রজ্ঞা লক্ষ কর। তিনি রায়ের স্থিরতাও রক্ষা করলেন, নিজের মঙ্গলময়তার কার্যকারিতাও রক্ষা করলেন: খ্রিষ্ট *নিজের দেহে আমাদের সমস্ত পাপ ক্রুশবৃক্ষের উপরে তুলে বহন করলেন, আমরা যেন পাপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধর্মময়তার উদ্দেশে জীবনযাপন করি* (২০৮)।

আমাদের জন্য মরলেন যিনি, তিনি তো সামান্য কিছু ছিলেন না; বাস্তব একটা মেষ ছিলেন না; সাধারণ একটা মানুষ ছিলেন না, শুধুমাত্র একটা দূতও ছিলেন না, তিনি ছিলেন মানুষ-হওয়া-ঈশ্বর। আমাদের খাতিরে মৃত্যুবরণ করছিলেন যিনি, তাঁর ধর্মময়তা যতখানি ছিল, পাপীদের অধর্ম ততখানি বড় ছিল না; আমরা ততখানি পাপ করিনি, যতখানি উৎকৃষ্ট ছিল তাঁরই ধর্মময়তা যিনি আমাদের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

তিনি যখন ইচ্ছা করলেন তখনই প্রাণ বিসর্জন দিলেন, আবার যখন ইচ্ছা করলেন তখন তা ফিরিয়ে নিলেন। তুমি কি এ জানতে ইচ্ছা কর যে, তিনি বাধ্য হয়ে জীবন সঁপে দেননি, নিজের আত্মাও পরের বলপ্রয়োগে তুলে দেননি? তিনি পিতার কাছে চিৎকার করে বলেছিলেন, *পিতা, তোমার হাতে আমার আত্মা তুলে দিই* (২০৯); তা তুলে দিচ্ছি, যাতে তা আবার নিতে পারি। এবং এ বলে তিনি *আত্মা ত্যাগ করলেন* (২১০), কিন্তু বহুকালের জন্য নয়, কেননা তিনি অল্পকাল পরে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন।

৩৪। যিশুর মৃত্যু (২)

ধর্মময়তার সূর্যের খাতিরে [২১১] *সূর্য অন্ধকারময় হল* [২১২], *আধ্যাত্মিক শৈলের খাতিরে* [২১৩] *শৈলরাজি ফেটে গেল* [২১৪], মৃতদের মধ্যে স্বাধীন-মুক্ত যিনি, তিনি যখন *আপন বন্দিদের জলহীন সেই কুয়ো থেকে মুক্ত করলেন* [২১৫], তখন *কবরগুলো খুলে গেল ও মৃতেরা পুনরুত্থিত হল* [২১৬]।

সুতরাং, সেই ক্রুশবিদ্ধজনের বিষয়ে লজ্জাবোধ করো না, বরং ভরসাভরে তুমিও বল, *তিনি আমাদের পাপ তুলে বহন করছেন, আমাদের জন্য কষ্ট বরণ করে নিচ্ছেন, তাঁরই ক্ষতগুণে আমরা নিরায় হলাম* [২১৭]। এসো, আমাদের উপকর্তা যিনি, তাঁর প্রতি যেন অকৃতজ্ঞ না হই। আর একটা বাণী, *আমার জনগণের শঠতার জন্যই তিনি* মৃত্যুতে *চালিত হলেন, আমি দুর্জনদের বিরুদ্ধে তাঁর সমাধির, ও ধনবানদের বিরুদ্ধে তাঁর কবরের প্রতিশোধ নেব* [২১৮]। এজন্য পল স্পষ্টভাবে বলেন, *খ্রিষ্ট আমাদের পাপের জন্য, শাস্ত্র অনুযায়ী, মৃত্যুবরণ করলেন, তাঁকে সমাধি দেওয়া হল; এবং শাস্ত্র অনুযায়ী তিনি তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হলেন* [২১৯]।

৩৫। যিশুর কবর তথা জীবনবৃক্ষ

আমরা কিন্তু সূক্ষ্ম ভাবে জানতে ইচ্ছা করছি, তিনি কোথায় সমাহিত হয়েছিলেন। তাঁর সমাধি কি মানুষের হাতে গড়া? রাজাদের সমাধিমন্দিরের মত এটাও কি মাটির উপরে উত্তোলিত? সমাধিমন্দিরটা কি জড় করা পাথর দিয়ে নির্মিত? সেটার উপরে কোন কিছু রাখা রয়েছে কি? হে নবী সকল, তাঁর সমাধির সূক্ষ্ম বর্ণনা আমাদের দাও, যেন তাঁর দেহ কোথায় রাখা হয়েছিল তা জেনে আমরা তাঁর সন্ধান করতে পারি।

তাঁরা উত্তরে বলেন, *সেই শক্ত পাথরেই খোঁজ কর যা তোমরা কেটে নিয়েছ; খোঁজ কর* [২২০] ও দেখ! সুসমাচার তোমাকে বলছে, খোঁজ কর *পাথরের গায়ে কাটা এমন সমাধিগুহার মধ্যে যার মধ্যে কখনও কাউকে রাখা হয়নি* [২২১]। এর পর আর কি আছে? সমাধিগুহার দরজা কেমন ছিল? আর এক নবী উত্তর দিচ্ছেন, *তারা আমার জীবনকে গহ্বরে একেবারে রুদ্ধ করল, ও আমার উপর একটা পাথর ফেলে দিল* [২২২]; সেই আমি যিনি *মনোনীত ও মহামূল্যবান সংযোগপ্রস্তর* [২২৩], সেই আমি কিছুকালের মত

একটা পাথরের মধ্যে গণ্ডিবদ্ধ; সেই আমি যিনি নিজে এমন পাথর যাতে ইহুদীরা হোঁচট খায়, এমন পাথর যা বিশ্বাসীদের জন্য পরিত্রাণ এনে দেয়। অতএব, সেই 'জীবনবৃক্ষ'[২২৪] মাটিতে স্থাপন করা হয়েছিল যাতে যা অভিশপ্ত হয়েছিল তা আশীর্বাদ অর্জন করতে পারে, ও মৃতেরা যেন মুক্তি পেতে পারে।

৩৬। ক্রুশের চিহ্নের শক্তি

সুতরাং, সেই ক্রুশবিদ্ধজনকে স্বীকার করায় আমরা যেন লজ্জাবোধ না করি। সেই ক্রুশই হোক আমাদের সীলমোহর যা আমাদের আঙুল দিয়ে আমরা আমাদের কপাল ও সবকিছুর উপরে আঁকি; যে রুটি খাই, সেটার উপরে, যে পাত্র থেকে পান করি, সেটার উপরে; আমাদের আসা-যাওয়ার সময়ে, শোয়ার সময়ে ঘুমাবার আগে ও জেগে ওঠার সময়ে; পথে চলার সময়ে ও বিশ্রাম করার সময়ে।

সেই চিহ্ন মহা রক্ষার উপায়: গরিবের জন্য সেটা বিনামূল্যে লভ্য, দুর্বলের জন্য শ্রম-ছাড়া প্রাপ্য, কেননা সেটা ঈশ্বর থেকে অনুগ্রহ হিসাবে মঞ্জুর করা। চিহ্নটা বিশ্বস্তদেরই চিহ্ন ও অপদূতদের আতঙ্ক, কেননা তেমন চিহ্নে তিনি *তাদের শেষ দশা দেখিয়ে তাদের নিজের জয়যাত্রায় টেনে নিয়েছিলেন*[২২৫]; কারণ সেই ক্রুশ দে'খে সেই অপদূতদের মনে পড়ে ক্রুশবিদ্ধজনেরই কথা, তারা যে তাঁকেই ভয় পায় যিনি *নাগদানবের সাত মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছিলেন*[২২৬]। সীলটা বিনামূল্যে দেওয়া বলে তা তুমি অবজ্ঞা করবে না, বরং সেটা দ্বারা উপকর্তাকে আরও বেশি সম্মান কর।

৩৭। যারা ক্রুশের শক্তি মানে না, তাদের সম্পর্কে

আর তুমি দৈবাৎ তর্কাতর্কির মধ্যে পড়লে যদি প্রতিবাদ করার মত যুক্তি না পাও, তবু বিশ্বাস যেন তোমার অন্তরে অবিচল থাকে; এমনকি তুমি নিজেই প্রশিক্ষিত হয়ে উঠে নবীদের উপর নির্ভর করে ইহুদীদের স্তব্ধ করে দাও, ও গ্রীকদের নিজেদেরই রূপকথা অবলম্বন করে তাদের নিশ্চুপ কর।

তারা নিজেরাও বজ্রপাতে নিহত মানুষদের উপাসনা করে থাকে, কিন্তু বজ্রপাত যখন আসে তখন লক্ষ্যহীন ভাবে তা আসে না। তারা যখন বজ্রপাতে নিহত ও ঈশ্বরের ঘৃণিত মানুষদের উপাসনা করায় লজ্জাবোধ করে না, তখন তোমার জন্য ক্রুশে বিদ্ধ

হয়েছিলেন যিনি, সেই ঈশ্বরের প্রিয় পুত্রকে উপাসনা করায় তুমি কি লজ্জাবোধ করবে? তাদের তথাকথিত দেব-দেবী সংক্রান্ত গল্প বলায় আমার লজ্জা লাগে, তাছাড়া সময়ের অভাবেও তাদের কথা বাতিল করছি। যারা জানে, তারাই বলুক।

ভ্রান্তমতপন্থীদেরও স্তব্ধ করে দেওয়া হোক। যে কেউ বলে, ক্রুশ মায়া মাত্র, তুমি তার সঙ্গ ত্যাগ করবে। যারা বলে, খ্রিষ্ট যে ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছেন তা আমাদের অভিমত মাত্র, তাদের ঘৃণা করবে, কেননা তেমনটা সত্য হলে, তবে যেহেতু পরিত্রাণ ক্রুশ থেকে উদ্গত হল, সেজন্য পরিত্রাণও একটা অভিমত মাত্র হত।

ক্রুশ জল্পনা-কল্পনার ব্যাপার হলে, তবে পুনরুত্থানও জল্পনা-কল্পনার ব্যাপার। কিন্তু *খ্রিষ্ট যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন, তাহলে এখনও আমরা আমাদের সেই পাপ-অবস্থায় রয়েছি* (২২৭)। ক্রুশ জল্পনা ও মনের ব্যাপার মাত্র হলে, তবে একই ভিত্তিতে স্বর্গারোহণও ধরে নেওয়া বিষয়টা মাত্র; আর তা যখন ধরে নেওয়া বিষয় মাত্র, তখন একই প্রকারে তাঁর পনরাগমনও তাই, আর অবশেষে কোন কিছুরই স্থায়িত্ব আর থাকে না।

৩৮। ক্রুশ অস্বীকার করার ফল (১)

সুতরাং, অখণ্ডনীয় ভিত্তি হিসাবে তুমি ক্রুশকেই ধর, ও সেই ভিত্তির উপরে বিশ্বাসের বাকি সূত্রগুলো গেঁথে তোল। সেই ক্রুশবিদ্ধজনকে অস্বীকার করবে না, কেননা তাঁকে অস্বীকার করলে তবে যারা তোমার বিরুদ্ধ রুখে দাঁড়াবে তারা অনেকে হবে।

সর্বপ্রথমে বিশ্বাসঘাতক সেই যুদাই তোমাকে অভিযুক্ত করবেন (২২৮), কারণ তাঁর প্রতি যিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন, সেই যুদা তো জানেন যে, খ্রিষ্ট প্রধান যাজকদের ও প্রবীণদের দ্বারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন (২২৯)। সেই ত্রিশটা রুপোর টাকাও (২৩০) সাক্ষ্যদান করে; বিশ্বাসঘাতকতা যেখানে হয়েছিল, সেই গেথসেমানি (২৩১) সাক্ষ্যদান করে; প্রেরিতদূতেরা যেখানে উপস্থিত হয়ে রাতে তাঁর সঙ্গে প্রার্থনা করেছিলেন, আমি এখনও সেই জৈতুন পর্বতের কথা উল্লেখ করব না; সেই রাতে যে চাঁদ আলো ছড়াচ্ছিল (২৩২), তাও সাক্ষ্যদান করে; সেই দিন সাক্ষ্যদান করে, ও সেই সূর্যও (২৩৩) সাক্ষ্যদান করে যা অন্ধকারময় হয়েছিল কারণ ষড়যন্ত্রকারীদের অপরাধ দেখতে সহ্য করছিল না।

সেই আগুন ([২৩৪]) সাক্ষ্যদান করবে যার ধারে পিতর দাঁড়িয়ে নিজেকে গরম করছিলেন। তুমি ক্রুশ অস্বীকার করলে তবে অনন্ত আগুন তোমার অপেক্ষায় রয়েছে। আমি কঠিন কথা বলছি যেন তোমাকে কঠিন কষ্টের অভিজ্ঞতা না করতে হয়। সেই খড়্গাগুলো ([২৩৫]) মনে রেখ যা গেথসেমানিতে তাঁর বিরুদ্ধে ছুটে আসছিল, যেন তোমাকে অনন্ত খড়্গা ভোগ না করতে হয়। কাইয়াফার বাড়ি তোমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে নিজের বর্তমান দুর্দশা দ্বারা তাঁরই প্রতাপ দেখাবে যিনি সেসময় সেখানে বিচারিত হয়েছিলেন।

হ্যাঁ, কাইয়াফা নিজেই বিচারের দিনে তোমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন, সেই চাকরও ([২৩৬]) রুখে দাঁড়াবে যে নিজের হাতের পাতায় যিশুকে চড় মেরেছিল, আর তার সঙ্গে তারাও তোমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে যারা তাঁকে বেঁধেছিল ও যারা তাঁকে বাইরে নিয়ে গেছিল। হেরোদও তোমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন; পিলাতও দাঁড়াবেন, তিনি এ ধরনের কথা তোমাকে বলবেন, ইহুদীদের দ্বারা আমাদের সম্মুখে যাঁকে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে, যাঁর বিষয়ে আমরা জানতাম তিনি অন্যায় কিছুই করেননি ([২৩৭]) ও সেজন্যই পিলাত এই আমি সেসময়ে আমার হাত ধুয়ে নিয়েছিলাম ([২৩৮]), তাঁকে তুমি অস্বীকার করছ কেন? সেই মিথ্যাসাক্ষীরাও তোমার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে, যারা তাঁকে বেগুনি রঙের কাপড়ে সাজিয়েছিল, তাঁর মাথায় সেই কাঁটার মুকুট পরিয়েছিল, ও গলগথায় তাঁকে ক্রুশে দিয়েছিল ও তাঁর পোশাকের জন্য গুলিবাঁট করেছিল, সেই সৈন্যেরাও ([২৩৯]) রুখে দাঁড়াবে। যিশুর পিছনে যিনি ক্রুশ বয়ে নিয়ে গেছিলেন, কিরেনের সেই শিমোন ([২৪০]) তোমার বিরুদ্ধে চিৎকার করবেন।

৩৯। **ক্রুশ অস্বীকার করার ফল** (২)

যে সূর্য অন্ধকারময় হয়েছিল, জ্যোতিষ্করাজির মধ্য থেকে সেই সূর্য তোমার বিরুদ্ধে চিৎকার করবে; পৃথিবীর বস্তুগুলোর মধ্য থেকে চিৎকার করবে গন্ধনির্যাস-মেশানো সেই আঙুররস; এবং তোমার বিরুদ্ধে এগুলোই তোমার বিরুদ্ধে চিৎকার করবে: সমস্ত নলখাগড়ার মধ্য থেকে সেই নলডাঁটা, উদ্ভিদের মধ্য থেকে সেই হিসোপ, সামুদ্রিক বস্তুগলোর মধ্য থেকে সেই স্পঞ্জ, গাছপালার মধ্য থেকে সেই ক্রুশ ([২৪১])।

পালাক্রমে এরা তোমার বিরুদ্ধে চিৎকার করবে: সেই সৈন্যেরা যারা—আগেও বলেছিলাম—তাঁকে বিদ্ধ করেছিল ও তাঁর পোশাকের জন্য গুলিবাঁট করেছিল [২৪২]; সেই সৈন্য যে বর্শা দিয়ে তাঁর পাশ বিঁধিয়ে দিয়েছিল [২৪৩]; সেই স্ত্রীলোকেরা যাঁরা সেসময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন [২৪৪]; পবিত্রধামের সেই পরদা যা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ছিঁড়ে গেছিল [২৪৫]; পিলাতের সেই শাসক-ভবন [২৪৬] যা তাঁরই প্রতাপে এখন উৎসন্ন অবস্থায় রয়েছে যিনি সেসময় ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন; এই পবিত্র গলগথা যা আমাদের উপরে উচ্চতে অবস্থিত ও আজও নিজেকে দেখা দিচ্ছে ও এখনও দেখাচ্ছে কেমন করে খ্রিষ্টের খাতিরে শৈলগুলো ফেটে গেছিল; আমাদের কাছাকাছি সেই সমাধিগুহা যেখানে তাঁকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল; ও সেই পাথরখানা যা সেটার দরজায় দেওয়া হয়েছিল ও আজও কবরের ধারে রয়েছে [২৪৭]; সেই দূতগণ যাঁরা সেসময় উপস্থিত ছিলেন; সেই স্ত্রীলোকেরা যাঁরা তাঁর পুনরুত্থানের পর তাঁকে উপাসনা করেছিলেন [২৪৮]; সেই পিতর ও যোহন যাঁরা সমাধিগুহার দিকে ছুটে গেছিলেন [২৪৯]; ও সেই থোমাস যিনি নিজের হাত তাঁর পাশে ও নিজের আঙুল পেরেকের দাগে ঢুকিয়েছিলেন [২৫০]; কেননা আমাদেরই খাতিরে তিনি যত্ন সহকারে তা-ই করেছিলে। তিনি উপস্থিত হওয়ায় ঈশ্বরের সঙ্কল্প ক্রমে যা অনুসন্ধান করেছিলেন, সেটার চেয়ে আলাদা কি-না অনুসন্ধান করতে সেই তুমি যে সেসময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলে না?

৪০। খ্রিষ্টের ক্রুশ এখনও মণ্ডলীতে সক্রিয়

ক্রুশের সাক্ষী হিসাবে তোমার এ আছে: সেই বারোজন প্রেরিতদূত, গোটা পৃথিবী, ও সেই মানুষদের গোটা জগৎ যারা সেই ক্রুশবিদ্ধজনে বিশ্বাসী। তুমি যে এখন এখানে উপস্থিত, তোমার সেই উপস্থিতিই সেই ক্রুশবিদ্ধজনের প্রতাপ বিষয়ে তোমাকে নিশ্চিত করুক। কেননা কী বা তোমাকে এ জনসমাবেশে চালনা করল? কোন্ সৈন্যেরা? কোন্ শেকলে তুমি আবদ্ধ ছিলে? কোন্ রায়ই বা এখন তোমাকে এখানে আটকিয়ে রাখছে?

না, যিশুর পরিত্রাণদায়ী জয়চিহ্ন সেই ক্রুশই তোমাদের সকলকে এখানে সম্মিলিত করেছে। সেটাই পারস্যদের বন্দি করেছে ও স্কুথীয়দের প্রশমিত করেছে; সেটাই বিড়াল ও কুকুরের ও বহুবিধ ভুলভ্রান্তির বদলে মিশরীয়দের দিয়েছে ঈশ্বরজ্ঞান; সেটাই আজও

রোগ সারিয়ে তোলে, আজও অপদূতদের তাড়ায়, ও মন্ত্র-তন্ত্রের ও যাদুর মিথ্যা উল্টিয়ে দেয়।

৪১। পুনরাগমনের সময়ে ক্রুশের জয়চিহ্ন

এসমস্ত কিছু আকাশ থেকে যিশুর সঙ্গে আবার দেখা দেবে (২৫১), কেননা সেই রাজকীয় জয়চিহ্ন রাজার আগে আগে এগিয়ে চলবে, যারা তাঁকে বিঁধিয়ে দিয়েছিল (২৫২) সেই ইহুদীরা যেন তাঁকে দে'খে ও যিনি অসম্মানিত হয়েছিলেন ক্রুশের দ্বারা তাঁকে চিনে মনপরিবর্তন করতে ও বিলাপ করতে পারে; কিন্তু *তারা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গোষ্ঠী হয়ে নিজেদের বুক চাপড়াবে* (২৫৩), কেননা মনপরিবর্তনের জন্য যখন আর সময় থাকবে না, তখনই তারা মনপরিবর্তন করবে, কিন্তু আমরা সেই ক্রুশে উল্লসিত হয়ে ও যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন ও আমাদের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন তাঁকে উপাসনা ক'রে আমরা গর্ববোধ করব (২৫৪), ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে সেই পিতাকেও উপাসনা করব যিনি তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন: তাঁরই গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

---

(১) ইশা ৫৩:১, ৭।

(২) গা ৬:১৪।

(৩) যোহন ৯:৭ ··· দ্রঃ।

(৪) যোহন ১১:৩৯-৪০ দ্রঃ।

(৫) এফে ২:১ দ্রঃ।

(৬) মথি ১৪:২১ দ্রঃ।

(৭) আমোস ৮:১১ দ্রঃ।

(৮) লুক ১৩:১১, ১৩ দ্রঃ।

(৯) প্রবচন ৫:২২ দ্রঃ।

(১০) ধর্মশিক্ষা ১৩:৩, ৬, ৩৩ দ্রঃ।

(১১) রো ৫:১৭-১৮।

(১২) আদি ৩:২২-২৩ দ্রঃ।

(১৩) আদি ২:৭ দ্রঃ।

(১৪) আদি ২:৭ দ্রঃ।

(১৫) যোহন ১৪:৬ দ্রঃ।

(১৬) গণনা ২৫:৮, ১১ দ্রঃ।

(১৭) ১ তি ২:৮।

(১৮) ১ করি ১:১৮, ২৩।

(১৯) ১ করি ১:১৮, ২৪।

(২০) যাত্রা ১২:২৩।

(২১) যোহন ১:২৯।

(২২) ১ পি ২:২২।

(২৩) ইশা ৫৩:৯ দ্রঃ।

(২৪) লুক ২৩:১৪।

(২৫) মথি ২৭:২৪।

(২৬) লুক ২৩:৪১।

(২৭) মথি ২৭:৬৩।

(২৮) (২৮) গলগথা উচ্চস্থানটা হিব্রু ভাষায় খুলিতলা বলে অভিহিত ছিল কারণ যেরুশালেমের নগরপ্রাচীরের বাইরে সেটা দেখতে খুলির মত ছিল (স্মরণযোগ্য বিষয়ই যে সাধু সিরিলের সময়ে, মহাগির্জাটা নির্মাণের লক্ষ্যে উচ্চস্থানটার বেশ যথেষ্ট জায়গা খনন করা হয়েছিল)। একসময় লোকে মনে করত, ঠিক সেই স্থানেই প্রথম আদমের খুলি ও দ্বিতীয় আদমের তথা খ্রিষ্টের দেহ সমাহিত হয়েছিল। খ্রিষ্টের দেহখানি ক্রুশারোপণের স্থান থেকে মোটামুটি ৪০ মিটার দূরে সমাহিত হয়েছিল বিধায় নির্মাণকর্মের সময়ে এমন একক ভবন গেঁথে তোলা হয়েছিল যার অভ্যন্তরে গলগথা-স্থানও থাকবে, সমাধিগুহাও থাকবে। সাধু সিরিল ঠিক এস্থানেই ধর্মশিক্ষা পরিবেশন করতেন।
বর্তমান গোলাকার পুণ্যালয়ে, গির্জার দরজার ধারে, একটু নিচে, যিশুর সমাধি রয়েছে, এবং গলগথা, ডান দিকে, উচ্চতে অবস্থিত। এজন্য, যেহেতু সাধু সিরিল ও প্রার্থীরা গলগথার নিচে সম্মিলিত ছিলেন, সেহেতু তিনি শ্রোতাদের আহ্বান করেন তারা যেন উচ্চে, সেই ক্রুশেরই দিকে চোখ তোলে যেখানে যিশুকে বিঁধিয়ে দেওয়া হয়েছিল ও মৃত্যুর পরে তাঁকে মা মারীয়ার কোলে রাখা হয়েছিল।

(২৯) মথি ৫:২৮।

(৩০) ১ পি ২২:২৩।

(৩১) মথি ১৬:২২-২৩।

(৩২) মথি ২৬:২।

(৩৩) মথি ২০:১৮।

(৩৪) লুক ৯:৫১।

(৩৫) যোহন ১৩:৩০ দ্রঃ।

(৩৬) সাম ৪১:১০ দ্রঃ।

(৩৭) মথি ২৬:২৫।

(৩৮) যোহন ১২:২৩।

(৩৯) যোহন ১৩:৩১।

(৪০) যোহন ১৭:৫।

(৪১) যোহন ১০:১৮।

(৪২) ইশা ৫৩:১।

(৪৩) রো ১৫:২১।

(৪৪) যেরুশালেম যে খ্রিঃপূঃ ৫৮৭ বা ৫৮৬ সালে ধ্বংস হয়েছিল, নবী যেরেমিয়া তা আগে থেকে আত্মায় দেখে বিলাপ করেছিলেন। কিন্তু সেই আগেকার ধ্বংস ছিল যেরুসালমের সেই ধ্বংসের পূর্বচিহ্ন যা বিষয়ে যিশু পূর্বঘোষণা করেছিলেন ও যা ৭০ খ্রিষ্টাব্দে হয়েছিল।

(৪৫) গা ৪:২৫।

(৪৬) বিলাপ ৪:২০ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। লক্ষ্যনীয় বিষয় এটা যে, হিব্রু ভাষা থেকে অনুবাদ করা আজকালের বাইবেল অনুসারে পদটা এরূপ: 'প্রভুর সেই তৈলাভিষিক্তজন যিনি'। 'তৈলাভিষিক্তজন' শব্দটা গ্রীক ভাষায় 'খ্রিষ্ট' হওয়ায় গ্রীক সত্তরী পাঠ্য ছিল 'প্রভুর সেই খ্রিষ্ট যিনি'। এবিষয়ে, যুস্তিনুস, ১ম পক্ষসমর্থন ৫৫ দ্রঃ; ইরেনউস, প্রৈরিতিক প্রচার প্রদর্শন ৭১ দ্রঃ; আম্ব্রোজ, রহস্যগুলি প্রসঙ্গ ৫৮ দ্রঃ; রুফিনুস, প্রেরিতদের বিশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা ১৯ দ্রঃ (এ সমস্ত পুস্তক সম্পর্কে এখানে দ্রঃ)।

(৪৭) বিলাপ ৪:২০ খ।

(৪৮) মথি ২৬:৩, ৯ দ্রঃ।

(৪৯) যোহন ১৯:৩৪-৩৭ দ্রঃ।

(৫০) যোহন ১৯:৪১ দ্রঃ।

(৫১) মথি ২৬:১৫ দ্রঃ।

(৫২) যোহন ১৯:২৯-৩০ দ্রঃ।

(৫৩) মথি ২৭:৬০ দ্রঃ।

(৫৪) মথি ২৭:৩৮ দ্রঃ।

(৫৫) মথি ২৭:৫৯-৬০ দ্রঃ।

(৫৬) লুক ২৪:৩৪ দ্রঃ।

(৫৭) ১ করি ২:৪।

(৫৮) ১ করি ১:২৩।

(৫৯) সিরা ৪:৩১ দ্রঃ।

(৬০) যাকোব ১:৫।

(৬১) সাম ৭৭:২০।

(৬২) সাম ৩৫:২০ দ্রঃ।

(৬৩) সাম ৩৮:১২।

(৬৪) সাম ৫৫:২২।

(৬৫) মথি ২৬:৪৯।

(৬৬) লুক ২২:৪৮।

(৬৭) সাম ১০৯:২।

(৬৮) মথি ২৬:৪৭।

(৬৯) সাম ৫৯:৭, ১৫।

(৭০) জাখা ১১:১২।

(৭১) জাখা ১১:১২ খ।

(৭২) জাখা ১১:১৩।

(৭৩) মথি ২৭:৩, ৫।

(৭৪) জাখা ১১:১৩।

(৭৫) মথি ২৭:১০।

(৭৬) মথি ২৭:৪।

(৭৭) মথি ২৭:৬।

(৭৮) লুক ২২:৫৪ দ্রঃ।

(৭৯) ইশা ৩:৯-১০।

(৮০) হিব্রু ১১:৩৭ দ্রঃ।

(৮১) যেরে ৩৮:৬ দ্রঃ।

(৮২) যোহন ১৮:১২ দ্রঃ।

(৮৩) যোহন ১১:৩৯, ৪৪ দ্রঃ।

(৮৪) প্রেরিত ১২:৭ দ্রঃ।

(৮৫) সাম ২:৩।

(৮৬) মথি ২৭:৫৯ দ্রঃ।

(৮৭) ইশা ৩:১৪।

(৮৮) মথি ২৭:৬৩ দ্রঃ।

(৮৯) যোহন ১৮:২২ দ্রঃ।

(৯০) মথি ১৭:২ দ্রঃ।

(৯১) যোহন ৯:৬ দ্রঃ।

(৯২) দ্বিঃবিঃ ৩২:৬।

(৯৩) ইশা ৫৩:১।

(৯৪) মার্ক ১৫:১৫ দ্রঃ।

(৯৫) ইশা ৫০:৫-৬।

(৯৬) যোহন ১২:২৫।

(৯৭) মথি ২৭:২ দ্রঃ।

(৯৮) হোশেয়া ১০:৬। যেমন একসময় আশুর-রাজ যারিমের কাছে বাঁধা অবস্থায় উপঢৌকন পাঠানো হয়েছিল, তেমনি পিলাত হেরোদ রাজাকে খুশী করার জন্য তাঁর কাছে শেকলে আবদ্ধ

যিশুকে পাঠিয়েছিলেন। এই ভিত্তিতে সাধু সিরিল যারিমকে হেরোদের পূর্বচ্ছবি বলে পরিগণিত করেন।

(৯৯) লুক ২৩:৬-৭।

(১০০) লুক ২৩:১২।

(১০১) কল ১:২০ দ্রঃ।

(১০২) যোব ১২:২৪।

(১০৩) সাম ১১০:১ দ্রঃ।

(১০৪) মথি ২৭:১১, ১৯ দ্রঃ।

(১০৫) যোহন ১৯:১৫।

(১০৬) ইশা ৫৭:৪।

(১০৭) যেরে ১২:৮।

(১০৮) যেরে ১২:৭।

(১০৯) মথি ২৭:১৪ দ্রঃ।

(১১০) মথি ২৭:১৩।

(১১১) মথি ২৭:১৯ দ্রঃ।

(১১২) সাম ৩৮:১৫, ১৪।

(১১৩) বাক্যটা অস্পষ্ট, সাধু সিরিল এবিষয়ে কাল ও স্থানের কোনও ইঙ্গিত দিচ্ছেন না,

(১১৪) মথি ২৭:২৭ দ্রঃ।

(১১৫) সাম ১০৯:২৫।

(১১৬) মথি ২৬:২৯ দ্রঃ।

(১১৭) যোহন ১৯:২ দ্রঃ।

(১১৮) পরমগীত ৩:১১।

(১১৯) আদি ৩:১৮।

(১২০) মার্ক ১১:১৪।

(১২১) আদি ৩:৮।

(১২২) যেরে ১১:১৯।

(১২৩) মথি ২৬:২।

(১২৪) যোহন ১:২৯।

(১২৫) যেরে ১১:১৯ ক।

(১২৬) যেরে ১১:১৯ খ।

(১২৭) সাম ৭২:১৩।

(১২৮) দ্বিঃবিঃ ২৮:৬৬।

(১২৯) ইশা ৫৩:১।

(১৩০) গণনা ২১:৯ দ্রঃ।

(১৩১) গণনা ২১:৯; যোহন ৩:১৪-১৫ দ্রঃ।

(১৩২) প্রাচীন খ্রিষ্টমণ্ডলীর সময় থেকে কাঠ (ফলত গাছ, বৃক্ষ ইত্যাদি) হলো সেই খ্রিষ্টিয়ানের প্রতীক যে খ্রিষ্টিয়ান অনাদিকাল থেকে খ্রিষ্টেরই মানুষ হবার জন্য ও বিশ্বপরিত্রাণের 'যন্ত্র' হবার জন্য (ইগ্নাসিউস, এফেসীয়দের কাছে পত্র, ৯:১ দ্রঃ) মনোনীত হয়ে বাপ্তিস্ম-জলে শিকড় নিমজ্জিত করে সুন্দর ও বলিষ্ঠ বৃক্ষের মত বেড়ে ওঠে। যে বৃক্ষ পতিত হয়েছিল ও পুনরায় উত্থিত হয়েছিল, এমনকি ক্রুশ হিসাবেই উত্তোলিত হয়েছিল, সেই বৃক্ষের উপরে সেই খ্রিষ্টকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল যিনি 'এক বিদ্রোহী জাতির প্রতি হাত বাড়িয়ে ছিলেন' (ইশা ৬৫:২ দ্রঃ)। রক্তস্রোতে প্লাবিত সেই বৃক্ষ থেকে খ্রিষ্টিয়ানগণ অনুগ্রহদানকারী জীবন তুলে নেয় (বার্নাবাসের পত্র ১২:১ দ্রঃ)।

(১৩৩) আদি ৭:২৩ দ্রঃ।

(১৩৪) যাত্রা ১৪:১৬-২১ দ্রঃ।

(১৩৫) যাত্রা ১৫:২৫।

(১৩৬) যোহন ১৯:৩৪।

(১৩৭) যাত্রা ৭:২০ দ্রঃ।

(১৩৮) মথি ২৭:২৪-২৫।

(১৩৯) মথি ২৭:২৫।

(১৪০) সাধু বাসিল অনুসারে (তাঁর লেখা 'বাপ্তিস্ম প্রসঙ্গ' ২৭ দ্রঃ) হাত দিয়ে ক্রুশ চিহ্ন আঁকার রীতি প্রৈরিতিক কাল থেকেই আগত রীতি। সেকালের অন্যান্য লেখকদের মতে রীতিটা ছিল যেরুশালেম মণ্ডলীরই বিশিষ্ট রীতি।

(১৪১) মথি ২৮:৫।

(১৪২) যোহন ১৯:১৭ দ্রঃ।

(১৪৩) ‘গণগথা’ তথা ‘খুলিতলা’ নামটা কেবল নূতন নিয়মে পরিচিত (যোহন ১৯:২০ দ্রঃ)। কিন্তু, যেমনটা ২৮ নং টীকায় বলা হয়েছে, লোকে মনে করত সেখানেই আদমের খুলি সমাহিত ছিল বিধায়ই যে স্থানটার নাম ‘খুলিতলা’ রাখা হয়েছিল এমন নয়, বরং স্থানটা দেখতে খুলির মত ছিল বিধায়ই স্থানটা ‘খুলিতলা’ বলে অভিহিত ছিল।

(১৪৪) কল ১:১৫, ১৮।

(১৪৫) ১ করি ১১:৩।

(১৪৬) কল ২:১০।

(১৪৭) ১ করি ১১:৩।

(১৪৮) যোহন ১৮:১৮।

(১৪৯) মথি ২৭:৪৫।

(১৫০) জাখা ১৪:৬-৭।

(১৫১) সাম ১১৮:২৪।

(১৫২) জাখা ১৪:৭।

(১৫৩) মথি ২৭:৪৫ দ্রঃ।

(১৫৪) আদি ১:৫।

(১৫৫) জাখা ১৪:৭।

(১৫৬) আমোস ৮:৯।

(১৫৭) মথি ২৭:২ দ্রঃ।

(১৫৮) আমোস ৮:১০।

(১৫৯) লুক ২৩:২৭ দ্রঃ।

(১৬০) যোহন ১৯:২৩-২৪ দ্রঃ।

(১৬১) সাম ২২:১৯।

(১৬২) মথি ২৭:২৮ দ্রঃ।

(১৬৩) ইশা ৬৩:১-২।

(১৬৪) ‘বসর’ ছিল এদোমের রাজধানী। এদোম ছিল ইস্রায়েলের পার্শ্ববর্তী এক রাজ্য যা বার বার ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। তবে, ‘বসর’ (অথবা বজ্রা বা বস্রা) এর প্রকৃত অর্থ হলো অগম্য স্থান, হয় তো একারণে যে, স্থানটা ছিল ইস্রায়েল ও লোহিত সাগরের মধ্যকার সীমান্ত। আরও, বিদ্রূপাত্মক ভাষায় ‘বসর’ বলতে অসম্মানজনক জায়গা বোঝাত, হয় তো একারণে যে, সেই ‘বসর’ ছিল প্রতিমাপূজার স্থান।

(১৬৫) ইশা ৬৩:৩।

(১৬৬) সাম ৭৪:১২।

(১৬৭) সাম ৩৩:৬ দ্রঃ।

(১৬৮) রো ৫:১২, ১৭।

(১৬৯) যোহন ১০:১৮।

(১৭০) গণনা ৬ দ্রঃ।

(১৭১) যোহন ১৯:২৮।

(১৭২) দ্বিঃবিঃ ৩২:৩২।

(১৭৩) মথি ২৭:৪৮ দ্রঃ।

(১৭৪) সাম ৬৯:২২।

(১৭৫) মার্ক ১৫:২৩।

(১৭৬) দ্বিঃবিঃ ৩২:৬।

(১৭৭) ইশা ৫:১-২।

(১৭৮) ইশা ৫:৬।

(১৭৯) ১ করি ১৪:২৯।

(১৮০) এফে ৪:১১।

(১৮১) প্রেরিত ২১:১১ দ্রঃ।

(১৮২) লুক ২৩:৩২ দ্রঃ।

(১৮৩) ইশা ৫৩:১২।

(১৮৪) সাম ১০৯:২৫; মথি ২৭:৩৯ দ্রঃ।

(১৮৫) সাম ২২:৮।

(১৮৬) লুক ২৩:৪২।

(১৮৭) লুক ২৩:৪২।

(১৮৮) লুক ২৩:৪৩।

(১৮৯) সাম ৯৫:৭-৮ দ্রঃ।

(১৯০) আদি ২:১৭।

(১৯১) লুক ১০:১৮।

(১৯২) আদি ৩:২৪।

(১৯৩) রো ৫:২০।

(১৯৪) মথি ২০:৮-১৫।

(১৯৫) পরমগীত ৬:৩, ২।

(১৯৬) লুক ১৫:৫-৬ দ্রঃ।

(১৯৭) সাম ১১৯:১৭৬।

(১৯৮) লুক ২৩:৪২।

(১৯৯) পরমগীত ৫:১।

(২০০) যোহন ১৯:৪১ দ্রঃ।

(২০১) পরমগীত ৫:১।

(২০২) যোহন ১৯:৩০।

(২০৩) হিব্রু ৯:৯-১৪।

(২০৪) হিব্রু ১০:১৯-২০।

(২০৫) মথি ২৫:৫১।

(২০৬) মথি ২৩:৩৮।

(২০৭) কল ১:২০।

(২০৮) ১ পি ২:২৪।

(২০৯) লুক ২৩:৪৬।

(২১০) মথি ২৭:৫০।

(২১১) মালা ৩:২০।

(২১২) লুক ২৩:৪৪ দ্রঃ।

(২১৩) ১ করি ১০:৪।

(২১৪) মথি ২৭:৫১।

(২১৫) জাখা ৯:১১।

(২১৬) মথি ২৭:৫২।

(২১৭) ইশা ৫৩:৪-৫।

(২১৮) ইশা ৫৩:৮-৯।

(২১৯) ১ করি ১৫:৩-৪।

(২২০) ইশা ৫১:১-২।

(২২১) লুক ২৩:৫৩।

(২২২) বিলাপ ৩:৫৩।

(২২৩) ১ পি ২:৬।

(২২৪) আদি ২:৯।

(২২৫) কল ২:১৫।

(২২৬) সাম ৭৪:১৪।

(২২৭) ১ করি ১৫:১৭।

(২২৮) মথি ২৭:৩ দ্রঃ।

(২২৯) মথি ২৭:৩ দ্রঃ। বিচারসভার সঙ্গে যুদার চুক্তি সম্পর্কে মথি ২৬:১৪-১৬; মার্ক ১৪:১০; লুক ২২:৩-৬ দ্রঃ।

(২৩০) মথি ২৬:১৫ দ্রঃ।

(২৩১) প্রভু যে জৈতুন পর্বতে অবস্থিত গেথসেমানি (অর্থাৎ 'তেল-পেষাইকুন্ড') বাগানে যন্ত্রণাভোগ করতে শুরু করেছিলেন, সেসম্পর্কে মার্ক ১৪:৩২-৫০ দ্রঃ।

(২৩২) লুক ২২:৪৯ দ্রঃ।

(২৩৩) লুক ২৩:৪৪ দ্রঃ।

(২৩৪) যোহন ১৮:১৮ দ্রঃ।

(২৩৫) মথি ২৬:৫৫ দ্রঃ।

(২৩৬) যোহন ১৮:২২ দ্রঃ।

(২৩৭) লুক ২৩:১৪-১৫ দ্রঃ।

(২৩৮) মথি ২৭:২৪ দ্রঃ।

(২৩৯) মথি ২৬:৬০; যোহন ১৯:২, ১৭, ২৪ দ্রঃ।

(২৪০) লুক ২৩:২৬ দ্রঃ।

(২৪১) লুক ২৩:৪৫; মার্ক ১৫:২৩; মথি ২৭:৪৮; যোহন ১৯:২৯ দ্রঃ।

(২৪২) মথি ২৭:৩৫ দ্রঃ।

(২৪৩) যোহন ১৯:৩৪ দ্রঃ।

(২৪৪) মথি ২৭:৫৫ দ্রঃ।

(২৪৫) মথি ২৭:৫১ দ্রঃ।

(২৪৬) মথি ২৭:২৭ দ্রঃ।

(২৪৭) মথি ২৭:৬০ দ্রঃ।

(২৪৮) যোহন ২০:১২ দ্রঃ।

(২৪৯) যোহন ২০:৩-৪ দ্রঃ।

(২৫০) যোহন ২০:২৭ দ্রঃ।

(২৫১) মথি ২৪:৩০ দ্রঃ।

(২৫২) জাখা ১২:১০; যোহন ১৯:৩৭ দ্রঃ।

(২৫৩) প্রকাশ ১:৭।

(২৫৪) সাধু সিরিলের এ শেষ বাণী অধিক গুরুত্বপূর্ণ, কেননা, এ ধর্মশিক্ষার শুরুতে যেমন, এ শেষাংশেও তেমনি তিনি সেকালের শ্রোতাদের ও আজকালের পাঠক / পাঠিকাকে যিশুর ক্রুশে গর্ববোধ করতে আহ্বান করেন। এবিষয়ে সাধু ইগ্নাসিউস লিখেছিলেন, খ্রিষ্টিয়ান যারা, তারা খ্রিষ্টের গৌরবময় ক্রুশের সঙ্গে পবিত্র আত্মার দড়ি দিয়েই যেন বাঁধা (এফেসীয়দের কাছে পত্র ৯:১ দ্রঃ)।

আলোপ্রত্যাশীদের ১৪শ ধর্মশিক্ষা

- পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ -

ক্সান্থিকোস মাসের শুরুতে, শীতকালের বিষুবের কিছু দিন পরে, যেরুশালেমে পরিবেশন করা এই ধর্মশিক্ষায় সাধু সিরিল বাপ্তিস্মপ্রার্থীদের কাছে 'পুনরুত্থান, স্বর্গারোহণ ও পিতার ডান পাশে খ্রিষ্টের গৌরবায়ন' বিশ্বাস-সূত্রের এ তিনটে বিষয় ব্যাখ্যা করেন।

প্রেরিতদূত পলের সঙ্গে একমত হয়ে তিনি মনে করেন, তত্ত্ব হিসাবে পুনরুত্থানই খ্রিষ্টবিশ্বসীদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব, ফলে বিষয়টা তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে ও দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাখ্যা করে থাকেন: কবর থেকে পুনরুত্থান করে খ্রিষ্ট আমাদের জন্য মৃত্যু জয় করেছেন, ও সেবিষয়ে সাক্ষ্যদান করার ভার আমাদের হাতে ন্যস্ত করেছেন।

ভাই, আমি যে সুসমাচার তোমাদের কাছে প্রচার করেছি, ইত্যাদি, এবং, *শাস্ত্র অনুযায়ী তিনি তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হলেন*, ইত্যাদি [১], করিন্থীয়দের কাছে ১ম পত্রের এই পাঠের পরে, 'মৃতদের মধ্য থেকে তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করলেন, স্বর্গে আরোহণ করলেন ও পিতার ডান পাশে আসীন আছেন' সূত্র সম্পর্কে, যেরুশালেমে তাৎক্ষণিক ভাবে পরিবেশিত ধর্মশিক্ষা।

১। পুনরুত্থানের আনন্দ

যেরুশালেম, আনন্দ কর, ও মেতে ওঠ তোমরা সবাই যারা যিশুকে ভালবাস, কেননা তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন। *মহোল্লাসে উল্লসিত হও তোমরা সবাই, যারা তখনই বিলাপ করেছিলে* [২] যখন ইহুদীদের দুঃসাহস ও অপকর্মের কথা শুনেছিলে। কেননা তাদের দ্বারা যিনি এই স্থানেই অসম্মানিত হয়েছিলেন, তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন। আর যেমন ক্রুশ সংক্রান্ত স্মৃতি দুঃখজনক হয়েছিল, তেমনি পুনরুত্থানের শুভসংবাদ শ্রোতাদের কাছে আনন্দ বয়ে আনুক। শোক আনন্দে ও বিলাপ পুলকে পরিণত হোক [৩], আমাদের মুখ পুলকে ও আনন্দে পূর্ণ হোক [৪], তাঁরই খাতিরে যিনি তাঁর পুনরুত্থানের পর বললেন, *আনন্দিত হও* [৫]।

বাস্তবিকই, এই বিগত দিনগুলোতে খ্রিষ্টের দুঃখকষ্টের কথা আমি জানি, কারণ, যেহেতু আমাদের উপদেশ তাঁর মৃত্যু ও সমাধির কথায় বন্ধ হয়ে পুনরুত্থানের বার্তা উপস্থাপন করেনি, সেজন্য তোমাদের মন তা-ই শুনবার জন্য অস্থির ছিল যা শুনবার আকাঙ্ক্ষা করছিল। অতএব, *মৃতদের মধ্যে একমাত্র মুক্ত জন* [৬] ছিলেন যিনি, সেই মৃতজন ও মৃতদের মুক্তিদাতা পুনরুত্থান করেছেন। যিনি অবমাননার দিনে সহিষ্ণুতার সঙ্গে সেই কাঁটার মুকুট পরেছিলেন, সেই তিনি পুনরুত্থিত হয়ে মৃত্যুর উপরে নিজের বিজয়ের মুকুটে নিজেকে ভূষিত করেছেন।

২। পুনরুত্থান সংক্রান্ত সাক্ষ্যদান

আর যেমন আমরা তাঁর ক্রুশ সংক্রান্ত সাক্ষ্যদান উপস্থাপন করেছিলাম, তেমনি এসো, এখন তাঁর পুনরুত্থানেরও প্রমাণ পরীক্ষা করি, কেননা প্রেরিতদূত আমাদের সামনে বলেন, *তাঁকে সমাধি দেওয়া হল; এবং শাস্ত্র অনুযায়ী তিনি তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হলেন* [৭]।

সুতরাং, যেহেতু প্রেরিতদূত শাস্ত্রের সাক্ষ্যদানের দিকে আমাদের ফিরিয়ে দিচ্ছেন, সেজন্য এটি সমীচীন যে, আমরা আমাদের পরিত্রাণের সেই প্রত্যাশা সম্পর্কে অবগত হব যা সেই শাস্ত্রে সংরক্ষিত; এবং এটিও সমীচীন যে, সর্বপ্রথমে এসমস্ত বিষয় শিখে নেব, তথা, ঐশশাস্ত্র তাঁর পুনরুত্থানের নিশ্চিত সময়কালের কথা বলে কিনা; তা কোন্ ঋতুতে ঘটেছে অর্থাৎ তা গ্রীষ্মকালে না হেমন্তকালে নাকি শীতকালের পরেই ঘটেছে; ত্রাণকর্তা কোন্ ধরনের স্থান থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন, পুনরুত্থানের স্থান সম্পর্কে বিস্ময়কর সেই নবীদের লেখায় কোনও নাম আরোপিত কিনা; যে স্ত্রীলোকেরা তাঁকে খোঁজ করে পাননি, তাঁরা পরবর্তীতে তাঁকে খুঁজে পেয়ে আনন্দিত হয়েছিলেন কিনা; যাতে করে যখন সুসমাচার পাঠ করা হয়, তখন যেন এই ঐশশাস্ত্রের বর্ণনা গল্প বা কাব্য জাতীয় কথা বলে পরিগণিত না হয়।

৩। সিংহ সংক্রান্ত সাক্ষ্যদান

ত্রাণকর্তাকে যে সমাধি দেওয়া হয়েছিল, তা তোমরা আগের উপদেশে স্পষ্টভাবে শুনেছিলে ইশাইয়ার এবাণী অনুসারে, *তাঁর সমাধি শান্তিতে বিরাজ করবে* [৮]। বাস্তবিকই

তিনি পাপীদের ঈশ্বরের কাছে আনায় আপন সমাধি দ্বারা স্বর্গ ও মর্তের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করলেন [৯]; আরও, *অনিষ্টের কারণে ধার্মিককে কেড়ে নেওয়া হয়েছে* [১০]; আরও *তাঁর সমাধি শান্তিতে বিরাজ করবে* [১১] এবং *তাঁর সমাধির খাতিরে আমি দুর্জনদের দান করব* [১২]। যাকোবের সেই ভাববাণীও রয়েছে যা শাস্ত্রে একথায় ব্যক্ত, *তিনি শুইয়ে একটা সিংহ বা একটা যুবসিংহের মত নিদ্রা গেছেন; কে তাঁকে ওঠাবে?* [১৩]; গণনা পুস্তকেও সদৃশ সাক্ষ্যদান রয়েছে, *তিনি শুয়ে পড়ে পা গুটিয়ে বসলেন একটা সিংহ বা একটা যুবসিংহের মত* [১৪]। এ সামসঙ্গীতও তোমরা বহুবার শুনেছ যা অনুসারে *তুমি মরণধুলায় শায়িত করেছ আমায়* [১৫]। উপরন্তু আমরা তখন এই বচনে স্থানটাও লক্ষ করেছি যখন এবাণী উল্লেখ করেছি, *সেই পাথরকে লক্ষ কর যা তোমরা কেটে নিয়েছ* [১৬]। এবার এসো, এ সাক্ষ্যদানগুলোর সঙ্গে আরও কতগুলো যোগ করি যা তাঁর পুনরুত্থান সম্পর্কে আরও স্পষ্টতর।

৪। **পুনরুত্থান সংক্রান্ত সাক্ষ্যদান** (সাম ১২, ১৬ ও ৩০)

সুতরাং, সর্বপ্রথমে ১২ নং সামসঙ্গীতে নবী বলেন, *দীনহীনদের অত্যাচার, নিঃস্বদের আর্তনাদের জন্য আমি এখন উত্থিত হব—বলছেন প্রভু* [১৭]; কিন্তু কারও কারও কাছে এ বচনে সন্দেহজনক কিছুটা রয়েছে, কেননা নিজের শত্রুদের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি বার বার ক্রোধেই উত্থিত হন [১৮]।

সুতরাং এসো, ১৬ নং সামসঙ্গীতে যাই যা স্পষ্টই বলে, *আমাকে রক্ষা কর গো ঈশ্বর, তোমাতেই নিয়েছি আশ্রয়*, এবং তারপরে বলে, *আমি তাদের উদ্দেশে রক্ত-নৈবেদ্য ঢেলে দেব না, ওষ্ঠেও তুলে নেব না তাদের নাম* কেননা তারা আমাকে ত্যাগ করে নিজেদের জন্য রাজা হিসাবে সিজারকে নিয়েছে [১৯]। এবং পরবর্তী বাণীতে লেখা রয়েছে, *আমার সামনে প্রভুকে অনুক্ষণ রাখি, তিনি আমার ডান পাশে বলে আমি টলব না*; এবং একটু পরে লেখা আছে, *সারাক্ষণ, রাতের বেলায়ও, আমার হৃদয় সতর্ক করে আমায়*, এবং অবশেষে লেখা আছে, *তুমি যে আমাকে বিসর্জন দেবে না পাতালের হাতে; না, তোমার পবিত্রজন অবক্ষয় দেখবে তা তুমি হতে দেবে না* [২০]। তিনি এমনটা বলেন না, 'তোমার পবিত্রজন মৃত্যু দেখবে তা তুমি হতে দেবে না', নইলে সেই পবিত্রজনের মৃত্যু হত না; কিন্তু তিনি বলেন, আমি অবক্ষয় দেখব না, মৃত্যুতেও থেকে যাব না। তুমি

আমাকে জানিয়ে দেবে জীবনের পথ [২১]। এই দেখ, এইখানে মৃত্যুর পরের জীবনের কথা স্পষ্টভাবেই প্রচারিত।

এবার ৩০ নং সামসঙ্গীতে এসো: *তোমার বন্দনা করব, প্রভু: তুমি যে তুলে নিয়েছ আমায়, আমার শত্রুদের দাওনি আমার উপর আনন্দ করতে* [২২]। এবচন কি সিদ্ধিলাভ করেছে? তুমি কি শত্রুদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিলে, অথবা যখন তুমি আঘাতগ্রস্ত হতে যাচ্ছিলে তখন কি উদ্ধার পেয়েছিলে? তিনি নিজে একেবারে স্পষ্টভাবে বলেন, *পাতাল থেকেই তুমি আমার প্রাণ তুলে নিয়েছ, প্রভু* [২৩]। আগের সামসঙ্গীতে তিনি একটা ভাববাণীই যেন বলেন, তুমি *বিসর্জন দেবে না*, আর এই সামসঙ্গীতে তিনি একটা ভাবী ঘটনার সংবাদ দিচ্ছেন যা অতীত ঘটনা বলে বর্ণিত, *তুমি আমাকে তুলে নিয়েছ; আমি সেই গর্তে নেমে যাচ্ছিলাম আর তুমি ত্রাণ করেছ আমায়* [২৪]। ঘটনাটা কোন্ সময়ে ঘটবার কথা? *সন্ধ্যায় বিলাপের আগমন, কিন্তু প্রভাতে আনন্দোচ্ছ্বাস* [২৫]; বাস্তবিকই শিষ্যেরা সন্ধ্যায় শোকার্ত ছিলেন, ও প্রভাতে পুনরুত্থানের আনন্দ পেলেন।

৫। **পুনরুত্থান সংক্রান্ত সাক্ষ্যদান** (পরম গীত ৪:১২, ১৫; ৬:১১)

সেই ঘটনা কোথায় ঘটেছিল, তুমি কি তাও জানতে ইচ্ছা কর? পরম গীতে তিনি আবার বলেন, *আমি সুপারি বাগানে নেমে গেছি* [২৬]।

বাস্তবিকই, যে স্থানে তাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, সেই স্থান ছিল একটা বাগান [২৭]; কেননা যদিও বাগানটা সম্প্রতিকালে রাজকীয় উপহারগুলোতে অলঙ্কৃত করা হয়েছে, তবু সেকালে তা একটা বাগান ছিল, আর আসলে সেকালের অবস্থার চিহ্ন ও অবশিষ্টাংশ এখনও রয়েছে [২৮]। গীতিকাটা বর্ণনা করতে গিয়ে বলে, "রুদ্ধ বাগান, সীলমোহরযুক্ত ঝরনা"। বাগানটা সেই ইহুদীদের দ্বারা রুদ্ধ ও সীলমোহরযুক্ত করা হয়েছিল যারা বলেছিল, *আমাদের মনে পড়ছে, সেই প্রতারক জীবিত থাকতে বলেছিল, তিন দিন পরে আমি পুনরুত্থিত হব। সুতরাং সমাধিগুহাটা পাহারা দিতে আদেশ করুন,* ইত্যাদি, তারপর, *তারা গিয়ে সেই পাথরের উপরে সীলমোহর করে সমাধিগুহাটা সুরক্ষিত করল* [২৯]। তাদেরই লক্ষ করে একজন বলেছিলেন, *বিশ্রামকালে তুমি তাদের বিচার করবে* [৩০]।

কিন্তু, যে সীলমোহরযুক্ত ঝরনার কথা বলা হচ্ছে, সে কে? এবং *জীবন্ত জলের ঝরনা* (৩১) বলতে কাকে বোঝায়? তিনি স্বয়ং ত্রাণকর্তা, যাঁর বিষয়ে লেখা আছে, *তোমার কাছে জীবনের ঝরনা* (৩২)।

৬। **পুনরুত্থান সংক্রান্ত সাক্ষ্যদান** (জেফা ৩:৭-৮)

জেফানিয়া খ্রিষ্টের হয়ে শিষ্যদের কী বলেছিলেন? *নিজেকে প্রস্তুত কর, ভোরে ওঠ, কেননা তাদের প্রতিটা আঙুরগুচ্ছও বিকৃত হয়ে গেছে*, অর্থাৎ, ইহুদীদের আঙুরখেত কাটা হয়েছে, তাতে একটা আঙুরগুচ্ছও আর নেই, পরিত্রাণের একটা আঙুরফলও অবশিষ্ট রইল না। লক্ষ কর, শিষ্যদের তিনি বলেন, *নিজেকে প্রস্তুত কর, ভোরে ওঠ*: হ্যাঁ, ভোরে পুনরুত্থানের জন্য অপেক্ষা কর। পরে একই প্রসঙ্গে শাস্ত্র বলে চলে, *সুতরাং আমারই জন্য তুমি অপেক্ষা কর—প্রভুর উক্তি—আমার পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত, সেই সাক্ষ্য-স্থানে।*

তুমি তো দেখতে পাচ্ছ, নবী পুনরুত্থানের সেই স্থানও আগে থেকে দেখতে পেয়েছিলেন যা 'সাক্ষ্য' বলে অভিহিত হওয়ার কথা। বাস্তবিকই, কেনই বা গলগথা ও পুনরুত্থানের এই স্থানটা অন্যান্য গির্জাগুলোর মত 'গির্জা' বলে নয়, কিন্তু 'সাক্ষ্য-স্থান' বলে অভিহিত? এর কারণ এ কি নয় যে, নবী নিজে বলেছিলেন, *আমার সেই পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত, সেই সাক্ষ্য-স্থানে।*

৭। **ভক্তদের মিলনের চিহ্ন বলে পুনরুত্থান** (জেফা ৩:৯-১০)

ইনি কে? এবং, যার পুনরুত্থান হওয়ার কথা, তার চিহ্ন কি? একই প্রসঙ্গে নবীর পরবর্তী কথায় নবী স্পষ্টই বলেন, *তখন আমি জাতিসকলের ওষ্ঠ রূপান্তরিত করব;* বাস্তবিকই, পুনরুত্থানের পরে পবিত্র আত্মা প্রেরিত হলে ভাষার সেই অনুগ্রহদান প্রদান করা হয়েছিল *তারা যেন একই জোয়ালের অধীন হয়ে প্রভুকে সেবা করে।* এবং একই নবীর আর কোন্ প্রতীক রয়েছে 'তারা যেন একই জোয়ালের অধীন হয়ে প্রভুকে সেবা করে?' *ইথিওপিয়ার নদনদীর ওপার থেকে তারা আমার কাছে আনবে উপহার।* সেই ইথিওপীয় কঞ্চুকী যে ইথিওপিয়ার নদনদী থেকে এসেছিলেন, প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে এবিষয়ে কি লেখা রয়েছে (৩৩), তা তুমি জান।

সুতরাং, যখন শাস্ত্র কাল ও স্থানের বৈশিষ্ট বর্ণনা করে, যখন সেই চিহ্নগুলোও বর্ণনা করে যা পুনরুত্থানের পরে ঘটেছিল, তখন তুমি পুনরুত্থানে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন কর, ও *খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন* [৩৪] এ স্বীকারোক্তি উচ্চারণ করার বিষয়ে কেউই যেন তোমাকে বিচলিত না করে।

৮। ৮৮ নং সামসঙ্গীতের সাক্ষ্যদান

এবার ৮৮ নং সামসঙ্গীতের সাক্ষ্যদানও গ্রহণ কর; সেই সামসঙ্গীতে খ্রিষ্ট নবীদের মুখ দিয়ে কথা বলেন (কেননা যিনি সেসময় কথা বলেছিলেন, তিনি পরবর্তীকালে আমাদের মাঝে এলেন): *প্রভু, ত্রাণেশ্বর আমার, আমি দিনরাত তোমার সামনে চিৎকার করি* [৩৫], এবং ক'টা পদ পরে, *আমি হয়েছি এমন মানুষের মত যার জন্য কোন সাহায্য নেই, যে মৃতদের মধ্যে মুক্ত জন* [৩৬]। তিনি তো বলেননি, 'আমি হয়েছি এমন মানুষ', ইত্যাদি; না, তিনি বললেন, "আমি হয়েছি এমন মানুষের মত যার জন্য কোন সাহায্য নেই"। কেননা তিনি দুর্বল বলে নয়, ইচ্ছাকৃত ভাবেই ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, ও তাঁর মৃত্যু অনিচ্ছাকৃত দুর্বলতার ফল ছিল না। *যারা সেই গহ্বরে নেমে যায়, আমি তাদেরই সঙ্গে পরিগণিত*, এবচনের চিহ্ন কি? *আমা থেকে তুমি আমার বন্ধুদের সরিয়ে দিয়েছ দূরে* [৩৭], হ্যাঁ, তাঁর শিষ্যেরা পালিয়ে গেছিল; এবং *মৃতদেরই জন্য কি তুমি সাধন কর আশ্চর্য কাজ?* [৩৮] এবং ক'টা বচন পরে, *আমি তোমার কাছে, প্রভু, চিৎকার করলাম; প্রত্যূষে আমার প্রার্থনা তোমার সম্মুখে যাবে* [৩৯]।

তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? এসমস্ত পদে ক্ষণ, যন্ত্রণাভোগ ও পুনরুত্থানের সঠিক বিষয় উল্লিখিত।

৯। সমাধিগুহার পূর্বলক্ষণ (পরমগীত ২:১০, ১৪)

ত্রাণকর্তা কোথা থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন? তা পরম গীতে ব্যক্ত, *ওঠ, প্রতিবেশিনী আমার*। এবং ক'টা পদ পরে নির্দিষ্ট স্থানের কথা ব্যক্ত, '*শৈলের ফাটলে*'।

তিনি 'শৈলের ফাটল' ব'লে শৈলে কাটা সেই গুহাকে বলেন যা সমাধিগুহাগুলোর সামনে রাখার রীতি অনুসারে একসময়ে ত্রাণকর্তার সমাধিগুহার দরজার সামনে স্থিত ছিল ও যা শৈল থেকে কাটা হয়েছিল। আজকালে সেটা আর দেখা সম্ভব নয়, কেননা

বর্তমান অলঙ্কারগুলোর খাতিরে সেটার সামনের অংশটা অলঙ্কার দেওয়ার সময়ে কাটিয়ে ফেলা হয়েছিল।

সুতরাং, রাজ-বদান্যতার সম্পাদিত সমাধিগুহার অলঙ্করণের আগে শৈলের সামনের মুখে একটা ফাটল ছিল। কিন্তু কোথায় সেই শৈল যার গায় ফাটল ছিল? সেটা কি শহরের মাঝখানে? নাকি নগরপ্রাচীরের ধারে বা শহরের সীমার বাইরে? নাকি প্রাচীন প্রাচীরের অভ্যন্তরে বা সেই প্রাকার-বেষ্টনিরই অভ্যন্তরে যা পরবর্তীকালে গাঁথা হয়েছিল? গীতিকাটা বলে, *শৈলের ফাটলে, প্রাকার-বেষ্টনির ধারে।*

১০। **পুনরুত্থান ও আদিসৃষ্টির গ্রীষ্মকাল** (পরমগীত ২; আদি ১)

ত্রাণকর্তা কোন্ ঋতুতে বা বছরের অন্য কোন্ কালে পুনরুত্থিত হলেন, তা গীতিকাটা ব্যক্ত করে।

উল্লিখিত বাণীর আগের কোন একটা বচনে তিনি বলেন, *শীতকাল পার হয়ে গেছে, বর্ষা থেমে গেছে, চলে গেছে; মাঠে মাঠে ফুল প্রস্ফুটিত হচ্ছে, [গাছ] ছাঁটাইয়ের সময় এসেছে* (৪০)। এখন কি মাঠে মাঠে ফুল প্রস্ফুটিত হচ্ছে না? এখন কি কৃষকেরা আঙুরগাছ ছাঁটাই করছে না? তুমি লক্ষ করেছ, তিনি এও বলেছেন যে, শীতকাল পার হয়ে গেছে, কেননা যখন এই ক্সান্থিকোস মাস এসে গেছে, তখন ইতিমধ্যে বসন্তকালই এসে গেছে। আর এই যে ঋতু, সেটা হলো হিব্রুদের সেই প্রথম মাস যে মাসে সেই পাস্কাপর্ব উদ্‌যাপিত যা পুরাকালে প্রতীকমূলক ভাবে কিন্তু এখন সত্যাকার ভাবে উদ্‌যাপিত।

এটাই জগৎ-সৃষ্টির সেই কাল যখন ঈশ্বর বলেছিলেন, *ভূমি সবুজ ঘাস উৎপন্ন করুক, এমন উদ্ভিদও উৎপন্ন করুক যা বীজ বহন করে* (৪১)। আর তুমি তো দেখতে পাচ্ছ, এখনও প্রতিটা উদ্ভিদ বীজ বহন করে থাকে। আর যেমন সেসময় ঈশ্বর সূর্য ও চাঁদ গড়েছিলেন ও এক একটার জন্য দিয়েছিলেন সমান সমান দিন ও রাতের দৌড়, তেমনি অল্প কিছু দিন আগেও বিষুব কাল ছিল। সেসময় ঈশ্বর বলেছিলেন, *এসো, আমরা আমাদের আপন প্রতিমূর্তিতে, আমাদের আপন সাদৃশ্য অনুসারে মানুষ নির্মাণ করি* (৪২)। আর মানুষ সেই প্রতিমূর্তি পেয়েছিল, কিন্তু নিজের অবাধ্যতার দরুণ সেই সাদৃশ্য অন্ধকারময় করে ফেলেছে। সুতরাং, যে সময়কালে সে অবাধ্যতার ফলে সাদৃশ্যটা হারিয়ে ফেলেছিল, সেই একই সময়কালে সেটার পুনরুদ্ধার হয়েছে। যে

সময়কালে সৃষ্ট মানুষ অবাধ্যতা দ্বারা পরমদেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল, বিশ্বাস করেছিলেন যিনি তিনি সেই একই সময়কালে বাধ্যতা দ্বারা প্রবেশাধিকার পেয়েছেন। সুতরাং, আমাদের পরিত্রাণ পতনের সেই একই সময়কালেই হয়েছে যখন ফুল আবির্ভূত হয়েছিল ও ছাঁটাইকর্ম এসেছিল।

১১। প্রথম ও দ্বিতীয় সৃষ্টির বাগান

তাঁর সমাধির স্থান ছিল একটা বাগান, ও আঙুরলতা সেটাই ছিল যেটা সেই স্থানে পোঁতা হয়েছিল, কেননা তিনি বলেছিলেন, '*আমিই আঙুরলতা*'(৪৩)।

সুতরাং তাঁকে মাটিতে পোঁতা হয়েছিল যাতে আদমের কারণে যে অভিশাপ এসেছিল তা উপড়িয়ে ফেলা হতে পারত (৪৪)। ভূমি কাঁটা ও শেয়ালকাঁটা দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল, কিন্তু ভূমি থেকে উৎসারিত হলো সত্যকার আঙুরলতা যাতে এই বচন সিদ্ধিলাভ করতে পারে, *ভূমি থেকে সত্য হল উৎসারিত, স্বর্গ থেকে ধর্মময়তা বাড়াল মুখ* (৪৫)। আর সেই বাগানে সমাহিত রয়েছেন যিনি, তিনি কি বলবেন? *আমি আমার গন্ধনির্যাস ও সুগন্ধি দ্রব্য সংগ্রহ করেছি: গন্ধনির্যাস, অগুরু ও শ্রেষ্ঠ যত সুগন্ধি গাছ* (৪৬)। এগুলো হলো সমাধিদানের প্রতীক যা সুসমাচারে উল্লিখিত, *সেই স্ত্রীলোকেরা তাঁদের প্রস্তুত করা গন্ধদ্রব্যগুলো সঙ্গে নিয়ে সমাধিস্থানে গেলেন* (৪৭); *সেই নিকোদেমও প্রায় তেত্রিশ কিলো গন্ধনির্যাস-মেশানো অগুরু নিয়ে এলেন* (৪৮)।

গীতিকার উল্লিখিত সেই পদে এও লেখা রয়েছে, *আমি মধুসমেত আমার রুটি খেয়েছি* (৪৯), অর্থাৎ, যন্ত্রণাভোগের আগে তিক্তটা [তিক্ত রুটি], পুনরুত্থানের পরে মিষ্টটা [মিষ্ট রুটি] খেয়েছি। তারপর, দরজা রুদ্ধ হলেও তিনি পুনরুজ্জীবিত অবস্থায় প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু শিষ্যেরা বিশ্বাসের অভাবে *মনে করছিলেন, তাঁরা যেন ভূত দেখছেন।* তিনি কিন্তু বলেছিলেন, *স্পর্শ কর, দেখ* (৫০), হ্যাঁ, থোমাস যেভাবে দাবি করেছে, সেভাবে তোমরা পেরেকের দাগে আঙুল রাখ। আর *তাঁরা আনন্দের আতিশয্যে তখনও বিশ্বাস করছিলেন না ও আশ্চর্যান্বিত ছিলেন বিধায় তিনি তাঁদের বললেন, তোমাদের কাছে এখানে কি খাবার মত কিছু আছে? তাঁরা তাঁকে একখানা ভাজা মাছ, ও চাক থেকে নেওয়া মধু দিলেন* (৫১)। লক্ষ কর কেমন করে "আমি মধুসমেত আমার রুটি খেয়েছি" বচনটা সিদ্ধিলাভ করল।

১২। **মারীয়ার অনুসন্ধান** (পরমগীত ৩:১-৪)

কিন্তু, রুদ্ধ দরজার ভিতর দিয়ে ঢোকবার আগে আত্মাদের চিকিৎসক সেই বর উৎকৃষ্ট ও পুরুষতুল্য সাহসের অধিকারিণী সেই স্ত্রীলোকদের সন্ধানের পাত্র হয়েছিলেন। সেই ধন্য স্ত্রীলোকেরা সমাধিস্থানে এসে তাঁকে খোঁজ করছিলেন যিনি ইতিমধ্যে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন; তাঁদের চোখে জল ছিল (৫২), অথচ এটাই আরও বেশি সমীচীন হত যে, সেই পুনরুজ্জীবিত জনের জন্য তাঁরা আনন্দে নেচে উঠবেন।

মারীয়া এসেছিলেন, কিন্তু, সুসমাচার অনুসারে, তিনি তাঁকে পাননি; পরে কিন্তু তিনি দূতদের সংবাদ শুনেছিলেন, ও পরিশেষে খ্রিষ্টকে দেখতে পেয়েছিলেন। তবে, এসমস্ত কিছুও কি আগে থেকে লেখা হয়েছিল? পরম গীতে লেখা আছে, *আমি আমার শয্যায়, আমার প্রাণ যাঁকে ভালবাসে, তাঁর অন্বেষণ করলাম* (৫৩); কোন্ সময়? *রাত্রিকালে আমি আমার শয্যায়, আমার প্রাণ যাঁকে ভালবাসে, তাঁর অন্বেষণ করলাম;* সুসমাচার বলে, *অন্ধকার থাকতেই মারীয়া এলেন* (৫৪); [গীতিকা বলে চলে] *রাত্রিকালে আমি আমার শয্যায়, আমার প্রাণ যাঁকে ভালবাসে, তাঁর অন্বেষণ করলাম; অন্বেষণ করলাম, কিন্তু তাঁকে পেলাম না,* ও সুসমাচারে মারীয়া বলেন, *ওরা আমার প্রভুকে তুলে নিয়ে গেছে, আর তাঁকে কোথায় রেখেছে জানি না* (৫৫)। আর সেসময় উপস্থিত সেই দূতগণ তাঁদের অজ্ঞতা নিরাময় করলেন, কেননা তাঁরা বললেন, *যিনি জীবিত, তাঁকে তোমরা মৃতদের মধ্যে কেন খুঁজছ?* (৫৬)। তিনি পুনরুত্থান করেছেন তা শুধু নয়, কিন্তু মৃতদেরও সঙ্গে করে নিয়ে পুনরুত্থান করেছেন (৫৭)।

কিন্তু মারীয়া তা জানতেন না, এবং তাঁর হয়ে পরম গীত দূতদের বলে, '*আমার প্রাণ যাঁকে ভালবাসে, তোমরা কি দেখেছ তাঁকে?*' আমি তাদের অর্থাৎ সেই দুই দূতকে *পেরিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় তাঁকেই দেখতে পেলাম, আমার প্রাণ যাঁকে ভালবাসে, তাঁকে আঁকড়িয়ে ধরলাম, ও তাঁকে আর ছাড়বই না* (৫৮)।

১৩। **মারীয়ার চোখের জল**

বাস্তবিকই, দূতদের আবির্ভাবের পর শুভসংবাদ-দাতা রূপে স্বয়ং যিশু এলেন; এবিষয়ে সুসমাচার বলে, *আর হঠাৎ তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে স্বয়ং যিশু এসে উপস্থিত;*

তিনি বললেন, "আনন্দিত হও" আর তাঁরা কাছে এসে তাঁর পা দু'টো জড়িয়ে ধরলেন (৫৯)।

তাঁরা তাঁকে ধরে রাখছিলেন যাতে এবচনটা সিদ্ধিলাভ করে, *আমি তাঁকে ধরলাম ও তাঁকে আর ছাড়বই না* (৬০)। স্ত্রীলোকটি দেহে দুর্বল হয়েও তাঁর আত্মা ছিল সাহসী। *বিপুল জলরাশি ভালবাসা নিবাতে পারে না, নদনদীও পারে না* (৬১); যাঁকে তারা খোঁজ করছিলেন, তিনি মৃত ছিলেন, তবু পুনরুত্থানের প্রত্যাশা নিবানো হয়নি। এবং দূত তাঁদের আবার বললেন, *তোমরা ভয় করো না* (৬২), আমি সৈন্যদের উদ্দেশ করে নয়, তোমাদেরই উদ্দেশ করে 'ভয় করো না' বলছি; সৈন্যেরা ভয় করুক, যাতে অভিজ্ঞতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা সাক্ষ্যদান করতে পারে ও বলতে পারে, *ইনি সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন* (৬৩)। কিন্তু তোমাদের ভয় করা উচিত নয়, *কারণ সিদ্ধ ভালবাসা ভয়কে দূর করে দেয়; তোমরা গিয়ে তাঁর শিষ্যদের বল যে, তিনি পুনরুত্থান করেছেন* (৬৪), ইত্যাদি।

তাঁরা যে আনন্দে, আবার ভয়ে অভিভূত হয়ে চলে যান, একথাও কি আগে থেকে লেখা ছিল? হ্যাঁ, ছিল; ২ নং যে সামসঙ্গীত খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগ বর্ণনা করে, সেই সামসঙ্গীত বলে, *সভয়ে প্রভুকে সেবা কর, সকম্পে তাঁকে নিয়ে আনন্দিত হও* (৬৫): 'আনন্দিত হও', পুনরুত্থিত প্রভুর খাতিরে, কিন্তু 'সকম্পে', সেই ভূমিকম্পের খাতিরে ও বিদ্যুৎ-ঝলকের মত আবির্ভূত সেই দূতের খাতিরে।

১৪। **নবীদের সাক্ষ্যদান** (ইশা ২৭:১১; ৩০:১০; হোশেয়া ৬:৩)

সুতরাং, যদিও প্রধান যাজকেরা ও ফরিশীরা পিলাতের অনুমোদন ক্রমে কবরটা সীলমোহরযুক্ত করে থাকেন, তবু স্ত্রীলোকেরা সেই পুনরুত্থিত জনকে দেখতে পেলেন।

ইশাইয়া একদিকে প্রধান যাজকদের দুর্বলতা ও অপর দিকে বিশ্বাসে স্ত্রীলোকদের শক্তির কথা জেনে বলেন, *দর্শনলাভ থেকে ফিরে আসছ যে স্ত্রীলোকেরা, তোমরা এগিয়ে এসো, কারণ জনগণ নির্বোধ* (৬৬); হ্যাঁ, এতে প্রধান যাজককেরা বুদ্ধি বঞ্চিত হচ্ছেন, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছেন। আর যখন সৈন্যেরা শহরে ফিরে এসে সেই যাজকদের কাছে গিয়েছিল ও যা কিছু ঘটেছিল তা তাঁদের বলে দিয়েছিল, তখন তাঁরা তাদের বলেছিলেন, *তোমরা একথা বলবে, তার শিষ্যেরা রাত্রিকালে এসে আমরা যখন ঘুমোচ্ছিলাম, তখন তাকে চুরি করে নিয়ে গেল* (৬৭)। ইশাইয়া একথাও সঠিকভাবে আগে

থেকে বলেছিলেন, কেমন যেন তাঁদের হয়ে বলেছিলেন, *আমাদের অন্য কিছু বলো, ভ্রান্তিজনক অন্য কথা বর্ণনা কর* (৬৮)। যিনি পুনরুত্থান করেছেন, তিনি পুনরুজ্জীবিত, অথচ তাঁরা টাকা উপহারের মাধ্যমে সৈন্যদের মন কেনেন; তাঁরা কিন্তু বর্তমানকালের রাজাদের মন কিনতে পারছেন না। সুতরাং সৈন্যেরা টাকার বিনিময়ে সত্য তুলে দিল, কিন্তু আজকালের রাজারা ভক্তির খাতিরে আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের পুনরুত্থানের পবিত্র গির্জা নির্মাণ করেছেন যা রুপোতে মোড়া ও সোনায় অলঙ্কৃত; এই যে গির্জায় আমরা এখন সমবেত: সোনা-রুপোর ঐশ্বর্যে ও মূল্যবান মণিমুক্তায় সৌন্দর্যভূষিত গির্জা (৬৯)।

তাঁরা বলেছিলেন, *আর যদিই বা একথা প্রদেশপালের কানে যায়, তবে আমরাই তাঁকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেব* (৭০)। হ্যাঁ, তোমরা সৈন্যদের মন যতই কিনে থাক না কেন, জগতের মন জয় করতে পারবে না; কেননা, যেমন পিতর কারাবাস থেকে পালিয়ে যাওয়ার ফলে তাঁর প্রহরীরা দণ্ডিত হয়েছিল, তেমনি যারা যিশু খ্রিষ্টকে পাহারা দিচ্ছিল তারা কেন সেইমত দণ্ডিত হয়নি? ওদের উপর হেরোদ দ্বারা দণ্ডটা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কারণ অজ্ঞতাবশত ওরা নিজেদের রক্ষা করার জন্য বলার মত কিছুই পাচ্ছিল না; কিন্তু এরা যারা সত্য দেখেছিল ও টাকার খাতিরে তা গোপন করেছিল, এরা প্রধান যাজকদের দ্বারা নির্দোষী হয়ে রক্ষা পেল। তা সত্ত্বেও, যদিও সেসময়ে বিষয়টা কিছুসংখ্যক ইহুদীর মন জয় করেছিল, তবু জগৎ বাধ্যতা স্বীকার করল। যারা সত্যকে গুপ্ত রেখেছিল, তারা নিজেরাও বিস্মৃত হয়ে গুপ্ত হয়ে থাকল, কিন্তু যারা তা গ্রহণ করে নিল, তারা সেই ত্রাণকর্তার প্রতাপে প্রকাশ্য আলোতে উঠল যিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন শুধু নয়, নিজের সঙ্গে করে নিয়ে মৃতদেরও পুনরুত্থিত করলেন। এদেরই হয়ে নবী হোশেয়া স্পষ্টই বলেন, *দু' দিন পরে তিনি আমাদের পুনরুজ্জীবিত করবেন, আর তৃতীয় দিনে আমরা পুনরুত্থিত হব ও তাঁরই সাক্ষাতে জীবনযাপন করব* (৭১)।

১৫। বিবিধ সাক্ষ্যদান সম্পর্কে

কিন্তু, যেহেতু অবাধ্য ইহুদীরা ঐশশাস্ত্র দ্বারা নিজেদের নিশ্চিত হতে না দিয়ে বরং যা লেখা আছে সেইসব ভুলে গিয়ে যিশুর পুনরুত্থানে আপত্তি উত্থাপন করে, সেজন্য তাদের এভাবেই প্রতিবাদ করা উত্তম হবে: তোমরা যখন বলে থাক যে, এলিশেয় ও

এলিয় মৃতদের পুনরুত্থিত করেছিলেন [৭২], তখন কোন্ যুক্তিতেই বা আমাদের ত্রাণকর্তাকে মেনে নিতে অসম্মত? কারণটা এটি কি হতে পারে যে, আমরা যা বলি, এবিষয়ে সেই প্রজন্মের জীবিত কোন সাক্ষী আমাদের এখন নেই? তাই তোমরাও সেকালের ঘটনার সাক্ষীদের এনে দাঁড় করাও। সেটা কি লিখিত বিষয়? আচ্ছা, এটাও লিখিত বিষয়। তবে কেন তোমরা একটা গ্রহণ কর কিন্তু অন্যটা প্রত্যাখ্যান কর? যাঁরা সেকালের কথা লিখেছিলেন, তাঁরা হিব্রু ছিলেন, বেশ, সকল প্রেরিতদূতও হিব্রু ছিলেন, তাই কেন তোমরা ইহুদীদের অবিশ্বাস কর? যে মথি সুসমাচার লিখেছিলেন, তিনি তা হিব্রু ভাষায়ই তা লিখেছিলেন; এবং প্রচারক সেই পল ছিলেন হিব্রু বংশের প্রকৃত হিব্রু মানুষ; সেই বারোজন প্রেরিতদূত, তাঁরা সকলেও হিব্রু বংশধর; পরে, যেরুশালেমের পনেরো বিশপ পরম্পরাক্রমে হিব্রুদের মধ্য থেকেই নিযুক্ত হয়েছিলেন। সুতরাং, কোন্ যুক্তিতে তোমরা তোমাদের নিজেদের বর্ণনা গ্রহণ কর ও আমাদেরটা প্রত্যাখ্যান কর যদিও এটাও হিব্রুদের দ্বারা তাদের নিজেদের অভ্যন্তরে লেখা হয়েছিল?

১৬। সর্বোৎকৃষ্ট এই পুনরুত্থান

কিন্তু কেউ না কেউ বলবে, মৃতদের পুনরুত্থিত করে তোলা অসম্ভব! অথচ সেই এলিশেয় দু’ দু’বার মৃতদের পুনরুত্থিত করে তুলেছিলেন, একবার যখন তিনি জীবিত ছিলেন, আর একবার যখন তিনি মৃত ছিলেন [৭৩]।

সুতরাং, আমরা কি এ বিশ্বাস করব যে, এলিশেয়ের লাশের উপরে ফেলে দেওয়া এক মৃত ব্যক্তি সেই সংস্পর্শে পুনরুত্থান করেছিল কিন্তু খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেননি? তাছাড়া, সেই ক্ষেত্রে, যে মৃতদেহ এলিশেয়কে স্পর্শ করেছিল সে পুনরুত্থান করেছিল, কিন্তু তাকে পুনরুত্থিত করে তুলেছিলেন যিনি তিনি আগের মত মৃত অবস্থায় থাকলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে, আমরা যাঁর কথা বলছি সেই মৃত ব্যক্তিও পুনরুত্থান করেছিলেন ও তাঁকে স্পর্শ না করা সত্ত্বেও বহু মৃত ব্যক্তিও পুনরুত্থিত হল। কেননা *অনেক নিদ্রাগত পবিত্রজনের দেহ পুনরুত্থিত হল, ও তাঁর পুনরুত্থানের পর তাঁরা কবর থেকে বেরিয়ে গিয়ে পবিত্র নগরীতে প্রবেশ করলেন* (এ স্পষ্টই যে, নগরীটা হলো এই নগরী যেখানে আমরা এখন রয়েছি), ও *বহু লোককে দেখা দিলেন* [৭৪]।

সুতরাং, এলিশেয় একটি মৃত ব্যক্তিকে পুনরুত্থিত করে তুললেন বটে, কিন্তু তিনি জগৎকে জয় করেননি; এলিয় একটা মৃত ব্যক্তিকে পুনরুত্থিত করে তুললেন বটে, কিন্তু এলিয়ের নামে অপদূতেরা বিতাড়িত হয়নি। আমরা নবীদের ছোট করছি না, তাঁদের প্রভুকেই আরও বেশি মহিমান্বিত করছি; কেননা আমরা তাঁদের কর্মগুলো ছোট করায় যে আমাদেরটা উত্তোলন করছি এমন নয়, কারণ তাঁদের যা, তা আমাদেরও; বরং তাঁদের মধ্যে যা কিছু ঘটেছিল, তা দ্বারা আমরা আমাদেরটা আরও বেশি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলি।

১৭। সেই যোনার প্রতীক

অথচ তারা এবিষয়ে প্রতিবাদ করে বলে, সবেমাত্র মৃত একটা মৃতদেহ জীবিত একজন দ্বারা পুনরুত্থিত হল; কিন্তু আমাদের দেখাও, এ কেমনটা হতে পারে যে, তিন তিন দিন ধরেই মৃত এক ব্যক্তি পুনরুত্থান করতে পারে; এবং এও দেখাও যে, এ কেমনটা হতে পারে যে, সমাহিত এক ব্যক্তি তিন দিন পরে পুনরুত্থান করতে পারে।

আমরা তেমন ধরনের সাক্ষ্যদান অনুসন্ধান করতে গেলে প্রভু যিশু খ্রিষ্ট নিজেই সুসমাচারে সাক্ষ্যটা যুগিয়ে দেন, তিনি তো বলেছিলেন, *কারণ যোনা যেমন তিন দিন তিন রাত ধরে সেই অতিকায় মাছের পেটে থাকলেন, তেমনি মানবপুত্রও তিন দিন তিন রাত ধরে পৃথিবী-গর্ভে থাকবেন* (৭৫)। এবং যখন যোনার বর্ণনা যত্ন সহকারে পরীক্ষা করি, তখন [ঘটনা দু'টোর মধ্যকার] সাদৃশ্যের শক্তি খুবই বড়। যিশু মনপরিবর্তনের কথা প্রচার করতে প্রেরিত হয়েছিলেন, যোনাও প্রেরিত হয়েছিলেন; কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে সেই একজন পালিয়ে গেছিলেন, কিন্তু এই একজন পরিত্রাণদায়ী মনপরিবর্তন প্রদানের জন্য ইচ্ছাকৃত ভাবেই এসেছিলেন।

যোনা জাহাজে ঘুমোচ্ছিলেন ও সমুদ্র ঝড়ে উত্তপ্ত হতে হতে তিনি নাক ডাকছিলেন; যিশুও ঘুমন্ত অবস্থায় থাকতে ঐশসঙ্কল্প ক্রমে সমুদ্রের উপর ঝড় উঠেছিল যাতে পরে সেই ঘুমন্ত জনের প্রতাপ জ্ঞাত হতে পারে। সেই একজনকে তারা বলে, *তুমি কেন নাক ডাকছ? ওঠ, তোমার ঈশ্বরকে ডাক, ঈশ্বর যেন আমাদের ত্রাণ করেন* (৭৬); কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে তাঁরা প্রভুকে বলেন, *প্রভু, আমাদের ত্রাণ করুন* (৭৭)। সেক্ষেত্রে তারা বলত, 'তোমার ঈশ্বরকে ডাক'; এক্ষেত্রে তাঁরা বলেন, 'ত্রাণ করুন'। এতে সেই একজন

বলেন, *আমাকে ধরে সমুদ্রে ফেলে দাও, তবেই সমুদ্র তোমাদের বিষয়ে ক্ষান্ত হবে* [৭৮]; এই একজন নিজেই *বাতাস ও সমুদ্রকে ধমক দিলেন; তাতে মহানিস্তব্ধতা নেমে এল* [৭৯]। সেই একজনকে সেই অতিকায় মাছের পেটে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এই একজন নিজে থেকেই সেইখানে নেমে গেলেন যেখানে বসবাস করছিল মৃত্যুর অদৃশ্যময় অতিকায় মাছ। আর তিনি স্বেচ্ছাকৃত ভাবেই নেমে গেলেন, মৃত্যু নিজের পেটে যাদের কবলিত করেছিল, মৃত্যু যেন তাদের উদ্গিরণ করে, যেইভাবে লেখা রয়েছে, *আমি পাতালের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করব, ও মৃত্যুর হাত থেকে তাদের মুক্ত করব* [৮০]।

১৮। যোনা ও যিশুর মধ্যকার পার্থক্য

ধর্মশিক্ষার এই পর্বে এসে, এসো, বিবেচনা করে দেখি এবিষয় দু'টোর মধ্যে কোনটা বেশি কঠিন অর্থাৎ, সমাহিত মানুষের পক্ষে মাটি থেকে পুনরুত্থান করা নাকি অতিকায় মাছের পেটে স্থিত মানুষের পক্ষে তেমন জীবন্ত পশুর অন্ত্ররাজির অসহ্য গরমের স্পর্শে ক্ষয়শীলতা এড়ানো? বাস্তবিকই, কোন্ মানুষ এ জানে না যে, পেটের গরম এতই যে কবলিত হাড়ও গলে যায়? সুতরাং, তিন দিন তিন রাত ধরে অতিকায় মাছের পেটে থাকার পর কেমন করে যোনা গলে যাননি? এবং যখন মানব প্রকৃতি এমনটা যে আমরা আমাদের এই হাওয়া শ্বাস না করে বাঁচি না, তখন তিনি তিন দিন ধরে আমাদের এই হাওয়া শ্বাস না করে কেমন করে বেঁচে থাকতে পারলেন?

ইহুদীরা কিন্তু এবিষয়ে উত্তর দিয়ে বলে, যোনা সেই পাতালে থাকাকালে ঈশ্বরের প্রতাপ তাঁর সঙ্গে সেখানে নেমে গেছিল। তবে কি, প্রভু নিজের প্রতাপ নিজের দাসের সঙ্গে পাঠিয়ে নিজের দাসকে প্রাণ মঞ্জুর করেন কিন্তু তিনি তা নিজেকেও মঞ্জুর করতে পারেন না? সেটা বিশ্বাস্য হলে তবে এটাও বিশ্বাস্য, এটা অবিশ্বাস্য হলে তবে সেটাও অবিশ্বাস্য। আমার বেলায়, দু'টোই সমানভাবে বিশ্বাসযোগ্য। আমার বিশ্বাস, যোনাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল, কারণ *ঈশ্বরের পক্ষে সবই সাধ্য* [৮১]; আমার বিশ্বাস, খ্রিষ্টকেও মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করা হয়েছে, কারণ এবিষয়ে আমার বহু সাক্ষ্যদান রয়েছে, ঐশশাস্ত্র থেকেও সাক্ষ্যদান, ও পুনরুত্থিত জনের প্রতাপের সেই কার্যকারিতা থেকেও সাক্ষ্যদান যা আজও সক্রিয়।

বস্তুতপক্ষে তিনি পাতালে একাই অবরোহণ করেছিলেন কিন্তু সেখান থেকে বহুসংখ্যক সঙ্গীদের সঙ্গে করে আরোহণ করেছিলেন; হ্যাঁ, তিনি মৃত্যুতে অবরোহণ করলেন ও *অনেক নিদ্রাগত পবিত্রজনের দেহ* তাঁর দ্বারা *পুনরুত্থিত হল* (৮২)।

১৯। পাতালে সেই খ্রিষ্ট সম্পর্কে

পাতালের শেকলে আবদ্ধ না হয়ে এমন নতুন একজনকে পাতালে নেমে যেতে লক্ষ করে মৃত্যু আতঙ্কিত হল (৮৩)।

হে পাতালের দ্বাররক্ষক, তাঁর দর্শনে কেন তোমরা এত ভয়ে অভিভূত হয়েছ? কোন্ অসাধারণ ভয় তোমাদের দখল করেছিল?

মৃত্যু পালিয়ে গেছিল, ও তার সেই পলায়ন তার কাপুরুষত্ব প্রকাশ করল। পবিত্র নবীরা তাঁর দিকে ছুটে গেলেন, ও বিধানদাতা সেই মোশি, সেই আব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোব, সেই দাউদও ও শামুয়েল, ইশাইয়া ও বাপ্তিস্মদাতা সেই যোহনও ছুটে গেলেন যিনি তখনই সাক্ষ্যদান করেছিলেন যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, *যিনি আসছেন, আপনিই কি সেই ব্যক্তি? না আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকব?* (৮৪)।

মৃত্যু যাঁদের কবলিত করেছিল, সেই ধার্মিকেরা সবাই মুক্তি পেলেন, কেননা যাঁকে তাঁরা রাজা বলে ঘোষণা করেছিলেন, সেই তিনি যে আপন উৎকৃষ্ট অগ্রদূতদের মুক্তিসাধক হয়ে উঠবেন তা অধিক সমীচীন। তখন সেই ধার্মিকেরা এক একজন বললেন, *ওহে মৃত্যু, তোমার বিজয় কোথায়? কোথায়, পাতাল, তোমার হুল* (৮৫)। কেননা জয়লাভ করেছেন যিনি, তিনিই আমাদের মুক্ত করেছেন।

২০। যোনা খ্রিষ্টের পূর্বচিহ্ন

নবী যোনা এতেই হলেন আমাদের এই ত্রাণকর্তার প্রতীক, কেননা তিনি অতিকায় মাছের পেটের ভিতর থেকে প্রার্থনা করে বলেছিলেন, *আমার সঙ্কটে আমি প্রভুকে ডাকলাম*, ইত্যাদি, *পাতালের গভীরতম স্থান থেকে চিৎকার করলাম* (৮৬); অথচ তিনি সেই অতিকায় মাছের ভিতরে ছিলেন। কিন্তু মাছের ভিতরে থাকা সত্ত্বেও তিনি বলেন, তিনি পাতালেই রয়েছেন, কেননা তিনি ছিলেন সেই খ্রিষ্টের একটা পূর্বচিহ্ন একদিন পাতালে যাঁর নেমে যাবার কথা ছিল। এবং কয়েকটা কথা বলার পর তিনি খ্রিষ্টের হয়ে

অধিক স্পষ্টভাবে ভাববাণী দিয়ে বলেন, *আমার মাথা পাহড়পর্বতের ফাটলের মধ্যে পড়ে গেল* (৮৭), অথচ তিনি সেই অতিকায় মাছের পেটের ভিতরে ছিলেন।

তবে, কোন্ পাহাড়পর্বত তোমাকে ঘিরে রাখছে? তিনি উত্তরে বলেন, আমি জানি যে, আমি তাঁরই একটা পূর্বচিহ্ন যাঁকে একদিন শৈল থেকে কাটা সমাধিগুহায় শুইয়ে রাখা হবে। এবং সমুদ্রে থাকা সত্ত্বেও যোনা বলেছিলেন, *আমি পৃথিবীর বুকে নেমে গেলাম* (৮৮), কেননা তিনি সেই খ্রিষ্টের একটা পূর্বচিহ্ন ছিলেন যিনি *পৃথিবী-গর্ভে* (৮৯) নেমে গেছিলেন। এবং যারা সৈন্যদের মিথ্যাকথা বলার জন্য প্ররোচিত করে তাদের বলেছিল *তোমরা তাদের একথা বলবে, তারা তাকে চুরি করে নিয়ে গেল* (৯০), সেই ইহুদীদের ব্যবহার আগে থেকে দেখে তিনি বলেছিলেন, *অলীক অসার বস্তু মেনে তারা নিজেদের দয়া পরিত্যাগ করল* (৯১)।

বস্তুত, যিনি তাদের প্রতি দয়া দেখিয়েছিলেন, তিনি এলেন, এবং ইহুদী ও বিজাতীয় উভয়েরই জন্য নিজের মূল্যবান রক্ত দান করে ক্রুশবিদ্ধ হলেন ও পুনরুত্থান করলেন। অথচ ‘অলীক অসার বস্তু’ মানে বলে তারা বলতে থাকে, ‘তোমরা তাদের একথা বলবে, তারা তাকে চুরি করে নিয়ে গেল’। একজন্য তাঁর পুনরুত্থান সম্পর্কে ইশাইয়াও বলেন, *যিনি মেষগুলোর সেই মহান পালককে পৃথিবী-গর্ভ থেকে বের করে আনলেন, তিনি* (৯২), ইত্যাদি; ‘মহান’ শব্দটা বলায় তিনি এমনটা ইচ্ছা করছিলেন, যেন তাঁকে তাঁর আগেকার যত পালকদের সমতুল্য বলে গণ্য না করা হয়।

২১। পলের সাক্ষ্যদান

আর যেহেতু আমাদের সেই সমস্ত ভাববাণী আছে, সেজন্য বিশ্বাস আমাদের সঙ্গে বসবাস করুক। অবিশ্বাস দ্বারা যাদের পতন হয়, তাদের পতন হোক, যেহেতু সেটাই তাদের ইচ্ছা; কিন্তু তুমি পুনরুত্থানে এই বিশ্বাসের শৈলে স্থিতমূল হয়ে দাঁড়িয়েছ, ফলে কোন ভ্রান্তমতপন্থী যেন পুনরুত্থানের বিরুদ্ধে নিন্দাজনক কথা বলতে তোমাকে প্ররোচিত না করে। কেননা মানিপন্থীরা আজও বলে থাকে যে, ত্রাণকর্তার পুনরুত্থান বাস্তব নয় বরং একটা নাটক মাত্র; এতে তারা সেই পলকে শোনে না যিনি বলেন, খ্রিষ্ট *মাংস অনুসারে দাউদ-বংশে সঞ্জাত*, এবং পরবর্তী পদে বলে চলেন, *মৃতদের মধ্য থেকে*

আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে (৯৩), ইত্যাদি। পুনরায় তাদের লক্ষ করে তিনি একথা বলেন, *মনে মনে বলো না, কে স্বর্গে গিয়ে উঠবে? একথাও বলো না, কে অতল গহ্বরে নেমে যাবে? অর্থাৎ মৃতদের মধ্য থেকে খ্রিষ্টকে উঠিয়ে আনবার জন্য কে অতল গহ্বরে নেমে যাবে?* (৯৪)।

আর যেভাবে তিনি সতর্কবাণী দিয়ে অন্যত্র লিখেছিলেন, একইভাবে তিনি পুনরায় বলেন, *মনে রেখো যে দাউদের বংশধর যিশু খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন* (৯৫); তিনি আরও বলেন, *আর খ্রিষ্ট যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের প্রচারও বৃথা, তোমাদের বিশ্বাসও বৃথা।* আবার, *আমরা যে ঈশ্বর সম্বন্ধে মিথ্যাসাক্ষী, একথাই প্রকাশ পাচ্ছে, কারণ আমরা ঈশ্বরের বিপক্ষে এই সাক্ষ্য দিয়েছি যে, তিনি খ্রিষ্টকে পুনরুত্থিত করেছেন যখন আসলে তাঁকে পুনরুত্থিত করেননি* (৯৬)। কিন্তু পরবর্তী এক পদে তিনি বলেন, *আসলে খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন—নিদ্রাগতদের প্রথমফসল রূপে* (৯৭), এবং *তিনি কেফাসকে এবং পরে সেই বারোজনকে দেখা দিলেন* (হ্যাঁ, তুমি সেই একজনমাত্র সাক্ষীকে বিশ্বাস না করলে তবে তোমার আছেন বারোজন সাক্ষী), *পরে তিনি একইসময়ে পাঁচশ'র বেশি ভাইকেও দেখা দিলেন* (হ্যাঁ, ভ্রান্তমতপন্থীরা সেই বারোজনকে অবিশ্বাস করলে কমপক্ষে সেই পাঁচশ' জনের সাক্ষ্য মেনে নিক) *তারপর তিনি সেই যাকোবকে দেখা দিলেন* (৯৮) যিনি তাঁর আপন ভাই ও এই ধর্মপ্রদেশের প্রথম বিশপ (৯৯)। সুতরাং, যখন তেমন বিশপই বিশেষভাবে খ্রিষ্ট যিশুকে পুনরুত্থিত অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলেন, তখন যাকোবের শিষ্য যে তুমি, সেই তুমি তাঁকে অবিশ্বাস করো না। কিন্তু প্রতিবাদ করে তুমি বলছ, 'তাঁর ভাই যাকোব পক্ষপাতী হিসাবেই সাক্ষ্যদান করেছিলেন', তবে, *সবার শেষে তিনি আমাকেও দেখা দিলেন* (১০০)। হ্যাঁ, সেই পল যিনি তাঁর শত্রু ছিলেন; আর শত্রু একজন যখন কথাটা সমর্থন করে, তখন কোন সাক্ষ্যদান সন্দেহের বস্তু হতে পারে? যিনি আগে নির্যাতনকারী হয়েছিলেন (১০১), তিনি এখন পুনরুত্থানের শুভসংবাদের প্রচারক।

২২। অন্যান্য সাক্ষ্যদান

ত্রাণকর্তার পুনরুত্থানের সাক্ষী বহু আছেন: রাত ও পূর্ণিমার জ্যোৎস্না (কেননা সেটা ছিল মাসের ১৬ তারিখের রাত); খ্রিষ্টকে যা গ্রহণ করেছিল সেই সমাধিগুহার শৈল;

ইহুদীদের বিরুদ্ধে সেই পাথরও উঠে দাঁড়াবে [১০২], কারণ পাথরটা প্রভুকে দেখেছিল; যে পাথর গড়িয়ে সরে গেছিল, সেই পাথরও, আজও, একই জায়গায় বসে পুনরুত্থানের সপক্ষে সাক্ষ্যদান করে।

সেই একমাত্র জনিতজনের পুনরুত্থানের সপক্ষে ঈশ্বরের সেই দূতগণ সাক্ষ্যদান করেন যাঁরা সেসময় উপস্থিত ছিলেন [১০৩], ও তাঁদের সঙ্গে সাক্ষ্যদান করেন পিতর ও যোহন, থোমাস ও বাকি সকল প্রেরিতদূত যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সমাধিগুহার দিকে ছুটে গেছিলেন, ও যে কাপড়ে তাঁকে জড়ানো হয়েছিল, তাঁরা সেই ফালিগুলোও পুনরুত্থানের পরে সেখানে পড়া অবস্থায় দেখতে পেলেন; অন্য কেউ তাঁর হাত ও তাঁর পা স্পর্শ করেছিলেন ও পেরেকের দাগ লক্ষ করেছিলেন; এবং তাঁরা মিলে ত্রাণকর্তার ফুঁৎকার উপভোগ করেছিলেন ও পবিত্র আত্মার প্রতাপে পাপের ক্ষমা করার যোগ্য বলে পরিগণিত হয়েছিলেন [১০৪]।

সেই স্ত্রীলোকেরাও সাক্ষী হয়েছিলেন যাঁরা তাঁর পা আঁকড়িয়ে ধরেছিলেন ও সেই মহৎ ভূমিকম্প ও উপস্থিত দূতদের দীপ্তি দেখতে পেয়েছিলেন; সেই যে ক্ষোম-কাপড় তাঁর গায়ে জড়ানো হয়েছিল, ও তিনি পুনরুত্থান করে যা ফেলে রেখেছিলেন, সেগুলোও, ও সেই সৈন্যেরা ও তাদের কাছে দেওয়া টাকাগুলোও সাক্ষ্যদান করে [১০৫]।

আরও সাক্ষ্যদান করে এই স্থান যা এখনও দেখা যেতে পারে, ও পবিত্র মণ্ডলীর এই ঘর যা খ্রিষ্টের প্রতি উজ্জ্বল ভালবাসার খাতিরে শুভস্মৃতির যোগ্য সম্রাট কনস্তান্তিনুস নির্মাণ করেছেন ও অলঙ্কৃত করেছেন, যেইভাবে তুমি নিজে দেখতে পাচ্ছ [১০৬]।

২৩। পালেস্তিনায় সাক্ষ্যদান

তাঁর পুনরুত্থানের বিষয়ে সেই তাবিথাও সাক্ষ্যদান করেন যিনি তাঁর নামে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিতা হয়েছিলেন [১০৭], কেননা যখন তাঁর নামে মৃত ব্যক্তি পুনরুত্থিত হয় তখন কেমন করে আমরা এ বিশ্বাস করব না যে, খ্রিষ্ট পুনরুত্থান করেছেন?

যিশুর পুনরুত্থান বিষয়ে সাগরও সাক্ষ্যদান করে, যেইভাবে তুমি আগেও শুনেছিলে [১০৮]। সেই ধরা মাছগুলো, সেখানকার কয়লার আগুন ও আগুনের উপরে রাখা মাছগুলোও [১০৯] সাক্ষ্যদান করে। সেই পিতরও সাক্ষ্যদান করছেন, যিনি আগে

তাঁকে তিন বার অস্বীকার করেছিলেন ও পরে তিন বার তাঁকে স্বীকার করেছিলেন ও যাঁকে তাঁর আত্মিক মেষগুলোকে পালন করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল (১১০)।

সেই জৈতুন পর্বত আজকের দিনেও দাঁড়িয়ে রয়েছে, যা বিশ্বস্তদের চোখে অটল কিন্তু তাঁকেই প্রদর্শন করছে যিনি একটা মেঘের উপরে আরোহণ করেছিলেন, ও তাঁর আরোহণের স্বর্গীয় তোরণদ্বারও প্রদর্শন করছে (১১১)। কেননা তিনি স্বর্গ থেকে বেথলেহেমে নেমে এসেছিলেন, কিন্তু জৈতুন পর্বত থেকেই স্বর্গে আরোহণ করেছিলেন; তিনি সেই প্রথম স্থানে মানুষদের মাঝে নিজের সংগ্রাম শুরু করেছিলেন, কিন্তু সেই দ্বিতীয় স্থানে সেই সংগ্রামের জন্য মুকুটভূষিত হয়েছিলেন। সুতরাং, তোমার বহু সাক্ষী আছেন, তোমার আছে পুনরুত্থানের এই প্রকৃত স্থান; তোমার আছে পুবমুখী আরোহণের স্থান; তোমার আছে সেই দূতগণ যাঁরা এখানে সাক্ষ্য বহন করেছিলেন; আর তোমার আছে সেই মেঘ যা দ্বারা তিনি আরোহণ করেছিলেন, ও সেই শিষ্যেরা যাঁরা সেস্থান থেকে অবরোহণ করেছিলেন (১১২)।

২৪। স্বর্গারোহণ সম্পর্কে

বিশ্বাস সংক্রান্ত তত্ত্বগুলোর পরম্পরা আমাকে আরোহণের বিষয়ে কথা বলার জন্যও প্রেরণা দিচ্ছে; কিন্তু ঐশঅনুগ্রহ এমনটা ব্যবস্থা করেছে যে, আমার দুর্বলতা যতটুকু আমাকে করতে দিল, সেই অনুসারে তুমি গতকাল, রবিবারেই, বিস্তারিত ভাবে সেসম্পর্কে কথা শুনেছ, কেননা, ঐশঅনুগ্রহের ব্যবস্থা ক্রমে, আমাদের প্রভুর স্বর্গারোহণের বর্ণনাটা গির্জায় পরিবেশিত পাঠগুলোর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর যা গতকাল বলা হয়েছে, তা প্রথমত সকলের খাতিরে, ভক্তদের সমবেত সংখ্যার খাতিরে, ও বিশেষভাবে তোমারই খাতিরে বলা হয়েছিল। কিন্তু তবুও এ প্রশ্ন রয়েছে, যা বলা হয়েছিল তুমি কি তাতে মনোযোগ দিয়েছিলে? কেননা তুমি তো জান যে বিশ্বাস-সূত্রে পরবর্তী যে সূত্র, তা তোমাকে সেই খ্রিষ্টেই বিশ্বাস করতে শেখায় 'যিনি তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করলেন, স্বর্গে আরোহণ করলেন ও পিতার ডান পাশে আসীন আছেন'।

আমি ধরে নিচ্ছি, আমার ব্যাখ্যা অবশ্যই তোমার মনে আছে; তবু সেসময় যা বলা হয়েছিল, আমি এখন সংক্ষিপ্ত ভাবেই তা পুনরায় তোমাকে মনে করিয়ে দিতে যাচ্ছি।

সামসঙ্গীতমালায় যা স্পষ্টভাবে লেখা রয়েছে, তা মনে কর অর্থাৎ, *ঈশ্বর আরোহণ করেছেন জয়ধ্বনির মধ্যে* [১১৩]; এও মনে কর যে, সেই ঐশপ্রতাপগুলো একে অন্যকে বলেছিলেন, *হে নেতৃবৃন্দ, তোরণদ্বারের শির উত্তোলন কর* [১১৪], ইত্যাদি; সেই সামও মনে কর যা বলে, *তিনি ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন, তিনি বন্দিদশা বন্দি করে চালনা করলেন* [১১৫]; সেই নবীকেও মনে কর যিনি বলেছিলেন, *তিনি নিজের আরোহণকে স্বর্গে গেঁথে তোলেন* [১১৬]; আর বিশিষ্ট সেই সমস্ত কিছুও মনে কর যা ইহুদীদের আপত্তির কারণে গতকাল উল্লেখ করা হয়েছে।

২৫। স্বর্গারোহণ সংক্রান্ত পূর্বচিহ্ন

কেননা যখন তারা আপত্তি ক'রে তোমাকে বলে যে, ত্রাণকর্তার আরোহণ অসম্ভবই ব্যাপার, তখন হাবাকুকের স্থানান্তরের বর্ণনা স্মরণ কর: কেননা যখন একটি দূত হাবাকুকের মাথার চুল ধরে তাঁকে স্থানান্তরিত করেছিলেন [১১৭], তখন মহত্তর কারণে এটাই বেশি সম্ভবপর যে, নবীদের ও দূতদের স্বয়ং প্রভু নিজের প্রতাপেই জৈতুন পর্বত থেকে একটা মেঘে চড়ে স্বর্গে আরোহণ করবেন।

তেমন আশ্চর্য কাজ তুমি অবশ্যই স্মরণ করবে, কিন্তু প্রাধান্য সবসময় সেই প্রভুরই উপর আরোপ করবে যিনি আশ্চর্য কাজের কর্তা। কেননা অন্যান্যদের ঊর্ধ্বে তুলে বহন করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি সবকিছু ধারণ করে আছেন [১১৮]। স্মরণ কর যে এনোখকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল [১১৯], কিন্তু যিশু আরোহণই করলেন; গতকাল এলিয় সম্পর্কে যা বলা হয়েছিল, তা স্মরণ কর, অর্থাৎ, এলিয়কে অগ্নিরথে বহন করে নেওয়া হয়েছিল [১২০], কিন্তু *লক্ষ লক্ষ, অসংখ্যই* [১২১] খ্রিষ্টের রথ; তাছাড়া এলিয়কে যর্দনের পুবের দিকে তুলে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু খ্রিষ্ট কিদ্রোন খরস্রোতের পুবে আরোহণ করলেন; এলিয় 'স্বর্গেই যেন' গিয়েছিলেন, কিন্তু যিশু স্বর্গেই গিয়েছেন; এলিয় বলেছিলেন, পবিত্র আত্মার দ্বিগুণ অংশ নিজের পবিত্র শিষ্যকে দেওয়া হবে, কিন্তু খ্রিষ্ট নিজের শিষ্যদের পবিত্র আত্মার অনুগ্রহে এমন বিপুল সহভাগিতা মঞ্জুর করেছেন যার জন্য তাঁরা যে নিজেদের জন্যই সেই অনুগ্রহ পেলেন তা শুধু নয়, বরং হস্তার্পণের দ্বারা

তাঁরা সেই অনুগ্রহের সহভাগিতা সেই সকলের কাছেও প্রদান করতে পারলেন যারা বিশ্বাসী [১২২]।

২৬। পল ও এলিয় সম্পর্কে

ইহুদীদের বিরুদ্ধে এইভাবে সংগ্রাম করার পর যখন তুমি নানা সাদৃশ্য উপস্থাপন করায় তাদের বশীভূত করে থাকবে, তখনই ত্রাণকর্তার সর্বোৎকৃষ্ট গৌরবের কথায় ফিরে এসো, তথা, তারা ছিল দাস কিন্তু তিনি ঈশ্বরের পুত্র। তুমি তখনও তাঁর সর্বোৎকৃষ্টতার কথা স্মরণে রাখবে যখন ভাববে যে খ্রিষ্টের একজন দাসকে তৃতীয় স্বর্গ পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।

কেননা যখন এলিয় প্রথম স্বর্গেরই নাগাল মাত্র পেয়েছিলেন কিন্তু পল তৃতীয় স্বর্গেই পৌঁছে গেছিলেন, তখন পলই মহত্তর মর্যাদা অর্জন করেছিলেন [১২৩]। তোমার প্রেরিতদূতদের বিষয়ে লজ্জাবোধ করবে না; তাঁরা তো মোশির চেয়ে নগণ্য নন, নবীদেরও দ্বিতীয় নন; বরং সম্মাননীয়দের মধ্যে তাঁরা সম্মাননীয়, এমনকি আরও বেশি সম্মাননীয়। কারণ এলিয়কে সত্যিই স্বর্গে তুলে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পিতর স্বর্গরাজ্যেরই চাবিকাঠির অধিকারী যেহেতু এবাণী পেয়েছিলেন, *পৃথিবীতে তুমি যা বেঁধে দেবে, স্বর্গে তা বাঁধা হবে* [১২৪]।

এলিয়কে স্বর্গে তুলে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পলকে ‘তৃতীয় স্বর্গে’ ও ‘পরমদেশেও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল’[১২৫], কারণ যিশুর শিষ্যকে এতেই শোভা পেত যে, তিনি অধিক বহুবিধ অনুগ্রহের পাত্র হবেন; এবং তিনি *অকথনীয় এমন কথা শুনেছিলেন যা মানুষের উচ্চারণ করতে নেই* [১২৬]। কিন্তু পল ঊর্ধ্ব থেকে আবার নেমে এসেছিলেন, কিন্তু তিনি যে তৃতীয় স্বর্গে বসবাস করার অযোগ্য ছিলেন এজন্য নয়, বরং যাতে তিনি মানুষের নাগালের বাইরের জিনিস ভোগ করার পর, সম্মানে নেমে আসার পর, খ্রিষ্টকে প্রচার করার পর, ও তাঁর খাতিরে মৃত্যুবরণ করার পর তিনি যেন সাক্ষ্যমরণের মুকুটও গ্রহণ করতে পারেন।

এবিষয়ের বাকি অংশ আমি পাশ কাটিয়ে যাব, কারণ গতকাল রবিবাসরীয় অনুষ্ঠানে সেবিষয়ে আমি কথা বলেছিলাম। কেননা সদ্বিবেচক শ্রোতাদের জন্য সামান্য স্মারক কথাই শিক্ষালাভের জন্য যথেষ্ট।

২৭। পিতার ডান পাশে আসীন খ্রিষ্ট

পিতার ডান পাশে আসীন পুত্র সম্পর্কে যা আমি বার বার আবৃত্তি করেছি, তাও মনে রেখো, কারণ বিশ্বাস-সূত্রের পরবর্তী সূত্র ঠিক তাই বলে, তিনি 'স্বর্গে আরোহণ করলেন ও পিতার ডান পাশে আসীন আছেন'(১২৭)।

এসো, সেই আসন বলতে যে প্রকৃতপক্ষে কী, আমরা যেন অযথা কৌতূহল দেখিয়ে এবিষয় অনুসন্ধান না করি, যেহেতু বিষয়টা আমাদের ধারণক্ষমতার অতীত; কিন্তু তাদেরও যেন সহ্য না করি যারা মিথ্যাচ্ছলে বলে যে, পুত্র কেবল আপন ক্রুশ, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের পরেই পিতার ডান পাশে আসীন হতে শুরু করেছিলেন।

কেননা সেই পুত্র আসনটা ক্রম অগ্রগতি দ্বারা অর্জন করেননি, বরং তিনি যা, তা জোরেই তিনি পিতার সঙ্গে আসীন যেইভাবে তিনি অনাদিকাল থেকে জনিত। আর নবী ইশাইয়া মাংসে ত্রাণকর্তার আগমনের পূর্বেই সেই আসন দেখেছিলেন বিধায় বলেন, *আমি দেখতে পেলাম, উচ্চ ও সমুন্নত এক সিংহাসনে প্রভু সমাসীন* (১২৮), ইত্যাদি। কেননা পিতাকে *কেউ কখনও দেখেনি* (১২৯), আর যিনি নবীর কাছে দেখা দিয়েছিলেন তিনি ছিলেন সেই পুত্র। সামসঙ্গীতের রচয়িতা এও বলেন, *তোমার রাজাসন আদি থেকেই দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত, অনাদিকাল থেকেই তুমি বিরাজিত* (১৩০)। সুতরাং, যদিও এক্ষেত্রে সাক্ষ্যদান বহু, তবু যথেষ্ট দেরি হয়েছে বলে আমরা এগুলো নিয়েই তুষ্ট থাকব।

২৮। পিতার ডান পাশে আসীন পুত্র সম্পর্কে (সাম ১১০)

পুত্র যে পিতার ডান পাশে আসীন, এবিষয়ে যে বহু বহু কথা বলা হয়, সেই কথাগুলোর কয়েকটা বিষয় তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া আমার একান্ত দরকার।

কেননা ১১০ নং সাম স্পষ্টই বলে, *প্রভু আমার প্রভুকে বললেন, আমার ডান পাশেই আসন গ্রহণ কর, যতক্ষণ না আমি তোমার শত্রুদের করি তোমার পাদপীঠ* (১৩১)। এবং এই বচনের সত্যতা দৃঢ় করে ত্রাণকর্তা সুসমাচারে বলেন যে,

দাউদ নিজে থেকে সেই কথা বলেননি, কিন্তু পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণা গুণেই তা বলেছিলেন; এপ্রসঙ্গে তিনি এ প্রশ্ন রাখেন, *তবে দাউদ কীভাবেই বা আত্মার আবেশে তাঁকে প্রভু বলেন? তিনি তো বলেন, প্রভু আমার প্রভুকে বললেন, আমার ডান পাশে আসন গ্রহণ কর* (১৩২), ইত্যাদি।

প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতেও পিতর পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিনে সেই এগারোজনের সঙ্গে থাকাকালে (১৩৩) ও ইস্রায়েলীয়দের প্রতি কথা বলার সময়ে এই ১১০ নং সামসঙ্গীতের এই সাক্ষ্য অক্ষরে অক্ষরে স্মরণ করিয়ে দেন।

২৯। পিতার ডান পাশে আসীন পুত্র সংক্রান্ত অন্যান্য সাক্ষ্যদান

আমাকে কিন্তু, পিতার ডান পাশে আসীন পুত্র সংক্রান্ত এধরনের আরও কয়েকটা সাক্ষ্যদান সম্পর্কেও স্মরণ করিয়ে দিতে হচ্ছে।

কেননা মথি-রচিত সুসমাচারে লেখা রয়েছে, *এমনকি আমি আপনাদের বলছি, এখন থেকে আপনারা মানবপুত্রকে পরাক্রমের ডান পাশে বসে থাকতে দেখবেন* (১৩৪), ইত্যাদি। একথার সঙ্গে একমত প্রকাশ করে প্রেরিতদূত পিতরও লেখেন, *সেই যিশু খ্রিষ্টের পুনরুত্থান গুণে যিনি স্বর্গে গমন করে ও সমস্ত স্বর্গদূত, কর্তৃত্ব ও শক্তির বশ্যতা গ্রহণ করে ঈশ্বরের ডান পাশে রয়েছেন* (১৩৫)। এবং প্রেরিতদূত পল রোমীয়দের কাছে পত্র লিখে বলেন, *খ্রিষ্ট তো মরলেন, এমনকি পুনরুত্থানও করলেন, তিনিই তো ঈশ্বরের ডান পাশে রয়েছেন* (১৩৬), এবং এফেসীয়দের কাছে পত্রে তিনি এভাবে কথা বলেন, *তাঁর সেই শক্তির পরাক্রান্ত কর্মক্ষমতা অনুসারে যা দ্বারা তিনি খ্রিষ্টকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত ক'রে স্বর্গলোকে আপন ডান পাশে আসন দিয়েছেন* (১৩৭), ইত্যাদি। এবং কলসীয়দের তিনি এভাবে শিক্ষা দেন, *সুতরাং, তোমরা যখন খ্রিষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছ, তখন সেই ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ কর, যেখানে ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন হয়ে খ্রিষ্ট রয়েছেন* (১৩৮)।

এবং হিব্রুদের কাছে পত্রে তিনি বলেন, *তিনি সমস্ত পাপের পরিশুদ্ধি সাধন করার পর ঊর্ধ্বলোকে ঐশমহিমার ডান পাশে আসন নিয়েছেন* (১৩৯)। আরও, *ঈশ্বর স্বর্গদূতদের মধ্যে কাকেই বা কখনও বলেছেন, তুমি আমার ডান পাশে আসন গ্রহণ কর, যতক্ষণ না তোমার শত্রুদের আমি করি তোমার পাদপীঠ?* (১৪০)। আরও, *খ্রিষ্ট পাপের জন্য কেবল*

একটা যজ্ঞ উৎসর্গ ক'রে ঈশ্বরের ডান পাশে চিরকালের মতই আসন নিয়েছেন, আর সেখানে অপেক্ষা করছেন যতক্ষণ তাঁর শত্রুদের তাঁর পাদপীঠ করা না হয় (১৪১)। আরও, *এসো, বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠাতা ও তার সিদ্ধতার সাধক যিশুর দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখি, যিনি তাঁর সম্মুখীন আনন্দের বিনিময়ে ক্রুশীয় লজ্জা অবজ্ঞা ক'রে ক্রুশ সহ্য করলেন ও ঈশ্বরের সিংহাসনের ডান পাশে আসন নিয়েছেন* (১৪২)।

৩০। সেই পুত্র পিতার কাছে বাপ্তিস্মপ্রার্থীদের উপস্থাপন করেন

আর যদিও ঈশ্বরের ডান পাশে আসীন সেই একমাত্র জনিতজন সংক্রান্ত আরও বহু বহু সাক্ষ্য থাকে, তবু আপাতত এগুলোই যথেষ্ট হোক; আমি শুধু একটা সাবধানবাণীই আবার উল্লেখ করতে ইচ্ছা করি, তথা, তিনি মাংসে আগমন করার পরেই যে এই আসনের যোগ্যতা অর্জন করেছেন তা নয়, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট যিনি ঈশ্বরের সেই একমাত্র জনিত পুত্র বরং সর্বযুগের পূর্বেই পিতার ডান পাশের সেই আসনের অধিকারী।

সর্বেশ্বর যিনি, যিনি খ্রিষ্টের পিতা, তিনি, ও যিনি নেমে এলেন, আবার আরোহণ করলেন ও পিতার সঙ্গে আসীন রয়েছেন, আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টও তোমাদের আত্মা রক্ষা করুন; তিনি সেই পুনরুত্থিতজনে তোমাদের আশাকে অবিচল ও অপরিবর্তনশীল রাখুন; তাঁর সঙ্গে তোমাদেরও তোমাদের মৃত পাপ থেকে নিজের স্বর্গীয় দানলাভে উন্নীত করুন; উপযুক্ত সময় তিনি *বায়ুলোকে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তোমাদেরও মেঘলোকে কেড়ে নেওয়া* (১৪৩) হওয়ার যোগ্য গণ্য করুন; এবং তাঁর গৌরবময় দ্বিতীয় আগমনের কাল না আসা পর্যন্ত তিনি তোমাদের নাম জীবিতদের পুস্তকে তোমাদের সকল নাম লিপিবদ্ধ করুন, ও একবার তা লিপিবদ্ধ করার পর তিনি সেই নামগুলো যেন আর কখনও না মুছিয়ে দেন, কেননা যারা পিছিয়ে যায় সেই বহুজনদের নাম মুছিয়ে দেওয়া হয়।

তিনি এমনটা মঞ্জুর করুন, যেন তোমরা সবাই সেই পুনরুত্থিতজনে বিশ্বাস কর, এবং যিনি আরোহণ করেছেন ও পুনরাগমন করবেন তোমরা যেন তাঁর প্রতীক্ষায় থাক (তিনি তো আসবেন, কিন্তু পৃথিবী থেকে নয়; সেজন্য তুমি, হে মানুষ, সেই আসন্ন প্রতারকদের বিষয়ে সতর্ক থাক), তিনি তো ঊর্ধ্বে আসীন, তিনি এক একজনের *সুশৃঙ্খলা ও বিশ্বাসের সুদৃঢ়তা* (১৪৪) দেখে আবার আমাদের সঙ্গে এখানেও উপস্থিত

আছেন। কেননা তিনি যে বর্তমানে মাংসে অনুপস্থিত, এর জন্য তুমি এমনটা মনে করো না যে, তিনি আত্মায়ও অনুপস্থিত।

তিনি আমাদের মাঝে এইখানে উপস্থিত; তাঁর বিষয়ে তুমি যা যা বল, তা তিনি শুনছেন, তোমার মনের ভাবনা লক্ষ করছেন, ও *অন্তর ও হৃদয় তলিয়ে দেখেন* [১৪৫]। তিনি এখনও এখানে উপস্থিত হয়ে, বাপ্তিস্মের দিকে এগিয়ে আসছ যারা, সেই তোমাদের ও অন্যান্য সকলকেও পবিত্র আত্মায় পিতার কাছে উপস্থাপন করার জন্য প্রস্তুত; সেই পিতাকে তিনি বলছেন, *এই দেখ, আমি ও সেই সন্তানেরা, প্রভু যাদের আমাকে দিয়েছেন* [১৪৬]। তাঁরই গৌরব চিরকাল ধরে। আমেন।

---

(১) ১ করি ১৫:১-৪।

(২) ইশা ৬৬:১০।

(৩) সাম ৩০:১২ দ্রঃ।

(৪) সাম ৭১:৮ দ্রঃ।

(৫) মথি ২৮:৯।

(৬) সাম ৮৮:৫ দ্রঃ।

(৭) ১ করি ১৫:৪।

(৮) ইশা ৫৭:২।

(৯) কল ১:২০ দ্রঃ।

(১০) ইশা ৫৭:১।

(১১) ইশা ৫৩:২।

(১২) ইশা ৫৩:৯।

(১৩) আদি ৪৯:৯।

(১৪) গণনা ২৪:৯।

(১৫) সাম ২২:১৬।

(১৬) ইশা ৫১:১ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(১৭) সাম ১২:৬।

(১৮) সাম ৭:৭ দ্রঃ।

(১৯) যোহন ১৯:১৫ দ্রঃ।

(২০) সাম ১৬:৮, ১০।

(২১) সাম ১৬:১১।

(২২) সাম ৩০:২।

(২৩) সাম ৩০:৪ ক।

(২৪) সাম ৩০:৪ ক, খ।

(২৫) সাম ৩০:৬।

(২৬) পরমগীত ৬:১১।

(২৭) যোহন ১৯:৪১ দ্রঃ।

(২৮) সাধু সিরিলের বর্ণনা থেকে (এই ধর্মশিক্ষা ৯ ও ১৪ নং দ্রঃ) আমরা জানতে পারি, আগেকার বাগানের ধ্বংসাবশেষ সেসময়ও দেখা যেতে পারত, কিন্তু সেটার অবস্থা কেমন বা কোন স্থানে বাগানটা অবস্থিত ছিল সেসম্পর্কে তিনি বিস্তারিত কিছু বলেন না।

(২৯) মথি ২৭:৬৩-৬৬।

(৩০) যোব ৭:১৮।

(৩১) পরমগীত ৪:১৫।

(৩২) সাম ৩৬:৯।

(৩৩) প্রেরিত ৮:২৭ দ্রঃ।

(৩৪) ২ তি ২:৮।

(৩৫) সাম ৮৮:২।

(৩৬) সাম ৮৮:৫ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(৩৭) সাম ৮৮:৯।

(৩৮) সাম ৮৮:১১।

(৩৯) সাম ৮৮:১৪।

(৪০) পরমগীত ২:১১-১২।

(৪১) আদি ১:১১।

(৪২) আদি ১:২৬।

(৪৩) যোহন ১৫:১।

(৪৪) আদি ৩:১৮ দ্রঃ।

(৪৫) সাম ৮৫:১২।

(৪৬) পরমগীত ৫:১; ৪:১৪।

(৪৭) লুক ২৪:১।

(৪৮) যোহন ১৯:৩৯।

(৪৯) পরমগীত ৫:১।

(৫০) যোহন ২০:১৮-২৬।

(৫১) লুক ২৪:৪১-৪২।

(৫২) যোহন ২০:১, ১৩ দ্রঃ।

(৫৩) পরমগীত ৩:১।

(৫৪) যোহন ২০:১।

(৫৫) যোহন ২০:১৩।

(৫৬) লুক ২৪:৫।

(৫৭) মথি ২৭:৫২ দ্রঃ।

(৫৮) পরমগীত ৩:৩-৪।

(৫৯) মথি ২৮:৯।

(৬০) পরমগীত ৩:৪।

(৬১) পরমগীত ৮:৭।

(৬২) মথি ২৮:৫।

(৬৩) মথি ২৭:৫৪।

(৬৪) ১ যোহন ৪:১৮; মথি ২৮:৭।

(৬৫) সাম ২:১১।

(৬৬) ইশা ২৭:১১।

(৬৭) মথি ২৮:১৩।

(৬৮) ইশা ৩০:১০।

(৬৯) ৩২৬ সালে, সম্রাট কনস্তান্তিনুস গলগথার নিকটবর্তী সমাধিগুহার উপরে ‘আনাস্তাসিস’ (‘পুনরুত্থান’) গোলাকার পুন্যালয় নির্মাণ করিয়ে একটা অলিন্দের মাধ্যমে গলগথা-পুণ্যালয়কে ও সমাধিগুহাকে সেটার সঙ্গে কেমন যেন একক অবকাঠামোতে একীভূত করেছিলেন। এর ফলে, আমরা আজও গির্জায় ঢুকে দরজার ডান দিকে, ঊর্ধ্বে, গলগথা-স্থান দেখতে পাই (যাতে খাড়া সিঁড়ির মাধ্যমে যাওয়া যায়), মাঝখানে দেখতে পাই শূন্য কবরটা যার ধারে এমন পাথর রয়েছে যা সেই পাথরটি স্মরণ করিয়ে দেয় যা দূত সরিয়ে দিয়েছিলেন।
বইয়ের শুরুতে উল্লিখিত তিনটে স্থানের ছবি দ্রঃ।

(৭০) মথি ২৮:১৪।

(৭১) হোশেয়া ৬:২।

(৭২) ২ রাজা ৪:২০-৩৭ দ্রঃ।

(৭৩) ২ রাজা ৪:২০-৩৭ দ্রঃ।

(৭৪) মথি ২৭:৫২-৫৩।

(৭৫) মথি ১২:৪০; যোনা ২:১।

(৭৬) যোনা ১:৬।

(৭৭) মথি ৮:২৫-২৬।

(৭৮) যোনা ১:১২।

(৭৯) মথি ৮:২৬।

(৮০) হোশেয়া ১৩:১৪।

(৮১) মথি ১৯:২৬।

(৮২) মথি ২৭:৫২।

(৮৩) প্রেরিত ২:২৪ দ্রঃ।

(৮৪) মথি ১১:৩।

(৮৫) ১ করি ১৫:৫৫।

(৮৬) যোনা ২:৩।

(৮৭) যোনা ২:৭।

(৮৮) যোনা ২:৭।

(৮৯) মথি ১২:৪০।

(৯০) মথি ২৮:১৩।

(৯১) যোনা ২:৯।

(৯২) ইশা ৬৩:১১।

(৯৩) রো ১:৩, ৪।

(৯৪) রো ১০:৭।

(৯৫) ২ তি ২:৮।

(৯৬) ১ করি ১৫:১৪-১৫।

(৯৭) ১ করি ১৫:২০।

(৯৮) ১ করি ১৫:৬-৭।

(৯৯) ১ করি ১৫:৭ দ্রঃ। এখানে সাধু সিরিল যেরুশালেম মণ্ডলীর 'স্তম্ভ' (গা ২:৯; প্রেরিত ১৫:১৩; ২১:১৮ দ্রঃ) বলে অভিহিত প্রভুর ভাই সেই যাকোবেরই কথা বলছেন (মথি ১৩:৫৫; মার্ক ৬:৩; গা ১:১৯ দ্রঃ) যিনি কঠোর সাধনা ও কড়া নিয়মবিধি পালনের জন্য সাধু ব্যক্তি বলে গণ্য ছিলেন।
যেরুশালেম মণ্ডলীর ঐতিহ্য অনুসারে তিনি ছিলেন যেরুশালেমের প্রথম বিশপ; আবো, প্রেরিতদূত না হলেও তিনি ছিলেন প্রৈরিতিক মর্যাদার অধিকারী (ধর্মশিক্ষা ৪:২৭; ৬:৩, ২২; ১৭:৩৩)।
অপর দিকে গ্রীক মণ্ডলীগুলো সাধারণত তাঁকে, ও 'ছোট' বলে পরিচিত প্রেরিতদূত যাকোবকে একই ব্যক্তি গণ্য করে না (প্রেরিতদূতদের মধ্যে যাকোব নামক দু'জনই ছিলেন, জেবেদের ছেলে ও যোহনের ভাই 'বড়' যাকোব, ও 'ছোট' যাকোব)।

(১০০) ১ করি ১৫:৮।

(১০১) ১ তি ১:১৩ দ্রঃ।

(১০২) মথি ২৮:২ দ্রঃ।

(১০৩) লুক ২৪:৪ দ্রঃ।

(১০৪) যোহন ২০:৫, ৭, ২২-২৩, ২৭;লুক ২৪:৩৯ দ্রঃ।

(১০৫) মথি ২৮:২, ৪-৫, ৯, ১৫; যোহন ২০:৬-৭ দ্রঃ।

(১০৬) ধর্মশিক্ষা ১৪:৭, ৯, ১৪ দ্রঃ।

(১০৭) প্রেরিত ৯:৪০।

(১০৮) ধর্মশিক্ষা ১৪:১৭… দ্রঃ।

(১০৯) যোহন ২১:৬, ৯ দ্রঃ।

(১১০) যোহন ২১:১৫-১৭ দ্রঃ।

(১১১) প্রেরিত ১:৯, ১৪ দ্রঃ। প্রভুর পুনরুত্থান ও তাঁর স্বর্গারোহণ ঘটনাদ্বয় অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত বৈকি; স্বর্গারোহণের স্থান হিসাবে ছাড়া সেই জৈতুন পর্বত এজন্যও গুরুত্বপূর্ণ এক স্থান যেহেতু সেই পর্বত ছিল প্রার্থনারত মণ্ডলীর আদর্শ স্বয়ং যিশুরই প্রার্থনার স্থান; আরও, সেই পর্বতে তিনি শেষকাল বিষয়ক উপদেশ দিয়েছিলেন (যা সাধু সিরিল দীক্ষাপ্রার্থীদের কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন); আরও, সেই স্থানেই যিশু আপন জীবনের শেষ রাতে অশ্রুজল ফেলেছিলেন।

(১১২) প্রেরিত ১:১২ দ্রঃ।

(১১৩) সাম ৪৭:৬।

(১১৪) সাম ২৪:৭ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(১১৫) সাম ৬৮:১৯।

(১১৬) আমোস ৯:৬।

(১১৭) দা ১৪:৩৬ দ্রঃ।

(১১৮) হিব্রু ১:৩ দ্রঃ।

(১১৯) হিব্রু ১১:৫; আদি ৫:২৪ দ্রঃ।

(১২০) ২ রাজা ২:১১ দ্রঃ।

(১২১) সাম ৬৮:১৮।

(১২২) ২ রাজা ২:৮-৯, ১১, ১৪-১৫; প্রেরিত ৮:১৭-১৮ দ্রঃ।

(১২৩) ২ করি ১২:২ দ্রঃ।

(১২৪) মথি ১৬:১৯।

(১২৫) 'স্বর্গ', 'তৃতীয় স্বর্গ' ও 'পরমদেশ' : এ তিনটি স্থান সম্পর্কে সাধু সিরিল স্পষ্ট কিছুই বলেন না।

(১২৬) ১ করি ১২:৪।

(১২৭) ধর্মশিক্ষা ৪:৬; ১১:৭ দ্রঃ।

(১২৮) ইশা ৬:১।

(১২৯) যোহন ১:১৮।

(১৩০) সাম ৯৩:২।

(১৩১) সাম ১১০:১।

(১৩২) মথি ২২:৪৩-৪৪।

(১৩৩) প্রেরিত ২:৩৪ দ্রঃ।

(১৩৪) মথি ২৬:৬৪।

(১৩৫) ১ পি ৩:২২।

(১৩৬) রো ৮:৩৪।

(১৩৭) এফে ১:২০।

(১৩৮) কল ৩:১।

(১৩৯) হিব্রু ১:৩।

(১৪০) হিব্রু ১:১৩।

(১৪১) হিব্রু ১০:১২-১৩।

(১৪২) হিব্রু ১২:২।

(১৪৩) ১ থে ৪:১৭।

(১৪৪) কল ২:৫ দ্রঃ।

(১৪৫) প্রকাশ ২:২৩।

(১৪৬) ইশা ৮:১৮।

আলোপ্রত্যাশীদের ১৫শ ধর্মশিক্ষা

- খ্রিষ্টের দ্বিতীয় আগমন, শেষ বিচার ও তাঁর অন্তহীন রাজ্য -

বিশ্বাস-সূত্রের খ্রিষ্ট বিষয়ক শেষ সূত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই ১৫শ ধর্মশিক্ষা তিনটে বিষয় তুলে ধরে: প্রথমত যিশু খ্রিষ্টের দ্বিবিধ আগমনের কথা উপস্থাপিত। তিনি যে বেথলেহেমে জন্ম নিয়েছিলেন তা হলো তাঁর প্রথম আগমন যা গুপ্তই ছিল; তিনি আবার আসবেন, আর তাঁর প্রকাশ্য সেই দ্বিতীয় আগমনে তিনি জীবিত ও মৃতদের বিচার করবেন। কিন্তু যেহেতু তিনি যে কবে আসবেন তা সকলের অজানা কথা, সেজন্য খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় থাকবে।

ধর্মশিক্ষার দ্বিতীয় অংশে সাধু সিরিল খ্রিষ্টের রাজ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন; ভ্রান্তমতপন্থীদের বিরুদ্ধে তিনি শাস্ত্রকে হাতিয়ার করে দেখান যে সেই রাজ্য হবে অন্তহীন।

খ্রিষ্টের পুনরাগমনের আগে বহু খ্রিষ্টবৈরী আবির্ভূত হবে; তারা যে আসবে একথা যিশু নিজেই বলেছিলেন; সুতরাং ভক্তমণ্ডলী যেন বিশ্বাসে ও সৎকর্ম সাধনে সতর্ক থাকে।

আমি তখনও তাকিয়ে আছি, এমন সময় কয়েকটা সিংহাসন এনে রাখা হল, এবং বহুদিনের প্রাচীন একজন আসন নিলেন, ও তারপর, *আমি রাত্রিবেলায় আবার দর্শনে দেখছিলাম, এমন সময় আকাশের মেঘের সঙ্গে মানবপুত্রের মত কে যেন একজন এগিয়ে আসছেন,* ইত্যাদি [১], দানিয়েলের এই পাঠের পরে, 'জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে তিনি সগৌরবে পুনরাগমন করবেন; তাঁর রাজ্য হবে অন্তহীন' সূত্র সম্পর্কে, যেরুশালেমে তাৎক্ষণিক ভাবে পরিবেশিত ধর্মশিক্ষা।

১। **খ্রিষ্টের পুনরাগমন সম্পর্কে**

আমরা খ্রিষ্টের আগমনের কথা প্রচার করি—একটিমাত্র আগমনের কথা শুধু নয়, বরং অধিক গৌরবময় দ্বিতীয় আগমনটির কথাও প্রচার করি, কেননা প্রথম আগমন তাঁর সহিষ্ণুতার কথা তুলে ধরেছিল, দ্বিতীয় আগমন কিন্তু ঐশরাজ্যের মুকুট নিয়ে আসবে।

বস্তুতপক্ষে, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের সঙ্গে যা কিছু সম্পর্কযুক্ত, তা সাধারণতই দ্বিবিধ। জন্ম দ্বিবিধ: একটা, যুগগুলোর পূর্বে, ঈশ্বর থেকে; আর একটা, যুগগুলোর সমাপ্তিতে, কুমারী মারীয়া থেকে। তাঁর অবতরণও দ্বিবিধ: একটা প্রচ্ছন্ন, মেষলোমের উপরে শিশিরপাত-ই যেন (২), ও দ্বিতীয় একটা যা প্রকাশ্য, কিন্তু ভাবিকালেই আসন্ন। প্রথম আগমনে তিনি *জাবপাত্রে কাপড়ে জড়ানো* (৩) ছিলেন, দ্বিতীয় আগমনে তিনি *উত্তরীয়ের মত আলোতেই সজ্জিত* (৪) হবেন। আগেকার আগমনে তিনি ক্রুশীয় লজ্জা অবজ্ঞা ক'রে ক্রুশ সহ্য করেছিলেন (৫), দ্বিতীয় আগমনে তিনি গৌরবমণ্ডিত হয়ে সহচর দূতবাহিনীর মাঝে আগমন করবেন (৬)।

তাই আমরা তাঁর প্রথম আগমনের কথা নিয়ে যেন বসে না থাকি! বরং এসো, তাঁর দ্বিতীয় আগমন প্রতীক্ষা করি। তাঁর প্রথম আগমনে আমরা যেমন বলেছিলাম, *যিনি প্রভুর নামে আসছেন, তিনি ধন্য* (৭), তেমনি তাঁর দ্বিতীয় আগমনের সময়ে সেই কথা পুনরায় বলব—আমরা তখন স্বর্গদূতদের সঙ্গে প্রভুকে বরণ করতে গিয়ে তাঁকে উপাসনা করে চিৎকার করে বলে উঠব, 'যিনি প্রভুর নামে আসছেন, তিনি ধন্য'।

পুনরায় বিচারিত হবার জন্য যে ত্রাণকর্তা আসবেন, তেমন নয়। বরং, যারা দণ্ডবিচারের জন্য তাঁকে আহ্বান করেছিল, তিনি ন্যায়বিচারের জন্য তাদেরই আহ্বান করতে আসবেন। তাঁর সেই বিচারের সময়ে তিনি তো নীরব থাকলেন (৮); এবার কিন্তু, তাঁকে ক্রুশে দেওয়ার সময়ে যারা তাঁর প্রতি নির্মমভাবে ব্যবহার করেছিল, তিনি তাদের সেই সবকিছু স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেন, *তুমি তাই করেছ, আমি কিন্তু নীরব থাকলাম* (৯)।

সেই প্রথমবার তিনি দয়ার ব্যবস্থা অনুসারে মানুষের মন কোমলভাবে জয় করার জন্য শিক্ষা দিতে এসেছিলেন; ভাবীকালে কিন্তু—ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভাবেই হোক—সকলকেই তাঁর রাজশাসন মেনে নিতে হবে।

২। নবী মালাখি ও প্রেরিতদূত পলের সাক্ষ্যদান

উভয় আগমন সম্পর্কে নবী মালাখি বলেন: *সেই যে প্রভুর তোমরা অন্বেষণ করছ, তিনি হঠাৎ আপন মন্দিরে আসবেন* (১০)—এই যে প্রথম আগমন। তারপর দ্বিতীয়

আগমন সম্বন্ধে তিনি বলেন, *সেই যে সন্ধির দূতকে তোমরা আকাঙ্ক্ষা করছ, দেখ! তিনি আসছেন, … তাঁর আগমনের দিন কে সহ্য করতে পারবে? তিনি দেখা দিলে কে দাঁড়াতে পারবে? কারণ তিনি ধাতুশোধকের আগুনের মত, রজকের ক্ষারের মত। তিনি নিখাদ করতে ও শোধন করতে আসন নেবেন* [১১]। এবং পর পরে তিনি ত্রাণকর্তার এবাণী বলেন, *আমি বিচার করতে তোমাদের কাছে এগিয়ে আসছি, এবং মায়াবীদের, ব্যভিচারীদের ও মিথ্যা-শপথকারীদের বিরুদ্ধে আমি সদিচ্ছুক সাক্ষী হব* [১২], ইত্যাদি।

এজন্য পল আমাদের সতর্ক করার ইচ্ছায় বলেন, *আর এই ভিত্তির উপরে নানা লোক যদি সোনা, রুপো, মণিমুক্তা, কাঠ, ঘাস, খড় দিয়ে গাঁথে, তবে এক একজনের কাজ স্পষ্ট প্রকাশ পাবে* [১৩]। তীতের প্রতি লেখা পত্রে পলও দু'টো আগমনের কথা ইঙ্গিত করে বলেন: *ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে ও সমস্ত মানুষের জন্য পরিত্রাণ এনে দিয়েছে। এই অনুগ্রহ আমাদের এই শিক্ষা দেয়, ভক্তিহীনতা ও পার্থিব যত অভিলাষ অস্বীকার ক'রে আমরা যেন এই বর্তমান যুগে আত্মসংযত, ধর্মময় ও ভক্তিময় জীবন যাপন করি, এবং সেই সুখময় আশার প্রতীক্ষায়, এবং আমাদের মহান ঈশ্বর ও ত্রাণকর্তা সেই যিশু খ্রিষ্টেরই গৌরবপ্রকাশের প্রতীক্ষায় থাকি* [১৪]।

লক্ষ কর, তিনি সেই প্রথম আগমনের কথা ইঙ্গিত করেন যার জন্য ধন্যবাদ জানান; ও সেই দ্বিতীয় আগমনের কথা ইঙ্গিত করেন আমরা যার প্রতীক্ষায় রয়েছি।

তাই যে বিশ্বাস-সূত্র আমরা স্বীকার করি, তা এইমাত্র তোমাদের কাছে এভাবেই সম্প্রদান করা হল, যেন আমরা তাঁকেই বিশ্বাস করি যিনি 'স্বর্গে আরোহণ করলেন ও পিতার ডান পাশে আসীন আছেন, জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে সগৌরবে আগমন করবেন, যাঁর রাজ্য হবে অন্তহীন।'

৩। নতুন স্বর্গ ও নতুন পৃথিবী

সুতরাং আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট স্বর্গ থেকে আগমন করবেন; এ জগতের শেষে অন্তিম দিবসে তিনি সগৌরবে আগমন করবেন, কেননা এ জগতের শেষ পরিণাম হবে এবং এ সৃষ্ট জগৎ পুনরায় নবায়িত হবে।

কেননা, যেহেতু দুর্নীতি, ও *চুরি ও ব্যভিচার ও সবধরনের পাপ পৃথিবীর উপর বর্ষিত হল,* ও জগতে *রক্ত রক্তের সঙ্গে মেশানো হল* [১৫], সেজন্য, যাতে এ বিস্ময়কর

বাসস্থান অনিষ্টে পূর্ণ হয়ে না থাকে এই জগৎ লোপ পাবে যেন এটার চেয়ে সুন্দরতম একটা জগৎ আবির্ভূত হয়। আমি যা বলে আসছি, সেসম্পর্কে তুমি কি শাস্ত্রের কোন প্রমাণ পেতে ইচ্ছা কর? ইশাইয়ার বাণী শোন, তিনি বলেন, *আকাশমণ্ডল লিপি-পত্রের মত গুটিয়ে দেওয়া হবে, সমস্ত জ্যোকিষ্ক আঙুরলতার পল্লবের মত সেইভাবে পতিত হবে যেভাবে ডুমুরগাছ থেকেও পাতা পতিত হয়* (১৬)। সুসমাচারও বলে, *সূর্য অন্ধকারময় হবে, চাঁদও নিজের জ্যোৎস্না আর ছড়িয়ে দেবে না, ও আকাশ থেকে তারাগুলোর পতন হবে* (১৭)। এসো, কেবল আমরা একাই যে মরব, সেইমত যেন শোকার্ত না হই; জ্যোতিষ্করাজিও মরবে, কিন্তু সেগুলোকে হয় তো পুনরুত্থিত করা হবে।

প্রভু আকাশমণ্ডল গুটিয়ে দেবেন, তিনি যেন আকাশের বিনাশ ঘটাতে পরেন এজন্য নয়, বরং এজন্য, তিনি যেন আকাশকে আরও বেশি সৌন্দর্যমণ্ডিত অবস্থায় পুনরুত্থিত করতে পারেন। শোন নবী দাউদ কী বলেন, *পুরাকালে তুমিই, প্রভু, পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপন করলে, আকাশমণ্ডলও তোমারই আপন হাতের কাজ। সেগুলি বিলুপ্ত হবে, তুমি কিন্তু থেকে যাবে* (১৮)। কিন্তু কেউ না কেউ বলবে, দেখ, তিনি তো স্পষ্টই বলছেন ‘সেগুলো বিলুপ্ত হবে’। আচ্ছা, তিনি কোন্ অর্থে ‘সেগুলো বিলুপ্ত হবে’ বলছেন, তা শোন; বচনের পরবর্তী বাক্যেই অর্থ স্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায়, *সেই সবকিছু জীর্ণ হবে একটা বস্ত্রের মত; সেগুলি তুমি পোশাকেরই মত বদলে নেবে, তখন সেগুলির পরিবর্তন হবে।* কেননা, *দেখ, ধার্মিকজন বিলুপ্ত হচ্ছে, কিন্তু সেবিষয়ে কেউই মনে মনে চিন্তাটুকুও করে না* (১৯) শাস্ত্রের এ বচন অনুসারে যেমন আমরা বলি ‘মানুষ বিলুপ্ত হয়’, এবং পুনরুত্থান প্রতীক্ষা করলেও তা-ই বলি, তেমনি আমরা কেমন যেন আকাশমণ্ডলেরও পুনরুত্থান প্রতীক্ষা করছি।

মানি-ভ্রান্তমত ছেড়ে মনপরিবর্তন করেছে যারা, তারা শিখে নিক, ও তারা যেন সেই বাতিগুলোকে নিজেদের দেবতা বলে আর না মানে; ও অভক্তি ভরে যেন না ভাবে যে, এই যে সূর্য অন্ধকারময় হবে সেটাই খ্রিষ্ট। তুমি পুনরায় খ্রিষ্টকেই শোন, তিনি তো বলছেন, *আকাশ ও পৃথিবী লোপ পাবে, কিন্তু আমার কোন বাণী লোপ পাবে না* (২০), কেননা সৃষ্টবস্তু প্রভুর বাণীর মত তত মূল্যবান নয়।

৪। সতর্কতা কাল

সুতরাং, দৃশ্য সবকিছু লোপ পাবে, ও সেই সবকিছু আসবে যা প্রতীক্ষিত ও বর্তমান সবকিছুর চেয়ে অধিক সুন্দরতম; কিন্তু কাল সম্পর্কে কেউই যেন কৌতূহলী হয়ে অনুসন্ধান না করে। কেননা তিনি বলেন, *পিতা যে কাল বা লগ্ন নিজেরই অধিকারের অধীনে রেখেছেন, তা তোমাদের জানবার নয়* [২১]। এসমস্ত কিছু যে কবে ঘটবে, এসম্পর্কে নির্দিষ্ট কিছুই বলো না, অন্য দিকে অলসের মতও তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ো না। কেননা তিনি বলেন, *জেগে থাক, কেননা মানবপুত্র কোন্ সময় আসবেন, তা তোমরা জান না* [২২]।

কিন্তু, যেহেতু আমাদের পক্ষে সেই শেষ পরিণামের লক্ষণ জানা দরকার ছিল, ও যেহেতু আমরা খ্রিষ্টকে প্রতীক্ষা করছি, সেজন্য যাতে আমরা প্রতারিত অবস্থায় না মরি ও সেই নকল খ্রিষ্টবৈরী দ্বারা ভ্রান্তিতে চালিত না হই, প্রেরিতদূতেরা ঈশ্বরের সঙ্কল্প ক্রমে সত্যকার সদ্‌গুরুর কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, *আমাদের বলে দিন, এই সমস্ত ঘটনা কবে ঘটবে? আর আপনার আগমন ও জগতের শেষ পরিণামের লক্ষণ কী?* [২৩]। আমরা আপনার পুনরাগমন প্রতীক্ষা করছি, কিন্তু *শয়তান আলোময় দূতের বেশ ধারণ করছে* [২৪]; তাই আমাদের উদ্বুদ্ধ করুন যেন আপনার জায়গায় অন্য কাউকে উপাসনা না করি। আর তিনি আপন ঐশ্বরিক ও ধন্য শ্রীমুখ খুলে বলেন, *দেখ, কেউ যেন তোমাদের না ভোলায়* [২৫]।

হে আমার শ্রোতা সকল, তোমাদের মনশ্চক্ষু দিয়েই যেন তাঁকে দে'খে, তোমরাও তাঁকে শোন যিনি একই কথা তোমাদের বলছেন, "দেখ, কেউ যেন তোমাদের না ভোলায়"। এবং এবাণী তোমাদের সাবধান করছে, যা কিছু বলা হচ্ছে, তোমরা যেন তা কান পেতে শোন, কেননা এ সবকিছু গত ইতিকথা নয় বরং ভাবী বিষয়ের ভাববাণী যা অবশ্যই ঘটবে। আমরা যে ভাববাণী দিচ্ছি তা নয়, কেননা আমরা অযোগ্য, কিন্তু যা লেখা হয়েছে তা তোমাদের মাঝে উচ্চারিত হবে ও লক্ষণগুলো ব্যক্ত করা হবে। লক্ষ কর সেগুলোর কোনটা ইতিমধ্যে ঘটে গেছে ও কোনটা এখনও অবশিষ্ট রয়েছে: তুমি সাবধান থেকো।

৫। সেই মন্ত্রজালিক শিমোন ও অন্যান্য নকল খ্রিষ্ট

দেখ, কেউ যেন তোমাদের না ভোলায়, কেননা আমার নাম নিয়ে অনেকে এসে বলবে, আমিই সেই খ্রিষ্ট, আর তারা অনেককে ভোলাবে [২৬]। এবচনের একটা অংশ ইতিমধ্যে ঘটে গেছে, কেননা মন্ত্রজালিক সেই শিমোন ও মেনান্দ্রস ও ভ্রান্তমতের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের অন্য কয়েকজন তা-ই বলেছে; এবং বর্তমান কালে বা আমাদের পরেও অন্যান্য কেউ না কেউ তা বলবে।

৬। পুনরাগমনের দ্বিতীয় লক্ষণ

দ্বিতীয় লক্ষণ: *তোমরা নানা যুদ্ধের কথা ও যুদ্ধের জনরব শুনবে* [২৭]। তবে কি, মেসোপতামিয়ার জন্য পারস্যদের ও রোমীয়দের মধ্যে আপাতত যুদ্ধ হচ্ছে? নাকি হচ্ছে না? জাতির বিরুদ্ধে কি জাতি ও রাজ্যের বিরুদ্ধে কি রাজ্য উঠছে? নাকি উঠছে না? *নানা জায়গায় কি দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্প দেখা দেবে* [২৮]। এসমস্ত কিছু ইতিমধ্যে ঘটে গেছে। আরও, *এবং আকাশ থেকে নানা ভয়ঙ্কর দৃশ্য ও মহা চিহ্নও দেখা দেবে* [২৯]। তিনি বলছেন, *অতএব জেগে থাক, কেননা তোমাদের প্রভু কোন্ সময় আসবেন, তা তোমরা জান না* [৩০]।

৭। মণ্ডলীর অভ্যন্তরে সংগ্রাম

কিন্তু আমরা তাঁর আগমনের এমন একটা চিহ্ন কোঁজ করছি যা আমাদেরই লক্ষ করবে। মণ্ডলীর মানুষ হওয়ায় আমরা মণ্ডলীকেই লক্ষ করে এমন চিহ্ন খোঁজ করছি।

স্বয়ং ত্রাণকর্তা এবিষয়ে বলেন, *অনেকের পতন হবে, একে অন্যকে ধরিয়ে দেবে ও একে অন্যকে ঘৃণা করবে* [৩১]। তুমি যদি এমনটা শোন যে, নানা বিশপ অন্যান্য বিশপদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাচ্ছেন, এবং মণ্ডলীর ভারপ্রাপ্ত নানা ব্যক্তি ভারপ্রাপ্ত অন্যান্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে, ও ভক্তরা ভক্তদের বিরুদ্ধ রক্তপাত পর্যন্তই এগিয়ে যাচ্ছে, তাতে তুমি উদ্বিগ্ন হয়ো না, কেননা এসমস্ত কিছু আগে থেকে লেখা হয়েছিল। যা যা এখন হচ্ছে তাতে কান দিয়ো না, কিন্তু যা লেখা রয়েছে, তাতেই কান দাও। আর এই আমি যে তোমাদের শিক্ষা দিচ্ছি, সেই আমারও যদি বিনাশ হয়, তবু আমার সঙ্গে তোমাদের বিনাশ হবে না। না, শ্রোতাও শিক্ষকের চেয়ে উত্তম হয়ে যেতে পারে, ও শেষে যে এল,

সে প্রথম হতে পারে, কেননা যারা বিকেল পাঁচটার দিকে আসে, প্রভু তাদেরও গ্রহণ করেন। যখন প্রেরিতদূতদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা দেখা দিল, তখন তোমার কি আশ্চর্য লাগে যে বিশপদের মধ্যেও ভ্রাতৃঘৃণা দেখা দেবে?

কিন্তু এ চিহ্ন কেবল প্রধান ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে নয়, ভক্তদের সঙ্গেও সম্পর্কিত, কেননা তিনি বলেন, *জঘন্য কর্ম-বৃদ্ধির ফলে অধিকাংশ লোকের ভালবাসা নিস্তেজ হয়ে যাবে* (৩২)। তবে কি, উপস্থিতদের মধ্যে কেউ বা বড়াই করবে যে, আপন প্রতিবেশীর প্রতি তার অকপট ভালবাসা আছে? এ কি সত্য নয় যে, বার বার ওষ্ঠ চুম্বন করে, মুখ হাসিখুশি দেখায় ও চোখ আনন্দে উজ্জ্বল, কিন্তু মন অনিষ্ট খাটায়, ও মানুষ শান্তির কথা বলে কিন্তু অমঙ্গল ষড়যন্ত্র করে (৩৩)।

৮। তৃতীয় চিহ্ন

তোমার অন্য একটা চিহ্নও আছে: *রাজ্যের এই শুভসংবাদ গোটা বিশ্বজগতে প্রচার করা হবে যেন সকল জাতির কাছে তা সাক্ষ্যস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়—তবেই শেষ পরিণাম এসে উপস্থিত হবে* (৩৪)। আমরা তো দেখতে পাচ্ছি, গোটা জগৎ এখন প্রায়ই খ্রিষ্টের শিক্ষাবাণীতে পরিপূর্ণ।

৯। চতুর্থ চিহ্ন: জঘন্য কর্ম ও খ্রিষ্টবৈরী

এই চিহ্নের পরে কী হবে? পরবর্তী পদগুলোতে তিনি বলেন, *সুতরাং, যখন তোমরা দেখবে, নবী দানিয়েল যে সর্বনাশা জঘন্য বস্তুর কথা বলেছিলেন তা পবিত্র স্থানটিতে প্রতিষ্ঠিত আছে, তখন পাঠক ব্যাপারটা বুঝে নিক* (৩৫)। আরও, *তখন যদি কেউ তোমাদের বলে, দেখ, সেই খ্রিষ্ট এখানে, কিংবা ওখানে, তোমরা তা বিশ্বাস করো না* (৩৬)। ভ্রাতৃঘৃণা খ্রিষ্টবৈরীর জন্য স্থান অর্পণ করে, কেননা দিয়াবল আগে মানুষদের মধ্যে বিচ্ছেদ প্রস্তুত করে যাতে যে আসছে সেই খ্রিষ্টবৈরী তাদের কাছে গ্রহণীয় হতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর এমনটা না করুন যে, খ্রিষ্টের কোন দাস, সে এইখানে উপস্থিত হোক বা অন্যত্রই থাকুক, শত্রুদলে যোগ দিতে ছুটে যাবে।

তেমন মানুষের বিষয়ে প্রেরিতদূত পল এই বলে প্রকাশ্য একটা চিহ্ন দেন, *প্রথমে সেই মহাবিদ্রোহ দেখা দেবে, এবং জঘন্য কর্মের সেই পুরুষ, সেই বিনাশ-সন্তানও*

আবির্ভূত হবে, সেই যে পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, এবং যা কিছু ঈশ্বর বলে অভিহিত বা যা কিছু আরাধনার পাত্র, সেইসব কিছুর উপরে নিজেকে উন্নীত করবে, এমনকি ঈশ্বরের পবিত্রধামে আসন নিয়ে নিজেকেই ঈশ্বর বলে দাবি করবে। তোমাদের কি মনে পড়ে না, আমি আগে যখন তোমাদের সঙ্গে ছিলাম, তখনও এই সমস্ত কথা তোমাদের বলছিলাম? আর সে যেন নির্ধারিত লগ্নের আগে আবির্ভূত না হয়, এর জন্য যে কী তাকে বাধা দিয়ে রাখছে, তাও তোমরা জান। এর মধ্যে অধর্মের রহস্য বাস্তব রূপ পাচ্ছে বটে, কিন্তু এ আবশ্যক যে, তাকে যে বাধা দিয়ে রাখছে, তাকেই আগে দূর করে দেওয়া হবে; তখনই সেই জঘন্য কর্মের সাধক আবির্ভূত হবে, এবং প্রভু যিশু নিজের মুখের এক ফুঁ দিয়ে তাকে ধ্বংস করবেন ও নিজের আগমনের গৌরবময় আবির্ভাবে তাকে নস্যাৎ করে দেবেন। সেই জঘন্য কর্মের সাধকের আগমন শয়তানের কর্মশক্তি অনুসারে সাধিত সব ধরনের মিথ্যা পরাক্রম-কর্ম, চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত হবে; আবার চিহ্নিত হবে অধর্মশক্তির যত ধরনের প্রতারণা দ্বারা, যা তাদেরই লক্ষ করবে যারা বিনাশের দিকে চলছে (৩৭)।

পল এসমস্ত কথা লিখেছিলেন, আর এখন তো সেই সরে যাওয়া কাল। কেননা মানুষ সত্য বিশ্বাস থেকে সরে গেছে; এবং কেউ কেউ পিতার সঙ্গে পুত্রের ঐক্যের কথা প্রচার করে, অন্য কেউ দুঃসাহসের সঙ্গে বলে, খ্রিষ্ট অস্তিত্ববিহীন কিছু থেকে উপনীত হয়েছেন। একসময় ভ্রান্তমতপন্থীরা প্রকাশ্যেই ছিল, কিন্তু এখন মণ্ডলী প্রচ্ছন্ন ভ্রান্তমতপন্থীতে পরিপূর্ণ। কেননা লোকে সত্য থেকে সরে গেছে ও *তাদের কান চুলকায়* (৩৮)। কথা কি আকর্ষণীয়? সবাই সানন্দেই তা শোনে। কথা কি সংশোধনমূলক? সবাই তা থেকে দূরে চলে যায়। অধিকাংশ মানুষ সত্য ধর্মশিক্ষা থেকে সরে গেছে, ও মঙ্গল বাসনা করার চেয়ে বরং অনিষ্টই পছন্দ করে।

অতএব এটিই ‘সরে যাওয়া’, ইতিমধ্যেই শত্রুকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে। এর মধ্যে সে নিজের অগ্রদূতদের পাঠাতে শুরু করেছে যাতে সে প্রস্তুত হয়ে শিকারের উপরে এসে পড়তে পারে। তাই মানুষ, নিজের বিষয়ে সতর্ক থাক ও নিজের আত্মাকে রক্ষা কর। জীবনময় ঈশ্বরের সম্মুখে মণ্ডলী এখন তোমার জন্য সাক্ষী স্বরূপ; সেই খ্রিষ্টবৈরী আসবার আগে মণ্ডলী সেই খ্রিষ্টবৈরী সম্পর্কে যা জানা দরকার সেই সমস্ত কিছু তোমার কাছে ঘোষণা করছে। সেই সমস্ত কিছু তোমার জীবনকালে ঘটবে কিনা, তা আমরা জানি

না, সেই সবকিছু তোমার পরে ঘটবে কিনা, তাও আমরা জানি না, কিন্তু এটি সমীচীন যে, এসমস্ত কিছু জেনে তুমি আগে থেকে নিজেকে সংরক্ষিত করবে।

১০। তিনি মেঘে করে আগমন করবেন

একমাত্র জনিত ঈশ্বরের পুত্র সেই সত্যকার খ্রিষ্ট পৃথিবী থেকে আর আসেন না। কেউ যদি প্রান্তরে মিথ্যা দর্শন দেখিয়ে আসে, তুমি সেখানে যেয়ো না; ওরা যদি বলে, *দেখ, সেই খ্রিষ্ট এখানে, কিংবা ওখানে, তোমরা তা বিশ্বাস করো না* (৩৯)। তুমি নিচের দিকে বা পৃথিবীর দিকে আর তাকিয়ো না, কেননা প্রভু স্বর্গ থেকেই নেমে আসবেন; আগের মত একা করে নয়, কিন্তু অগণন দূতবাহিনীতে বেষ্টিত হয়ে আসবেন; প্রচ্ছন্নভাবে, মেষলোমের উপরে সেই শিশিরপাত-ই যেনও নয়, কিন্তু বিদ্যুৎ-ঝলকের মত উজ্জ্বল ভাবেই আসবেন। কেননা তিনি নিজেই বলেছেন, *কারণ বিদ্যুৎ-ঝলক যেমন পুবদিক থেকে নির্গত হয়ে পশ্চিমদিক পর্যন্ত প্রকাশ পায়, মানবপুত্রের আগমন ঠিক তেমনি হবে* (৪০)। আরও, *আর তখন লোকেরা দেখতে পাবে, মানবপুত্র সপরাক্রমে ও মহাগৌরবে মেঘে করে আসছেন ও মহা তুরির সঙ্গে নিজের দূতদের প্রেরণ করবেন* (৪১), ইত্যাদি।

১১। দিয়াবলের মিথ্যাকর্ম

কিন্তু, যেমন আগে, যখন তাঁর মনুষ্যত্ব ধারণ করার কথা ছিল ও এমনটা প্রত্যাশিত ছিল যে ঈশ্বর একটি কুমারী থেকে জন্ম নেবেন, তখন দিয়াবল নৈপুণ্যের সঙ্গে পৌত্তলিকদের মধ্যে রূপকথা ও স্ত্রীলোকদের জনক বা স্ত্রীলোক-জনিত মিথ্যা দেব-দেবীদের প্রস্তুত করেছিল যাতে মিথ্যা আগে এলে সত্য অবিশ্বাসের বস্তু হবে (সে তা-ই ঘটবে বলে ধরে নিত), তেমনি এখন, যেতে সত্যকার খ্রিষ্ট দ্বিতীয় বারের মত আসন্ন, সেই শত্রু সরলমনাদের, ও বিশেষভাবে পরিচ্ছেদিতদেরই প্রত্যাশা সুযোগ ক'রে এমন মানুষকে অনুপ্রবেশ করাচ্ছে যে মানুষ মন্ত্রজালিক ও যত জাদু ও প্রতারণাময় ও জঘন্য মায়াবিদ্যায় অত্যাধিক দক্ষ; লোকটা রোম সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব দখল করবে ও মিথ্যায়ই নিজেকে খ্রিষ্ট বলে অভিহিত করবে: আর এইভাবে সে এই খ্রিষ্ট-নাম দ্বারা সেই

ইহুদীদের প্রতারিত করবে যারা সেই তৈলাভিষিক্তজনকে প্রতীক্ষা করছে, ও মায়াময় জাদু দ্বারা বিজাতীয়দেরও ভোলাবে।

১২। সেই খ্রিষ্টবৈরী সম্পর্কে

যার কথা এইমাত্র বলেছি, সেই খ্রিষ্টবৈরী তখনই আসবে যখন রোম সাম্রাজ্যের কাল পূর্ণ হবে ও জগতের শেষ পরিণাম সন্নিকট হবে। সেসময় রোমীয় দশটা রাজা একসাথে উৎপন্ন হবে, এক একজন হয় তো আলাদা আলাদা স্থানে রাজত্ব করবে, কিন্তু সবাই একই সময়; এবং এদের পরে একাদশ এক রাজা উৎপন্ন হবে, সেই খ্রিষ্টবৈরীই যে নিজের জাদুবিদ্যায় রোম-কর্তৃত্ব দখল করবে; এবং সেই যে রাজারা তার আগে রাজত্ব করছিল, সে তাদের তিনজনকে *অবনমিত করবে* (৪২) ও বাকি সাতজনকে নিজের অধীনে বশীভূত করবে। শুরুতে সে কোমলতা, মিতাচারিতা ও মানবতা ভান করে নিজেকে সুশিক্ষিত ও সুবিবেচক ব্যক্তি বলে দেখাবে; ও নিজের মিথ্যা লক্ষণ ও জাদুময় প্রতারণাজনিত বিস্ময়কর কাজ দ্বারা নিজেই প্রতীক্ষিত খ্রিষ্টই যেন ইহুদীদের ভুলিয়ে সে পরে নিজের যত ধরনের হিংস্রতা ও অপকর্ম দ্বারা নিজেকে এমনভাবে চিহ্নিত করবে যে তার আগে বিগত সকল ভক্তিহীন ও ধর্মহীন মানুষদেরও সে ছাড়িয়ে যাবে, কেননা সকল মানুষের বিরুদ্ধে, কিন্তু বিশেষভাবে খ্রিষ্টিয়ান আমাদেরই বিরুদ্ধে, সে রক্তলোভী, কঠোর, দয়াহীন ও প্রতারণাময় আত্মা প্রকাশ করবে।

তিন বছর ছ' মাস ধরে তেমন কিছু সাধন করার পর তাকে নিশ্চিহ্ন করা হবে, স্বর্গ থেকে একমাত্র জনিত ঈশ্বরের পুত্র আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যিশু সত্যকার খ্রিষ্টের গৌরবময় দ্বিতীয় আগমন দ্বারা: তিনিই তো সেই খ্রিষ্টবৈরীকে *নিজের মুখের ফুঁ দিয়ে ধ্বংস করে* (৪৩) তাকে অনন্ত আগুনে নিক্ষেপ করবেন।

১৩। অন্তিম কাল সম্পর্কে

আমরা এসমস্ত কিছু আমাদের কল্পনা থেকে শিখিয়ে দিচ্ছি এমন নয়, কিন্তু মণ্ডলীতে গৃহীত ঐশশাস্ত্র থেকে, ও প্রথমত এইমাত্র পাঠ করা দানিয়েলের ভাববাণী থেকেই এই সমস্ত কিছু শিখেছি বলেই আমরা তা শিখিয়ে দিচ্ছি, যেভাবে মহাদূত গাব্রিয়েল সেই ভাববাণী ব্যাখ্যা করেছিলেন, সেই অনুসারে: তিনি বলেছিলেন, *চতুর্থ পশুটা হল*

পৃথিবীর চতুর্থ এক রাজ্য, যা সকল রাজ্যকে ছাড়িয়ে যাবে (৪৪)। মণ্ডলীর ব্যাখ্যাতাদের পরম্পরাগত ব্যাখ্যা অনুসারে, রাজ্যটা হলো রোম রাজ্য। কেননা যেমন সেই যে প্রথম রাজ্য সুখ্যাত হল, তা ছিল আসুরীয়দের রাজ্য, ও দ্বিতীয়টা হলো মেদীয় ও পারস্যদের মিলিত রাজ্য, ও এ দু'টোর পরে মাকিদনীয়দেরই হলো তৃতীয় রাজ্য, তেমনি চতুর্থ রাজ্য হলো বর্তমান রোম রাজ্য।

গাব্রিয়েল এই বলে ব্যাখ্যা করে চলেন, *তার দশটা শিঙের অর্থ এ : ওই রাজ্য থেকে দশ রাজার উদ্ভব হবে, আর তাদের পরে আর এক রাজার উদ্ভব হবে, যে অধর্মে আগেকার সকল রাজাকে ছাড়িয়ে যাবে* (তিনি এমনটা বলেন না যে, সে শুধু সেই দশজনকে, কিন্তু তার আগেকার সকল রাজাকে ছাড়িয়ে যাবে) ও *সেই তিন রাজাকে বশীভূত করবে* (৪৫) ; এখানে অবশ্যই আগেকারই দশ রাজার তিনজনকে বশীভূত করবে। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, এ দশ রাজার তিনজনকে বশীভূত করায় সে হবে অষ্টম রাজা, *আর সে পরাৎপরকে টিটকারি দেবে* (৪৬) ; আপন পিতৃপুরুষদের হাত থেকে রাজ্য গ্রহণ না করে বরং জাদু হাতিয়ার করেই কর্তৃত্ব দখল করায় লোকটা ঈশ্বরনিন্দুক ও বিধানবিহীন।

১৪। সেই খ্রিষ্টবৈরী (১)

কিন্তু লোকটা কে? ও কেমন কর্মশক্তি গুণে সে কাজ করবে? হে পল, তুমিই ব্যাখ্যা দাও।

তিনি বলেন, *সেই জঘন্য কর্মের সাধকের আগমন শয়তানের কর্মশক্তি অনুসারে সাধিত সব ধরনের মিথ্যা পরাক্রম-কর্ম, চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত হবে* (৪৭)।

একথার মধ্য দিয়ে তিনি বলতে চান, তার মধ্য দিয়ে নিজের ব্যক্তিত্বে কর্মরত থেকে শয়তান তাকে একটা মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেছে; কেননা একথা জেনে যে, তার বিচার আর বেশিক্ষণ সুযোগ পাবে না, সেজন্য সে আগে যেভাবে করত সেইভাবে এখন নিজের অনুচরদের দ্বারা আর যুদ্ধ চালায় না, কিন্তু এসময় থেকে সে *সব ধরনের মিথ্যা পরাক্রম-কর্ম* ও *চিহ্ন দ্বারাই* আরও প্রকাশ্যে যুদ্ধ চালাবে। কেননা যে *মিথ্যার জনক* (৪৮), সে মিথ্যাকর্ম দেখাবে, তাতে লোকে ভাববে, তারা একটা মৃত মানুষকে পুনরুত্থিত

অবস্থায় দেখছে যাকে আসলে পুনরুত্থিত করা হয়নি, তারা দেখছে খোঁড়ারা হেঁটে বেড়াচ্ছে ও অন্ধরা চোখে দেখতে পাচ্ছে, অথচ কোন আরোগ্যই সাধন করা হয়নি।

১৫। সেই খ্রিষ্টবৈরী (২)

পল বলে চলেন, *সেই পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, এবং যা কিছু ঈশ্বর ব'লে অভিহিত বা যা কিছু আরাধনার পাত্র* (অর্থাৎ সে যেকোন ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী; খ্রিষ্টবৈরীটা দেব-দেবীদের আদৌ দেখতে পারে না), *সেইসব কিছুর উপরে নিজেকে উন্নীত করবে, এমনকি ঈশ্বরের পবিত্রধামে আসন নেবে* [৪৯]।

বচনে কোন্ পবিত্রধামের কথা বলা হচ্ছে? তিনি ইহুদীদের সেই মন্দিরের কথা বলছেন যা ইতিমধ্যে ধ্বংসিত হয়েছে। কেননা এমনটা না হোক যে তিনি এই মন্দিরেরই কথা বলছেন যেখানে আমরা এখন উপস্থিত! আমরা কেন একথা বলছি? যাতে এমনটা না মনে হয় যে আমরা নিজেদেরই পক্ষপাতী। কেননা সেই লোকটা যদি ইহুদীদের কাছে খ্রিষ্ট বলে আসে ও ইহুদীদের উপাসনার পাত্র হতে চায়, তাহলে তাদের সম্পূর্ণরূপে প্রতারিত করার জন্য সে মন্দিরকে নিয়ে বহু কিছু করতে চেষ্টা করবে, হ্যাঁ, সে এমন ধারণা ছড়াবে যে, সে নিজে দাউদ বংশের সেই মানুষ যে শলোমনের নির্মাণ করা মন্দিরকে সংস্কার করবে।

কিন্তু, ত্রাণকর্তার উচ্চারিত উক্তি অনুসারে, সেই খ্রিষ্টবৈরী এমন সময় আসবে যখন ইহুদীদের মন্দিরে *একখানি পাথর অন্য পাথরের উপরে থাকবে না*। কেননা, জীর্ণতার কারণে হোক কি ধ্বংসের কারণে হোক, পুনর্নির্মাণের লক্ষ্যে বা অন্য লক্ষ্যে যখন সকল পাথর পড়ে থাকা অবস্থায় থাকবে, আর আমি বাইরের প্রাচীরের পাথরগুলোর কথা শুধু নয়, কিন্তু খেরুবমূর্তি যেখানে থাকত সেই অন্তঃগৃহের পাথরগুলোও পড়ে থাকা অবস্থায় থাকবে, তখন সে সব দেব-দেবীর বিরুদ্ধে নিজেকে উন্নীত করে *সব ধরনের মিথ্যা পরাক্রম-কর্ম ও চিহ্ন* [৫০] দেখিয়ে আসবে।

শুরুতে সে অবশ্যই মঙ্গলময়তা ভান করবে, কিন্তু পরে নিজের হিংস্র স্বভাব দেখাবে, ও প্রধানত ঈশ্বরের পবিত্রজনদের বিরুদ্ধেই হিংস্রতা দেখাবে। কেননা লেখা আছে, *আমি তাকিয়ে দেখছিলাম, এমন সময় সেই শিঙ পবিত্রজনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ*

করল [৫১], ও অন্যত্র, *এমন সঙ্কটের কাল দেখা দেবে, যা মানবজাতির উৎপত্তির সময় থেকে সেই সময় পর্যন্ত কখনও হয়নি* [৫২]। পশুটা ভয়ঙ্কর, বিরাট এমন এক নাগদানব যা মানুষ দ্বারা পরাজেয় নয়, গ্রাস করতে উদ্যতই এক দানব। তার বিষয়ে যদিও ঐশশাস্ত্রের ভিত্তিতে আমাদের আরও বেশ কিছু বলার থাকে, তবু কালমাত্রা রক্ষা করার খাতিরে আমরা যা বলে এসেছি, আপাতত তাতে তুষ্ট।

১৬। **সেই খ্রিষ্টবৈরী** (৩)

এজন্যই প্রভু সেই প্রতিদ্বন্দ্বীর মহত্ত্বের কথা জেনে ভক্তপ্রাণদের দয়া দেখান; তিনি বলেন, *সেসময় যারা যুদেয়ায় থাকে, তারা পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে যাক* [৫৩]; কিন্তু যে কেউ নিজের বেলায় এবিষয়ে সচেতন যে, শয়তানকে প্রতিরোধ করতে সে যথেষ্ট দৃঢ়মনা, তবে সে দাঁড়াক (কেননা মণ্ডলীর প্রতিরোধ করার বিষয়ে আমি হতাশ নই) ও বলুক, *খ্রিষ্টের ভালবাসা থেকে কে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারে?* [৫৪], ইত্যাদি।

তাই আমাদের মধ্যে যারা ভীত তারা নিজেদের নিরাপদ রাখুক, ও যারা সুসাহসী তারা দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকুক, *কেননা সেসময়ে এমন মহাক্লেশ দেখা দেবে, যা জগতের আদি থেকে এ পর্যন্ত কখনও হয়নি, কখনও হবে না* [৫৫]। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি যে তেমন মহাক্লেশ অল্প কয়েকটা দিনেই সীমাবদ্ধ করেছেন, কেননা তিনি বলেন, *কিন্তু মনোনীতদের খাতিরে সেই দিনগুলোর সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হবে* [৫৬]। আর সেই খ্রিষ্টবৈরী সাড়ে তিন বছর মাত্রই রাজত্ব করবে।

আমরা তো 'আপক্রিফোস' [জাল-করা] পুস্তকগুলোতে ভিত্তি করে নয়, দানিয়েলেই ভিত্তি করে একথা বলছি, কেননা তিনি বলেন, *পবিত্রজনেরা এক কাল, নানা কাল* ও *অর্ধেক কালের জন্য তার হাতে সমর্পিত হবে* [৫৭]। 'এক কাল' বলতে সেই এক বর্ষকাল বোঝায় যে বর্ষকালে তার আগমন কিছুক্ষণ ধরে বৃদ্ধি পেতে থাকবে; 'নানা কাল' বলতে অধর্মের সেই বাকি বর্ষকাল বোঝায় যার সর্বমোট সংখ্যা হলো তিন বর্ষকাল; এবং 'অর্ধেক কাল' বলতে ছ' মাস বোঝায়। এবং দানিয়েল অন্যত্র একই কথা বলেন, *আর চিরজীবি যিনি তাঁরই দিব্যি দিয়ে শপথ করে তিনি বললেন, এক কাল, নানা কাল* ও *অর্ধেক কাল* [৫৮]। আর এমনটা হতে পারে যে, কেউ না কেউ এই বচন পরবর্তী বচন

দু'টো দ্বারা ব্যাখ্যা করেছে, তথা, '*এক হাজার দু'শো নব্বই দিন*' ও '*সুখী সেই মানুষ, যে নিষ্ঠাবান থাকবে ও সেই এক হাজার তিনশ' পঁয়ত্রিশ দিন পর্যন্ত পৌঁছবে*'(৫৯)।

বাস্তবিকই আমাদের পক্ষে নিজেদের লুকোনো ও পালানো দরকার, কেননা হয় তো *ইস্রায়েলের সকল শহরে আমাদের যাওয়াটা শেষ হবার আগেই মানবপুত্র আগমন করবেন* (৬০)।

১৭। খ্রিস্টের পুনরাগমনে সাক্ষ্যমরদের সংক্রান্ত সুখ-বাণী

তবে কে সেই সুখী জন যে সেসময় খ্রিস্টের জন্য সাক্ষ্যমরণ বরণ করবে?

কেননা আমি বলছি, সেই ভাবীকালের সাক্ষ্যমরেরা সকল সাক্ষ্যমরদের উপরেই দাঁড়াবেন। কেননা বর্তমান কালের সাক্ষ্যমরদের কেবল মানুষদের সঙ্গেই লড়াই করতে হল, কিন্তু খ্রিস্টবৈরীর সেই কালে তাঁরা উপস্থিত শয়তানের সঙ্গেই সংগ্রাম করবেন। তাছাড়া, আগেকার নির্যাতনকারী রাজারা কেবল মৃত্যুদণ্ডেই দণ্ডিত করতে পারত; তারা এমন দাবি রাখত না, তারা মৃতদের পুনরুত্থিত করবে, মিথ্যা পরাক্রম-কর্ম ও চিহ্নও তারা সাধন করত না। কিন্তু সেই খ্রিস্টবৈরীর সময়ে, ভয় ও প্রতারণা এ দু'টো প্ররোচনাও দেখা দেবে, যার জন্য *এমনটি সম্ভব হলে, তবে মনোনীতদেরও ভোলানো হবে* (৬১)।

সেকালে জীবিত কারও মনে যেন এ প্রশ্ন না ঢোকে, এ লোকের চেয়ে খ্রিস্ট বড় কী করেছেন? কোন্ প্রতাপে এ লোকটা এসমস্ত কিছু সাধন করছে? ঈশ্বরের ইচ্ছা না হলে তবে তিনি তাদের তা করতে দিতেন না। প্রেরিতদূত তোমাকে সাবধান করে আগে থেকেই বলছেন, *এজন্য ঈশ্বর তাদের উপর ভ্রান্তিময় কর্মশক্তি পাঠাবেন* ('পাঠাবেন' অর্থাৎ তিনি তেমনটা হতে দেবেন) যাতে তারা অব্যাহতি পায় এজন্য নয়, বরং *যেন এর ফলে সেই সকলে দণ্ডিত হয়।* কেন? তিনি নিজে বলছেন, *তারা সত্যে* (অর্থাৎ সত্যকার খ্রিস্টে) *বিশ্বাস না রেখে শঠতায়* (অর্থাৎ খ্রিস্টবৈরীতে) *প্রসন্ন ছিল* (৬২)। কিন্তু যে নির্যাতন সময় সময় দেখা দেয়, সেই নির্যাতনকালে যেমন, তেমনি সেসময়ও ঈশ্বর এসমস্ত কিছু হতে দেবেন; তিনি যে সেইসব প্রতিরোধ করতে অক্ষম এজন্য নয়, তিনি বরং নিজের সঙ্কল্পক্রমে সহিষ্ণুতা দ্বারা নিজের বীরপুরুষদের মুকুটভূষিত করতে ইচ্ছা করেন যেইভাবে তিনি নিজের নবীদের ও প্রেরিতদূতদের মুকুটভূষিত করেছিলেন, যাতে করে,

অল্প সময়ে কিছুটা কষ্ট ভোগ করার পর তারা অনন্ত স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকারী হতে পারে, দানিয়েল যা বলেছিলেন, সেই অনুসারে, *সেই কালে তোমার আপন জাতি নিষ্কৃতি পাবে—তারা সকলেই নিষ্কৃতি পাবে, যাদের নাম পুস্তকে* (অবশ্যই, জীবন-পুস্তকে) *লেখা রয়েছে; আর ধুলার দেশে যারা নিদ্রিত, তাদের মধ্যে অনেকেই আবার জেগে উঠবে—কেউ কেউ অনন্ত জীবনের উদ্দেশে, কেউ কেউ লজ্জা ও অনন্ত দুর্নামের উদ্দেশে। জ্ঞানবানেরা গগনতলের দীপ্তির মত দীপ্তিমান হয়ে উঠবে; এবং যারা অনেককে ধর্মিষ্ঠতা বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেছে, তারা চিরকাল ধরে তারানক্ষত্রের মত উজ্জ্বল হবে* (৬৩)।

১৪। সজাগ থাকা দরকার

সুতরাং, হে মানুষ, নিজেকে সুরক্ষিত কর: তুমি খ্রিষ্টবৈরীর চিহ্নগুলো পেয়েছ।

এসমস্ত কিছু কেবল নিজের জন্য মনে রেখো না, বরং উদারতার সঙ্গে সকলের সঙ্গে এসমস্ত কিছুর সহভাগিতা কর। মাংস অনুসারে তোমার কোন সন্তান থাকলে, তাকে এক্ষুণই এবিষয়ে সতর্ক কর; ধর্মশিক্ষাদানের মাধ্যমে জনিত তোমার কোন সন্তান থাকলে, তাকেও সতর্ক করে তোল যেন সে মিথ্যা খ্রিষ্টকে সত্যকার খ্রিষ্ট বলে গ্রহণ না করে। আমার বেলায়, *অধর্মের রহস্য বাস্তব রূপ পাচ্ছে* (৬৪) বলেই আমি জাতিতে জাতিতে এসমস্ত যুদ্ধ ভয় করছি; আমি মণ্ডলীগুলোর মধ্যকার বিচ্ছেদ ভয় করছি; আমি ভাইদের পারস্পরিক ঘৃণাও ভয় করছি।

যা যা বলে এসেছি, সেসম্পর্কে এটি যথেষ্ট হোক। শুধু এমনটা না হোক যে, আমাদের জীবনকালেই এসমস্ত কিছু দেখা দেবে। তথাপি এসো, সতর্ক থাকি। খ্রিষ্টবৈরী সম্পর্কে এটা যথেষ্ট।

১৯। থেসালোনিকীয়দের কাছে প্রথম পত্র সম্পর্কে (৪:১৬-১৮)

কিন্তু এসো, আমরা সেই খ্রিষ্টকেই প্রতীক্ষা ও প্রত্যাশা করি যিনি স্বর্গ থেকে মেঘের মধ্যে আসবেন। সেসময় দূতদের তুরি বাজবে: *খ্রিষ্টে যাদের মৃত্যু হয়েছে, তারাই প্রথমে পুনরুত্থান করবে*; জীবিত যে ভক্তপ্রাণ, তাদের মেঘলোকে কেড়ে নেওয়া হবে ও তাদের পরিশ্রমের পুরস্কার হিসাবে তারা মানব মর্যাদার চেয়ে মহত্তর কিছু পাবে যেহেতু

তারা মানব শক্তির ঊর্ধ্বে সংগ্রাম করেছে, যেইভাবে প্রেরিতদূত বলেন, *কারণ মহাদূতের কণ্ঠের সঙ্কেতে ও ঈশ্বরের তুরিধ্বনিতে প্রভু নিজেই স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন এবং খ্রিষ্টে যাদের মৃত্যু হয়েছে, তারাই প্রথমে পুনরুত্থান করবে; পরে, তখনও জীবিত আছি এই আমরা, তখনও বেঁচে আছি এই আমরা, এই আমাদেরও বায়ুলোকে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাদের সঙ্গে মেঘলোকে বেড়ে নেওয়া হবে; আর এইভাবে চিরকালের মত প্রভুর সঙ্গে থাকব*।

২০। **পুনরাগমন সম্পর্কে** (১)

প্রভুর আগমনের কথা, ও জগতের শেষ পরিণামের কথাও উপদেশকের কাছে জানা কথা ছিল। তিনি বলেছিলেন, *হে যুবক, তোমার তরুণ বয়সে আনন্দ কর*, ইত্যাদি; *তোমার হৃদয় থেকে ক্ষোভ দূর করে দাও, শরীর থেকে দুঃখ সরিয়ে দাও; … তোমার স্রষ্টার কথা স্মরণ কর, … একসময় দুঃখের দিন আসবে, … সেসময় সূর্য, আলো, চন্দ্র ও তারানক্ষত্র অন্ধকারময় হবে, … যারা জানালা দিয়ে তাকায় তারা* (অর্থাৎ তাদের দৃষ্টিশক্তি তখনই) *অন্ধকারময় হবে* যখন রুপোর দড়ি, অর্থাৎ রুপোর মত দীপ্তিময় গঠন *ভেঙে যাবে ও সূর্যের সোনার সুতো* (অথবা ‘সোনার সুতো’ নামক সেই গাছ যার বহু পল্লব ও পাপড়ি এমন যা সোনার মত উজ্জ্বল সূর্যের রশ্মির সদৃশ) *টুকরো টুকরো হয়ে যাবে; আর লোকে চড়ুই পাখির প্রথম ডাকে উঠে দাঁড়িয়ে উচ্চস্থান থেকে নিজ পদক্ষেপের দিকে তাকিয়ে সন্ত্রস্ত হবে* (৬৫)।

তারা কী দেখবে? *সেসময় তারা দেখতে পাবে, মানবপুত্র আকাশের মেঘে করে আসবেন, ও তারা গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বুক চাপড়াবে* (৬৬)। আর যখন প্রভু আসবেন, তখন কী হবে? *বাদামগাছ পুষ্পিত হবে, ফড়িং মোটা হবে, ও টোপাকুলের বীজ ছড়িয়ে যাবে* (৬৭)। ব্যাখ্যাতাদের মত অনুসারে, পুষ্পিত বাদামগাছ হলো শীতকাল প্রস্থান; তাই শীতকালের পর আমাদের দেহ স্বর্গীয় ফুলে পুষ্পিত হবে; এবং ‘ফড়িঙ মোটা হবে’ অর্থাৎ পাখাবিশিষ্ট আত্মা দেহ-বস্ত্রে নিজেকে পরিবৃত করবে), ‘ও টোপাকুলের বীজ ছড়িয়ে যাবে’, অর্থাৎ শঠতাপূর্ণ যত মানুষ কাঁটার মত বিক্ষিপ্ত হবে।

২১। পুনরাগমন সম্পর্কে (২)

তুমি তো দেখতে পাচ্ছ কেমন করে এসমস্ত পূর্বচিহ্ন প্রভুর আগমনের কথা ব্যক্ত করছিল। তুমি দেখতে পাচ্ছ, তারা সেই ‘চড়ুই পাখির ডাক’ চিনত।

এসো, দেখি সেই ডাক কেমন: *কারণ মহাদূতের কণ্ঠের সঙ্কেতে ও ঈশ্বরের তুরিধ্বনিতে প্রভু নিজে স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন* (৬৮)। সেই মহাদূত ঘোষণা করে সকলকে বলবেন, *প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে জেগে ওঠ* (৬৯)।

আর আমাদের প্রভুর নেমে আসাটা ভয়ঙ্করই হবে; দাউদ বলেন, *ঈশ্বর প্রকাশ্যেই আসবেন, আমাদের ঈশ্বর নীরব থাকবেন না; তাঁর সম্মুখে সর্বগ্রাসী আগুন, প্রচন্ড ঝড় তাঁর চতুর্দিকে* (৭০), ইত্যাদি। যে শাস্ত্রের কথা আমরা এইমাত্র পাঠ করেছি, সেটা অনুসারে মানবপুত্র পিতার কাছে আকাশের মেঘের সঙ্গে আসবেন, এমন আগুনের নদী প্রবাহিত হবে যা মানুষকে যাচাই করবে; যার কর্ম সোনা, তাকে আরও উজ্জ্বল করা হবে, যার কর্ম খড়ের মত একেবারে অবাস্তব, তাকে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হবে। এবং পিতা *আসন নেবেন, তাঁর পোশাক তুষারের মত শুভ্র, ও তাঁর মাথার চুল পশমের মত শুভ্র* (৭১)।

এটা কিন্তু মানবীয় ভাবেই বর্ণিত; এর কারণ কি? কারণ তিনি তাদেরই রাজা যারা পাপকর্মে দূষিত হয়নি; তিনি বলেন, *আমি তোমাদের পাপ তুষারের মত ও পশমের মত শুভ্র করে তুলব* (৭২); বর্ণনাটা পাপের ক্ষমা, এমনকি নিষ্পাপময়তাই দেখাতে অভিপ্রেত।

যে প্রভু স্বর্গ থেকে মেঘে করে আসবেন, তিনি কি সেই প্রভু যিনি মেঘে করে আরোহণ করেছিলেন? (৭৩)। তিনি নিজেই তো বলেছিলেন, *তারা দেখতে পাবে, মানবপুত্র আকাশের মেঘে করে সপরাক্রমে ও মহাগৌরবে আসছেন* (৭৪)।

২২। আকাশে মানবপুত্রের চিহ্ন

কিন্তু, তাঁর আগমনের চিহ্ন কি এমনটা হবে যাতে বিরোধী কোন প্রতাপ সেটার নকল করতে দুঃসাহস না করতে পারে?

লেখা আছে, *আর তখন মানবপুত্রের চিহ্নটা আকাশে দেখা দেবে* (৭৫)। আচ্ছা, খ্রিষ্টের প্রকৃত চিহ্ন হলো ক্রুশ।

আলোময় একটা ক্রুশের এমন চিহ্ন রাজার আগে আগে চলবে, যা স্পষ্টভাবে তাঁকেই ঘোষণা করবে যাঁকে আগে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, যে ইহুদীরা আগে তাঁকে বিঁধিয়ে দিয়েছিল ও তাঁর বিরুদ্ধে মতলব খাটিয়েছিল, সেই চিহ্ন দেখে তারা যেন *গোত্রে গোত্রে বিলাপ* (৭৬) করতে করতে বলতে পারে, ইনি সেই ব্যক্তি যাঁকে টিটকারি দেওয়া হয়েছিল, ইনি সেই ব্যক্তি যাঁর মুখে তারা থুথু ফেলেছিল, ইনি সেই ব্যক্তি যাঁকে তারা শেকলে বেঁধে দিয়েছিল, ইনি সেই ব্যক্তি যাঁকে একসময় তারা ক্রুশে দিয়েছিল ও অবজ্ঞা করেছিল।

ইহুদীরা বলবে, *তাঁর কোপের সম্মুখ থেকে কেবা পালাতে পারবে?* (৭৭)। কিন্তু দূতবাহিনী তাদের ঘিরে ফেলবে তারা যেন কোথাও পালাতে না পারে। ক্রুশের চিহ্ন তাঁর শত্রুদের জন্য আতঙ্কই হবে, কিন্তু যারা তাঁর উপরে বিশ্বাস রেখেছিল বা তাঁর কথা প্রচার করেছিল বা তাঁর খাতিরে কষ্টভোগ করেছিল, তাঁর সেই বন্ধুদের জন্য ক্রুশের সেই চিহ্ন আনন্দই হবে। তবে কেইবা সেই সুখী জন যে খ্রিষ্টের বন্ধু বলে স্বীকৃতি পাবে?

রক্ষীদূত দ্বারা পরিবেষ্টিত যিনি, পিতার সিংহাসনের সহভাগী যিনি, তেমন গৌরবময় রাজা নিজের দাসদের অবজ্ঞা করবেন না। কেননা তাঁর মনোনীতজনেরা যেন ভুলবশত তাঁর শত্রু বলে গণ্য না হয়, সেই লক্ষ্যে *তুরির সঙ্গে তিনি নিজ দূতদের প্রেরণ করবেন, আর তাঁরা আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চারদিক থেকে তাঁর মনোনীতদের জড় করবেন* (৭৮)। সেই যে লোট একাই ছিলেন, তাঁকে যিনি অবজ্ঞা করেননি, তিনি কেমন করে বহু ধার্মিককে অবজ্ঞা করবেন? যিনি সেসময় মেঘরথে চড়বেন, যাদের দূতদের দ্বারা জড় করা হয়েছে তাদের তিনি বলবেন, *এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা* (৭৯)।

২৩। বিচারকর্তা খ্রিষ্ট

এখানে উপস্থিত যারা, তাদের মধ্যে কেউ না কেউ বলবে, ‘আমি তো নিঃস্ব’, অথবা ‘সেসময় হয় তো আমাকে অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী পাওয়া যাবে’, বা ‘আমি এমন সাধারণ স্ত্রীলোক যাকে জাঁতায় ধরা হবে, আমাদের কি অবজ্ঞা করা হবে?’ মানুষ, ভরসা

রাখ, বিচারকর্তা কারও পক্ষপাত করেন না, *তিনি চেহারা অনুসারে বিচার করেন না, জনশ্রুতি অনুসারেও শাস্তি দেন না* [৮০]।

তিনি অশিক্ষিতের আগে শিক্ষিতকে প্রাধান্য দেন না, ধনহীনের আগেও ধনবানকে প্রাধান্য দেন না। তুমি মাঠে থাকলেও দূতেরা তোমাকে তুলে নেবেন। এমনটা মনে করো না যে, তিনি জমিদারকে গ্রহণ করবেন ও কৃষককে ফেলে রাখবেন। তুমি দাস বা গরিব হলেও এব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ো না; যিনি *দাসের অবস্থা ধারণ করলেন* [৮১], তিনি দাসদের অবজ্ঞা করেন না। তুমি অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী হলেও লেখা রয়েছে, *সেসময়ে দু'জন লোক এক বিছানায় থাকবে: একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে আর একজনকে ফেলে রাখা হবে* [৮২]। পুরুষ কি স্ত্রীলোক যে তুমি, সেই তুমি প্রয়োজনের জোরে জাঁতা ঘোরাতে ব্যস্ত হলেও, তুমি শেকলে আবদ্ধ হলেও ও জাঁতাকলের ধারে বসে থাকলেও, তবু *যিনি নিজের প্রতাপে শেকলাবদ্ধদের বের করে আনেন* [৮৩], তিনি তোমাকে অবহেলা করবেন না।

যিনি যোসেফকে দাসত্ব অবস্থা ও কারাবাস থেকে রাজ্যে বের করে আনলেন, তিনি তোমার ক্লেশ থেকে তোমাকেও মুক্ত অবস্থায় স্বর্গরাজ্যে চালনা করবেন। তুমি শুধু ভরসা রাখ, শুধু কর্মরত থাক, শুধু যথাসাধ্য সংগ্রাম কর, কেননা তুমি কিছুতেই হারাবে না। তোমার প্রতিটি প্রার্থনা, প্রতিটি সামসঙ্গীত তুমি গান কর, সবই লিপিবদ্ধ; প্রতিটি অর্থদান, প্রতিটি উপবাস, সবই লিপিবদ্ধ; ঈশ্বরের খাতিরে পালন করা কৌমার্য লিপিবদ্ধ, কিন্তু খাতায় প্রথম মুকুট হল চিরকৌমার্য ও নিখুঁৎ শুচিতার জন্য সংরক্ষিত, এবং তুমি স্বর্গদূতের মত দীপ্তিমান হবে।

কিন্তু তুমি যেমন এই সুন্দর জিনিসের কথা সানন্দে শুনেছ, তেমনি ধৈর্যের সঙ্গে সেগুলোর বিপরীত কথাও শোন। তোমার প্রতিটি কৃপণতা লিপিবদ্ধ, তোমার প্রতিটি উচ্ছৃঙ্খল কর্ম লিপিবদ্ধ, তোমার প্রতিটি মিথ্যা শপথ লিপিবদ্ধ, প্রতিটি ঈশ্বরনিন্দাজনক কথা, প্রতিটি জাদুকর্ম, প্রতিটি চুরি ও নরহত্যা লিপিবদ্ধ। এসমস্ত কিছু এখন থেকে লিপিবদ্ধ হতে যাচ্ছে যদি, এখন, বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার পর তুমি তেমনটা কর, কেননা তোমার অতীত কর্ম মুছিয়ে দেওয়া হয়।

২৪। শেষ বিচার

লেখা রয়েছে, *মানবপুত্র যখন নিজের গৌরবে আসবেন, তখন তাঁর সকল দূত তাঁর সঙ্গে থাকবেন* [৮৪]। দেখ, মানুষ, কেমন বিপুল জনতার সামনে তোমাকে বিচারে আসতে হবে। মানবজাতির প্রতিটি গোষ্ঠী উপস্থিত থাকবে।

সুতরাং রোমীয়দের দেশের মানুষ গণনা কর; গণনা কর বর্বর জাতিগুলোর কতগুলো গোত্র আপাতত রয়েছে, ও কতগুলো মানুষ এই বিগত শত শত বছরে মারা গেছে; গণনা কর কতগুলো জাতি বিগত হাজার হাজার বছরে সমাহিত হয়েছে; আদম থেকে আজ পর্যন্ত সকলকেই গণনা কর। এ জনতা সত্যি বিপুল; অথচ এখনও নগণ্য, কেননা স্বর্গদূতেরা আরও অনেক বেশি। নিরানব্বই মেষ রয়েছে, কিন্তু মানবজাতি একটামাত্র মেষ। কেননা বিশ্বের গোটা স্থানের পরিব্যাপ্তি অনুসারে আমাদের সেটার বাসিন্দাদের সংখ্যা গণনা করা দরকার। যখন গোটা পৃথিবী একটামাত্র স্বর্গের মধ্যে এক বিন্দুমাত্র হয়েও তবু তত বিপুল জনতা ধারণ করে আছে, তখন যে স্বর্গ এই স্বর্গকে ঘিরে রাখে, সেই স্বর্গ কেমন জনতা ধারণ করবে? তাছাড়া, স্বর্গের স্বর্গ কি অচিন্তনীয় সংখ্যা ধারণ করতে বাধ্য নয়? লেখা রয়েছে, *লক্ষ লক্ষ কারা যেন তাঁর সেবা করছিল, এবং কোটি কোটি কারা যেন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিল* [৮৫]; সেই জনতা যে খুবই বিপুল, তা শুধু নয়, কিন্তু আসল সমস্যা এটা যে, নবী এই সংখ্যার চেয়ে বেশি সংখ্যা ব্যক্ত করতে পারতেন না।

সুতরাং সেই বিচারে উপস্থিত থাকবেন সকলের পিতা যিনি সেই ঈশ্বর, তাঁর সঙ্গে আসীন যিশু খ্রিষ্ট, ও তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত পবিত্র আত্মা; এক দূতের তুরি আমাদের কর্ম-সহ হাজির হতে আমাদের আহ্বান করবে। আমাদের পক্ষে এটা কি উচিত নয় যে, এখন থেকে আমরা অধিক চিন্তিত হব? মানুষ, শাস্তির কথা বাদে, তত সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে বিচারিত হওয়াটা তুমি সামান্য ব্যাপার মনে করো না। বন্ধুদের দ্বারা দন্ডিত হওয়ার চেয়ে বহু মৃত্যুবরণ করাটাই বরং কি অধিক বাঞ্ছণীয় নয়?

২৫। ঈশ্বর গোপন পাপও বিচার করবেন

তবে ভাইবোনেরা, এসো, আতঙ্কিত হই পাছে ঈশ্বর আমাদের দণ্ডিত করেন; দণ্ড দেবার জন্য তাঁর কোন পরীক্ষা বা প্রমাণ দরকার হয় না।

তুমি একথা বলো না, আমি রাতেই ব্যভিচার করেছি বা জাদু করেছি বা অন্য কিছু করেছি, আর সেসময় ধারে কেউই ছিল না। তুমি তোমার আপন বিবেক অনুসারেই বিচারিত হবে, তোমার *চিন্তা-ধারণাই হয় তোমার বিপক্ষে দাঁড়াবে, না হয় তোমার পক্ষ সমর্থন করবে সেই দিনে, যেদিন ঈশ্বর মানুষের গোপন সবকিছু বিচার করবেন* (৮৬)। বিচারকর্তার ভয়ঙ্কর মুখমণ্ডলই তোমাকে সত্য বলতে বাধ্য করবে; এমনকি, তুমি কিছুই না বললেও তিনি তোমাকে দোষী বলে সাব্যস্ত করবেন। কেননা তুমি হয় তোমার পাপকর্মে, না হয় তোমার সৎকর্মে পরিবৃত হয়ে পুনরুত্থান করবে।

কথাটা স্বয়ং বিচারকর্তাই ঘোষণা করেছেন, কেননা খ্রিষ্টই সেই বিচারকর্তা, *কারণ পিতা নিজে কারও বিচার না করে সমস্ত বিচারের ভার পুত্রের হাতে ন্যস্ত করেছেন* (৮৭); এতে যে তিনি নিজের অধিকার থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেন এমন নয়, তিনি বরং পুত্রের দ্বারা বিচার করেন। অতএব পুত্র পিতার ইচ্ছা অনুসারেই বিচার সম্পাদন করেন, কেননা পিতার ও পুত্রের ইচ্ছা ভিন্ন নয়, বরং এক ও একই।

তবে, তোমাকে তোমার কর্ম বহন করতে হবে কিনা, তা বাদে সেই বিচারকর্তা কী বলেন? *তাঁর সামনে সকল জাতিকে জড় করা হবে* (কেননা খ্রিষ্টের সাক্ষাতে *স্বর্গে মর্তে ও ভূগর্ভে প্রতিটি জানু আনত হতে হবে* (৮৮)), *আর তিনি তাদের একজন থেকে অন্যজনকে পৃথক পৃথক করে দেবেন, যেমন মেষপালক ছাগ থেকে মেষদের পৃথক করে দেয়* (৮৯)। সেই মেষপালক কেমন করে সেই ছাগ ও মেষ পৃথক করে দেন? তিনি কি কোন একটা পুস্তক নিরীক্ষা করেই কোন্‌টা ছাগ ও কোন্‌টা মেষ নির্ণয় করেন? নাকি সেগুলোর কোন না কোন স্পষ্ট দাগ থেকে তাদের নির্ণয় করেন?

এ কি সত্য নয় যে, পশমটা মেষকে ব্যক্ত করে, ও অমার্জিত ও শক্ত চামড়া ছাগকে প্রকাশ করে? একই প্রকারে, তোমাকে যদি এইমাত্র তোমার পাপ থেকে শোধন করা হয়ে থাকে, তাহলে তোমার কর্ম শুভ্র পশমের মত হবে, তোমার বসন অকলঙ্কিত হয়ে থাকবে, ও তুমি ‘আমি আমার বসন ছেড়েছি, কেমন করে তা আবার গায় দেব?’ একথা

অনুক্ষণ বললেও তবু তোমার বসন থেকেই তুমি মেষ বলে পরিচিত হবে। কিন্তু তোমার চামড়া সেই এসৌয়ের মত অমার্জিত হলে, যাঁর চামড়া অমার্জিত ও শক্ত ছিল ও নিজে ছিলেন এমন অসৎ মনের মানুষ যিনি খাদ্যের জন্য জ্যেষ্ঠাধিকার হারিয়ে ফেলেছিলেন ও নিজের প্রাধান্য বিক্রি করে দিয়েছিলেন, তবে তুমি তাদেরই একজন হবে যারা বাঁ পাশে রয়েছে।

এমনটা না হোক যে, এখানে উপস্থিত কাউকে অনুগ্রহ থেকে বাইরে ফেলে দেওয়া হবে, অথবা কাউকে অসৎ কর্মের কারণে বাঁ পাশের সেই পাপীর দলের একজন বলে গণ্য করা হবে।

২৬। কর্ম অনুযায়ী বিচার

বিচারটা সত্যি ভয়ঙ্কর, ও ঘোষিত সেই সমস্ত কিছুও ভয়ঙ্কর: স্বর্গরাজ্য উপস্থাপিত, ও অনন্ত আগুন প্রস্তুত।

কেউ না কেউ বলবে, তবে আমরা কেমন করে সেই আগুন এড়াব? কেমন করে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করব? লেখা আছে, *আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে*; পথ শিখে নাও, এ বচনের জন্য কোনও ব্যাখ্যা দরকার হয় না, যা বলা হচ্ছে তা কর্মে পূরণ করা দরকার। *আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলে; তৃষ্ণার্ত ছিলাম আর আমাকে জল দিয়েছিলে; প্রবাসী ছিলাম আর আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে; বস্ত্রহীন ছিলাম আর আমাকে পোশাক পরিয়েছিলে; পীড়িত ছিলাম আর আমার সেবাযত্ন করেছিলে, কারারুদ্ধ ছিলাম আর আমাকে দেখতে এসেছিলে* (৯০)। তেমনটি করলে তুমি রাজ্যের অংশী হবে, কিন্তু না করলে তুমি দণ্ডিত হবে। সুতরাং, এক্ষুণি এই সমস্ত কর্ম পূরণ করতে শুরু কর ও বিশ্বাসে নিষ্ঠাবান থাক, পাছে সেই যে নির্বোধ কুমারীরা তেল যোগাড় করার জন্য দেরি করেছিল, তাদের মত তোমাকেও বাইরে ফেলে রাখা হবে। তোমার যে এমনি প্রদীপ আছে, তাতে তুমি তত আস্থাবান হয়ো না, কিন্তু প্রদীপটা জ্বলন্তই রাখ। তোমার সৎকর্মের আলো মানুষের সামনে উজ্জ্বল হোক (৯১), ও এমনটা দিয়ো না যে তোমার কারণে খ্রিষ্ট নিন্দার বস্তু হন।

সৎকর্মেই উজ্জ্বল হয়ে অক্ষয়শীলতার তোমার সেই বসনে পরিবৃত হও, ও গৃহাধ্যক্ষ হিসাবে তুমি ঈশ্বর থেকে যা কিছু ব্যবস্থা করার দায়িত্ব পেয়ে থাক, সুবুদ্ধির সঙ্গেই

সেটার সুব্যবস্থা কর। তোমার হাতে কি ধন ন্যস্ত করা হয়েছে? সেবিষয়ে ন্যায্যতার সঙ্গে ব্যবস্থাপনা কর। তোমার হাতে কি ধর্মতত্ত্বের বাণী ন্যস্ত করা হয়েছে? তা উত্তমরূপে সুব্যবস্থা কর। তুমি কি শ্রোতাদের মন উদ্দীপিত করতে পার? দায়িত্বটা যত্ন সহকারে পালন কর। উত্তম ব্যবস্থাপনার বহু দরজা রয়েছে। এটি যথেষ্ট যে, আমরা কেউই যেন দণ্ডিত ও বহিষ্কৃত না হই। আর আমরা যেন ভরসা ভরে সনাতন সেই খ্রিষ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারি যিনি রাজত্ব করেন চিরকাল ধরে।

কেননা যিনি জীবিত ও মৃতদের বিচার করবেন, তিনি চিরকাল ধরে রাজত্ব করেন বটে, কারণ তিনি জীবিত ও মৃতদের জন্যই মরলেন। কথাটা পল এভাবে ব্যক্ত করেন, *কারণ এ উদ্দেশ্যেই খ্রিষ্ট মরলেন ও পুনরুজ্জীবিত হলেন, যেন তিনি মৃত ও জীবিত উভয়েরই প্রভু হতে পারেন* (৯২)।

২৭। **মার্কেল্লুসের বিরুদ্ধে** (৯৩) (১)

আর তুমি যদি কখনও এমনটা শোন যে খ্রিষ্টের রাজ্যের অন্ত হবে, তেমন ভ্রান্তমত তুমি ঘৃণা করবে; সেটা সেই নাগদানবের অন্য একটা মাথা যা সম্প্রতিকালে গালাতিয়ায় উৎপন্ন হল।

কোনও একজন এমন কথা বলতে দুঃসাহস করেছে, যা অনুসারে জগতের শেষ পরিণামে খ্রিষ্ট আর রাজত্ব করবেন না; লোকটা এমনটাও বলতে দুঃসাহস করেছে যে, পিতা থেকে আসা সেই বাণী পুনরায় পিতাতে আত্মভূত হয়ে আর কখনও থাকবেন না; তেমন ঈশ্বর-নিন্দাজনক কথা উচ্চারণের ফলে লোকটা নিজেই নিজের বিনাশ ঘটিয়েছে। কেননা সে প্রভুর কথা শোনেনি যিনি বলেছিলেন, *পুত্র চিরকাল ধরে থাকেন* (৯৪)। সে গাব্রিয়েলের কথা শোনেনি যিনি বলেছিলেন, *তিনি যাকোবকুলের উপর চিরকাল রাজত্ব করবেন, ও তাঁর রাজ্য হবে অন্তহীন* (৯৫)।

একথা বিচার-বিবেচনা কর। আজকালের ভ্রান্তমতপন্থীরা খ্রিষ্টকে অবজ্ঞা করেই শেখাচ্ছে, অপর দিকে গাব্রিয়েল ত্রাণকর্তার সনাতন অস্তিত্বের কথাই শিখিয়েছিলেন; তাই তুমি কাকেই বেশি বিশ্বাস করবে? তাদের, নাকি গাব্রিয়েলকে তুমি বেশি বিশ্বাস করবে? দানিয়েলের সাক্ষ্য শোন, *আমি রাত্রিবেলায় দর্শনে দেখছিলাম, এমন সময়ে আকাশের মেঘের সঙ্গে মানবপুত্রের মত কে যেন একজন এগিয়ে আসছেন: তিনি*

বহুদিনের সেই প্রাচীনজনের কাছে এসে … , ইত্যাদি, *ও তাঁকে আরোপ করা হল কর্তৃত্ব, মহিমা ও রাজ-অধিকার; সকল জাতি, দেশ ও ভাষার মানুষ তাঁর সেবায় নিবদ্ধ থাকবে; তাঁর কর্তৃত্ব সনাতন কর্তৃত্ব যা কখনও লোপ পাবে না, এবং তাঁর রাজ্য কখনও বিলুপ্ত হবে না* (৯৬)।

তুমি একথাগুলোই বরং আঁকড়িয়ে ধরে থাক, একথাগুলোই বিশ্বাস কর, ও ভ্রান্তমতের সেই কথাগুলো তোমা থেকে দূর করে দাও, কেননা তুমি অতি স্পষ্ট ভাবেই খ্রিষ্টের অন্তহীন রাজ্যের কথা শুনেছ।

২৮। মার্কেল্লুসের বিরুদ্ধে (২)

একই ধরনের তত্ত্ব তুমি সেই শৈলেরও ব্যাখ্যায় পেতে পার, সেই যে *শৈল পাহাড় থেকে কাটা হয়েছিল কিন্তু মানুষের হাতে নয়* (৯৭), আর সেই শৈল হলেন মাংস অনুসারে স্বয়ং খ্রিষ্ট, যাঁর *রাজ্য অন্য জাতির হাতে যাবে না* (৯৮)। দাউদও এক স্থানে বলেন, *হে ঈশ্বর, তোমার সিংহাসন চিরদিন চিরকালস্থায়ী* (৯৯), ও অন্য একটা স্থানে, *হে প্রভু, তুমি পুরাকালে পৃথিবীর ভিত্তি স্থাপন করলে*, ইত্যাদি, *সেগুলি বিলুপ্ত হবে, তুমি কিন্তু থেকে যাবে*, ইত্যাদি, *তুমি কিন্তু অভিন্ন হয়ে থাক, তোমার বছরপরম্পরার সমাপ্তি নেই* (১০০); এ বাণীগুলো এমন যা পল হিব্রুদের কাছে পত্রে পুত্রকেই উদ্দেশ করা বাণী বলে ব্যাখ্যা করেছেন (১০১)।

২৯। 'ততদিন তাঁকে রাজত্ব করতে হবে' এর প্রকৃত অর্থ

আর তুমি কি জানতে ইচ্ছা কর, যারা বিপরীত কথা শেখায় তারা কোথা থেকে তেমন উন্মাদনা বের করেছে? প্রেরিতদূতের দ্বারা যা উত্তমরূপে লেখা হয়েছিল , তারা তা অনিষ্টকর ভাবে পাঠ করেছে: *কেননা যতদিন না তিনি সমস্ত শত্রুকে তাঁর পদতলে এনে রাখেন, ততদিন তাঁকে রাজত্ব করতে হবে* (১০২)। এক্ষেত্রে তারা বলে, যখন তাঁর শত্রুদের তাঁর পদতলে রাখা হবে, তখন তিনি আর রাজত্ব করবেন না; কিন্তু তারা মিথ্যায় ও নির্বোধভাবেই একথা বলে। কেননা যিনি নিজ শত্রুদের বশীভূত করার আগেও রাজা, তাদের উপর জয়লাভ করার পর তিনি কি আরও বেশি করে রাজত্ব করবেন না?

৩০। পুত্র বিলীন হবেন না

তারা একথাও বলতে দুঃসাহস করেছে যে, সেই বচন, অর্থাৎ *সবকিছু তাঁর বশীভূত হওয়ার পর স্বয়ং পুত্রকেও তাঁর বশীভূত করা হবে, যিনি সবকিছু তাঁর বশে রেখেছেন; যেন স্বয়ং ঈশ্বরই হন সবকিছু সবারই মধ্যে* (১০৩), ওদের মতে তেমন বচনটা দেখায় যে, পুত্রও পিতাতে আত্মভূত হবেন।

তবে, হে নিতান্ত ভক্তিহীন মানুষ, খ্রিষ্টের সৃষ্টজীব যে তোমরা, তোমরাই কি থেকে যাবে? একথা ঈশ্বরনিন্দাজনক। কিন্তু তাছাড়া, কেমন করে সবকিছু তাঁর বশীভূত করা হবে? বিনষ্ট হওয়ার মধ্য দিয়ে, নাকি থেকে যাওয়ার মধ্য দিয়ে? বাকি যা সবকিছু পুত্রের বশীভূত হয়েছে, তা কেমন করে থেকে যাবে? এবং যে খ্রিষ্ট পিতার বশীভূত, তিনিও কি আর থেকে যাবেন না?

কেননা তিনি বশীভূত হবেন, কিন্তু এজন্য নয় যে তিনি বশীভূত হবার পর থেকেই ঈশ্বরের ঈচ্ছা পূর্ণ করতে শুরু করবেন, বাস্তবিকই তিনি অনাদিকাল থেকেই *সর্বদাই তাঁর মনোমত কাজ করে থাকেন* (১০৪), বরং এজন্য যে, আগে যেমন তেমনি পরেও তিনি পিতার প্রতি বাধ্য হয়ে থাকেন, বলপ্রয়োগে বাধ্যতা দেখানোতে এমন নয়, বরং ইচ্ছাকৃত ভাবে তাঁর ইচ্ছা পালন করাতেই তিনি বাধ্য থাকেন। কেননা তিনি এমন দাস নন যাঁকে বলপ্রয়োগে বশীভূত করা দরকার; না, তিনি বরং পুত্র, যিনি মনের সদিচ্ছায় ও ভালবাসায় সবকিছুতে সম্মত।

৩১। সেই ‘ততদিন’ ও সেই ‘যতদিন না’ সম্পর্কে

কিন্তু এসো, অনুসন্ধান করি সেই ‘ততদিন’ ও সেই ‘যতদিন না’ এর অর্থ কি না হতে পারে। কেননা ঠিক এ বচন দ্বারা আমি ব্যাপারটা সমাপ্ত করব ও তাদের ভুল উল্টিয়ে দিতে চেষ্টা করব।

যেহেতু তারা এমনটা বলতে দুঃসাহস দেখিয়েছে যে *যতদিন না তিনি সমস্ত শত্রুকে তাঁর পদতলে এনে রাখেন* (১০৫) বচনটা এমনটা দেখায় যে তাঁর অন্ত হবে, এবং খ্রিষ্টের সনাতন রাজত্বকে সীমাবদ্ধ করতে ও শব্দগুলোর প্রকৃত অর্থ হ্রাসীকৃত ক’রে তাঁর

অন্তহীন কর্তৃত্বকে শেষ করে দিতে ভয় পায়নি, সেজন্য এসো, প্রেরিতদূতের এ সদৃশ বাণী শুনি, *কিন্তু তবুও আদম থেকে মোশি পর্যন্ত মৃত্যু রাজত্ব করল* (১০৬)।

তবে কি, সেসময় পর্যন্তই কি মানুষ মরল, ও মোশির পরে আর কেউই কি মরেনি বা বিধানের পরে মানুষদের মধ্যে আর কোন মৃত্যু কি হয়নি? তুমি তো দেখতে পাচ্ছ যে, 'যতদিন না' শব্দটা কালের সীমাবদ্ধতা লক্ষ করে না, বরং পল এটি বোঝাতে চাইছেন যে, মোশী ধর্মপ্রাণ ও সম্মাননীয় ব্যক্তি হলেও তবু আদমের বিরুদ্ধে উচ্চারিত সেই মৃত্যু দণ্ডাদেশ তাঁরও জন্য ও যারা তাঁর পরে এল তাদেরও জন্য বহাল থাকল যদিও তারা সেই আদমের মত পাপ করেনি যিনি সেই গাছের ফল খাওয়ায় অবাধ্যতা দেখিয়েছিলেন।

৩২। উপরোক্ত বিষয়ে অন্যান্য বচন

সদৃশ আর একটা বচন ধর: *বস্তুত আজও পর্যন্ত … যখন মোশি-পাঠ হয়, তখন তাদের হৃদয়ের উপরে একটা আবরণ পাতা থাকে* (১০৭)। তবে, সেই 'পর্যন্ত' বলতে কি শুধু 'পল পর্যন্তই' বোঝায়? বরং সেই 'আজও পর্যন্ত' কি আমাদেরই বর্তমান 'আজ' পর্যন্ত এমনকি শেষ পর্যন্তই প্রসারিত নয়? আর যখন পল করিন্থীয়দের বলেন, *খ্রিষ্টের সুসমাচার নিয়ে আমরা তোমাদের ওখানে পর্যন্তও প্রথমে এসে উপস্থিত হয়েছি … এই প্রত্যাশা রেখে যে, তোমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি পেতে পেতে আমাদের সীমা অনুসারে তোমাদের মধ্যে আরও ব্যাপকভাবে বিস্তারিত হয়* (১০৮), তখন তুমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছ যে, সেই 'তোমাদের ওখানে পর্যন্ত' শব্দটা শেষ সীমা বোঝায় না বরং এমন স্থান বোঝায় যা তা থেকে আরও দূরে প্রসারিত।

তাই তুমি শাস্ত্রের সেই বচনটা কোন্ অর্থে মনে রাখবে যা অনুসারে *যতদিন না তিনি সমস্ত শত্রুকে তাঁর পদতলে এনে রাখেন?* (১০৯)। পল যা অনুসারে অন্যত্র বলেন, সেই অনুসারে: *সেই 'আজ' কথাটা যতদিন ঘোষিত, ততদিন তোমরা একে অন্যকে উদ্দীপিত করে তোল* (১১০), অর্থাৎ 'অবিরতই'।

কেননা যেমন খ্রিষ্টের দিনগুলোর আরম্ভ সম্পর্কে কথা বলা আমাদের উচিত নয়, তেমনি তুমি এমনটা সহ্য করবে না যে কোন মানুষ তাঁর রাজ্যের অন্ত সম্পর্কে কথা বলবে, যেহেতু লেখা রয়েছে, *তাঁর রাজ্য চিরকালীন রাজ্য* (১১১)।

৩৩। সেই বিচারকর্তার প্রতীক্ষায় জীবনযাপন

খ্রিষ্টের রাজ্য যা চিরকাল ধরে অন্তহীন, সেসম্পর্কে যদিও ঐশশাস্ত্র ভিত্তিক বহু সাক্ষ্যদান আমার থাকে, তবু, আপাতত যেগুলো উল্লেখ করেছি সেগুলো নিয়ে আমি তুষ্ট, কারণ বেলা প্রায় হয়ে গেছে।

কিন্তু তুমি, হে শ্রোতা, কেবল তাঁকেই উপাসনা কর ও ভ্রান্তমত থেকে দূরে পালাও। এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের এমনটা করতে দিলে তবে বিশ্বাস-সূত্রের বাকি সূত্রগুলোও আমি সময়মত তোমাকে বোঝাব। বিশ্বজগতের ঈশ্বর তোমাদের সকলকে রক্ষা করুন, সেই তোমরা যারা শেষ পরিণামের চিহ্নগুলো মাথায় রাখ ও খ্রিষ্টবৈরীর দ্বারা অপরাজিত হয়ে থাক। আসন্ন প্রতারকের চিহ্ন-লক্ষণটা তুমি পেয়েছ, পেয়েছ সেই সত্যকার খ্রিষ্টের প্রমাণসমূহ যিনি স্বর্গ থেকে প্রকাশ্যেই নেমে আসবেন। অতএব নকল যে খ্রিষ্ট তার কাছ থেকে পালাও ও সত্যকার যে খ্রিষ্ট তাঁকেই প্রতীক্ষা কর।

তোমাকে সেই পথ শেখানো হয়েছে যে পথে চলে তুমি বিচারের সময়ে ডান পাশে স্থান পাবে। খ্রিষ্ট সম্পর্কে *তোমার কাছে যা গচ্ছিত রাখা হয়েছে, তা সযত্নে রক্ষা কর* [১১২], ও সৎকর্মে আদর্শবান হও, যাতে তুমি সেই বিচারকর্তার সামনে ভরসা ভরে দাঁড়াতে পার ও উত্তরাধিকার রূপে স্বর্গরাজ্য পেতে পার, যাঁর দ্বারা ও যাঁর সঙ্গে পবিত্র আত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের গৌরব হোক, যুগে যুগান্তরে। আমেন।

---

(১) দা ৭:৯-১৪।

(২) সাম ৭২:৬ দ্রঃ।

(৩) লুক ২:৭।

(৪) সাম ১০৪:২।

(৫) হিব্রু ১২:২ দ্রঃ।

(৬) মথি ২৫:৩১ দ্রঃ।

(৭) মথি ২১:৯।

(৮) মথি ২৬:৩ দ্রঃ।

(৯) সাম ৫০:২১।

(১০) মালা ৩:১।

(১১) মালা ৩:১৩।

(১২) মালা ৩:৫।

(১৩) ১ করি ৩:১২-১৩।

(১৪) তীত ২:১১-১৩।

(১৫) হোশেয়া ৪:২।

(১৬) ইশা ৩৪:৪।

(১৭) মথি ২৪:২৯।

(১৮) সাম ১০২:২৬-২৭।

(১৯) ইশা ৫৭:১।

(২০) মথি ২৪:৩৫।

(২১) প্রেরিত ১:৭।

(২২) মথি ২৪:৪২।

(২৩) মথি ২৪:৩।

(২৪) ২ করি ১১:১৪।

(২৫) মথি ২৪:৪।

(২৬) মথি ২৪:৫।

(২৭) মথি ২৪:৬।

(২৮) মথি ২৪:৭।

(২৯) লুক ২১:১১।

(৩০) মথি ২৪:৪২।

(৩১) মথি ২৪:১০।

(৩২) মথি ২৪:১২।

(৩৩) সাম ২৮:৩ দ্রঃ।

(৩৪) মথি ২৪:১৪।

(৩৫) মথি ২৪:১৫।

(৩৬) মথি ২৪:২৩।

(৩৭) ২ থে ২:৩-১০।

(৩৮) ২ তি ৪:৩।

(৩৯) মথি ২৪:২৩।

(৪০) মথি ২৪:২৭।

(৪১) মথি ২৪:৩০-৩১।

(৪২) দা ১১:২৪।

(৪৩) ২ থে ২:৮।

(৪৪) দা ৭:২৩।

(৪৫) দা ৭:২৪।

(৪৬) দা ৭:২৫।

(৪৭) ২ থে ২:৯।

(৪৮) যোহন ৮:৪৪।

(৪৯) ২ থে ২:৪।

(৫০) মথি ২৪:২।

(৫১) দা ৭:২১।

(৫২) দা ১২:১।

(৫৩) মথি ২৪:১৬।

(৫৪) রো ৮:৩৫।

(৫৫) মথি ২৪:২১।

(৫৬) মথি ২৪:২২।

(৫৭) দা ৭:২৫।

(৫৮) দা ১২:৭।

(৫৯) দা ১২:১১, ১২।

(৬০) মথি ১০:২৩।

(৬১) মথি ২৪:২৪।

(৬২) ২ থে ২:১২।

(৬৩) দা ১২:১-৩।

(৬৪) ২ থে ২:৭।

(৬৫) উপ ১২:৫।

(৬৬) মথি ২৪:৩০।

(৬৭) উপ ১২:৫।

(৬৮) ১ থে ৪:১৬।

(৬৯) মথি ২৫:৬।

(৭০) সাম ৫০:৩।

(৭১) দা ৭:৯।

(৭২) ইশা ১:১৮।

(৭৩) প্রেরিত ১:৯-১০ দ্রঃ।

(৭৪) মথি ২৪:৩০।

(৭৫) মথি ২৪:৩০।

(৭৬) জাখা ১২:১২।

(৭৭) নাহুম ১:৬।

(৭৮) মথি ২৪:৩১।

(৭৯) মথি ২৫:৩৪।

(৮০) ইশা ১১:৩।

(৮১) ফিলি ২:৭।

(৮২) লুক ১৭:৩৪।

(৮৩) সাম ৬৮:৭।

(৮৪) মথি ২৫:৩১।

(৮৫) দা ৭:১০।

(৮৬) রো ২:১৫-১৬।

(৮৭) যোহন ৫:২২।

(৮৮) ফিলি ২:১০।

(৮৯) মথি ২৫:৩২।

(৯০) মথি ২৫:৩৫-৩৬।

(৯১) মথি ৫:১৬ দ্রঃ।

(৯২) রো ১৪:৯।

(৯৩) আঙ্কিরা (বর্তমান তুরস্কের রাজধানি 'আঙ্কারা') এর বিশপ মার্কেল্লুস ৩২৫ সনে নিকেয়া মহাসভায় অধিকাংশ বিশপদের সঙ্গে আরিউসের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন; কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি সাবেল্লিউসের ভ্রান্তমতে পতিত হন।

(৯৪) যোহন ৮:৩৫।

(৯৫) লুক ১:৩৩।

(৯৬) দা ৭:১৩-১৪।

(৯৭) দা ২:৩৪।

(৯৮) দা ২:৪৪।

(৯৯) সাম ৪৫:৭।

(১০০) সাম ১০২: ২৬-২৮।

(১০১) হিব্রু ১:১০-১২ দ্রঃ।

(১০২) ১ করি ১৫:২৫।

(১০৩) ১ করি ১৫:২৮।

(১০৪) যোহন ৮:২৯।

(১০৫) ১ করি ১৫:২৫

(১০৬) রো ৫:১৪।

(১০৭) ২ করি ৩:১৫-১৬।

(১০৮) ২ করি ১৪-১৫।

(১০৯) ১ করি ১৫:২৫।

(১১০) হিব্রু ৩:১৩।

(১১১) দা ৩:১০০।

(১১২) ১ তি ৬:২০।

আলোপ্রত্যাশীদের ১৬শ ধর্মশিক্ষা

- পবিত্র আত্মা -

‘নিকেয়া মহাসভার বিশ্বাস-সূত্র’ বলে পরিচিত বিশ্বাস-সূত্র ব্যাখ্যা-প্রক্রিয়া ক্ষেত্রে এই ১৬ ও ১৭ ধর্মশিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ একটা পদক্ষেপ চিহ্নিত করেছিল। তবু এবিষয়ে একথা স্মরণ করা উচিত যে, কয়েক বছর পরে (৩৮১ সালে) কনস্তান্তিনোপলিস মহাসভা সেই বিশ্বাস-সূত্র পরিবর্ধিত করার ফলে ‘নিকেয়া-কনস্তান্তিনোপলিস বিশ্বাস-সূত্র’ বলে পরিচিত বিশ্বাস-সূত্রের উদ্ভব হয়েছিল যা এখনও খ্রিষ্টমণ্ডলীতে প্রচলিত। সুতরাং, সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা করা বিশ্বাস-সূত্রে সেই কয়েকটা সূত্র অনুপস্থিত যেগুলো ৩৮১ সনে যোগ করা হয়েছিল।

এই ১৬শ ধর্মশিক্ষায় সাধু সিরিল বিশেষ ভাবে পুরাতন নিয়মের নানা পদের উপর জোর দেন; তিনি বিশেষভাবে সেই পবিত্র আত্মার কথা তুলে ধরেন যিনি পিতা থেকে আগত, ও বিধান ও নবীদের মধ্য দিয়ে কথা বলেছিলেন। এবিষয়ে সাধু সিরিল বলেন, এখনও নতুন নতুন নকল নবী আবির্ভূত হয় যারা পবিত্র আত্মার নিন্দা করে ও মন্ত্রজালিক শিমোন, মন্তানুস ও মানি-র ভ্রান্তমত পুনরুত্থাপন করে।

ভাই, আমি চাই না, আত্মার দানগুলির বিষয়ে তোমরা অজ্ঞতায় থাকবে, ইত্যাদি, … *বহুবিধ অনুগ্রহদান আছে, আত্মা কিন্তু এক,* ইত্যাদি [১], করিন্থীয়দের কাছে পত্রের এই পাঠের পরে, ‘আমি সহায়ক পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি, যিনি নবীদের মধ্য দিয়ে কথা বলেছিলেন’ সূত্র সম্পর্কে, যেরুশালেমে তাৎক্ষণিক ভাবে পরিবেশিত ধর্মশিক্ষা।

১। পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে পাপ সম্পর্কে

পবিত্র আত্মা সম্পর্কে কথা বলার জন্য আত্মিক অনুগ্রহ আমাদের একান্ত দরকার; আমরা যে তাঁর বিষয়ে যোগ্যরূপে কথা বলতে পারি এমন নয়, কেননা তা সম্ভব নয়; কিন্তু এই অর্থে যে, ঐশশাস্ত্রের বাণী ব্যক্ত করতে গিয়ে আমরা যেন বিপদমুক্ত হয়ে আমাদের দৌড় চালাতে পারি। কেননা সুসমাচারে ভয়ঙ্কর কথা সেখানে লেখা রয়েছে যেখানে খ্রিষ্ট স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, *যে কেউ পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কথা বলে, সে ক্ষমা পাবে না, এযুগেও নয়, ভাবী যুগেও নয়* [২]।

এমনটাতেও প্রায় ভয় করা উচিত পাছে মানুষ অজ্ঞতাবশত বা মন-গড়া ভক্তির খাতিরে তাঁর বিষয়ে যা বলা উচিত নয় তা-ই বলাতে উল্লিখিত দণ্ডের পাত্র হয় (৩)। জীবিত ও মৃতদের বিচারকর্তা সেই যিশু খ্রিষ্ট স্পষ্ট ভাবে বলেছেন, সেই লোক ক্ষমা পাবে না; তাই যদি কোন মানুষ এব্যাপারে অপরাধ করে ফেলে, তার কি আশা থাকে?

২। এক্ষেত্রে ধর্মশিক্ষা সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্র ভিত্তিক

অতএব, যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহের উপরেই এমনটা মঞ্জুর করা নির্ভর করে যাতে আমি নির্ভুলভাবে কথা বলি ও তোমরা সদ্বিবেচনার সঙ্গে শোন; কেননা সদ্বিবেচনা কেবল তাদেরই প্রয়োজন যারা কথা বলে এমন নয়, তাদেরও প্রয়োজন যারা শোনে, পাছে তারা একটা কথা শুনে মনে এমন অন্য কিছু ধারণা করে যা ভুল (৪)।

সুতরাং আমরা পবিত্র আত্মা সম্পর্কে কেবল তা-ই বলি যা লেখা রয়েছে।; আর যা কিছু লেখা নেই, এসো, আমরা যেন কৌতূহলী হয়ে তাতে ব্যস্ত না হই। পবিত্র আত্মা নিজেই শাস্ত্রে কথা বলেছেন; তিনি আবার নিজের সম্পর্কে ততখানি বলেছেন যতখানি তিনি ইচ্ছা করেছেন, বা যতখানি আমরা ধারণ করতে পারি।

সুতরাং এসো, তিনি যা বলেছেন, আমরা তা-ই বলি; কেননা যা কিছু তিনি বলেননি, আমরা তা বলতে সাহস করি না।

৩। পুরাতন ও নূতন নিয়মে একমাত্র পবিত্র আত্মা।

একমাত্র পবিত্র আত্মা আছেন, তিনি সেই সহায়ক, আর যেমন একমাত্র পিতা আছেন, দ্বিতীয় কোন পিতা নেই, আর যেমন একমাত্র জনিত পুত্র ও ঈশ্বরের বাণী আছেন যাঁর কোন ভাই নেই, তেমনি একমাত্র পবিত্র আত্মা আছেন ও দ্বিতীয় কোন আত্মা নেই যা সম্মানে তাঁর সমকক্ষ (৫)।

সুতরাং, পবিত্র আত্মা হলেন সর্বোচ্চ প্রতাপ, যিনি ঐশ্বরিক ও অনুসন্ধানের অতীত; কেননা তিনি জীবনময় ও যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন, সেই সবকিছুর পবিত্রতাদানকারী আদিকারণ যা খ্রিষ্টের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর দ্বারা গড়া হয়েছিল। তিনিই ধার্মিকের আত্মা আলোকিত করে তোলেন, আবার তিনি নবীদের মধ্যে ও নূতন নিয়মে প্রেরিতদূতদের মধ্যেও বিদ্যমান ছিলেন। পবিত্র আত্মার কর্মকাণ্ড বিচ্ছিন্ন করতে দুঃসাহস করে যারা,

তারা ঘৃণার বস্তু হোক। আছেন একমাত্র ঈশ্বর, তিনি পিতা ও পুরাতন ও নূতন নিয়মের প্রভু; ও একমাত্র প্রভু, তিনি সেই যিশু খ্রিষ্ট যাঁর কথা পুরাতন নিয়মে পূর্বঘোষিত হয়েছিল ও নূতন নিয়মে এসেছিলেন; ও একমাত্র পবিত্র আত্মা যিনি নবীদের দ্বারা খ্রিষ্টের কথা প্রচার করেছিলেন ও খ্রিষ্টের আগমনের পর নেমে এসেছিলেন ও তাঁকে প্রকাশ করলেন [৬]।

৪। সেই আত্মা কোথায় নেমে এসেছিলেন, সেই সম্পর্কে

সুতরাং কেউই যেন পুরাতন নিয়ম নূতন নিয়ম থেকে বিচ্ছিন্ন না করে, আবার কেউই যেন এমনটা না বলে যে, পুরাতন নিয়মের আত্মা এক, ও নূত নিয়মের আত্মা অন্য। কেননা এভাবে সে স্বয়ং সেই পবিত্র আত্মাকেই অসম্মান করে যিনি পিতার ও পুত্রের সঙ্গে সম্মানিত হন, ও পবিত্র বাপ্তিস্মের সময়ে তাঁদের সঙ্গে পবিত্র ত্রিত্বে অন্তর্ভুক্ত।

কেননা সেই একমাত্র জনিত পুত্র প্রেরিতদূতদের স্পষ্ট ভাবে বলেছিলেন, *তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে তাদের বাপ্তিস্ম দাও* [৭]। আমাদের আশা পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মায় স্থিত। আমরা তিনটে ঈশ্বরের কথা প্রচার করি না; মার্কিওনপন্থীদের স্তব্ধ করা হোক; কিন্তু আমরা এক-ঈশ্বরকে প্রচার করি যিনি পবিত্র আত্মার সঙ্গে এক-পুত্রের দ্বারা সক্রিয়। আমাদের বিশ্বাস অবিচ্ছেদ্য [৮], উপাসনা অবিভাজ্য। অন্যান্যদের মত আমরা পবিত্র ত্রিত্বকে বিচ্ছেদও করি না, সাবেল্লিউস যেমন করে আমরা সেইমত ত্রিত্বে কোন মিশ্রণ সমর্থন করি না।

আমাদের ভক্তি অনুসারে আমরা এক-পিতাকে জানি যিনি আমাদের ত্রাণকর্তা হবার জন্য আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন; আমরা এক-পুত্রকে জানি যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি পিতা থেকে সেই সহায়ককে পাঠাবেন [৯]; আমরা পবিত্র আত্মাকে জানি যিনি নবীদের মধ্য দিয়ে কথা বলেছিলেন, যিনি পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিনে আগুনের মতই যেন কতগুলো জিহ্বার আকারে প্রেরিতদূতদের উপরে নেমে এসেছিলেন [১০], আর তা ঘটেছিল এইখানে, এই যেরুশালেমে, প্রেরিতদূতদের বলে পরিচিত উচ্চ স্থিত গির্জায়, কেননা সবকিছুর মধ্যে যা যা সর্বোৎকৃষ্ট, তা আমাদের সঙ্গে এইখানে রয়েছে;

হ্যাঁ, এইখানে খ্রিষ্ট স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিলেন, এইখানে পবিত্র আত্মা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিলেন। আর প্রকৃতপক্ষে তা অধিক সমীচীন হত যে, আমরা যেমন খ্রিষ্ট ও গলগথা সম্পর্কে এই গলগথায়ই কথা বলি, তেমনি সেই উচ্চ স্থিত গির্জায়ই পবিত্র আত্মা সম্পর্কে কথা বলতাম। কিন্তু, যেহেতু যিনি সেখানে নেমে এসেছিলেন, তিনি তাঁরই গৌরবের সহভাগী যিনি এখানে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, সেজন্য আমরা এখানে তাঁরও কথা বলি যিনি সেখানে নেমে এসেছিলেন। কেননা উপাসনা অবিভাজ্য।

৫। পবিত্র আত্মা বিষয়ক ভ্রান্তমত

আমরা এখন পবিত্র আত্মা সম্পর্কে কিছু কথা বলতে ইচ্ছা করছিলাম; তাঁর সত্তাকে সূক্ষ্ম রূপেই ব্যক্ত করব তা নয়, কেননা তেমন কাজ সম্ভব নয়; কিন্তু তাঁর সম্পর্কে যে নানা ভ্রান্তমত রয়েছে, সেবিষয়েই কথা বলব, পাছে অজ্ঞতাবশত আমরা সেই ভ্রান্তমতে পড়ি; ভ্রান্তমতের পথও আমরা রুদ্ধ করতে ইচ্ছা করি, যাতে আমরা রাজ-পথে চলেই যাত্রা করতে পারি। তাই, আমরা যদি এখন সতর্কতার খাতিরে ভ্রান্তমতপন্থীদের কোন তত্ত্ব আবার উল্লেখ করি, তা তাদের মাথায়ই ফিরে যাক ও আমরা অর্থাৎ আমি যে কথা বলছি ও তোমরা যারা শুনছ, উভয়ই যেন তাতে দায়ী না হই।

৬। সেই মন্ত্রজালিক শিমোনের পন্থীরা

কেননা সেই যে ভ্রান্তমতপন্থীরা সবকিছুতে নিতান্ত ভক্তিহীন, তারা পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধেও *নিজেদের জিহ্বা তীক্ষ্ণ করেছে* (১১) ও ব্যাখ্যাতা ইরেনেউস যেভাবে তাঁর লেখা ‘ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে’ পুস্তকে লিখেছিলেন (১২), তারা সেইভাবে অভক্তিময় কথা উচ্চারণ করতে দুঃসাহস করেছে।

বাস্তবিকই তাদের কয়েকজন এমনটা বলতে দুঃসাহস করেছে যে, তারা নিজেরাই পবিত্র আত্মা: ওদের মধ্যে প্রথমজন ছিল সেই মন্ত্রজালিক শিমোন (১৩) যার কথা প্রেরিতদের কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত; কেননা যখন তাকে বহিষ্কার করা হয়েছিল তখন সে সেই ধরনের তত্ত্ব শেখাবার দাবি করেছিল। তথাকথিত ‘জ্ঞানমার্গপন্থী’ ভক্তিহীন লোকেরাও উল্লেখযোগ্য যারা আত্মার বিরুদ্ধে অন্য ধরনের কথা বলেছিল; সেই দুর্জন বালেন্তিনুসপন্থীরাও উল্লেখযোগ্য যারা আবার অন্য কিছু বলেছিল; ও সেই জঘন্য মানিও

উল্লেখযোগ্য যে নিজেকে খ্রিষ্টের প্রেরিত সহায়ক বলে অভিহিত করতে দুঃসাহস করেছিল। আরও অনেকেও আছে যারা শেখাত, নবীদের মধ্যে ও নূতন নিয়মের মধ্যে যে আত্মা, সেই আত্মা ভিন্ন।

হ্যাঁ, তাদের ভুলভ্রান্তি এমনকি তাদের ঈশ্বরনিন্দা মহৎ। অতএব তুমি সেই সমস্ত কিছুর প্রচারকদের ঘৃণা কর, ও তাদের কাছ থেকে দূরে পালাও যারা পবিত্র আত্মাকে নিন্দা করার জন্য ক্ষমা পাবে না। কেননা আশাবিহীন লোকদের সঙ্গে তোমার কেমন যোগাযোগ থাকতে পারে, সেই তুমি যে পবিত্র আত্মা-নামেও এখন বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে উদ্যত? যে কেউ চোরের সঙ্গে যোগ দেয় ও তার সঙ্গে চলে, সে যখন দণ্ডনীয়, তখন পবিত্র আত্মাকে যে সেইভাবে অসম্মান করে, তার কেমন আশা থাকতে পারে?

৭। ভ্রান্তমত সম্পর্কে

সেই মার্কিওনপন্থীরাও ঘৃণার বস্তু হোক যারা নূতন নিয়ম থেকে পুরাতন নিয়মের বচনগুলো ছিঁড়ে ফেলে। কেননা নিতান্ত ভক্তিহীন সেই মার্কিওনই প্রথম তিন তিন ঈশ্বরের কথা উত্থাপন করল (১৪); সে যখন দেখল, নূতন নিয়মে খ্রিষ্ট সংক্রান্ত নবীদের কতগুলো সাক্ষ্যদান রয়েছে, সে পুরাতন নিয়ম থেকে নেওয়া সেই সাক্ষ্যদান ছিন্ন করল যাতে রাজা সাক্ষীবিহীন হয়ে যান (১৫)। উপরে উল্লিখিত সেই জ্ঞানমার্গপন্থীদেরও ঘৃণা কর যারা নামে জ্ঞানবান কিন্তু অজ্ঞতায় ভরা: তারা পবিত্র আত্মা সম্পর্কে এমন কথা বলল যা উচ্চারণ করার সাহস আমার নেই।

৮। মন্তানুস সম্পর্কে

সেই কাতাফ্রিগীয়রাও তোমার ঘৃণার বস্তু হোক, ও তাদের দুর্বৃত্ত নেতা মন্তানুস, ও তার তথাকথিত নারী-নবী সেই মাক্সিমিল্লা ও প্রিস্কিল্লাও সেইমত হোক।

এই মন্তানুস মাথাছাড়া, ও সত্যিকারে তীব্র পাগল ছিল। কেননা পাগল না হলে সে অবশ্যই সেই ধরনের কথা বলত না, ও নিজেকে পবিত্র আত্মা বলে ঘোষণা করার সাহস তার হত না, কেননা সে ছিল দুর্ভাগা এক মানুষ যে অশুচিতা ও লালসায় পরিপূর্ণ। উপস্থিত মহিলাদের সম্মানের খাতিরে এব্যাপারে একথাই যথেষ্ট হোক (১৬): পেপুজা নামক ফ্রিগিয়ার খুবই ছোট্ট একটা গ্রাম দখল ক'রে সে সেটার মিথ্যা-নাম যেরুশালেম

রাখল, ও তাদের তথাকথিত রহস্যাদি উদ্‌যাপন করার লক্ষ্যে সে দুর্ভাগা ছোট শিশুদের গলা কেটে ও তাদের টুকরো টুকরো করে অপবিত্র ভোজসভা আয়োজন করত: এ দুষ্কর্মের কারণেই সম্প্রতিকাল পর্যন্ত নির্যাতনের সময়ে আমাদের উপর তেমন কাজ করার সন্দেহ চাপিয়ে দেওয়া হত যেহেতু এ মন্তানুসপন্থীরা মিথ্যায়ই নিজেদের খ্রিষ্টিয়ান পরিচয় দিত।

আচ্ছা, অভক্তিতে ও অমানবীয় হিংস্রতায় পূর্ণ, ও অপরিবর্তনীয় এমন দণ্ডে দণ্ডিত এই লোকটা নিজেকে পবিত্র আত্মা বলে অভিহিত করতে দুঃসাহস করত।

৯। মানি সম্পর্কে

আগে যেমন বলেছিলাম, মন্তানুসের পর পরেই এল সেই নিতান্ত ভক্তিহীন মানি (১৭) যে প্রতিটি ভ্রান্তমতে যা খারাপ ছিল সেইসব মিশিয়ে দিয়ে নিজে ধ্বংসের নিম্নতম কুয়ো হওয়ায় সকল ভ্রান্তমতপন্থীদের তত্ত্ব জড় করে নতুন একটা ভ্রান্তমত গঠন করল ও শিখিয়ে দিল।

সে একথা বলতেও দুঃসাহস করল যে, সে নিজে সেই সহায়ক যাকে খ্রিষ্ট প্রেরণ করবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। কিন্তু ত্রাণকর্তা যখন সেই সহায়কের কথা প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, তখন তিনি প্রেরিতদূতদের বলেছিলেন, *তোমরা ঊর্ধ্ব থেকে আগত পরাক্রমে যতদিন না পরিবৃত হও, ততদিন এই শহরে থাক* (১৮)। তবে? যাঁরা ইতিমধ্যে দু'শ বছরে মারা গেছিলেন, সেই প্রেরিতদূতেরা "যতদিন না পরাক্রমে পরিবৃত হলেন ততদিন" কি মানির জন্য অপেক্ষা করলেন? এবং এমন কেউ কি একথা বলতেও দুঃসাহস করবে যে, তাঁরা সাথে সাথে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হননি? কেননা এও লেখা আছে, *তখন তাঁরা তাদের উপর হাত রাখলেন, আর তারা পবিত্র আত্মাকে পেল* (১৯); এ কি মানির আগে, এমনকি তার বহু বহু বছর আগেই ঘটেছিল না, যখন পবিত্র আত্মা পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিনে নেমে এসেছিলেন?

১০। শিমোনের চেয়ে মানিই বেশি খারাপ ছিল

সেই মন্ত্রজালিক শিমোন কিজন্য দণ্ডিত হয়েছিল? এর কারণ এ কি নয় যে সে প্রেরিতদূতদের গিয়ে বলেছিল, *আমাকেও সেই অধিকার দিন, আমি যার উপর হাত*

রাখব, সে যেন পবিত্র আত্মাকে পায় [২০]। কেননা সে এমনটা বলেনি, 'আমাকেও পবিত্র আত্মায় সহভাগিতা দিন', না, সে বলেছিল, 'আমাকেও সেই অধিকার দিন', যা বিক্রয়যোগ্য নয়, সে যেন সেই অধিকার বিক্রি করতে পারত যা তখনও তার আয়ত্তে আসেনি। তাছাড়া, যাঁরা নিজস্ব কিছুই রাখবেন না বলে সঙ্কল্প নিয়েছিলেন, সে তাঁদের টাকাও দিয়ে দিতে যাচ্ছিল; আর সে তেমনটা করল যদিও দেখছিল, লোকে বিক্রি করা জিনিসের দাম এনে তা প্রেরিতদূতদের পায়ে রাখছিল। এবং সে এও ভাবল না যে, গরিবদের দেখাশোনার জন্য যা আনা হচ্ছিল, সেই সমস্ত ধন যাঁরা পায়ে মাড়িয়ে দিচ্ছিলেন, তাঁরা অবশ্যই ঘুষের বিনিময়ে পবিত্র আত্মার পরাক্রম দিয়ে দিতেন না। তখন শিমোনকে তাঁরা কী বলেছিলেন? *তোমার টাকা তোমার সঙ্গে নষ্ট হোক, তুমি যে ভেবেছ, ঈশ্বর যা বিনামূল্যে দান করেছেন তা তুমি টাকা দিয়ে কিনতে পারবে* [২১], কেননা টাকা দিয়ে পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ কিনবে বলে প্রত্যাশা করছ বলে তুমি অন্য এক যুদা।

তাই, টাকার মূল্যে সেই অধিকার পাবার জন্য যখন শিমোনের "নষ্ট" হওয়ার কথা, তখন যে বলছিল সে নিজেই পবিত্র আত্মা, সেই মানির জঘন্যতা আর কতই না বড়? এসো, যারা ঘৃণার যোগ্য তাদের ঘৃণা করি; ঈশ্বর যাদের প্রতি বিমুখ, এসো, আমরাও তাদের প্রতি বিমুখ হই; সকল ভ্রান্তমতপন্থীদের বিষয়ে সমস্ত সাহসের সঙ্গে, এসো, আমরাও ঈশ্বরকে বলি, *যারা তোমাকে ঘৃণা করে, প্রভু, আমি কি ঘৃণা করি না তাদের? তোমার শত্রুদের নিয়ে আমি কি অতিষ্ঠ নই?* [২২]। কেননা এমন শত্রুতা আছে যা উত্তম, যেমনটি লেখা আছে, *আমি তোমার ও নারীর বংশের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা রাখব* [২৩], কেননা সেই সাপের সঙ্গে বন্ধুত্ব ঈশ্বরের সঙ্গে শত্রুতা [২৪] ও মৃত্যু জন্মায়।

১১। বাইবেলের সাক্ষ্য সম্পর্কে

সুতরাং সেই বিচ্যুতদের বিষয়ে এটুকু যথেষ্ট হোক। এবার এসো, ঐশশাস্ত্রের কাছে ফিরে যাই ও *পান করি আমাদেরই জলভাণ্ডারের জল* (অর্থাৎ সেই পবিত্র পিতৃগণের), ও *আমাদের নিজেদের কুয়োর টাটকা জল পান করি* [২৫]।

এসো, সেই জীবনময় জল পান করি *যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে প্রবাহী* [২৬]: কিন্তু ত্রাণকর্তা *আত্মা সম্বন্ধেই একথা বলেছিলেন, সেই যে আত্মাকে তাঁর প্রতি বিশ্বাসী মানুষের পাবার কথা* [২৭]। কেননা লক্ষ কর তিনি কী বলেন, *যে আমার প্রতি বিশ্বাসী* (শুধু এটাই কিন্তু যথেষ্ট নয়), *শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে* (সুতরাং তিনি পুরাতন নিয়মেই তোমাকে ফেরত পাঠাচ্ছেন), *জীবনময় জলের নদনদী তার অন্তর থেকে প্রবাহিত হবে* [২৮], এ নদনদী ইন্দ্রিয়গোচর সেই নদনদী নয় যা কাঁটা ও গাছগাছালি সহ ভূমিকে জলসিক্ত করে, কিন্তু এমন নদনদী যা মানুষের আত্মাকে আলোয় চালনা করে।

অন্য এক স্থানে তিনি বলেন, *আমি তাকে যে জল দেব, সেই জলই তার অন্তরে এমন এক জলের উৎস হয়ে উঠবে যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে প্রবাহী* [২৯], এটি এমন নতুন জীবনময় ও উৎসারিত জল যা তাদের ধারে উৎসারিত যারা সেটার যোগ্য।

১২। পবিত্র আত্মা ও জল সম্পর্কে

তিনি কেন [পবিত্র] আত্মার অনুগ্রহকে জল বললেন? কারণ সবকিছু জলের উপরে নির্ভর করে; কারণ জল হল উদ্ভিদ ও সৃষ্টজীবদের উৎপত্তি; কারণ বর্ষার জল স্বর্গ থেকে নেমে আসে; কারণ এক আকারে নেমে আসে ও বহুবিধ আকারে কার্যকর হয়। কেননা একটামাত্র জলের উৎস গোটা পরমদেশ জলসিক্ত করে [৩০], এবং একমাত্র ও একই জল গোটা জগতের উপর নেমে আসে অথচ লিলিফুলে হয় সাদা, গোলাপফুলে হয় গোলাপী, ও লিলিফুল-জাতীয় ফুলে হয় বেগুনি বা রক্তলাল, ও এক একটা ভিন্ন জাতে ভিন্ন ও বিচিত্র হয়; তাতে খেজুরগাছে জল এক রকম, আঙুরলতায় অন্য রকম, ও সবকিছুতে সব রকম; অথচ সত্তায় সেই জল এক ও নিজে থেকে ভিন্ন নয়; কেননা বৃষ্টি নিজেকে পরিবর্তন না করে এক একটার জন্য নানা ভাবে নেমে আসে, কিন্তু গ্রহণকারী এক একটা জিনিসের প্রকৃতি অনুযায়ী নিজেকে উপযোগী করে এক একটার জন্য নিজ নিজ উপকারিতা রাখে।

তেমনিভাবে পবিত্র আত্মাও একমাত্র, একক ও অবিচ্ছন্ন হয়ে নিজের অনুগ্রহকে *ভাগ ভাগ করে নিজের ইচ্ছামত* [৩১] তা এক একজনকে দান করেন। যেমন শুষ্ক গাছ জলের সংস্পর্শে অঙ্কুর গজিয়ে তোলে, তেমনি পাপে মগ্ন যে প্রাণ, তাও যখন মনপরিবর্তনের

মাধ্যমে পবিত্র আত্মার যোগ্য হয়ে ওঠে তখন ধর্মময়তার ফসল উৎপন্ন করে। আর তিনি স্বরূপে এক হয়েও তবু বহুই সেই প্রতাপ-দান যা তিনি ঈশ্বরের উচ্ছায় ও খ্রিষ্টের নামে কার্যকারী করেন। কেননা তিনি একজনের জিহ্বাকে প্রজ্ঞাদানের জন্য ব্যবহার করেন; আর একজনের আত্মাকে নবী-সেবাকর্মের জন্য আলোকিত করেন; আর একজনকে অপদূত তাড়াবার অধিকার দেন; আর একজনকে ঐশশাস্ত্র ব্যাখ্যা করার দান মঞ্জুর করেন। তিনি একজনকে চিরকৌমার্য শক্তি দান করেন; আর একজনকে প্রকৃত দয়ার জ্ঞান শেখান; আর একজনকে উপবাস ও সাধনার পথ শেখান; আর একজনকে দৈহিক প্রয়োজনকে অবজ্ঞা করার বুদ্ধি দেন; আর একজনকে সাক্ষ্যমরণের জন্য প্রস্তুত করেন।

তিনি বিবিধ মানুষে বিবিধ, অথচ নিজে থেকে বিবিধ নন, কেননা লেখা আছে, *কিন্তু প্রত্যেককে দেওয়া আত্মার সেই বিশেষ অভিব্যক্তি সার্বিক উপকারিতার উদ্দেশ্যেই দেওয়া। সেই আত্মা দ্বারা একজনকে দেওয়া হয় প্রজ্ঞার ভাষা, অন্য একজনকে—সেই আত্মা অনুসারে— দেওয়া হয় জ্ঞানের ভাষা, অন্য একজনকে সেই আত্মা থেকে দেওয়া হয় বিশ্বাস, অন্য একজনকে—সেই এক আত্মা থেকে—দেওয়া হয় আরোগ্যদানের ক্ষমতা, অন্য একজনকে পরাক্রম-কর্ম সাধন করার ক্ষমতা, অন্য একজনকে নবীর ভাষা, অন্য একজনকে আত্মাগুলোকে নির্ণয় করার ক্ষমতা, অন্য একজনকে নানা ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা, এবং অন্য একজনকে সেই সব ভাষার অর্থ বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতা। কিন্তু এই সকল কর্মক্রিয়া সেই এক ও একই আত্মাই সাধন করেন, আর তিনি ভাগ ভাগ ক'রে যাকে ইচ্ছা করেন তাকে দান করেন* (৩২)।

১৩। আত্মাগুলোকে নির্ণয় সম্পর্কে

কিন্তু, যেহেতু আত্মা সম্পর্কে এক ও সাধারণ এ শব্দটা ঐশশাস্ত্রে বহু ও ভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত, আবার, যেহেতু এমনটা ভয় হচ্ছে যে, ঐশশাস্ত্র কোন্ প্রকার আত্মার দিকে অঙুলি নির্দেশ করছেন, তা না জানার ফলে কেউ না কেউ অজ্ঞতাবশত বিভ্রান্তিতে পতিত হয়, সেজন্য এটা উপযোগী মনে করি যে, আমরা এখন কোন না কোন ভাবে নির্দেশ করব, শাস্ত্র 'আত্মা' বলায় কোন্টা পবিত্র আত্মা বলে চিহ্নিত করে। কেননা যেমন আরোনকে খ্রিষ্ট বলা হয়, এবং দাউদ ও শৌল ও অন্যান্যরাও খ্রিষ্ট বলে অভিহিত, অথচ সত্যকার খ্রিষ্ট একজনমাত্র (৩৩), তেমনি ভাবে যেহেতু 'আত্মা' নামটা নানা

জিনিসে আরোপিত, সেজন্য, প্রকৃতপক্ষে কি কি পবিত্র আত্মা বলে অভিহিত, তা লক্ষ করা আমাদের উচিত।

কেননা বহু কিছু আত্মা বলে অভিহিত। এই অনুসারে একটি দূত আত্মা বলে অভিহিত, আমাদের আত্মা আত্মা বলে অভিহিত, যে বাতাস আপাতত বইছে তাও আত্মা বলে অভিহিত, মহাপরাক্রমও আত্মা বলে অভিহিত, অশুচি আচরণ আত্মা বলে অভিহিত, আমাদের বিরোধী সেই শয়তানও আত্মা বলে অভিহিত।

সুতরাং, যখন তুমি তেমনটা শোন, তখন সাবধান থাক, পাছে এসমস্ত কিছু একই নাম বহন করায় তুমি একটাকে অন্য একটা বলে ভুল বোঝ। কেননা আমাদের আত্মা সম্পর্কে শাস্ত্র বলে, *তার আত্মা বের হলেই সে তো ফিরে যায় মাটিগর্ভে* (৩৪); একই আত্মা সম্পর্কে শাস্ত্র বলে, *যিনি মানুষের অন্তঃস্থলে আত্মা গড়ে তোলেন* (৩৫), ইত্যাদি। দূতদের সম্পর্কে সামসঙ্গীতমালায় লেখা আছে, *তিনি আপন দূতদের করেন আত্মা, আগুনের শিখাকে করেন আপন সেবক* (৩৬)। এবং বাতাস সম্পর্কে শাস্ত্র বলে, *তিনি পুব আত্মার আঘাতে ভেঙে দেবেন তার্শিশের যত জাহাজ* (৩৭), আরও, *যেমন বনের গাছপালা আত্মার আঘাতে আলোড়িত হয়* (৩৮), ইত্যাদি, আরও, *অগ্নি, শিলাবৃষ্টি ও তুষার, কুয়াশা, তাঁর বাণীতে বাধ্য ঝঞ্ঝা-আত্মা* (৩৯)।

এবং উত্তম ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে স্বয়ং প্রভু বলেন, *যে সমস্ত কথা আমি তোমাদের বলছি, সেই কথাই আত্মা* (৪০)। কিন্তু পবিত্র আত্মা জিহ্বা দিয়ে উচ্চারণ দ্বারা ব্যক্ত নন, তিনি বরং সেই জীবনময় আত্মা যিনি এমনটি করেন যেন তিনি কথাগুলো ফুটিয়ে তুলতে তুলতে ও নিজেই তা উচ্চারণ করতে করতে আমরা প্রজ্ঞার সঙ্গে কথা বলি।

১৪। পবিত্র আত্মা এখনও কথা বলতে থাকেন

তুমি কি জানতে ইচ্ছা কর, পবিত্র আত্মা কী ভাবে কথাগুলো ফুটিয়ে তোলেন ও উচ্চারণ করেন? এক দূতের অনুপ্রেরণায় ফিলিপ গাজা-মুখী পথে তখনই নেমে গেছিলেন যখন সেই কঞ্চুকী আসছিলেন; এবং [পবিত্র] আত্মা ফিলিপকে বললেন, *কাছে এগিয়ে যাও, সেই রথের সঙ্গে সঙ্গে চল* (৪১)।

তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, তাঁকে যে শোনে, আত্মা তার সঙ্গে কথা বলেন? এজেকিয়েলও এভাবে কথা বলেন, *প্রভুর আত্মা আমার উপরে নেমে এলেন, আর তিনি আমাকে বললেন, প্রভু একথা বলছেন* (৪২); আরও, যে প্রেরিতদূতেরা আন্তিওখে ছিলেন, তাঁদের কাছে *পবিত্র আত্মা বললেন, আমি বার্নাবাস ও শৌলকে যে কাজে আহ্বান করেছি, সেই কাজের উদ্দেশ্যে আমার জন্য তাদের স্বতন্ত্র করে রাখ* (৪৩)। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, সেই জীবনময় আত্মা স্বতন্ত্র করছেন, আহ্বান করছেন ও অধিকারের সঙ্গে প্রেরণ করছেন?

এবিষয়ে পল বলেন, *একথাই মাত্র জানি: পবিত্র আত্মা প্রতিটি শহরে আমার কাছে এই বলে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, শেকল ও উৎপীড়ন আমার জন্য অপেক্ষা করছে* (৪৪)। কেননা মণ্ডলীর সেই পবিত্রতাদানকারী, সাহায্যদানকারী ও শিক্ষাগুরু উত্তম, তিনি সেই পবিত্র আত্মা, সেই সহায়ক যাঁর বিষয়ে ত্রাণকর্তা বলেছিলেন, *তিনি সবকিছু তোমাদের শিখিয়ে দেবেন।* তিনি 'সবকিছু শিখিয়ে দেবেন' শুধু বলেননি, কিন্তু বলে চলেছিলেন, *আর আমি যা কিছু তোমাদের বলেছি, তিনি তোমাদের তা স্মরণ করিয়ে দেবেন* (৪৫), কেননা খ্রিষ্টের ও পবিত্র আত্মার শিক্ষা ভিন্ন নয়, কিন্তু একই। হ্যাঁ, আমি বলছি, তিনি আগে থেকে পলকে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তাঁর যে কি হবে, পল যেন সেইসব কিছু আগে থেকে জানার ফলে আরও দৃঢ়মনা হতে পারতেন।

যে সমস্ত কথা আমি তোমাদের বলছি, সেই কথাই আত্মা (৪৬) বচনের কারণেই আমি তোমাদের এই সমস্ত কিছু বলেছি, তোমরা যেন এসমস্ত কিছু আমার ওষ্ঠের প্রলাপ বলে নয়, কিন্তু তাঁর পবিত্র ধর্মতত্ত্ব বলেই মেনে নাও।

১৫। পবিত্র আত্মার উৎকৃষ্টতা

কিন্তু আমি যেমন আগেও বলেছি (৪৭), সেই অনুসারে পাপও 'আত্মা' শব্দ দ্বারা চিহ্নিত, কিন্তু অন্য ও বিপরীত অর্থে, যেমন এ বচনে ব্যক্ত, *বেশ্যাচারের এক আত্মা তাদের ভ্রান্ত করেছে* (৪৮)। 'অশুচি আত্মা' সেই দিয়াবলের জন্যও 'আত্মা' শব্দটা ব্যবহৃত, কিন্তু এক্ষেত্রে 'অশুচি' শব্দটাই সংযুক্ত রয়েছে (৪৯); বাস্তবিকই এক একটা আত্মায় একটা পদবি যোগ করা হয় যা আত্মার প্রকৃত স্বভাব চিহ্নিত করে।

যখন শাস্ত্র মানুষের আত্মার কথা বলে, তখন 'আত্মা' ও 'মানুষের' শব্দ দু'টো ব্যবহৃত [৫০]; যখন বাতাসই লক্ষ্য, তখন শাস্ত্র বলে, 'ঝড়ের আত্মা'[৫১]; পাপ ক্ষেত্রে বলে 'বেশ্যাচারের আত্মা'[৫২], দিয়াবল ক্ষেত্রে বলে 'অশুচি আত্মা'; এতে আমরা বুঝতে পারি কোন্ বিশেষ বিষয়ে কথা বলা হচ্ছে, ও তুমি যেন না ধরে নাও যে—দূরের কথা—পবিত্র আত্মাকেই ইঙ্গিত করা হচ্ছে। কেননা 'আত্মা' নামটা বহু বস্তু ক্ষেত্রে সাধারণ একটা নাম; ও প্রতিটি বস্তু যা শক্ত দেহের অধিকারী নয়, সাধারণত সেটাকে 'আত্মা' বলে। সুতরাং, যেহেতু অপদূতেরা তেমন দেহের অধিকারী নয়, সেজন্য সেগুলো 'আত্মা' বলে অভিহিত; কিন্তু এক্ষেত্রে বিরাট পার্থক্য রয়েছে, কেননা যখন অশুচি কোন আত্মা মানুষের আত্মার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে (যারা আমাকে শুনছে ও যারা এখানে উপস্থিত নয়, প্রভু তাদের সকলের প্রতিটি আত্মাকে সেই আত্মা থেকে নিস্তার করুন), তখন সেই আত্মা রক্তলোলুপ ও গ্রাসোদ্যত এমন নেকড়ের মত আসে যা মেষগুলোর মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। তার আসাটা অধিক বিপদজনক, তার উপস্থিতি ভয়ঙ্কর, মানুষের মন কালিমায় আচ্ছাদিত হয়। তার আক্রমণ যেমন অন্যায্য, পরের সম্পদ তার দখল করাও তেমনি অন্যায্য, কেননা সে বলপ্রয়োগেই পরের দেহ বা পরের মাধ্যমকে নিজেরই বলে অপব্যবহার করে [৫৩]।

যেহেতু এর জাত ও *স্বর্গ থেকে যে পড়ে গেছিল* [৫৪] তার জাত এক, সেজন্য যে দাঁড়িয়ে থাকে সে তাকে ভূপাতিত করে; সে জিহ্বা উল্টিয়ে দেয় ও ঠোঁট মোচড়ায়; কথার বদলে ফেনা বের হয়; মানুষটা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, তার চোখ খোলা কিন্তু আত্মা সেই চোখের মধ্য দিয়ে কিছুই দেখে না, এবং সেই বেচারা খিঁচুনি খেয়ে হাঁপাতে থাকে যে পর্যন্ত না মরে। মানুষকে অশ্লীল ও নির্দয় ভাবে ব্যবহার করে বলে অপদূতেরাই তার প্রকৃত শত্রু।

১৬। পবিত্র আত্মার বসবাসের ফল

পবিত্র আত্মা তেমন নন, দূর! কেননা সেটার বিপরীতে, যা কিছু উত্তম ও পরিত্রাণদায়ী, সেইদিকে তিনি আকর্ষণ করেন। প্রথম কথা: তাঁর আগমন কোমল, মানুষের উপলব্ধিতে সুরভিত, তাঁর বোঝা অধিক লঘুভার, তাঁর আগমনের আগে আলো

ও জ্ঞানের রশ্মি উজ্জ্বলতা ছড়ায়। তিনি প্রকৃত রক্ষকের আন্তর দয়া সহ আগমন করেন, কেননা তিনি ত্রাণ করতে ও নিরাময় করতে, শিক্ষা ও উপদেশ প্রদান করতে, বলবান করতে, সান্ত্বনা দিতে, তাঁকে যে গ্রহণ করে প্রথমে তার মনকে, পরে তার মধ্য দিয়ে অন্যান্যদেরও মনকে আলোকিত করতে আসেন। আর যে মানুষ আগে অন্ধকারে ছিল ও পরে হঠাৎ করে সূর্য দেখে, সে যেমন নিজ দৈহিক দৃষ্টিশক্তিতে আলোকিত হয়ে, আগে যা দেখতে পেত না এখন তা স্পষ্টভাবে দেখতে পায়, তেমনি, একই প্রকারে, পবিত্র আত্মাকে পাবার যোগ্য করা হয়েছে যে মানুষ, সেও আত্মায় আলোকিত হয়ে অলৌকিকভাবে এমন কিছু দেখতে পায় যা আগে জানত না।

দেহে সে মর্তে স্থিত, কিন্তু তার আত্মা একটা আয়নায় যেন স্বর্গকে প্রতিবিম্বিত করে। ইশাইয়ার মত সে *উচ্চ ও সমুন্নত এক সিংহাসনে সমাসীন প্রভুকে* (৫৫) দেখতে পায়; এজেকিয়েলের মত সে তাঁকে দেখতে পায় *যিনি খেরুবদের উপরে* (৫৬) বিরাজমান; দানিয়েলের মত সে সেই *লক্ষ লক্ষ ও কোটি কোটি* (৫৭) প্রাণী দেখতে পায়; তাতে নিজের নগণ্যতা সত্ত্বেও সে জগতের উৎপত্তি ও তার শেষ পরিণাম দেখতে পায়, মধ্যবর্তী যত কাল ও রাজাদের পরম্পরাও দেখতে পায়; এসব এমন কিছু যা সে কখনও শেখেনি, কেননা সত্যকার আলোর বিধাতা তাঁর কাছে উপস্থিত। মানুষ ঘরের দেওয়ালের অভ্যন্তরেই রয়েছে, তথাপি জ্ঞানের শক্তি বহু দূরে প্রসারী, ও অন্যেরা যা যা করে, সে তাও দেখতে পায়।

১৭। পবিত্র আত্মা মানুষের অন্তর তলিয়ে দেখেন

যখন আনানিয়াস ও সাফীরা নিজেদের সম্পদ বিক্রি করেছিল, সেসময় পিতর তাদের সঙ্গে ছিলেন না, কিন্তু তাঁর অন্তরে [পবিত্র] আত্মার উপস্থিতি গুণেই তিনি তাদের দেখেছিলেন।

পিতর বলেন, *শয়তান কেমন করে তোমার হৃদয় এতই দখল করেছে যে, তুমি পবিত্র আত্মার কাছে মিথ্যা বলেছ?* (৫৮)। অভিযোগ করার মত কেউই ছিল না; সাক্ষীও কেউ ছিল না; তবে কোত্থেকে তিনি ব্যাপারটা জানলেন? *জমিটা বিক্রি করার আগে তা কি তোমারই ছিল না? বিক্রি করার পরেও সেই টাকার উপরে তোমার কি পুরো অধিকার ছিল না? তবে এমন কাজ করার ভাব তোমার হৃদয়ে স্থান পেল কেন?* (৫৯)

অশিক্ষিত সেই পিতর পবিত্র আত্মার মাধ্যমে তা-ই শিখলেন যা গ্রীকদের জ্ঞানীরাও জানত না। তেমনটা ঘটেছিল এলিশেয়ের ক্ষেত্রে, কেননা নামানের চর্মরোগ বিনামূল্যে সারিয়ে দেবার পর গেহজি সেই পুরস্কার পেয়েছিল, যা অন্য একজনেরই সাধিত কর্মকাণ্ডের পুরস্কার; এবং নামানের কাছ থেকে টাকা নিয়ে সে তা অন্ধকার স্থানে রেখেছিল। কিন্তু পবিত্রজনদের কাছে *অন্ধকারও অন্ধকারময় নয়* (৬০)। আর সেই গেহজি ফিরে এলে, পিতর যেমন *বল দেখি, তোমরা সেই জমি এই দামেই কি বিক্রি করেছিলে* (৬১) বলেছিলেন, তেমনি নবীও জিজ্ঞাসা করেন, *গেহজি, তুমি কোথা থেকে আসছ?* (৬২)। অজ্ঞতাবশত নয়, মনের কষ্টেই আমি জিজ্ঞাসা করছি 'তুমি কোথা থেকে আসছ?'। তুমি অন্ধকার থেকে এসেছ, অন্ধকারে ফিরে যাবে; তুমি সেই চর্মরোগীর আরোগ্যটা বিক্রি করেছ, চর্মরোগটা তোমার উত্তরাধিকার বলে তোমাতে চিরকাল লেগে থাকবে। তিনি বলতে চান, যিনি আমাকে বলেছিলেন *তোমরা বিনামূল্যে পেয়েছ, বিনামূল্যেই দান কর* (৬৩), আমি তাঁর আজ্ঞা পালন করেছি, কিন্তু তুমি তাঁর অনুগ্রহ বিক্রি করেছ, সেই বিক্রির দামও নাও।

কিন্তু এলিশেয় তাকে কী বলেন, *আমার মন কি তোমার সঙ্গে উপস্থিত ছিল না?* (৬৪)। দেহে আবদ্ধ হয়ে আমি এইখানে ছিলাম, কিন্তু যে আত্মা ঈশ্বর আমাদের দিয়েছিলেন, সেই আত্মা দূরে যা হচ্ছিল তা দেখতে পেল ও অন্যত্র যা হচ্ছিল তা আমাকে স্পষ্টভাবে দেখাল।

তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, পবিত্র আত্মা কেমন করে কেবল অজ্ঞতা দূর করে দেন এমন নয়, কিন্তু জ্ঞানও সঞ্চার করেন? তুমি কি দেখতে পাচ্ছ কেমন করে তিনি মানুষের আত্মাকে আলোকিত করেন?

১৮। ইশাইয়ার উপরে পবিত্র আত্মার আলো

ইশাইয়া মোটামুটি এক হাজার বছর আগে জীবনযাপন করেছিলেন; তিনি সিয়োনকে একটা কুড়েঘরের মত দেখেছিলেন।

শহরটা তখনও অবিধ্বস্ত অবস্থায় ছিল, ছিল চত্বরে চত্বরে শ্রীমণ্ডিত ও মহিমায় পরিবৃত; অথচ তিনি বলেন, *সিয়োন লাঙল দ্বারা চাষ করা মাটির মত হবে* (৬৫), এভাবে

তিনি সেই অবস্থা পূর্বঘোষণা করছিলেন যা আমাদের এই সময়ে সিদ্ধ বলে বর্তমান। তাঁর বর্ণনা যে কেমন সূক্ষ্ম, তাও লক্ষ কর, কেননা তিনি বলেন *সিয়োন কন্যাকে ফেলে রাখা হবে যেন আঙুরখেতে কুটিরের মত, শসাখেতে কুড়েঘরের মত* (৬৬); আর এখন জায়গাটা শসাখেতে ভরা।

তুমি কি দেখতে পাচ্ছ পবিত্র আত্মা কেমন করে পবিত্রজনদের আলোকিত করেন? অতএব, একটা শব্দের বিবিধ অর্থের দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়ে তুমি নিজেকে আকর্ষিত হতে দিয়ো না, কিন্তু যা সত্য বলে সপ্রমাণিত, তা-ই আঁকড়িয়ে ধর।

১৯। পবিত্র আত্মার নানা প্রতাপ

তুমি এখানে বসে থাকতে তোমার মাথায় যদি শুচিতা বা চিরকৌমার্যের ভাব আসে, তাহলে তা পবিত্র আত্মারই শিক্ষাদান। এমনটা কি বার বার হয়নি যে, তিনি চিরকৌমার্য সংক্রান্ত শিক্ষা অন্তরে সঞ্চার করলে বিবাহ-বাসরের জন্য প্রস্তুত কনে পালিয়ে গেছে? এমনটা কি বার বার হয়নি যে, রাজপ্রাসাদে সুপরিচিত কোন মানুষ পবিত্র আত্মার শিক্ষাদানের ফলে ধন ও পদমর্যাদা অবজ্ঞা করল? এমনটা কি বার বার হয়নি যে, কোন একটা যুবক মানুষ সৌন্দর্যের সামনে চোখ বন্ধ করে সেই দৃশ্য ছেড়ে কলুষ এড়াল? তুমি কি জিজ্ঞাসা করছ তেমনটা কি ভাবে হয়েছে? পবিত্র আত্মাই সেই যুবকের আত্মাকে শিক্ষাদান করেছিলেন।

জগতে বহু জিনিস অর্থলালসা জাগায়, অথচ খ্রিষ্টিয়ানেরা দরিদ্রতা বেছে নেয়। কোন্ কারণে? পবিত্র আত্মার সেই শিক্ষালাভের কারণে। সেই পবিত্র আত্মা সত্যিই মূল্যবান, তিনি উত্তম সম্পদ। আর এটা সত্যি সমীচীন যে আমরা পিতা, পুত্র, ও পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম গ্রহণ করি (৬৭)। এখনও দেহে পরিবৃত মানুষ বহু হিংস্র অপদূতের বিরুদ্ধে লড়াই করে থাকে; এবং বার বার এমনটা হয় যে, বহু মানুষ লোহার শেকলেও যাকে বাঁধতে পারেনি, সেই অপদূতকে প্রার্থনা আবৃত্তিতেই বশীভূত করা হয়েছে, পবিত্র আত্মার সেই প্রতাপের গুণে যা তার অন্তরে বিদ্যমান; অপশক্তি বিতাড়কের স্বাভাবিক এক ফুৎকার সেই অদৃশ্য শত্রুর জন্য আগুন হয়ে ওঠে।

অতএব, আমরা ঈশ্বর থেকে মহান এক মিত্র ও প্রতিপালক পেয়েছি; মণ্ডলীর জন্য মহান শিক্ষক, আমাদের জন্য মহান রক্ষাকর্তা। এটি যথেষ্ট যে, আমরা তাঁর জন্য দরজা খুলে দেব; কেননা *যারা তাঁকে পাবার যোগ্য, তাদের সন্ধানে তিনি নিজেই বেরিয়ে পড়েন* (৬৮), ও তাদের সন্ধান করছেন যাদের কাছে নিজের দান দিতে পারেন।

২০। দুর্বলদের সহায়ক সেই পবিত্র আত্মা

তাঁকে সহায়ক বলে, কারণ তিনি আমাদের সহায়তা ও আশ্বাস দান করেন, ও *আমাদের দুর্বলতায় আমাদের সাহায্য করেন; কারণ উচিত মত কীবা প্রার্থনা করা উচিত, আমরা তা তো জানি না; কিন্তু স্বয়ং আত্মাই অনির্বচনীয় আর্তনাদের মধ্য দিয়ে আমাদের হয়ে প্রবল অনুরোধ করেন* (৬৯), অবশ্যই তিনি ঈশ্বরকে অনুরোধ করেন।

মানুষ বার বার খ্রিষ্টের খাতিরে অন্যায়ভাবে অবজ্ঞাত ও অসম্মানিত হয়; অনিবার্য সাক্ষ্যমরণ; চারদিকে নির্যাতন, আগুন, খড়্গ, বন্য পশু ও গহ্বর। কিন্তু পবিত্র আত্মা সেই মানুষকে মৃদুস্বরে বলেন, *প্রভুর প্রতীক্ষায় থাক* (৭০), হে মানুষ, তোমার যা ঘটছে তা নগণ্য ব্যাপার, পুরস্কার মহৎ হবে। কিছুদিন কষ্টভোগ কর, আর তুমি স্বর্গদূতদের সঙ্গে থাকবে চিরকাল ধরে। *আমাদের প্রতি যে গৌরব প্রকাশিত হবে বলে স্থিরীকৃত আছে, তার সঙ্গে এ বর্তমানকালের দুঃখকষ্ট তুলনার যোগ্য নয়* (৭১)। তিনি মানুষের চোখের সামনে স্বর্গরাজ্যকে অঙ্কন করেন; মানুষকে পরমদেশের (৭২) আনন্দ-সুখ প্রদর্শন করেন।

এভাবে সাক্ষ্যমরেরা বিচারকদের সাক্ষাতে দেহে উপস্থিত হয়েও তবু আত্মায় ইতিমধ্যে পরমদেশেই উপস্থিত হয়ে দৃশ্যমান সমস্ত উৎপীড়ন অবজ্ঞা করেন।

২১। পবিত্র আত্মা সাক্ষ্যমরদের শক্তি

তুমি কি এতে নিশ্চিত হতে ইচ্ছা কর যে, পবিত্র আত্মার প্রতাপেই সাক্ষ্যমরেরা সাক্ষ্য বহন করেন?

ত্রাণকর্তা আপন শিষ্যদের বলেন, *লোকেরা যখন সমাজগৃহে এবং শাসনকর্তাদের ও কর্তৃপক্ষের সামনে তোমাদের নিয়ে যাবে, তখন তোমরা কীভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করবে, কিংবা কী বলবে, তা নিয়ে চিন্তিত হয়ো না, কারণ তোমাদের যে কী বলতে হবে, তা সেই ক্ষণে পবিত্র আত্মাই তোমাদের শেখাবেন* (৭৩)।

বাস্তবিকই, খ্রিস্টের খাতিরে সাক্ষ্যমর হিসাবে সাক্ষ্য বহন করা সম্ভব নয়, যদি না সেই মানুষ পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে সাক্ষ্য দেয়; কেননা, যখন *পবিত্র আত্মার প্রেরণায় ছাড়া কেউ বলতে পারে না 'যিশু প্রভু'*[৭৪], তখন পবিত্র আত্মার প্রেরণায় ছাড়া কেমন করে একটা মানুষ খ্রিস্টের খাতিরে জীবন দেবে?

২২। পবিত্র আত্মার দানসমূহ

সেই পবিত্র আত্মা সত্যিই মহান, আপন দান বিতরণে সর্বশক্তিমান ও আশ্চর্যময়। একটু ভাব, কতজনই সেই তোমরা যারা এখন এখানে বসে আছ, কতগুলো আত্মা উপস্থিত। তিনি এক একজনের জন্য উপযোগী ভাবে কর্মরত, ও সকলের মাঝে উপস্থিত বলে [৭৫] তিনি এক একজনের স্বভাব লক্ষ করছেন, তার ভাবনা ও তার বিবেক, আমরা যা বলি বা ভাবি তাও লক্ষ করছেন।

আমি যা এইমাত্র বলেছি, তা সত্যি মহৎ ব্যাপার, অথচ ন্যূনতম। কেননা তাঁর দ্বারা আলোকিত মনে কতই না খ্রিষ্টিয়ান আছে এই ধর্মপ্রদেশে ও কতই না পালেস্তিনার গোটা অঞ্চলে; এবার তোমার মন এই অঞ্চল থেকে গোটা রোম সাম্রাজ্যের দিকে প্রসারিত কর; তারপর গোটা জগতের কথা ধর: পারস্য জাতিসমূহ, ভারতীয়, গোতীয়, সাউরোমাতীয়, গাল্লীয় ও স্পেনীয়, মাউরীয় ও লিবীয় ও ইথিওপীয়, এবং বাকি সেই সকলে যাদের নামও আমাদের জানা নেই; কেননা বহু সেই দেশ যেগুলোর নাম পর্যন্তই এখনও আমাদের জানার বাইরে।

আরও ভাব, প্রতিটি দেশের কত বিশপ, প্রবীণ, পরিসেবক, বিজনাশ্রমী, চিরকুমারী ও ভক্তজন; এবার ভাব, অনুগ্রহদানের সেই বিতরণকারী কেমন মহান প্রতিপালক: তিনিই জগৎ জুড়ে একজনকে শুচিতা, অন্য একজনকে চিরকৌমার্য, অন্য একজনকে অর্থদান, অন্য একজনকে স্বেচ্ছাকৃত দরিদ্রতা, অন্য একজনকে বিরোধী অপদূতদের তাড়াবার ক্ষমতা দান করে থাকেন। আর যেমন আলো নিজের রশ্মিমালার একটামাত্র রশ্মি দ্বারা সবকিছু উজ্জ্বল করে তোলে, তেমনি পবিত্র আত্মাও যাদের চোখ আছে তাদের আলোকিত করে তোলেন; কেননা অন্ধতার কারণে যে কেউ তাঁর অনুগ্রহ পাবার যোগ্য বলে গণ্য নয়, সে পবিত্র আত্মার উপরে নয়, নিজেরই উপর দোষ আরোপ করুক।

২৩। পবিত্রতাদানকারী পবিত্র আত্মা

গোটা জগতে বিস্তৃত তাঁর প্রতাপ তুমি লক্ষ করেছ; এবার তোমার মন এই পৃথিবীতে নিবদ্ধ রেখো না, ঊর্ধ্বেই গিয়ে ওঠ।

কল্পনায় সেই প্রথম স্বর্গ পর্যন্ত গিয়ে ওঠ, ও সেখানে সেই দূতদের তত অগণন বাহিনীকে লক্ষ কর। পারলে তবে কল্পনায় আরও ঊর্ধ্বে ওঠ; মহাদূতদের লক্ষ কর, আত্মাগুলোকেও লক্ষ কর; পরাক্রমগুলোকে লক্ষ কর, আধিপত্যগুলোকে লক্ষ কর, কর্তৃত্বগুলোকে লক্ষ কর, সিংহাসনগুলোকে লক্ষ কর, প্রভুত্বগুলোকে লক্ষ কর: এঁদের সবার শাসনকর্তা হলেন সেই সহায়ক যিনি পিতা দ্বারা শিক্ষক ও পবিত্রতাদানকারী বলে প্রেরিত। মানব শ্রেণির মধ্যে এলিয়, এলিশেয় ও ইশাইয়ার পক্ষে তাঁকেই দরকার, দূত শ্রেণির মধ্যে মিখায়েল ও গাব্রিয়েলেরও পক্ষে তাঁকেই দরকার।

যা কিছু জনিত হয়েছে, তার মধ্যে এমন কিছুই নেই সম্মানে যা তাঁর সমকক্ষ; কেননা দূত গোষ্ঠীগুলো ও তাঁদের সমস্ত বাহিনী মিলে একত্র হয়েও পবিত্র আত্মার সঙ্গে সমতুল্য নন। সহায়কের সর্বোৎকৃষ্ট প্রতাপ এঁদের সবার উপর ছায়া বিস্তার করে। তাঁরা সেবাকর্মের জন্য প্রেরিত (৭৬), তিনি কিন্তু, প্রেরিতদূতের কথা অনুসারে, ঈশ্বরের গভীর সমস্ত বিষয়ও তলিয়ে দেখেন, কারণ আত্মা সবই তলিয়ে দেখেন। কেননা *মানুষের অন্তরে যে মানবাত্মা বিদ্যমান, সেই মানবাত্মা ছাড়া কেইবা মানুষের অন্তরের কথা জানে? তেমনি ঈশ্বরের আত্মা ছাড়া কেউই ঈশ্বরের অন্তরের কথা জানে না* (৭৭)।

২৪। পুত্রের দ্বারা পবিত্র আত্মার সঙ্গে সেই পিতা

তিনি খ্রিষ্ট সংক্রান্ত বিষয় নবীদের দ্বারা প্রচার করলেন; তিনি প্রেরিতদূতদের মধ্যে সক্রিয় ছিলেন; তিনি আজও পর্যন্ত বাপ্তিস্মের মাধ্যমে আত্মাদের সীলমোহরযুক্ত করেন। পিতা পুত্রের কাছে দান করেন, ও পুত্র পবিত্র আত্মার সঙ্গে তা সহভাগিতা করেন।

কেননা আমি নয়, যিশু নিজেই বলেন, *সবই আমার পিতা দ্বারা আমার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে* (৭৮), এবং পবিত্র আত্মা সম্পর্কে বলেন, *তিনি যখন আসবেন, সেই সত্যের আত্মা*, ইত্যাদি … *তিনি আমাকে গৌরবান্বিত করবেন, কারণ যা আমার, তা-ই তুলে নিয়ে তিনি তা তোমাদের বলে দেবেন* (৭৯)।

পবিত্র আত্মার সঙ্গে পুত্রের দ্বারা পিতাই সমস্ত অনুগ্রহের দাতা (৮০); পুত্রের দানগুলো ও পবিত্র আত্মার দানগুলো পিতার দানগুলো ছাড়া অন্য কিছু নয়; কেননা পরিত্রাণ এক, প্রতাপ এক, বিশ্বাস এক (৮১); ঈশ্বর এক, তিনি সেই পিতা; প্রভু এক, তিনি তাঁর একমাত্র জনিতজন (৮২); পবিত্র আত্মা এক, তিনি সেই সহায়ক। আমাদের পক্ষে এটি জানা যথেষ্ট; তুমি কৌতূহলী হয়ে তাঁর প্রকৃতি ও সত্তা সম্পর্কে অনুসন্ধান করো না; কেননা তেমন বিষয় যদি লেখা হয়ে থাকত, তবে আমরা সেবিষয়ে কথা বলে থাকতাম (৮৩); যা কিছু লেখা নেই, তা জানবার যেন দুঃসাহস না করি। পরিত্রাণের জন্য আমাদের এটি জানা যথেষ্ট যে, পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা আছেন।

২৫। পবিত্র আত্মার অনুগ্রহদানগুলো

এই আত্মা মোশির সময়েও সেই সত্তরজন প্রবীণের উপরে নেমে এসেছিলেন।

প্রিয়জনেরা, উপদেশের দৈর্ঘ্য যেন তোমাদের জন্য বেশি ক্লান্তিকর না হয়; বরং আমাদের এ উপদেশের প্রকৃত বিষয়বস্তু যিনি, তিনিই এক একজনের জন্য শক্তি যুগিয়ে দিন, আমরা যারা কথা বলছি, এই আমাদের জন্য, ও তোমরা যারা শুনছ, তোমাদেরও জন্য। তাই আমি যেমন বলছিলাম (৮৪), এই আত্মা মোশির সময়েও সেই সত্তরজন প্রবীণের উপরে নেমে এসেছিলেন। আমি এবিষয় উল্লেখ করছি যাতে তোমাকে প্রমাণ করতে পারি যে তিনি সবকিছু জানেন ও নিজের ইচ্ছামতই কাজ করেন। সেই সত্তরজন প্রবীণ মনোনীত হয়েছিলেন, *তখন প্রভু মেঘে নেমে এলেন ও যে আত্মা মোশির উপরে ছিলেন, তার কিছুটা অংশ নিয়ে সেই সত্তরজন প্রবীণের উপরে অধিষ্ঠান করালেন* (৮৫)।

আত্মা যে বিভক্ত হয়েছিলেন এমন নয়, কিন্তু তাঁর অনুগ্রহই পাত্রের অনুপাতে ও গ্রহণকারীদের ধারণক্ষমতা অনুসারে ভাগ ভাগ করে দেওয়া হল (৮৬)। আচ্ছা, সেসময় আটষট্টিজন উপস্থিত ছিলেন, আর তাঁরা ভাববাণী দিতে লাগলেন; কিন্তু এল্দাদ ও মেদাদ উপস্থিত ছিলেন না; তাই, যেন এমনটা দেখানো যেতে পারত যে দানটা মঞ্জুর করেছিলেন যিনি, তিনি সেই মোশি নন, বরং সেই পবিত্র আত্মাই, যিনি কাজ করেছিলেন, সেজন্য, যাঁরা আহূত হয়েও সেসময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, সেই এল্দাদ ও মেদাদও ভাববাণী দিলেন।

২৬। পবিত্র আত্মা বাপ্তিস্মপ্রাপ্তদের নবী করে তোলেন

মোশির উত্তরসূরী নূনের সন্তান সেই যিশু এতে বিস্মিত হয়েছিলেন; মোশিকে গিয়ে বললেন, *আপনি কি শুনেছেন, এল্দাদ ও মেদাদ নবীয় বাণী দিল? তারা তো আহূত হয়েছিল কিন্তু আসেনি; হে আমার প্রভু মোশি, তাদের বারণ করুন* (৮৭); তিনি উত্তরে বলেন, আমি তাদের বারণ করতে পারি না, কেননা এ অনুগ্রহ স্বর্গ থেকে আগত; না, আমি বারণ করব, তা দূরের কথা, কেননা আমি নিজে অনুগ্রহের গুণেই তা পেয়েছিলাম। তথাপি আমি মনে করি না, তুমি একথা হিংসার বশে বলেছ; তারা নবীয় বাণী দিচ্ছে আর তুমি এখনও নবীয় বাণী দিতে পার না, এজন্য কি "আমার পক্ষে তোমার ঈর্ষা হচ্ছে?" উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা কর। *আহা, এমনটি যদি হত যে, যখন প্রভু তাদের উপরে তাঁর আপন আত্মাকে অধিষ্ঠান করাবেন, তখন প্রভুর গোটা জনগণ নবী হত* (৮৮)।

তিনি নবীয় প্রেরণায়ই বলেছিলেন 'যখন প্রভু তাদের উপরে তাঁর আপন আত্মাকে অধিষ্ঠান করাবেন', কেননা আপাততঃ তিনি তা এখনও দেননি বলেই তুমি এখনও সেটার অধিকারী নও। তাই কি, আব্রাহাম, ইস্‌হাক, যাকোব ও যোসেফ, তাঁরা কি সেই আত্মাকে পাননি? আর প্রাচীনকালের মানুষ যাঁরা, তাঁরাও কি পাননি? কিন্তু, 'যখন প্রভু তাদের উপরে তাঁর আপন আত্মাকে অধিষ্ঠান করাবেন' বলতে মোশি অবশ্যই 'তাদের সকলের উপরে' বোঝাচ্ছিলেন; তিনি সেই অনুগ্রহদানেরই কথা বলছিলেন যা সেসময় আংশিক ভাবে প্রদান করা হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীকালে বদান্যতার সঙ্গে প্রদান করা হবে। তিনি রহস্যময় ভাবে সেই ঘটনার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছিলেন যা পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিনে আমাদের উপরে ঘটবার কথা। কেননা তিনি আমাদের মাঝে নেমে এসেছিলেন বটে, তথাপি তিনি পূর্বে আরও বেশি লোকদের উপরে নেমে এসেছিলেন। কেননা লেখা আছে, *এবং নূনের সন্তান যিশু প্রজ্ঞার আত্মায় পরিপূর্ণ ছিলেন, কারণ মোশি তাঁর উপরে হাত রেখেছিলেন* (৮৯)। তুমি তো দেখতে পাচ্ছ যে, পুরাতন ও নূতন নিয়ম সর্বস্থানেই একইভাবে বিষয়টা ব্যক্ত করে: মোশির সময়ে আত্মাকে হস্তার্পণ দ্বারা প্রদান করা হত; এবং হস্তার্পণ দ্বারা পিতরও আত্মাকে প্রদান করেন (৯০)। এবং বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে যাচ্ছ যে তুমি, সেই তোমার উপরেও তাঁর অনুগ্রহ নেমে আসবে; কিন্তু সেই

অনুগ্রহ কেমন ভাবে আসবে, তা আমি এখন বলি না, কেননা সেই উপযুক্ত সময়ের পূর্বে আমি কিছু বলতে চাই না।

২৭। **পুরাতন নিয়মে পবিত্র আত্মা** (কুলপতিদের সময় থেকে বেজালেল পর্যন্ত)

তিনিই সকল ধার্মিক ও নবীদের উপরে নেমে এসেছিলেন, যেমন, এনোশ, এনোখ, নোয়া ও বাকি সকলের উপরে; আব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোবের উপরে; যোসেফের কথা বলতে গিয়ে তবে ফারাও পর্যন্তও অনুভব করেছিলেন, যোসেফের *অন্তরে ঈশ্বরের আত্মা* (৯১) ছিলেন।

মোশি সম্পর্কে ও সেই যে বিস্ময়কর কাজসমূহ তাঁর সময়ে পবিত্র আত্মা দ্বারা সাধিত হয়েছিল, সেই সম্পর্কেও তুমি সেবিষয়ে বার বার শুনেছ; সেই অতি বলবান যোবও ও সকল পবিত্রজনেরাও ছিলেন এই আত্মার অধিকারী, যদিও আমরা তাঁদের সকলের নাম উল্লেখ করতে যাচ্ছি না। তাঁবু নির্মাণকাজের সময়ে প্রেরিত হয়ে তিনি সেই প্রজ্ঞাবান বেজালেলকে ও তাঁর সঙ্গীদের প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ করেছিলেন (৯২)।

২৮। **পুরাতন নিয়মে পবিত্র আত্মা** (বিচারকদের সময় থেকে রাজাদের ও নবীদের সময় পর্যন্ত)

যেইভাবে আমরা বিচারকগণ পুস্তকে পড়ি, সেই অনুসারে এই আত্মার গুণে অৎনিয়েল বিচার সম্পাদন করতেন (৯৩), গিদিওয়ান বলবান ছিলেন (৯৪), যেফ্‌থা জয়ী হলেন (৯৫), দেবরা নারী হয়েও যুদ্ধ চালালেন (৯৬), ও শামশোন যতদিন ন্যায়বান বিচারক ছিলেন ও তাঁকে দুঃখ দেননি, ততদিন ধরে মানব শক্তির ঊর্ধ্বের কর্ম সাধন করলেন (৯৭)।

শামুয়েল ও দাউদ সম্পর্কে আমরা রাজাবলি পুস্তকগুলো থেকে স্পষ্টই জানতে পারি কেমন করে তাঁরা পবিত্র আত্মা দ্বারা ভাববাণী দিতেন ও নবীদের চালনা করতেন; শামুয়েলকে ‘দৈবদ্রষ্টা’(৯৮) বলত, ও দাউদ স্পষ্টভাবে বলেন, *প্রভুর আত্মা আমাতে কথা বললেন* (৯৯); ও সামসঙ্গীত মালায় বলেন, *আমা থেকে তোমার পবিত্র আত্মাকে করো না হরণ* (১০০), আরও, *তোমার মঙ্গলময় আত্মা আমাকে চালনা করবেন সমতল পথে* (১০১)।

পারালিপমেন [বংশাবলি] পুস্তকদ্বয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আশা রাজার আমলে আজারিয়া [১০২] ও রাজা যেহসাফাতের আমলে যেইয়েল [১০৩] পবিত্র আত্মাকে পেয়েছিলেন; অন্য এক আজারিয়াও তাঁকে পেয়েছিলেন, সেই যে আজারিয়াকে পাথর ছুড়ে মারা হয়েছিল [১০৪]।

এজরা বলেন, *জ্ঞানশিক্ষা দেবার জন্য তুমি তাদের তোমার মঙ্গলময় আত্মাকে দিলে* [১০৫]। কিন্তু, অনুপ্রাণিত মানুষ ও আশ্চর্য কর্মকীর্তির সাধক সেই এলিয় সম্পর্কে যাঁকে ঊর্ধ্বে তুলে নেওয়া হওয়ছিল, ও সেই এলিশেয় সম্পর্কে আমরা এমনটা না বললেও এটা প্রকাশ্য যে, তাঁরা পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ছিলেন।

২৯। **পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত নবীগণ** (১)

প্রকৃতপক্ষে, কেউ সমস্ত নবী-পুস্তকগুলো পড়লে, অর্থাৎ বারোজন নবী ও বাকি নবী পুস্তকগুলো পড়লে সে পবিত্র আত্মা সংক্রান্ত বহু সাক্ষ্য পাবে।

যেমন, সেই মিখা যিনি ঈশ্বরের নামে বলেন, *প্রভুর আত্মা গুণে আমি শক্তিতে পরিপূর্ণ* [১০৬]; যোয়েল চিৎকার করে বলেন, *এরপর আমি সমস্ত মর্তদেহের উপর আমার আত্মাকে বর্ষণ করব* [১০৭], ইত্যাদি; হগয় বলেন, *কেননা আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি—সেনাবাহিনীর প্রভুর উক্তি* [১০৮] এবং নবী বলে চলেন *আমার আত্মা তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন*; একই প্রকারে, জাখারিয়া বলেন, *তোমরা আমার সেই বাণী ও বিধিগুলো গ্রহণ কর যা আমি আমার দাস সেই নবীদের কাছে আমার আত্মা দ্বারা আজ্ঞা করি* [১০৯]; ইত্যাদি বচন।

৩০। **পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত নবীগণ** (২)

ইশাইয়াও উদাত্ত কণ্ঠে বলেন, *এবং প্রভুর আত্মা—প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধির আত্মা, সুমন্ত্রণা ও পরাক্রমের আত্মা, সুবিবেচনা ও প্রভুভয়ের আত্মা তাঁর উপর অধিষ্ঠান করবেন* [১১০], একথা বলে তিনি বলতে চাচ্ছিলেন যে, তাঁর বিবিধ কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সেই আত্মা এক ও অবিচ্ছিন্ন। আরও, *আমার দাস যাকোব, … আমি তাঁর উপর আমার আত্মাকে প্রেরণ করেছি ও তোমার বংশের উপরে আমার আত্মাকে বর্ষণ করব* [১১১]; আরও, *সর্বশক্তিমান প্রভু ও তাঁর আত্মা আমাকে প্রেরণ করেছেন* [১১২]; আরও প্রভু *একথা*

বলছেন, তাদের সঙ্গে আমার সন্ধি এ: আমার যে আত্মা তোমার উপরে অধিষ্ঠিত ... [১১৩]; আরও, *প্রভু ঈশ্বরের আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত, কেননা তিনি আমাকে তৈলাভিষিক্ত করেছেন* [১১৪], ইত্যাদি; ইহুদীদের বিরুদ্ধে সংক্রান্ত বাণীতে তিনি বলেন, *কিন্তু তারা বিদ্রোহ করল, তাঁর আত্মাকে দুঃখ দিল*; ও *তিনি কোথায়, যিনি তাদের অন্তরে তাঁর আপন পবিত্র আত্মাকে রাখেন?* [১১৫]

শুনতে ক্লান্ত না হলে তবে তুমি এজেকিয়েলে পড়তে পার, *এবং আত্মা আমার উপরে পড়লেন, আর তিনি আমাকে বললেন, বল, প্রভু একথা বলছেন* [১১৬]; কিন্তু 'আমার উপরে পড়লেন' বাণীটা ইতিবাচক অর্থে, অর্থাৎ 'স্নেহভরেই পড়লেন' অর্থে বুঝতে হয় যেমন, যাকোব যোসেফকে পেয়ে তাঁর ঘাড়ে পড়েছিলেন [১১৭], ও সুসমাচারেও সেই স্নেহময় পিতা নিজের পথভ্রান্ত ছেলেকে ফিরে আসতে দেখে *দয়ায় বিগলিত হয়ে ছুটে গিয়ে তার গলায় পড়ে [অর্থাৎ তার গলা জড়িয়ে] তাকে চুম্বন করতে লাগলেন* [১১৮]; এজেকিয়েলে আরও পড়তে পার, যেমন, *তিনি আমাকে তুলে দর্শনযোগে, ঈশ্বরের আত্মায়, কাল্দীয়দের দেশে নির্বাসিত লোকদের কাছে নিয়ে গেলেন* [১১৯]; এবং অন্য একটা বচন, যা তুমি সেসময় শুনেছিলে যখন আমি বাপ্তিস্ম সম্পর্কে কথা বলেছিলাম, তথা, *তোমাদের উপর আমি ছিটিয়ে দেব শুদ্ধ জল* [১২০], ইত্যাদি ও *তোমাদের দেব এক নতুন হৃদয়, তোমাদের অন্তরে রাখব এক নতুন আত্মা* এবং তিনি সাথে সাথে বলে চলেন, *তোমাদের অন্তরে রাখব আমার আত্মা* [১২১]; অবশেষে, *প্রভুর হাত আমার উপর ছিল; তিনি প্রভুর আত্মায় আমাকে তুলে নিলেন* [১২২]।

৩১। দানিয়েলে কর্মরত সেই প্রজ্ঞার আত্মা

পবিত্র আত্মা দানিয়েলের আত্মাকে প্রজ্ঞাময় করে তুলেছিলেন যেন একদিন সেই তরুণ প্রবীণদের বিচারক হন।

সেই শুচি সুসান্না দুশ্চরিত্র বলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন; তাঁর পক্ষ সমর্থনের জন্য কেউই ছিল না, কেননা কেইবা জননেতাদের হাত থেকে নিস্তার করবে? তাঁকে মৃত্যুর দিকে চালিত করা হচ্ছিল, তিনি ছিলেন ঘাতকদের হাতে, কিন্তু তাঁর সাহায্যকারী, সেই সহায়ক কাছেই ছিলেন, সেই আত্মা, যিনি প্রতিটি যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন জীবকে

পবিত্রিত করেন। তিনি দানিয়েলকে বলেন, হে তরুণ, এখানে, আমার কাছে, এসো; তরুণকালের পাপকর্মের মত পাপে দূষিত সেই প্রবীণদের অভিযুক্ত কর, কেননা লেখা আছে, *ঈশ্বর একজন তরুণের উপর পবিত্র আত্মাকে জাগিয়ে তুললেন* (১২৩)।

কিন্তু আমরা সমস্ত বর্ণনা বাতিল করে সংক্ষেপে বলব যে, সেই শুচি স্ত্রীলোক দানিয়েলের নিষ্পত্তির দ্বারা রক্ষা পেয়েছিলেন। আমরা এটি সাক্ষ্য হিসাবে তুলে ধরছি, কেননা এসময় ব্যাখ্যা করার সময় নয়। নেবুখাদ্নেজারও জানতেন, পবিত্র আত্মা দানিয়েলের অন্তরে ছিলেন, কেননা তিনি তাঁকে বলেছিলেন, *হে মন্ত্রজালিকদের প্রধান বেল্টেশাজার, আমি জানি, তোমার অন্তরে পবিত্র আত্মা বিরাজ করেন* (১২৪)। তিনি সঠিক কথাও বললেন, সঠিক নয় এমন কথাও বললেন; কেননা তাঁর অন্তরে যে পবিত্র আত্মা বিরাজ করছিলেন, তা সঠিক; কিন্তু তিনি যে মন্ত্রজালিকের প্রধান, তা সঠিক নয়, কেননা তিনি মন্ত্রজালিক ছিলেন না, বরং পবিত্র আত্মার দ্বারা প্রজ্ঞাবানই ছিলেন।

এবং দানিয়েল তাঁরও সাক্ষাতে সেই দর্শনের অর্থ বুঝিয়ে দিলেন যা দর্শন যিনি পেয়েছিলেন তিনি নিজেও জানতেন না। তিনি তাঁকে বলেন, 'আমাকে সেই দর্শন বর্ণনা কর যা আমি দেখেছি, কিন্তু নিজেই তা জানি না'(১২৫)। তুমি তো পবিত্র আত্মার প্রতাপ দেখতে পাচ্ছ: যারা দর্শন পায় তারা নিজেরা দর্শনটা জানে না, ও যারা সেই দর্শন পায়নি, তারা তা জানে ও তার অর্থও বোঝায়।

৩২। উপসংহার

অবশ্যই, পুরাতন নিয়ম থেকে আরও আরও সাক্ষ্য সংগ্রহ করা ও পবিত্র আত্মা সম্পর্কে কথা বলা খুবই সহজ হত। কিন্তু হাতে সময় কম, ও শ্রোতাদের ধৈর্য পরীক্ষা করা উচিত নয়। তাই পুরাতন নিয়ম থেকে যে যে বচন উপস্থাপন করেছি, এসো, আপাতত তা নিয়ে তুষ্ট হই, ও তেমনটা ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে তবে আগামী উপদেশে নূতন নিয়ম থেকে নেওয়া বাকি বচন উপস্থাপন করব।

শান্তি বিধাতা ঈশ্বর আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা ও আত্মার ভালবাসা দ্বারা (১২৬) তোমাদের নিজেদের আত্মিক ও স্বর্গীয় দানগুলো পাবার যোগ্য গরিগণিত করুন, তাঁরই গৌরব ও প্রতাপ যুগে যুগান্তরে। আমেন।

(১) ১ করি ১২:১, ৪।

(২) মথি ১২:৩২।

(৩) ধর্মশিক্ষা ১১:১৭ দ্রঃ।

(৪) ধর্মশিক্ষা ১৬:২৬ দ্রঃ।

(৫) ধর্মশিক্ষা ১৭:২ দ্রঃ।

(৬) মথি ৩:১৬ দ্রঃ।

(৭) মথি ২৮:১৯।

(৮) ধর্মশিক্ষা ১৬:২৪; ১৭:৩ দ্রঃ।

(৯) যোহন ১৫:২৬ দ্রঃ।

(১০) প্রেরিত ২:১-৩ দ্রঃ।

(১১) সাম ১৪০:৪।

(১২) নিজের লেখায় সাধু ইরেনেউস পবিত্র আত্মাকে অসৃষ্ট প্রজ্ঞা বলে চিহ্নিত করেছিলেন, সেই যে প্রজ্ঞা ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্মে (প্রবচন ৮:২২ দ্রঃ) ঈশ্বরের হাত স্বরূপ বর্ণিত।

(১৩) প্রেরিত ৮:৯ দ্রঃ।

(১৪) সেই মত অনুসারে, সেই তিনটে ঈশ্বরের মধ্যে প্রথম ঈশ্বর ভাল, দ্বিতীয় ঈশ্বর খারাপ, ও তৃতীয় ঈশ্বর তত ভালও নন তত খারাপও নন; এই তৃতীয় ঈশ্বরই বিশ্বনির্মাতা। অন্যদিকে মার্কিওনের বিরুদ্ধে আর একটা অভিযোগ এটি যে, জ্ঞানমার্গপন্থীদের নানা উপদলের সঙ্গে একমত হয়ে সে পুরাতন নিয়মের ন্যায়বান ঈশ্বরের বিপরীতে নূতন নিয়মের মঙ্গলময় ঈশ্বরের উপর প্রাধান্য আরোপ করত।

(১৫) মার্কিওনের মতে যেহেতু পুরাতন নিয়মের ন্যায়বান ও কঠোর ঈশ্বর অমঙ্গল ঘটান (ইশা ৪৫:৭ দ্রঃ), সেজন্য তার লক্ষ্য ছিল, সে মণ্ডলীকে পরিত্রাণকারী ও ক্ষমাশীল সেই মঙ্গলময় ঈশ্বরপুত্রের বাণীর কাছে ফিরিয়ে আনবে। এজন্যই সে পুরাতন নিয়মও বাতিল করত, ও সুসমাচারের ও প্ররিতদূত পলের পত্রাবলি থেকেও সেই সমস্ত বাক্য বাতিল করত যা তার মতে ইহুদী মতবাদ দ্বারা চিহ্নিত।

(১৬) ধর্মশিক্ষা ৬:৩৩ দ্রঃ। মন্তানুস দাবি করত সে নিজেই পবিত্র আত্মার মুখপাত্র; কিন্তু সাধু সিরিলের বর্ণনা অনুসারে সে যে জঘন্য ও অশ্লিল লালসা প্রবণ ছিল তা সত্য নয়; প্রকৃতপক্ষে সে এমন কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা ও নৈতিকতার সমর্থক ছিল যা মানুষকে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার পাত্র করবে; খ্রিষ্ট তাদের দেখা দেবেন সেই প্রতীক্ষায় মন্তানুসপন্থীরা মন্দিরেই ঘুমাত।

সুতরাং, মন্তানুস সম্পর্কে সাধু সিরিলের দেওয়া তথ্য সম্ভবত সেকালের তথাকথিতই জনশ্রুতি মাত্র।

(১৭) ধর্মশিক্ষা ৬:২৫ দ্রঃ।

(১৮) লুক ২৪:৪৯।

(১৯) প্রেরিত ৮:১৭।

(২০) প্রেরিত ৮:১৯।

(২১) প্রেরিত ৮:২০।

(২২) সাম ১৩৯:২১।

(২৩) আদি ৩:১৫।

(২৪) যাকোব ৪:৪ দ্রঃ।

(২৫) প্রবচন ৫:১৫।

(২৬) যোহন ৪:১৪।

(২৭) যোহন ৭:৩৮।

(২৮) যোহন ৭:৩৮।

(২৯) যোহন ৪:১৪।

(৩০) আদি ২:১০ দ্রঃ।

(৩১) ১ করি ১২:১১।

(৩২) ১ করি ১২:৭-১১।

(৩৩) লেবীয় ৪:৫; সাম ১৩২:১০; ১ রাজা ২৪:৭। ‘যিশুই খ্রিষ্ট’ (বা ‘যিশুই সেই খ্রিষ্ট’) হলো খ্রিষ্টমণ্ডলীর সবচেয়ে প্রাচীন সংক্ষিপ্ত বিশ্বাস-সূত্র।

(৩৪) সাম ১৪৬:৪।

(৩৫) জাখা ১২:১।

(৩৬) সাম ১০৪:৪।

(৩৭) সাম ৪৮:৮।

(৩৮) ইশা ৭:২।

(৩৯) সাম ১৪৮:৮।

(৪০) যোহন ৬:৬৩।

(৪১) প্রেরিত ৮:২৯।

(৪২) এজে ১১:৫।

(৪৩) প্রেরিত ১৩:২।

(৪৪) প্রেরিত ২০:২৩।

(৪৫) যোহন ১৪:২৬।

(৪৬) যোহন ৬:৬৩।

(৪৭) ধর্মশিক্ষা ১৬:৩ দ্রঃ।

(৪৮) হোশেয়া ৪:১২।

(৪৯) লুক ১১:২৪ দ্রঃ।

(৫০) ১ করি ২:১১ দ্রঃ।

(৫১) সাম ১০৭:২৫ দ্রঃ।

(৫২) মথি ১০:১১; ১২:৪৩ ইত্যাদি দ্রঃ।

(৫৩) মার্ক ৯:১৭-১৯ দ্রঃ।

(৫৪) লুক ১০:১৮।

(৫৫) ইশা ৬:১।

(৫৬) এজে ১০:১।

(৫৭) দা ৭:১০।

(৫৮) প্রেরিত ৫:৩।

(৫৯) প্রেরিত ৫:৪।

(৬০) সাম ১৩৯:১২।

(৬১) প্রেরিত ৫:৮।

(৬২) ২ রাজা ৫:২৫।

(৬৩) মথি ১০:৮।

(৬৪) ২ রাজা ৫:২৬।

(৬৫) মিখা ৩:১২।

(৬৬) ইশা ১:৮।

(৬৭) মথি ২৮:১৯ দ্রঃ।

(৬৮) প্রজ্ঞা ৬:১৭।

(৬৯) রো ৮:২৬।

(৭০) সাম ২৭:১৪।

(৭১) রো ৮:১৮।

(৭২) আদি ২:১৫ দ্রঃ।

(৭৩) লুক ১২:১১-১২।

(৭৪) ১ করি ১২:৩।

(৭৫) হগয় ২:৫ দ্রঃ।

(৭৬) হিব্রু ১:১৪।

(৭৭) ১ করি ২:১১-১২।

(৭৮) মথি ১১:২৭।

(৭৯) যোহন ১৬:১৩-১৪।

(৮০) ধর্মশিক্ষা ১৭:৫; ১৮:২৯২ দ্রঃ।

(৮১) এফে ৪:৫ দ্রঃ।

(৮২) ১ করি ৮:৬ দ্রঃ।

(৮৩) ধর্মশিক্ষা ১৬:২ দ্রঃ।

(৮৪) ধর্মশিক্ষা ১৬:২ দ্রঃ।

(৮৫) গণনা ১১:২৫।

(৮৬) গণনা ১১:২৫-২৭।

(৮৭) গণনা ১১:২৮।

(৮৮) গণনা ১১:২৯।

(৮৯) দ্বিঃবিঃ ৩৪:৯।

(৯০) প্রেরিত ৮:১৭ দ্রঃ।

(৯১) আদি ৪১:৩৮।

(৯২) যাত্রা ৩১:২, ৩, ৬।

(৯৩) বিচারক ৩:১০ দ্রঃ।

(৯৪) বিচারক ৬:৩৪ দ্রঃ।

(৯৫) বিচারক ১১:২৯ দ্রঃ।

(৯৬) বিচারক ৪:৪ দ্রঃ।

(৯৭) বিচারক ১৩:২৫; ১৪:৬, ১৯ ইত্যাদি দ্রঃ।

(৯৮) ১ শামু ৯:৯।

(৯৯) ২ শামু ২৩:২।

(১০০) সাম ৫১:১৩।

(১০১) সাম ১৪৩:১০।

(১০২) ২ বংশ ১৫:১ দ্রঃ।

(১০৩) ২ বংশ ২০:১৪ দ্রঃ।

(১০৪) ২ বংশ ২৪:২০-২১ দ্রঃ।

(১০৫) নেহে ৯:২০।

(১০৬) মিখা ৩:৮।

(১০৭) যোয়েল ৩:১।

(১০৮) হগয় ২:৪।

(১০৯) জাখা ১:৬।

(১১০) ইশা ১১:২।

(১১১) ইশা ৪২:১; ৪৪:৩।

(১১২) ইশা ৪৮:১৬।

(১১৩) ইশা ৫৯:২১।

(১১৪) ইশা ৬১:১।

(১১৫) ইশা ৬৩:১০-১১।

(১১৬) এজে ১১:৫।

(১১৭) আদি ৪৬:২৯ দ্রঃ।

(১১৮) লুক ১৫:২০।

(১১৯) এজে ১১:২৪।

(১২০) এজে ৩৬:২৫।

(১২১) এজে ৩৬:২৬-২৭।

(১২২) এজে ৩৭:১।

(১২৩) দা ১৩:৪৫।

(১২৪) দা ৪:৬।

(১২৫) দা ২:৩১ দ্রঃ।

(১২৬) রো ১৫:৩০ দ্রঃ।

আলোপ্রত্যাশীদের ১৭শ ধর্মশিক্ষা

- পবিত্র আত্মা (উপসংহার) -

পাস্কা রবিবারের আগে পরিবেশিত এই ধর্মশিক্ষা আদিমণ্ডলীর নবীয় অভিজ্ঞতা তুলে ধরে পূর্ববর্তী ধর্মশিক্ষা সমাপ্ত করে। সাধু সিলিলের বক্তব্য এ: বাপ্তিস্ম গ্রহণের সেই দিন ঘনিয়ে এসেছে যে দিনে প্রার্থীরা পবিত্র আত্মার সীল গ্রহণ করায় সেই আত্মার অনুগ্রহ ও অনুগ্রহদানসমূহের অংশী হবে।

ঐশতাত্ত্বিক দিক দিয়ে অধিক সমৃদ্ধ এ ধর্মশিক্ষায় সাধু সিরিল এমন উজ্জ্বল ভক্তি প্রকাশ করেন যা সেকালের শ্রোতাদের মন উদ্দীপ্ত করেছিল; পরবর্তীকালের পাঠক / পাঠিকা স্বীকার করে আসছেন সাধু সিরিলের এ ধর্মশিক্ষা পড়ে তাঁরাও যথেষ্ট অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন; আশা রাখা যেতে পারে আজকালের পাঠক / পাঠিকাও তেমনি উপকৃত হবেন।

সেই আত্মা দ্বারা একজনকে দেওয়া হয় প্রজ্ঞার ভাষা, ইত্যাদি [১], করিন্থীয়দের কাছে ১ম পত্রের এই পাঠের পরে, যেরুশালেমে তাৎক্ষণিক ভাবে পরিবেশিত ধর্মশিক্ষা, যাতে পবিত্র আত্মা সম্পর্কে যা বলার বাকি রয়েছে তা-ই উপস্থাপন করা হয়।

১। পবিত্র আত্মার শেখানো ভাষা সম্পর্কে

প্রিয় শ্রোতা সকল, আমাদের সাধ্য অনুসারে, আগেকার ধর্মশিক্ষায় আমরা তোমাদের সামনে পবিত্র আত্মা সংক্রান্ত সাক্ষ্যসমূহের ক্ষুদ্র একটা অংশ মাত্র উপস্থাপন করেছিলাম। এমনটা ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে, তবে আজকের ধর্মশিক্ষায় আমরা সাধ্যমত নূতন নিয়মের বাকি যত সাক্ষ্য উপস্থাপন করে চলব। এবং যেমন গতকাল আমরা তোমাদের মনোযোগের সীমার মধ্যে আমাদের আগ্রহ সীমাবদ্ধ করতে সচষ্ট হয়েছিলাম (কেননা পবিত্র আত্মা সম্পর্কে কথা বলায় কখনও তৃপ্তি হয় না), সেজন্য আমরা আজও, যা বাকি রয়েছে, সেটার ক্ষুদ্র একটা অংশও কমপক্ষে উপস্থাপন করব।

কেননা, গতকালের মত আজও আমরা অবাধে মেনে নিচ্ছি যে, শাস্ত্রের বাহুল্যের সামনে আমাদের দুর্বলতা আচ্ছন্ন। গতকালের মত আজও আমরা অলঙ্কার মণ্ডিত ভাষ্য ব্যবহার করব না, কারণ তাতে কোন লাভ নেই; আমরা বরং তা-ই মনে করিয়ে দেব যা

ঐশশাস্ত্র থেকে আগত; কেননা ধন্য প্রেরিতদূত পল অনুসারে এটিই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি; এবিষয়ে তিনি বলেন, *এই সকল বিষয়ে আমরা তো মানবীয় প্রজ্ঞার শেখানো ভাষায় নয়, আত্মার শেখানো ভাষাতেই কথা বলি: আত্মিক বিষয়ের জন্য আত্মিক ভাষাই ব্যবহার করি* (২)। সুতরাং, আমরা পথযাত্রী বা নৌযাত্রীর মত ব্যবহার করব: এক একটা সুদীর্ঘ যাত্রার জন্য তাদের একটামাত্র গন্তব্যস্থান থাকা সত্ত্বেও তবু আগ্রহের সঙ্গে এগোতে চাইলেও তারা মানব দুর্বলতাবশত নানা শহর বা বন্দরে থামতে কুণ্ঠিত হয় না।

২। নাম বিবিধ কিন্তু আত্মা এক

সুতরাং, যদিও পবিত্র আত্মা সংক্রান্ত আমাদের উপদেশগুলো ভাগ ভাগ করা, তবু তিনি এক ও একই হওয়ায় বিভক্ত নন। কেননা, পিতা সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে যেমন তিনি যে একমাত্র আদিকারণ সেবিষয়ে আমাদের বক্তব্য একরকম ছিল; তাঁকে যে পিতা বা সর্বশক্তিমান সেবিষয়ে বক্তব্যটা অন্য রকম ছিল; তিনি যে বিশ্বনির্মাতা সেবিষয়ে বক্তব্যটা আর এক রকম ছিল (৩); এবং ধর্মশিক্ষা ভাগ ভাগ করা সত্ত্বেও আমরা বিশ্বাস ভাগ ভাগ করিনি একারণেই যে ভক্তির লক্ষ্য যিনি তিনি এক ছিলেন ও এক আছেন; আবার, যেমন ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্র সম্পর্কে আমরা একসময় তাঁর ঈশ্বরত্ব সম্পর্কে ও আর এক সময় তাঁর মনুষ্যত্ব সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিলাম (৪) যাতে করে আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট সংক্রান্ত তত্ত্বসমূহকে বহু উপদেশে ভাগ ভাগ করা সত্ত্বেও তবু তাঁর প্রতি অবিভক্তই এক বিশ্বাস প্রচার করতে পারতাম, তেমনি ভাবে এবারও যদিও পবিত্র আত্মা সংক্রান্ত ধর্মশিক্ষাগুলো ভাগ ভাগ করা, তবু তাঁর প্রতি অবিভক্তই এক বিশ্বাস প্রচার করি। কেননা যিনি আপন দানগুলো *ভাগ ভাগ ক'রে যাকে ইচ্ছা করেন তাকে দান করেন* (৫), তিনি সেই এক ও একই আত্মা যিনি অবিভক্ত হয়ে থাকেন।

কেননা সহায়ক যিনি তিনি পবিত্র আত্মা থেকে ভিন্ন নন, বরং বিবিধ নাম দ্বারা অভিহিত হয়ে তিনি কিন্তু এক ও একই; তিনি জীবনময় ও স্বয়ংসত্তাময়, তিনি কথা বলেন ও সক্রিয়; এবং খ্রিষ্টের দ্বারা ঈশ্বরের নির্মিত যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন সকল জীবের অর্থাৎ স্বর্গদূত ও মানুষ সবারই তিনিই পবিত্রাদানকরারী।

৩। এক-পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি

কিন্তু, পাছে শিক্ষার অভাবে তুমি পবিত্র আত্মার ভিন্ন ভিন্ন নাম শুনে এমনটা ভাব যে, সেই নানা নাম হল নানা আত্মা ও তিনি সেই এক ও একই নন যিনি একমাত্রই বিদ্যমান, সেজন্য কাথলিক মণ্ডলী আগে থেকে তোমাকে রক্ষা করার লক্ষ্যে বিশ্বাস-স্বীকারোক্তিতে তোমাকে এমনটা সম্প্রদান করেছে যাতে তুমি 'সহায়ক এক-পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস কর যিনি নবীদের মধ্য দিয়ে কথা বলেছিলেন'; ফলে তুমি যেন এবিষয়ে নিশ্চিত হতে পার যে, তাঁর নাম বিবিধ হলেও তবু পবিত্র আত্মা এক; আর আমরা ঠিক সেই নামগুলোর কয়েকটা নাম বিষয়েই তোমাকে শিক্ষা দিতে যাচ্ছি।

৪। তিনি পিতার ও পুত্রের আত্মা

তাঁকে 'আত্মা' বলা হয়, যেইভাবে এইমাত্র পড়া শাস্ত্র থেকে শুনেছি, *সেই আত্মা দ্বারা একজনকে দেওয়া হয় প্রজ্ঞার ভাষা* (৬)। কিন্তু তাঁকে সত্যের আত্মাকেও বলা হয়, যেইভাবে ত্রাণকর্তা নিজে বলেন, *তিনি যখন আসবেন, সেই সত্যের আত্মা …* (৭)। তাঁকে সহায়কও বলা হয়, যেভাবে তিনি বলেন, *আমি চলে না গেলে সেই সহায়ক তোমাদের কাছে আসবেন না* (৮)। কিন্তু তিনি যে বিবিধ নামে অভিহিত হওয়া সত্ত্বেও তবু এক ও একই, তা পরবর্তী বচনে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত। কেননা পবিত্র আত্মা ও সেই সহায়ক যে একই, তা এবচনে ঘোষিত, *সেই সহায়ক, সেই পবিত্র আত্মা* (৯); এবং সেই সহায়ক ও সেই সত্যের আত্মা যে একই, তা তখনই ঘোষিত যখন তিনি বলেন, *আমি অপর একজন সহায়ক তোমাদের দেব, যেন সেই সহায়ক চিরকাল ধরে তোমাদের সঙ্গে থাকেন: সেই সত্যের আত্মা …* (১০); আরও, *কিন্তু সেই সহায়ক, যাঁকে আমি পিতার কাছ থেকে তোমাদের কাছে পাঠাব, সেই সত্যের আত্মা …* (১১)।

তাঁকে 'ঈশ্বরের আত্মা' বলা হয়, যেইভাবে লেখা আছে, *আমি দেখেছি, ঈশ্বরের আত্মা … নেমে এসে* (১২), ইত্যাদি; আরও, *কেননা যারা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়, তারা সকলেই ঈশ্বরের পুত্র* (১৩)। তাঁকে পিতার আত্মাও বলা হয়, যেইভাবে ত্রাণকর্তা বলেন, *বাস্তবিকই তোমরা কথা বলবে এমন নয়, তোমাদের পিতার সেই আত্মাই তোমাদের অন্তরে কথা বলবেন* (১৪); এবং পল আরও বলেন, *এজন্য স্বর্গ ও*

মর্তের সমস্ত পিতৃকুল, ইত্যাদি, … যেন তোমরা তাঁর আত্মা দ্বারা তোমাদের আন্তরিক মানুষে পরাক্রমে বলীয়ান হয়ে ওঠ [১৫]।

তাঁকে প্রভুর আত্মাও বলা হয়; সেই অনুসারে পিতর বলেন, *তোমরা কেন প্রভুর আত্মাকে যাচাই করার জন্য একমত হয়েছিলে?* [১৬]। তাঁকে ঈশ্বরের ও খ্রিষ্টের আত্মাও বলা হয়, যেইভাবে পল লেখেন, *তোমরা কিন্তু মাংসের অধীনে নয়, আত্মার অধীনেরই রয়েছ, যেহেতু ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে নিজের আবাস করেছেন; কিন্তু খ্রিষ্টের আত্মা যার নেই, সে খ্রিষ্টের নয়* [১৭]। তাঁকে ঈশ্বরের পুত্রের আত্মাও বলা হয়, যেইভাবে লেখা আছে, *আর তোমরা পুত্রই বটে! ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে তাঁর পুত্রের আত্মাকে প্রেরণ করেছেন* [১৮]। তাঁকে খ্রিষ্টের আত্মাও বলা হয়, যেইভাবে লেখা আছে, *তাঁদের অন্তরে নিবাসী খ্রিষ্টের সেই আত্মা যখন …* [১৯]; আরও, *তোমাদের প্রার্থনা এবং যিশু খ্রিষ্টের আত্মার সহায়তা দ্বারা …* [২০]।

৫। পবিত্র আত্মার অন্য অন্য নাম

উপরে উল্লিখিত নামগুলো বাদে তুমি পবিত্র আত্মার অন্য বহু নাম পাবে। সেই অনুসারে তাঁকে পবিত্রতার আত্মা বলা হয়, যেইভাবে লেখা আছে, *পবিত্রতার আত্মা অনুসারে* [২১]। তাঁকে দত্তকপুত্রত্বের আত্মাও বলা হয়, যেইভাবে পল বলেন, *বস্তুত তোমরা তো দাসত্বের আত্মা পাওনি যে আবার ভয়ে পড়বে, তোমরা বরং দত্তকপুত্রত্বেরই আত্মা পেয়েছ, যে আত্মায় আমরা 'আব্বা, পিতা!' বলে ডেকে উঠি* [২২]। তাঁকে ঐশরহস্য-উপলব্ধির আত্মাও বলা হয়, যেইভাবে লেখা আছে, *তিনি যেন তোমাদের প্রজ্ঞা ও ঐশরহস্য-উপলব্ধির আত্মা দান করেন* [২৩]। তাঁকে প্রতিশ্রুতির আত্মাও বলা হয়, যেইভাবে একই পল বলেন, *তোমরাও … তাঁর উপর বিশ্বাস রেখে প্রতিশ্রুতির সেই পবিত্র আত্মারই মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত হয়েছ* [২৪]। তাঁকে অনুগ্রহ-দানকারী আত্মাও বলা হয়, যেইভাবে তিনি আবার বলেন, *সে অনুগ্রহ-দানকারী আত্মাকে অবজ্ঞা করে* [২৫]; এবং তিনি সদৃশ আর কতগুলো নাম বলে অভিহিত।

আগেকার ধর্মশিক্ষায় [২৬] তুমি স্পষ্টই শুনেছিলে যে, সামসঙ্গীতমালায় তিনি একসময় 'মঙ্গলময় আত্মা', ও আর এক সময় 'প্রধান আত্মা' বলে অভিহিত [২৭]; ইশাইয়াতে শুনেছ যে তিনি *প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধির আত্মা, সুমন্ত্রণা ও পরাক্রমের আত্মা,*

সুবিবেচনা ও প্রভুভয়ের আত্মা (২৮) বলে অভিহিত। যা কিছু আগে বলেছি ও এখন বলছি, সেই সমস্ত কিছুর ভিত্তিতে এটাই স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, পবিত্র আত্মার এ নামগুলো ভিন্ন হলেও তবু তিনি এক ও একই, তিনি জীবনময় ও স্বয়ংসত্তাময়, ও পিতার ও পুত্রের সঙ্গে সর্বদাই বিদ্যমান, তিনি যে পিতার বা পুত্রের মুখ ও ওষ্ঠ থেকে উচ্চারিত বা শ্বাসিত এমন নয়, তিনি যে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দেওয়াও এমন নয়, বরং নিজস্বই বাস্তব সত্তার অধিকারী (২৯), নিজেই কথা বলেন, নিজেই সক্রিয়, নিজেই যুগিয়ে দেন ও পবিত্রতা দান করেন এমন একক, অবিচ্ছেদ্য ও ঐক্যমতবিশিষ্ট পরিত্রাণ-ব্যবস্থা যা পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা থেকে উৎসারিত, অবিচ্ছেদ্য; যেইভাবে আমরা আগেও বলেছিলাম।

কেননা আমার একান্ত ইচ্ছা, যে সমস্ত বিষয় সম্প্রতিকালে উপস্থাপন করা হয়েছে (৩০), তা তোমরা মাথায় রাখবে, ও মনের চোখের সামনে এ স্পষ্টভাবে রাখবে যে, বিধান ও নবী পুস্তকগুলোতে এক আত্মা রয়েছেন ও সুসমাচারে ও প্রেরিতদূতদের পত্রগুলোতে অন্য আত্মা রয়েছেন এমন নয়; বরং রয়েছেন সেই এক ও একই পবিত্র আত্মা যিনি পুরাতন নিয়মে ও নূতন নিয়মে ঐশশাস্ত্রে কথা বলেছেন।

৬। পবিত্র আত্মা ও ধন্যা কুমারী

ইনি সেই পবিত্র আত্মা যিনি পবিত্রা কুমারী মারীয়ার উপর নেমে এসেছিলেন; কেননা, যেহেতু যিনি জনিত হওয়ার কথা তিনি ছিলেন সেই খ্রিষ্ট যিনি একমাত্র জনিতজন, সেজন্য *পরাৎপরের পরাক্রম তাঁর উপর ছায়া বিস্তার করল ও পবিত্র আত্মা তাঁর উপরে নেমে এলেন* (৩১) ও তাঁকে পবিত্রিত করলেন যেন কুমারী তাঁকে গ্রহণ করে নিতে পারতেন *সবই যাঁর দ্বারা হয়েছিল* (৩২)।

কিন্তু, সেই জন্ম যে কলুষবিহীন ও কলঙ্কহনি হল, তোমাকে এবিষয় শেখাবার জন্য আমার বেশি কথা দরকার হয় না, কেননা ইতিমধ্যে তুমি বিষয়টা শিখেছ। গাব্রিয়েল সে-ই যিনি তাঁকে বললেন, যা হওয়ার কথা, আমি সেটার অগ্রদূত, কিন্তু এতে আমার কোন ভূমিকা নেই। মহাদূত হওয়া সত্ত্বেও আমি আমার স্থান জানি; আর যদিও 'আনন্দিতা হও' বলে তোমাকে সংবাদ দিচ্ছি, তবু তুমি যে কেমন করে জন্মদান করবে,

তা আমার নিজের অনুগ্রহের দ্বারা হবে না: *পবিত্র আত্মা তোমার উপরে নেমে আসবেন, এবং পরাৎপরের পরাক্রম তোমার উপর নিজের ছায়া বিস্তার করবে; আর এজন্য যাঁর জন্ম হবে, তিনি পবিত্র হবেন ও ঈশ্বরের পুত্র বলে অভিহিত হবেন* (৩৩)।

৭। পবিত্র আত্মা ও এলিশাবেথ সম্পর্কে

সেই একই পবিত্র আত্মা এলিশাবেথেও কার্যকর হলেন, কেননা তিনি কুমারীদের শুধু নয়, সেই স্ত্রীলোকদেরও চিনতে পারেন যারা ধর্মসম্মত বিবাহে সংযুক্ত। *এবং এলিশাবেথ পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলেন* (৩৪) ও নবীয় বাণী দিলেন; এবং সেই সম্মাননীয় দাসী নিজের প্রভু সম্পর্কে বলেন, *আমি কে যে আমার প্রভুর মা আমার কাছে আসবে?* (৩৫)। কেননা এলিশাবেথ নিজেকে 'সুখী' জ্ঞান করতেন (৩৬)। পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে যোহনের পিতা সেই জাখারিয়াও নবীয় প্রেরণায় বলে দিলেন (৩৭), সেই একমাত্র জনিতজন কতই না মঙ্গলময় দানের কারণ হবেন, এও বলে দিলেন যে, বাপ্তিস্মের ব্যাপারে যোহন তাঁর অগ্রদূত হবেন।

এই পবিত্র আত্মা দ্বারা সেই ধর্মপ্রাণ শিমেয়োনকে এসত্য জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে *প্রভুর সেই খ্রিষ্টকে না দেখা পর্যন্ত তিনি* মৃত্যু *দেখবেন না* (৩৮); এবং তিনি তাঁকে আপন কোলে গ্রহণ করে নিয়ে মন্দিরে তাঁর সম্পর্কে স্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করলেন।

৮। মাতৃগর্ভ থেকে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ সেই বাপ্তিস্মদাতা সম্পর্কে

এবং যিনি মাতৃগর্ভ থেকে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছিলেন (৩৯), সেই যোহনও এই লক্ষ্যে পবিত্রিত হয়েছিলেন যাতে প্রভুকে বাপ্তিস্ম দিতে পারতেন; নিজে থেকেই যে তিনি পবিত্র আত্মাকে দান করবেন তা নয়, বরং সেই আত্মাকে প্রদান করেন যিনি, তাঁরই শুভসংবাদ তিনি প্রচার করবেন। বাস্তবিকই তিনি বলেন, *আমি মনপরিবর্তনের উদ্দেশে জলে তোমাদের বাপ্তিস্ম দিই বটে, কিন্তু আমার পরে যিনি আসছেন*, ইত্যাদি, *তিনি পবিত্র আত্মা ও আগুনেই তোমাদের বাপ্তিস্ম দেবেন* (৪০)।

কিন্তু, 'আগুনেই' কেন? কারণ পবিত্র আত্মার নেমে আসাটা আগুনের মত জিহ্বায় হওয়ার কথা (৪১), ও এবিষয়ে প্রভু সানন্দে বলেন, *আমি পৃথিবীতে আগুন আনবার জন্য এসেছি; আমার কতই না ইচ্ছে, তা যদি এর মধ্যে জ্বলতে থাকত* (৪২)।

৯। কপোতের আকারে নেমে আসা পবিত্র আত্মা সম্পর্কে

যিশু বাপ্তিস্ম গ্রহণ করছেন এমন সময়ই পবিত্র আত্মা নেমে এলেন (৪৩), যাতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করছিলেন যিনি, তাঁর মর্যাদা যেন গুপ্ত না থাকে, যেইভাবে যোহন নিজে বলেন, *কিন্তু যিনি আমাকে জলে বাপ্তিস্ম দিতে পাঠিয়েছিলেন, তিনি আমাকে বললেন, যাঁর উপরে আত্মাকে নেমে এসে থাকতে দেখবে, তিনিই পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দেন* (৪৪)।

এবার শোন সুসমাচার কি বলে, *স্বর্গ উন্মুক্ত হল, আর তিনি দেখলেন, ঈশ্বরের আত্মা কপোতের মত নেমে এসে তাঁর উপরে পড়ছেন* (৪৫), অর্থাৎ, তাঁর নেমে আসাটা ইচ্ছাকৃত গতিবিধিতেই হয়। কেননা, কেউ না কেউ যেমনটা ব্যাখ্যা করেছেন, সেই অনুসারে এটাই সমীচীন ছিল যে, বাপ্তিস্ম গ্রহণকারীদের কাছে প্রতিশ্রুত সেই পবিত্র আত্মার প্রথম দান ও প্রথমফল সেই ত্রাণকর্তার মনুষ্যত্বে আরোপ করা হবে যিনি তেমন অনুগ্রহের দাতা। কিন্তু অন্য কেউ যেমনটা বলে, সেই অনুসারে, এমনটাও হতে পারে যে, তিনি কপোতের আকারে নেমে এলেন যাতে সেই কপোতের আকারে দেখাতে পারেন শুচিতা, কলঙ্কহীনতা ও সেই কোমলতারই প্রতীক যা তিনি সেই সন্তানদের প্রতি দেখান যাদের জন্ম দেন ও প্রার্থনার মাধ্যমে যাদের সাহায্য করেন তারা যেন পাপক্ষমা লাভ করে। কিন্তু গীতিকাটা প্রতীকটাকে [অর্থাৎ, কপোতটাকে] বরেরই উপর আরোপ করে যাঁকে উদ্দেশ করে একথা নিবেদিত, *তোমার চোখ দু'টো জলস্রোতের মধ্যে কপোতের মত* (৪৬)।

১০। পবিত্র আত্মা ও নোয়ার কপোত সম্পর্কে

কারও কারও মতে, নোয়ার সেই কপোত আংশিকভাবে ছিল এই কপোতের পূর্বপ্রতীক।

কেননা যেভাবে সেইকালে কাঠ ও জলের মধ্য দিয়েই তাদের নিজেদের জন্য পরিত্রাণ ও নতুন প্রজন্মের আদি এসেছিল, এবং কপোতটা সন্ধ্যাবেলার দিকে জলপাইগাছের একটা কচি পাতা নিয়ে নোয়ার কাছে ফিরে এসেছিল (৪৭), তেমনি ভাবে, সেই ব্যাখ্যাতাদের মত অনুসারে, পবিত্র আত্মা সেই সত্যকার নোয়ার উপরে নেমে

এসেছিলেন যিনি দ্বিতীয় প্রজন্মের সাধক, যিনি সমস্ত জাতির ইচ্ছা এক-ইচ্ছায় মিলিত করেন, ও যাঁর প্রতীক ছিল জাহাজের সেই জন্তুদের স্বভাব, তথা, তাঁর আগমনে আধ্যাত্মিক নেকড়ে মেষশাবককে লালন-পালন করে, তাঁর মণ্ডলীতে বাছুর, সিংহ ও ষাঁড় একই চারণমাঠে চরে, সেইভাবে যেভাবে আমরা আজও দেখতে পাই যে, জগতের শাসনকর্তারা মণ্ডলীর সেবাকর্মীদের পরিচালনা ও শিক্ষাদান গ্রহণ করে থাকেন।

অতএব, কোন না কোন ব্যাখ্যাতার মতে, সেই আধ্যাত্মিক কপোত তাঁর বাপ্তিস্মের সময় নেমে এসেছিলেন যাতে দেখাতে পারতেন যে তিনিই সে-ই, যিনি ক্রুশকাষ্ঠে বিশ্বাসীদের ত্রাণ করেন, যিনি সন্ধ্যাবেলায়ও আপন মৃত্যু দ্বারা পরিত্রাণ নিবেদন করেন।

১১। পিতা আপন আত্মাকে পুত্রের দ্বারা দান করেন

এই সমস্ত প্রতীক হয় তো অন্যভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারত; কিন্তু আপাতত আমাদের পক্ষে আবার পবিত্র আত্মা সম্পর্কে স্বয়ং ত্রাণকর্তার বাণী শোনা দরকার।

কেননা তিনি বলেন, *জল ও আত্মা থেকে জন্ম না নিলে কেউই ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না* (৪৮)। এবং, এই অনুগ্রহ যে পিতা থেকে আগত, কথাটা তিনি এভাবেই ব্যক্ত করেন, *যারা তাঁর কাছে যাচনা করে, স্বর্গস্থ পিতা যে তাদের পবিত্র আত্মাকে দেবেন তা আরও কতই না নিশ্চিত* (৪৯)। এবং আমাদের যে ঈশ্বরকে আত্মার শরণে উপাসনা করা উচিত, তা তিনি এভাবে দেখান, *কিন্তু সেই ক্ষণ আসছে, এমনকি তা এখনই উপস্থিত, যখন সত্যকার উপাসকেরা আত্মা ও সত্যের শরণেই পিতার উপাসনা করবে, কারণ পিতা তেমন উপাসকই দাবি করেন। ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ, এবং যারা তাঁর উপাসনা করে, আত্মা ও সত্যের শরণেই তাদের উপাসনা করতে হয়* (৫০); আরও, *কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের প্রভাবে অপদূত তাড়াই* ও সাথে সাথেই তিনি বলে চলেন, *এজন্যই আমি তোমাদের বলছি, মানুষের যেকোন পাপ ও ঈশ্বরনিন্দার ক্ষমা হবে, কিন্তু পবিত্র আত্মা-নিন্দার ক্ষমা হবে না। আর যে কেউ মানবপুত্রের বিরুদ্ধে কোন কথা বলবে, সে ক্ষমা পাবে; কিন্তু যে কেউ পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধেই কথা বলবে, সে ক্ষমা পাবে না, এযুগেও নয়, ভাবী যুগেও নয়* (৫১)। তিনি আবার বলেন, *আর আমি পিতাকে অনুরোধ করব, এবং তিনি অপর একজন সহায়ক তোমাদের দেবেন, যেন সেই সহায়ক চিরকাল ধরে তোমাদের সঙ্গে থাকেন; সেই সত্যের আত্মাকেই দেবেন, জগৎ*

যাঁকে গ্রহণ করতে পারে না, কারণ জগৎ তাঁকে দেখতে পায় না, জানেও না। তোমরা তাঁকে জান, কারণ তিনি তোমাদের কাছে থাকেন ও তোমাদের অন্তরে থাকবেন (৫২)। তিনি আরও বলেন, *কিন্তু সেই সহায়ক, সেই পবিত্র আত্মা, আমার নামে যাঁকে পিতা পাঠাবেন, তিনিই সবকিছু তোমাদের শিখিয়ে দেবেন, আর আমি যা কিছু তোমাদের বলেছি, তিনি তোমাদের তা স্মরণ করিয়ে দেবেন* (৫৩); তিনি আরও বলেন, *কিন্তু সেই সহায়ক, যাঁকে আমি পিতার কাছ থেকে তোমাদের কাছে পাঠাব,—সেই সত্যের আত্মা, যিনি পিতা থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলেন—তিনি যখন আসবেন, তখন তিনি নিজে আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন* (৫৪)। ত্রাণকর্তা আরও বলেন, *আমি চলে না গেলে সেই সহায়ক তোমাদের কাছে আসবেন না, … আর তিনি এসে জগৎকে পাপের বিষয়ে দোষী বলে সাব্যস্ত করবেন, [ও ব্যক্ত করবেন] ধর্মময়তা ও বিচার কী,* এবং পরে তিনি বলে চলেন, *তোমাদের কাছে আমার আরও অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু তোমরা এখন তা সহ্য করতে পার না; তবে তিনি যখন আসবেন, সেই সত্যের আত্মা, তিনিই পূর্ণ সত্যের মধ্যে তোমাদের চালনা করবেন, কারণ তিনি নিজে থেকে কিছুই বলবেন না, কিন্তু যে সমস্ত কথা শোনেন, তিনি তা-ই বলবেন; যা যা ঘটবার, তাও তিনি তোমাদের বলে দেবেন; তিনি আমাকে গৌরবান্বিত করবেন, কারণ যা আমার, তা-ই তুলে নিয়ে তিনি তা তোমাদের বলে দেবেন। যা কিছু পিতার, তা সবই আমার; এজন্যই আমি বললাম যে, যা আমার, তা-ই তুলে নিয়ে তিনি তা তোমাদের বলে দেবেন* (৫৫)।

আমি স্বয়ং একমাত্র জনিতজনের বচনগুলো তোমাকে শুনিয়েছি, যাতে তুমি মানুষের কথায় কান না দাও।

১২। পবিত্র আত্মাকে প্রদান সম্পর্কে

তিনি এই পবিত্র আত্মায় সহভাগিতা প্রেরিতদূতদের উপর আরোপ করলেন; কেননা লেখা আছে, *এবং একথা বলার পর তিনি তাঁদের উপরে ফুঁ দিলেন, ও তাঁদের বললেন, পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর; তোমরা যদি কারও পাপ ক্ষমা কর, তা ক্ষমা করা হবে; যদি কারও পাপ ধরে রাখ, তা ধরে রাখা থাকবে* (৫৬)। এতে তিনি দ্বিতীয় বারের মতই মানুষের উপর ফুঁ দিলেন, কেননা তাঁর প্রথম ফুৎকার শঠতাপূর্ণ পাপ দ্বারা বাতিল করা

হয়েছিল; শাস্ত্র যেন সিদ্ধি লাভ করে সেজন্য *তিনি তোমার মুখমণ্ডলের উপর ফুঁ দিয়ে ও ক্লেশ থেকে তোমাকে মুক্তি দিয়ে আরোহণ করলেন* (৫৭)। কিন্তু তিনি কোথা থেকে আরোহণ করলেন? পাতাল থেকে; কেননা সুসমাচার এ বলে যে, তাঁর পুনরুত্থানের পর তিনি তাঁদের উপরে ফুঁ দিলেন।

কিন্তু যদিও তিনি সেসময় আপন অনুগ্রহ প্রদান করলেন, তবু তিনি পরে আরও বেশি বদান্যতার সঙ্গেই তা মঞ্জুর করলেন। তিনি তাঁদের বলেন, আমি এক্ষুণিও তা দিতে রাজি, কিন্তু পাত্রটাই তা ধারণ করতে অক্ষম; এজন্য আপাতত কিছুকাল ধরে তোমরা যতটুকু অনুগ্রহ ধারণ করতে পার ততটুকু গ্রহণ কর; ও আরও পাবার জন্য প্রতীক্ষায় থাক: *তোমরা ঊর্ধ্ব থেকে আগত পরাক্রমে যতদিন না পরিবৃত হও, ততদিন এই যেরুশালেম শহরে থাক* (৫৮)। সুতরাং, আপাতত তা আংশিক ভাবে 'গ্রহণ কর'; পরে তার পূর্ণতায় তাতে পরিবৃত হবে। বস্তুত যে গ্রহণ করে, সে প্রায়ই দানের একটা অংশ মাত্র পায়; কিন্তু যে পরিবৃত, সে নিজের কাপড়ে সম্পূর্ণ রূপেই মোড়া। তিনি বলেন, তোমরা শয়তানের অস্ত্র ও তীর ভয় করো না, কারণ তোমরা পবিত্র আত্মার পরাক্রম বহন করবে।

তুমি কিন্তু, সম্প্রতিকালে যা বলা হয়েছে, তা মনে রাখ: পবিত্র আত্মা বিচ্ছিন্ন নন, তিনি যে অনুগ্রহ দান করেন, কেবল সেই অনুগ্রহই ভাগ ভাগ করে দেওয়া।

১৩। পঞ্চাশত্তমী দিনের পবিত্র আত্মার পূর্ণ বর্ষণ

সুতরাং যিশু স্বর্গে আরোহণ করলেন ও নিজের প্রতিশ্রুতি পূরণ করলেন। কেননা তিনি তাঁদের বলেছিলেন, *আমি পিতাকে অনুরোধ করব, এবং তিনি অপর একজন সহায়ক তোমাদের দেবেন* (৫৯)।

তাই তাঁরা পবিত্র আত্মার আগমনের প্রতীক্ষায় বসে ছিলেন, *এবং পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিন এলে* (৬০), এইখানে, এই যেরুশালেম শহরেই (কেননা এই সম্মান আমাদেরও অধিকার; আর আমরা তো এমন কিছু বলছি না যা অপরের বেলায় ঘটেছে, বরং মঙ্গলময় সেই সবকিছুরই কথা বলছি যা আমাদের মঞ্জুর করা হয়েছে); তাই আমি বলছিলাম, তাঁরা সেই পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিনে বসে ছিলেন, ও সেই সহায়ক স্বর্গ থেকে

নেমে এলেন, এলেন মণ্ডলীর রক্ষাকর্তা ও পবিত্রতাদানকারী, আত্মাদের শাসনকর্তা, ঝড়ে আলোড়িতদের সেই কর্ণধার যিনি পথভ্রান্তদের জন্য আলোর দিকে চালক, সংগ্রামে প্রতিযোগীদের বিচারক ও বিজয়ীদের মাল্যদাতা।

১৪। পবিত্র আত্মার কর্মক্রিয়া

তিনি প্রেরিতদূতদের পরাক্রমে পরিবৃত করতে ও তাঁদের বাপ্তিস্ম দিতে এসেছিলেন।

বাস্তবিকই প্রভু বলেছিলেন, *অল্প দিনের মধ্যে পবিত্র আত্মায়ই তোমাদের বাপ্তিস্ম হবে* (৬১)। এই অনুগ্রহ আংশিক ছিল না, কিন্তু তাঁর পরাক্রম ছিল পূর্ণতা প্রাপ্ত; কেননা যে কেউ জলে নিজেকে নিমজ্জিত করে ও বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত হয়, সে যেমন চারদিকে জল দ্বারা বেষ্টিত হয়, তেমনি সে পবিত্র আত্মা দ্বারাও সম্পূর্ণ রূপে বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত হয়। তথাপি জল কেবল বাইরের দিক দিয়েই বয়, কিন্তু আত্মা অভ্যন্তরের আত্মাকেও সম্পূর্ণ রূপে বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত করে। সুতরাং, তুমি কেন বিস্মিত হচ্ছ? প্রকৃতি থেকে একটা উদাহরণ নাও, উদাহরণ সামান্য ও স্বাভাবিক হয়েও তবু সরল মানুষদের জন্য যথেষ্ট উপকারী।

আগুন লোহার এক পিণ্ডের ভিতর দিয়ে গিয়ে পিণ্ডটাকে আগুন করে যার ফলে যা শীতল ছিল তা জ্বলন্ত হয় ও যা ছিল কালো তা উজ্জ্বল হয়। আচ্ছা, পদার্থই যে আগুন, সেই আগুন যখন এতই গভীরে ঢুকতে পারে ও পদার্থই যে লোহা, সেই লোহাতে অবাধে নিজের ক্রিয়াকর্ম সাধন করে, তখন পবিত্র আত্মা যে আত্মার গভীরতম স্থানে ঢোকেন, এতে বিস্মিত হওয়ার কী আছে?

১৫। পবিত্র আত্মার বাহ্যিক চিহ্নসমূহ সম্পর্কে

এবং পাছে মানুষ তার উপরে যে তত অনুগ্রহ নেমে আসছিল তার মহত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে থাকে, সেজন্য স্বর্গীয় তুরিটা নিজের কণ্ঠ ধ্বনিত করল, কেননা *হঠাৎ আকাশ থেকে প্রচণ্ড বাতাস বয়ে যাওয়ার মত একটা শব্দ এল* (৬২); শব্দটা তাঁরই আগমনের কথা চিহ্নিত করছিল যিনি মানুষকে এমন পরাক্রম মঞ্জুর করবেন যেন তারা প্রবল চেষ্টা দ্বারা ঈশ্বরের রাজ্য দখল করতে পারে (৬৩), যাতে তাদের চোখ সেই অগ্নিময় জিহ্বা দেখতে পায় ও তাদের কান সেই শব্দ শুনতে পায়: *এবং তাঁরা যেখানে বসে ছিলেন,*

সেই গোটা বাড়ি সেই শব্দে ভরে গেল (৬৪) : ভরে যাওয়া গোটা বাড়িটা হয়ে উঠল এমন আধ্যাত্মিক জলের পাত্র যার ভিতরে শিষ্যেরা বসে ছিলেন, ফলে সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাঁরা সম্পূর্ণ রূপেই বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত হলেন ও পরিত্রাণের ঐশবসনে আত্মা ও দেহে পরিবৃত হলেন। *তাঁরা দেখতে পেলেন, আগুনের মতই যেন কতগুলো জিহ্বা ভাগ ভাগ করে পড়ে তাঁদের প্রত্যেকজনের উপরে বসল এবং তাঁরা সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হলেন* (৬৫)। তাঁরা আগুন গ্রহণ করলেন, কিন্তু সেই আগুন এমন যা না পুড়িয়ে বরং পরিত্রাণ এনে দেয়, যা পাপের কাঁটা বিলীন ক'রে আত্মাকে উজ্জ্বল করে তোলে।

এসমস্ত কিছু তোমাদের উপরেও আসন্ন তোমাদের পাপের কাঁটা উপড়িয়ে ধ্বংস করার জন্য, তোমাদের আত্মার মূল্যবান সম্পদ আরও বেশি করে উজ্জ্বল করার জন্য, ও তোমাদের অনুগ্রহ প্রদান করার জন্য; কেননা তিনি সেসময়য়েই তা প্রেরিতদূতদের দিয়েছিলেন। তিনি আগুনের মত দেখতে জিহ্বার আকারে তাঁদের উপর অধিষ্ঠান করলেন যেন তাঁরা সেই অগ্নিময় জিহ্বার সৃষ্ট এক নতুন ও আত্মিক মুকুটে নিজেদের মাথা ভূষিত করতে পারেন। অগ্নিময় খড়্গ পরমদেশের প্রাচীন দ্বার রুদ্ধ করেছিল; অগ্নিময় জিহ্বা পরিত্রাণ এনে দিয়ে অনুগ্রহ ফিরিয়ে দিল।

১৬। অজ্ঞাত ভাষা সম্পর্কে

এবং আত্মা তাঁদের যেভাবে বাক্‌শক্তি দিলেন, তাঁরা সেই অনুসারে অন্য অন্য ভাষায় কথা বলতে লাগলেন (৬৬)। গালিলেয়ার মানুষ সেই পিতর ও আন্দ্রিয় পারস্যদের ও মেদীয়দের মত কথা বলতে লাগলেন। যোহন ও অন্যান্য প্রেরিতদূত বিজাতীয়দের প্রতিটি ভাষায় কথা বলতে লাগলেন; কেননা আমাদের একাল থেকেই যে বিদেশীর বিপুল জনতা সব জায়গা থেকে এখানে সমবেত হতে লাগল এমন নয়, সেসময় থেকেই তারা তেমনটা করে আসছে।

এতখানি শিক্ষিত এমন মানুষকে কি পাওয়া যেতে পারে যে হঠাৎ করেই শ্রোতাদের কাছে অজানা বিষয় শেখাতে পারে? ব্যাকরণ ও অন্যান্য বিষয় শেখার জন্য তত বছর ব্যয় করার পর তারা কেবল গ্রীক ভাষায়ই ঠিকমত কথা বলতে পারে; আর সবাই যে একইভাবেই ঠিকমত কথা বলে তাও নয়; হয় তো সুবক্তাই ঠিকমত কথা বলায় কৃতকার্য

হয়, এবং মাঝে মাঝে পন্ডিত তত সঠিক ভাবে পারে না; তাছাড়া, দক্ষ পন্ডিত দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞ।

অপরদিকে পবিত্র আত্মা হঠাৎ করেই বহু ভাষা তাঁদের শিখিয়েছিলেন, এমন ভাষা যা তাঁরা জীবনে কখনও জানেননি। এটা অবশ্যই মহা প্রজ্ঞা, এটা ঐশ্বরিক প্রতাপ। অতীতকালের তাঁদের সেই দীর্ঘকালীন অজ্ঞতা ও এই অকস্মাৎ, বহুবিধ ও অশ্রুত ভাষায় দক্ষতা লাভের মধ্যে কেমন পার্থক্য!

১৭। পঞ্চাশত্তমী ও বাবেল সম্পর্কে

শ্রোতার ভিড়ের মধ্যে বিভেদ দেখা দিল: এ দ্বিতীয় ভিবেদ এমন যা বাবেলের সেই পূর্বকালীন অনিষ্টকর বিভেদের বিপরীত, কেননা সেই ভাষা-বিভেদ মতভেদেই চিহ্নিত ছিল, কারণ তাদের চিন্তা ঈশ্বরের চিন্তার বিরোধী ছিল; কিন্তু এখানে মন সুস্থতা ফিরে পেল ও মিলিত হল, কারণ প্রচেষ্টার লক্ষ্য ভক্তিময় ছিল। যা দ্বারা পতন হয়েছিল, তা দ্বারাই প্রতিকার। এজন্য তারা বিস্মিত হয়ে বলল, *আমরা কেমন করে প্রত্যেকে নিজ নিজ মাতৃভাষায় এদের কথা বলতে শুনছি?* (৬৭)। তোমরা অজ্ঞ হলে তবে বিস্ময়ের কিছুই থাকত না; কেননা সেই নিকোদেমও আত্মার আগমন সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন, ও তাঁকে বলা হয়েছিল, *আত্মা যেদিকে ইচ্ছে সেদিকেই বয়ে যান; আপনি তাঁর শব্দ শুনতে পান, কিন্তু কোথা থেকে আসছেন আর কোথায়ই বা যান, তা আপনি জানেন না* (৬৮)। কিন্তু তাঁর কণ্ঠ শুনলেও আমি যদি না জানি তিনি কোথা থেকে আসছেন, তাহলে কেমন করে তাঁর প্রকৃত স্বরূপ বোঝাতে পারি?

১৮। নতুন আঙুররসে তথা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ প্রেরিতদূতগণ

তবু কেউ কেউ বিদ্রূপ করে বলছিল, নতুন আঙুররসে পূর্ণ হয়ে ওরা মাতাল হয়েছে (৬৯); তারা যদিও উপহাসের ছলে তবু সত্যিকথা বলছিল।

কেননা নূতন নিয়মের অনুগ্রহ সত্যিই নতুন আঙুররস স্বরূপ; কিন্তু এই আঙুররস আধ্যাত্মিক এমন আঙুরলতা থেকে আগত যাতে নবীদের মধ্যে বহুবার ফল ধরেছিল ও যা নূতন নিয়মে নতুন তেজ অর্জন করেছে। কেননা বাস্তব বস্তু হিসাবে আঙুরলতা যেমন সবসময় একই হয়ে থাকে কিন্তু সময়মত নতুন ফল দেয়, তেমনি সেই একই আত্মা:

তিনি যা, তা হয়ে থেকেই, নবীদের মধ্যে যেইভাবে বহুবার সক্রিয় ছিলেন, সেইভাবে এখন নতুন ও অপরূপ কর্মকীর্তি প্রকাশ করছেন।

কেননা যদিও তাঁর অনুগ্রহ পিতৃপুরুষদের সেই আগেকার সময়ও এসেছিল, তবু এখানে সেই অনুগ্রহ উপচে পড়েছে, কারণ আগেকার মানুষ কেবল আংশিক ভাবেই পবিত্র আত্মার সহভাগিতা লাভ করত, কিন্তু এখন তারা সম্পূর্ণ রূপে বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত হল।

১৯। প্রকৃত মিতাচারিতা

কিন্তু পিতর, যিনি পবিত্র আত্মার অধিকারী ছিলেন ও জানতেন তিনি কেমন সম্পদের পাত্র ছিলেন, সেই পিতর বলেন, *হে ইস্রায়েলের মানুষেরা, তোমরা যোয়েলের কথা প্রচার করে থাক কিন্তু সেই পুস্তকে যা লেখা আছে তা জান না, তোমরা যে ভাবছ এরা মাতাল, তা নয়* (৭০)। তাঁরা মাতাল বটে, কিন্তু তোমরা যেভাবে ভাবছ সেই অনুসারে নয়, বরং যা লেখা আছে সেই অনুসারে, *তারা তোমার গৃহের প্রাচুর্যে মাতাল হবে, তুমি তোমার পুলক নদীর জলে তাদের তৃষ্ণা মিটিয়ে দেবে* (৭১)। তারা মাতাল, কিন্তু মিতাচারিতা-বিশিষ্টই এমন মাতলামি যা পাপনাশক ও হৃদয়-সঞ্জীবনকারী; এমন মাতলামি যা দেহের মাতলামির বিপরীত; কেননা দৈহিক মাতলামি যা জ্ঞাত ছিল তা ভুলে যাওয়ার কারণ হয়, কিন্তু এই মাতলামি যা অজ্ঞাত ছিল তারও জ্ঞান মঞ্জুর করে। সুতরাং তাঁরা মাতাল, কেননা তাঁরা সেই আধ্যাত্মিক আঙুরলতার আঙুররস পান করেছেন যিনি বলেন, *আমি হলাম আঙুরলতা, তোমরা হলে শাখা* (৭২)।

তোমরা আমার এই কথা দ্বারা নিশ্চিত না হলে তবে আমি এদিনের শুরু থেকে যা বলে আসছি, তা বুঝতে চেষ্টা কর, *বাস্তবিক এখন সবে সকাল ন'টা* (৭৩)। কেননা মার্ক যেইভাবে বর্ণনা দেন, সেই অনুসারে, যাঁকে সকাল ন'টায় ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, তিনি এখন সকাল ন'টায় আপন অনুগ্রহ প্রেরণ করেছেন। কেননা তাঁর অনুগ্রহ এক জিনিস ও পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ অন্য জিনিস এমন নয়, বরং যিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি যা প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন তার সিদ্ধি ঘটালেন।

আর তোমরা যদি আর একটা সাক্ষ্য পেতে ইচ্ছা কর, তবে এবচন শোন, *বরং তা-ই ঘটছে, যে-বিষয়ে নবী যোয়েল বলেছিলেন, সেই শেষ দিনগুলিতে—ঈশ্বর একথা বলছেন—আমি সমস্ত মর্তদেহের উপর আমার আত্মা বর্ষণ করব* (৭৪), এবং 'বর্ষণ করব'

কথাটা বদান্যতা-সহ দান বোঝায়, কেননা ঈশ্বর *কোন সীমা না রেখেই আত্মাকে দান করে থাকেন, কেননা পিতা পুত্রকে ভালবাসেন, ও তাঁর হাতে সমস্তই তুলে দিয়েছেন* [৭৫], এবং তিনি পবিত্রতম আত্মার অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছে তারই উপরে বর্ষণ করার অধিকারও দান করেছেন; *আমি সমস্ত মর্তদেহের উপরে আমার আত্মা বর্ষণ করব; এমনকি, সেই দিনগুলিতে আমি আমার দাস ও দাসীদের উপরেও আমার আত্মা বর্ষণ করব আর তারা নবীয় বাণী দেবে* [৭৬]।

পবিত্র আত্মা ব্যক্তি-পক্ষপাত মনেন না, কেননা তিনি মর্যাদা নয়, আত্মার ভক্তিরই অন্বেষণ করেন। ধনীরাও গর্ব না করুক, গরিবেরাও অবসন্ন না হোক, কিন্তু এক একজন সেই স্বর্গীয় দান পাবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করুক।

২০। **নূতন নিয়মের অন্যান্য সাক্ষ্য**

আমরা আজ বহু কথা বলেছি, ও এমনটা হতে পারে যে তোমাদের কান ক্লান্ত হয়ে গেছে; কিন্তু এখনও আরও বেশি কিছু বলার বাকি রয়েছে। এবং, পবিত্র আত্মা সংক্রান্ত তত্ত্ব পূরণ করার জন্য তৃতীয় একটা ধর্মশিক্ষা এমনকি আরও বেশিই শিক্ষা উপস্থাপন করা প্রয়োজন হত। কিন্তু এ বিষয় দু'টোর ব্যাপারে তোমাদের আমাকে ক্ষমা করতে হবে; কেননা যেহেতু পাস্কা পর্ব কাছে এসে গেছে সেজন্য আমাদের উপদেশ দীর্ঘায়িত করা সত্ত্বেও, তবু যেমনটা উচিত হত সেই অনুসারে আমরা নূতন নিয়মের সকল সাক্ষ্য তোমাদের সামনে উপস্থাপন করার সময় এখনও পাইনি।

কেননা প্রেরিতদের কার্যবিবরণী থেকে এখনও বহু বচনও বাকি রয়েছে যা উপস্থাপন করা দরকার যেগুলোতে পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ পিতর ও অন্যান্য প্রেরিতদূতদের মধ্যে মহাকীর্তি সাধন করেছিলেন; কাথলিক পত্রগুলো থেকেও ও পলের চৌদ্দ পত্র থেকেও বহু বচন বাকি রয়েছে; বৃহত্তর ফুলবাগান থেকে যেইভাবে ফুল জড় করা হয়, সেইভাবে, কমপক্ষে স্মৃতি জাগাবার লক্ষ্যে, আমরা এসমস্ত কিছু থেকে কয়েকটাকে জড় করতে চেষ্টা করব।

২১। আদিমণ্ডলীকালে পবিত্র আত্মার ভূমিকা

কেননা পবিত্র আত্মার পরাক্রম গুণে, পিতর, পিতা ও পুত্রের ইচ্ছা গুণে, সেই এগারোজনের সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে ও কণ্ঠ উচ্চ করে (হ্যাঁ, *হে শুভসংবাদ-দাত্রী যেরুশালেম, যথাসাধ্য উচ্চকণ্ঠে চিৎকার কর* (৭৭) বচন অনুসারেই) নিজের কথার আত্মিক জালে *আনুমানিক তিন হাজার আত্মাকে* (৭৮) ধরলেন। যে অনুগ্রহ সকল প্রেরিতদূতের মধ্যে সক্রিয় ছিল, সেই অনুগ্রহ এমনই মহৎ ছিল যে, যারা খ্রিষ্টকে ক্রুশে দিয়েছিল, সেই ইহুদীদের মধ্য থেকে তত মানুষ বিশ্বাসী হয়ে খ্রিষ্ট-নামের খাতিরে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করল, ও *প্রেরিতদূতদের শিক্ষা গ্রহণে ও প্রার্থনা-সভায় নিষ্ঠাবান ছিল* (৭৯)।

আরও, পবিত্র আত্মার একই পরাক্রম গুণে *পিতর ও যোহন বিকেল তিনটের প্রার্থনার জন্য মন্দিরে গেলেন* (৮০) ও যে লোকটা মাতৃগর্ভ থেকে চল্লিশ বছর ধরে খোঁড়া ছিল, তাঁরা 'সুন্দর তোরণ' নামক স্থানে যিশুর নামে তাকে সারিয়ে তুললেন, যাতে শাস্ত্রের এবচন পূর্ণতা লাভ পারে, *খোঁড়া মানুষ হরিণের মত লাফ দেবে* (৮১)। আর এভাবে তাঁরা ধর্মতত্ত্বের আত্মিক জালে একভাবেই পাঁচ হাজার বিশ্বাসীকে ধরলেন। তাঁরা ভ্রান্তমতে মগ্ন সেই জননেতাদের ও প্রবীণদের বিমূঢ় করলেন, কিন্তু নিজেদের প্রজ্ঞার বলে নয়, কারণ তাঁরা *অশিক্ষিত ও অজ্ঞ মানুষ* (৮২) ছিলেন, বরং পবিত্র আত্মার মহা পরাক্রমেই সেই কর্ম সাধন করলেন; কারণ লেখা রয়েছে, *তখন পিতর পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে তাঁদের উদ্দেশ করে বললেন …* (৮৩)।

যারা বিশ্বাস করত, তাদের মধ্যে বারোজন প্রেরিতদূতের দ্বারা যে অনুগ্রহ সক্রিয় ছিল, পবিত্র আত্মার সেই অনুগ্রহ এতই মহৎ ছিল যে, *তারা ছিল একমন* (৮৪), নিজেদের সম্পত্তি সবাই সমানভাবে উপভোগ করত কারণ সম্পদের অধিকারী যারা তারা ভক্তি সহকারে নিজেদের সম্পত্তির মূল্য দিয়ে দিত যার ফলে তাদের মধ্যে অভাবী কেউই ছিল না; কিন্তু যারা পবিত্র আত্মাকে প্রতারণা করতে চেষ্টা করেছিল, সেই আনানিয়াস ও সাফীরা তাদের যোগ্য শাস্তির অধীন হল।

২২। প্রেরিতদূতদের উপরে পবিত্র আত্মার প্রভাব

প্রেরিতদূতদের দ্বারা জনগণের মধ্যে বহু চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দেখা দিত (৮৫), ও আত্মার এমন মহৎ অনুগ্রহ প্রেরিতদূতদের ঘিরে রাখছিল যে, তাঁরা কোমল মানুষ হলেও তবু ছিলেন ভয়ের পাত্র; কেননা *তাদের সঙ্গে যোগ দিতে অন্য কেউ সাহস পাচ্ছিল না, কিন্তু জনগণ তাদের ভাল বলত; এবং বহু পুরুষ ও নারী বিশ্বাসী হয়ে প্রভুতে যুক্ত হত,* এবং যত রাস্তা অসুস্থদের ও খাটিয়া নিয়ে ভরে যেত যেন *পিতর সেদিকে যাওয়ার সময়ে কমপক্ষে তাঁর ছায়াই কারও কারও গায়ে পড়ে।* এবং *আশেপাশের শহরগুলো থেকেও বহু লোক* এই পবিত্র যেরুশালেমে আসতে লাগল, *তারা অসুস্থদের ও অশুচি আত্মায় নিপীড়িত মানুষকে নিয়ে আসত,* এবং পবিত্র আত্মার প্রতাপে *তারা সকলেই সুস্থ হয়ে উঠত* (৮৬)।

২৩। বিচারকদের সামনে পবিত্র আত্মাকে স্বীকার সম্পর্কে

আরও, খ্রিষ্টের কথা প্রচারের কারণে সেই বারোজন প্রেরিতদূত প্রধান যাজকদের দ্বারা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর, রাত্রিবেলায় এক দূত দ্বারা তা থেকে আশ্চর্যভাবে মুক্ত হওয়ার পর, ও মন্দির থেকে বিচারসভায় সেই প্রধান যাজকদের সামনে তাঁদের আনা হলে পর তাঁরা খ্রিষ্ট বিষয়ে তাঁদের কথা বলার সময়ে নির্ভয়েই তাঁদের ভর্ৎসনা করলেন, এবং এটাও বললেন যে, ঈশ্বর তাঁদের কাছে নিজের পবিত্র আত্মাকে দিয়েছিলেন তাঁরা যেন তাঁর প্রতি বাধ্য থাকেন (৮৭); এবং কশাঘাতগ্রস্ত হওয়ার পর তাঁরা আনন্দ করতে করতে চলে গেলেন, ও উপদেশ দেওয়ায় ও খ্রিষ্ট যিশুর শুভসংবাদ প্রচার করায় তাঁরা কখনও ক্ষান্ত হতেন না (৮৮)।

২৪। সেই স্তেফান সম্পর্কে

পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ যে শুধুমাত্র প্রেরিতদূতদের মধ্যে কার্যকর ছিল তা নয়, কিন্তু এককালে বন্ধ্যা এ মণ্ডলীর প্রথমজাত সন্তানদের মধ্যেও কার্যকর ছিল; আমি সেই সাতজন পরিসেবকের কথা বলছি।

যেমনটা লেখা আছে, তাঁরা *পবিত্র আত্মা ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ ব্যক্তি* (৮৯) ছিলেন বলেই তাঁদেরও বেছে নেওয়া হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে, প্রথম সাক্ষ্যমর হওয়ায় ‘মুকুটভূষিত’

নাম বহনের যোগ্য সেই স্তেফানই উল্লেখযোগ্য: তিনি *ছিলেন বিশ্বাস ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ব্যক্তি, ও জনগণের মধ্যে অলৌকিক লক্ষণ ও মহা মহা চিহ্নকর্ম সাধন করছিলেন* (৯০), ও যারা তাঁর সঙ্গে তর্কাতর্কি করত তাদের তিনি নিরুত্তর করতেন, কারণ *তিনি যে প্রজ্ঞায় ও আত্মায় কথা বলছিলেন, তা প্রতিরোধ করতে তারা সক্ষম ছিল না* (৯১)। কিন্তু যখন তাঁকে প্রতারণাময় ভাবে অভিযুক্ত করা হল ও বিচারসভায় আনা হল, তখন তিনি স্বর্গদূততুল্য উজ্জ্বলতায় উজ্জ্বল ছিলেন; বাস্তবিকই, *যাঁরা বিচারসভায় বসছিলেন, তারা সকলে একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকালেন, দেখলেন, তাঁর মুখ স্বর্গদূতেরই মুখের মত* (৯২)। এবং নিজের প্রজ্ঞাপূর্ণ আত্মপক্ষ সমর্থন দ্বারা কঠিনমনা, হৃদয়ে ও কানেও অপরিচ্ছেদিত, সর্বদাই পবিত্র আত্মাকে প্রতিরোধী সেই ইহুদীদের নিরুত্তর করার পর তিনি *উন্মুক্ত স্বর্গ* লক্ষ করলেন ও *ঈশ্বরের ডান পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানবপুত্রকে* (৯৩) দেখলেন। তিনি নিজের প্রতাপেই যে তাঁকে দেখলেন তা নয়, কিন্তু ঐশশাস্ত্রের বাণী অনুসারে *তিনি পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে স্বর্গের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ঈশ্বরের গৌরব দেখতে পেলেন; এও দেখতে পেলেন, ঈশ্বরের ডান পাশে যিশু দাঁড়িয়ে আছেন* (৯৪)।

২৫। সেই ফিলিপ সম্পর্কে

পবিত্র আত্মার একই প্রতাপে ফিলিপও একসময় সামারিয়া শহরে খ্রিষ্টের নামে এমন অশুচি আত্মাদের তাড়িয়ে দিলেন যেগুলো *জোর গলায় চিৎকার করত* (৯৫), পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও খোঁড়া মানুষদের সুস্থ করলেন, ও বিশ্বাসী অতিবিপুল এক জনতাকে খ্রিষ্টে যুক্ত করলেন। এদের কাছে পিতর ও যোহন নেমে এলেন, এবং প্রার্থনা ও

হস্তার্পণ দ্বারা পবিত্র আত্মায় সহভাগিতা এদের প্রদান করলেন; কিন্তু তেমন সহভাগিতা থেকে শুধু মন্ত্রজালিক সেই শিমোনকে ন্যায়সঙ্গত ভাবে বঞ্চিত করা হল।

অন্য এক সময় ফিলিপ, যাত্রাপথে, সেই অত্যন্ত ভক্তপ্রাণ ইথিওপীয় কঞ্চুকীর খাতিরে প্রভুর দূত দ্বারা আহূত হয়ে স্পষ্টভাবেই স্বয়ং পবিত্র আত্মাকে একথা বলতে শুনলেন, *কাছে এগিয়ে যাও, সেই রথের সঙ্গে সঙ্গে চল* (৯৬)। তিনি সেই কঞ্চুকীকে শিক্ষা দিলেন, তাঁকে বাপ্তিস্ম দিলেন, ও এইভাবে ইথিওপিয়ায় খ্রিষ্টের একজন অগ্রদূত পাঠিয়ে দিলেন, শাস্ত্রের এবচন অনুসারে, *ইথিওপিয়া ঈশ্বরের কাছে হাত পাতবে* (৯৭)।

পরে, সেই দূত তাঁকে বেড়ে নিলে পর, তিনি বাকি যত শহরে, একটার পর একটায়, সুসমাচার প্রচার করে চললেন।

২৬। পবিত্র আত্মায় অনুপ্রাণিত পল

আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্টের আহ্বানের পর পলও একই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হলেন।

আমরা যা বলতে যাচ্ছি, তার সাক্ষী হিসাবে সেই ভক্তপ্রাণ আনানিয়াসই এগিয়ে আসুন যাঁকে প্রভু দামাস্কে বলেছিলেন, *প্রভু আমাকে তোমার কাছে প্রেরণ করেছেন—সেই যিশুই, যিনি তোমার আসার পথে তোমাকে দেখা দিলেন—যেন তুমি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে পার ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হও* (৯৮), আর সাথে সাথে সেই আত্মা প্রতাপময় ভাবে পলের অন্ধকাচ্ছন্ন চোখে নব দৃষ্টিশক্তির আলো ফিরিয়ে দিলেন, ও তাঁর আত্মাকে নিজের সীল দ্বারা মোহরযুক্ত ক'রে তাঁকে রাজাদের ও ইস্রায়েল সন্তানদের সাক্ষাতে সেই প্রভুর নাম বহনের জন্য মনোনীত পাত্র করলেন (৯৯), সেই যে প্রভু তাঁকে দেখা দিয়েছিলেন। এতে পবিত্র আত্মা আগেকার নির্যাতনকারীকে এমন অগ্রদূত ও উত্তম দাস করে তুললেন, যিনি *যেরুশালেম থেকে ইল্লিরিকম পর্যন্ত চতুর্দিকেই খ্রিস্টের সুসমাচার প্রচার* (১০০) করলেন, সাম্রাজ্যের আসন সেই রোমকে ধর্মশিক্ষা দিলেন, ও অগণন সংগ্রাম বরণ করতে করতে ও চিহ্নকর্ম ও অলৌকিক লক্ষণ সাধন করতে করতে স্পেন পর্যন্তই নিজের প্রচারের আগ্রহ প্রসারিত করলেন। আপাতত তাঁর সম্পর্কে এটুকু যথেষ্ট হোক।

২৭। পিতর সম্পর্কে

প্রেরিতদূতদের প্রধান ও স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠির বাহক সেই পিতরও একই পবিত্র আত্মার পরাক্রমে, লিদ্দা শহরে, যা আজকালের দিওসপলিস শহর, খ্রিস্টের নামে পক্ষাঘাতগ্রস্ত সেই এনেয়াসকে সারিয়ে তুললেন, ও যাফায়, সৎকর্মে ও অর্থদানে ধনবতী তাবিথাকে মৃত্যু থেকে জাগালেন।

তিনি একদিন বাড়ির ছাদের উপরে ভাবসমাধি অবস্থায় দেখতে পেলেন, আকাশ উন্মুক্ত, ও একটা চাদর নেমে আসছে যা পাত্রই যেন সব আকারের ও সব ধরনের

জীবজন্তুতে পূর্ণ; তাতে তিনি স্পষ্টই শিখলেন যে, গ্রীকদের যেমন গণ্য করা উচিত, সেই অনুসারে কোন মানুষকে অপবিত্র বা অশুচি বলা যাবে না [১০১]। আর যখন কর্নেলিউসের পাঠানো লোকেরা তাঁকে ডাকতে গিয়েছিল, তখন তিনি স্পষ্টভাবে পবিত্র আত্মাকে তাঁকে একথা বলতে শুনেছিলেন, *দেখ, কয়েকজন লোকে তোমাকে খুঁজছে। ওঠ, নিচে নাম, দ্বিধা না করে তাদের সঙ্গে যাও, কারণ আমিই তাদের পাঠিয়েছি* [১০২]। এবং যাতে এ সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় যে, যে বিজাতীয়রা বিশ্বাসী হয় তারাও পবিত্র আত্মার অনুগ্রহের সহভাগী হয়ে ওঠে, সেজন্য, যখন পিতর কায়েসারিয়াতে এসে খ্রিষ্ট সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তখন কর্নেলিউস ও তাঁর সঙ্গীদের সম্পর্কে শাস্ত্রে বলে, *পিতর তখনও কথা বলছেন, এমন সময়ে যত লোক বাণী শুনছিলেন, সকলের উপর পবিত্র আত্মা নেমে এলেন। পিতরের সঙ্গে পরিচ্ছেদিত যে সকল বিশ্বাসী লোকে এসেছিল, তারা এতে স্তম্ভিত ছিল যে, বিজাতীয়দের উপরেও সেই দান, সেই পবিত্র আত্মাকেই বর্ষণ করা হচ্ছে* [১০৩]।

২৮। 'খ্রিষ্টিয়ান' নামটা

আর যখন সিরিয়ার অধিক নাম করা শহর সেই আন্তিওখিয়াতেও খ্রিষ্টপ্রচার আন্দোলন সক্রিয় হতে লাগল, তখন কায়েসারিয়া থেকে আন্তিওখিয়ার শুভকর্মে সহায়তা দান করার জন্য *সৎলোক এবং পবিত্র আত্মায় ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ* [১০৪] বার্নাবাসকে সেখানে পাঠানো হল; ইনি খ্রিষ্টে বিশ্বাসীদের প্রচুর ফসল দেখে তেমন সংগ্রামে সহযোগী হিসাবে তার্সস থেকে পলকে আন্তিওখিয়াতে নিয়ে এলেন। এবং তাঁদের দ্বারা বহু বহু মানুষ শিক্ষাপ্রাপ্ত হলে ও মণ্ডলীতে যুক্ত হলে এমনটা ঘটল যে, *আন্তিওখিয়ায়ই প্রথমে শিষ্যদের 'খ্রিষ্টিয়ান' নামে অভিহিত করা হল* [১০৫]। এটা এমন নতুন নাম হওয়ায় যা প্রভু দ্বারা পূর্বঘোষিত হয়েছিল, আমি মনে করি পবিত্র আত্মা নিজেই বিশ্বাসীদের উপর সেই নাম আরোপ করেছিলেন।

আত্মার অনুগ্রহ আন্তিওখিয়ার উপরেই অধিকতর বদান্যতার সঙ্গে বর্ষণ করা হচ্ছিল বলে সেখানে নানা নবী ও ধর্মশিক্ষক ছিলেন যাঁদের মধ্যে আগাবস একজন [১০৬]। তাঁরা প্রভুর উপাসনা করছিলেন ও উপবাস পালন করছিলেন, এমন সময় পবিত্র আত্মা বললেন, *আমি বার্নাবাস ও শৌলকে যে কাজে আহ্বান করেছি, সেই কাজের উদ্দেশ্যে*

আমার জন্য তাদের স্বতন্ত্র করে রাখ। তারা তাঁদের উপর হাত রাখলে পর তাঁরা পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রেরিত হলেন (১০৭)। এতে এটা স্পষ্টই দাঁড়ায় যে, কথা বলেন ও প্রেরণ করেন যিনি, সেই পবিত্র আত্মা জীবনময়, স্বয়ংসত্তাময় ও ক্রিয়াশীল আত্মা, যেইভাবে আমরা বলে এসেছি।

২৯। পবিত্র আত্মার দেওয়া মুক্তি

সেই যে একই পবিত্র আত্মা পিতা ও পুত্রের একমতে কাথলিক মণ্ডলীতে এক নতুন সন্ধি স্থাপন করেছেন, তিনি বিধানের দুর্বহ বোঝা থেকে আমাদের মুক্ত করে দিয়েছেন, সেই বোঝার কথা বলছি যা অপবিত্র ও অশুচি বিষয়, ও মাংস ও শাব্বাৎ ও অমাবস্যা ও পরিচ্ছেদন ও জলসিঞ্চন ও বলি-উৎসর্গ সংক্রান্ত সেই বোঝা যা এক কালের জন্য দেওয়া হয়েছিল ও *আসন্ন মঙ্গলদানগুলির ছায়ারই অধিকারী* (১০৮) ছিল, কিন্তু ছায়ার জায়গায় সত্য এলে পর যা ন্যায়সঙ্গত ভাবে বাতিল করা হয়েছিল। কেননা আন্তিওখিয়ায় যারা বলছিল, পরিচ্ছেদিত হওয়া ও মোশির পরম্পরাগত প্রথা পালন করা আবশ্যক, তাদের উত্থাপিত এ সমস্যার কারণে যখন পল ও বার্নাবাসকে প্রেরিতদূতদের কাছে পাঠানো হয়েছিল, তখন যে প্রেরিতদূতেরা এখানে, এই যেরুশালেমে, ছিলেন, তাঁরা নিজেদের জারীকৃত পত্রের মাধ্যমে গোটা জগৎকে সেই সমস্ত বিধি ও পরম্পরাগত নিয়ম পালন থেকে মুক্ত করেছিলেন; কিন্তু তেমন গুরুতর ব্যাপারে পূর্ণ অধিকার তাঁরা নিজেদের উপর আরোপ না করে বরং পত্র লিখে এটা স্বীকার করেছিলেন *পবিত্র আত্মা ও আমরা স্থির করেছি, যেন এই কয়েকটা অবশ্যপালনীয় বিষয় ছাড়া তোমাদের উপরে আর কোন ভার না দেওয়া হয়, যথা: তোমাদের উচিত, প্রতিমার প্রতি উৎসর্গ করা খাদ্য, রক্ত-আহার, গলা টিপে মারা পশুর মাংসাহার ও অবৈধ যৌন সম্পর্ক থেকে বিরত থাকা* (১০৯)

তাঁরা যা লিখেছিলেন, তাতে তাঁরা স্পষ্টভাবেই দেখাচ্ছিলেন যে, লেখাটা মানব-প্রেরিতদূতদেরই হাতে লেখা হলেও তবু বিধিটা পবিত্র আত্মারই দেওয়া এমন বিধি যা গোটা জগৎকেই লক্ষ করছিল। তেমনটা মেনে নিয়ে পল ও বার্নাবাস গোটা জগতে বিধিটা কার্যকারী করলেন।

৩০। পলের প্রচার যাত্রায় পবিত্র আত্মার ভূমিকা

আমার উপদেশের এ পর্যায়ে এসে পৌঁছে আমি এখন তোমাদের মমতার কাছে এমনকি পলের অন্তরে নিবাসী পবিত্র আত্মারই কাছে দয়া প্রার্থনা করি যদি আমার নিজের দুর্বলতাবশত ও শ্রোতাদের ক্লান্তির খাতিরে আমি সবকিছু উপস্থাপন করতে না পারি।

কেননা কবেই বা আমি যোগ্য ভাষায় খ্রিষ্টের নামে পবিত্র আত্মার কর্মকীর্তির দ্বারা সাইপ্রাসে মন্ত্রজালিক সেই এলিমাসের বিরুদ্ধে, লিস্ত্রায় খোঁড়া ব্যক্তিকে আরোগ্যদানে, কিলিকিয়া, ফ্রিগিয়া, গালাতিয়া, মিসিয়া ও মাকিদনিয়া, বা ফিলিপ্পিতে সাধিত সমস্ত আশ্চর্য কাজ ব্যক্ত করতে পারব? আমি বলতে চাই, পলের উপদেশ, খ্রিষ্টের নামে পিতোনকে বিতাড়ন, ভূমিকম্পের সেই রাতের পরে গোটা বাড়ি সহ কারারক্ষকের বাপ্তিস্ম দ্বারা সাধিত পরিত্রাণ, এসমস্ত কিছু আমি কেমন করে উপস্থাপন করতে পারব? তাছাড়া, থেসালোনিকিতে সাধিত কর্মকীর্তি, এথেন্স-বাসীদের মাঝে, সেই আরেওপাগসে, তাঁর উপস্থাপিত বক্তৃতা, বা করিন্থে ও সমগ্র আখাইয়া অঞ্চলে দেওয়া উপদেশ, এসমস্ত কিছু সম্পর্কে আমি কেমন করে কথা বলতে পারি?

পলের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মা দ্বারাই এফেসসে সাধিত মহাকীর্তির কথা [১১০] আমি কেমন করে যোগ্যভাবে বর্ণনা করতে পারব? সেখানকার লোকেরা পবিত্র আত্মার কথা আগে কখনও শোনেনি, কিন্তু পলের উপদেশের ফলেই তাঁর কথা জানতে পেরেছিলেন; আর যখন পল তাদের উপরে হাত রেখেছিলেন ও পবিত্র আত্মা তাদের উপরে নেমে এসেছিলেন, তখন *তারা ননা ভাষায় কথা বলতে ও নবীয় বাণী দিতে লাগল* [১১১]। এবং তিনি সেই আত্মার এমন মহা অনুগ্রহের অধিকারী ছিলেন যে, লোকে শুধু তাঁর সংস্পর্শে এসে সুস্থ হয়ে উঠত নয়, কিন্তু তাঁর স্পর্শ-পাওয়া রুমাল বা তোয়ালও রোগ সারাত ও অপদূত তাড়াত [১১২]; আর অবশেষে, *যারা আগে তন্ত্রমন্ত্রের চর্চা করেছিল, তাদের অনেকেও নিজেদের পুঁথিপত্র নিয়ে এল, ও জড় করে সকলের সামনে তা পুড়িয়ে ফেলল* [১১৩]।

৩১। পলের প্রচার-যাত্রায় পবিত্র আত্মার ভূমিকা

ত্রোয়াসে, ঘুমের ঘোরে আক্রান্ত সেই এউতিখসকে কেন্দ্র করা পলের আশ্চর্য কাজের কথা বাতিল করব, *যে ঘুমের ঘোরে তিনতালা থেকে নিচে পড়ে গেছিল। যখন লোকে তাকে তুলে নিল, সে তখন মৃত* (১১৪), অথচ পলই তাকে পুনরুজ্জীকিত করলেন। আমি সেই নবীয় বাণী সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই বলব না, সেই যে নবীয় বাণী তিনি এফেসসের প্রবীণবর্গকে মিলেতসে ডেকে তাঁদের উদ্দেশ করে উচ্চারণ করেছিলেন; তিনি স্পষ্টভাবে তাঁদের বলেছিলেন, *পবিত্র আত্মা প্রতিটি শহরে আমার কাছে এই বলে সাক্ষ্য দিচ্ছেন* (১১৫), ইত্যাদি; কেননা 'প্রতিটি শহরে' বলায় তিনি এটা স্পষ্ট করতে চাচ্ছিলেন যে, প্রতিটি শহরে তাঁর সাধিত আশ্চর্য কাজ পবিত্র আত্মার কার্যকর পরাক্রম দ্বারা, ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা, ও সেই খ্রিষ্টেরই নামে সাধিত হয়েছিল, সেই যে খ্রিষ্ট তাঁর অন্তরে কথা বলতেন।

সেই একই পবিত্র আত্মার পরাক্রম গুণে পল নিজে এই পবিত্র নগরী যেরুশালেমের দিকে ত্বরা করে এগিয়ে আসছিলেন যদিও আগাবস আত্মার আবেশে আগে থেকে তাঁকে বলে দিয়েছিলেন, যেরুশালেমে তাঁর কী ঘটবার কথা; কিন্তু তিনি খ্রিষ্ট সংক্রান্ত বিষয় ঘোষণা করে ভরসা ভরেই লোকদের উদ্দেশ করে কথা বলেছিলেন। আর যখন তাঁকে কায়েসারিয়ায় নিয়ে যাওয়া হলে তিনি একসময় ফেলিক্সের সামনে ও আর এক সময় প্রদেশপাল ফেস্তুস ও রাজা আগ্রিপ্পার সামনে বিচারসভায় দাঁড়ালেন, তখন পল পবিত্র আত্মা থেকে প্রজ্ঞায় বিজয়ী এমন মহা অনুগ্রহ পেয়েছিলেন যে অবশেষে ইহুদীদের রাজা সেই আগ্রিপ্পা নিজেও বলেছিলেন, *আর একটু সময়, আর তুমি প্রমাণ দেবে যে আমি নিজেও খ্রিষ্টিয়ান!* (১১৬)।

যখন পল মাল্টা দ্বীপে ছিলেন, সেসময়ও পবিত্র আত্মা পলকে এমনটা মঞ্জুর করলেন, বিষাপ্ত সাপ তাঁকে কামড়ে ধরলে তাঁর যেন কোন ক্ষতি না হয়, ও তিনি যেন রোগীদের নানা ভাবে সুস্থ করে তোলেন। এই পবিত্র আত্মা আগেকার এই নির্যাতককে রাজকীয় সেই রোম পর্যন্তও খ্রিষ্টের অগ্রদূত বলে চালনা করলেন, আর তিনি ইহুদীদের অনেককেই খ্রিষ্টে বিশ্বাসী হতে প্রেরণা দিলেন, আর যারা প্রতিবাদ করছিল তাদের

নিরুত্তর করে স্পষ্টই বললেন, *পবিত্র আত্মা নবী ইশাইয়ার মধ্য দিয়ে আপনাদের পিতৃপুরুষদের যা বলেছিলেন, কেমন যথার্থই সেই কথা* (১১৭), ইত্যাদি।

৩২। পলের পত্রাবলিতে পবিত্র আত্মা

পল ও তাঁর মত সেই অন্যান্য প্রেরিতদূতেরা যে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ছিলেন, ও তারাও পূর্ণ ছিলেন যারা তাঁদের পরে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মায় বিশ্বাসী হলেন, সেবিষয়ে তাঁর নিজের কথা শোন; তিনি তো বলেন, *আর আমার বাণী ও আমার প্রচার প্রজ্ঞার চিত্তগ্রাহী ভাষার উপর নির্ভর করছিল না, বরং আত্মাকে ও তাঁর পরাক্রম প্রকাশ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য* (১১৮); আরও, *ঈশ্বর আমাদের চিহ্নিত করেছেন তাঁর আপন মুদ্রাঙ্কনে এবং অগ্রিম হিসাবে আমাদের হৃদয়ে আত্মাকে দিয়েছেন* (১১৯); আরও, *যিনি যিশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তিনি তোমাদের অন্তরে নিবাসী তাঁর সেই আত্মা দ্বারা তোমাদের মরদেহকেও জীবন দান করবেন* (১২০); এবং তিমথির কাছে পত্রে তিনি বলেন, *মূল্যবান যা কিছু তোমার কাছে গচ্ছিত রাখা হয়েছে, আমাদের অন্তরে নিবাসী পবিত্র আত্মার সাহায্যে তা রক্ষা কর* (১২১)।

৩৩। পবিত্র আত্মা ও ভ্রান্তমত

পবিত্র আত্মা যে স্বয়ংসত্তাময়, তিনি যে জীবনময়, তিনি যে কথা বলেন ও ভাবী বিষয় সম্পর্কেও কথা বলেন, এসমস্ত বিষয়ে আমি আগে বার বার কথা বলেছি ও পল নিজে তিমথির কাছে স্পষ্টই লেখেন, *আত্মা স্পষ্টই বলছেন, চরমকালে কেউ কেউ বিশ্বাস থেকে সরে পড়বে* (১২২); এ এমন কিছু যা আমরা কেবল অতীত কালে নয়, আমাদের এ বর্তমান কালেও দেখতে পাচ্ছি যেহেতু ভ্রান্তমতপন্থীদের ভুলভ্রান্তি বহুমুখী ও বহুবিধ।

এবিষয়ে পল আরও বলেন, *সেই রহস্যকে পূর্বযুগের মানুষের কাছে সেইভাবে প্রকাশ করা হয়নি, যেভাবে এই বর্তমানকালে আত্মায় তাঁর পবিত্র প্রেরিতদূতদের ও নবীদের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে* (১২৩); আরও, *এজন্য, পবিত্র আত্মা যেমন বলেন: তোমরা যদি আজ তাঁর কণ্ঠস্বর শোন* (১২৪); আরও, *পবিত্র আত্মাও এবিষয়ে সাক্ষ্য দেন* (১২৫); এবং ধর্মময়তার সৈন্যদের তিনি এভাবে আহ্বান করেন, *এবং পরিত্রাণের শিরস্ত্রাণ ও আত্মার খড়্গা, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাণী ধারণ কর* (১২৬); আরও, *আঙুররস পানে*

মাতাল হয়ো না, কেননা আঙুররসে উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত; কিন্তু আত্মায় পরিপূর্ণ হও; সবাই মিলে সামসঙ্গীত, স্তুতিগান ও অধ্যাত্ম বন্দনাগান গেয়ে চল (১২৭); আরও, *প্রভু যিশু খ্রিষ্টের অনুগ্রহ, ঈশ্বরের ভালবাসা, ও পবিত্র আত্মার সহভাগিতা তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুক* (১২৮)।

৩৪। বিশ্বাস-সূত্রে পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্ব

যা কিছু আমি বলে এসেছি, কিন্তু যা বলিনি তা আরও অনেক বেশি, তা থেকে, যারা তা উপলব্ধি করতে সক্ষম, তাদের জন্য পবিত্র আত্মার ব্যক্তিময়, পবিত্রতাদানকারী ও কার্যকর পরাক্রম প্রমাণিত।

কেননা পবিত্র আত্মা সম্পর্কে যা এখনও বলার বাকি রয়েছে, আমি যদি তা পলের চৌদ্দ পত্র থেকে উপস্থাপন করতে চাইতাম, তবে আমার বলার মত সময় থাকতই না; কেননা সেই পত্রগুলোতে তিনি নানা ভাবে, পূর্ণতর ভাবে ও ভক্তি সহকারে সেবিষয়ে শিক্ষা দিলেন। এখন পবিত্র আত্মার প্রতাপের উপরেই এমনটা নির্ভর করে যাতে সময়ের অভাবে আমরা যা যা বলিনি তার জন্য সেই পরাক্রম যেন আমাদের ক্ষমা মঞ্জুর করে, ও যা এখনও বাকি রয়েছে, শ্রোতা তোমাদের কাছে তা আরও সূক্ষ্ম ভাবে উপলব্ধি করার শক্তি প্রদান করে। তোমাদের মধ্যে যারা আগ্রহী, তারা পবিত্র শাস্ত্র ঘন ঘন পঠন থেকেই এসমস্ত কিছু উপলব্ধি করতে পারবে, এবং এই বর্তমান ধর্মশিক্ষা থেকে ও তোমাদের যা আগে বলা হয়েছে তা থেকেও তারা ইতিমধ্যে 'এক-ঈশ্বরে, সেই সর্বশক্তিমান পিতায়, এবং এক-প্রভুতে, ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্র সেই যিশু খ্রিষ্টে, এবং সহায়ক সেই পবিত্র আত্মায়' বিশ্বাসকে অধিক স্থিতমূল ভাবে আঁকড়িয়ে ধরে আছে।

পবিত্র শাস্ত্রে 'আত্মা' শব্দ ও নামটা তাঁদের উপর সমানভাবে আরোপিত: পিতা সম্পর্কে, *ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ* (১২৯), যেইভাবে যোহন-রচিত সুসমাচারে লেখা রয়েছে; পুত্র সম্পর্কে, নবী যেরেমিয়ার কথা অনুসারে *আমাদের মুখমণ্ডলের সামনে বিদ্যমান এক আত্মা, সেই খ্রিষ্ট প্রভু* (১৩০); এবং পবিত্র আত্মা সম্পর্কে, যেমনটা বলা হয়েছিল, *সেই সহায়ক, সেই পবিত্র আত্মা* (১৩১)। কিন্তু বিশ্বাস-সূত্রের বিষয়গুলোর যে অনুক্রম, তা যখন সঠিকভাবে উপলব্ধি করা হয়, তখন সাবেল্লিউসের ভ্রান্তমতও সরিয়ে দেয়।

সেজন্য আমাদের বক্তব্য সেই বিষয়ে ফিরে যাক যা অধিক দরকারী ও তোমাদের জন্য বেশি উপকারিতা রাখে।

৩৫। পবিত্র আত্মার মুদ্রাঙ্কন

সাবধান, তুমি মনে সত্য অন্বেষণ না করে যেন সেই শিমোনের মত প্রতারণাময় ভাবেই বাপ্তিস্মের সেবাকর্মীর কাছে এগিয়ে না যাও। তোমার সামনে সত্য উপস্থাপন করা আমাদের কর্তব্য, ও সেবিষয়ে নিজেকে নিশ্চিত করা তোমার কর্তব্য। *তুমি বিশ্বাসে স্থিতমূল হয়ে দাঁড়ালে* (১৩২) তবে তুমি সুখী, কিন্তু তুমি অবিশ্বাসে পতিত হলে তবে আজ থেকেই তোমার অবিশ্বাস দূর করে দাও ও অবিচল সঙ্কল্পে নিজেকে সজ্জিত কর।

কেননা সেই বাপ্তিস্ম কালে যখন তুমি বিশপের বা প্রবীণদের বা পরিসেবকদের সামনে আসবে—যেহেতু বাপ্তিস্ম যেখানে সম্পাদিত, গ্রামে-গঞ্জে ও শহরে হোক, নিম্ন ও উচ্চ স্তরের মানুষের উপরে হোক, দাস ও স্বাধীন মানুষের উপরে হোক, সেই বাপ্তিস্মের অনুগ্রহ সর্বস্থানে সমান, কেননা এই অনুগ্রহ মানুষের নয়, কিন্তু মানুষের মধ্য দিয়ে দেওয়া ঈশ্বরেরই অনুগ্রহ—তখন বাপ্তিস্মের সেবাকর্মীর কাছে এগিয়ে এসো, কিন্তু এগিয়ে আসার সময়ে, যাকে তুমি দেখতে পাচ্ছ তার চেহারার কথা ভেবো না, বরং, আমরা যাঁর বিষয়ে এখন কথা বলছি, তুমি সেই পবিত্র আত্মারই কথা মনে করো।

কেননা তোমার আত্মাকে সেই মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত করার জন্য তিনি প্রস্তুত হয়েই উপস্থিত, ও তিনি তোমাকে সেই স্বর্গীয় ও ঐশ্বরিক মুদ্রাঙ্কন দেবেন, যেইভাবে লেখা আছে, *তাঁর উপর বিশ্বাস রেখে তোমরা প্রতিশ্রুতির সেই পবিত্র আত্মারই মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত হয়েছ* (১৩৩), সেই যে মুদ্রাঙ্কন দেখে অপদূতেরা কাঁপে।

৩৬। এক বাপ্তিস্ম ও এক আত্মা

তিনি মানুষের আত্মাকে যাচাই করেন। নিজের মণিমুক্তা তিনি শূকরের সামনে ফেলেন না (১৩৪); তুমি যদি ভণ্ডামির সঙ্গে এগিয়ে আস, মানুষ তোমাকে বাপ্তিস্ম দিলেও তবে পবিত্র আত্মা তোমাকে বাপ্তিস্ম দেবেন না। কিন্তু তুমি যদি বিশ্বাসের প্রেরণায়ই এগিয়ে আস, সেবাকর্মী দেখতে যাই হোক না কেন, তবে পবিত্র আত্মা তোমাকে তা-ই প্রদান করবেন যা অদৃশ্য।

তুমি একমাত্র ক্ষণেরই মহা পরীক্ষার সম্মুখীন হতে যাচ্ছ, মহৎ এমন সৈন্য-তালিকাভুক্তির সম্মুখীন হতে যাচ্ছ, যা তুমি ফেলে দিলে তোমার সর্বনাশ হবে অপরিবর্তনশীল। তুমি অনুগ্রহ পাবার যোগ্য বলে পরিগণিত হলে, তবে তোমার আত্মা আলোকিত হবে, তুমি এমন প্রতাপ অর্জন করবে যা আগে তোমার ছিল না, তুমি এমন অস্ত্র পাবে যা অপদূতদের কাছে ভয়ঙ্কর, তুমি তেমন অস্ত্র ফেলে না দিয়ে যদি তোমার আত্মার উপরে সেই মুদ্রাঙ্কন রক্ষা কর, তবে কোন অপদূত তোমার কাছে এগিয়ে আসবে না, কেননা সে আতঙ্কিত হবে; কারণ ঈশ্বরের আত্মা অপদূতদের তাড়িয়ে দেন।

৩৭। **পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ ও অনুগ্রহদানসমূহ**

তুমি বিশ্বাস করলে তবে পাপক্ষমা লাভ করবে শুধু নয়, এমন কিছুও সাধন করবে যা মানুষের ক্ষমতার অতীত।

আহা, তুমি যদি নবীয় অনুগ্রহদানও পাবার যোগ্য হতে! কেননা তুমি আমার কথাগুলোর অনুপাতে নয়, তোমার ধারণক্ষমতারই অনুপাতে অনুগ্রহ লাভ করবে; কেননা এমনটা হতে পারে যে আমি নগণ্য বিষয়ের কথা বলি, কিন্তু তুমি মহত্তর কিছু পাবে, কেননা বিশ্বাস মহৎ একটা বিষয়।

তোমার সমস্ত জীবন জুড়ে তোমার রক্ষাকর্তা সেই সহায়ক তোমার সঙ্গে অধিষ্ঠান করবেন; তিনি আপন সৈন্যদের প্রতিই যেন, তোমার প্রতি যত্নশীল হবেন, হ্যাঁ, তোমার বাইরে যাওয়া, তোমার ভিতরে আসা, ও তোমার শত্রুদের মতলব, এসবকিছুর বিষয়ে যত্নশীল হবেন। এবং তুমি তাঁকে দুঃখ না দিলে তবে তিনি তোমাকে সব ধরনেরই অনুগ্রহদান মঞ্জুর করবেন, কেননা লেখা আছে, *তোমরা মুক্তিলাভের দিনের উদ্দেশ্যে যাঁর দ্বারা মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত হয়েছ, ঈশ্বরের সেই পবিত্র আত্মাকে তোমরা দুঃখ দিয়ো না* (১৩৫)।

তবে, আমার প্রিয়জনেরা, সেই অনুগ্রহ রক্ষা করাটা কীবা হতে পারে? সেই অনুগ্রহ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হও, ও তা একবার গ্রহণ করে তা ফেলে দিয়ো না।

৩৮। পঞ্চাশত্তমীর অভিজ্ঞতা লাভ

যিনি নবীদের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মা দ্বারা কথা বলেছেন, যিনি আমাদের এই স্থানে পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিনে প্রেরিতদূতদের উপরে তাঁকে প্রেরণ করলেন, বিশ্বের সেই ঈশ্বর

নিজেই এবারও তাঁকে তোমাদের উপর প্রেরণ করুন; ও আমাদের সকলের উপরে তাঁর মঙ্গলময়তা বর্ষণ করে তাঁরই দ্বারা আমাদেরও রক্ষা করুন, যেন আমরা পবিত্র আত্মার ফল, সেই ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা, মঙ্গলানুভবতা, বিশ্বস্ততা, কোমলতা, আত্মসংযম নিবেদন করতে পারি, আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট যিশুতে, যাঁর দ্বারা ও যাঁর সঙ্গে পবিত্র আত্মার সঙ্গে পিতার গৌরব হোক, এখন ও চিরকাল, যুগে যুগান্তরে। আমেন।

---

(১) ১ করি ১২:৮।

(২) ১ করি ২:১৩।

(৩) ধর্মশিক্ষা ৬-৯ দ্রঃ।

(৪) ধর্মশিক্ষা ১০-১৫ দ্রঃ।

(৫) ১ করি ১২:১১।

(৬) ১ করি ১২:৮।

(৭) যোহন ১৬:১৩।

(৮) যোহন ১৬:৭।

(৯) যোহন ১৪:২৬।

(১০) যোহন ১৪:১৬-১৭।

(১১) যোহন ১৫:২৬।

(১২) যোহন ১:৩২।

(১৩) রো ৮:১৪।

(১৪) মথি ১০:২০

(১৫) এফে ৩:১৪-১৬।

(১৬) প্রেরিত ৫:৯।

(১৭) রো ৮:৯।

(১৮) গা ৪:৬।

(১৯) ১ পি ১:১১।

(২০) ফিলি ১:১৯।

(২১) রো ১:৪।

(২২) রো ৮:১৫।

(২৩) এফে ১:১৭।

(২৪) এফে ১:১৩।

(২৫) হিব্রু ১০:২৯।

(২৬) ধর্মশিক্ষা ১৬:২৮ দ্রঃ।

(২৭) সাম ৫১:১৩,১৪ দ্রঃ।

(২৮) ইশা ১১:২।

(২৯) পবিত্র আত্মা 'নিজস্ব সত্তার অধিকারী', অর্থাৎ পবিত্র আত্মার অভ্যন্তরে তাঁর 'সত্তা' পিতার ও পুত্রর সত্তা থেকে বিশিষ্ট ও ভক্তদের অন্তরে তাঁর কর্মক্ষমতা আলাদা। এক্ষেত্রে আদিমণ্ডলী পবিত্র আত্মাকে এমন আলো বলে অনুভব করেছিল যা মানুষকে ঈশ্বরীকৃত করতে পারে। সাধু সিরিলের ঐশতাত্ত্বিক ধারণা অনুসারে পুত্রের আত্মা হিসাবে পবিত্র আত্মা মণ্ডলীর অভ্যন্তরে ঐশবাণীকে প্রতিধ্বনিত করেন।

(৩০) প্রারম্ভিক ধর্মশিক্ষা ১; ধর্মশিক্ষা ১৫:২৪; ১৬:৪, ৬, ২৪ দ্রঃ।

(৩১) লুক ১:৩৫।

(৩২) যোহন ১:৩।

(৩৩) লুক ১:৩৫।

(৩৪) লুক ১:৪১।

(৩৫) লুক ১:৪৩।

(৩৬) লুক ১:৪৫ দ্রঃ।

(৩৭) লুক ১:৬৭ ইত্যাদি দ্রঃ।

(৩৮) লুক ২:২৬।

(৩৯) লুক ১:১৫ দ্রঃ।

(৪০) মথি ৩:১১।

(৪১) প্রেরিত ২:৩ দ্রঃ।

(৪২) লুক ১২:৪৯।

(৪৩) মথি ৩:১৬ দ্রঃ।

(৪৪) যোহন ১:৩৩।

(৪৫) মথি ৩:১৬।

(৪৬) পরমগীত ৫:১২।

(৪৭) আদি ৪:১১।

(৪৮) যোহন ৩:৫।

(৪৯) লুক ১১:১৩।

(৫০) যোহন ৪:২৩-২৪।

(৫১) মথি ১২:৩১-৩২।

(৫২) যোহন ১৪:১৬-১৭।

(৫৩) যোহন ১৪:২৬।

(৫৪) যোহন ১৫:২৬।

(৫৫) যোহন ১৬:৭-১৫।

(৫৬) যোহন ২০:২২-২৩।

(৫৭) নাহুম ২:১।

(৫৮) লুক ২৪:৪৯।

(৫৯) যোহন ১৪:১৬।

(৬০) প্রেরিত ২:১।

(৬১) প্রেরিত ১:৫।

(৬২) প্রেরিত ২:২।

(৬৩) মথি ১১:১২ দ্রঃ।

(৬৪) প্রেরিত ২:২।

(৬৫) প্রেরিত ২:৩-৪।

(৬৬) প্রেরিত ২:৪।

(৬৭) প্রেরিত ২:৮।

(৬৮) যোহন ৩:৮।

(৬৯) প্রেরিত ২:১৩।

(৭০) প্রেরিত ২:১৫।

(৭১) সাম ৩৬:৯।

(৭২) যোহন ১৫:৫।

(৭৩) প্রেরিত ২:১৫।

(৭৪) প্রেরিত ২:১৭।

(৭৫) যোহন ৩:৩৪-৩৫।

(৭৬) প্রেরিত ২:১৮।

(৭৭) ইশা ৪০:৯।

(৭৮) প্রেরিত ২:৪১।

(৭৯) প্রেরিত ২:৪২।

(৮০) প্রেরিত ৩:১।

(৮১) ইশা ৩৫:৬।

(৮২) প্রেরিত ৪:১৩।

(৮৩) প্রেরিত ৪:৮।

(৮৪) প্রেরিত ৪:৩২।

(৮৫) প্রেরিত ৫:১২।

(৮৬) প্রেরিত ৫:১৩-১৬।

(৮৭) প্রেরিত ৫:৩২ দ্রঃ।

(৮৮) প্রেরিত ৫:৪১-৪২ দ্রঃ।

(৮৯) প্রেরিত ৬:৫।

(৯০) প্রেরিত ৬:৫, ৮।

(৯১) প্রেরিত ৬:১০।

(৯২) প্রেরিত ৬:১৫।

(৯৩) প্রেরিত ৭:৫৬।

(৯৪) প্রেরিত ৭:৫৫-৫৬।

(৯৫) প্রেরিত ৮:৭।

(৯৬) প্রেরিত ৮:২৯।

(৯৭) সাম ৬৮:৩২।

(৯৮) প্রেরিত ৯:১৭।

(৯৯) প্রেরিত ৯:১৫ দ্রঃ।

(১০০) রো ১৫:১৯।

(১০১) প্রেরিত ১০:১১-১৬ দ্রঃ।

(১০২) প্রেরিত ১০:১৮-১৯।

(১০৩) প্রেরিত ১০:৪৪-৪৫।

(১০৪) প্রেরিত ১১:২৪।

(১০৫) প্রেরিত ১১:২৭।

(১০৬) প্রেরিত ১১:২৮ দ্রঃ।

(১০৭) প্রেরিত ১৩:২-৩।

(১০৮) হিব্রু ১০:১।

(১০৯) প্রেরিত ১৫:২৯।

(১১০) প্রেরিত ১৯:১-৬ দ্রঃ।

(১১১) প্রেরিত ১:৬।

(১১২) প্রেরিত ১৯:১২ দ্রঃ।

(১১৩) প্রেরিত ১৯:১৯।

(১১৪) প্রেরিত ২০:৯।

(১১৫) প্রেরিত ২০:২৩।

(১১৬) প্রেরিত ২৬:২৮।

(১১৭) প্রেরিত ২৮:২৫।

(১১৮) ১ করি ২:৪।

(১১৯) ২ করি ১:২২।

(১২০) রো ৮:১১।

(১২১) ২ তি ১:১৪।

(১২২) ১ তি ৪:১।

(১২৩) এফে ৩:৫।

(১২৪) হিব্রু ৩:৭।

(১২৫) হিব্রু ১০:১৫।

(১২৬) এফে ৬:১৭।

(১২৭) এফে ৫:১৯।

(১২৮) ২ করি ১৩:১৩।

(১২৯) যোহন ৪:২৪।

(১৩০) বিলাপ ৪:২০ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য। এবিষয়ে, যুস্তিনুস, ১ম পক্ষসমর্থন ৫৫ দ্রঃ; ইরেনউস, প্রৈরিতিক প্রচার প্রদর্শন ৭১ দ্রঃ; আম্ব্রোজ, রহস্যগুলি প্রসঙ্গ ৫৮ দ্রঃ; রুফিনুস, প্রেরিতদের বিশ্বাস-সূত্রের ব্যাখ্যা ১৯ দ্রঃ (এ সমস্ত পুস্তক এখানে পাওয়া যায়)।

(১৩১) যোহন ১৪:২৬।

(১৩২) রো ১১:২০।

(১৩৩) এফে ১:১৩।

(১৩৪) মথি ৭:৬ দ্রঃ।

(১৩৫) এফে ৪:৩০।

আলোপ্রত্যাশীদের ১৮শ ধর্মশিক্ষা

- সার্বিক পুনরুত্থান, কাথলিক মণ্ডলী, অনন্ত জীবন -

এই ১৮শ ধর্মশিক্ষা সেই বিশ্বাস-সূত্রের শেষাংশ ব্যাখ্যা করে, যে বিশ্বাস-সূত্র বাপ্তিস্মপ্রার্থীরা আসন্ন পুণ্য শনিবার সকালে স্বীকার করতে উদ্যত।

বিশ্বাস-সূত্রের শেষাংশটা সাধারণত মণ্ডলী, মাংসের পুনরুত্থান ইত্যাদি সূত্র ধারাবাহিক ভাবে উল্লেখ করে থাকে, কিন্তু এক্ষেত্রে সাধু সিরিল, হয় যেরুশালেম মণ্ডলীর বিশিষ্ট বিশ্বাস-সূত্রের অনুক্রম অনুসরণ ক'রে, না হয় নিজের পদ্ধতিগত কারণে মাংসের পুনরুত্থানেই প্রাধান্য দিয়ে ধর্মশিক্ষাটা শুরু করেন। এবিষয়ে তাঁর মূল কথা হলো, মাংসের পুনরুত্থানই সেই আশা ও প্রত্যাশার ভিত্তি যে আশা ও প্রত্যাশা হলো খ্রিষ্টবিশ্বাসের মৌলিক বিষয়বস্তু।

তারপর তিনি সেই মণ্ডলী-রহস্যটা ব্যাখ্যা করেন, যে মণ্ডলী সার্বজনীন পরিত্রাণের সাক্রামেন্ত স্বরূপ।

অবশেষে তিনি অনন্ত জীবনের কথা ব্যাখ্যা করেন। বাপ্তিস্মে প্রদান করা যে ঐশঅনুগ্রহ, সেই অনুগ্রহ অনুযায়ী যাপিত জীবনযাত্রার লক্ষ্যই অনন্ত জীবন। এক কথায়, বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত যারা, তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা হবে অনন্ত জীবন লাভ।

প্রভুর হাত আমার উপর নেমে এল: তিনি প্রভুর আত্মায় আমাকে তুলে নিয়ে গিয়ে এমন উপত্যকার মাঝখানে নামিয়ে রাখলেন, যা হাড়ে পরিপূর্ণ ছিল, ইত্যাদি (১), এজেকিয়েলের এই পাঠের পরে, 'এক, পবিত্র, ও কাথলিক মণ্ডলীতে, মৃতদের পুনরুত্থানে, অনন্ত জীবনে' সূত্রত্রয় সম্পর্কে, যেরুশালেমে তাৎক্ষণিক ভাবে পরিবেশিত ধর্মশিক্ষা।

১। মাংসের পুনরুত্থান (১)

সমস্ত সৎকর্মের মূল হল পুনরুত্থানে আশা, কেননা মজুরির প্রত্যাশা আত্মাকে সৎকর্ম সাধনের জন্য বলবান করে তোলে।

বাস্তবিকই, প্রতিটি মজুর যদি আসন্ন মজুরির দিকে তাকায়, তবে কষ্ট বহন করতে প্রস্তুত; কিন্তু যারা শূন্যই মজুরির জন্য শ্রম করে, তারা যেমন মানসিক দিক থেকে তেমনি শারীরিক দিক থেকেও নিঃশেষিত হয়। যে সৈন্য পুরস্কারের প্রত্যাশী, সে যুদ্ধের

জন্য প্রস্তুত, কিন্তু কোনও সৈন্য এমন রাজার জন্য মৃত্যুবরণ করতে রাজি নয়, যে রাজা নিজের অধীনে সেবারত যারা তাদের প্রতি উদাসীন ও তাদের শ্রমের মূল্যায়ন করেন না।

তেমনি ভাবে পুনরুত্থানে বিশ্বাসী প্রতিটি আত্মা নিজের বিষয়ে স্বভাবতই সতর্ক থাকে, কিন্তু সেই পুনরুত্থানে অবিশ্বাস করায় সে নিজের বিনাশে নিজেকে হারায়। যে বিশ্বাস করে, তাঁর দেহ পুনরুত্থানের লক্ষ্যে থেকে যাবে, সে নিজের বসন সম্পর্কে সতর্ক থাকে, অশুচিতায় তা দূষিত করে না; কিন্তু যে কেউ পুনরুত্থনে অবিশ্বাসী, সে অশুচিতার হাতে নিজেকে তুলে দেয় ও নিজের দেহকে অপব্যবহার করে, সেই দেহটা যেন তার নিজের নয়। সুতরাং, মৃতদের পুনরুত্থানে বিশ্বাস হল কাথলিক মণ্ডলীর মহৎ আজ্ঞা ও ধর্মতত্ত্ব, এমনকি মহৎ ও অধিক দরকারী এক তত্ত্ব। অনেকে সেই তত্ত্ব প্রতিরোধ করে, কিন্তু তত্ত্বটা সত্য দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত। গ্রীকেরা সেটাকে প্রতিবাদ করে, সামারীয়রা তা অবিশ্বাস করে, ভ্রান্তমতপন্থীরা তা বিকৃত করে; প্রতিবাদ বহুমুখী, কিন্তু সত্য একরূপ।

২। মাংসের পুনরুত্থান (২)

গ্রীকেরা ও সামারীয়রা মিলে আমাদের বিরুদ্ধে এভাবে তর্ক করে: একবার মৃত হলে মানুষ নিঃশেষিত হয়, পচে যায় ও সবই পোকাতে পরিণত হয় ও সেই পোকাও মরে; যে দেহ এত বড় পচন ও অবক্ষয়ের শিকার, সেই দেহ কেমন করে পুনরুত্থান করতে পারবে?

জাহাজডুবির ফলে মারা যায় যারা, সেই মাছে তাদের গ্রাস করে, যে মাছও হবে অন্য মাছের গ্রাস। যারা বন্য পশুর সঙ্গে লড়াই করেছে, ভাল্লুক ও সিংহে তাদের এমনভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে যে, তাদের হাড় পর্যন্তও আর পাওয়া যায় না। শকুন ও কাকে অসমাহিত দেহের মাংস খেয়ে ফেলার পর আবার গোটা জগৎ জুড়ে উড়ে বেড়ায়; তবে কোথা থেকেই বা সেই দেহ জড় করা হবে? কেননা এমনটা হতে পারে যে, যে পাখিরা সেই দেহ গ্রাস করেছে, সেগুলো অনেকে ভারতে, অনেকে পারস্যে, অনেকে গোতীয়দের দেশে মারা যাবে।

আবার, অন্য মানুষের লাশ আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়, ও তাদের ছাই বৃষ্টি বা বাতাসে সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে: তেমন দেহ কোথা থেকেই বা একীভূত করা হবে?

৩। ঈশ্বরের সর্বশক্তি ও মানুষের নগণ্যতা

ক্ষুদ্র ও দুর্বল মানুষ যে তুমি, তোমার পক্ষে ভারত গোতীয়দের দেশ থেকে, ও স্পেন পারস্য থেকে বহু দূরে; কিন্তু যিনি *নিজের করতলে গোটা জগৎকে ধরে রাখেন* [২], সেই ঈশ্বরের পক্ষে সব দেশ কাছাকাছি।

তোমার ক্ষুদ্রতার সঙ্গে তুলনা ক'রে ঈশ্বরকে দুর্বল গণ্য করো না, বরং তাঁর প্রতাপের কথা ভাব। ঈশ্বরের ক্ষুদ্র একটা কাজ যে সূর্য, সেটা কি নিজের রশ্মিমালার একটামাত্র রশ্মি দ্বারা গোটা জগৎকে উষ্ণ করে না? ঈশ্বরের গড়া যে বায়ুমণ্ডল, সেটা কি জগতের সবকিছু ঘিরে রাখে না? তবে সূর্যের ও বায়ুমণ্ডলের স্রষ্টা যিনি, সেই ঈশ্বর কি জগৎ থেকে বহু দূরেই রয়েছেন?

নানা ধরনের গাছের বীজের মিশ্রণের কথা ধর—কেননা যেহেতু তুমি বিশ্বাস ক্ষেত্রে দুর্বল, সেজন্য আমার ব্যবহৃত উদাহরণগুলোও দুর্বল—, তবে ধরে নাও যে, নানা জাতের সেই বিজগুলো তোমার একটা হাতে রয়েছে; আচ্ছা, মানুষ যে তুমি, তোমার হাতে যা রয়েছে তা বাছাই করা ও প্রতিটা বীজ তার নিজের জাত অনুযায়ী ও অন্য বীজ তার নিজের জাত অনুযায়ী জড় করা তোমার পক্ষে কি কঠিন, নাকি সহজ? তাই যা যা তোমার হাতে রয়েছে তা তুমি বাছাই করতে পার, ও ঈশ্বর কি নিজের হাতে যা যা রয়েছে তা নিজ নিজ স্থানে ফিরিয়ে দিতে পারেন না? আমি যা বলছি তা বিবেচনা করে বল, তেমনটা অস্বীকার করা কি ভক্তিহীন ব্যাপার নয়?

৪। পুনরুত্থানের প্রয়োজনীয়তা

এবার ন্যায্যতার দিক দিয়ে ব্যাপারটা বিচার-বিবেচনা কর ও মনে মনে ভাব।

তোমার নানা ধরনের দাস আছে, কেউ কেউ উত্তম, কেউ কেউ ধূর্ত: তুমি অবশ্যই উত্তম যারা তাদের প্রতি সম্মান দেখাবে, ও ধূর্ত যারা তাদের শাস্তি দেবে। আর তুমি বিচারক হলে তবে উত্তম যারা তাদের প্রশংসা করবে, ও অপরাধী যারা তাদের দণ্ড দেবে। তবে কি, মরণশীল মানুষ যে তুমি, তুমি তো ন্যায্যতা পালন কর, ও সবকিছুর

একমাত্র রাজা যিনি সেই ঈশ্বর কি কর্ম অনুযায়ী ন্যায্যতা পালন করবেন না? তেমন কিছু অস্বীকার করা ভক্তিহীনতার নামান্তর বটে!

আমি যা বলতে যাচ্ছি, তা ভাল মত বিবেচনা কর। বহু খুনী অদণ্ডিত অবস্থায় নিজ নিজ শয্যায় মারা গেছে: তবে ঈশ্বরের ন্যায্যতা কোথায়? অবশ্যই, পঞ্চাশটা খুনের অপরাধী যে খুনী, সাধারণত একবার মাত্রই তার শিরশ্ছেদ হয়; তবে বাকি উনচল্লিশটার জন্য সে কি দণ্ডভোগ করবে না? সুতরাং, এজগতের পরে যদি না থাকে বিচার ও প্রতিদান, তাহলে তুমি ঈশ্বরের উপর অন্যায্যতা-দোষ আরোপ করছ।

তথাপি, বিচার যে স্থগিত হচ্ছে, তাতে বিস্মিত হয়ো না: প্রতিযোগিতা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন প্রতিযোগী মাল্যভূষিত বা অপমানের পাত্র হয় না; এবং কোন বিচারক প্রতিযোগিতা চলাকালে কোন প্রতিযোগীকে মাল্যভূষিত করে না, সে বরং অপেক্ষা করে থাকে যতক্ষণ প্রতিযোগীরা শেষ না করে; পরেই সে তাদের মধ্যে বিচার করে পুরস্কার ও মালা বিতরণ করবে। তেমনি ভাবে ঘটে ঈশ্বরের বেলায়: সংগ্রাম এজগতে যতদিন চলতে থাকে, তিনি ততদিন ধরে ধার্মিককে সহায়তা দান করতেও পারেন, কিন্তু তারপরে তিনি সম্পূর্ণ রূপেই তাদের প্রাপ্য প্রতিদান দেন।

৫। **কবরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সম্পর্কে**

কিন্তু যদি তোমার মতে মৃতদের পুনরুত্থান হয় না, তাহলে যারা কবর অসম্মানিত করে তাদের তুমি দণ্ডিত কর কেন? কেননা যদি দেহ বিনষ্ট হয় ও কোন পুনরুত্থানের আশা না থাকে, তাহলে যে কবর অসম্মান করে, সে দণ্ড ভোগ করবে কেন? তুমি তো দেখতে পাচ্ছ, মুখে তুমি পুনরুত্থান অস্বীকার করা সত্ত্বেও তবু পুনরুত্থান বিষয়ে তোমার অন্তরে অবিনশ্বর চেতনা রয়েছে।

৬। **পুনরুত্থান সংক্রান্ত নানা উদাহরণ** (১)

আরো, কাটা গাছে পুনরায় ফুল ধরে কিন্তু মানুষের কাটা জীবন কি পুনরায় পুষ্পিত হবে না? যে গমের দানা বোনা হয়েছে ও যথাসময় সংগ্রহ করা হয়েছে, তা যখন মাড়াইয়ের জন্য খামারে থেকে যায়, তখন এজগৎ থেকে সংগ্রহ হওয়ার পর মানুষ কি [গমের দানার মত] খামারে [তথা মাটির নিচে] অপেক্ষা করতে পারবে না? (৩)। এবং

আঙুরলতার প্রশাখা বা অন্য গাছের কচি ডাল একবার কাটা হলে ও কলম দিয়ে লাগানো হলে পুনরায় পুনরুজ্জীবিত হয়ে ফল দেয়; তবে যার খাতিরে এসবকিছু আছে, সেই মানুষ মাটিতে পড়ে কি আর পুনরুত্থান করবে না?

কষ্টের দিক দিয়ে তুলনা করলে: যে মূর্তি নেই, তা শুরু থেকে গড়া কঠিন, নাকি যা নষ্ট হয়েছিল তা একই রূপে ঢালাই করা কঠিন? তবে যিনি শূন্য থেকে আমাদের গড়লেন, সেই ঈশ্বর কি, যে অস্তিত্বমণ্ডিত ছিল ও পতিত হয়েছে তাকে পুনরুত্থিত করতে সক্ষম হবেন না?

কিন্তু তুমি গ্রীক হওয়ায়, পুনরুত্থান বিষয়ে যা লেখা রয়েছে তা বিশ্বাস করছ না; তবে প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করে এ বিষয়গুলো বিবেচনা কর, ও আজ পর্যন্ত যা দেখা যায়, তা থেকেই বুঝতে চেষ্টা কর। গম বা অন্য ধরনের দানা বোনা হয়; দানা একবার পড়লে তা মরে ও পচে, ফলে খাবার হিসাবে তা কোন কাজে আসে না। কিন্তু যা পচেছে, তা উদ্ভিদ আকারে গজিয়ে ওঠে, ও বোনার সময়ে তা যতই ছোট্ট ছিল না কেন, তবু এবার অতি সুন্দর হয়ে গজিয়ে ওঠে। আচ্ছা, গম আমাদের জন্যই গড়া হয়েছিল, কেননা গম ও যত বীজ তাদের নিজেদের জন্য সৃষ্ট হয়নি, সৃষ্ট হয়েছিল আমাদের উপকারিতার জন্য; তবে যা কিছু আমাদের জন্য সৃষ্ট হয়েছিল, তা মরার পর পুনরুজ্জীবিত হয়, আর যাদের জন্য সেই সবকিছু গড়া হয়েছিল, সেই আমরাই কি মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান করব না?

৭। পুনরুত্থান সংক্রান্ত নানা উদাহরণ (২)

তুমি তো দেখতে পাচ্ছ, শীতকাল চলছে, ও গাছপালা মৃতই যেন; বাস্তবিকই ডুমুরগাছের পাতা কোথায়? আঙুরলতার আঙুরগুচ্ছ কোথায়? এগুলো শীতকালে মৃত, কিন্তু বসন্তকালে সবুজ; ও বসন্তকাল আসার পর সেগুলো মৃত্যু থেকেই যেন উদ্দীপ্ত হয়ে জীবন ফিরে পায়।

কেননা ঈশ্বর আমাদের অবিশ্বাস জেনে এই দৃশ্য বস্তুর মধ্যে বছরে বছরে পুনরুত্থান নির্ধারণ করেন, যাতে করে তুমি নির্জীব বস্তুগুলোর যা ঘটে তা লক্ষ করে সজীব ও যুক্তিক্ষমতা সম্পন্ন প্রাণীর বিষয়ে বিশ্বাস করতে পার। আরও, প্রায়ই এমনটা ঘটে যে,

জলে পড়ার ফলে মৃত মাছি ও মৌমাছি এক ঘণ্টা পরে পুনরুজ্জীবিত হয়; এক প্রকার বেঙ আছে যেগুলো শীতকালে অবিচল অবস্থায় থাকার পর বসন্তকালে জেগে ওঠে: হ্যাঁ, তোমার হালকা ধ্যান-ধারণার জন্যই উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। তবে, যিনি বিচারশক্তিহীন ও নগণ্য প্রাণীকে অপ্রাকৃতিক ভাবে জীবন দান করেন, যাদের খাতিরে সেগুলো গড়া হয়েছিল, সেই আমাদেরও কি তেমনটা প্রদান করবেন না?

৮। সেই ফৈনিক্স পাখি সম্পর্কে

কিন্তু গ্রীকেরা পুনরুত্থান সম্পর্কে আরও স্পষ্ট প্রমাণ দাবি করে; তারা নাকি বলে, উপরোক্ত প্রাণীগুলো যদিও পুনরুত্থান করে থাকে, তবু সেগুলো একেবারে ছাই হয় না; এ ভিত্তিতে তারা কোন না কোন প্রাণী যে তার সম্পূর্ণ অবক্ষয়ের পরেই পুনরুত্থান করে, তা-ই পরিষ্কার দেখতে চায়।

মানুষের অবিশ্বাস জানতেন বলেই ঈশ্বর এই লক্ষ্যে একটা পাখির ব্যবস্থা করেছিলেন যার নাম ফৈনিক্স। ক্লেমেণ্টের লেখা অনুসারে (৪) এমনকি আরও বহু বহু মানুষের বৃত্তান্ত অনুসারে, জাতের দিক দিয়ে এককই এ পাখি পাঁচশ’ বছর সময়কাল অন্তরে মিশরীয়দের দেশে আসে, এবং একবার এসে দেখায় পুনরুত্থান যে কি; পাখিটা তেমনটা জনহীন জায়গা যায় না পাছে রহস্যটা গুপ্ত থাকে, বরং নাম করা শহরেই পাখিটা দেখা দেয়, যেন মানুষ যা বিশ্বাস করতে সম্মত ছিল না, তা নিজেরই হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারে।

বাস্তবিকই উল্লিখিত বর্ষ-সংখ্যার সময়ে পাখিটা ধুনো, গন্ধরস ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্য দিয়ে নীড় তৈরি করে সেটাতে ঢুকে প্রকাশ্য ভাবেই মরে ও পচে। তারপর পাখিটার পচা লাশ থেকে একটা পোকা বের হয়, ও এ পোকা একবার বড় হলে পাখিতে পরিণত হয়। আর তুমি একথা অবিশ্বাস করো না, কেননা নিজেই দেখতে পার যে মৌমাছির শিশুরাও এইভাবে পোকা থেকে গঠিত হয়; তাছাড়া তুমি এটাও দেখেছ যে, কোন না কোন প্রকার পাখি তরলময় ডিম থেকে পাখা, হাড় ও শিরা গঠন করে।

তবে, উল্লিখিত সেই ফৈনিক্স পাখি পাখা অর্জন করে আগেরটার মত পূর্ণ গঠিত পাখি হয়ে উঠে, মরার আগে যেমন করত, সেইভাবে আকাসে বাতাসে উড়ে বেড়ায়, ও

তাতে করে সে মানুষের কাছে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের একটা স্পষ্ট প্রমাণ দেখায়। ফৈনিক্স পাখি যতই বিস্ময়কর পাখি হোক না কেন, তবু সেটা বিচারশক্তিহীন এমন প্রাণী যা ঈশ্বরের প্রশংসাও গান করতে পারে না; পাখিটা আকাশে বাতাসে ঊর্ধ্বে ওড়ে বটে, কিন্তু ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্র যে কে, সে তা জানে না।

সুতরাং, যে বিচারশক্তিবিহীন প্রাণী নিজের নির্মাতাকে জানে না, সেটাকে যখন মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, তখন আমরা যারা ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করি ও তাঁর আজ্ঞা মেনে চলি, আমাদেরও কি পুনরুত্থান মঞ্জুর করা হবে না?

৯। পুনরুত্থান ও জন্ম সদৃশ রহস্য

কিন্তু, যেহেতু সেই ফৈনিক্স পাখির দৃষ্টান্ত দূর দেশ থেকে আগত ও অসাধারণই একটা দৃষ্টান্ত, এবং মানুষ এখনও পুনরুত্থান অবিশ্বাস করে, সেজন্য প্রত্যেক দিনে যা যা দেখ, আবার তা থেকেই প্রমাণ যোগাড় কর।

আমরা যারা এখন কথা বলছি ও শুনছি, এই আমরা সবাই একশ' বা দু'শ বছর আগে কোথায় ছিলাম? আমাদের দেহ-সত্তার যে কেমন উদ্ভব হয়, আমরা তা কি জানি না? আমরা কোন্ দুর্বল, অদ্ভুত ও অতি সাধারণ বিষয় থেকে গঠিত হই ও কোথা থেকে এই সাধারণ ও দুর্বল মানুষ গঠিত হয়, তুমি কি তা জান না? এবং মাংসময় সেই দুর্বল জিনিস কী ভাবে শক্তিমণ্ডিত শিরায়, উজ্জ্বল চোখে, ঘ্রাণশক্তি বিশিষ্ট নাকে, শ্রবণশক্তি বিশিষ্ট কানে, বাক্‌শক্তি বিশিষ্ট জিহ্বায়, স্পন্দন বিশিষ্ট হৃৎপিণ্ডে, কর্মব্যস্ত হাতে, দ্রুতগামী পা ও সেই প্রকার অঙ্গগুলোতে পরিণত হয়, এসমস্ত কিছু তুমি জান না? এবং এ কি জান না যে, এক সময় যা ছিল দুর্বল একটা জীব, তা হয়ে ওঠে এমন মানুষ যে জাহাজ, ঘর, অট্টালিকা নির্মাণ করতে পারে, এমন মানুষ যে হয়ে ওঠে বিবিধ শীল্পকর্মে দক্ষ কারিগর, সৈন্য, শাসনকর্তা, বিধানকর্তা ও রাজা?

তবে, যিনি অপূর্ণ দ্রব্য থেকে আমাদের নির্মাণ করেছেন, সেই ঈশ্বর কি অবক্ষয়ে পতিত এই আমাদের পুনরুজ্জীবিত করতে পারেন না? যিনি এই নীচতম জিনিসটা দেহমণ্ডিত করে তুলেছেন, তিনি কি সেই পতিত দেহকে পুনরুত্থিত করতে পারেন না?

যা অস্তিত্ববিহীন যিনি তা গড়ে তুলতে পারেন, অস্তিত্বমণ্ডিত যা পতিত হয়েছে, তিনি কি তা পুনরুত্থিত করবেন না?

১০। পুনরুত্থানের সাক্ষী সেই চাঁদ

মৃতদের পুনরুত্থান সংক্রান্ত আর একটা প্রকাশ্য প্রমাণ তুমি আকাশের জ্যোতিষ্করাজির মাসিক আবর্তনেই পেতে পার।

বাস্তবিকই চাঁদ-দেহটা সম্পূর্ণরূপে এমন ভাবে উবে যায় যার ফলে সেটার কোন অংশ আর দেখা যায় না, অথচ সেটা পুনরায় পূর্ণতা লাভ ক'রে তার আগেকার অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়; এক্ষেত্রে সঠিক প্রমাণ হিসাবে, নির্দিষ্ট বর্ষ-আবর্তন কালে চাঁদগ্রহণ হয় ও চাঁদটা প্রকাশ্যেই রক্তে পরিণত হয়, অথচ নিজের উজ্জ্বলতা ফিরে পায়; এতে ঈশ্বর এমন ব্যবস্থা করেছেন যাতে রক্ত-গঠিত মানুষ যে তুমি, সেই তুমিও যেন মৃতদের পুনরুত্থানের বিষয়ে বিশ্বাস করতে অস্বীকার না করে বরং চাঁদ সম্পর্কে যা দেখতে পাও তা নিজের বিষয়েও যেন বিশ্বাস করতে পার।

অতএব, গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুক্তি হিসাবে তুমি এসমস্ত ব্যবহার কর, কারণ, যা লেখা রয়েছে যারা তা গ্রহণ করে না, তাদের সঙ্গে তুমি লেখা নয় তেমন অস্ত্রে, অর্থাৎ কেবল যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শনেই সংগ্রাম কর; কেননা মোশি যে কে, সেই মানুষেরা তা জানে না; ইশাইয়া বা সুসমাচার বা পল, তাঁদেরও তারা জানে না।

১১। শাস্ত্র ভিত্তিক পুনরুত্থান সংক্রান্ত পূর্বঘোষণা

এসো, এবার সেই সামারীয়দের দিকে দৃষ্টি ফেরাই যারা কেবল বিধানই গ্রহণ করার ফলে নবীদের মানে না।

এইমাত্র পড়া এজেকিয়েলের বচন তাদের কাছে অকার্যকর মনে হয়, কেননা, যেমন বলেছি, তারা নবীদের মানে না; তবে কেমন করে সামারীয়দের মন জয় করব? এসো, বিধান সংক্রান্ত লেখা ধরি। আচ্ছা, ঈশ্বর মোশিকে বলেন, *আমি আব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোবের ঈশ্বর* (৫); এখানে অবশ্যই অর্থ হল, তিনি এমন মানুষদের ঈশ্বর যারা অস্তিত্ব ও সত্তার অধিকারী। কেননা যদি আব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোব বিলীন হয়ে গিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি তাদেরই ঈশ্বর যারা অস্তিত্ববিহীন। এবং কোন্‌ রাজাই বা কখনও

নিজের বিষয়ে বলেছেন, তিনি সৈন্যদের রাজা, যখন আসলে তাঁর কোন সৈন্য নেই? সেজন্য আব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোব অবশ্যই অস্তিত্বমণ্ডিত, যাতে ঈশ্বর অস্তিত্বমণ্ডিত মানুষের ঈশ্বর হতে পারেন; কেননা তিনি "আমি তাদের ঈশ্বর ছিলাম" এমনটা বলেননি; না, তিনি বলেছিলেন, "আমি তাদের ঈশ্বর"। এবং যে একটা বিচার আছে, তা সেই কথায় প্রমাণিত যা আব্রাহাম প্রভুকে বলেছিলেন, *সারা পৃথিবীর বিচারকর্তা কি ন্যায়বিচার করবেন না?* (৬)

১২। আব্রাহাম কাহিনীতে নানা প্রমাণ

কিন্তু সেই নির্বোধ সামারীয়রা এতেও আপত্তি তুলে বলে যে, আব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোবের আত্মা এখনও বিদ্যমান হলেও তবু তাদের দেহ আদৌ পুনরুত্থান করতে পারে না। তাই, ধার্মিক মোশির সেই লাঠি যে সাপ হবে (৭) তা সম্ভব, কিন্তু ধার্মিকদের আত্মা যে জীবিত থাকবে ও পুনরুত্থান করবে তা অসম্ভব, এ কি হতে পারে? প্রথম ঘটনা প্রকৃতি বিরুদ্ধ হয়েও ঘটেছিল, কিন্তু দ্বিতীয় ঘটানায় দেহগুলো যে তাদের আগেকার প্রকৃতিস্থ অবস্থায় ফিরে যায়, তা কি সম্ভব হবে না?

আরোনের সেই লাঠিও কাটা ও মৃত হয়েও (৮) *জলের গন্ধ না পেয়েও* (৯) কচি ফুল উৎপন্ন করেছিল, ও ছাদের নিচে থাকা সত্ত্বেও মাঠেই যেন পুষ্পিত হয়েছিল; ও শুকনো জায়গায় রাখা সত্ত্বেও তবু বহু বছর ধরে জলসিক্ত গাছের ফল এক রাতেই উৎপন্ন করেছিল। আরোনের লাঠি মৃত্যু থেকেই যেন পুনরুত্থিত হল, কিন্তু আরোন নিজে কি পুনরুত্থান করবেন না?

একটি স্ত্রীলোক প্রকৃতি বিরুদ্ধ ভাবে লবণ হয়েছিলেন (১০): তবে তার মাংস লবণে পরিণত হয়েছিল কিন্তু মাংস কি পুনরায় মাংস হবে না? লোটের স্ত্রী একটা লবণস্তম্ভে পরিণত হয়েছিলেন, ও আব্রাহামের স্ত্রী কি পুনরুত্থান করবেন না?

কোন্ প্রতাপের গুণে মোশির হাতের পরিবর্তন হল, যার ফলে সেই হাত এক ঘণ্টার মধ্যে তুষারের মত হল ও তার সাধারণ অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হল? (১১)। অবশ্যই তা ঈশ্বরের আজ্ঞামতই হয়েছিল। তবে কি, তাঁর আজ্ঞা সেসময় কার্যকর ছিল কিন্তু তা এখন অকার্যকর?

১৩। সামারীয়দের বাইবেল ব্যাখ্যা অসঙ্গতিপূর্ণ

যত মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নির্বোধ হে সামারীয়রা, আদিতে মানুষ কোথা থেকে গড়া হয়েছিল? শাস্ত্রের প্রথম পুস্তকে যাও, সেই যে পুস্তক তোমরাও মান: *এবং ঈশ্বর মাটি থেকে ধুলা নিয়ে মানুষকে গড়লেন* (১২)। তবে ধুলা মাংসে রূপান্তরিত হয়, ও মাংস কি পুনরায় মাংস হতে পারবে না? তোমাদের কাছে আরও প্রশ্নও রাখা দরকার: আকাশ, পৃথিবী ও সাগর কোথা থেকে এল? সূর্য, চাঁদ ও তারানক্ষত্রও কোথা থেকে এল? কেমন করে জলরাশি থেকে সেই প্রাণীকে গড়া হল যা ওড়ে ও সাঁতার দেয়? কেমন করে সকল প্রাণী মাটি থেকে উৎপন্ন হল? (১৩)। তত সংখ্যক প্রাণীকে শূন্য থেকে অস্তিত্বে আনা হল, ও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বহন করে যে মানুষ, সেই মানুষ আমরা কি পুনরুত্থিত হব না?

সত্যি, তোমাদের যত ধারণা অবিশ্বাসে ভরা, ও অবিশ্বাসী যারা তারা যথেষ্ট দণ্ডের যোগ্য: যখন আব্রাহাম প্রভুকে *সারা পৃথিবীর বিচারকর্তা* (১৪) বলে সম্বোধন করেছিলেন, তখন বিধানপণ্ডিত যারা তারাই অবিশ্বাস করছে; যখন লেখা আছে, মানুষ মাটি থেকে আগত (১৫), তখন তারা তা পড়লেও তা অবিশ্বাস করে থাকে।

১৪। মৃতদের পুনরুত্থান সম্পর্কে (সাম ১:৫; ১১৫:১৭; যোব ৭:৯)

যারা অবিশ্বাস করে, আগেকার যুক্তি তাদেরই লক্ষ করছিল; কিন্তু নবীদের বাণী বিশ্বাসী আমাদেরই জন্য। কিন্তু যেহেতু যারা নবীদের লেখা ব্যবহার করে কিন্তু সেই লেখা বিশ্বাস করে না, ও আমাদের প্রতিবাদ ক'রে এই বচনগুলো ব্যবহার করে, তথা, *দুর্জনেরা সেই বিচারে উঠে দাঁড়াবে না* (১৬) ও *পাতালে যে নেমে যায়, সে আর কখনও উঠে আসে না* (১৭) ও *হে প্রভু, মৃতেরা তোমার প্রশংসা করবে না* (১৮)—কেননা যা পরিষ্কারই লেখা তা তারা অপব্যবহার করেছে!—সেজন্য সংক্ষিপ্ত ভাবে ও আপাতত যতখানি সম্ভব ততখানি, তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সমীচীন। কেননা 'দুর্জনেরা সেই বিচারে উঠে দাঁড়াবে না' বচনটা দেখাতে চায়, তারা উঠবে, কিন্তু বিচারের জন্য নয়, দণ্ডেরই জন্য; কেননা ঈশ্বরের জন্য দীর্ঘ পরীক্ষা দরকার হয় না, কিন্তু দুর্জনদের পুনরুত্থানের পর পরেই তাদের দণ্ডভোগ উপস্থিত। এবং 'হে প্রভু, মৃতেরা তোমার

প্রশংসা করবে না’ বচনটা দেখায় যে, যেহেতু মনপরিবর্তন ও ক্ষমার নির্দিষ্ট সময় কেবল এই জীবনকালেই সীমাবদ্ধ, যার জন্য যে মনপরিবর্তন ও ক্ষমা পেয়েছে তারাই ‘প্রভুর প্রশংসা করবে’, সেজন্য, যারা পাপী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, মৃত্যুর পরে প্রশংসাগান করা ও আশীর্বাদ পাবার সময় তাদের আর থাকবে না, তারা বিলাপ করতে করতেই সেই সময় কাটাবে।

কেননা প্রশংসা তাদেরই মানায় যারা ধন্যবাদ জানায়, কিন্তু যারা দণ্ডভোগ করে তাদের মানায় বিলাপ। সুতরাং, ধার্মিকেরা প্রশংসাগান করবে, কিন্তু যারা পাপে মৃত্যুবরণ করল, তাদের জন্য পাপস্বীকার করার জন্য আর সময় নেই।

১৫। যোবের বচন সম্পর্কে

পাতালে যে নেমে যায়, সে আর কখনও উঠে আসে না (১৯) বচন সম্পর্কে লক্ষ কর এর পরবর্তী বচন, কেননা লেখা আছে, *যে মানুষ পাতালে নেমে যায়, সে নিজের ঘরে আর কখনও ফিরবে না* (২০); কারণ, যেহেতু গোটা জগৎ লোপ পাবে ও প্রতিটি ঘর বিলুপ্ত হবে, সেজন্য, সেই ক্ষণ থেকে নতুন ও আলাদা পৃথিবী থাকায় সেই লোক কেমন করে নিজের ঘরে ফিরে যাবে? (২১)

কিন্তু তাদের উচিত ছিল যোবের এই কথাও শোনা, কেননা তিনি বলেছিলেন, *গাছের একটা আশা আছে, ভিন্ন হলে তা আবার পল্লবিত হবে, তার কোমল শাখা বাড়তে ক্ষান্ত হবে না। যদিও মাটিগর্ভে তার মূল প্রাচীন হয়, যদিও পাথুরে মাটিতে তার গুঁড়ি মারা যায়, তবু জলের গন্ধ পেলে তা আবার পল্লবিত হয়ে ওঠে, নতুন গাছের মত তাতে নতুন নতুন শাখা ধরে। কিন্তু মানুষ মরলে সে গত হয়, প্রাণত্যাগ করে মর্তমানুষ আর নেই* (২২)। বচনটা কেমন যেন শাসন করছে ও তিরস্কার করছে,—কেননা সেই ‘আর নেই’ কথাটা জিজ্ঞাসাবাদ বাক্য বলেই পড়া উচিত—; তবে তিনি বলছেন, যেহেতু গাছটা পতিত হয়ে আবার পুনরুজ্জীবিত হয়, সেজন্য, সমস্ত গাছপালা যার জন্য গড়া হয়েছিল, সেই মানুষ কি পুনরুজ্জীবিত হবে না?

আর যাতে তুমি মনে না কর যে আমি সেই বচনের উপর অযথা অর্থ আরোপ করছি, তবে পরে যা লেখা আছে, তা পড়, কেন তিনি জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে ‘প্রাণত্যাগ ক’রে কি মর্তমানুষ আর নেই?’ বলার পর তিনি বলেন, *মানুষ একবার মরে*

পুনরুজ্জীকিত হয় [২৩], ও পর পরে বলে চলেন, *আমি প্রতীক্ষা করব যে পর্যন্ত আমাকে নতুন করে গড়া হয়।* তিনি আরও বলেন, *আমার এই যে চর্ম এ সবকিছু সহ্য করছে, কে তা পৃথিবীর উপরে পুনরুত্তোলন করবে?* [২৪]

নবী ইশাইয়াও একথা বলেন, *মৃতজনেরা পুনরুজ্জীবিত হবে, তাদের মৃতদেহ পুনরুত্থিত হবে* [২৫]; এবং সেই যে এজেকিয়েলের বচন আমরা একটু আগে শুনেছি, তিনি অধিক স্পষ্টভাবে বলেন, *আমি এখন তোমাদের সমাধিগুহা খুলে দিতে যাচ্ছি, তোমাদের কবর থেকে তোমাদের পুনরুত্থিত করব* [২৬]। এবং দানিয়েল বলেন, *ধুলার দেশে যারা নিদ্রিত, তাদের মধ্যে অনেকেই আবার জেগে উঠবে—কেউ কেউ অনন্ত জীবনের উদ্দেশে, কেউ কেউ লজ্জা ও অনন্ত দুর্নামের উদ্দেশে* [২৭]।

১৬। পুরাতন ও নূতন নিয়মে মৃতদের পুনরুত্থান সম্পর্কে

শাস্ত্রের অনেক বচন রয়েছে যেগুলো মৃতদের পুনরুত্থান বিষয়ে সাক্ষ্যদান করে; কেননা এ এমন বিষয় যা সম্পর্কে বহু বহু বচন উল্লখ করা যেতে পারে।

কিন্তু এখন, বিষয়টা শুধু মনে করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই, আমরা সংক্ষিপ্ত ভাবে তৃতীয় দিনে লাজারের পুনরুত্থানের কথা উল্লেখ করব [২৮]; এবং, আমাদের হাতে অল্প সময় আছে বিধায়ই আমরা বিধবার সেই যে ছেলেকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছিল, তার কথাও সংক্ষিপ্ত ভাবে উল্লেখ করব [২৯]; এবং কথাটা তোমাদের মনে করিয়ে দেবার লক্ষ্যে আমাকে সমাজগৃহের অধ্যক্ষের মেয়ের কথা, শৈলরাজি ফেটে যাওয়ার কথা, ও কবরগুলো খুলে যাওয়ার ফলে *নিদ্রাগত পবিত্রজনদের দেহ পুনরুত্থিত হল* [৩০] বচনটাও আমাকে উল্লেখ করতে দাও। এক্ষেত্রে একথাও বিশেষভাবে মনে করিয়ে দেওয়া হোক যে, *খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন* [৩১]।

সেই এলিয় ও তিনি যে বিধবার ছেলেকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছিলেন [৩২], আমি একথা কেবল ইঙ্গিত করেই উল্লেখ করছি; আবার ইঙ্গিত করে উল্লেখ করছি সেই এলিশেয়ের কথা যিনি দু'বার, একবার জীবনকালে ও আর একবার মৃত্যুর পরে, মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন; কেননা তিনি যখন জীবিত ছিলেন, তখন নিজের আত্মা দ্বারাই সেই পুনরুত্থান কর্ম সাধন করেছিলেন [৩৩], কিন্তু যাতে কেবল ধার্মিকদের আত্মাই সম্মানের পাত্র হয় শুধু নয়, বরং যাতে বিশ্বাসও করা হয় যে ধার্মিকদের দেহেও

সেই প্রতাপ উপস্থিত, সেজন্য যে লাশ এলিশেয়ের সামাধিগুহায় ফেলানো হয়েছিল, তা যখন নবীর মৃতদেহ স্পর্শ করেছিল তখন উজ্জীবিত হল [৩৪], এবং নবীর মৃতদেহ আত্মার কাজ সাধন করল, এবং যা মৃত ও সমাহিত ছিল তা মৃতদের জীবন দিল, ও জীবন দিতে দিতেও তবু তিনি আগে যেমন ছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই মৃতদের মধ্যে থেকে গেলেন। এর কারণ কি? কারণটা এ, যদি এলিশেয় পুনরুত্থান করতেন তাহলে তেমন কাজ যেন শুধু তাঁর আত্মার উপর আরোপ করা না হত; কারণটা আবার এ, যাতে দেখানো হয় যে, আত্মা উপস্থিত না থাকলেও পবিত্রজনদের দেহে সেই প্রতাপ উপস্থিত যেহেতু সেই ধার্মিক আত্মা বহু বছর ধরে সেই দেহে বসবাস করেছিল ও নিজের সেবক হিসাবে তা ব্যবহার করেছিল।

আর সেসমস্ত কিছু কখনও ঘটেনি, এ ভিত্তিতেও যেন নির্বোধের মত তা অবিশ্বাস না করি; কেননা যখন বাহ্যিক বস্তু সেই যে রুমাল ও তোয়াল রোগীদের দেহ স্পর্শ করলে অসুস্থদের তেজ দিল [৩৫], তখন মহত্তর কারণে একজন নবীর দেহ মৃতদেহকে পুনরুত্থিত করতে সক্ষম হল।

১৭। পুনরুত্থান ও প্রেরিতদূতদের কর্ম

প্রতিটি ঘটনার আশ্চর্য অবস্থা-পরিস্থিতি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে উপস্থাপন করে আমরা এক্ষেত্রে আরও বেশি কথা বলতে পারতাম; কিন্তু যেহেতু প্রস্তুতি-দিবসের অবশ্যপালনীয় উপবাস জনিত শ্রান্তিতে ও নিশিজাগরণীও জনিত শ্রান্তিতে তোমরা ইতিমধ্যে যথেষ্ট শ্রান্ত হয়ে পড়েছ, সেজন্য এসো, সেবিষয়ে যা কিছু সংক্ষিপ্ত ভাবে বলে এসেছি, তা কিছুকালের জন্য যথেষ্ট হোক। উপরোক্ত বর্ণনাসমূহ হল কেমন যেন হালকা ভাবে বোনা বীজ যাতে তোমরা উর্বর মাটিতে তা গ্রহণ করে ফলশালী হওয়ায় সিদ্ধতায় মণ্ডিত হতে পার।

কিন্তু এটা মনে করিয়ে দেওয়া হোক যে প্রেরিতদূতেরাও মৃতদের পুনরুত্থিত করেছিলেন: যাফায় পিতর তাবিথাকে পুনরুত্থিত করেছিলেন, ত্রোয়াসে পল এউতিখসবে পুনরুত্থিত করেছিলেন, ও সেইমত অন্যান্য প্রেরিতদূত করেছিলেন যদিও এক একজনের সাধিত আশ্চর্য কাজ লেখা হয়ে না থাকে [৩৬]।

তাছাড়া, করিন্থীয়দের কাছে পত্রের সমস্ত উক্তিও মনে রাখ, সেই যে পত্র পল তাদেরই বিপক্ষে লিখেছিলেন যারা বলত: *মৃতেরা কীভাবে পুনরুত্থিত হয়? কীভাবেই বা দেহে ফিরে আসে?* [৩৭]। মনে রাখ যে তিনি এও বলেছিলেন, *মৃতদের পুনরুত্থান যদি না-ই হয়, তবে খ্রিষ্টও তো পুনরুত্থিত হননি* [৩৮], ও যারা অবিশ্বাসী ছিল, তাদের তিনি '*নির্বোধ*'[৩৯] বলেছিলেন। সেই পত্রে মৃতদের পুনরুত্থান সংক্রান্ত তাঁর গোটা শিক্ষাও মনে রাখ, ও তাও মনে রাখ যা তিনি থেসালোনিকীয়দের লিখেছিলেন, *ভাই, যারা শেষ নিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে গেছে, তাদের সম্বন্ধে তোমরা যে অজ্ঞ হবে, তা আমরা চাচ্ছি না; অন্যথা, সেই অন্যান্যদেরই মত তোমরা শোকার্ত হয়ে পড়বে, যারা আশাবিহীন মানুষ* [৪০] ইত্যাদি। কিন্তু এ বচনটাই বিশেষভাবে মনে রাখ, *খ্রিষ্টে যাদের মৃত্যু হয়েছে, তারাই প্রথমে পুনরুত্থান করবে* [৪১]।

১৮। **মৃতদের পুনরুত্থান** (পলের পত্রাবলি)

তোমরা সর্বোপরি এটা লক্ষ কর, তিনি কেমন এবিষয়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলেন, *কারণ এই ক্ষয়শীলটাকে অক্ষয়শীলতা পরিধান করতে হবে, এবং এই মরণশীলটাকে অমরতা পরিধান করতে হবে* [৪২]।

কেননা, পুনরুত্থিত হয়ে আমাদের দেহ এখন যেমন দুর্বল সেইমত দুর্বল হয়ে থাকবে এমন নয়, বরং পুনরুত্থিত দেহটা হবে এই বর্তমান একই দেহ বটে, কিন্তু অক্ষয়শীলতা পরিধান করে তা নতুন করে গড়া হবে, যেইভাবে আগুন আগুনের সঙ্গে মিশে আগুন হয়, অথবা, সূক্ষ্ম কথা বলতে গেলে, দেহটা সেইভাবে পুনরুত্থিত হবে যেভাবে যিনি আমাদের পুনরুত্থিত করেন, সেই প্রভু মাত্র জানেন। সুতরাং, আমাদের দেহ পুনরুত্থিত হবে, কিন্তু এখন যেভাবে আছে সেইভাবে হয়ে থাকবে না, থাকবে অনন্তকালীন; এজীবনের জন্য এখন তার যে খাদ্য প্রয়োজন, সেইমত নয়, উপরে যাবার জন্যও সিঁড়িও তার আর প্রয়োজন হবে না, কেননা দেহটাকে "আত্মিক" করা হবে [৪৩], তা বিস্ময়কর এমন একটা কিছু করা হবে যার যোগ্যতা অনুসারে কথা বলতে আমরা সক্ষম নই।

লেখা আছে, *তখন ধার্মিকেরা চিরকাল ধরে সূর্য ও চন্দ্রের মত গগনতলের দীপ্তিতে দীপ্তিমান হয়ে উঠবে* [৪৪]। মানুষের অবিশ্বাস আগে থেকে জেনে ঈশ্বর ক্ষুদ্র পোকাকে

গ্রীষ্মকালে নিজ দেহ থেকে আলোর রশ্মি ছড়াতে দিয়েছেন, যাতে যা দৃশ্য, তা থেকে যা প্রত্যাশিত তা-ই বিশ্বাস করা যেতে পারে; কেননা যিনি আংশিক ভাবে দান করেন, তিনি পুরোটাও দিতে সক্ষম, ও যিনি সেই পোকাকে আলোতে উজ্জ্বল করেছেন, তিনি ধার্মিক মানুষকে আরও বেশি দীপ্তিময় করে তুলতে পারেন।

১৯। ধার্মিকদের ও পাপীদের দেহ

সুতরাং, আমরা পুনরুত্থিত হব, সবাই নিজ নিজ অনন্তকালীন দেহ সহ, কিন্তু সবাই যে একই দেহ সহ তা নয়; কেননা যে কেউ ধার্মিক, সে স্বর্গীয় দেহ পাবে যেন স্বর্গদূতদের সঙ্গে যোগ্য রূপে কথোপকথন করতে পারে; কিন্তু যে পাপী, সে অনন্তকালীন দেহ পাবে, এমন দেহ যা পাপের দণ্ড বহন করতে উপযোগী, যেন কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়ে অনন্তকাল ধরে আগুনে পুড়তে থাকে।

আমরা ওষ্ঠে ঈশ্বরনিন্দা করি, ওষ্ঠে প্রার্থনা করি। দেহে অশুচি কর্ম সাধন করি, দেহে চিরকৌমার্য পালন করি। হাত দিয়ে চুরি করি, হাত দিয়ে অর্থদান করি; ইত্যাদি। সুতরাং, যেহেতু দেহটা সবকিছুতে আমাদের সেবা করেছে, সেও ভাবীকালে আমাদের সঙ্গে অতীতের ফলের অংশী হবে।

২০। পাপ থেকে পুনরুত্থান করার দৃঢ় সঙ্কল্প

অতএব, হে ভাইবোনেরা, এসো, আমাদের দেহ বিষয়ে সংযত থাকি, সেই দেহ যে কেমন যেন আমাদের নিজেদেরই চেয়ে আলাদা জিনিস, সেই অনুসারে যেন তা অপব্যবহার না করি। ভ্রান্তমতপন্থীদের মত আমরাও যেন না বলি, 'আলাদা এই জিনিস হলো আমাদের দেহের বসন', বরং যেন আমাদের আপন বিষয়েরই মত তার প্রতি যত্নবান হই।

কেননা দেহের মধ্য দিয়ে যা কিছু করে থাকি, সেই ব্যাপারে প্রভুর কাছে আমাদের হিসাব দিতে হবে। এমনটা বলো না, কেউই আমাকে দেখে না; এমনটা ভেবো না, আমার কর্মের কোনও সাক্ষী নেই। মানব সাক্ষী প্রায়ই নাও থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের গড়েছেন যিনি, যিনি ভুল-না-করা সাক্ষী, তিনি স্বর্গে বিশ্বস্ত, আর তুমি যা কর তিনি তা লক্ষ করেন। তাই, পাপের দাগ দেহেও থেকে যায়, কেননা, ক্ষত যেমন দেহের গভীরে

ঢুকে নিরাময় হলেও দাগটা থেকে যায়, তেমনি পাপ দেহ ও আত্মাকে ক্ষত-বিক্ষত করে, ও সেগুলোর দাগ দু'টোতেই থেকে যায়।

তেমন দাগ কেবল তাদের বেলায় মুছিয়ে দেওয়া হয় যারা বাপ্তিস্মের প্রক্ষালন গ্রহণ করে। তাই ঈশ্বর বাপ্তিস্মের দ্বারা আত্মা ও দেহের অতীতের দাগ নিরাময় করেন; ভবিষ্যতের দাগ সম্পর্কে, এসো, একে একে ও সবাই মিলে নিজেদের রক্ষা করি, যাতে এই দেহ-বসনকে শুচি অবস্থায় রক্ষিত রাখতে পারি, ও ক্ষণিকের জন্য কুকর্ম, ইন্দ্রিয়-লালসা বা অন্য যত ধরনের পাপকর্ম করার ফলে স্বর্গীয় পরিত্রাণ না হারাই, বরং ঈশ্বরের চিরকালীন রাজ্য উত্তরাধিকার রূপে পেতে পারি। এ এমন কিছু যা বিষয়ে ঈশ্বর আপন অনুগ্রহ গুণে তোমাদের সকলকে যোগ্য বলে গণ্য করুন।

২১। অক্ষুণ্ণ বিশ্বাস-সূত্র

মৃতদের পুনরুত্থান বিষয়ক প্রমাণ সম্পর্কে যা বলে এসেছি, তা যথেষ্ট হোক। এখন এসো, যে বিশ্বাস-স্বীকারোক্তি তোমরা প্রায়ই আবৃত্তি করে থাক, সেসম্পর্কে যা বলার বাকি রয়েছে, তা ব্যাখ্যা করি। সেই স্বীকারোক্তি তোমরা অধিক মনোযোগের সঙ্গেই আবৃত্তি করবে ও মনে রাখবে।

২২। বিশ্বাস-সূত্রের শেষ তিন সূত্র সম্পর্কে

যে বিশ্বাস-সূত্র আমরা আবৃত্তি করি, তার শেষ সূত্রগুলো এ, 'আমরা পাপক্ষমার উদ্দেশে এক-বাপ্তিস্মে; এক, পবিত্র, কাথলিক মণ্ডলীতে, মৃতদের পুনরুত্থানে, ও অনন্ত জীবনে বিশ্বাস করি।'

আচ্ছা, বাপ্তিস্ম ও মনপরিবর্তন সম্পর্কে আমি প্রথম ধর্মশিক্ষাগুলোর সময়ে কথা বলেছিলাম (৪৫); এবং মৃতদের পুনরুত্থান সংক্রান্ত আমার বর্তমান ব্যাখ্যা এই সূত্র সম্পর্কেই উপস্থাপন করা হয়েছিল, তথা, 'মৃতদের পুনরুত্থানে'। তাই এখন 'এক, পবিত্র, কাথলিক মণ্ডলীতে' সম্পর্কে যা কিছু বলার বাকি রয়েছে, এসো, তা উপস্থাপন করতে শেষ করি; এবিষয়ে যদিও একজন বহু কিছু বলতে পারে, তবু আমরা সংক্ষিপ্তই একটা বিবরণী দেব।

২৩। ‘কাথলিক’ শব্দের চারটি অর্থ

মণ্ডলী কাথলিক বলে অভিহিত কারণ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সারা বিশ্ব জুড়ে বিস্তৃত, ও বিশ্বব্যাপী ও যথার্থভাবে দৃশ্য কি অদৃশ্য ও স্বর্গীয় কি পার্থিব বিষয় সংক্রান্ত সেই সমস্ত ধর্মতত্ত্ব শেখায় যা মানুষের জ্ঞানে পৌঁছানো দরকার। সে কাথলিক বলে অভিহিত এ কারণেও যে, সে সমস্ত মানবজাতিকে—কর্তৃপক্ষ কি প্রজা, শিক্ষিত কি অশিক্ষিত সকলকেই সত্যকার উপাসনা-কর্মে বশীভূত করে। পরিশেষে সে কাথলিক বলে অভিহিত কারণ আত্মা ও দেহ দ্বারা যে সমস্ত ধরনের পাপ করা হয়, সে সবদিক দিয়ে তা চিকিৎসা ও নিরাময় করে। তাছাড়া কথায় কি কর্মে ও সর্বপ্রকার আত্মিক অনুগ্রহদানে মণ্ডলী সব ধরনের পবিত্রতা প্রাপ্ত।

২৪। আরোনের সেই প্রথম আহূত জনমণ্ডলী

অত্যন্ত উপযুক্ত নামে সে মণ্ডলী [অর্থাৎ আহূত সমাবেশ] বলে অভিহিত কারণ সকলকে একত্রে আহ্বান করে ও ঐক্যে সম্মিলিত করে, যেমনটি প্রভু লেবীয় পুস্তকে বলেন: *তুমি সাক্ষ্য-তাঁবুর সামনে গোটা জনমণ্ডলীকে একত্রে আহ্বান কর* (৪৬)। নিতান্ত লক্ষ্যের বিষয় যে ‘একত্রে আহ্বান’ শব্দটি শাস্ত্রগ্রন্থে এই পদেই প্রথম বারের মত উল্লিখিত, যেখানে ঈশ্বর আরোনকে মহাযাজক পদে নিযুক্ত করেন। দ্বিতীয় বিবরণে ঈশ্বর মোশিকে বলেন: *জনগণকে আমার কাছে একত্রে আহ্বান কর; আমি আমার বাণীগুলো তাদের শোনাব যেন তারা আমাকে ভয় করতে শেখে* (৪৭)। তিনি তখনও মণ্ডলী শব্দটা উল্লেখ করেন যখন সেই পাথরফলক সম্বন্ধে বলেন, *সেগুলিতে সেই সমস্ত বাণী লিপিবদ্ধ ছিল যা প্রভু তোমাদের কাছে বলেছেন সেই পর্বতে আগুনের মধ্য থেকে আহূত সমাবেশের দিনে* (৪৮), তিনি কেমন যেন আরও স্পষ্টভাবে বলতেন, সেই দিনে যখন প্রভু দ্বারা আহূত হয়ে তোমরা সম্মিলিত হয়েছ। সামসঙ্গীত-রচয়িতাও বলেন, *প্রভু, মহা জনমণ্ডলীর মাঝে আমি তোমাকে জানাব ধন্যবাদ, সুবিপুল জনতার মাঝে করব তোমার প্রশংসাবাদ* (৪৯)।

২৫। পিতরের উপরে স্থাপিত মণ্ডলী

সামসঙ্গীত-রচয়িতা আগেও বলেছিলেন, *তোমরা ইস্রায়েলের বংশধর যারা, সেই তোমরা জনমণ্ডলীতে প্রভু ঈশ্বরকে বল ধন্য* (৫০)। কিন্তু, ত্রাণকর্তার বিরুদ্ধে মতলব করার পর ইহুদীরা যখন তাঁর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, ত্রাণকর্তা বিজাতীয়দের মধ্য থেকেই দ্বিতীয় একটাকে তথা খ্রিষ্টিয়ানদের এই আমাদের পবিত্র মণ্ডলীকে গেঁথে তুললেন যা বিষয়ে পিতরকে বলেছিলেন, *এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব, আর পাতালের দ্বার তার উপরে জয়ী হবে না* (৫১)। এবং উভয় বিষয় সম্পর্কে ভাববাণী দিতে গিয়ে তিনি বিচ্যুতদের সেই প্রথম দল সম্বন্ধে স্পষ্ট বলেছিলেন, *আমি অপকর্মাদের জনমণ্ডলীকে ঘৃণা করেছি* (৫২), কিন্তু দ্বিতীয়জনদের সম্বন্ধে বলেছিলেন, *প্রভু, আমি তোমার গৃহের সৌন্দর্য ভালবেসেছি* (৫৩), এবং সাথে সাথে বলে চলেন, *পবিত্রজনদের মহা সমাবেশে আমি প্রভুকে ধন্য বলব* (৫৪)।

কেননা যুদেয়ায় সেই যে একমাত্র মণ্ডলী বিচ্যুত হলে পরবর্তীকালে বিশ্বজুড়ে সেই খ্রিষ্টমণ্ডলীগুলো শতধারায় বৃদ্ধি পেতে লাগল যাদের বিষয়ে সামসঙ্গীতে লেখা আছে, *প্রভুর উদ্দেশে গাও নতুন গান, ভক্তজনদের সমাবেশে তাঁর প্রশংসাগান* (৫৫)। একই মনোভাবে, ইহুদীদের কাছে নবী বলেছিলেন, *তোমাদের নিয়ে আমি প্রীত নই—সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উক্তি;* আর সঙ্গে সঙ্গে বলে চলেছিলেন, *কেননা সূর্যের উদয় থেকে তার অস্তেই বিজাতীয়দের মাঝে আমার নাম মহান* (৫৬)। এই একই পবিত্র কাথলিক মণ্ডলী সম্বন্ধে পল তিমথির কাছে লেখেন, *[আমার ইচ্ছা,] তুমি যেন জানতে পার ঈশ্বরের গৃহের মধ্যে তোমার কেমন আচার-আচরণ করতে হয়, কেননা সেই গৃহ হল জীবনময় ঈশ্বরের মণ্ডলী, সত্যের স্তম্ভ ও দৃঢ় ভিত্তি* (৫৭)।

২৬। ‘মণ্ডলী’ নামের অর্থ

‘মণ্ডলী’ শব্দটা নানা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত, যেমনটা এফেসসের রঙ্গভূমিতে সমবেত লোকদের বিষয়ে লেখা আছে, *আর একথা বলে তিনি মণ্ডলী [সভা] ভেঙে দিলেন* (৫৮)।

আর যেহেতু কেউ যুক্তিসঙ্গত ভাবে ও সত্যকার অর্থে বলতে পারে যে, দুর্জনদের একটা মণ্ডলী আছে, আর আমি ভ্রান্তমতপন্থীদের সভা তথা সেই মার্কিওনপন্থী ও

মানিপন্থীদের সভারই দিকে অঙুলি নির্দেশ করছি, সেইজন্য, বিশ্বাস-সূত্র ঠিক এই কারণেই এখন 'এক, পবিত্র, কাথলিক মণ্ডলীতে' সূত্রটা যত্ন সহকারে তোমার কাছে সম্প্রদান করেছে, যাতে তুমি তাদের জঘন্য সভা থেকে দূরে পালিয়ে সেই পবিত্র কাথলিক মণ্ডলীকে আঁকড়িয়ে ধরে থাক যে মণ্ডলীতে তুমি নবজন্ম লাভ করেছ।

আর যখন ভ্রমণকালে তোমাকে অন্যান্য শহরে থাকতে হয়, তখন তুমি এমনি 'প্রভুর ঘর কোথায়?' বলে অনুসন্ধান করবে না, কেননা ভক্তিহীনদের অন্যান্য উপদলও, এমনকি ভ্রান্তমতপন্থীরাও নিজেদের আস্তানাকে প্রভুর ঘর বলে; এমনি 'মণ্ডলী কোথায়?' বলেও অনুসন্ধান করবে না, তুমি বরং অনসন্ধান করবে 'কাথলিক মণ্ডলী' কোথায়।

কেননা এটিই এই পবিত্র মণ্ডলীর, আমাদের সকলের জননীর প্রকৃত নাম, সেই যে মণ্ডলী ঈশ্বরের একমাত্র জনিত পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিষ্টের কনেও, কেননা লেখা আছে, *খ্রিষ্ট মণ্ডলীকে ভালবাসলেন ও তার জন্য নিজেকে সঁপে দিলেন* ... (৫৯) ইত্যাদি বাণী; তাছাড়া মণ্ডলী নিজের মধ্যে বহন করে সেই ঊর্ধ্বের যেরুশালেমেরই দৃষ্টান্ত ও প্রতিমূর্তি, যে *যেরুশালেম স্বাধীনা ও আমাদের সকলের জননী* (৬০), যা আগে ছিল বন্ধ্যা, এখন অগণিত সন্তানসন্ততির মাতা (৬১)।

২৭। মণ্ডলীর অভ্যন্তরে অনুগ্রহদান, সাক্ষ্যদান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রাক্তন কনে বিচ্যুত হয়েছে বিধায় ঈশ্বর এ দ্বিতীয়টায় তথা কাথলিক মণ্ডলীতে—পলের কথা অনুসারে—*প্রথমত প্রেরিতদূতদের, দ্বিতীয়ত নবীদের, তৃতীয়ত শিক্ষাগুরুদের বিশেষ পদে বসিয়েছেন; তারপরে আসে পরাক্রম-কর্ম, তারপর আরোগ্যদানের অনুগ্রহদান, এবং উপকারিতার, শাসনের, ও নানা ভাষায় কথা বলার অনুগ্রহদান* (৬২) ও সমস্ত ধরনের সদ্‌গুণ যেমন: প্রজ্ঞা, উপলব্ধি, আত্মসংযম, ন্যায্যতা, দয়া, মানবতা, নির্যাতনে অপরাজেয় সহিষ্ণুতা।

এ মণ্ডলী *ডান ও বাঁ পাশে ধর্মময়তার অস্ত্র ধারণে, গৌরব ও অপমান দ্বারা* (৬৩) সর্বপ্রথমে নির্যাতনে ও সঙ্কটে সহনশীলতার বিভিন্ন পুষ্পে খচিত নানা মালায় পবিত্র সাক্ষ্যমরদের ভূষিত করল; এখন কিন্তু, এ শান্তির কালে, ঈশ্বরের অনুগ্রহে সে রাজাদের, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিত্বদের ও পরিশেষে যত শ্রেণি ও স্তরের মানুষের কাছ থেকে

যথোচিত সম্মান গ্রহণ করে। এমনকি, বিভিন্ন জায়গায় বিস্তৃত জাতির রাজাদের নিজেদের রাজ-অধিকারের একটা সীমা রয়েছে; কিন্তু কেবল পবিত্র কাথলিক মণ্ডলীই সারা বিশ্ব জুড়েই সীমাহীন অধিকার ভোগ করে; কারণ যেমন লেখা আছে, *ঈশ্বর শান্তিকে করলেন তার সীমা* (৬৪)। কিন্তু, যদি আমি মণ্ডলী সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে কথা বলতে ইচ্ছা করতাম, তবে আমার উপদেশের জন্য আরও বেশি সময় লাগত।

২৮। বিশ্বাস-সূত্রের শেষ সূত্র

এ পবিত্র কাথলিক মণ্ডলীতে থেকে উজ্জ্বল আদেশ ও নির্দেশে উদ্বুদ্ধ ও গঠিত হয়ে আমরা স্বর্গরাজ্য লাভ করব, ও উত্তরাধিকার রূপে অনন্ত জীবন ভোগ করব। প্রভুর কাছ থেকে তা পাবার জন্য আমরা সবকিছু সহ্য করে থাকি, কারণ আমাদের লক্ষ্য সামান্য ব্যাপার নয়, বরং অনন্ত জীবন লাভ, এই তো আমাদের প্রচেষ্টা। এজন্য বিশ্বাস-স্বীকারোক্তিতে 'মাংসের পুনরুত্থানে' (অর্থাৎ মৃতদের পুনরুত্থানে) সূত্রের পরে (যা বিষয়ে আমরা আগেই কথা বলেছি) আমরা এমন শিক্ষা পাই যেন সেই 'অনন্ত জীবনেও' বিশ্বাস করি যা আমাদের খ্রিষ্টিয়ানদের প্রচেষ্টার লক্ষ্য।

২৯। অনন্ত জীবন, অর্থাৎ চিরকাল ধরে প্রভুর সঙ্গে থাকা

সুতরাং, প্রকৃত ও সত্যকার জীবন হল সেই পিতা যিনি পবিত্র আত্মায় পুত্রের দ্বারা স্বর্গীয় দানগুলি যেন ঝরনা থেকেই বর্ষণ করেন, এবং তাঁর প্রসন্নতার খাতিরে অনন্ত জীবনের মঙ্গল মানুষ-আমাদেরও কাছে সত্যিকারে প্রতিশ্রুত।

তেমন প্রতিশ্রুতির বস্তু অসম্ভব বলে জ্ঞান করায় আমরা যেন আমাদের বিশ্বাস খর্ব না করি, বরং আমাদের নিজেদের দুর্বলতার উপরে নয়, তাঁর প্রতাপেরই উপরে চোখ নিবদ্ধ রেখে আমরা তা বিশ্বাস করব, কেননা *ঈশ্বরের পক্ষে সবই সাধ্য* (৬৫)।

এবং সেই প্রতিশ্রুতির বস্তু যে সম্ভবপর, ও আমরা যে অনন্ত জীবন প্রতীক্ষা করতে পারি, সেবিষয়ে দানিয়েল ঘোষণা করেন, *এবং যারা অনেককে ধর্মিষ্ঠতা বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেছে, তারা চিরদিন চিরকাল ধরে তারানক্ষত্রের মত উজ্জ্বল হবে* (৬৬)। এবং পল বলেন, *আর এইভাবে আমরা চিরকালের মত প্রভুর সঙ্গে থাকব* (৬৭); কেননা 'চিরকালের মত প্রভুর সঙ্গে থাকব' বলায় তিনি অনন্ত জীবনেরই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ

করেন। প্রকৃতপক্ষে প্রভু নিজেই সুসমাচারে সুস্পষ্টভাবে বলেন, *আর এরা অনন্ত দণ্ডে চলে যাবে, কিন্তু ধার্মিকেরা অনন্ত জীবনে প্রবেশ করবে* (৬৮)।

৩০। বিশ্বাস ও সাক্ষ্যমরণ, এবং আজ্ঞাপালন

অনন্ত জীবন সংক্রান্ত প্রমাণ বহুবিধ। আর আমরা যখন অনন্ত জীবন পেতে ইচ্ছা করি, তখন ঐশশাস্ত্র তা অর্জন করার পথসমূহ উপস্থাপন করে। আমাদের এ উপদেশের দৈর্ঘ্যের কারণে আমরা এ পথসমূহ থেকে অল্প কয়েকটা পাঠ্য মাত্রই তোমাদের সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি; বাকি যা, আগ্রহী যারা, তা তাদেরই অনুসন্ধানের জন্য ফেলে রাখছি।

শাস্ত্রে এক সময় বলে যে, অনন্ত জীবন বিশ্বাস দ্বারা অর্জনীয়, কেননা লেখা আছে, *পুত্রের প্রতি যে বিশ্বাস রাখে, সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে* (৬৯), ইত্যাদি; আরও, তিনি নিজে বলেন, *আমি তোমাদের সত্যি সত্যি বলছি, যে আমার বাণী শোনে, ও যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁকে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন পেয়ে গেছে* (৭০), ইত্যাদি। আর এক স্থানে আমরা পড়ি যে, সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে তা অর্জনীয়; কেননা তিনি বলেন, *ফসলকাটিয়েরা মজুরি পাচ্ছে, ও অনন্ত জীবনের উদ্দেশে ফসল সংগ্রহ করে যাচ্ছে* (৭১)।

আর এক স্থানে আমরা পড়ি যে, খ্রিষ্টের খাতিরে সাক্ষ্যমরণ-বরণ ও স্বীকারোক্তি দ্বারা তা অর্জনীয়, কেননা তিনি বলেন, *এই জগতে নিজের প্রাণকে যে ঘৃণা করে, সে অনন্ত জীবনের উদ্দেশে তা রক্ষা করে* (৭২)। আরও, ধন ও আত্মীয়স্বজনের চেয়ে খ্রিষ্টকে প্রাধান্য দেওয়ায়ও সেই জীবন অর্জনীয়: *আর যে কেউ আমার নামের জন্য ভাই, কি বোন … সে উত্তরাধিকাররূপে অনন্ত জীবন পাবে* (৭৩)।

উপরন্তু, আজ্ঞাপালনের মাধ্যমেও তা অর্জনীয়: *তুমি ব্যভিচার করবে না, তুমি নরহত্যা করবে না* (৭৪) ইত্যাদি; সেসময় তিনি সেই লোককে উত্তর দিচ্ছিলেন যে তাঁকে এসে বলেছিল, *মঙ্গলময় প্রভু, অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী হবার জন্য আমাকে কী করতে হবে?* (৭৫)

তাছাড়া, তা অর্জনীয় কুকর্ম ত্যাগ ক'রে ঈশ্বরের সেবা করার মাধ্যমে, কেননা পল বলেন, *কিন্তু এখন, পাপের হাত থেকে মুক্ত হয়ে ও ঈশ্বরের সেবায় উত্তীর্ণ হয়ে তোমরা পবিত্রতাজনক ফল পাচ্ছ, আর এর শেষ পরিণাম অনন্ত জীবন* (৭৬)।

৩১। অনন্ত জীবনে প্রবেশদ্বার বহু

সুতরাং, অনন্ত জীবন খুঁজে পাবার পথ বহুবিধ, যদিও আমি সেগুলোর সংখ্যার কারণে অনেক কিছু উপস্থাপন করিনি। কেননা মানবপ্রেমিক প্রভু একটা বা দু'টো নয়, বহু দরজা খুলে দিয়েছেন যা দ্বারা অনন্ত জীবনে প্রবেশ করা যেতে পারে যাতে, যতদূর তাঁর উপর নির্ভর করে ততদূরে, সকলেই বাধাগ্রস্ত না হয়ে তা ভোগ করতে পারে।

অনন্ত জীবন সম্পর্কে যা কিছু সম্পর্কযুক্ত, তা বলে আপাতত আমার বক্তব্য শেষ করছি; বিশ্বাস ক্ষেত্রে আমরা যা যা স্বীকার করে থাকি, এটিই শেষ ধর্মতত্ত্ব ও বিশ্বাস-সূত্রের শেষ সূত্র। শিক্ষক ও শ্রোতা আমরা সবাই যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহে তেমন জীবন ভোগ করতে পারি।

৩২। আলোপ্রত্যাশীদের সমাপ্তি উপদেশ

আর এখন, প্রিয় ভাইবোনেরা, এই শিক্ষাবাণী তোমাদের সকলকে উৎসাহিত করছে যেন স্বর্গীয় দান গ্রহণের জন্য নিজেদের আত্মা প্রস্তুত কর। যে পবিত্র ও প্রৈরিতিক বিশ্বাস স্বীকার করার জন্য তোমাদের কাছে সম্প্রদান করা হয়েছে, সেসম্পর্কে আমরা প্রভুর অনুগ্রহ গুণে এ চল্লিশদিন ব্যাপী প্রস্তুতিকালের শেষ দিনগুলোতে যতখানি সম্ভব ততখানি ধর্মশিক্ষা উপস্থাপন করেছি।

যা বলা হয়েছে, তা যে যা আমাদের বলা দরকার ছিল, তা-ই, তা নয়, কেননা বাতিল করা বিষয়গুলো বহু; আর এ বাকি বিষয়গুলো হয় তো আরও বেশি দক্ষ শিক্ষকদের দ্বারা আরও উত্তম রূপে শেখানো হবে। কিন্তু পাস্কা পবিত্র দিন কাছে এসে গেছে, আর তোমরা, খ্রিষ্টে হে আমার প্রিয়জন, নবজন্মদানকারী জলপ্রক্ষালন দ্বারাই আলোকিত হতে চলেছ। সুতরাং, তেমনটা ঈশ্বর ইচ্ছা করলে তবে তোমরা পুনরায় সেবিষয়ে শিক্ষা পাবে যা দাবিকৃত, যেমন, তোমাদের আহ্বান করার সময়ে কেমন ভক্তি সহকারে ও কোন্ নিয়ম অনুসারে তোমাদের প্রবেশ করতে হবে, কোন্ লক্ষ্যে বাপ্তিস্ম

সংক্রান্ত প্রতিটি পবিত্র রহস্য-কর্ম সম্পাদিত, আত্মিক ও স্বর্গীয় রহস্যাদি ভোগ করার জন্য কেমন ভক্তি সহকারে ও কোন্ নিয়ম অনুসারে তোমাদের বাপ্তিস্ম থেকে ঈশ্বরের পবিত্র বেদি অভিমুখে এগিয়ে যেতে হবে, যাতে তোমাদের আত্মা তেমন পূর্বশিক্ষার বাণীতে আলোকিত হলে তোমরা প্রতিটি বিষয়ে সেই দানগুলোর মহত্ত্ব আবিষ্কার করতে পার যা ঈশ্বর তোমাদের উপর বর্ষণ করতে যাচ্ছেন।

৩৩। **বাকি ধর্মতত্ত্বসমূহ সম্পর্কে**

পবিত্র ও পরিত্রাণদায়ী পাস্কা দিনের পরবর্তী দিনগুলোতে, সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন থেকে, তোমরা ধর্মানুষ্ঠানের পরে পুনরুত্থান নামক পুণ্যালয়েতে এসে, ঈশ্বর তেমনটা ইচ্ছা করলে, তবে তোমরা অন্য ধর্মশিক্ষা শুনতে পারবে।

সেই ধর্মশিক্ষাগুলোতে, বাপ্তিস্ম গ্রহণের আগে যা যা সম্পাদিত হয়েছে, ধাপে ধাপে সেগুলোর কারণ সম্পর্কে পুনরায় তোমাদের শিক্ষা দেওয়া হবে, ও তোমরা সেবিষয়ে পুরাতন ও নূতন নিয়ম থেকে নেওয়া প্রমাণও পাবে, যেমন: প্রথমত, বাপ্তিস্ম গ্রহণের পূর্বক্ষণে যা যা সম্পাদিত হয়েছে সেসম্পর্কে (৭৭); তারপর (৭৮), কেমন করে *জলপ্রক্ষালনে বচনের মধ্য দিয়ে* (৭৯) প্রভু দ্বারা সমস্ত পাপ থেকে তোমাদের শুদ্ধ করা হয়েছে; কেমন করে তোমরা খ্রিষ্টের যাজকীয় নামের অংশী হয়ে উঠেছ (৮০); কেমন করে পবিত্র আত্মার সহভাগিতার মুদ্রাঙ্কন তোমাদের দেওয়া হয়েছে (৮১)।

পরে (৮২), নবসন্ধির বেদিপ্রান্তে সম্পাদিত সেই রহস্যগুলো সম্পর্কে শিক্ষা পাবে যেগুলোর উৎপত্তি এই স্থান থেকে হয়েছিল: অর্থাৎ ঐশশাস্ত্র আমাদের কি সম্প্রদান করেছে, এ রহস্যগুলোর প্রতাপময় কার্যকারিতা কি, কোন্ মনোভাবে এ রহস্যগুলো অভিমুখে এগিয়ে যাওয়া দরকার, ও কবে ও কেমন করে সেই রহস্যগুলো গ্রহণ করে নিতে হবে, এসমস্ত বিষয়ে তোমাদের শিক্ষা দেওয়া হবে (৮৩)।

অবশেষে তোমরা এসম্পর্কেও শিক্ষা পাবে, তথা, এসময় থেকে তোমাদের কেমন ব্যবহার করতে হবে যাতে কথাকর্মে তোমাদের আচরণ এইমাত্র গৃহীত অনুগ্রহের যোগ্য আচরণ হতে পারে; তবেই তোমরা সবাই অনন্ত জীবন ভোগ করতে পারবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে তবে এসমস্ত কিছু তোমাদের বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

৩৪। পরিত্রাণদায়ী সেই জলপ্রক্ষালন

শেষ কথা, হে আমার ভাই, তোমরা প্রভুতে নিত্যই আনন্দে থাক। আবার বলছি, আনন্দেই থাক, কেননা তোমাদের মুক্তি কাছে এসে গেছে [৮৪], এবং স্বর্গীয় দূতবাহিনী তোমাদের পরিত্রাণের প্রতীক্ষায় আছেন।

এবং ইতিমধ্যে সেই কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে, যেমন লেখা আছে, *একজনের কণ্ঠস্বর মরুপ্রান্তরে চিৎকার করে বলছে: 'প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর'*[৮৫]; এবং নবী চিৎকার করে বলছেন, *ওহে তৃষিত লোকসকল, জলের কাছে এসো* [৮৬], এবং পর পরেই *আমার কথা কান পেতে শোন, তবেই তোমরা উৎকৃষ্ট খাদ্য খাবে, ও তোমাদের আত্মা মঙ্গলময় সবকিছুতে তৃপ্তি পাবে* [৮৭]।

এবং অল্প সময়ের মধ্যে তোমরা এই উৎকৃষ্ট বচন শুনবে, *হে নব যেরুশালেম, আলোমণ্ডিতা হও, আলোমণ্ডিতা হও, কারণ তোমার আলো এসে গেছে* [৮৮]। এ যেরুশালেম সম্পর্কে নবী বলেছিলেন, *তারপর তোমাকে ধর্মময়তার নগরী ও বিশ্বস্ত নগরী বলে ডাকা হবে* [৮৯], কেননা সিয়োন থেকে এল বিধানের বাণী, ও যেরুশালেম থেকে এল সেই প্রভুর বাণী যা সেসময় থেকে সারা জগতের উপরে বর্ষণ করা হয়েছে [৯০]। তোমাদেরই উদ্দেশ করে নবী বলেছিলেন, *তুমি চারদিকে চোখ তুলে দেখ, তোমার শিশুরা সকলে সমবেত হচ্ছে* [৯১], তাতে নগরী উত্তরে বলে, *এ কারা উড়ে আসছে মেঘের মত, ও কপোতের মত নিজ শিশুদের নিয়ে আমার কাছে আসছে?* [৯২]। এখানে 'মেঘ' এর কথা তাদের আত্মিক প্রকৃতি, ও 'কপোত' তাদের শুচিতা বোঝায়। সে আবার বলে, *এমন কথা কে শুনেছে? এমন ব্যাপার কেইবা দেখেছে? একদিনেই কি কোনও দেশের জন্ম হয়? একনিমেষেই কি কোনও জাতির উদ্ভব হয়? অথচ প্রসবকাল উপস্থিত হওয়ামাত্র সিয়োন তার সন্তানদের প্রসব করল* [৯৩]।

সবকিছু অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হবে, কারণ প্রভু বলেছেন, *ওই দেখ, আমি যেরুশালেমকে পুলক স্বরূপ করব, আমার জনগণকে আনন্দ স্বরূপ করব* [৯৪]।

৩৫। বাপ্তিস্মই আমাদের পরিত্রাণ

এবাণী পুনরায় তোমাদের উপর উচ্চারিত হোক, *হে আকাশমণ্ডল, আনন্দধ্বনি তোল, হে পৃথিবী, জয়ধ্বনি তোল*, ইত্যাদি, *কারণ প্রভু আপন জনগণের প্রতি দয়া*

করেছেন, আপন জনগণের দরিদ্রদের সান্ত্বনা দিয়েছেন (৯৫)। তেমনটা ঘটবে ঈশ্বরের কৃপার দ্বারা, কেননা তিনি তোমাদের বলছেন, *আমি ঘুচিয়ে ফেলব তোমার অন্যায় সকল একটা মেঘের* মত, *তোমার যত পাপ কুয়াশার* মত (৯৬)।

কিন্তু তোমরা যারা 'বিশ্বস্ত' নামের যোগ্য বলে পরিগণিত হয়েছ, যা বিষয়ে লেখা আছে, *আমার আপন দাসেরা নতুন এক নামে অভিহিত হবে যা পৃথিবীতে আশীর্বাদের পাত্র হবে* (৯৭), সেই তোমরা সানন্দে বলবে, *ধন্য ঈশ্বর, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের পিতা, যিনি স্বর্গলোক থেকে যত আত্মিক আশীর্বাদে খ্রিষ্টে আমাদের আশিসধন্য করেছেন, যাঁর মধ্যে আমরা তাঁর রক্ত দ্বারা লাভ করি মুক্তি, অর্থাৎ অপরাধের ক্ষমা, তাঁর সেই অনুগ্রহের ঐশ্বর্য অনুসারে, যে অনুগ্রহ তিনি* (৯৮), ইত্যাদি; তারপর, *কিন্তু ঈশ্বর, দয়ায় ঐশ্বর্যবান হওয়ায়, যে মহা ভালবাসায় আমাদের ভালবাসলেন, অপরাধের ফলে মৃত ছিলাম যে আমরা এই আমাদের তিনি খ্রিষ্টের সঙ্গে সঞ্জীবিত করে তুলেছেন* (৯৯), ইত্যাদি।

একইপ্রকারে তোমরাও মঙ্গলবিধাতা প্রভুর প্রশংসাবাদ করে বল, *কিন্তু যখন আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের করুণা ও মানবজাতির প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রকাশিত হল, তখন তা যে আমাদের নিজেদের কোন সৎকর্মের ফলে ঘটেছে, তেমন নয়, বরং নিজ দয়া গুণেই তিনি আমাদের পরিত্রাণ করলেন সেই জলপ্রক্ষালন দ্বারা যা নবজন্ম ও পবিত্র আত্মার নবীকরণ দান করে। সেই আত্মাকে তিনি আমাদের উপর প্রচুর পরিমাণে বর্ষণ করেছেন আমাদের ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিষ্টের মাধ্যমে, যেন তাঁরই অনুগ্রহে ধর্মময় বলে সাব্যস্ত হয়ে উঠে আমরা প্রত্যাশা অনুসারে অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী হয়ে উঠতে পারি* (১০০)। আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের ঈশ্বর, সেই গৌরবের পিতা, *তাঁকে গভীরতর ভাবে জানবার জন্য তোমাদের প্রজ্ঞা ও ঐশরহস্য-উপলব্ধির আত্মা দান করুন ও তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি আলোকিত করে তুলুন* (১০১)।

তিনি তোমাদের সৎকর্ম সাধনে, কথায় ও চিন্তায় তোমাদের নিত্যই পালন করুন। আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের দ্বারা, পবিত্র আত্মার সঙ্গে, তাঁরই গৌরব, সম্মান ও পরাক্রম হোক, এখন ও সর্বকালে, অনন্তকালীন সীমাহীন যুগে যুগান্তরে। আমেন।

---

(১) এজে ৩৭:১।

(২) ইশা ৪০:১২।

(৩) মথি ৩:১২ দ্রঃ।

(৪) ক্লেমেণ্টের ১ম পত্র ২৫-২৭ দ্রঃ।

(৫) যাত্রা ৩:৬।

(৬) আদি ১৮:২৫।

(৭) যাত্রা ৪:৩ দ্রঃ।

(৮) গণনা ১৭:২৩ দ্রঃ।

(৯) যোব ১৪:৯।

(১০) আদি ১৯:২৬ দ্রঃ।

(১১) যাত্রা ৪:৬-৭ দ্রঃ।

(১২) আদি ২:৭।

(১৩) আদি ১:১ ইত্যাদি দ্রঃ।

(১৪) আদি ১৮:২৫।

(১৫) আদি ১:২০; ৩:১৯ দ্রঃ।

(১৬) সাম ১:৫।

(১৭) যোব ৭:৯।

(১৮) সাম ১১৫:১৭।

(১৯) যোব ৭:৯।

(২০) যোব ৭:১০।

(২১) ২ পি ৩:১৩ দ্রঃ।

(২২) যোব ১৪:৭-১০।

(২৩) যোব ১৪:১৪।

(২৪) যোব ১৯:২৫-২৬।

(২৫) ইশা ২৬:১৯।

(২৬) এজে ৩৭:১২।

(২৭) দা ১২:২।

(২৮) যোহন ১১:৩৯-৪৪ দ্রঃ।

(২৯) লুক ৭:১৫-১৬ দ্রঃ।

(৩০) মথি ২৭:৫২।

(৩১) ১ করি ১৫:২০।

(৩২) ১ রাজা ১৭:১৭-২৪ দ্রঃ।

(৩৩) ২ রাজা ২১:৩৭ দ্রঃ।

(৩৪) ২ রাজা ১৩:২১ দ্রঃ।

(৩৫) প্রেরিত ১৯:১২ দ্রঃ।

(৩৬) প্রেরিত ২০:৭-১২ দ্রঃ।

(৩৭) ১ করি ১৫:৩৫।

(৩৮) ১ করি ১৫:১৩।

(৩৯) ১ করি ১৫:৩৬।

(৪০) ১ থে ৪:১৩-১৫।

(৪১) ১ থে ৪:১৬।

(৪২) ১ করি ১৫:৫৩।

(৪৩) ১ করি ১৫:৪৪ দ্রঃ।

(৪৪) দা ১২:৩।

(৪৫) ধর্মশিক্ষা ২:৩ দ্রঃ।

(৪৬) লেবীয় ৮:৩।

(৪৭) দ্বিঃবিঃ ৪:১০।

(৪৮) দ্বিঃবিঃ ১০:৪।

(৪৯) সাম ৩৫:১৮ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(৫০) সাম ৬৮:২৭।

(৫১) মথি ১৬:১৮।

(৫২) সাম ২৬:৫।

(৫৩) সাম ২৬:৮।

(৫৪) সাম ২৬:১২।

(৫৫) সাম ১৪৯:১।

(৫৬) মালা ১:১০-১১।

(৫৭) ১ তি ৩:১৫।

(৫৮) প্রেরিত ১৯:৪১।

(৫৯) এফে ৫:২৫।

(৬০) গা ৪:২৬।

(৬১) গা ৪:২৭ দ্রঃ।

(৬২) ১ করি ১২:২৮।

(৬৩) ২ করি ৬:৭-৮।

(৬৪) সাম ১৪৭:১৪ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(৬৫) মথি ১৯:২৬।

(৬৬) দা ১২:৩।

(৬৭) ১ থে ৪:১৭।

(৬৮) মথি ২৫:৪৬।

(৬৯) যোহন ৩:৩৬।

(৭০) যোহন ৫:২৪।

(৭১) যোহন ৪:৩৬।

(৭২) যোহন ১২:২৫।

(৭৩) মথি ১৯:২৯।

(৭৪) মার্ক ১০:১৯।

(৭৫) মার্ক ১০:১৭।

(৭৬) রো ৬:২২।

(৭৭) ধর্মশিক্ষা ১৯:১ দ্রঃ।

(৭৮) ধর্মশিক্ষা ২০:২ দ্রঃ।

(৭৯) এফে ৫:২৬।

(৮০) প্রেরিতদূত পিতরের ১ম পত্র অনুসারে (১ পি ২:৯) বাপ্তিস্ম মানুষকে খ্রিষ্টের রাজকীয় যাজকত্বের অংশী করে তোলে। প্রাচীনতম খ্রিষ্টতত্ত্ব অনুসারে (যেমন ইগ্নাসিউস, যুস্তিনুস, ইরেনেউস ইত্যাদি পিতৃগণ) পিতা ঈশ্বর এমনটা ইচ্ছা করেছিলেন, তাঁর আপন পুত্র সার্বিক বা সার্বজনীন যাজক হিসাবে তৈলাভিষিক্ত হবেন তিনি যেন স্রষ্টার কাছে মানবজাতিকে পবিত্রীকৃত করেন; সেইসঙ্গে তিনি এমনটাও ইচ্ছা করেছিলেন, তাঁর দত্তক সন্তানেরাও তৈলাভিষিক্ত হবে তারাও যেন 'পবিত্র খ্রিষ্ট' অর্থাৎ 'পবিত্র তৈলাভিষিক্ত' যাজক হিসাবে উপরোল্লিখিত রাজকীয় যাজকত্ব (১ পি ২:৯) অনুশীলন করতে পারে (অর্থাৎ তারাও যেন স্রষ্টার কাছে মানবজাতিকে উৎসর্গীকৃত করতে পারে)।
এখানে সাধু সিরিল একই ধারণা ধ্বনিত করেন।

(৮১) ধর্মশিক্ষা ২১:৩ দ্রঃ।

(৮২) ধর্মশিক্ষা ২২:৪ দ্রঃ।

(৮৩) ধর্মশিক্ষা ২৩:৫ দ্রঃ।

(৮৪) ফিলি ৩:১; ৪:৪; লুক ২১:২৮ দ্রঃ।

(৮৫) ইশা ৪০:৩।

(৮৬) ইশা ৫৫:১।

(৮৭) ইশা ৫৫:২।

(৮৮) ইশা ৬০:১।

(৮৯) ইশা ১:২৬।

(৯০) ইশা ২:৩ দ্রঃ।

(৯১) ইশা ৪৯:১৮।

(৯২)ইশা ৬০:৮।

(৯৩) ইশা ৬৬:৮।

(৯৪) ইশা ৬৫:১৯।

(৯৫) ইশা ৪৯:১৩।

(৯৬) ইশা ৪৪:২২।

(৯৭) ইশা ৬৫:১৫-১৬।

(৯৮) এফে ১:৩, ৭।

(৯৯) এফে ২:৪-৫।

(১০০) তীত ৩:৪-৭।

(১০১) এফে ১:১৭-১৮।

রহস্যগুলি বিষয়ক পঞ্চ ধর্মশিক্ষা

যা সদ্য-আলোপ্রাপ্তদের উদ্দেশে উপস্থাপিত

১৯শ ধর্মশিক্ষা

ওরফে রহস্যগুলি বিষয়ক ১ম ধর্মশিক্ষা

- বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানরীতি -

এ ধর্মশিক্ষা পাস্কা-রবিবারের পরবর্তী সোমবারে এউখারিস্তিয়া অনুষ্ঠানের পরে 'আনাস্তাসিস' (পুনরুত্থান) পুণ্যালয়তে পরিবেশন করা হয়েছিল। ধর্মশিক্ষাটা সেই প্রধান প্রধান অনুষ্ঠানরীতি ব্যাখ্যা করে যা আগে বাপ্তিস্মালয়ের অলিন্দে পালন করা হয়েছিল, হয় পুণ্য শুক্রবারে বিকেল তিনটে (সাধু জন খ্রিসোস্তমোসের লেখা 'বাপ্তিস্ম বিষয়ক ধর্মশিক্ষা' অনুসারে), না হয় পুণ্য শনিবারে সন্ধ্যাকালে (সাধু আম্ব্রোজের লেখা 'সাক্রামেন্তগুলি প্রসঙ্গ' ১:২… অনুসারে)। এখানে যেরুশালেমেরই অনুষ্ঠানরীতি বর্ণনা করা হলো, তথা :

১। শয়তানকে, তার কর্মকাণ্ড ও তার আকর্ষণ প্রত্যাখ্যান, ও দিয়াবলকে উপাসনা ;

২। বাপ্তিস্ম-চুক্তি ও খ্রিষ্টের প্রতি বিশ্বস্ততা-স্বীকারোক্তি।

মিতাচারী হও, জাগ্রত থাক (১) বচন থেকে পত্রের শেষ পর্যন্ত পিতরের ১ম কাথলিক পত্র পাঠের পরে পরিবেশিত রহস্যগুলি বিষয়ক ১ম ধর্মশিক্ষা, যা সদ্য-আলোপ্রাপ্তদের উদ্দশে উপস্থাপিত।

১। বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠান বিষয়ে প্রারম্ভিক আলোচনা

হে মণ্ডলীর নবজাত ও কাঙ্ক্ষিত সন্তানেরা, বেশ কিছু দিন ধরেই আমি এই আত্মিক ও স্বর্গীয় রহস্যগুলো বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে আকাঙ্ক্ষা করে আসছি। কিন্তু, যেহেতু আমি ভালই জানতাম যে, কানের চেয়ে চোখই অধিক বিশ্বাসযোগ্য, সেজন্য এই বর্তমান ক্ষণের জন্য অপেক্ষা করলাম, যাতে তোমাদের সাম্প্রতিক

অভিজ্ঞতার ফলে আমার উপদেশের প্রতি তোমাদের অধিকতর ভাবে উন্মুক্ত পেয়ে আমি আমাদের সম্মুখীন পরমদেশের অধিক আলোময় ও সুরভিত বাগানে তোমাদের হাত ধরে চালিত করতে পারি। বিশেষভাবে একারণে যে, তোমরা ঐশ্বরিক ও জীবনদানকারী জলপ্রক্ষালন গ্রহণের জন্য যোগ্য বলে পরিগণিত হওয়ার পর ইতিমধ্যে তোমাদের পবিত্রতম রহস্যগুলো গ্রহণের জন্য উপযোগী করে তোলা হয়েছে।

সুতরাং, যেহেতু সিদ্ধতর (২) রহস্য-তত্ত্বের ভোজনপাট আয়োজন করার সময় এবার এসে গেছে, সেজন্য আমরা সেই বাণী যত্ন সহকারেই প্রদান করব যাতে করে, বাপ্তিস্মের সেই রাত্রিতে তোমাদের যা যা ঘটেছে তা তোমরা উপলব্ধি করতে পার।

২। ফারাওকে ওরফে শয়তানকে প্রত্যাখ্যান

সর্বপ্রথমে, তোমরা বাপ্তিস্মালয়ের অলিন্দে প্রবেশ করেছ, এবং সেখানে পশ্চিম দিকে ফিরে হাত বাড়াবার আদেশ শুনেছ; এবং শয়তান কেমন যেন উপস্থিত থাকতেই তোমরা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছ (৩)। এখন তোমাদের পক্ষে এ জানা একান্ত প্রয়োজন যে, এই অনুষ্ঠানের পূর্বপ্রতীক প্রাচীন ইতিহাসে উল্লিখিত। কেননা যখন কড়া ও নিষ্ঠুর স্বৈরশাসক সেই ফারাও হিব্রুদের সেই স্বাধীন ও অভিজাত জনগণকে অত্যাচার করত, তখন মিশরীয়দের অমঙ্গলকর দাসত্ব থেকে তাদের বের করে আনার জন্য ঈশ্বর মোশিকে প্রেরণ করেছিলেন। সেসময় দরজাগুলোর দুই বাজু একটা মেষশাবকের রক্ত দিয়ে লেপন করা হয়েছিল যাতে যে যে ঘর রক্তের চিহ্নে চিহ্নিত ছিল সেই সংহারক সেই ঘরগুলো রেহাই দেন; তাতে হিব্রু জনগণ অপরূপ ভাবে বিমুক্ত হয়ে উঠল। তথাপি এরা মুক্তি পাবার পর শত্রু এদের ধাওয়া করল (৪), ও দেখতে পেল সাগর অলৌকিক ভাবে তাদের সামনে বিভক্ত হচ্ছিল। কিন্তু তবুও শত্রু পদে পদে তাদের পিছনে পিছনে চলায় ক্ষান্ত না হওয়ার ফলে হাঠাৎ করে লোহিত সাগরের বুকে নিমজ্জিত ও কবলিত হল।

৩। মোশি ও খ্রিষ্ট

এখন আমার সঙ্গে প্রাচীন বাস্তবতা থেকে নবীন বাস্তবতার দিকে, প্রতীক থেকে প্রকৃত সত্যের দিকে এগিয়ে চল। সেখানে ছিলেন সেই মোশি যাঁকে ঈশ্বর দ্বারা মিশরে পাঠানো হয়েছিল; এখানে রয়েছেন সেই খ্রিষ্ট যিনি পিতা দ্বারা জগতে প্রেরিত। সেখানে

লক্ষ্য ছিল অত্যাচারিত জনগণকে মিশর থেকে বের করে আনা; এখানে লক্ষ্য হল, খ্রিষ্ট যেন তাদের নিস্তার করেন যারা জগতে পাপের ভারে পরিশ্রান্ত। সেখানে একটা মেষশাবকের রক্তই হল সেই সংহারকের পথ পাল্টাবার কারণ; এখানে নিষ্কলঙ্ক মেষশাবক যিশু খ্রিষ্টের রক্তই (৫) অপদূতদের বিরুদ্ধে আশ্রয়স্থল। সেখানে সেই স্বৈরশাসক প্রাচীনকালীন সেই জনগণকে সাগর পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল; এখানে অমঙ্গলের প্রধান ও ধূর্ত সেই দুঃসহসী অপদূত নিজেই পরিত্রাণের উৎসধারা পর্যন্তই তোমার পিছু পিছু লেগে থাকল। সেই অপদূত সাগরে নিমজ্জিত হয়েছিল, এটি পরিত্রাণের জলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

৪। শয়তানকে প্রত্যাখ্যান

তবু তুমি হাত বাড়াবার আদেশ শুনেছ, এবং কেমন যেন উপস্থিত একজনকে "শয়তান, আমি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করি" উক্তি উচ্চারণ করতেও আজ্ঞা শুনেছ। তোমরা যে পশ্চিম দিকে ফিরেছিলে, আমি এর কারণও তোমাদের ব্যাখ্যা করতে ইচ্ছা করি, কেননা তেমনটি করা সমুচিত। বাস্তবিকই পশ্চিমা হল ইন্দ্রিয়গোচর তমসার স্থান; আর যেহেতু সে নিজেই অন্ধকার হওয়ায় অন্ধকারের মধ্যে নিজের প্রভাব অনুশীলন করে, সেজন্য তোমরা প্রতীকাকারে পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে সেই অন্ধকারময় ও কালিমাময় শাসককে প্রত্যাখ্যান করেছ। সেসময়ে তোমরা এক একজন দাঁড়িয়ে কি বলেছিলে? অমঙ্গলকর ও নিষ্ঠুর স্বৈরশাসক "হে শয়তান, আমি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করি।" এর অর্থ হলো, আমি তোমার প্রতাপ আর ভয় করি না, কেননা খ্রিষ্ট আমার সঙ্গে তাঁর নিজের রক্ত ও মাংসে সহভাগিতা করায় তোমার সেই প্রতাপ পরাভূত করেছেন, যেন সেই রক্ত ও মাংস দ্বারা মৃত্যু দিয়ে *মৃত্যুকে বাতিল করতে পারেন*, আর এর ফলে যেন আমি আর *দাসত্বের অধীন না হই* (৬)। "আমি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করি", হে চালাকিপূর্ণ ও ধূর্ত সাপ। "তোমাকে প্রত্যাখ্যান করি", তুমি যে ফন্দি-ফিকির প্রিয়, তুমি যে বন্ধুত্বের ভান করে সমস্ত অধর্ম সাধন করেছ ও আমাদের আদি পিতামাতাদের মধ্যে ঈশ্বরত্যাগের ভাব ঢুকিয়েছিলে। যত অধর্মের সাধক ও সহকারী "হে শয়তান, আমি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করি।"

৫। শয়তানের কর্মকাণ্ড

তারপর, উক্তির দ্বিতীয় অংশে তুমি তো একথা বলতে শেখ, "ও তার সমস্ত কর্মকাণ্ড [আমি প্রত্যাখ্যান করি]"। শয়তানের কর্মকাণ্ড হল সমস্ত পাপকর্ম যা থেকে দূরে থাকা দরকার, ঠিক যেন এমন লোকের মত যে সবসময়ের মত স্বৈরশাসক থেকে পালিয়ে তার সমস্ত অস্ত্রও ফেলে দেয়। হ্যাঁ, সমস্ত পাপ, যেকোনো প্রকারেরই পাপ দিয়াবলের কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া একথা জেনে নাও যে, সেই ভয়ঙ্কর ক্ষণে তুমি যা কিছু উচ্চারণ কর, তা অক্ষরে অক্ষরে ঈশ্বরের পুস্তকগুলোতে লিপিবদ্ধ হয়। তাই তুমি যদি এমন কিছু কর যা তার বিপরীত, তবে তুমি শপথভঙ্গের দায়ে বিচারিত হবে (৭)। অতএব শয়তানের কর্মকাণ্ড প্রত্যাখ্যান কর; আমি বলছি, বাণীর বিপরীত (৮) যেকোন কর্ম ও চিন্তা প্রত্যাখ্যান কর।

৬। দিয়াবলের আকর্ষণ

পরে তুমি তো বল, "তার সমস্ত আকর্ষণ [আমি প্রত্যাখ্যান করি]"। দিয়াবলের আকর্ষণ হল যাত্রা-গানের নেশা, ঘোড়দৌড়ের নেশা, বন-শিকার ও সেই ধরনের অসার বস্তুর প্রতি নেশা, যা থেকে মুক্তি প্রার্থনা করতে গিয়ে সেই পবিত্র ভক্তজন ঈশ্বরকে বলেন, *অসার দৃশ্য থেকে ফেরাও আমার চোখ* (৯)। যাত্রা-গানের নেশা যেন তোমার গ্রহণীয় না হয়, কেননা সেখানে রয়েছে নায়ক-নায়িকাদের অশ্লীল অনুষ্ঠান যা হিংস্রতা ও অশোভনতায় পূর্ণ এবং মেয়েলি পুরুষদের উচ্ছৃঙ্খল নৃত্য। তাদেরও নেশাতে প্রীত হয়ো না যারা নিজেদের ভাগ্যহীন পেট খুশি করার জন্য বন-শিকারে হিংস্র বন্যজন্তুর সম্মুখীন হয়; পেটের খাদ্যের জন্য চিন্তান্বিত হতে হতে তারা নিজেরাই সত্যিকারে হিংস্র বন্যজন্তুর পেটের খাদ্য হয় (১০)। স্পষ্ট কথা বলতে গিয়ে, পেট-দেবতার খাতিরে ওরা সেই বন্যজন্তুদের সঙ্গে গায়ে গায়ে লড়াইতে নিজেদের প্রাণের ঝুকি নেয়। ঘোড়দৌড়ও এড়াও, কেননা এ এমন উন্মত্ত অনুষ্ঠান যা মানবাত্মার পতন ঘটায়। এ সমস্তই দিয়াবলের আকর্ষণ।

৭। আত্মদূষণ-ই সেই আকর্ষণের ফল

যা কিছু প্রতিমার মন্দিরে ও উৎসবে টাঙানো হয় যথা সেই মাংস, রুটি ও তদ্রূপ খাদ্য যা জঘন্য অপদূতের আহ্বানে দূষিত হয়, তাও দিয়াবলের আকর্ষণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। কেননা যেমন এউখারিস্তিয়ার রুটি ও আঙুররস পরমারাধ্য ত্রিত্বকে পবিত্র আহ্বানের (১১) আগে ছিল সাধারণ রুটি ও আঙুররস, কিন্তু আহ্বানের পরে সেই রুটি হয় খ্রিষ্টের দেহ ও সেই আঙুররস হয় খ্রিষ্টের রক্ত, তেমনি একই প্রকারে শয়তানের আকর্ষণের উপাদানগুলো যা স্বভাবে সাধারণ বস্তু, অপদূতদের আহ্বানের পরে সেগুলোও অপবিত্র হয়।

৮। দিয়াবলকে উপাসনা

পরে তুমি তো একথা বল, "তার উপাসনাও [আমি প্রত্যাখ্যান করি]"। দিয়াবলকে উপাসনা হল পৌত্তলিক মন্দিরে উচ্চারিত প্রার্থনা ও সেই সমস্ত কিছু যা প্রাণহীন প্রতিমাগুলোর সম্মানার্থে করা হয়, যেমন নদনদীর উৎসধারায় প্রদীপ বা ধূপ জ্বালানো; তা এমন কিছু যা কেউ না কেউ স্বপ্ন বা অপদূতদের দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়ে করল। মানুষ এপর্যায়ে এসে পৌঁছে যখন মনে করে সে এতেই দৈহিক অসুস্থতা থেকে আরোগ্য পাবে। তুমি তেমন কিছুতে যোগ দেবে না। পাখি পর্যবেক্ষণ (১২), যাদু-ভিত্তিক ভবিষ্যৎ অনুমান, পূর্বলক্ষণ, মাদুলি, পাতায় লেখা মন্ত্র, যাদু এবং তন্ত্রমন্ত্র ও এই ধরনের অন্যান্য যত ক্রিয়াকর্মই দিয়াবলকে উপাসনা বলে। সুতরাং তুমি এসব থেকে দূরে পালাবে। কেননা শয়তানকে এ প্রত্যাখ্যানের পর ও খ্রিষ্টের সঙ্গে তোমার এ মিলনের পর তুমি আবার এতে পতিত হলে তবে অধিকতর স্বৈরশাসকের অভিজ্ঞতা করবেই। শয়তান আগে নিজের ঘরের মানুষ বলে তোমার সঙ্গে ব্যবহার করত ও কঠোর দাসত্ব থেকে তোমাকে রেহাই দিত; কিন্তু এবার তোমার বিরুদ্ধে সে অধিক রাগান্বিত। ফলে তুমি খ্রিষ্ট থেকে বঞ্চিত হবে, ওকে আস্বাদন করবে। তুমি কি সেই প্রাচীন কাহিনী শোননি যা লোটের ও তাঁর কন্যাদের কথা বর্ণনা করে? (১৩)। তিনি কি কন্যাদের সঙ্গে পাহড়টিতে গিয়ে পৌঁছে ত্রাণ পাননি? অপরদিকে তাঁর স্ত্রী কি এমন লবণস্তম্ভ হয়ে যায়নি যাকে কু-অভিপ্রায়ের জন্য ও পিছনের দিকে তাকাবার জন্য সবসময়ের মত নিশ্চল করা হল? তাই তুমি

নিজের বিষয়ে সাবধান থাক, এবং লাঙলে হাত দেওয়ার পর এজীবনের তিক্ত চালচলনে ফিরে গিয়ে *পিছনে যা কিছু আছে* [১৪] আবার তার দিকে ফেরো না; তুমি বরং পাহাড়ে, সেই যিশু খ্রিষ্টের দিকেই পালাও যিনি হাত দিয়ে কাঁটা নয় এমন প্রস্তর [১৫] যা বিশ্বজগৎকে পরিপূর্ণ করেছে।

৯। পূব দিকে বিশ্বাসোক্তি উচ্চারণ

সুতরাং, যখন তার সঙ্গে সমস্ত সন্ধি মাড়িয়ে তুমি শয়তানকে প্রত্যাখ্যান কর, তখন পাতালের সঙ্গে যত পুরাতন সন্ধিও বাতিল কর [১৬]: তোমার ঈশ্বরের সেই পরমদেশ [এদেন বাগান] উন্মুক্ত হয় যা তিনি পূব দিকে স্থাপন করেছিলেন [১৭] ও যেখান থেকে আইন-লঙ্ঘনের ফলে আমাদের আদিপিতা নির্বাসিত হয়েছিলেন [১৮]। আর পশ্চিম থেকে আলোর অঞ্চল সেই পূব দিকে তোমার ফেরাটা হল এসমস্ত কিছুর প্রতীক। সেক্ষণে তোমাকে এ উক্তি উচ্চারণ করতে বলা হয়েছিল, "আমি পিতা, ও পুত্র ও পবিত্র আত্মায়, এবং মনপরিবর্তনের উদ্দেশে বাপ্তিস্মে বিশ্বাস করি [১৯]।" এবিষয়ে আগেকার ধর্মশিক্ষাসমূহতে তোমাকে যথেষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল [২০], যেইভাবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের মঞ্জুর করেছে।

১০। জাগ্রত থাক

এসমস্ত বাণী দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হয়ে জাগ্রত থাক। কেননা, একটু আগে যেমনটি পাঠ করা হয়েছিল, আমাদের *শত্রু, সেই দিয়াবল, গর্জমান সিংহের মত এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সন্ধান করছে কাকে গ্রাস করবে* [২১]। আর যদিও প্রাচীনকালে মৃত্যুই গ্রাস করত যেহেতু মৃত্যুই শক্তিশালী ছিল, তবু নবজন্মদানকারী পবিত্র জলপ্রক্ষালনের পরে ঈশ্বর *প্রতিটি মুখমণ্ডল থেকে অশ্রুজল মুছিয়ে দিলেন* [২২]। তুমি সেই পুরাতন মানুষটিকে ফেলে আর কখনও শোক করবে না, বরং ত্রাণবসন সেই যিশু খ্রিষ্টকেই পরিধান করে [২৩] উৎসবমুখর হবে।

১১। পরম পবিত্রস্থান

এসমস্ত ঘটেছিল বাইরের ভবনে। এখন ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে, পরবর্তী রহস্যগুলি বিষয়ক ধর্মশিক্ষাসমূহ দ্বারা আমরা পরম পবিত্রস্থানে প্রবেশ করব [২৪]; তাতে সেই সমস্ত কিছুর প্রতীক জানব যা ভিতরে সম্পন্ন হয়। পুত্র ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে পিতা ঈশ্বরে আরোপিত হোক গৌরব, পরাক্রম ও মাহাত্ম্য যুগে যুগান্তরে। আমেন।

---

(১) ১ পি ৫:৮।

(২) 'সিদ্ধতর রহস্য-তত্ত্ব': শ্রোতাদের ইতিমধ্যে 'পবিত্রতম রহস্যগুলো (অর্থাৎ বাপ্তিস্ম, তৈলাভিষেক ও এউখারিস্তীয় রুটি) গ্রহণের জন্য উপযোগী করে তোলা হয়েছে' বলে তারা এখন সেবিষয়ে 'সিদ্ধতর' শিক্ষাও পাবার যোগ্য।

(৩) অন্যান্য মণ্ডলীগুলোতে শয়তানকে প্রত্যাখ্যান অনুষ্ঠান বাপ্তিস্মালয়ের অভ্যন্তরেই সম্পাদন করা হত (সাধু আম্ব্রোজের 'রহস্যগুলি প্রসঙ্গ' ৫, ৭-এ 'নবজন্মের পুণ্যালয়' অর্থাৎ বাপ্তিস্মালয়ের কথা উল্লিখিত); অনুষ্ঠানটাও আলাদা রীতি অনুসারে সম্পাদন হতে পারত। স্পেউদোস দিওনিসিওস নামক ৫ম শতাব্দীর লেখকের লেখা অনুসারে, প্রার্থীর প্রথম প্রতিজ্ঞার পর তার উপরে হাত রাখা হত, তাকে চিহ্নিত করা হত ও তালিকাভুক্ত করা হত; তারপর জনমণ্ডলী তার জন্য মিনতি নিবেদন করত, ও সেবাকর্মীরা তার কাপড় খুলে দিতেন; এসময় অনুষ্ঠাতা প্রার্থীকে হাত দু'টো উচ্চ করে পশ্চিম দিকে ফেরাতে, ও প্রত্যাখ্যান-উক্তি উচ্চারণ করতে করতে শয়তানের বিরুদ্ধে তিন বার ফুঁ দিতে আদেশ করতেন। তিন বার করে নিজের সম্মতি প্রকাশ করার পর প্রার্থী স্বর্গের দিকে চোখ তুলে ও উত্তোলিত হাতে পুব দিকে ফিরত। অন্যান্য মণ্ডলীগুলোতে প্রার্থী দাঁড়ানো অবস্থায় নয়, নতজানু হয়েই হাত দু'টো উচ্চ করে প্রত্যাখ্যান-উক্তি উচ্চারণ করত।

(৪) যাত্রা ১৪:৯, ২৩ দ্রঃ।

(৫) মধ্যপ্রাচ্যের মণ্ডলীগুলোর মত সাধু সিরিলও পাস্কা-উপসনায় "নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ মেষশাবক-স্বরূপ সেই খ্রিষ্টেরই মূল্যবান রক্ত" (১ পি ১:১৯) এর উপর প্রাধান্য আরোপ করতেন; এতে পুরাতন নিয়মের পূর্বপ্রতীকটা (অর্থাৎ সেই মেষশাবক) যে মেষশাবক-খ্রিষ্টেই সিদ্ধি লাভ করে আরও উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশ পেত।

(৬) হিব্রু ২:১৪,১৫। উল্লিখিত উক্তিটা পরবর্তীকালে ত্রিবিধই এক উক্তিতে বিকশিত হবে, তথা শয়তানকে, তার কর্মকাণ্ড ও তার আকর্ষণ প্রত্যাখ্যান (ধর্মশিক্ষা ২:২-৪ দ্রঃ)।

(৭) গা ২:১৮ দ্রঃ।

(৮) 'বাণীর বিপরীত': এখানে 'বাণী' দু'টো অর্থ বহন করে: সর্বপ্রথমে 'বাণী' সেই বাণী-খ্রিষ্টেরই দিকে অঙুলি নির্দেশ করে যিনি নিজের অদৃশ্য পুস্তকে প্রার্থীর উচ্চারিত সবকিছু লিপিবদ্ধ রাখেন; দ্বিতীয়ত, 'বাণী' বলতে সেই 'শয়তানকে প্রত্যাখ্যান-বাণী' বোঝায় যা বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানকালে প্রার্থী উচ্চারণ করেছিল। সুতরাং সাধু সিরিল বলতে চান, প্রার্থী যেন বাণী-খ্রিষ্টেরও বিপরীত কর্ম না করে, নিজের দেওয়া কথারও বিপরীত কিছু না করে।

(৯) সাম ১১৯:৩৭।

(১০) ফিলি ৩:১৯ দ্রঃ।

(১১) এখানে 'আহ্বান' শব্দটা বলতে পুরো এউখারিস্তিয়া অনুষ্ঠান (মিসা) বোঝায়।

(১২) 'পাখি পর্যবেক্ষণ': সেসময় পৌত্তলিকেরা লগ্ন শুভ কিনা তা জানবার জন্য পাখিদের ডাক ও সেই মুহূর্তে পাখিতে কিভাবে উড়ে যাচ্ছিল তা-ই পর্যবেক্ষণ করত। কিন্তু বাইবেলের উপর ভিত্তি করে খ্রিষ্টধর্ম কোনো ধরনের যাদু সমর্থন করে না।

(১৩) আদি ১৪, ১৫ ইত্যাদি দ্রঃ।

(১৪) ফিলি ৩:১৩।

(১৫) দা ২:৩৫, ৪৫ দ্রঃ।

(১৬) ইশা ২৮:১৫ দ্রঃ।

(১৭) আদি ২:৮ দ্রঃ।

(১৮) আদি ৩:২৫ দ্রঃ।

(১৯) 'আমি পিতা, ও পুত্র ও পবিত্র আত্মায়, এবং মনপরিবর্তনের উদ্দেশে বাপ্তিস্মে বিশ্বাস করি' উক্তি সম্পের্কে ধর্মশিক্ষা ১৮:২২ দ্রঃ।

(২০) ধর্মশিক্ষা ৬:১৮ দ্রঃ।

(২১) ১ পি ৫:৮।

(২২) ইশা ২৫:৮; প্রকাশ ৭:১৭।

(২৩) ইশা ৬১:১০ দ্রঃ।

(২৪) রহস্যগুলি বিষয়ক ধর্মশিক্ষাগুলো হলো খ্রিষ্টীয় দীক্ষার প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ, যেইভাবে পরম পবিত্রস্থান ছিল ইহুদী মন্দিরের কেন্দ্রস্থল।

২০শ ধর্মশিক্ষা

ওরফে রহস্যগুলি বিষয়ক ২য় ধর্মশিক্ষা

- বাপ্তিস্ম -

এ ধর্মশিক্ষা পাস্কা-রবিবারের পরবর্তী মঙ্গলবারে পরিবেশন করা হয়েছিল।

এই ধর্মশিক্ষা ‘রহস্যগুলি বিষয়ক ১ম ধর্মশিক্ষা’ এর বিষয়বস্তু প্রসারিত ক’রে সেই তিনটে পর্ব ব্যাখ্যা করে যা বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানকে চিহ্নিত করেছিল:

১। পোশাক বিসর্জনে, প্রার্থী পুরাতন আদমের গৌরবময় উলঙ্গতা ফিরে পেয়েছে;

২। অপশক্তি বিতাড়ক তেলে সর্বাঙ্গীন লেপনে, প্রার্থী জীর্ণ মানুষকে তার সংগ্রাম-তেজ ও ক্ষমতা ফিরিয়ে দিয়েছে;

৩। প্রথম আদমের দূষিত অন্তর থেকে উদ্গত যে মৃত্যু, সেই মৃত্যুজনক জলে তিন বার ডুব দিয়ে প্রার্থী সেই জলে জীবনের উৎসই পেয়েছে, কেননা সেই জলে দ্বিতীয় আদম খ্রিষ্টেরই বিদীর্ণ বুক থেক নিঃসৃত জল সঞ্চারিত হয়েছিল।

তোমরা কি জান না যে, আমরা যারা খ্রিষ্ট যিশুর উদ্দেশে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি, সকলে তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি বচন থেকে, *তোমরা আর বিধানের অধীন নও, অনুগ্রহেরই অধীন* পর্যন্ত [১] রোমীয়দের কাছে পত্র পাঠের পরে, বাপ্তিস্ম বিষয়ক পরিবেশিত ধর্মশিক্ষা।

১। বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানের ব্যাখ্যা

রহস্যগুলি বিষয়ক এ দৈনন্দিন ধর্মশিক্ষাসমূহ ও সেই নব নব নির্দেশবাণী যা নব নব অবস্থা-পরিস্থিতি ঘোষণা করে, সেই সমস্ত আমাদের পক্ষে উপযোগী, কিন্তু বিশেষভাবে তোমাদেরই পক্ষে উপযোগী, একারণে যে, তোমরা প্রাচীনতা থেকে নবীনতায় নবজন্ম লাভ করেছ [২]। এজন্য এটি একান্ত প্রয়োজন যে, আমি ধাপে ধাপে গতকালের রহস্যগুলি বিষয়ক ধর্মশিক্ষার পরবর্তী অংশ উপস্থাপন করি যাতে সেই অনুষ্ঠানগুলোর প্রতীক বুঝতে পার যা ভবনের অভ্যন্তরে তোমাদের কেন্দ্র করে ঘটেছিল।

২। পোশাক বিসর্জন

ভবনে প্রবেশ করামাত্র তোমরা পোশাক খুলে দিয়েছিলে। এ এমন দৃষ্টান্ত যাতে এসত্য প্রকাশিত হয় যে, *পুরাতন মানুষকে ও তার যত কর্ম [জীর্ণ পোশাকের মত] খুলে দেওয়া হয়েছে* (৩)। পোশাক খুলে দিয়ে তোমরা উলঙ্গ ছিলে, এতেও তোমরা ক্রুশে উলঙ্গ সেই খ্রিষ্টেরই অনুকরণ করেছিলে যিনি তেমন উলঙ্গতা দ্বারা *যত আধিপত্য ও কর্তৃত্বকে পোশাক-বঞ্চিত করেছিলেন ও ক্রুশকাষ্ঠে তেমন স্বাধীনতা দেখানোর মধ্য দিয়ে সেগুলোকে নিজের জয়যাত্রায় টেনে নিয়েছিলেন* (৪)। আর যেহেতু তোমাদের অঙ্গগুলোতে বিরুদ্ধ প্রতাপগুলো লুকোনো ছিল, সেজন্যই তোমাদের পক্ষে পুরানো পোশাকটি বহন করা আর চলবে না। আর আমি দৃশ্য পোশাকের কথা আদৌ বলছি না, *সেই পুরাতন মানুষেরই* কথা বলছি *যে মানুষ প্রবঞ্চনাময় ভাবাবেগে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়* (৫)। আহা, যে প্রাণ একবার সেই পোশাক খুলে দিয়েছে, সেই প্রাণ যেন পুনরায় সেই পোশাক না পরে; সে বরং পরম গীতে খ্রিষ্টের সেই কনের সঙ্গে বলুক, *আমি তো আমার পোশাক খুলে ফেলেছি, কেনই বা তা আবার পরে নেব?* (৬)। এ কী আশ্চর্য ব্যাপার। তোমরা সকলের চোখের সামনে উলঙ্গ ছিলে অথচ লজ্জায় লাল হওনি। এর কারণ, তোমরা সত্যিই আদিমানুষ সেই আদমের প্রতিচ্ছবি ধারণ করছিলে, সেই যে আদম পরমদেশে উলঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও লজ্জাবোধ করতেন না (৭)।

৩। অপশিক্ত বিতাড়ক তৈল-লেপন

পরে, সেই বস্ত্রহীন অবস্থায় চুলের শীর্ষ থেকে দেহের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত তোমাদের সর্বাঙ্গে এমন তেল মাখা হয়েছিল যে তেলের উপরে অপশক্তি বিতাড়ক উক্তি উচ্চারিত হয়েছিল; এতে তোমরা মঙ্গলকর জলপাইগাছের সহভাগী হয়ে উঠেছ যে জলপাইগাছ স্বয়ং খ্রিষ্ট। কেননা বন্য জলপাইগাছ থেকে কাটা হয়ে তোমাদের উত্তম জলপাইগাছে জোড়-কলম করে লাগানো হয়েছিলে (৮); তাতে তোমরা সত্যকার জলপাইগাছের ঐশ্বর্যের সহভাগী হয়েছ। অপশক্তি বিতাড়ক তেল বলতে খ্রিষ্টের ঐশ্বর্যে সেই সহভাগিতা বোঝায় যা শত্রু প্রভাবের সমস্ত পদচিহ্ন দূর করে দেয়। কেননা সাধুসাধ্বীদের নাম তোমাদের উপর ফুঁ দিয়ে উচ্চারণ করানো, ঈশ্বরের নাম করা ও প্রার্থনা, এ তিনটের মত

এই অপশক্তি বিতাড়ক তেলও এমন শক্তি অর্জন করে যা পাপাত্মার সমস্ত পদচিহ্ন পুড়িয়ে শোধন করে শুধু নয়, সেই ধূর্তজনের অদৃশ্য প্রতাপগুলোকেও ধাওয়া করে।

৪। মৃত্যু ও জীবন

পরে, হাত ধরে তোমাদের ঐশ্বরিক বাপ্তিস্মের পবিত্র জলকুণ্ডে চালনা করা হয়েছিল, যেইভাবে খ্রিষ্টকে ক্রুশ থেকে এই কবরে রাখা হয়েছিল যা তোমাদের সামনাসামনি রয়েছে (৯)। তোমাদের এক একজনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তোমরা পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে বিশ্বাস কর কিনা। পরিত্রাণদায়ী স্বীকারোক্তি উচ্চারণ করে তোমাদের তিনবার জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং তোমরা আবার জল থেকে বেরিয়ে এসেছ: এতে তোমরা খ্রিষ্টের সেই তিন দিনের সমাধির প্রতীক ব্যক্ত করেছ (১০)।

কেননা যেমন আমাদের ত্রাণকর্তা মাটির বুকে তিন দিন তিন রাত অতিবাহিত করেছিলেন, তেমনি তোমরাও প্রথম বারের মত জল থেকে বেরিয়ে এসে সেই দিনেরই অনুকরণ করেছ, যে প্রথম দিন খ্রিষ্ট মাটিতে অতিবাহিত করেছিলেন, এবং ডুব দিয়ে তোমরা রাত্রির অনুকরণ করেছ। আর যেমন যে রাত্রিতে থাকে সে কিছুই দেখতে পারে না, কিন্তু দিনে যে থাকে সে আলোতে চলাচল করে, তেমনি তোমরা ডুব দিয়ে, যেন রাত্রিতেই আবিষ্ট হয়ে, আর কিছুই দেখতে পাওনি, কিন্তু জল থেকে বেরিয়ে এসে তোমরা দিবালোকেই যেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছ: তোমরা একই মুহূর্তে মৃত্যুও বরণ করেছ, নবজন্মও গ্রহণ করেছ; ও সেই পরিত্রাণদায়ী তরঙ্গ হল তোমাদের কবর আর একইসঙ্গে তোমাদের জননী।

শলোমন অন্য প্রসঙ্গে যা বললেন, তা তোমাদের বেলায় উত্তমরূপে প্রযোজ্য: তিনি বলেছিলেন, *জন্মের কাল, আবার মরণের কাল* (১১)। তোমাদের বেলায় কিন্তু সেই বাণী বিপরীত ভাবেই সত্য: মরণের কাল, আবার জন্মের কাল: একটিমাত্র ক্ষণ মৃত্যু ও জন্ম দু'টোই সাধন করেছে; হ্যাঁ, তোমাদের জন্ম মৃত্যুর সঙ্গে ঘটেছে।

৫। বাস্তব পরিত্রাণ

আহা, কী নবীন ধরনের অপ্রত্যাশিত ব্যাপার! প্রকৃতপক্ষে আমরা তো মরিনি, সমাহিতও হইনি, ক্রুশবিদ্ধ হয়েই পুনরুত্থান করিনি। কিন্তু প্রতীকে রয়েছে অনুকরণ, বাস্তবে রয়েছে পরিত্রাণ।

খ্রিষ্ট সত্যি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন, সত্যি সমাহিত হয়েছেন, সত্যি পুনরুত্থিত হয়েছেন; আর এসব কিছু আমাদের উপরে অনুগ্রহপূর্বক বর্ষণ করা হয়েছে, আমরা যেন অনুকরণের মধ্য দিয়ে তাঁর যন্ত্রণাভোগের সহভাগী হয়ে পরিত্রাণ বাস্তবরূপেই লাভ করতে পারি।

আহা, মানুষের প্রতি কী অপরিসীম ভালবাসা! খ্রিষ্টের অকলুষিত হাত ও পা দু'টো পেরেক দ্বারা বিদ্ধ হয়েছে, তিনি যন্ত্রণা ভোগ করেছেন; আর যন্ত্রণা ও ব্যথাবিহীন এই আমাকে তিনি তাঁর যন্ত্রণায় সহভাগিতার গুণে বিনামূল্যে দান করেন পরিত্রাণ।

৬। খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের প্রতীক

কেউই যেন মনে না করে, যোহনের সেই বাপ্তিস্মের মত যা কেবল পাপের ক্ষমা দান করত, এ বাপ্তিস্মও সেইমত শুধু পাপের ক্ষমা ও দত্তকপুত্রত্বেরও অনুগ্রহ দান করে; না! আমরা বরং ভালই জানি, বাপ্তিস্ম যেমন পাপের ক্ষমা দান করে ও দানরূপে পবিত্র আত্মাকে মঞ্জুর করে, তেমনি বাপ্তিস্ম আবার হল খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগের প্রতিচ্ছবি। এজন্যই একটু আগে পল উচ্চকণ্ঠে বলেছিলেন, *তোমরা কি জান না যে, আমরা যারা খ্রিষ্ট যিশুর উদ্দেশে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি, সকলে তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশেই বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছি? সুতরাং মৃত্যুর উদ্দেশে সাধিত বাপ্তিস্মের মাধ্যমে আমরা তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছি* (১২)।

তিনি সম্ভবত একথা বলেছিলেন সেই কয়েকজনকে উদ্দেশ ক'রে যারা বাপ্তিস্মকে শুধু পাপের ক্ষমা ও দত্তকপুত্রত্বের মাধ্যম বলে মানত কিন্তু অনুকরণ গুণে খ্রিষ্টের প্রকৃত যন্ত্রণাভোগে সহভাগিতা বলে তা মানত না।

৭। আমরা খ্রিষ্টের মৃত্যুর সাদৃশ্যে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত

তাই আমরা যেন জানতে পারি যে, খ্রিষ্ট যা কিছু সহন করেছিলেন, তা তিনি আমাদের ও আমাদের পরিত্রাণের জন্য বাস্তবেই, বাহ্যিকরূপে নয়, সহন করেছিলেন, আর এও যেন জানতে পারি যে আমরাও তাঁর যন্ত্রণাভোগের সহভাগী হয়ে উঠি, সেই লক্ষ্যে পল একেবারে স্পষ্টভাবেই একথা ঘোষণা করেছিলেন, *আমাদের যখন তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্যে তাঁর সঙ্গে রোপণ করা হয়েছে, তখন একথা নিশ্চিত যে, তাঁর পুনরুত্থানের সাদৃশ্যেও আমাদের তেমনি হবে* [১৩]। তিনি ঠিকই বলেন, "তাঁর সঙ্গে রোপণ করা হয়েছে"। কেননা যেহেতু সত্যকার আঙুরলতা ঠিক এই স্থানে রোপণ করা হয়েছিল, সেজন্য মৃত্যুমুখী বাপ্তিস্মে সহভাগিতা গুণে আমাদেরও "তাঁর সঙ্গে রোপণ করা হয়েছে"। প্রেরিতদূতের বাণী অধিক মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য কর। তিনি তো "তাঁর মৃত্যুতে" বলেননি, বরং বললেন, "তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্যেই আমাদের তাঁর সঙ্গে রোপণ করা হয়েছে।" কেননা খ্রিষ্টের বেলায় প্রকৃত মৃত্যু হয়েছিল, আত্মা দেহ থেকে বাস্তবেই বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, গুহায় তাঁর সমাধি বাস্তবই ছিল, ও তাঁর পবিত্র দেহ নির্মল একটা ক্ষোম-কাপড়ে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল [১৪]। তাঁর বেলায় সবই বাস্তবে ঘটেছিল। তোমাদের বেলায় এসমস্ত হল মৃত্যু ও যন্ত্রণাভোগের সাদৃশ্য মাত্র, কিন্তু তবুও পরিত্রাণ ক্ষেত্রে তা সাদৃশ্য নয়, তা বাস্তব সত্য।

৮। নবজীবন

এবিষয়ে যথেষ্ট শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছ বিধায় আমি তোমাদের অনুরোধ করছি যেন এসমস্ত মুখস্থ রাখো যাতে অযোগ্য এই আমিও তোমাদের বিষয়ে বলতে পারি, *আমি যে পরম্পরাগত শিক্ষা তোমাদের কাছে সম্প্রদান করেছিলাম, তোমরা তা মনে রাখ বলে ও আমার কথাও মনে রাখ বলে আমি তোমাদের ভালবাসি* [১৫]। ঈশ্বর তো প্রতাপশালী। মৃত ছিলে যে তোমরা সেই তোমাদের সঞ্জীবিত করেছেন যিনি [১৬], তিনি এমনটি দেন যেন তোমরা নবীন জীবন যাপন করতে পার [১৭]। তাঁরই গৌরব ও পরাক্রম, এখন ও যুগে যুগান্তরে। আমেন।

---

(১) রো ৬:৩-১৪।

(২) ‘তোমরা প্রাচীনতা থেকে নবীনতায় নবজন্ম লাভ করেছ’ বাক্যটা শুধু নয়, বাপ্তিস্ম বিষয়ক এ ধর্মশিক্ষাও ‘অক্ষরের প্রাচীনতা’ ও ‘আত্মার নবীনতা’ তুলনামূলক ধারণার উপর ভিত্তি করে যা রো ৭:৬ -তে স্থাপিত।

(৩) কল ৩:৯ দ্রঃ।

(৪) কল ২:১৫ দ্রঃ।

(৫) এফে ৪:২২ দ্রঃ।

(৬) পরমগীত ৫:৩ দ্রঃ।

(৭) আদি ২:২৫ দ্রঃ।

(৮) রো ১১:১৭-২৪ দ্রঃ।

(৯) সাধু সিরিল এই ধর্মশিক্ষা প্রদান করছেন ‘আনাস্তাসিস’ (পুনরুত্থান) নামক পুণ্যালয়ে। ছবিগুলোর মধ্যে (বইয়ের শুরুতে) পুণ্যালয়টির ছবিও দেখা যেতে পারে যা প্রভু যিশুর কবরের উপরে নির্মিত। স্মরণযোগ্য বিষয়ই যে সাধু সিরিলের সময়ে পুণ্যালয়টি তখনও নির্মিত হয়নি, ফলে কবরটি ছিল ধর্মশিক্ষার শ্রোতাদের চোখের সামনে।

(১০) মথি ১২:৪০ ও ধর্মশিক্ষা ৩:১২ দ্রঃ। মণ্ডলীর পিতৃগণের কাছে (আথানাসিউস, আম্ব্রোজ, জন খ্রিসোস্তমোস, নিসার বিশপ গ্রেগরি ইত্যাদি পিতৃগণ) এধারণা দ্বিবিধ অর্থ বহন করে: প্রথমত, মাটিতে খ্রিষ্টের সমাহিত অবস্থা বাপ্তিস্মে পূর্বনির্দেশিত, কেননা মাটি যেমন মৃত্যুর প্রতীক, তেমনি বাপ্তিস্মের জল জীবনেরই প্রতীক; দ্বিতীয়ত, নৈতিক ক্ষেত্রে, মৃত্যু যেমন অমঙ্গল জন্মায়, তেমনি বাপ্তিস্মের সাধিত পুনরুত্থান মঙ্গল জন্মায়। যে মানুষ কেমন যেন মৃত্যুতেই ডুব দিয়ে মৃত্যু ও অমঙ্গলের অভিজ্ঞতা করে, সে পরিত্রাণদায়ী জল থেকে বেরিয়ে পুনরুত্থানের নবজীবন ও সেটার মঙ্গলের অভিজ্ঞতা করে।

(১১) উপ ৩:১।

(১২) রো ৬:৩-৪; কল ১:২৪। পাপের ক্ষমা, দত্তকপুত্রত্ব লাভ ও খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগে সহভাগিতা: বাপ্তিস্মের এ তিন ফলাফলের মধ্যে সাধু সিরিল এখানে খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগে সহভাগিতার উপরে জোর দিচ্ছেন, কেননা বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত মানুষকে তিনি এ চেতনা দিতে চান যে, খ্রিষ্টের যন্ত্রণাভোগে সহভাগিতাই যখন মানব পরিত্রাণের মুখ্য ঘটনা, তখন আমরা যেন সেই সহভাগিতা আমাদের জীবনে সার্থক করি, অর্থাৎ: ‘যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রিষ্টের এখনও অপূর্ণাঙ্গ রয়েছে’, আমরা তা নিজের মাংসে পূরণ করতে যেন দ্বিধা না করি (কল ১:২৪ দ্রঃ)।

(১৩) রো ৬:৫।

(১৪) মথি ২৭:৫৯ দ্রঃ।

(১৫) ১ করি ১১:২ দ্রঃ।

(১৬) রো ৬:১৩ দ্রঃ।

(১৭) রো ৫:৫ দ্রঃ।

২১শ ধর্মশিক্ষা

ওরফে রহস্যগুলি বিষয়ক ৩য় ধর্মশিক্ষা

- পবিত্র খ্রিস্মাভিষেক -

এ ধর্মশিক্ষা পাস্কা-রবিবারের পরবর্তী বুধবারে পরিবেশন করা হয়েছিল।

যেরুশালেম মণ্ডলীতে, খ্রিষ্টীয় দীক্ষার দ্বিতীয় সাক্রামেন্ত তথা দৃঢ়ীকরণ সাক্রামেন্ত বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানরীতির পর পরে ধারাবাহিক ভাবেই অনুষ্ঠিত হত: বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে 'খ্রিস্মা' মলম দ্বারা লেপন করার মাধ্যমে সেই পবিত্র আত্মাকে পুনরায় প্রদান করা হত যিনি সুরভী খ্রিস্মাতে রহস্যময় ভাবে উপস্থিত। এ ধর্মশিক্ষায় সাধু সিরিল বলেন, বাপ্তিস্ম গ্রহণের ফলে বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত যে ব্যক্তি ইতিমধ্যে খ্রিষ্টের পরীক্ষা ও যন্ত্রণাভোগে সহভাগিতাকে পবিত্র জীবনযাপনে সার্থক করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে, কপালে, কানে, নাসারন্ধ্রে ও বুকে খ্রিস্মা লেপনটা সেই ব্যক্তির দেহ ও আত্মায় নবীন ও মহত্তর তেজ ও শক্তি সঞ্চার করে।

তোমাদের এমন তৈলাভিষেক আছে যা সেই পবিত্রজনের কাছ থেকে পেয়েছ—হ্যাঁ, তোমরা সকলেই একথা জান বচন থেকে, *তাঁর আগমনে আমাদের যেন তাঁর কাছ থেকে লজ্জায় দূরে সরে যেতে না হয়* পর্যন্ত [১] যোহনের কাথলিক ১ম পত্র পাঠের পরে, খ্রিস্মাভিষেক বিষয়ক পরিবেশিত ধর্মশিক্ষা।

১। খ্রিস্মাভিষেক [২]

খ্রিষ্টের উদ্দেশে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে ও খ্রিষ্টকে পরিধান করে [৩] তোমরা ঈশ্বরের পুত্রের অনুরূপ হয়ে উঠেছ। কেননা যিনি *আমাদের দত্তকপুত্রত্ব আগে থেকে নিরূপণ করেছিলেন* [৪], সেই ঈশ্বর *আমাদের খ্রিষ্টের গৌরবময় দেহের অনুরূপ করে তুলেছেন* [৫]। সুতরাং এখন *খ্রিষ্টের সহভাগী হয়ে উঠে* [৬] তোমরা যুক্তিসঙ্গত ভাবেই 'খ্রিষ্ট' [তৈলাভিষিক্ত বা খ্রিস্মাভিষিক্ত] বলে অভিহিত, আর এজন্য তোমাদের বিষয়ে ঈশ্বর বলেন, আমার *খ্রিষ্টদের* অর্থাৎ তৈলাভিষিক্তজনদের *তোমরা স্পর্শ করো না* [৭]। তোমরা এজন্যই 'খ্রিষ্ট' হয়ে উঠেছ যেহেতু পবিত্র আত্মার প্রতীক গ্রহণ করেছ; আর

যেহেতু তোমরা খ্রিষ্টেরই প্রতিমূর্তি, সেহেতু তোমাদের বেলায় সবকিছু প্রতিমূর্তিসূত্রেই সাধিত হয়েছে। যর্দন নদীতে প্রক্ষালিত হয়ে খ্রিষ্ট জলকে নিজের ঈশ্বরত্বের সুবাসে অংশী ক'রে সেই জল থেকে বেরিয়ে এলেন, আর তাঁর উপর সমস্বরূপময় পবিত্র আত্মা নেমে এলেন: সদৃশজন সদৃশজনের উপরে বিশ্রাম করলেন।

একইভাবে তোমরাও জলকুণ্ডের পবিত্র জলধারা থেকে বের হলে তোমাদের দেওয়া হয়েছে সেই খ্রিস্মা যা সেই তৈলাভিষেকের প্রতীক যা দ্বারা খ্রিষ্টকে অভিষিক্ত করা হয়েছিল, তথা সেই পবিত্র আত্মা যাঁর বিষয়ে ধন্য ইশাইয়াও তাঁর সংক্রান্ত ভাববাণীতে প্রভুর হয়ে বলেছিলেন, *প্রভুর আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত; আমাকে প্রেরণ করার জন্যই তিনি আমাকে তৈলাভিষিক্ত করেছেন, যাতে করে আমি দীনদুঃখীদের কাছে শুভসংবাদ দিই* [৮]।

২। খ্রিষ্টর মত আমরাও পবিত্র আত্মার খ্রিস্মাভিষেকে অভিষিক্ত

খ্রিষ্ট সাধারণ তেলে বা মলমে মানুষের হাতে অভিষিক্ত হননি, বরং পিতা নিজেই সারা বিশ্বের ত্রাণকর্তা রূপে তাঁকে পূর্বনিযুক্ত করে পবিত্র আত্মায় তৈলাভিষিক্ত করেছেন [৯], যেমনটি পিতর বলেন, *ঈশ্বর নাজারেথের সেই যিশুকে পবিত্র আত্মায় তৈলাভিষিক্ত করেছিলেন* [১০]। নবী দাউদও উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, *হে ঈশ্বর, তোমার সিংহাসন চিরদিন চিরকালস্থায়ী; তোমার রাজদণ্ড ন্যায়েরই দণ্ড। তুমি ধর্মময়তা ভালবেসেছ কিন্তু অধর্ম ঘৃণা করেছ, তাই ঈশ্বর, তোমারই ঈশ্বর তোমার সখাদের চেয়ে তোমাকেই আনন্দ-তেলে অভিষিক্ত করলেন* [১১]।

আর খ্রিষ্ট যেমন সত্যিকারে ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিলেন, সমাহিত হয়েছিলেন ও পুনরুত্থান করেছিলেন [১২], তেমনি বাপ্তিস্মের গুণে অনুকরণে তোমাদেরও তাঁর সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ হতে, সমাহিত হতে ও পুনরুত্থান করতে যোগ্য করে তোলা হয়েছে। তেমনি ঘটে খ্রিস্মাভিষেক ক্ষেত্রে।

তিনি যেমন আধ্যাত্মিক আনন্দ-তেলে তথা সেই পবিত্র আত্মায় তৈলাভিষিক্ত হলেন যিনি নিজেই আত্মিক আনন্দের উৎস হওয়ায় আনন্দ-তেল বলে অভিহিত, তেমনি খ্রিষ্টের সহভাগী ও *সখা* [১৩] হয়ে উঠেছ বলে তোমাদেরও সুরভী মলমে অভিষিক্ত করা হয়েছে।

৩। জীবনদায়ী পবিত্র আত্মা

তবু তুমি সতর্ক থেকো, যেন এ মলম সাধারণ ও সামান্য মলম না মনে কর [১৪]। যেমন এউখারিস্তিয়ার রুটি পবিত্র আত্মাকে আহ্বানের পরে আর সাধারণ রুটি নয় বরং খ্রিষ্টের দেহ হয়ে ওঠে, তেমনি, এ পবিত্র মলমও আহ্বানের পরে এমনিই একটা মলম বা সাধারণ একটা পদার্থ আর নয় বরং খ্রিষ্টের এমন অনুগ্রহদান যা পবিত্র আত্মার আগমন গুণে হয়ে ওঠে তাঁর ঈশ্বরত্বের কার্যকারিতা-মণ্ডিত মলম। সেই মলমে প্রতীকাকারে তোমার কপাল ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি লেপন করা হয়; আর এইভাবে দেহ এ দৃশ্য মলমে অভিষিক্ত হতে হতে আত্মা জীবনদায়ী পবিত্র আত্মা দ্বারা পবিত্রিত হয়।

৪। দেহের নানা অঙ্গে খ্রিস্মাভিষেক

সর্বপ্রথমে তোমরা কপালে তৈলাভিষিক্ত হয়েছিলে যাতে সেই লজ্জা থেকে মুক্ত হতে পারতে যে লজ্জা অপরাধী সেই আদিমানব সর্বত্রই বহন করে বেড়াত [১৫]; আরও, যাতে *অনাবৃত মুখমণ্ডলে তোমরা আয়নায়ই যেন প্রভুর গৌরব প্রতিফলিত করতে পারত* [১৬]। পরে তোমরা কানে তৈলাভিষিক্ত হয়েছিলে যাতে তোমরা সেই কানের অধিকারী হতে পারতে যা ঐশ্বরিক রহস্যাদি শুনতে উপযোগী, ও যা বিষয়ে ইশাইয়া বলেছিলেন, *প্রভু উপলব্ধি করার মত কান আমাকে দিলেন* [১৭]; প্রভুও এবিষয়ে সুসমাচারে বলেছিলেন, *যার শুনবার কান আছে, সে শুনুক* [১৮]। তারপর তোমরা নাসারন্ধ্রে তৈলাভিষিক্ত হয়েছিলে যাতে পবিত্র মলম গ্রহণ করে তোমরা বলতে পারতে, *যারা পরিত্রাণ পাচ্ছে, আমরা তাদের কাছে ঈশ্বরের পক্ষে খ্রিষ্টের সৌরভ* [১৯]। পরে বুকে তৈলাভিষিক্ত হয়েছিলে, যাতে *ধর্মময়তার বর্ম প'রে দিয়াবলের সমস্ত ছলচাতুরির সামনে দাঁড়াতে পার* [২০]। কেননা ত্রাণকর্তা যেমন বাপ্তিস্ম ও নিজেতে পবিত্র আত্মার আগমনের পরে বেরিয়ে পড়ে সেই প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত করেছিলেন, তেমনি পবিত্র বাপ্তিস্ম ও রহস্যময় খ্রিস্মাভিষেকের পরে [২১] তোমরাও পবিত্র আত্মার পুরো বর্ম প'রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতাপের সামনে দাঁড়াবে [২২] ও এ বলে তাকে পরাভূত করবে, *যিনি আমাকে শক্তি যোগান, সেই খ্রিষ্টে আমি সবই করতে সক্ষম* [২৩]।

৫। ‘খ্রিষ্টিয়ান’ নামকরণ

তেমন পবিত্র খ্রিস্মা গ্রহণের যোগ্য বলে পরিগণিত হয়ে তোমরা খ্রিষ্টিয়ান বলে অভিহিত হয়েছ [২৪], আর এতে তোমাদের নবজন্মের দ্বারা তোমাদের নামও সত্য বলে প্রমাণিত করেছ। কেননা এই অনুগ্রহের যোগ্য বলে পরিগণিত হওয়ার আগে তোমরা প্রকৃতপক্ষে এই নামের যোগ্য ছিলে না, কিন্তু খ্রিষ্টিয়ান হবার জন্য সেই পথে পদার্পণ করছিলে।

৬। বাইবেল সংক্রান্ত পূর্বচ্ছবি

তাছাড়া তোমাদের একথা জানা দরকার যে, খ্রিস্মার প্রতীক পুরাতন শাস্ত্রে উপস্থিত। কেননা যখন মোশি তাঁর আপন ভাইকে মহাযাজক পদে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁকে ঈশ্বরের নির্দেশ জানিয়ে দিয়েছিলেন, তখন তাঁকে জলে ধৌত করে [২৫] তৈলাভিষিক্ত করেছিলেন। তেমন প্রতীকমূলক খ্রিস্মার ভিত্তিতেই তিনি খ্রিষ্ট অর্থাৎ তৈলাভিষিক্ত বলে অভিহিত হয়েছিলেন [২৬]। একই প্রকারে, শলোমনও গিহোন খাদনদীতে স্নান করার পর মহাযাজক তাঁকে রাজপদে উন্নীত করার সময়ে তৈলাভিষিক্ত করেছিলেন [২৭]; তথাপি তাঁদের বেলায় এসমস্ত কিছু প্রতীকাকারে ঘটছিল, কিন্তু তোমাদের জন্য এসমস্ত কিছু প্রতীক নয়, তা বরং সত্য [২৮], কেননা তোমরা সত্যিকারে পবিত্র আত্মা দ্বারা তৈলাভিষিক্ত হয়েছ। খ্রিষ্টই তোমাদের পরিত্রাণের আদিকারণ, কেননা তিনি সত্যিকারে প্রথমফসল, তোমরা বাকি ময়দার তাল [২৯]। কিন্তু যখন প্রথমফসল পবিত্র, তখন পবিত্রতা অবশ্যই বাকি ময়দার তালেও প্রবিষ্ট হবে।

৭। তৈলাভিষেক আমাদের প্রতিরক্ষা

তেমন তৈলাভিষেক নির্মল করে রক্ষা কর, কেননা সেই তৈলাভিষেক তোমাদের অন্তরে থাকলে তবে *সমস্ত বিষয়েই তোমাদের শিক্ষা দেবে* [৩০], যেইভাবে তোমরা এইমাত্র সেই ধন্য যোহনের বাণী থেকে শুনেছ যিনি তৈলাভিষেক সম্পর্কে অনেক তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন। হ্যাঁ, তৈলাভিষেক হল দেহের আত্মিক প্রতিরক্ষা ও আত্মার পরিত্রাণ।

তেমন তৈলাভিষেক সম্পর্কে প্রাচীনকাল থেকে ধন্য ইশাইয়া ভাববাণী দিয়ে বলেছিলেন, *প্রভু এই পর্বতের উপর সকল জাতির জন্য এসমস্ত সাধন করবেন; তারা আঙুররস পান করবে, আনন্দ-ফূর্তি পান করবে, সুরভী মলমে তাদের অভিষিক্ত করা হবে* (৩১)। ইশাইয়া অন্য স্থানেও মণ্ডলীকে পর্বত বলে অভিহিত করেন, যেমনটি এপদে তিনি বলেন, *সেই চরম দিনগুলিতে প্রভুর পর্বত স্পষ্টভাবেই দৃশ্যমান হবে* (৩২)। আর তোমাকে এবিষয়ে আরও নিশ্চিত করার জন্য, এ মলম যে রহস্যময় সেসম্পর্কে শোনো তিনি কিনা বলেন, *তুমি জাতিসকলকে এই সমস্ত কিছু বিতরণ কর, কেননা প্রভুর সিদ্ধান্ত সর্বজাতিকেই ঘিরে* (৩৩)।

তাই তেমন পবিত্র মলমে অভিষিক্ত হয়ে তোমরা নিজ নিজ অন্তরে তা নির্মল ও অনিন্দনীয় রক্ষা কর; তা কর শুভকর্ম সাধনে অগ্রসর হতে হতে ও তোমাদের পরিত্রাণের সাধকের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হতে, সেই খ্রিষ্ট, যাঁর গৌরব হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

---

(১) ১ যোহন ২:২০-২৮।

(২) এই ধর্মশিক্ষায় কয়েকটা শব্দ বিশেষভাবে লক্ষণীয় তথা: তেল, তৈলাভিষেক, মলম ও খ্রিষ্মা। এবং শব্দগুলোর মধ্যে "খ্রিষ্মা" সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করা বাঞ্ছনীয়। খ্রিষ্মা একটি গ্রীক শব্দ যার প্রকৃত ও সাধারণ অর্থ হলো "তৈলাভিষেক"। কিন্তু তবু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে খ্রিষ্মা শব্দের অর্থ মলমও হতে পারে, তবু এমন মলম যা জলপাই তেল ও সুরভী দ্রব্যাদির মিশ্রণে প্রস্তুত করা। অন্য কথায়, গ্রীক ভাষায় "খ্রিষ্মা" এমন একক শব্দ যা তৈলাভিষেকও বোঝায়, মলম হিসাবে খ্রিষ্মাও বোঝায়। অন্যান্য ভাষায়, সুতরাং বাংলা ভাষায়ও, একক শব্দ প্রয়োগ করা সম্ভব নয়, অর্থাৎ হয় (১) তৈলাভিষেক, না হয় (২) খ্রিষ্মা (মলম) ব্যবহার করা দরকার। এজন্য এই ৩য় অধ্যায়ে যখন পাঠক / পাঠিকা তৈলাভিষেক ও খ্রিষ্মা শব্দদ্বয়ের সম্মুখীন হন, তখন তাঁর পক্ষে কিছুটা হতভম্ব বোধ করা স্বাভাবিক বৈকি।

আর শুধু তা নয়। "খ্রিষ্মা" ও "খ্রিষ্ট" শব্দদ্বয় একান্ত সম্পর্কযুক্ত যেহেতু উভয় শব্দের ধাতু এক, তথা "খ্রিষ"। ফলে, যেমন "খ্রিষ্মা" বলতে তৈলাভিষেক (বা খ্রিষ্মা মলম) বোঝায়, তেমনি "খ্রিষ্ট" বলতে তৈলাভিষিক্তও বোঝায়, খ্রিষ্মা-মলমে অভিষিক্তও বোঝায়। ঠিক এই ভিত্তিতেই সাধু সিরিল বলেন, "তেমন পবিত্র খ্রিষ্মা গ্রহণের যোগ্য বলে পরিগণিত হয়ে তোমরা খ্রিষ্টিয়ান বলে অভিহিত হয়েছ"; অর্থাৎ খ্রিষ্মাভিষিক্ত হওয়ায় মানুষ "খ্রিষ্ট" নামের যোগ্য হয়ে ওঠে যার অর্থ "তৈলাভিষিক্ত" বা "খ্রিষ্মাভিষিক্ত"।

(৩) গা ৩:২৭।

(৪) এফে ১:৫।

(৫) ফিলি ৩:২১।

(৬) হিব্রু ৩:১৪।

(৭) সাম ১০৫:১৫ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(৮) ইশা ৬১:১ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(৯) প্রেরিতদূতদের কাছে যে পবিত্র আত্মাকে দেওয়া হয়েছিল বা দেওয়া হবে বলা হয়েছিল (মার্ক ১:৮; যোহন ৩:৫; তীত ৩:৫; ১ করি ১২:১৩ ইত্যাদি), সেই একই আত্মা যেমন বাপ্তিস্ম-নিমজ্জনে তেমনি খ্রিস্মা-মলম লেপনেও কার্যকরারী। এই ধর্মশিক্ষায় পবিত্র আত্মাকে হস্তার্পণের মাধ্যমে নয়, খ্রিস্মা-লেপনের মাধ্যমেই প্রদান করা হয়, যদিও এমনটা হতে পারে যে, যেরুশালেমেও লেপনের পাশাপাশি হস্তার্পণও সম্পাদিত ছিল। যাই হোক, এখানে সেই ‘মলম’ এর উপরেই বিশেষভাবে জোর দেওয়া হলো, সেই যে মলম খ্রিষ্টের অনুরূপ হওয়ার জন্য দরকারী অনুগ্রহ দান করে। পরবর্তীকালে, পাশ্চিমা মণ্ডলীগুলোতে, যখন বাপ্তিস্ম ও দৃঢ়ীকরণ অনুষ্ঠান দু’টো আলাদা ভাবে ও আলাদা সময়ে সম্পাদন করা হতে লাগল, তখন খ্রিস্মা-লেপন ও বাপ্তিস্ম, সাক্রামেন্ত হিসাবেও আলাদা বলে গণ্য হতে লাগল। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য মণ্ডলীগুলোতে এখানে বর্ণনা করা যেরুশালেমের রীতি এখনও প্রচলিত।

(১০) প্রেরিত ১০:৩৮।

(১১) সাম ৪৫:৭-৮ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(১২) ধর্মশিক্ষা ২০:৫-৭ দ্রঃ।

(১৩) সাম ৪৫:৮ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(১৪) ধর্মশিক্ষা ১৯:৭; ২৩:৭, ১৯ দ্রঃ।

(১৫) আদি ৩:৭-৮ দ্রঃ।

(১৬) ২ করি ৩:১৮ দ্রঃ।

(১৭) ইশা ৫০:৪ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(১৮) মথি ১১:১৫।

(১৯) ২ করি ২:১৫।

(২০) এফে ৬:১৪, ১১।

(২১) ধর্মশিক্ষা ৩:১৩; ১৭:৩৬ দ্রঃ।

(২২) এফে ৬:১১ দ্রঃ।

(২৩) ফিলি ৪:১৩।

(২৪) খ্রিস্মাভিষেক গ্রহণের ফলে বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত ব্যক্তি খ্রিস্টের অর্থাৎ সেই অভিষিক্তজনের নামের ও অস্তিত্বের সহভাগী হবার মহত্তর অনুগ্রহ লাভ করে যাতে পবিত্র আত্মা দ্বারা তৈলাভিষিক্ত হয়ে উঠে নিজের কর্মকাণ্ডও সেই পবিত্র খ্রিস্মাতে অভিষিক্ত করতে পারে; অর্থাৎ, খ্রিস্টের মত খ্রিস্মাভিষিক্ত ব্যক্তিও ঈশ্বরের কাছে নৈবেদ্য ও সুরভিত বলিরূপে নিজেকে সঁপে দেবে (এফে ৪:২ দ্রঃ)।

(২৫) লেবীয় ৭:১ … দ্রঃ।

(২৬) লেবীয় ৪:৫ দ্রঃ।

(২৭) ১ রাজা ১:৩৯ দ্রঃ।

(২৮) ১ করি ১০:১১ দ্রঃ।

(২৯) রো ১১:১৬ দ্রঃ।

(৩০) ১ যোহন ২:২৭।

(৩১) ইশা ২৫:৬-৭ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(৩২) ইশা ২:২ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(৩৩) ইশা ২৫:৭ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

২২শ ধর্মশিক্ষা

ওরফে রহস্যগুলি বিষয়ক ৪র্থ ধর্মশিক্ষা

- খ্রিষ্টের দেহ ও রক্ত -

এ ধর্মশিক্ষা পাস্কা-রবিবারের পরবর্তী বৃহস্পতিবারে পরিবেশন করা হয়েছিল।

এই ধর্মশিক্ষায় সাধু সিরিল খ্রিষ্টীয় দীক্ষার তৃতীয় সাক্রামেন্ত তথা এউখারিস্তিয়া সম্পর্কে, সেটার শক্তি ও কার্যকারিতা সম্পর্কে, ও পুরাতন নিয়মে সেটার নানা প্রতীক ও পূর্বচ্ছবি সম্পর্কে সূক্ষ্ম ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এউখারিস্তিয়া অনুষ্ঠানে রুটি ও আঙুররস খ্রিষ্টের দেহ ও রক্ত হয়, তাই তিনি শ্রোতাদের আহ্বান করেন তারা যেন রুটি ও আঙুররসের স্বাদের উপর নির্ভর না করে বরং যেন বিশ্বাস করে যে, সেই রুটি ও আঙুররস গ্রহণে তারা সত্যিকারে খ্রিষ্টের দেহ ও রক্তে সহভাগিতা করে।

আমি প্রভুর কাছ থেকে এই শিক্ষা পেয়েছি যা তোমাদের কাছে সম্প্রদান করেছি, ইত্যাদি [১] করিন্থীয়দের কাছে পলের ১ম পত্র পাঠের পরে পরিবেশিত রহস্যগুলি বিষয়ক ৪র্থ ধর্মশিক্ষা, যা খ্রিষ্টের দেহ ও রক্ত সংক্রান্ত।

১। এউখারিস্তিয়া অনুষ্ঠান

ধন্য পলের এই শিক্ষাবাণী নিজে থেকেই সেই সমস্ত ঐশরহস্যগুলো সম্পর্কে তোমাদের পূর্ণসচেতন করার জন্য যথেষ্ট, সেই যে ঐশরহস্যগুলো গ্রহণের জন্য যোগ্য বলে পরিগণিত হয়ে তোমরা *খ্রিষ্টের সঙ্গে একদেহ* [২] ও একরক্ত হয়ে উঠেছ। বাস্তবিকই তিনি এবাণী ঘোষণা করেছেন, *যে রাত্রিতে প্রভু যিশুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছিল, সেই রাত্রিতে তিনি একখানা রুটি গ্রহণ করে নিলেন, এবং ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে তা ছিঁড়লেন, ও শিষ্যদের দিয়ে বললেন, 'গ্রহণ করে নাও, খাও, এ আমার দেহ।' তারপর তিনি পানপাত্র গ্রহণ করে নিয়ে ধন্যবাদ-স্তুতি উচ্চারণ করে বললেন: 'গ্রহণ করে নাও, পান কর; এ আমার রক্ত'*[৩]। তাই যখন তিনি নিজেই রুটি সম্পর্কে ঘোষণা করে বললেন, 'এ আমার দেহ,' তখন তা শুনে কে আবার দ্বিধাবোধ

করবে? আর যখন তিনি নিজেই স্পষ্টভাবে বললেন, ‘এ আমার রক্ত’, তখন কেইবা এই সন্দেহ পোষণ করবে যে, সেই আঙুররস তাঁর নিজের রক্ত নয়?

২। কানা গ্রামে বিয়ে-বাড়ি

তিনি একসময়ে গালিলেয়ার কানা গ্রামে জল আঙুররসে পরিণত করেছিলেন, সেই যে আঙুররস একপ্রকারে রক্তের সদৃশ। তাই তিনি যে আঙুররস রক্তে পরিণত করেছিলেন, সেটা কি অবিশ্বাস্য ব্যাপার? দৈহিক বিয়েতে নিমন্ত্রিত হয়ে তিনি যখন এ আশ্চর্য ও অপরূপ কাজ সাধন করেছিলেন, তখন আমরা কি মহত্তর কারণে এ স্বীকার করব না যে, তিনি *বরের সন্তানদের* (৪) তাঁর নিজের দেহ ও রক্ত ভোগ করার অনুগ্রহর মঞ্জুর করেছেন?

৩। খ্রিষ্টের বাহক

সেজন্য এসো, আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গেই (৫) খ্রিষ্টের দেহ ও রক্তে একপ্রকার সহভাগিতা করি। কেননা রুটির আকারে তোমাকে তাঁর দেহ দেওয়া হয়, ও আঙুররসের আকারে তোমাকে দেওয়া হয় তাঁর রক্ত, যাতে খ্রিষ্টের দেহ ও রক্তে সহভাগিতা করে তুমি তাঁর সঙ্গে একদেহ একরক্ত হতে পার। কেননা আমাদের অঙ্গগুলিতে তাঁর দেহরক্ত থাকায় আমরা খ্রিষ্টবাহক হয়ে উঠি, এমনকি ধন্য পিতরের কথা অনুসারে আমরা *ঐশস্বরূপের সহভাগী* (৬) হয়ে উঠি।

৪। ইহুদীদের ভুলধারণা

একদিন ইহুদীদের সঙ্গে কথা বলে খ্রিষ্ট বলেছিলেন, *তোমরা যদি আমার মাংস না খাও ও আমার রক্ত পান না কর, তবে তোমাদের অন্তরে কোন জীবন নেই* (৭)। কিন্তু তাঁর বাণীর আধ্যাত্মিক অর্থ না বুঝে, বরং একথা মনে ক’রে যে তিনি তাঁর শারীরিক মাংস খেতে তাদের আহ্বান করছিলেন, তারা ঘৃণা বোধ করে তাঁকে ছেড়ে চলে গেছিল (৮)।

৫। রুটি ও বাণী

পুরাতন নিয়মকালে ভোগ-রুটির ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু পুরাতন নিয়মের একটা ব্যবস্থা হওয়ায় সেটার সমাপ্তি ঘটল। নূতন নিয়মে বরং এমন স্বর্গীয় রুটি ও *পরিত্রাণের পানপাত্র* [৯] রয়েছে যেগুলি আত্মা ও দেহকে পবিত্রিত করে। রুটি যেমন দেহের জন্য উপযোগী, বাণীও তেমনি আত্মার জন্য উপকারী।

৬। বিশ্বাস চাই, ইন্দ্রিয়-সাপেক্ষতা নয়

অতএব, তুমি সেই রুটি ও সেই আঙুররস সাধারণ পদার্থ জ্ঞান করবে না, কেননা স্বয়ং প্রভুর নির্দেশনা অনুসারে সেগুলো প্রকৃতপক্ষেই খ্রিষ্টের দেহ ও রক্ত। ইন্দ্রিয়গুলো এদিকে তোমাকে প্ররোচিত করলেও বিশ্বাস কিন্তু যেন তোমাকে অটল করে তোলে। স্বাদের ভিত্তিতে বিষয়টি বিচার করো না, বিশ্বাসের ভিত্তিতেই বরং পূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গে একথা ভাব যে, তোমাকে খ্রিষ্টের দেহ ও রক্ত গ্রহণের যোগ্য করে তোলা হয়েছে।

৭। মত্ততাজনক পানপাত্র

ধন্য দাউদও এটির শক্তি তোমাকে বোঝাতে গিয়ে বলেন, *আমার সম্মুখে তুমি সাজিয়েছ ভোজনপাট আমার অত্যাচারীদের সামনে* [১০]। তিনি যা বলছেন তার অর্থ মোটামুটি এ: তোমার আগমনের আগে অপদূতেরা মানবের জন্য এমন ভোজনপাট সাজাত যা মলিন, দূষিত ও শয়তানি শক্তিতে পূর্ণ, কিন্তু তোমার আগমনের পরে, হে প্রভু, তুমি আমার সম্মুখে সেই ভোজনপাট সাজিয়েছ। যখন মানুষ ঈশ্বরকে বলে, *আমার সম্মুখে তুমি সাজিয়েছ ভোজনপাট*, তখন এর অর্থ কি সেই রহস্যময় ও আত্মিক ভোজনপাট নয় যা স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের জন্য শত্রুর সামনে অর্থাৎ অপদূতদের বিপক্ষে সাজিয়েছেন? কথাটি যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত, কেননা সেই ভোজনপাট ছিল অপদূতগুলোতে সহভাগিতা, কিন্তু এটি ঈশ্বরেই সহভাগিতার অধিকারী। *আমার মাথা তুমি তৈলসিক্ত করেছ* [১১]; তিনি ঈশ্বরের সীলমোহর দিয়ে তোমার মাথা, কপালেই, তেলে অভিষিক্ত করলেন তুমি যেন হতে পার *সেই সীলের ছাপ তথা স্বয়ং ঈশ্বরের পবিত্রতা* [১২]। *মত্ততাজনক তোমার পানপাত্র, আহা তা কেমন মনোরম* [১৩]। তুমি তো দেখতে পাচ্ছ,

এখানে সেই পানপাত্রেরই কথা বলা হচ্ছে, যেটা যিশু হাতে নিয়ে ও ধন্যবাদ-স্তুতি জানিয়ে বলেছিলেন, *এ আমার রক্ত যা পাপক্ষমার উদ্দেশ্যে অনেকের জন্য পাতিত* (১৪)।

৮। তোমার পোশাক সর্বদাই শুভ্র থাকুক

এজন্য তেমন অনুগ্রহের দিকে অঙুলি নির্দেশ করে শলোমনও উপদেশক পুস্তকে বলেন, *এইখানে এসো, আনন্দের সঙ্গে তোমার রুটি খাও* (১৫), তথা আত্মিক রুটি খাও। আর "এইখানে এসো" বলতে সেই পরিত্রাণের দিকে আহ্বান বোঝায় যা মানুষকে সুখী করে তোলে। ও *হৃষ্টচিত্তে তোমার আঙুররস পান কর*, তথা আত্মিক আঙুররস পান কর। *তোমার মাথায় তেল ঢালা হোক* (১৬)। তুমি কি এ দেখতে পাচ্ছ যে রহস্যময় খ্রিষ্মারই কথা বলা হচ্ছে? *এবং তোমার পোশাক সর্বদাই শুভ্র থাকুক, কারণ প্রভু তোমার কাজকর্মে প্রীত* (১৭)। কেননা অনুগ্রহের সংস্পর্শে আসবার আগে তোমার কাজকর্ম ছিল *অসারের অসার* (১৮)।

কিন্তু এখন, তুমি যখন প্রাচীন পোশাক খুলে ফেলে আধ্যাত্মিক ভাবে শুভ্র পোশাক পরিধান করেছ, তখন এটি দরকার যে, তুমি সর্বদাই শুভ্র পোশাকে পরিবৃত হবে। প্রকৃতপক্ষে আমরা একথা আদৌ বলছি না যে তুমি সর্বদা সাদা পোশাক পরবে; বরং এটিই প্রয়োজন যে, তুমি শুভ্রতায়, সৌরবে ও আত্মিকতায় পরিবৃত হবে, যাতে ধন্য ইশাইয়ার সঙ্গে তুমি বলতে পার: *আমার প্রাণ আমার প্রভুতে মেতে উঠবে; কেননা তিনি আমায় ত্রাণবসন পরিয়েছেন, আনন্দের উত্তরীয়ে আমাকে জড়িয়েছেন* (১৯)।

৯। আত্মিক রুটি

তুমি এবিষয়ে সুশিক্ষা পেয়েছ ও সুনিশ্চিত বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হয়েছ যে, যা রুটির মত দেখতে, রুটির স্বাদ থাকলেও তা কিন্তু রুটি নয়, বরং খ্রিষ্টের দেহ; এবং যা আঙুররসের মত দেখতে, আঙুররসের স্বাদ থাকলেও তাও আঙুররস নয়, বরং খ্রিষ্টের রক্ত। প্রাচীনকালে দাউদ ঠিক এবিষয়ে সামসঙ্গীতে বলেছিলেন, *রুটি মানুষের অন্তর বলবান করে, তার মুখমণ্ডল তেলে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে* (২০); তাই তুমি সেই রুটি আত্মিক রুটি বলে গ্রহণ ক'রে নিজের অন্তর বলবান কর ও নিজের আত্মার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করে তোল।

আহা, তুমি যেন সদ্বিবেকে ও *অনাবৃত মুখে প্রভুর গৌরব ঠিক যেন আয়নারই* মত *প্রতিফলিত করতে পার, ও উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর গৌরবে* [২১] অগ্রসর হতে পার আমাদের প্রভু সেই খ্রিষ্ট যিশুতে, যাঁরই সম্মান, পরাক্রম ও গৌরব যুগে যুগান্তরে। আমেন।

---

(১) ১ করি ১১:২৩।

(২) এফে ৩:৬।

(৩) ১ করি ১১:২৩-২৫ দ্রঃ।

(৪) মথি ৯:১৫ দ্রঃ।

(৫) "এসো, আমরা খ্রিষ্টের দেহ ও রক্তে 'একপ্রকার' সহভাগিতা করি।" সেই 'একপ্রকার' এর অর্থ হল 'রহস্যময়ভাবে' বা 'সাক্রামেন্তীয়ভাবে'; কেননা আমরা খ্রিষ্টের দেহটিকে তার শারীরিক বাস্তবতায় গ্রহণ করি না। খ্রিষ্টকে আমরা রহস্যময় ভাবে গ্রহণ করি যেভাবে বাপ্তিস্মে আমরা রহস্যময় ভাবেই তাঁর সঙ্গে মৃত্যুবরণ করি, সমাহিত হই ও নবজন্ম গ্রহণ করি।

(৬) ২ পি ১:৪।

(৭) যোহন ৬:৫৩ দ্রঃ।

(৮) যোহন ৬:৬৬ দ্রঃ।

(৯) সাম ১১৬:৪।

(১০) সাম ২৩:৫ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(১১) সাম ২৩:৫ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(১২) যাত্রা ২৮:৩৬ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(১৩) সাম ২৩:৫ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(১৪) মথি ২৬:২৮।

(১৫) উপ ৯:৭।

(১৬) উপ ৯:৭ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(১৭) উপ ৯:৮ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(১৮) উপ ১:১।

(১৯) ইশা ৬১:১০ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(২০) সাম ১০৪:১৫ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(২১) ২ করি ৩:১৮।

২৩শ ধর্মশিক্ষা

ওরফে রহস্যগুলি বিষয়ক ৫ম ধর্মশিক্ষা

- পবিত্র উপাসনা ও কমুনিয়ন -

এই ধর্মশিক্ষায় সাধু সিরিল এউখারিস্তিয়া অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অংশ মাত্র ব্যাখ্যা করেন। তাই তিনি প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানরীতি ও ঐশবাণী অনুষ্ঠান বাতিল করে সরাসরি হাত ধোয়া থেকেই শুরু করে পরপর শান্তি-চুম্বন, এউখারিস্তীয় প্রার্থনার প্রারম্ভিক বন্দনা, সেটার আত্মিক স্তুতিগান, পবিত্র আত্মাকে প্রদানের জন্য প্রভুকে আহ্বান, জীবিত ও মৃতদের কল্যাণার্থে মিনতি, প্রভুর শেখানো প্রার্থনা, ও খ্রিষ্টের দেহ ও রক্ত গ্রহণ অনুষ্ঠানাদি ব্যাখ্যা করে চলেন।

তিনি প্রতিটি অনুষ্ঠানরীতি সংক্ষিপ্ত কিন্তু সূক্ষ্ম ভাবেই ব্যাখ্যা করেন যাতে নবদীক্ষিতরা যথেষ্ট সচেতনতার সঙ্গে এউখারিস্তীয় যজ্ঞে অংশ নিতে পারে।

সমস্ত শঠতা, সমস্ত ছলনা, কপটতা ও পরনিন্দা ত্যাগ ক'র, ইত্যাদি (১) পিতরের কাথলিক পত্র পাঠের পরে পরিবেশিত রহস্যগুলি বিষয়ক ৫ম ধর্মশিক্ষা।

১। শেষ ধর্মশিক্ষা

ঈশ্বরের মানবস্নেহে তোমরা আমাদের আগেকার বৈঠকগুলোতে বাপ্তিস্ম, খ্রিস্মাভিষেক ও খ্রিষ্টের দেহ ও রক্তে সহভাগিতা সম্পর্কে যথেষ্ট শুনেছ। এর পরে যা আসে, এখন সেই দিকে অগ্রসর হওয়া দরকার, যেন আজ তোমাদের গঠনের আত্মিক নির্মাণকর্মে শীরভূষণ বসাতে পারি।

২। হাত ধোয়ার কারণ

পরে তোমরা দেখেছিলে, পরিসেবক যাজককে [বিশপকে] ও ঈশ্বরের বেদির চারপাশে যে প্রবীণেরা ছিলেন, তাঁদেরও ধোয়ার জন্য জল দিয়েছিলেন। দৈহিক মলিনতা ধোয়ার কারণে যে তিনি জল দিয়েছিলেন তা অবশ্যই নয়; মোটেই না, কেননা [অনুষ্ঠানের] শুরুতে আমরা মলিন দেহে গির্জায় ঢুকিনি। বরং হাত ধোয়াটি এমন

প্রতীক যা অনুসারে সমস্ত পাপকর্ম ও অপরাধ থেকে নিজেদের শুদ্ধ হওয়া দরকার। কেননা যেহেতু হাত হল কাজের প্রতীক, সেজন্য হাত ধোয়ায় আমরা আমাদের আচরণেরই শুদ্ধতা ও নির্মলতা দেখাতে চাই। তুমি কি এই রহস্যময় অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে *আমি নির্দোষিতায় হাত ধুয়ে তোমার বেদি প্রদক্ষিণ করব, প্রভু* (২) ধন্য দাউদকে একথা বলতে শোননি? সুতরাং হাত ধোয়াটি হল পাপ থেকে মুক্তির প্রতীক।

৩। শান্তিচুম্বন

পরে পরিসেবক জোর গলায় বলেন, 'একে অন্যকে গ্রহণ কর; এসো, একে অন্যকে চুম্বন করি।' তুমি তো মনে করবে না যে এই চুম্বন সেই সমস্ত চুম্বনের মত যা চত্বরে বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বিনিময় করা হয়। না, এই চুম্বন সেই ধরনের নয়, বরং এই চুম্বন এক একটি আত্মা অন্য অত্মার সঙ্গে একীভূত করে তাদের জন্য পূর্ণ ক্ষমা প্রতিজ্ঞা করে। অতএব চুম্বনটি এমন চিহ্ন যে আমাদের আত্মাগুলো একেবারে মিলিত হয়েছে ও সমস্ত অন্যায়ের স্মৃতি দূর করে দিয়েছে। এজন্যই খ্রিষ্ট বলেছিলেন, *যখন তুমি যজ্ঞবেদির কাছে নিজ নৈবেদ্য উৎসর্গ করছ, তখন সেই স্থানে যদি মনে পড়ে যে, তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভাইয়ের কোন কথা আছে, তবে সেই স্থানে বেদির সামনে তোমার সেই নৈবেদ্য ফেলে রেখে চলে যাও: প্রথমে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে পুনর্মিলিত হও, পরে এসে তোমার সেই নৈবেদ্য উৎসর্গ কর* (৩)। সুতরাং এই চুম্বন হল পুনর্মিলন, আর তা-ই বলে পবিত্র; ধন্য পলও এক স্থানে উচ্চকণ্ঠে বলেন, *তোমরা পবিত্র চুম্বনে একে অন্যকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও* (৪), এবং পিতর বলেন, *প্রীতিচুম্বনে [একে অন্যকে শুভেচ্ছা জানাও]* (৫)।

৪। "এসো, হৃদয় উত্তোলন করি"

তারপর যাজক বলে ওঠেন, "এসো, হৃদয় উত্তোলন করি।" কেননা এই ভয়ঙ্কর ক্ষণে এটি সত্যিই উচিত যে আমাদের হৃদয় ঈশ্বরের সঙ্গে ঊর্ধ্বে থাকবে, নিচে এই মর্তে ও পার্থিব ব্যাপারের মধ্যে নয়। তাই, প্রকৃতপক্ষে, যাজক সকলকে আহ্বান করেন যেন এসময়ে সমস্ত আর্থিক দুশ্চিন্তা বা বাড়ির চিন্তা দূর করে দিয়ে নিজ নিজ হৃদয়কে স্বর্গে মানবপ্রেমিক ঈশ্বরের সঙ্গে রাখা হয়। তখন তোমরা উত্তরে বল, "আমাদের হৃদয় প্রভুর

প্রতি উত্তোলিত", আর একথার মধ্য দিয়ে নিজেদের সম্মতি জানাও। তবে যেন এমন কেউই না আসে যে ওষ্ঠে "আমাদের হৃদয় প্রভুর প্রতি উত্তোলিত" বলতে পারে কিন্তু ভাবনায় যার মন দৈনিক দুশ্চিন্তায় ব্যস্ত। বরং ঈশ্বরই সবসময় আমাদের স্মৃতিতে উপস্থিত হোন; কিন্তু আমাদের মানব দুর্বলতার দরুন তা সম্ভব না হলে তবু কমপক্ষে এই ক্ষণে এটিই হওয়া উচিত আমাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।

৫। "এসো, প্রভুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি"

এরপর যাজক বলেন, "এসো, প্রভুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।" কেননা আমাদের সত্যিই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা উচিত যেহেতু আমরা অযোগ্য থাকতেই তিনি তেমন মহা অনুগ্রহে আমাদের আহ্বান করেছেন; আবার, আমরা তাঁর শত্রু থাকতেই তিনি আমাদের পুনর্মিলিত করেছেন (৬); আরও, তিনি দত্তকপুত্রত্বের আত্মাকে আমাদের প্রদান করেছেন (৭)। তাতে তোমরা উত্তরে বল, "তা সঙ্গত ও ন্যায্য"; কেননা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করায় আমরা সঙ্গত ও ন্যায্য কিছু করি বটে, তিনি কিন্তু ন্যায্যতার সঙ্গে নয়, ন্যায্যতার ঊর্ধ্বেই আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন যখন আমাদের মঙ্গল করেছেন ও তেমন মহা উপকার গ্রহণের জন্য আমাদের সঙ্গত [অর্থাৎ, যোগ্য] করে তুলেছেন।

৬। প্রারম্ভিক বন্দনা

এরপর আমরা স্বর্গ মর্ত ও সাগর, সূর্য ও চন্দ্র, তারানক্ষত্র ও নিখিল সৃষ্টি, বুদ্ধিসম্পন্ন ও বুদ্ধিবিহীন জীব, দৃশ্য ও অদৃশ্য বস্তু, দূত, মহাদূত, [স্বর্গীয়] প্রতাপ, আধিপত্য, কর্তৃত্ব ও সিংহাসন, বহুমুখী খেরুব, এসমস্তের কথা উল্লেখ করি; প্রকৃতপক্ষে *আমার সঙ্গে প্রভুর মহিমাকীর্তন কর* (৮) দাউদের এই আহ্বানে আমরা উচ্চকণ্ঠে সাড়া দিই। তাছাড়া আমরা সেই সেরাফ-দলের কথাও উল্লেখ করি ইশাইয়া পবিত্র আত্মায় যাঁদের ঈশ্বরের সিংহাসনের চারপাশে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখেছিলেন; তাঁরা দু'টো পাখা দিয়ে মুখ ও দু'টো পাখা দিয়ে পা ঢেকে রাখছিলেন, ও দু'টো পাখা দিয়ে উড়তে উড়তে উচ্চকণ্ঠে বলছিলেন, পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র সেনাবাহিনীর প্রভু (৯)। যে স্বীকারোক্তি সেরাফগণ মর্তবাসী এই আমাদের প্রদান করেছিলেন, ঈশ্বরের সেই স্বীকারোক্তি আমরা

এই কারণেই পুনরাবৃত্তি করি, যেন আমরাও ঊর্ধ্বলোকের বাহিনীর সঙ্গে তাঁদের প্রশংসাগানের অংশী হতে পারি।

৭। 'এপিক্লেসিস' - প্রভুকে আহ্বান

পরে, তেমন আত্মিক স্তুতিগানে নিজেদের পবিত্র করে আমরা মানবপ্রেমিক ঈশ্বরকে মিনতি জানাই তিনি যেন তাঁর সম্মুখে রাখা উপহারের উপরে তাঁর পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করেন, পবিত্র আত্মা যেন সেই রুটি খ্রিষ্টের দেহ ও সেই আঙুররস খ্রিষ্টের রক্ত করেন; কেননা পবিত্র আত্মা যা কিছু স্পর্শ করেন, তা অবশ্যই পবিত্রিত ও পরিবর্তিত হয়।

৮। পরের হয়ে প্রার্থনা নিবেদন

পরে, আত্মিক যজ্ঞ এই রক্তশূন্য সেবাকর্মটি সম্পন্ন হওয়ার পর আমরা পুনর্মিলনের সেই বলির উপরে সমস্ত মণ্ডলীগুলোর সাধারণ শান্তির জন্য, জগতের কল্যাণের জন্য, সম্রাটদ্বয়ের জন্য, সৈন্যদের ও মিত্রদের জন্য, অসুস্থদের জন্য, দুঃখভোগীদের জন্য ঈশ্বরের কাছে মিনতি নিবেদন করি। এককথায়, যাদের সাহায্য দরকার তাদের সকলের জন্য প্রার্থনা করি ও এই যজ্ঞ উৎসর্গ করি।

৯। মৃত ব্যক্তিদের জন্য প্রার্থনা

পরে আমরা তাঁদেরই কথা স্মরণ করি যাঁরা আমাদের আগে নিদ্রা গেছেন, সর্বপ্রথমে কুলপতিদের, নবীদের, প্রেরিতদূতদের ও সাক্ষ্যমরদেরই কথা, যেন তাঁদের প্রার্থনা ও আমাদের হয়ে তাঁদের আবেদনে প্রসন্ন হয়ে ঈশ্বর আমাদের মিনতি গ্রাহ্য করেন। পরে পরলোকগত পবিত্র পিতৃগণ ও বিশপদের জন্য, ও সাধারণভাবে আমাদের সকল মৃতজনদের জন্যও প্রার্থনা করি; কেননা আমরা মনে করি, তাঁদের জন্য পবিত্র ও ভয়ঙ্কর বলির কাছে নিবেদিত আমাদের প্রার্থনা সেই আত্মাগুলোর জন্য মহা উপকারে আসে।

১০। মৃত ব্যক্তিদের জন্য প্রার্থনা (২)

এবিষয়ে আমি একটি উদাহরণ দিয়ে তোমাদের নিশ্চিত করতে ইচ্ছা করি। আমি জানি, অনেকে বলে, যে প্রাণ পাপময় অবস্থায় হোক বা পাপময় নয় এমন অবস্থায় হোক এজগৎ ছেড়ে চলে গেছে, প্রার্থনাকালে তার স্মরণ করাটা তার কী উপকারিতায় আসে? কেননা, এক সম্রাট যদি এমন কয়েকজনকে নির্বাসিত করতে যাচ্ছিলেন যারা তাঁকে অপমান করেছিল, তবে পরবর্তীকালে যদি তাদের আপনজনেরা একটা মালা গেঁথে তা সেই দণ্ডিতদের খাতিরে সম্রাটকে অর্পণ করত, তবে সম্রাট কি তাদের দণ্ডমোচন মঞ্জুর করতেন না? একই প্রকারে, মৃতব্যক্তিরা যতই পাপী ছিল না কেন, আমরাও যখন ঈশ্বরের কাছে তাদের জন্য প্রার্থনা নিবেদন করি, তখন কোনও মালা গাঁথি না বটে, কিন্তু আমাদের পাপের জন্য বলীকৃত খ্রিষ্টকেই নিবেদন করি; আর এভাবে সেই মৃতব্যক্তিদের প্রতি ও আমাদেরও প্রতি মানবপ্রেমিক ঈশ্বরের প্রসন্নতা অর্জন করি।

১১। প্রভুর প্রার্থনা [১০]

তারপর, এসমস্ত কিছুর পরে, ত্রাণকর্তা যে প্রার্থনা নিজ শিষ্যদের কাছে সম্প্রদান করেছিলেন, আমরা সেই প্রার্থনা আবৃত্তি করি। আমরা শুদ্ধ বিবেকে ঈশ্বরকে আমাদের পিতা বলে সম্বোধন করে বলি, "হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা।" আহা, মানবজাতির প্রতি ঈশ্বরের কেমন মহা ভালবাসা। তাঁর প্রতি বিদ্রোহী যারা, যারা নিতান্ত দুর্দশায় ভুগছিল, তাদের উপরেই তিনি কুকর্মের তেমন পূর্ণ ক্ষমা ও অনুগ্রহে তেমন মহা সহভাগিতা মঞ্জুর করেছেন যার জন্য তারা তাঁকে পিতা বলেও ডাকতে পারে। "হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা", আর তারাও 'স্বর্গ' যারা সেই স্বর্গস্থজনের প্রতিমূর্তি ধারণ করে [১১], যাদের অন্তরে ঈশ্বর বিদ্যমান, যাদের অন্তরে ঈশ্বর *আপন আবাস স্থাপন করেন ও গমনাগমন করেন* [১২]।

১২। "তোমার নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হোক।" আমরা একথা বললে বা না বললেও ঈশ্বরের নাম স্বরূপেই পবিত্র। কিন্তু যেহেতু পাপীদের মধ্যে সেই নাম সময় সময় নিন্দার বস্তু হয় যেভাবে শাস্ত্রের এবাণীতে প্রমাণিত *তোমাদের কারণেই আমার নাম বিজাতীয়দের মধ্যে অবিরতই নিন্দার বস্তু হচ্ছে* [১৩], সেজন্য আমরা প্রার্থনা করি যেন

আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের নাম পবিত্র বলে প্রকাশিত হয়। নামটি যে অপবিত্র অবস্থা থেকে পবিত্র হয়ে ওঠে এমন নয়, বরং একারণে যে, নামটি আমাদের মধ্যে তখনই পবিত্র হয় যখন আমাদের পবিত্র করে তোলা হয় ও আমরা পবিত্রতা-যোগ্য কর্ম সাধন করি।

১৩। "তোমার রাজ্য আসুক।" শুদ্ধ প্রাণ-ই সাহসের সঙ্গে "তোমার রাজ্য আসুক" উক্তি উচ্চারণ করতে পারে, কেননা পলকে যে একথা বলতে শুনেছে, *পাপ তোমাদের মরদেহে যেন রাজত্ব না করে* (১৪), এবং কাজে-কর্মে, চিন্তায়-কথনে নিজেকে শোধন করেছে, সে-ই ঈশ্বরকে বলবে, "তোমার রাজ্য আসুক।"

১৪। "তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক।" ঈশ্বরের ঐশ ও ধন্য দূতগণ ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করেন, যেইভাবে দাউদ এ সমসঙ্গীতে বলেন, *মহাশক্তিধর যারা, তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ কর যারা, তাঁর সেই সকল দূত প্রভুকে বল ধন্য* (১৫)। তাই তোমার প্রার্থনায় তুমি আসলে বলতে চাও, দূতগণের মধ্যে যেমন তোমার ইচ্ছা সাধিত, তেমনি, হে প্রভু, মর্তে আমার মধ্যে তাই হোক।

১৫। "আমাদের সত্তার জন্য প্রয়োজনীয় রুটি আজ আমাদের দাও।" সাধারণ এই রুটি সত্তার জন্য প্রয়োজনীয় রুটি নয়, এই পবিত্র রুটিই বরং সত্তার জন্য প্রয়োজনীয় রুটি, অর্থাৎ এমন রুটি যা আত্মার সত্তার জন্য নির্দিষ্ট। কেননা এ রুটি *পেটে গিয়ে নর্দমায় নির্গত হয় না* (১৬), বরং দেহ ও আত্মা দু'টোরই উপকারের জন্য তোমার সমস্ত সত্তায় ছড়িয়ে পড়ে। এবং "আজ" বলায় তিনি বলতে চান, "প্রতিদিন", যেইভাবে পলও বলেন, *সেই আজ কথাটা যতদিন ঘোষিত, ততদিন* (১৭)।

১৬। "আমাদের ঋণ ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আমাদের কাছে ঋণী যারা তাদের ক্ষমা করি।" কারণ আমাদের বহু পাপ আছে, কেননা আমরা কথায় ও চিন্তায় অপরাধ করি, আর কতগুলো কর্মও সাধন করি যা দণ্ডনীয়। আর যোহন এবিষয়ে বলেন, *আমরা যদি বলি আমাদের পাপ নেই, তাহলে আমরা মিথ্যা বলি* (১৮)। তাই আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে এক সন্ধি স্থির করে তাঁকে অনুনয় করি যেন তিনি আমাদের পাপ ক্ষমা করেন যেমন

আমরাও আমাদের প্রতিবেশীর ঋণ ক্ষমা করি। তাই আমরা যা পাই ও কিসের প্রতিদানে তা পাই, একথা ভেবে, এসো, একে অন্যকে ক্ষমা করাটা সরিয়ে না দিই, ক্ষমা করায় যেন বিলম্ব না করি। কেননা আমাদের প্রতি কৃত যে যে অপরাধ, সেগুলো সামান্য ও তুচ্ছ, এবং সেগুলো সহজেই মেটানো যায়; কিন্তু ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কৃত আমাদের যে অপরাধ, সেগুলো এত বড় যে এমন মহা দয়া দরকার যা কেবল তাঁরই কাছে রয়েছে। অতএব চিন্তা-ভাবনা কর, যেন তোমার নিজের বিরুদ্ধে করা সামান্য ও তুচ্ছ পাপের কারণে তুমি তোমার সত্যকার গুরুপাপের বেলায় ঈশ্বরের ক্ষমা থেকে নিজেকে বঞ্চিত না কর।

১৭। “আর আমাদের পরীক্ষায় এনো না, প্রভু।” তবে কি, প্রভু সত্যিই আমাদের এমনটা প্রার্থনা করতে শেখাচ্ছেন যেন আমরা আদৌ পরীক্ষিত না হই? তেমনটা হলে তবে কি করে অন্যত্র বলা হয়, “অপরীক্ষিত যে মানুষ, সে অপ্রমাণসিদ্ধ মানুষ”(১৯)। আরও, *ভাই, তোমরা যখন নানা ধরনের পরীক্ষায় পরীক্ষিত হও, তখন তা পরম আনন্দের বিষয় মনে কর* (২০)। কিন্তু তবুও এমনটা কি হতে পারে যে, পরীক্ষায় পড়া বলতে পরীক্ষায় পরাভূত হওয়া বোঝায়? কেননা পরীক্ষা এমন শীতকালীন খাদনদীর মত যা পার হওয়া কঠিন। তাই যারা নানা পরীক্ষায় পরাভূত হয় না, তারা পার হয় আর এতে দেখায় যে, সেই সমস্ত কিছু দ্বারা তাদের ভাসিয়ে নেওয়া হয়নি বলে তারা উত্তম সাঁতারু। উদাহরণস্বরূপ, অর্থলালসা-প্রলোভনে প্রবিষ্ট হয়ে যুদা এর বিপরীতে সাঁতার দেননি বরং [তরঙ্গমালায়] ভেসে গিয়ে দেহে ও আত্মায় শ্বাসরুদ্ধ হলেন। পিতর অস্বীকার-প্রলোভনে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু একবার প্রবিষ্ট হলে তিনি তাতে পরাভূত হননি বরং পুরুষত্ব দেখিয়ে সেটার ভিতর দিয়ে সাঁতার দিলেন, ফলে প্রলোভন থেকে রেহাই পেলেন। এবং [বাইবেলের] আর এক স্থানে, নির্ভীক সাধু ব্যক্তির দলের কথা শোনো যারা পরীক্ষা থেকে মুক্তি পেয়ে ধন্যবাদ জানাল, *তুমি আমাদের পরীক্ষা করেছ, ঈশ্বর, আমাদের শোধন করেছ যেইভাবে রূপো শোধন করা হয়; আমাদের একটা জালে ফেলে দিয়েছ; আমাদের কোমরে চাপিয়েছ দুঃখ-দুর্দশা; আমাদের মাথার উপর দিয়ে মানুষকে চড়াতে দিয়েছ ঘোড়া; আগুন ও জল পার হয়ে এসেছি আমরা, শেষে কিন্তু আমাদের বের করে এনেছ এক বিশ্রামস্থানে* (২১)। তুমি তো দেখতে পাচ্ছ, পার হওয়ার

ব্যাপারে ও বিদ্ধ না হওয়ার ব্যাপারে তারা কতই না সাহসের সঙ্গে কথা বলে। "কিন্তু আমাদের বের করে এনেছ এক বিশ্রামস্থানে", আচ্ছা, বিশ্রামস্থানে আসাটাই হল তাদের পরীক্ষা থেকে মুক্তিলাভ।

১৮। "কিন্তু সেই ধূর্তজন থেকে আমাদের নিস্তার কর।" আচ্ছা, যদি "আমাদের পরীক্ষায় এনো না" বলতে আদৌ পরীক্ষিত না হওয়া বোঝাত, তাহলে তিনি "কিন্তু সেই ধূর্তজন থেকে আমাদের নিস্তার কর" কথাটা যোগ দিতেন না। তবে, সেই ধূর্তজন হল আমাদের বিরোধী সেই দিয়াবল, যে দিয়াবল থেকে মুক্তিলাভ প্রার্থনা করি। প্রার্থনা শেষে তুমি বলে থাক, "আমেন"। আমেন এর অর্থই "তা-ই হোক", ফলে এই আমেন বলায় তুমি স্বয়ং ঈশ্বরের শেখানো প্রার্থনার আবেদনমালা সীলমোহরযুক্ত কর।

১৯। "পবিত্র বস্তু পবিত্রজনদের হোক"

পরে যাজক বলেন, "পবিত্র বস্তু পবিত্রজনদের হোক।" পবিত্র বস্তু হল সেই অর্পিত দান যেগুলো পবিত্র আত্মার আগমনে চিহ্নিত হয়েছে। আর পবিত্র আত্মার যোগ্য বলে পরিগণিত হয়েছ যে তোমরা, তোমরাও সেই পবিত্রজন। সুতরাং পবিত্র বস্তু পবিত্রজনদেরই মানায়। আর তোমরা তো এতে যোগ দিয়ে বল, "পবিত্রজন এক, প্রভু এক, তিনি সেই যিশু খ্রিষ্ট।" কেননা সত্যিকারে পবিত্রজন এক, আর তিনি স্বরূপেই পবিত্র; কিন্তু আমরা স্বরূপে নয়, সহভাগিতার ফলে, শুভকর্ম সাধনের ফলে, প্রার্থনার ফলেই পবিত্র।

২০। কমুনিয়ন গান

পরে তোমরা তো প্রধান গায়ককে ঐশসঙ্গীত দ্বারা ঐশরহস্যগুলোতে সহভাগিতায় তোমাদের আমন্ত্রণ করতে শোন; তিনি বলেন, *আস্বাদন কর, দেখ প্রভু কত মঙ্গলময়* (২২)। তোমাদের বিচার তোমাদের দৈহিক স্বাদের উপর যেন নির্ভর না করে; না, অটল বিশ্বাসের উপরেই বরং নির্ভর করুক। কেননা যারা অংশ নিতে যাচ্ছে তারা রুটি ও আঙুররস নয়, প্রতীকে আবৃত খ্রিষ্টের দেহ ও রক্তই আস্বাদন করতে আমন্ত্রিত।

২১। খ্রিষ্টের দেহ গ্রহণ

সুতরাং, এগিয়ে আসার সময়ে তুমি হাতের কব্জি শক্ত করে বা আঙুলগুলো বিচ্ছিন্ন করে অগ্রসর হবে না, বরং বাঁ হাত কেমন যেন ডান হাতের রাজাসন হোক, কেননা ডান হাত রাজাকে গ্রহণ করতে যাচ্ছে; তাই ডান হাতের পাতা ফাঁপা করে "আমেন" বলে খ্রিষ্টের দেহ গ্রহণ করে নাও। পরে, সেই পবিত্র দেহের সংস্পর্শে চোখ দু'টো সযত্নে পবিত্রিত করে তা এমন সতর্কতার সঙ্গে গ্রহণ করে নাও যাতে সেটির টুকরো মাত্রও হারিয়ে না যায়; কেননা তুমি যদি কিছুটা হারিয়ে ফেলতে তাহলে তা কেমন যেন তোমার নিজের দেহের একটা অঙ্গই হারিয়ে ফেলতে। আমাকে বল, কেউ যদি তোমাকে সোনার দানা দিত, তাহলে তুমি কি তা সযত্নেই গ্রহণ করে নিতে, না এব্যাপারে সতর্ক থাকতে যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়ার জন্য একটা দানাও হারিয়ে না যায়? সুতরাং সোনা ও মূল্যবান পাথরের চেয়ে যা অধিক মূল্যবান, সেটির ক্ষুদ্রতম একটা টুকরোও যেন না পড়ে তুমি কি অধিক যত্ন সহকারে সতর্ক থাকবে না?

২২। খ্রিষ্টের রক্ত গ্রহণ

পরে, খ্রিষ্টের দেহে সহভাগিতা করার পর রক্তের পানপাত্রের দিকে অগ্রসর হও; হাত বাড়াবে না, বরং আরাধনার মনোভাবে ও সম্মানার্থে নত হয়ে ও "আমেন" বলে খ্রিষ্টের রক্ত গ্রহণেও নিজেকে পবিত্রিত কর। আর সেটি ওষ্ঠে আর্দ্র থাকতেই তা হাত দিয়ে স্পর্শ করে চোখ দু'টো, ললাট ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলো পবিত্রিত কর। এরপর, তেমন মহান রহস্যগুলো গ্রহণে তোমাকে যোগ্য করে তুলেছেন যিনি, প্রার্থনার অপেক্ষায় থাকাকালে সেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কর।

২৩। শেষ বাণী

তোমরা এ পরম্পরাগত বিষয়গুলো অক্ষুণ্ন রক্ষা কর, তোমাদের নিজেদেরও অনিন্দনীয় রক্ষা কর। কমুনিয়ন থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করো না, পাপের কলুষের দরুনও এ পবিত্র ও আত্মিক রহস্যগুলো থেকে নিজেদের বঞ্চিত করো না। *স্বয়ং শান্তিবিধাতা ঈশ্বর পূর্ণমাত্রায় তোমাদের পবিত্র করে তুলুন। তোমাদের সমস্ত আত্মা, প্রাণ ও দেহ আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের সেই আগমনের জন্য অনিন্দনীয় হয়ে রক্ষিত*

হোক [২৩]। পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে তাঁরই গৌরব, সম্মান ও পরাক্রম, এখন ও যুগে যুগে চিরকাল। আমেন।

---

(১) ১ পিতর ২:১।

(২) সাম ২৬:৬ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(৩) মথি ৫:২৩-২৪।

(৪) ১ করি ১৬:২০।

(৫) ১ পিতর ৫:১৪।

(৬) রো ৫:১০ দ্রঃ।

(৭) রো ৮:১৫ দ্রঃ।

(৮) সাম ৩৪:৪।

(৯) ইশা ৬:২-৩ দ্রঃ।

(১০) মথি ৬:৯-১৩।

(১১) ১ করি ১৫:৪৯ দ্রঃ।

(১২) ২ করি ৬:১৬।

(১৩) রো ২:২৪; ইশা ৫২:৫।

(১৪) রো ৬:১২।

(১৫) সাম ১০৩:২০-২১।

(১৬) মথি ১৫:১৭।

(১৭) হিব্রু ৩:১৩।

(১৮) ১ যোহন ১:৮।

(১৯) প্রেরিতগণের ধর্মশিক্ষা ২:৮ দ্রঃ। “প্রেরিতগণের ধর্মশিক্ষা” নামক পুস্তকটি সেকালের খ্রিষ্টিয়ানদের মধ্যে যথেষ্ট প্রচলিত একটি পুস্তক ছিল।

(২০) যাকোব ১:২।

(২১) সাম ৬৬:১১-১২ গ্রীক সত্তরী পাঠ্য।

(২২) সাম ৩৪:৯।

(২৩) ১ থে ৫:২৩।